বিশ্ববিমোহন মহাকবি

কালিদাসের গ্রন্থাবলী

তৃতীয় ভাগ

পণ্ডিত শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির
১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বসুমতী গ্রন্থাবলী-সিরিজ

কালিদাসের গ্রন্থাবলী

মূল—অন্বয়—অন্বয় মুখে ব্যাখ্যা—তাৎপর্য্য—বিবরণ—অনুবাদ।

—(তৃতীয় ভাগ)—

বিশ্ববিমোহন মহাকবি কালিদাস বিরচিত।

সংস্কৃত কলেজ—বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ও পরীক্ষক—
বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য সংস্কৃত-সাহিত্য-সমালোচন গ্রন্থ প্রণয়নে লব্ধপ্রতিষ্ঠ
সুপণ্ডিত শ্রীযুত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত।

সৎসাহিত্য-শাস্ত্রগ্রন্থ-প্রচার-ব্রত
উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত
বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত।

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত সংস্করণের
বিশেষভাবে পরিবর্দ্ধিত—পরিশোধিত—পরিস্ফুট ভাব-সৌন্দর্য্য-শোভিত
রাজাধিরাজ চতুর্থ সংস্করণ।

কলিকাতা, ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী-বৈদ্যুতিক-রোটারী-মেসিন-যন্ত্রে"
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত।

[মূল্য ২ টাকা মাত্র।

সূচীপত্র

কালিদাস-প্রশস্তি

কালিদাসের রচিত (১)রঘুবংশ, (২)কুমারসম্ভব, (৩)মেঘদূত, এই তিনখানি শ্রব্যকাব্য এবং (১)বিক্রমোর্ব্বশী, (২)মালবিকাগ্নিমিত্র, (৩)অভিজ্ঞানশকুন্তল নামক তিনখানি দৃশ্যকাব্য ও ঋতুসংহার নামধেয় উপাদেয় গ্রন্থ ব্যতিরেকে, তাঁহার নামে প্রচলিত নলোদয়, শৃঙ্গারতিলক, শৃঙ্গারবসাষ্টক, দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা ও শ্রুতবোধ প্রভৃতিকেও কালিদাস গ্রন্থাবলীর অন্তর্নিবিষ্ট করিতে হইয়াছে। সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের নিমিত্ত তৎতদ্-গ্রন্থের আলোচনাপ্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য বিবৃত করিয়াছি। সুধীসমাজ বিচার করিয়া দেখিলেই শ্রম সফল মনে করিব।

কালিদাসের আবির্ভাবকাল লইয়া নানা মতবাদ প্রচলিত। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বহুকাল হইতে, কবির সময়নির্দ্ধারণের জন্য নানারূপ প্রয়াস করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু নিঃসন্দেহে কেহই কিছু বলিতে পারেন নাই। তবে ভূরি ভূরি প্রমাণ-প্রয়োগের উপন্যাস পূর্ব্বক, এক এক জনে এক একটা মত খাড়া করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে, সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক, আর্থার এ ম্যাক্‌ডোনেল সাহেব একটি বড়ই সত্য কথা বলিয়াছেন, তাঁহার পূর্ব্বে এমন অনাবৃত সত্য অন্য কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন বলিয়া মনে পড়ে না। বরাহমিহির প্রভৃতির কালনির্ণয় প্রসঙ্গে যখন কালিদাসাদির উল্লেখ আবশ্যক হইল, তখন ম্যাকডোনেল বলিলেন—"But as to the date of the most famous classical poets, Kalidasa, Subandhu, Bharabi, Gunadhya, and others, we have no historical authority." এইরূপ কথার কোন বালাই নাই। নতুবা, এক একটা ঝোঁকের বশে,—কালিদাসাদি ভারতের অলঙ্কারসমূহকে নিতান্ত অর্ব্বাচীন কালে টানিয়া আনার চেষ্টায় লাভ কি? কালিদাস যে সময়েই আবির্ভূত হইয়া থাকুন না কেন, কোনক্রমেই তাঁহার অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা খণ্ডিত হইবে না। খ্রীঃ-পূর্ব্ব বা খৃষ্টজন্মের পর,—যখনই তিনি প্রাদুর্ভূত হন্ না কেন, তিনি চিরদিন কালিদাসই রহিবেন। রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ, তাঁহার জন্মকালের মাপকাঠিতে কদাচ তিনি মণীন্দ্রনাথ বা শচীন্দ্রনাথ হইবেন না। তবুও ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংস্কৃত কবির জন্মকাল, জন্মস্থান, বংশলতা প্রভৃতি জানিবার কৌতূহল দেশাত্মবোধসম্পন্ন ব্যক্তির স্বতই জন্মিবার কথা। সেই কারণে, অতি সংক্ষেপে, কালিদাসের কালবিষয়ে দু'একটি কথা বলিতে হইল।

এলাহাবাদ দুর্গের মধ্যে রক্ষিত অশোকস্তম্ভের গাত্রে দিগ্বিজয়ী সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তের বিজিত দেশসমূহের যে নামাবলী ক্ষোদিত আছে, তাহাদের কতগুলি দেশের নামের সহিত, কালিদাসের রঘুবংশের দিগ্বিজয়ী সম্রাট রঘুর বিজিত দেশসমূহের নাম হুবহু মিলিয়া যায়, অথচ যে মহাকাব্যের ঘটনা লইয়া রঘুবংশ রচিত, সেই বাল্মীকি-রামায়ণে রঘুদিগ্বিজয়ের নামগন্ধও নাই। এই রহস্য বুঝিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে কালিদাসের আবির্ভাবকাল এবং ভারতের তদানীন্তন 'প্রধানতম' সম্রাট্‌গণের পরিচয় আবশ্যক। তখন ছোটখাটো রাজা-মহারাজরাও "সম্রাট্" 'পৃথিবীপতি" 'মহীশচক্রচূড়ামণি" প্রভৃতি বড় বড় বিশেষণে অলঙ্কৃত হইতেন। তাই "প্রধানতম সম্রাট্" বলিতে হইল। নতুবা "ভারতসম্রাট্" বলিতে একাধিক নৃপতিকে এক সময়ে কদাচ বুঝায় না।

ঐতিহাসিকগণের মতে নির্ব্বিরোধে কালিদাসের কাল এখনও নির্ণীত হয় নাই। হইবে কি না, জানি না। তবে উক্ত মহাকবির কাব্যাবলীর আভ্যন্তরীণ বর্ণনার এবং ঘটনার সমাবেশ গবেষণায়, ভিন্ন ভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিকগণ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। কালে হয় ত আরও কত মতবাদের প্রচলন হইবে। কেন না, আজিও, যেমন করিয়া হওয়া উচিত, সেইভাবে, কালিদাস-গ্রন্থাবলীর বিশিষ্ট আলোচনা বা গবেষণা হয় নাই। উহা বিপুল পরিশ্রমসাধ্য। তবুও যতটা পাওয়া যায়, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত হইল।

কালিদাসের কাল—সম্বন্ধে চারিটি মত প্রধান।

১ম—খৃষ্ট-জন্মের ৫৭ বৎসর পূর্ব্বে।

২য়—খৃষ্টীয় তৃতীয় শতক।

৩য়—খৃষ্টীয় চতুর্থ শতক।

৪র্থ—খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকের কতক এবং ষষ্ঠ শতকের কতক অংশ।

এই মতচতুষ্টয়ের মধ্যে—পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শতকই প্রমাণ-বাহুল্যে অধিকতর বলিষ্ঠ, এবং এই দ্বিধাবিভক্ত চতুর্থ মতের মধ্যে আবার পঞ্চম শতক আধুনিক ঐতিহাসিকগণের মতে যথার্থতম। এখন দেখিতে হইবে যে, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে কাহারা ভারতসিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন? এই সময়ের আলোচনার পূর্ব্বে, একটি কিংবদন্তী সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, কালিদাস উজ্জয়িনীপতি বিক্রমাদিত্যের সভাসদ ছিলেন।

প্রধানতঃ খৃষ্টীয় চতুর্থ শতক হইতে সার্দ্ধ ষষ্ঠ শতক পর্য্যন্ত গুপ্তরাজগণ ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে আবার চতুর্থ এবং পঞ্চম শতকই ভারতের সর্ব্ববিধ উন্নতির কাল। চতুর্থ শতকের পূর্ব্বে, গুপ্তগণ নামতঃ রাজা থাকিলেও, চতুর্থ শতকের প্রথমাংশে, তদ্বংশীয় এক জন শক্তিশালী নৃপতি, প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত লিচ্ছবি বংশের কুমার দেবী নাম্নী এক রাজকুমারীর পাণিপীড়নপূর্ব্বক, বহু সহায়সম্পত্তির অধিকারী হইয়া চন্দ্রগুপ্ত নাম গ্রহণ করেন এবং মগধে বিপুল আধিপত্যস্থাপনে সমর্থ হন। ইতিহাসে ইনিই 'প্রথম চন্দ্রগুপ্ত' নামে অভিহিত। এক হিসাবে ইনিই গুপ্তসাম্রাজ্যের স্থাপয়িতা, লিচ্ছবি-রাজকুমারীর বৈবাহিক সম্বন্ধ যে সমস্ত অভ্যুদয়ের একমাত্র হেতু, ইহা সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত অতি শ্লাঘার সহিত জ্ঞাপন করিয়া পরম গৌরব অনুভব করিতেন। এমন কি, তাহার রাজকীয় মুদ্রাদিতেও কুমার দেবীর প্রতিমূর্ত্তির সহিত নিজমূর্ত্তি ক্ষোদিত করিয়াছিলেন।

উক্ত চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর, খৃষ্টা ৩৩০ অব্দে তদীয় পুত্র সমুদ্রগুপ্ত সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। অশোক ও হর্ষবর্দ্ধন ব্যতিরেকে সমুদ্রগুপ্তের মত শক্তিশালী সম্রাট্ ভারতে অতি কমই জন্মিয়াছিলেন। নবরাজ সমুদ্রগুপ্ত পিতৃসিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াই কিছুকালমধ্যে, মগধ সাম্রাজ্যের উপান্তবর্ত্তী নৃপতিগণকে সম্পূর্ণ বশীভূত করিয়া লন, এবং পরে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া, ক্রমে সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতের বহির্ভূত রাজ্যসমূহেরও অধিকাংশ জয় করেন। খৃষ্টীয় ৩৩ অব্দ হইতে ৩৮০ অব্দ পর্য্যন্ত সমুদ্রগুপ্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার তিরোধানের পর তদীয় পুত্র, পিতামহের ন্যায় চন্দ্রগুপ্ত নাম ধারণপূর্ব্বক ৩৮০ অব্দে সিংহাসনে অধিরূঢ় হন এবং বিক্রমাদিত্য উপাধি ধারণ করেন। ইতিহাসে ইনিই দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য নামে পরিচিত। ইঁহার মৃত্যুর পর, ৪১৫ শতকে পুত্র কুমারগুপ্ত রাজা হন। দক্ষতার সহিত সাম্রাজ্য শাসন পূর্ব্বক, ৪৫৫ শতকের প্রথমাংশে কুমারগুপ্ত গতায়ু হইলে, তদীয় পুত্র স্কন্দগুপ্ত সম্রাট্ হন, এবং বিক্রমাদিত্য উপাধিধারণ করেন। এক হিসাবে ইনিই গুপ্তরাজ-বংশের উল্লেখযোগ্য শেষ সম্রাট। কেন না, পরে যদিও কতিপয় গুপ্তভূপতি পর্য্যায়ক্রমে সিংহাসনে বসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে সকল নামতঃ মাত্র। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্ত, চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য প্রভৃতি শক্তিশালী রাজন্যবর্গ বিপুল আয়াসে যে বিরাট গুপ্তসাম্রাজ্য গঠন করিয়াছিলেন, স্কন্দগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের শেষ সময় হইতেই তাহাতে ভাঙ্গন ধরে, এবং পরবর্ত্তী কতিপয় সম্রাট্ নামভূষিত গুপ্ত-ভূপতির সময়ে ধীরে ধীরে তাহা একেবারে ভূমিসাৎ হয়। স্কন্দগুপ্ত বিক্রমাদিত্য ৪৮০ শতক পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। সুতরাং খৃষ্টীয় চতুর্থ শতক হইতে পঞ্চম শতকের শেষ ভাগ পর্য্যন্তই গুপ্তসাম্রাজ্যের সুদিন। স্কন্দগুপ্ত নিঃসন্তান ছিলেন, তাই তাঁহার পর তদীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা পুরগুপ্ত ৪৮৫ শতক পর্য্যন্ত, এবং পরে পুরগুপ্ত-তনয় নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্য ৫৩১ শতক পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

পরে নরসিংহ-তনয় দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। এই স্থানেই প্রথম চন্দ্রগুপ্তের বংশধারার বিলোপ ঘটে পরে, মগধে যদিও আর এক গুপ্তবংশের সন্ধান পাওয়া যায়, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত গুপ্তরাজবংশের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। পূর্ব্বোক্ত ঐ গুপ্ত-সম্রাট্দিগের সময়ে জ্ঞানের চর্চ্চায়, কলার চর্চ্চায়, সর্ব্বাংশে ভারত তখন শিক্ষা দীক্ষার চরম চূড়ায় আরূঢ়। পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতকের কালিদাস, শূদ্রক, চতুর্থ শতকের বিশাখ দত্ত, পঞ্চম শতকের শেষ ভাগের ভুবনবিখ্যাত আর্য্যভট্ট, পঞ্চমের প্রথমাংশের বরাহমিহির প্রভৃতি মনীষিগণ এই গুপ্ত-ভূপতিগণের রাজত্বকালেই ভারতবর্ষ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। অনেক ঐতিহাসিকের মতে গুপ্ত রাজত্বের প্রথমভাগে, বর্ত্তমান আকারে মনুসংহিতা নিবদ্ধ, এবং পুরাণনামা গ্রন্থরাজি

মধ্যে অবিসংবাদে প্রাচীনতম বলিয়া স্বীকৃত বায়ুপুরাণ—নির্ম্মিত। এখন ক্রমে যে সমুদায় হর্ম্ম্যের সন্ধান মিলিতেছে, তাহাতে মনে হয়, স্থাপত্যশিল্পেও ভারত তখন চরম প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। হায়দাবাদের অজন্তার পাষাণ-বক্ষে ক্ষোদিত অপূর্ব্ব চিত্রাবলী, ঐতিহাসিকগণের মতে পৃঃ পূঃ দুই শতক হইতে খৃষ্টীয় ছয় শতক পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে নির্ম্মিত। গুপ্ত সম্রাট্‌গণের উৎসাহদান ও অকৃত্রিম পৃষ্ঠপোষকতার ফলে তখন ভারত সর্ব্ববিষয়ে সত্যই "বর্ব্বর্ত্তি সর্ব্বোপরি।" এমনই মাহেন্দ্রক্ষণে, ভারতের এমনই সর্ব্বতোমুখী উন্নতির যুগে মহাকবি কালিদাস প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে অনেকে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের লোক বলিয়া থাকেন; কিন্তু বর্ত্তমানে বহু গবেষণার ফলে স্বিকৃত হইয়াছে যে, কালিদাস পঞ্চম শতকে জন্মিয়া গুপ্তগণের মালবরাজ্যের তদানীন্তন রাজধানী উজ্জয়িনীর রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত অর্থাৎ চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্য ৩৮০ শতকে গুপ্ত-সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া উজ্জয়িনী জয় করেন। উজ্জয়িনী স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতবর্ষের এক অতি প্রধান স্থান। যিনি সম্রাট্ হইতেন, তাঁহার প্রথম এবং প্রথম দৃষ্টি পড়িত উজ্জয়িনীর উপর। বিশ্বনাথের কৃপায় বারাণসীর ন্যায়, মহাকালের কৃপায় উজ্জয়িনী চিরদিনই হিন্দু-মাত্রের পরম পবিত্র তীর্থস্থান ও অপরিহার্য্য আকর্ষণক্ষেত্র। সম্রাট্‌গণ ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্যও উজ্জয়িনীতে রাজধানী স্থাপন করিতে পারিলে নিজেকে কৃতকৃতার্থ মনে করিতেন। চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনী বিজয় করিয়া বেশী দিন রাজত্ব করিতে পারেন নাই। খৃষ্টীয় ৪১৩ অব্দে তাঁহার কাল হয় এবং তদীয় পুত্র প্রথম কুমারগুপ্ত সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া ৪ শত ৫৫ শতক পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। কালিদাস চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালের শেষাংশ, অর্থাৎ চারি শত তিন, চারি বা পাঁচ সাত, অব্দ হইতে কুমারগুপ্তের সমগ্র রাজত্বকাল অর্থাৎ ৪৫৫ অব্দ পর্য্যন্ত, এবং হয় ত বা স্কন্দগুপ্তেরও রাজত্বের কিছুকাল পর্য্যন্ত উজ্জয়িনীর রাজসভা উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। স্কন্দগুপ্তের রাজত্বকাল খৃষ্টীয় ৪৬৫ অব্দ হইতে ৪৮০ অব্দ পর্য্যন্ত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, স্কন্দগুপ্তও তদীয় পিতামহ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্যের ন্যায় বিক্রমাদিত্য উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। সুতরাং কালিদাসের ভাগ্যে উজ্জয়িনীর রাজতক্তে দুই জন বিক্রমাদিত্যের বিভূতিদর্শন ঘটিয়াছিল, এবং কালিদাস তিন জন গুপ্ত সম্রাট্ সন্দর্শন করিয়াছিলেন;—চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্য, কুমারগুপ্ত এবং স্কন্দগুপ্ত-বিক্রমাদিত্য। এক কথায়, সম্রাট্ অশোকের পর ভারতে যাহার অধিক গর্ব্বের দিন আর আসে নাই, কালিদাস সেই সময়ের শ্রেষ্ঠ সম্রাট্‌দিগের রাজসভার অলঙ্কাররূপে বিরাজমান ছিলেন।

চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব-কালের শেষভাগে প্রাদুর্ভূত হইয়া, তদীয় পৌত্র স্কন্দগুপ্ত-বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব-কালের অধিকাংশ সময় পর্য্যন্ত কালিদাস যে বিদ্যমান ছিলেন, ইহা কবির গ্রন্থাবলী হইতেও সপ্রমাণ হয়। চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের পিতা দিগ্বিজয়ী সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তের অবদান-পরম্পরার অনুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠাতৃরূপে রঘু-বংশের দিগ্বিজয়ী সম্রাট্ রঘুকে, কালিদাস যেমন সাজাইয়াছেন, তেমনই, চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্যের পুত্র কুমারগুপ্তের জন্মবৃত্তান্তে এবং অন্যান্য নানা প্রশস্তিগাথায় বিমণ্ডিত করিয়া, তিনি ব্যঙ্গাচ্ছলে কুমারসম্ভব কাব্য নির্ম্মাণ করিয়াছেন। একটু প্রণিধান সহকারে পাঠ করিলে সহজেই বুঝা যায় যে, কুমারসম্ভব যেন কুমারগুপ্তেরই জন্মবৃত্তান্ত-বর্ণনামূলক গ্রন্থ। শৌর্য্যবীর্য্যের অপ্রতিম অধিষ্ঠান গুপ্ত-সম্রাট্‌দিগের কুলদেবতা ছিলেন—দেবসেনাপতি স্কন্দ। এই কুলদেবতার নামানুসারেই গুপ্তরাজপুত্রগণের কুমারগুপ্ত, স্কন্দগুপ্ত প্রভৃতি নামকরণ হয়। কুমারগুপ্ত স্কন্দগুপ্ত প্রভৃতির সময়ে রাজকীয় মুদ্রাদিতেও স্কন্দদেবের বাহন ময়ূর ক্ষোদিত থাকিত। উঁহাদের রাজসভার প্রধান কবি কালিদাসও ঐ রাজবংশ এবং তাহার গৃহদেবতার কত প্রশস্তিই যে স্বীয় কাব্যমধ্যে নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত প্রভৃতি দেখিলেই বুঝা যায়। অথবা, শুধু কুমারগুপ্ত এবং স্কন্দগুপ্তের উল্লেখ ও স্তুতি করিয়াই তিনি বিরত হন নাই, চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্যের পিতা—দিগ্বিজয়ী সমুদ্রগুপ্তেরও তিনি প্রচুর সুখ্যাতি করিয়াছেন। তবে তাহা বাচ্যভাবে নহে, ব্যঙ্গভাবে। বাচ্যাতিশায়ী ব্যঙ্গ্যভাবের জন্যই কালিদাসের কাব্যাবলী সংস্কৃত-সাহিত্যের সর্ব্বোত্তম অলঙ্কার। চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্যের পিতা সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্ত দিগ্বিজয় করিয়া আসিয়া, ঐশ্বর্য্যের চরম

নিকষোপম অশ্বমেধ-যজ্ঞ করিয়াছিলেন। কালিদাসের সম্রাট্ রঘুও দিগ্বিজয়ের পর 'বিশ্বজিৎ' যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক, স্বকীয় চক্রবর্ত্তিত্ব খ্যাপন করিয়াছিলেন। গুপ্তকুলের প্রথম সম্রাট্ প্রথম চন্দ্রগুপ্ত, এবং তাঁহার পুত্র সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্ত; কালিদাস-বর্ণিত সূর্য্যবংশের প্রথম সম্রাট্ দিলীপ এবং তাঁহার পুত্র সম্রাট্ রঘু। সমুদ্রগুপ্ত এবং রঘু উভয়েই দিগ্বিজয়ী এবং চক্রবর্ত্তিত্বখ্যাপক—অশ্বমেধ ও বিশ্বজিৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা। সমুদ্রগুপ্তের বিজিত দেশাবলীর অধিকাংশই রঘুর বিজিত দেশের সহিত মিলিয়া যায়। চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের পুত্র কুমারগুপ্ত, কুলদেবতা কার্ত্তিকেয়ের নামানুসারে তাঁহার নামকরণ হয়। রঘুর পুত্রও "কুমার কল্প"—'কুমার' অর্থাৎ কার্ত্তিকেয়ের অনুরূপ তথা 'কুমার'—রাজকুমার কুমারগুপ্তের অনুরূপ। "কুমার-কল্পং সুষুবে কুমারং"—এই এক কথায় কালিদাস গুপ্তরাজপুত্রের প্রশস্তি রঘুপুত্রের জন্মবর্ণনচ্ছলে কীর্ত্তন করিয়াছেন। চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের পুত্র কুমারগুপ্ত যে সর্ব্বাংশে পিতার অনুরূপ হইয়াছিলেন, রঘুর তনয়ের সম্বন্ধে "ন কারণাৎ স্বাদ্ বিভিদে কুমারঃ"—এই উক্তিতে তাহাই সূচিত হইয়াছে। শস্যপালিকা কৃষক ললনারা ক্ষেত্রের উপান্তে ইক্ষুবৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া শস্যরক্ষা করিত, এবং মুক্তকণ্ঠে গুপ্তভূপতি চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্যের অশেষ গুণগাথা ও সেই সঙ্গে তদীয় নবকুমার কুমারগুপ্তের কত কীর্ত্তিকথা যে গান করিত, তাহা—

"ইক্ষুচ্ছায়-নিষাদিন্যস্তস্য গোপ্তুর্গুণোদয়ম্।
আকুমার কথোদ্ঘাতং শালিগোপ্যো জগুর্যশঃ ॥ ৪-২০ ॥

কবিতায়, সম্রাট্ রঘুর গুণবর্ণনচ্ছলে, ব্যঞ্জনাকঞ্চুকে আবৃত করিয়া কবি প্রকাশ করিয়াছেন। চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য, কুমারগুপ্ত এবং স্কন্দগুপ্ত—এই তিন জন সম্রাটের রাজত্ব কালে কালিদাস রাজকবি ছিলেন, তাই তিনি উক্ত তিন জন সম্রাটেরই অবদানপরম্পরার, নানাপ্রকারে উল্লেখ পূর্ব্বক স্বীয় কাব্যের বস্তু নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। অথবা শুধু তাহাই নহে, যাঁহার রাজত্বের শেষভাগে তাঁহার অভ্যুদয়ের সূত্রপাত, সেই চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্যের পিতা সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয় এবং অশ্বমেধ প্রভৃতি বড় বড় কীর্ত্তির বর্ণন কালিদাস স্বীয় কাব্যে নিবদ্ধ করিয়া গুপ্তবংশের প্রশস্তি কীর্ত্তন করিয়াছেন। কালিদাস কর্ত্তৃক রঘুর প্রতি প্রযুক্ত সেই বাচ্যার্থ গুপ্তভূপালবর্গের পক্ষে "বাচ্যাতিশায়ী ব্যঙ্গ্যার্থ"রূপে প্রযুক্ত হওয়ায়, কাব্যের উৎকর্ষ শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে।

তাঁহার রঘুবংশের — "আসমুদ্র ক্ষিতীশাণাম্' — 'সাগরান্তা মহীর অধিপতি'—উক্তির লক্ষ্য সসাগরা ধরণীর অপরাজেয় সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্ত। তাঁহার—

"তনুপ্রকাশেন বিচেয়তারকা
প্রভাত-কল্পা শশিনেব শর্ব্বরী ॥ (৩—২)

উক্তির ব্যঙ্গ্য যে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, তাহা সহজেই বোধগম্য হয়। তাঁহার—

"তস্মৈ সভ্যাঃ স ভার্য্যায় গোপ্ত্রে গুপ্ততমেন্দ্রিয়াঃ, (১-৫৫)

এবং

"অথাস্য গোপ্তা গৃহিণী-সহায়ঃ"—(২২৪)।

প্রভৃতি নির্দ্দেশে গুপ্তরাজবংশই বুদ্ধির বিষয়ীভূত হয়। রঘুবংশাদিতে এইপ্রকার আরও বহু স্থল পরিদৃষ্ট হয়। অনুসন্ধিৎসু পাঠক একটু প্রণিধান করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

এই সমুদয় আভ্যন্তরীণ প্রমাণের বলে—কালিদাসের কাল নির্ণীত হইতে পারে, এবং হইয়াছেও। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যে প্রগাঢ়-পাণ্ডিত্যসম্পন্ন, সুপ্রসিদ্ধ গণিতশাস্ত্রবিৎ, বিদ্যাসাগর কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ স্বর্গীয় সারদারঞ্জন রায় এম, এ, বিদ্যাবিনোদ, সিদ্ধান্ত-বাচস্পতি মহাশয়, বহুকাল পূর্ব্বে কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউট গৃহে, 'কালিদাসের কাল' শীর্ষক একটি অতি উপাদেয় প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন,—এবং ঐ প্রবন্ধ-শেষে তদীয় স্বকৃত ব্যাখ্যা সম্বলিত শকুন্তলা পুস্তকের প্রারম্ভভাগে সংযোজিত হইয়াছিল, অধুনা উহা তাঁহার উপযুক্ত পুত্র, সুপণ্ডিত, কবিরাজ শ্রীমান্ কুমুদরঞ্জন রায় এম, এ, ভিষগ্‌বাচস্পতি সম্পাদিত শকুন্তলাগ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ঐ প্রবন্ধে সারদারঞ্জন বাবু—অকাট্য প্রমাণপ্রয়োগ সহকারে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, কালিদাস খৃষ্ট জন্মের বহুপূর্ব্বে ভারতবর্ষ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

প্রসিদ্ধ বুদ্ধচরিতপ্রণেতা অশ্বঘোষের অনুকরণে কালিদাস রঘুবংশাদি প্রণয়ন করেন, এই পাশ্চাত্য অসার উক্তিও সারদা বাবু এমনভাবে খণ্ডন করিয়াছেন যে, তাহার প্রতিবাদ এই চব্বিশ-পঁচিশ বৎসরের মধ্যেও কেহ করিতে

পারিলেন না। বাহুল্যভয়ে এখানে তাহা উদ্ধৃত হইল না; পাঠকগণ! ইচ্ছা করিলে, ঐ অংশ পাঠে কালিদাসের কালবিষয়ক কৌতূহল নিবৃত্ত করিতে পারেন।

তবে এ স্থলে ইহাও উল্লেখ্য যে, ডাক্তার টি, ব্লক এবং পণ্ডিত রামাবতার শর্ম্মা সাহিত্যাচার্য্য এম, এ, মহোদয় প্রায় ত্রিশ বৎসর হইতে চলিল, কালিদাসের কালনির্ণয় বিষয়ে বহু গবেষণা পূর্ব্বক স্থির করিয়াছেন যে,—দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্য এবং তাঁহার পুত্র কুমারগুপ্তের সময়েই কালিদাস ধরাতল অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। উক্ত উভয় মনস্বীই পৃথগ্‌ভাবে কালিদাসীয় গ্রন্থাবলীর আভ্যন্তরীণ প্রমাণাদির সাহায্যে কালনির্ণয়ে পরিশ্রম করিতেছিলেন, এবং শেষে,—পরস্পরের অজ্ঞাতভাবে উভয়ের সিদ্ধান্তই একরূপ হইয়াছিল। ডাক্তার ব্লক ও পণ্ডিত রামাবতার উভয়েই নিপুণ প্রত্নতাত্ত্বিক ছিলেন, তাঁহাদের ন্যায় সূক্ষ্মদৃষ্টি গবেষকের সিদ্ধান্তের পর, কালিদাসের কালসম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত আর কোনও নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞাত নাই।

কালিদাসের অমর কাব্য মেঘদূত সম্বন্ধে একটি কথা না বলিলে—সত্যের অপলাপ হয়। তিনিই যে সর্ব্বপ্রথম মেঘকে দূতরূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন,—ইহা বলা চলে না। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে প্রাদুর্ভূত Hsin Kan নামক এক চীনদেশীয় পণ্ডিত মেঘকে দূতরূপে নিযুক্ত করিয়া একখানি উপাদেয় কবিতা পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। তাহা হইলে, মোটামুটি কালিদাসের প্রাদুর্ভাবের অন্ততঃ দুই শত বৎসর পূর্ব্বে, বিরহী কর্ত্তৃক মেঘকে দূতরূপে নিয়োগের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। তবে, সারদারঞ্জন রায় মহাশয়ের মতানুসারে কালিদাসের আবির্ভাবকাল যদি খৃষ্টজন্মের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে কালিদাসের মেঘদূতেরই পূর্ব্বকালীনতা বজায় থাকে, এবং উক্ত চীনদেশীয় মেঘদূতেরও একটা সমাধান হয়। ভারতবর্ষের বহু উপাদেয় গ্রন্থ যে সেকালে চীনদেশে নীত এবং চৈনিকভাষায় অনূদিত হইত, ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। ভারতীয় দার্শনিক নাগার্জ্জুনের প্রণয়মূল শাস্ত্রটীকা নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থও বহু শতাব্দী পূর্ব্বে চীন ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল।

কালিদাসের মেঘদূতের ছন্দোবদ্ধ অনুবাদ, ইউরোপীয় ভাষায় সর্ব্বোত্তম হইল—অধ্যাপক মোক্ষমুলরের এবং গদ্যে অনুবাদ অধ্যাপক Schuetz সাহেবের। দুইখানিই জার্ম্মাণ ভাষায় লিখিত এবং দুর্ভাগ্যক্রমে Out of print। এ স্থলে গৌরবের সহিত উল্লেখ আবশ্যক যে, অধ্যাপক Schuetz তাঁহার গদ্যে অনুবাদিত মেঘদূত পুস্তক, আমাদের দেশের সর্ব্বজনবিশ্রুত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরকে কৃতজ্ঞতার চিহ্নরূপে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। বিদ্যোৎসাহী ও বিদ্বদ্‌বৃন্দের অকৃত্রিম বন্ধু রাজা রাধাকান্ত দেব উক্ত জার্ম্মাণ অধ্যাপকের অসময়ে বড়ই সাহায্য করিয়াছিলেন। যখন বৃদ্ধবয়সে অন্ধ হইয়া কপর্দ্দকশূন্য দশায়,—জার্ম্মাণ অধ্যাপক Schuetz অত্যন্ত কষ্টে পড়িয়াছিলেন, তখন রাজা রাধাকান্ত স্বীয় সদয় হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক ঐ দুর্গত পণ্ডিতকে অজস্র অর্থ-সাহায্যে কথঞ্চিৎ সুস্থ রাখিয়াছিলেন।

কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে তিব্বতীয় ভাষায় এবং সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞ H. Beekh নামক এক সুপণ্ডিত তিব্বতীয় ভাষায় লিখিত একখানি প্রাচীন মেঘদূতের সম্পাদন করিয়াছেন। ইহাতে বুঝিতেছি, কালিদাসের মেঘদূত, বহু শতাব্দী পূর্ব্বেও ভারতের বাহিরে কি প্রকার খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল। চীন এবং তিব্বত দুই পৃথক্ ভাষায় দুইখানি মেঘদূত বহু শত বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল, এ সংবাদে আমাদের রামগিরির যক্ষের বন্ধু কালিদাসেরই মাহাত্ম্য সূচিত হয়।

প্রসঙ্গতঃ—আর একটি কথাও বলা দরকার। কালিদাসের রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত এবং শকুন্তলা এই কয়খানি পুস্তকের ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক সংস্করণ আছে। ইহার মধ্যে আবার বঙ্গদেশীয় সংস্করণের সহিত উত্তর এবং দক্ষিণ-ভারতীয় ও বারাণসীস্থ সংস্করণের বহু পাঠান্তর দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এ সম্বন্ধে এত দিন পরে, গর্ব্বের সহিত বলিতে পারা যায় যে, শকুন্তলার বঙ্গদেশীয় সংস্করণই যে বিদ্বজ্জনসম্মত ও অবিসংবাদিভাবে পরিগৃহীত, তাহা ২৫ বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক ল্যান্‌ম্যান (Lanman) সাহেব স্থির করিয়া দিয়াছেন। তিনি বঙ্গদেশীয় শকুন্তলার এক অতি প্রাচীন ইউরোপীয় অনুবাদ গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ পূর্ব্বক বঙ্গীয় সংস্করণের গৌরব রক্ষা করিয়াছেন।

* রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের "কালিদাস গ্রন্থের" ৺হারনাথ দে লিখিত ভূমিকা।

কল্পনা ও রচনা।

"ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় কবি কালিদাস কীদৃশ কবিত্ব শক্তিসম্পন্ন ছিলেন, বর্ণনা করিয়া অন্যের হৃদয়ঙ্গম করা দুঃসাধ্য। যাঁহারা কাব্য শাস্ত্রের রসাস্বাদে যথার্থ অধিকারী, সেই সহৃদয় মহাশয়েরাই বুঝিতে পারেন যে, কালিদাস কিরূপ কবিত্ব-শক্তি লইয়া ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক, সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য, সর্ব্বোৎকৃষ্ট খণ্ডকাব্য লিখিয়া গিয়াছেন। কোন দেশের কোন কবি কালিদাসের ন্যায় সর্ব্ববিষয়ে সমান সৌভাগ্যশালী ছিলেন না,—এরূপ নির্দ্দেশ করিলে, বোধ হয়, অত্যুক্তিদোষে দূষিত হইতে হয় না।"

মহাকবি কালিদাসের অমৃতময়ী কাব্যাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাই, পৃথিবীর মধ্যে যাহা সুন্দর, হৃদয়ের উন্মাদকর, অপাপবিদ্ধ, প্রকাণ্ড, যাহা বিরাট, অনুপম, তাহাই কালিদাসের কাব্যের উপজীব্য বা জীবন। যে ছবিতে প্রাণে উন্মাদ জাগে না, যে কথায় কর্ণে অমৃত বর্ষণ হয় না, যে হাসিতে হৃদয় পবিত্র ও লঘু হয় না, অথবা অধিক কি,—যে রসে পাঠকের হৃদয় বিগলিত হইয়া স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায় নির্ম্মল ও ভাবগ্রহণের সম্যক্ উপযোগী হয় না, তাদৃশ ছবি, কথা, হাসি বা রস কালিদাসের কাব্যে নাই। যাহা অসুন্দর,—নীচ, তাহা তিনি স্পর্শও করেন নাই।

পর্ব্বতের মধ্যে যেটি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর, সেইটিই তাঁহার, নদীর মধ্যে যেটি সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর, সেইটিই তাঁহার, ঋতুর মধ্যে যেটি সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর, সেইটিই তাঁহার। তাঁহার কল্পনার দূতী কোকিলবধূ, রথ নবীনজলদ, জলদের অন্তঃকক্ষ বিদ্যুতের আলোকে সমুজ্জ্বল এবং পতাকা ইন্দ্রধনুর বিভগ্ন অংশে রচিত। তাঁহার উন্মাদিনী কল্পনা স্বর্গের অলকা হইতে মর্ত্ত্যে—ভারতের তপো তাঁহার নিজের বড় আদরের উজ্জয়িনী পর্য্যন্ত জুড়িয়া বসিয়া আছে।

তাঁহার কল্পনার সমস্তই সুন্দর। বসন্তের কোকিল তাঁহার কল্পনার দূতী, মধুমাসের কুসুমগুচ্ছ তাঁহার কল্পনার অলঙ্কার, শরতের নির্ম্মল কৌমুদী তাঁহার কল্পনার বসন, ভাগীরথীর নির্ঝরশীকর তাঁহার কল্পনার পাদ্য, হিমালয়ের গুহামুখজাত নির্ঝরশীকরসিক্ত শ্যামল দূর্ব্বারাজি তাঁহার কল্পনার অর্ঘ্য।

কালিদাস সকললোক বিমোহিত করিবার জন্য কাব্য লেখেন নাই। কেবল শিক্ষিত সামাজিকদিগের জন্য, কবিতা-রসামোদীদিগের জন্য লিখিয়াছিলেন। তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্বে, সকল লোকমোহনের জন্য রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণসমূহ রচিত, পঠিত, কীর্ত্তিত ও গীত হইতেছিল। কিন্তু রসিক সামাজিক লোকের তাহাতে ষোল আনা মন উঠিত না। কেন না, সে সকল বড় লম্বা। অনেক স্থলে বর্ণনার মাত্রা কিছু বেশী। কোথাও কল্পনার দৌড় খুব বেশী খুব জমকালো, কিন্তু তার পরক্ষণেই যেন লেজুড়ায়,—কল্পনার টান ধরে। কোথাও বেশ ভাল কথা, কিন্তু পরক্ষণেই আর এক রকম। কোথাও খুঁটাইয়া খুঁটাইয়া একটা জিনিসের বর্ণনায় দিক করিয়া তুলিয়াছে। আবার কোথাও হয় ত যে সকল বলা নিতান্ত আবশ্যক, তাহা বলাই হয় নাই। বাস্তবিক ঐ সকল পুরাতন কাব্যে কবিত্ব আছে, রচনা আছে, উপদেশ আছে, আনন্দ আছে, সৌন্দর্য্য আছে,—অথবা এক কথায় বলিতে গেলে—সব আছে,—কিন্তু নাই কেবল একটি জিনিস,—ছাঁটা নাই। শিল্প আছে, কিন্তু সর্ব্বত্র সেই শিল্পোচিত উন্নত কবিত্ব নাই। আশানুরূপ "কারিগরি" নাই। সূক্ষ্ম কাজ নাই। পরিমাণের জ্ঞান যেন একটু কম। তাই তখনকার সামাজিক সমজদার লোকে, ঐ সময় পুরাতন অপেক্ষা একটা নূতন জিনিস চাহিতেন। ঐ একঘেয়ে পুরাতনে তাঁহাদের আশা পূরিত না। ঋষি-রচনার পরে,—এইরূপে ক্রমে অন্য রকম রচনার প্রয়োজনীয়তা সমাজে অনুভূত হইতে লাগিল। এমন রচনার টান পড়িল, যাহাতে ঋষিরচনার সমস্ত গুণ ত থাকিবেই, উপরন্তু বেশ ছাটা-ছোটা হইবে, কারিগরি থাকিবে, ছোট হইবে; অল্পে পড়া যাইবে, অল্পে শোনা যাইবে। আর সকলের উপর,—একঘেয়ে হইবে না।

ক্রমে পরে, আরও পরে—এমন সময় আসিল, যখন পড়া বা শোনার সময় নাই, অথবা শুনিয়া শুনিয়া সেই কল্পনার অমৃত হ্রদে, সেই ভাবের সমুদ্রে ডুবিবার বা ডুবিয়া রসগ্রহ করিবার অবসর নাই। তাই তখন দেখা আবশ্যক হইল, দেখিয়া বুঝা আবশ্যক হইল। এইরূপে ক্রমে

---

* সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব, বিদ্যাসাগর রচিত

—দৃশ্যকাব্যের—নাটকের সৃষ্টি হইল। এই নাটক-রচয়িতা কবিগণের মধ্যে কালিদাস ও ভবভূতিই অগ্রগণ্য। দুই জনেরই মাল মসলা এক, রঙ্গ এক, ধরণও এক, কেবল ঢং আলাহিদা। এক জন—কালিদাস কেবল সৌন্দর্য্য, চমৎকারিতামাত্র দেখেন, আর কিছুই তাঁহার লক্ষ্যের বিষয়ীভূত নহে। পাছে বেশী হইয়া পড়ে—এই ভয়ে অতি গভীর ভাবও অল্পে অল্পে প্রকাশ করেন, বড় বড় ঘটনাও খুব সংক্ষেপে বলিয়া ফেলেন। খুব বাহাদুরী। খুব নিপুণতা। গোটা হিমালয়টা ১৭ শ্লোকে, গোটা সমুদ্রটা ১৫ শ্লোকে, বসন্তটা ১৬ শ্লোকে, পত্নী-বিয়োগের আর্ত্তনাদ ১৮ শ্লোকে, পতিবিয়োগের কান্না ৩৩ শ্লোকে, রাজবাড়ীর বরযাত্রীর ঘটাপটা ৮ শ্লোকে বর্ণনা করিয়া জমাইয়া তোলা অসাধারণ ক্ষমতার কথা। এ পর্য্যন্ত তেমনটি জমাইতে আর কেহই পারেন নাই। বোধ হয়, আর পারিবেনও না। অমন ছাঁট আর হইবে না। অমন ওজনজ্ঞান আর হইবে না।

কালিদাস যখন কবি তখন ভারতবর্ষ এক রাজার অধীন, সোনার ভারত তখন একচ্ছত্রের তলে শান্তির অঞ্চলে সুপ্ত। তাই কালিদাসের কবিতার বিষয় ভারতব্যাপী। রঘুর দিগ্বিজয় ও ইন্দুমতীর স্বয়ংবরসভা তার অন্যতম প্রমাণ। তাঁহার সময়ে লেখাপড়ার চর্চ্চা খুব বেশী। ভারতের সর্ব্বত্র লেখাপড়ার একটানা খরস্রোত প্রবাহিত। তখন ভারতে সুরসিক সুপণ্ডিত সমজদার সামাজিক অনেক, তখন বিদ্যার গৌরবে, শিল্পের গৌরবে, কলার গৌরবে ভারত জগতের শীর্ষস্থানীয়। তখন কবির ভাষায় সত্যই——

'এখানে যখন আলোক, তখন সেখানে অন্ধকার,' ওরকম সময়ে, ভারতের ও প্রকার জাঁকের দিনে, কোন প্রকার 'বিদ্যাপ্রকাশ' করিলেই যে তাহা ধরা পড়িবে, এ তত্ত্বটা কবিকুলরবি কালিদাস বেশ তলাইয়া বুঝিয়াছিলেন। সেই জন্যই কোন স্থলে তিনি অযথা বিদ্যাপ্রকাশ করিতে যান নাই, কোথাও আগড়ম-বাগড়ম বকেন নাই। সর্ব্বত্রই হাত টান রাখিয়া চলিয়া গিয়াছেন।

অল্প কথায় সুন্দর পদার্থ,—প্রকাণ্ড পদার্থ বর্ণন করিবার,—সম্পূর্ণরূপে চিত্রিত করিবার এবং সেই চিত্রিত মূর্ত্তিতে দর্শকগণের মনঃপ্রাণ, বাহ্য আভ্যন্তর বিমোহিত ও পরিপূরিত করিবার ক্ষমতা কালিদাসের তুল্য অন্য কোন কবির ছিল না। কালিদাসের এই সার্থকতার—এই সাফল্যের নিদান হইল—তাঁহার মাত্রাজ্ঞান নৈপুণ্য ও পর-হৃদয়-জ্ঞাননৈপুণ্য। পাঠক এবং দর্শক—কোন্ বিষয় চান্ এবং কতটুকু চান্, তাহা সুদক্ষ মহাকবি যেন মন্ত্রবলে জানিতে পারিতেন। তাহা যেন তুলাদণ্ডে তিনি মাপিয়া লইতে জানিতেন। এই অনন্যসাধারণ ক্ষমতা ছিল বলিয়াই তিনি—'কালিদাস', তিনি 'ভারবি' বা 'মাঘ' নহেন, 'বাণ' বা 'শ্রীহর্ষ' নহেন।

সুদক্ষ মণিকার যেমন আকরলব্ধ, অসংস্কৃত মণি শাণোল্লিখিত করিয়া তাহার নৈসর্গিক ঔজ্জ্বল্য প্রকাশিত করিয়া লয়, আমাদের সুদক্ষ কবিও তদ্রূপ স্বকীয় প্রতিভা-যন্ত্রের সাহায্যে, বর্ণনীয় পদার্থের অপ্রয়োজনীয় অংশের পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক তাহার স্বাভাবিক কান্তির স্ফুরণ করিয়া লইতেন। কোন্ স্থানে কোন্ পদার্থের কতটুকু বর্ণনার প্রয়োজন, কোথায় কোন্ পদার্থের বিন্যাস করিলে বচনীয় বস্তু সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম, চমৎকারী ও হৃদয়গ্রাহী হইবে, তাহা তিনি যেন দিব্যনয়নে দেখিতে পাইতেন। জগতের ভাল মন্দ—যাবতীয় বস্তুই কল্পনার রঞ্জনে সুরঞ্জিত করিব, বর্ণনার চাতুর্য্যে অসুন্দরকেও সুন্দর করিয়া তুলিব, কবি-জনসুলভ এ দুর্ব্বুদ্ধি তাঁহার ছিল না। যাহা সুন্দর, সর্ব্ব-দোষবিমুক্ত, বিশেষতঃ যাহা চিরদিনের মত, ভূতভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান—সকল সময়ে, সকল দেশের, সকল সমাজের মানুষের হৃদয়সিংহাসন অধিকার করিতে পারিবে, যাহার সংস্কার পাষাণের রেখার ন্যায় মানবের হৃদয়পটে চিরদিন অঙ্কিত থাকিবে, তাদৃশ বিশুদ্ধ পদার্থ নির্ব্বাচনে তিনি বৃহস্পতি ছিলেন। পরহৃদয়জ্ঞানে তাঁহার এতাদৃশী অভিজ্ঞতা ছিল বলিয়াই অন্যান্য কবির কাব্যের ন্যায় তাঁহার কাব্যপাঠে আমরা ক্লান্ত হই না। একবার তাঁহার কাব্যে মনঃসংযোগ করিলে, তাহা এ জীবনে আর ছাড়িতে পারি না। তাঁহার কবিতার নূতনত্বে ও সুন্দরত্বে—সর্ব্বোপরি প্রকাণ্ডত্বে আমাদিগকে বিষয়বিমুগ্ধ করিয়া তুলে। পৃথিবীর মধ্যে যেটি সুন্দর, নিষ্পাপ, অনিন্দনীয়, সে সমস্ত তাঁহার কল্পনা-দেবীর অধিকৃত। যাহা মহান্, অপরূপ, তাহা তদীয় কল্পনার আয়ত্ত।

মহাকবি কালিদাস স্বকীয় অসাধারণ ক্ষমতাবলে এবং অলৌকিক প্রতিভালোকে, স্থলবিশেষে, ব্যাস-বাল্মীকিকেও

যেন কিয়ৎপরিমাণ নিষ্প্রভ করিয়াছেন। রামায়ণ বা মহাভারতে যে যে বিষয় অতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণিত হওয়ায় পাঠকের ঈষৎ ধৈর্য্যচ্যুতির সম্ভাবনা ঘটিয়াছে, সেই সকল স্থলে কালিদাস অতি সতর্ক হস্তে তাহার সংশোধন করিয়াছেন। যতটুকু বর্ণনা পাঠকের আকাঙ্ক্ষাবারিণী, সুতরাং হৃদয়-গ্রাহিণী হইতে পারে, অথবা যতটুকু বর্ণনায় পাঠকের আকাঙ্ক্ষার শেষ না হইয়া, সৌন্দর্য্য-দর্শন লালসা আরও প্রবল হইয়া উঠে, তথায় কেবল তৎ-পরিমিত বর্ণনা করিয়াই কালিদাস বিরত হইয়াছেন। সুতরাং ব্যাস-বাল্মীকি অপেক্ষা তদীয় বর্ণনা পাঠকের অধিকতর মনোহারিণী হইয়াছে। এতাদৃশ সামর্থ্য, আত্মসত্তায় এত অধিক বিশ্বাস যদি তাঁহার না থাকিবে, তবে রামায়ণ-মহাভারত-প্লাবিত ভারতবর্ষে তিনি উক্ত দুই মহাকাব্যের সবিস্তার বর্ণিত বিষয়ের পুনর্ব্বর্ণন করিতে যাইবেন কেন? তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, দীর্ঘদীর্ঘ-বর্ণনা বহুল রামায়ণ মহাভারতের দ্বারা সহৃদয়-গণের সম্পূর্ণ আনন্দ-রসানুভূতি হইতেই পারে না। আবার সেই সঙ্গে ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে, ব্যাস-বাল্মীকির বর্ণিত বিষয়ের পুনর্বর্ণনে প্রবৃত্ত হওয়া বাতুলের কার্য্য। তাই পরম সারস্বত মহাকবি এক অতি অভিনব পথে যাত্রা করিলেন। ব্যাস-বাল্মীকি যে সকল স্থলে সুদীর্ঘ বা চমৎকারিণী বর্ণনা করিয়াছেন, কালিদাস তথায় অতিসংক্ষেপে—দু'কথায় সারিয়াছেন, আবার ব্যাস-বাল্মীকির যে স্থলে অতি সংক্ষিপ্ত বর্ণন, কালিদাসের বর্ণনা তথায় স্বর্গমর্ত্তব্যাপিনী, অতিবিস্তারময়ী। কালিদাসের সমগ্র গ্রন্থই এই ধ্রুব সত্যের উপর,—এই মহাভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই রামায়ণ-মহাভারতে যাহার সবিস্তর বর্ণন আছে, কালিদাসের কাব্যে তাহার অতি সামান্যভাবে নির্দ্দেশ। আবার ঐ ঐ গ্রন্থে যাহা সংক্ষেপে বর্ণিত, কালিদাস-গ্রন্থে তাহার সবিস্তর বর্ণন। সুতরাং ব্যাস-বাল্মীকির সহিত বা অপরাপর পুরাণকর্ত্তৃগণের সহিত কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয় লইয়া কালিদাসের কোনপ্রকার সঙ্ঘর্ষের কারণ উপস্থিত হয় নাই। তুলনার অবসর ঘটে নাই। দূরদর্শী মহাকবি নিজেই সে পথ রুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ এই কারণেই তদীয় রচনা সংস্কৃত-সাহিত্যে আদর্শ হইয়া রহিয়াছে।

কালিদাসের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বা পরে, সংস্কৃত ভাষায় যিনি যে কোন কাব্যই প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহার কোনখানিও চমৎকারিতায় বা হৃদয়গ্রাহিতায়, কালিদাস-রচনার ত্রিসীমায়ও পৌঁছিতে পারে নাই। তাঁহার রচনা যেমন প্রাঞ্জল, তেমনই সুমধুর। তদীয় রচনার প্রতি বর্ণে, প্রতি-শব্দে প্রসাদ এবং মাধুর্য্য গুণের সমাবেশ পরিলক্ষিত হয়। তাঁহার উপমার তুলনা নাই। অপর কোন দেশের কোন কবি উপমা-সম্পদে তাঁহার ন্যায় সৌভাগ্যবান্ কি না, বলিতে পারি না, কিন্তু ভারতের কোন কবিই উক্তবিষয়ে কালিদাসের সমকক্ষ নহেন। অপ্রসিদ্ধ বা অপ্রচলিত বিষয়ের সহিত তিনি উপমা দেন নাই। সকলের যাহা সুপরিচিত, তাহাই তাঁহার গ্রাহ্য এবং সাধারণের অসম্যক্ পরিচিত বিষয় তাঁহার ত্যাজ্য ছিল। তাঁহার শব্দবিন্যাসনৈপুণ্য এত অধিক ছিল যে, তদীয় কাব্যাবলীর কোন স্থলের কোন একটি শব্দের পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন বা পরিবর্জ্জন চলে না। তাঁহার এক একটি শ্লোক যেন এক একখানি ছবি শ্লোক-পরিসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই পাঠকের মানসপটে এক একখানি মনোহারিণী প্রতিকৃতি আপনিই আসিয়া ভাসিয়া উঠে।

আমরা অন্যত্র দেখিতে পাই, কোন কবির হয় ত রচনা-শক্তি অতীব মনোহারিণী, কিন্তু কল্পনা-শক্তি তদনুরূপ চমৎকারিণী নহে; কাহারও আবার কল্পনা-শক্তি নির্ব্বতিশয় হৃদয়গ্রাহিণী, কিন্তু রচনাশক্তি তদনুকূল নহে। কালিদাসের তাহা ছিল না। কি রচনা, কি কল্পনা উভয় শক্তিতেই তিনি মহা শক্তিমান্ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার কল্পনা এবং রচনা ভাগীরথীর স্রোতের ন্যায় অক্লিষ্ট প্রবাহে ও অপ্রতিহতগমনে চলিয়া গিয়াছে। কোথাও কোন উদ্দেশানুকূল শব্দ বা প্রকৃতোপযোগী ভাবের জন্য তাঁহাকে দৈন্য-ভোগ করিতে হয় নাই। গঙ্গা, যমুনা এবং সরস্বতীর সঙ্গমে ত্রিবেণী যেমন পবিত্র ও সর্ব্বজনকাম্য, ভাব, কবিত্ব এবং রচনার সমাবেশে কালিদাসের গ্রন্থও তদ্রূপ পবিত্র ও সর্ব্বজনসেব্য। তিনি মাহেন্দ্রক্ষণে, তাঁহার ইহ-পর-কালের উপাস্য দেবতাকে—

"বীণারঞ্জিতপুস্তকহস্তে! ভগবতি ভারতি দেবি! নমস্তে!" বলিয়া প্রণাম পূর্ব্বক কবিতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার প্রণাম ও আরাধনা সার্থক হইয়াছে। তাঁহার পূজার পবিত্র নির্ম্মাল্যে ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষের সংস্কৃত সাহিত্য এবং ভারতবর্ষের অধিবাসী—সকলেই ধন্য ও পবিত্র হইয়াছে।

কালিদাস-গ্রন্থাবলীর ভূমিকা ভাগ, কাশীরাজকীয় সংস্কৃত কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ বন্ধুবর শ্রীযুত গোপীনাথ কবিরাজ এম এ মহাশয়ের লিখিবার কথা ছিল, এবং প্রথম খণ্ডের বিজ্ঞাপনে উক্ত অধ্যক্ষ মহোদয়ের অনুমোদনক্রমেই সে কথা লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু কবিরাজ মহাশয়ের অবসরপ্রাচুর্য্যের ঐকান্তিক অভাবে—ক্রমেই কালবিলম্ব ঘটিতে লাগিল, হয় ত, এরূপ বিলম্বের ফলে গ্রন্থাবলী সম্পূর্ণ করিয়া যাওয়া আমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিবে না, ভাবিয়া,—আপাততঃ সে দুরাশা পরিত্যাগ করিতে হইল। কালে, যদি সুযোগ ঘটে, তবে পৃথক্‌ভাবে 'কালিদাসের ভূমিকা'—নামে এক খণ্ড পুস্তিকা প্রকাশের বাসনা রহিল।

প্রায় সাড়ে তিন বৎসর পূর্ব্বে কালিদাস-গ্রন্থাবলী—আবদ্ধ হইয়া আজ শেষ হইল। একে জীবনের অপরাহ্ণ, তাহাতে আবার শারীরিক অপটুতা,—সুতরাং পদে পদেই কত ত্রুটি, কত অভাব থাকিয়া গিয়াছে। সহৃদয় পাঠকবৃন্দ আমার সেই সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া লইবেন,—এই প্রার্থনা।

বসুমতী সাহিত্য-মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা কর্ম্মবীর স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আজ জীবিত নাই,—বহু পূর্ব্বে 'কালিদাসের গ্রন্থাবলী' প্রকাশ করিয়া, যিনি বঙ্গভাষার সম্পদ্ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, আজ যদি সেই উপেন্দ্র বাবু দেখিয়া যাইতেন যে, তদীয় উপযুক্ত পুত্র বঙ্গ-সাহিত্যের একনিষ্ঠ ভক্ত, বসুমতীর স্বত্বাধিকারী শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অজস্র মুদ্রাব্যয়ে পিতার সঙ্কল্পিত কার্য্য কি উত্তম প্রণালীতে পরিসমাপ্ত করিলেন, তাহা হইলে শ্রম সার্থক হইত।

এই গ্রন্থাবলী-সম্পাদন বিষয়ে আমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ঋণী সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক ও ব্যবহারাজীব শ্রীযুত নন্দলাল দে মহাশয়ের নিকট। তাঁহার উপাদেয় "প্রাচীন ভারতের ভৌগোলিক ইতিবৃত্ত"—গ্রন্থের সাহায্য আমাকে বিবরণ লিখিবার সময়ে প্রতিপদে লইতে হইয়াছে। এজন্য নন্দলাল বাবুর নিকট আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

কাশী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় এবং কাশী হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস্-চ্যান্সেলর ও সেন্‌ট্রাল হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুত ধ্রুব মহাশয়,—এতদুভয়ের নিকটেও আমি অশেষ ঋণে আবদ্ধ। কেন না, যখনই প্রয়োজন হইয়াছে, পুস্তকাদি দিয়া বা উপদেশ দিয়া, আমায় তাঁহারা যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। অত বড় দুইটি পুস্তকালয় এবং অমন দুই জন উপদেষ্টা না পাইলে, গ্রন্থাবলী এমন ভাবে সম্পাদন করিতে কদাচ সমর্থ হইতাম না।

বহুকাল হইতে সাধ ছিল যে, কালিদাসের গ্রন্থাবলীর একটা সৌন্দর্য্য-ব্যাখ্যা-সমন্বিত সংস্করণ প্রকাশ করিব। সৌন্দর্য্যের ব্যাখ্যা কতদূর কি হইয়াছে,—বলিতে পারি না, তবে গ্রন্থাবলী যে প্রকাশিত হইল, এজন্য বসুমতী সাহিত্য-মন্দিরের কর্ণধার স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাবাজীকে শ্রীশ্রী৺বিশ্বনাথ শতায়ু করিয়া রাখুন, বঙ্গ-ভাষার কল্যাণ-সাধনে তাঁহার মতি-প্রবৃত্তি এইরূপই অক্ষুণ্ণ থাকুক, এই প্রার্থনা। ইতি

বারাণসী হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়
মহালয়া, ১৩৩৯ সাল

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ

Books Consulted.

1. Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1865.
2. Hall's Ancient History of the Near East.
3, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর অনুবাদ।
4. Epigraphia Indica—
5. Fleet's Corpus Inscriptionum Indicarum vol. II.
6. Indian Antiquary, 1913.
7 F. E. Pargiter's—The Purana Text of the Dynasties of the Kali Age.
8 Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1883.
10. Fleet's Gupta Inscription.
11. Bhandarkar's Early History of the Dekkan—2nd Edition.
12. Sir Alexander Cunningham's A. S. Report vols.—IX, X, and XV.
13. Memoirs of the Asiatic Society of Bengal vols. Iv, V.
1. Geographical Dictionary of Ancient and Mediæval India by Nandoolal Dey M. A. B. L, (2nd Edition).
2: Introduction to the Study of and notes on Cunningham's Ancient Geography of India by Surendra Nath Majumdar Sastri M. A P.RS.
3. History of Ancient Sanskrit Literature by Max Muller.
4. History of Sanskrit Literature by A. A. Macdonell,
5. Early History of India by V. Smith (Oxford)
6, Ancient India by Prof. U. N. Ball M. A.
7, Mediæval India——Do Do
8, Longman's Geographical Series for India Book II.
9, Arctic Home in the Vedas—B. G. Tilak.
10, Chronology of India—C. M. Dutt,
11, History of Indian Literature—Vol. I,—Winternitz.
12. Raja Tarangini—Nirnoya Sagara—Bombay,
১৩। বৌদ্ধজাতক রায়-সাহেব ঈশানচন্দ্র ঘোষ
১৪। চৈতন্য-চরিতামৃত— বসুমতী
১৫। ভাগবত বঙ্গবাসী
১৬। রামায়ণ বঙ্গবাসী
১৭। ঐ গুজরাট
১৮। ঐ (ইংরাজী) গ্রিফিথ
১৯। মহাভারত বঙ্গবাসী
২০। হরিবংশ ঐ
২১। বৃহৎ সংহিতা ঐ
২১। বৃদ্ধ চাণক্য ঐ
২২। অগ্নি-পুরাণ ঐ
২৩। বায়ু-পুরাণ ঐ
২৪। শিব-পুরাণ ঐ
২৫। গরুড়-পুরাণ ঐ
২৬। মার্কণ্ডেয়-পুরাণ ঐ
২৭। কল্কি-পুরাণ ঐ
২৮। মৎস্য-পুরাণ ঐ
২৯। পদ্ম পুরাণ ঐ
৩০। স্কন্দ-পুরাণ ঐ
৩১। সৌর-পুরাণ ঐ
৩২। ব্রহ্ম পুরাণ ঐ
৩৩। দেবী-পুরাণ ঐ
৩৪। সিদ্ধার্থ-পুরাণ ঐ
৩৫। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ ঐ
৩৬। বামন-পুরাণ ঐ
৩৭। কূর্ম্ম-পুরাণ ঐ
৩৮। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বোম্বাই
৩৯। ঋগ্বেদ ম্যাক্সমূলার
৪০। অথর্ব্ববেদ আজমীড়
৪১। কালিদাস রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ
৪২। শ্রীকণ্ঠ ঐ
৪৩। তপোবন ঐ
৪৪। কালিদাস ও ভবভূতি ঐ
৪৫। হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী বসুমতী
৪৬। বিদ্যাপতি ঐ
৪৭। চণ্ডীদাস ঐ
৪৮। চয়নিকা রবীন্দ্রনাথ
৪৯। মেঘদূত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
৫০। বঙ্কিম-গ্রন্থাবলী বসুমতী
৫১। অথর্ব্ববেদ-সূচী আজমীড়
৫২। যজুর্ব্বেদ-সূচী ঐ
৫৩। ঋগ্বেদ সূচী ম্যাক্সমূলার
৫৪। সদ্ভাব-শতক কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

৫৫। পদ্মিনীর উপাখ্যান — রঙ্গলাল
৫৬। গান — দ্বিজেন্দ্রলাল
৫৭। মেঘনাদ-বধ — মধুসূদন
৫৮। কাব্য-মীমাংসা — বরোদা
৫৯। ভারতীয় সাহিত্যের ভবিষ্যৎ — স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
৬০। জ্ঞান ও কর্ম্ম — স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
৬১। নাট্যশাস্ত্র — ভরত, বোম্বাই
৬২। কামশাস্ত্র — বাৎস্যায়ন, বোম্বাই
৬৩। সাহিত্য দর্পণ — বোম্বাই
৬৪। কাব্যপ্রকাশ — ঐ
৬৫। তন্ত্রসার — বসুমতী
৬৬। প্রাণতোষিণী — ঐ
৬৭। আহ্নিক — রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ
৬৮। রঘুনন্দন তত্ত্বাবলী — জীবানন্দ
৬৯। মেঘদূত — হৃষীকেশ শাস্ত্রী
৭০। কুমার-সম্ভব — রঙ্গলাল
৭১। ঐ — কৃষ্ণকমল
৭২। মেঘদূত — দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
৭৩। বাঙ্গালা অভিধান — সুবল মিত্র
৭৪। অমরকোষ — চন্দ্রমোহন

75. Ancient Geography of India—Sir Alexander Cunningham.
76, Markandeya Purana—Pargiter,
77, Geography of Rama's Exile—(J. R. A. S., 1894) Pargiter,
78, Ancient Indian Historical Traditions...Pargiter (Oxford 1908).
79, Atlas of Ancient Geography...Dr Smith (1875),
80, Oriental Magazine—Vol. II, 1824.
81, Vishnu Purana—H. H, Wilson
82, Hindu Theatre...H. H. Wilson
83, Asiatic Researches, III, IX, XIV.
85 Translation of Megasthenes......Dr, M. Crindle.
86, Ancient India—M, Crindle.
87 History of Ancient Geography......Sir E. Bunleery Vol. 1.
88, Archœlogical Survey of India—Sir A. Cunningham.
89. Book of Indian Eras. Do
90. Corpus Inscriptionum Indicarum Vol. I, Cal, 1877, by Do.

৯১। চলন্তিকা — রাজশেখর বসু
৯২। বাঙ্গালা ভাষা — যোগেশচন্দ্র রায়
৯৩। শকুন্তলা — বিদ্যাসাগর
৯৪। ঐ — সারদারঞ্জন রায়
৯৫। ঐ — কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন
৯৬। সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব — বিদ্যাসাগর
৯৭। রতিশাস্ত্র — বটতলা
৯৮। মেঘদূত — বিদ্যাসাগর

99. Brief Survey of Sahitya-Sastra—Batuk Nath Bhattacharjee—Calcutta University Press 1923,

১০০। বিশ্বকোষ — নগেন্দ্রনাথ বসু
১০১। শব্দকল্পদ্রুম — রাজা রাধাকান্ত দেব
১০২। বাচস্পত্য — তারানাথ তর্কবাচস্পতি

103, Manava Dharma Sastra,—by J. Jolly.
104, Prakrita Prakas by E. B. Cowel.

অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্

(নাটক)

(মূল, অন্বয় ও তাৎপর্য্যার্থ-সংবলিত অনুবাদ)

মহাকবি-কালিদাস-বিরচিত

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

শ্রীযুত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত

অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্

প্রথমঃ অঙ্কঃ

যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা বহতি বিধিহুতং যা হবির্যা চ হোত্রী
যে দ্বে কালং বিধত্তঃ শ্রুতিবিষয়গুণা যা স্থিতা ব্যাপ্য বিশ্বম্ ।
যামাহুঃ সর্ব্ববীজপ্রকৃতিরিতি যয়া প্রাণিনঃ প্রাণবন্তঃ
প্রত্যক্ষাভিঃ প্রপন্নস্তনুভিরবতু বস্তাভিরষ্টাভিরীশঃ ॥ ॥ ১ ॥

অন্বয়।—যা (জলরূপা তনুঃ) স্রষ্টুঃ আদ্যা সৃষ্টিঃ, যা (অগ্নিরূপা তনুঃ) বিধিহুতং হবিঃ (হোমীয়দ্রব্যজাতং) বহতি, যা চ (যজমানরূপা তনুঃ) হোত্রী (হবনকর্ম্ম-সম্পাদয়িত্রী), যে দ্বে (দিনকর-নিশাকররূপে তনূ) কালং বিধত্তঃ (উদয়েন অস্তময়েন চ অহঃ রাত্রিং চ জনয়তঃ), শ্রুতি-বিষয়গুণা (শ্রবণেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য-শব্দ-গুণা) যা (আকাশরূপা তনুঃ) বিশ্বং (নিখিলং জগৎ) ব্যাপ্য স্থিতা, যাং (ধরিত্রীরূপাং তনুং) সর্ব্ব-বীজপ্রকৃতিঃ (জগতাম্ আধারভূতা) ইতি আহুঃ, যয়া (প্রাণাপানাদিবায়ুরূপয়া তন্বা) প্রাণিনঃ প্রাণবন্তঃ (প্রাণধারণ-সমর্থাঃ ভবন্তি), প্রত্যক্ষাভিঃ (ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যাভিঃ) তাভিঃ (পূর্ব্বোক্তাভিঃ জলাদিভিঃ) অষ্টাভিঃ তনুভিঃ (মূর্ত্তিভিঃ) প্রপন্নঃ (বিশেষিতঃ, উপলক্ষিতঃ, সঃ জলাদ্যষ্টমূর্ত্তিধরঃ ইত্যর্থঃ) ঈশঃ (শম্ভুঃ) বঃ (যুষ্মান্—রঙ্গপ্রেক্ষকান্) অবতু (রক্ষতু) ॥ ১ ॥

বঙ্গার্থ।—গ্রন্থ-প্রারম্ভেই বিঘ্ন-বিনাশন-মানসে কবি, অষ্টমূর্ত্তি শিবকে বন্দনা করিতেছেন। নাটকীয় নিয়মানুসারে ইহার নাম "নান্দী"।

ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, যজমান, সোম, এবং সূর্য্য—এই অষ্টবিধ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মূর্ত্তির দ্বারা যিনি উপলক্ষিত অর্থাৎ এই আট প্রকার যাঁহার মূর্ত্তি—সেই অষ্টমূর্ত্তিধর চিরমঙ্গলস্বরূপ শিব, উপস্থিত অভিনয়দর্শনার্থীদিগকে সকল আপদ্-বিপদ্ হইতে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। (একটু বিশেষ করিয়া কহিতেছেন)। (জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা সর্ব্বপ্রথম যে জলকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই জলময়ী মূর্ত্তিতে যিনি "ভব" আখ্যায় অভিহিত হন, আবার রুদ্ররূপে অগ্নিময়ী মূর্ত্তিতে যিনি, শাস্ত্রানুসারে অভিপ্রেত দেবতার উদ্দেশে প্রক্ষিপ্ত আজ্যাদি হবনীয় দ্রব্য-সম্ভার ধারণ করেন, এবং যজমান-মূর্ত্তিতে যিনি আপনিই সেই হবনকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন, ও মহাদেবরূপে যিনি সোমমূর্ত্তিতে রাত্রি এবং ঈশানরূপে যিনি সূর্য্যমূর্ত্তিতে দিন—এই দ্বিবিধ কাল নিয়মিত করেন, আবার ভীমরূপে যিনি আকাশমূর্ত্তিতে এই নিখিল বিশ্ব জুড়িয়া বিরাজমান ও যিনি ক্ষিতিমূর্ত্তিতে দৃশ্যাদৃশ্য জগতের আধাররূপে "সর্ব্ব"—আখ্যায় অভিহিত হন, এবং উগ্র নামে যিনি বায়ু-মূর্ত্তিতে চরাচর ভূতগ্রামের প্রাণরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, সেই অষ্টমূর্ত্তিধর ঈশান অর্থাৎ অনন্ত-শক্তি শঙ্কর আপনাদের মঙ্গল করুন ॥ ১ ॥)

তাৎপর্য্য।—শকুন্তলা রচনার পূর্ব্বে, কালিদাস বিক্রমোর্ব্বশীয় ও মালবিকাগ্নিমিত্র—এই দুইখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন। উহাদের প্রথমখানির বিষয় স্বর্গ ও মর্ত্তের ব্যাপার লইয়া, আর দ্বিতীয়খানির ঘটনার স্থল শুধু মর্ত্ত। প্রথমখানির নায়ক পুরূরবা মর্ত্তবাসী হইয়াও স্বর্গের দেবতাদের ন্যায় দিব্য-প্রভাব-সম্পন্ন এবং নায়িকা ত এক জন সম্পূর্ণরূপে স্বর্গবাসিনী, অপ্সরাদিগের মধ্যে সর্ব্বোত্তমা,—স্বর্গের ক্লিওপেট্রা। দ্বিতীয়খানির নায়ক-নায়িকা মর্ত্তের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রাজ্যের রাজা ও রাজ-কন্যা। প্রথমখানিতে—বিক্রমোর্ব্বশীতে অতিমানুষ ঘটনাই অধিক। নিমেষমধ্যে নায়িকা মেঘের আকার ধারণ করিতেছেন, আর নায়ক সেই মেঘময়ী প্রিয়তমার আশ্রয়ে আকাশপথে স্বীয় রাজধানীতে ফিরিতেছেন, কত কি করিতেছেন ইত্যাদি। আর দ্বিতীয়খানিতে কোনরূপ অবাস্তব, অতিপ্রাকৃতিক ঘটনার নামগন্ধও নাই।

(নান্দ্যন্তে ।)

সূত্রধারঃ । –(নেপথ্যাভিমুখমবলোক্য ।) আর্য্যে ! যদি নেপথ্যবিধানমবসিতম্ ইতস্তাবদাগম্যতাম্ ॥ ২ ॥

বঙ্গার্থ।—(নান্দীশেষে সূত্রধার প্রবেশ করিল) সাজগোজ করা যদি হইয়া থাকে, তবে একবার এই দিকে (সাজঘরের দিকে চাহিয়া সূত্রধার কহিল)—ওগো লক্ষ্মি ! এলে হ'তো না ? ॥ ২ ॥

দুইখানিই অতি মনোহর দৃশ্যকাব্য, হৃদয়গ্রাহী,—সত্য, কিন্তু উহার কোনখানিতেই আদর্শপুরুষের মূর্ত্তি নাই, সমাজের হিতকর আদর্শ-চরিত্র উহাতে স্পষ্ট হয় নাই। কবি, উক্ত কাব্যদ্বয়ে তাদৃশ চরিত্র-অঙ্কনে প্রয়াসও করেন নাই। উহাতে কবির প্রতিপাদ্য ছিল প্রণয় এবং প্রণয়োন্মাদের বর্ণনা। প্রণয়ের উন্মাদ যে কতদূর চরমসীমায় উপনীত হইতে পারে, প্রণয়ীর নেত্রে প্রণয়ানুকূল বস্তু ব্যতিরেকে আর কিছুই যে লক্ষিত হয় না বা হইতে পারেও না, প্রণয়ের স্বরূপ তুমি যত বড়ই ভাব না কেন, তাহা যে তদপেক্ষাও বৃহত্তর –বৃহত্তম, অনেক উচ্চ, কল্পনাগ্রাহ্যই নহে, ইহা ঐ দুই কাব্যে প্রতিপাদিত হইয়াছে। (কিন্তু, প্রণয়,—নরনারীর –অনাবিল হৃদয়ের একীভাব যে কেবল ঐ প্রণয়ী নরনারী-যুগলেরই নহে, ঐ বিশুদ্ধ প্রণয় যে জগতেরও অশেষ মঙ্গলের সাধন, ধর্ম্মভাবশূন্য প্রণয় নামক পশুভাবে— প্রণয়চ্ছদ্ম বিষাক্ত-বাগুরাবন্ধনে প্রণয়ীর এবং সমাজের যতটা ক্ষতি, ধর্ম্মভাবমধুর দাম্পত্য-মিলনে সমাজের যে ততটা অথবা ততোধিক মঙ্গল, এই অবশ্যজ্ঞেয় তত্ত্ব কবি ঐ দুই কাব্যে দেখান নাই। তাই ঐ দুই নাটক-রচনার পর কবি, তাঁহার সকল শক্তির প্রয়োগ-পূর্ব্বক অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটক চিত্রিত করিয়াছেন। শকুন্তলায় এমন অনেক মূর্ত্তি,—অনেক বস্তু আছে, যাহা নিজে বুঝিলেও অপরকে বুঝানো যায় না। ইহা যথার্থই "সহৃদয় সংবেদ্য।" ইহা বাণীর বরপুত্রের অবিনাশিনী শিলাক্ষোদিত মূর্ত্তি, আকল্পস্থায়ী অনুপম চিত্র। সহৃদয়কুলাগ্রণী ও তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি বিদ্যাসাগর মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন,—)

"অভিজ্ঞান-শকুন্তল কালিদাসের সর্ব্বপ্রধান দৃশ্যকাব্য। সংস্কৃত ভাষায় যত নাটক আছে, শকুন্তলা সে সকল অপেক্ষা সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট। এই অপূর্ব্ব নাটকের আদি অবধি অন্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বাংশই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর। যদি শতবার পাঠ কর, শতবারই অপূর্ব্ববোধ হইবেক। ইহাতে হস্তিনাপুরের অধিপতি রাজা দুষ্মন্তের, এবং মহর্ষি কণ্বের পালিত-তনয়া শকুন্তলার বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। মহাভারতের আদিপর্ব্বে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার যে উপাখ্যান আছে, তাহা অবলম্বন করিয়া, কালিদাস অভিজ্ঞান-শকুন্তলের রচনা করিয়াছেন। উভয়বিধ উপাখ্যান দৃষ্টি-গোচর করিলে, বুঝিতে পারা যায়, কালিদাস মহাভারতীয় উপাখ্যানে কি অদ্ভুত কৌশল ও অলৌকিক চমৎকারিত্ব সমাবেশিত করিয়াছেন। ফলতঃ অভিজ্ঞান-শকুন্তলে কালিদাসের চমৎকারিণী কল্পনাশক্তি ও চিত্তহারিণী রচনাশক্তির পরা কাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। এই নাটক পাঠ করিলে সংস্কৃতজ্ঞ সহৃদয় ব্যক্তির অন্তঃকরণে নিঃসংশয় এই প্রতীতি জন্মে, মানুষের ক্ষমতায় ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রচনা সম্ভবিতে পারে না। বস্তুতঃ কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তল অলৌকিক পদার্থ। ধন্য কালিদাস ! ধন্য অভিজ্ঞান-শকুন্তল ! প্রলয়ের পূর্ব্বে তোমাদের বিলয়ের আশঙ্কা নাই। ধন্য বিক্রমাদিত্য ! এই কালিদাস তোমার বয়স্য ও সভাসদ্ ছিলেন, এই অভিজ্ঞান শকুন্তল, তোমার পরিতোষার্থে সর্ব্বপ্রথম উজ্জয়িনীর রঙ্গভূমিতে অভিনীত হইয়াছিল।

"ভারতবর্ষীয়েরাই যে স্বদেশীয় কাব্য বলিয়া শকুন্তলার এত প্রশংসা করেন, এমন নহে, দেশান্তরীয় পণ্ডিতেরাও শকুন্তলার এইরূপ অথবা ইহা অপেক্ষা অধিক প্রশংসা করিয়াছেন। নানাবিদ্যাবিশারদ অশেষদেশভাষাজ্ঞ, সুবিখ্যাত (সার উইলিয়ম জোন্স) শকুন্তলা পাঠ করিয়া এমন প্রীত হইয়াছিলেন যে, কালিদাসকে স্বদেশীয় অদ্বিতীয় কবি সেক্সপিয়ারের তুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং (জার্ম্মাণ দেশীয় অতি প্রধান পণ্ডিত ও অতি প্রধান কবি গেটি শকুন্তলার সর উইলিয়ম জোন্স কৃত ইংরেজী অনুবাদের ফষ্টর-কৃত জর্ম্মণ অনুবাদ পাঠ করিয়া লিখিয়াছেন,)—

"'যদি কেহ বসন্তের পুষ্প ও শরতের ফললাভের অভিলাষ করে, যদি কেহ প্রীতিজনক ও প্রফুল্লকর বস্তুর অভিলাষ করে, যদি কেহ স্বর্গ ও পৃথিবী এই দুই এক নামে সমাবেশিত করিবার অভিলাষ করে, তাহা হইলে, হে অভিজ্ঞান শকুন্তল ! আমি তোমার নাম নির্দ্দেশ করি, এবং তাহা হইলেই সকল বলা হইল।' – যদি বিদেশীয় লোক, অনুবাদের অনুবাদ পাঠ করিয়া এত প্রীত ও এত চমৎকৃত হইতে পারেন, তবে স্বদেশীয়েরা যে সেই বিষয় মূল পুস্তকে পাঠ করিয়া কত প্রীত ও কত চমৎকৃত হইবেন, তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারেন।

"এই নাটক সাত অঙ্কে বিভক্ত। প্রথম অঙ্কে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার সাক্ষাৎকার, দ্বিতীয়ে রাজার বিদূষকের সহিত শকুন্তলাবিষয়ক কথোপকথন ও কণ্বাশ্রমবাসী ঋষিগণ কর্ত্তৃক রাজার নিকটে কতিপয় রাত্রি আশ্রমে আতিথ্য-স্বীকার প্রার্থনা। তৃতীয়ে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার মিলন, চতুর্থে শকুন্তলার পতিগৃহে প্রস্থান, পঞ্চমে শকুন্তলার দুষ্মন্তসমীপে গমন ও প্রত্যাখ্যান, ষষ্ঠে রাজার বিরহ এবং সপ্তমে শকুন্তলার সহিত পুনর্মিলন।") (বিদ্যাসাগর)

মনস্বী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই সুচিন্তিত ও সমীচীন উক্তির পর, শকুন্তলা-সম্বন্ধে কিছু বলিতে যাওয়া ধৃষ্টতা। তবে

অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্

(প্রবিশ্য)

নটী।— অজ্জউত্ত! ইঅম্হি॥ ৩

প্রাকৃতানুবাদ।— আর্য্যপুত্র! ইয়ম্ অস্মি।

বঙ্গার্থ।—(সূত্রধারপত্নীও অমনি আসিয়া উপস্থিত হইল এবং কহিল)—"আর্য্য! এই ত আমি॥ ৩॥

পৌরাণিক চিত্রের সহিত কালিদাস-চিত্র মিলাইয়া দেখিতে গেলে, মানস-পটে স্বতই জ্বলন্ত অক্ষরে এই লেখাগুলি ভাসিয়া ওঠে।—

মহাভারতের দুষ্মন্ত শকুন্তলা অপেক্ষা কালিদাসের দুষ্মন্ত-শকুন্তলার চিত্র উৎকৃষ্টতর। কালিদাস সৌন্দর্য্যের উপাসক ছিলেন। সৌন্দর্য্যের জন্য, যেটুকু বা যতটা আবশ্যক, তাহাই তাঁহার গ্রাহ্য এবং তদতিরিক্ত তাঁহার পরিত্যাজ্য ছিল। ইহা বুঝিতে হইলে, তাঁহার তিনখানি নাটক সম্বন্ধেই দু'একটি কথার উল্লেখ এ স্থলে একান্ত অসঙ্গত হইবে না। কালিদাসের বিক্রমোর্ব্বশীয়, মালবিকাগ্নিমিত্র এবং অভিজ্ঞান-শকুন্তল এই নাটকত্রয়ের মধ্যে বিক্রমোর্ব্বশীর প্রধানপুরুষ পুরুরবা প্রতিষ্ঠান-নগরীর অধিপতি এবং অপ্সরার সৌন্দর্য্যমগ্ধ নায়ক। সৌন্দর্য্য ব্যতিরেকে অন্য কিছুই তাঁহার নয়ন-গোচর হয় না। গুণের গণনা তিনি করিতে চাহেন না বা করেনও না। বহিঃসৌন্দর্য্যের চরণে, তিনি অন্তঃ-সৌন্দর্য্যের বলিদান করিতে তিলমাত্র দ্বিধাবোধ করেন না। বহির্জগৎই তাঁহার প্রধান বিনোদ-বস্তু। অন্তর্জগতের শান্তোজ্জ্বল মূর্ত্তির কমনীয় ছায়া তদীয় হৃদয়দর্পণে মূর্চ্ছিত হয় না। তাই পুরূরবা গুণবতী, হৃদয়বতী, সাধ্বী, পতিদেবতা ঔশীনরীকে উপেক্ষা করিয়া, লালসাময়ী, হৃদয়ের অদম্য লালসানলে—বয়ঃপ্রাপ্ত ও বীরোত্তম পুত্রকে পর্য্যন্ত আহুতি দিতে যে দ্বিধা বোধ করে না, তাদৃশী উর্ব্বশীকে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন; বাসনার আপাতরমণীয় মধুর বংশীরবে ভুলিয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায়, ভূতাবিষ্টের ন্যায় তাহার অনুবর্ত্তন করিয়াছিলেন, নিজের ব্যক্তিত্ব একেবারে বিস্মৃত হইয়াছিলেন; ভারত-সম্রাট্ হইয়াও, আর্য্য-নরপতি হইয়াও, তিনি রাজধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন; প্রজা-পালন-রূপ রাজার প্রধান কর্ত্তব্য ভুলিয়াছিলেন; প্রণয় যে একটা বিরাট্ ঐশ্বর্য্যময় বস্তু, সে জ্ঞান তাঁহার ছিল না। আর এক জন—মালবিকাগ্নিমিত্রের যিনি প্রধান পুরুষ, নায়ক, সেই অগ্নিমিত্রও ভারতের অদ্বিতীয় সম্রাট্, পরমপরাক্রান্ত অথচ ক্ষমাশীল, আত্মমর্য্যাদার রক্ষণে এবং ভারত-সাম্রাজ্যের মহনীয় সিংহাসনের অলঙ্ঘ্য মর্য্যাদার পরিপালনে ও পরিবর্দ্ধনে তিনি নিয়ত তৎপর। তাঁহার অনেক গুণ, অনেক সৎপ্রবৃত্তি। কিন্তু তিনিও প্রণয়ময়-হৃদয়। প্রেমময়-হৃদয় তাঁহাকে বলিতে পারি না; সাহস হয় না। অমরপ্রার্থিত প্রেমরত্নের ঐ প্রকার নির্দ্দেশে অবমাননা না হউক, তাহার সম্মান করা হয় না। পুরূরবার ন্যায় তাঁহারও প্রণয়োন্মাদ বড়ই বেশী। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি, পুরূরবার মত, প্রণয়ের চরণে আত্মকর্ত্তব্য—রাজার কর্ত্তব্য বলি দিতেন না। তবে, বহিঃসৌন্দর্য্যের অতিপ্রভাবে পুরূরবার ন্যায় তিনিও বিমূঢ় ছিলেন। বিমুগ্ধ ছিলেন বলিলে যেন সবটুকু বলা হয় না। তাই তিনি নৃত্যগীতাদি-নিপুণা রূপসী ইরাবতীকে—এক দিন যে পাটরাণী ধারিণীর পরিচারিকা ছিল, রাজোচিত-বংশ-সম্ভূতা না হইলেও, তাহাকে মহিষীপদে সমারূঢ় করিয়াছিলেন। "স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি"—এই শাস্ত্রাদেশ বর্ণে বর্ণে পালন করিয়াছিলেন। অগ্নিমিত্র একটা বিশাল সাম্রাজ্যের নিয়ন্তা হইয়াও পবিত্র দাম্পত্য-বন্ধনটিকে, কেবল আত্মসুখের এবং আত্মতৃপ্তির কারণ মনে করিয়াছিলেন। নর-নারীর পরিণয়, শুধু সেই পরিণীত দম্পতির নহে, সমাজেরও যে অশেষ-কল্যাণকর, এ কথা পুরূরবার ন্যায় তিনিও বিস্মৃত হইয়াছিলেন। নতুবা ইরাবতী কদাচ তাঁহার নয়ন-পথবর্ত্তিনী হইত। যাঁহাকে আদর্শপুরুষ বলা যায়, যাঁহার চরিতাদর্শে আত্মদেহের প্রতিবিম্বন দেখিয়া, সমাজ আপনার দোষগুণের, ক্ষতিবৃদ্ধির এবং ত্রুটি ও পরিপূর্ত্তির সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারে, তাদৃশ আদর্শ-চরিত্র পুরূরবা বা অগ্নিমিত্রে নাই। যে দেশের যে সমাজের আদর্শ-পুরুষ রাম-যুধিষ্ঠির-ভীষ্ম, কর্ণ-দিলীপ-দুষ্মন্ত, পূর্ব্বোক্ত নায়কদ্বয় সেই দেশের সেই সমাজের আদর্শ হইবার যোগ্য নহেন। আবার যে দেশ, পার্ব্বতী, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, শৈব্যা, লোপামুদ্রা, চিন্তা, গান্ধারী, শকুন্তলা প্রভৃতি আদর্শরমণীগণের মহনীয় চরিতালোকে সমুদ্ভাসিত, সেই দেশে পুরূরবার উর্ব্বশীর বা অগ্নিমিত্রের ধারিণী, ইরাবতী প্রভৃতির স্থান অনেক নিম্নে। তবে পুরূরবার প্রধান মহিষী দেবী ঔশীনরী আদর্শ নারীকুলের অন্যতম হইলেও, তিনি কাব্যের, তথা কাব্যোল্লিখিত প্রধানপুরুষের 'উপেক্ষিতা' প্রতিনায়িকা মাত্র, 'অপেক্ষিতা' নহেন। তাঁহার চরিত্র কাব্যের উপজীব্য নহে। অবশ্য মালবিকা সম্বন্ধে অন্য কথা।

পুরাণ-কর্ত্তাদের গঠিত মূর্ত্তির সহিত পৌরাণিক যুগের পরবর্ত্তী কবিগণের নির্ম্মিত মূর্ত্তির তুলনা করা যদিও সর্ব্বরুচি-সঙ্গত নহে, তথাপি এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, যদি-ই-বা সেই তুলনা করিতে হয়, তবে তাহা একমাত্র মহাকবি কালিদাসের অঙ্কিত মূর্ত্তির সহিতই সম্ভবপর। অন্যত্র নহে। পুরাণকর্ত্তৃগণ যে সকল সৃষ্টি করিতেন, তাহা বিরাট্,

সূত্রধারঃ।— আর্য্যে! অভিরূপভূয়িষ্ঠা পরিষৎ। অদ্য খলু কালিদাসগ্রথিতবস্তুনা নবেনাভিজ্ঞান-শকুন্তলাখ্যেন নাটকেনোপস্থাতব্যমস্মাভিঃ। তৎ প্রতিপাত্রমাধীয়তাং যত্নঃ। ॥ ৪ ॥

বঙ্গার্থ।—সূত্র।—দেখ লক্ষ্মি! আজ এই রাজসভায় কত সুপণ্ডিত, বিশেষজ্ঞগণ উপস্থিত। আজ কিন্তু, কালিদাস-বিরচিত অভিজ্ঞান-শকুন্তল নামক একখানি নূতন নাটক অভিনয়ের দ্বারা আমরা এই সমাগত পণ্ডিতদিগকে সেবা করিব। সুতরাং আমাদের বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। প্রত্যেক অভিনেতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অভিনয়-কালে, কুশীলবগণ যাহাতে বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে অভিনয়াদি করে,তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার ॥৪॥

যেমন অখণ্ড, তেমনই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী। পূজনীয় ঋষিগণ 'ক্রান্তদর্শী' ছিলেন, যোগবলে—ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান দেখিতে পাইতেন। তাঁহাদের স্বার্থমুক্ত হৃদয়ে আত্মপর-ভেদ ছিল না। এতাদৃশ সমুন্নত হৃদয়ের সুচিন্তা-প্রসূত মূর্ত্তি বা কল্পনা যেরূপ হইবে, সংসারক্ষেত্রে বিচরণশীল অপরের পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে। তাই, পুরাণক যুগের পরম আদরের মূর্ত্তি সীতা, সাবিত্রী, শৈব্যা প্রভৃতির তুলনা নাই। ঐ সকল চিত্র যেমন ঋষিসৃষ্টির চরম উৎকর্ষ, একাংশে কালিদাসের শকুন্তলা ও মালবিকাও তেমনি অপৌরাণিক যুগের কবিসৃষ্টির পরম উৎকর্ষ। শকুন্তলা বা মালবিকা যে সময়ের কবিসৃষ্টি, তখন ভারতে বিলাসের স্রোতঃ খরতরভাবে প্রবাহিত ও ভারত বহিঃশত্রুর আক্রমণভয় হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত। তখনকার কি রাজা, কি প্রজা, কি রাজকর্ম্মচারী,—বিলাসমাধুরীই সকলের একমাত্র অবকাশ-রঙ্গিনী ছিল। তদানীন্তন উচ্চ-পরিবারের শুদ্ধান্তচারিণীরাও নানা শিক্ষা-দীক্ষায় পারদর্শিনী ও অনেকে নৃত্যগীতাদি-কলাবিদ্যায়ও পরম বিদুষী ছিলেন। সেই সময়ে তাদৃশী কলাবতী নারীদিগের মধ্যে আবার মালবিকা অতি উচ্চস্থানভাগিনী হইলেও কিন্তু আর্য্য সমাজের আদর্শ-রমণীর মধ্যে তাঁহাকে গণ্য করা যাইতে পারে না। তাই বিক্রমোর্ব্বশী এবং মালবিকাগ্নিমিত্রের পর, কালিদাস তাঁহার সকল সামর্থ্য ব্যয় করিয়া তাঁহার দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার মূর্ত্তি চিত্রিত করিয়াছেন। এক কথায় অভিজ্ঞান-শকুন্তল তাঁহার বিশ্বতোমুখী প্রতিভার, ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী কল্পনার ও সর্ব্বাতিশায়িনী রচনার চরম নিকষোপল! বিক্রমোর্ব্বশী ও মালবিকাগ্নিমিত্রে, কবি যে সমুদয় দিব্যদৃশ্যের, দিব্যমূর্ত্তির অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা ত শকুন্তলায় আছেই, পরন্তু, শকুন্তলা নাটকে আরও এমন অনেক মূর্ত্তি ও বস্তু আছে, যাহা নিজে নিজেই কেবল অনুভব করা যায়, অপরকে অনুভূত করানো যায় না; নিজে বোঝা যায়, কিন্তু ভাষার সাহায্যে অপরকে বুঝানো যায় না। অভিজ্ঞান-শকুন্তল তাই কবিসৃষ্টির চরম উৎকর্ষ। রসিক সামাজিক যথার্থই বলিয়াছেন—"কালিদাসস্য সর্ব্বস্বমভিজ্ঞান-শকুন্তলম্।" অভিজ্ঞান-শকুন্তল কালিদাসের যথার্থই "সর্ব্বস্ব।" তাঁহার অপার্থিব কল্পনারূপিণী উদ্যান-বাটিকার অমৃতময়ী পারিজাত লতিকা। প্রেম এবং ধর্ম্ম—উভয়ের সম্মিলনে জগতে যে কি মধুর আনন্দের উৎস উদ্ভূত হয়, অভিজ্ঞান-শকুন্তলরূপী স্বচ্ছ দর্পণে তাহাই প্রতিবিম্বিত। শকুন্তলা কবির চরম সৃষ্টি, বাণীর বরপুত্রের অক্ষয় আলেখ্য।

শকুন্তলায় দেখিতেছি, কবি, দেবদেব শঙ্করকে প্রণাম করিয়া গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার অপর দুইখানি নাটকেও, মহাদেবই সর্ব্বাগ্রে মঙ্গলাচরণরূপে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। তাহা ছাড়া তদীয় কুমারসম্ভব কাব্য ত হরপার্ব্বতীকে লইয়াই বিরচিত; এবং রঘুবংশও পার্ব্বতী-পরমেশ্বরকে স্মরণ পূর্ব্বক আরব্ধ হইয়াছে। আর তাঁহার মেঘদূতের প্রায় সর্ব্বত্রই, যেমন অবসর আসিয়াছে, মহাদেবের স্তবস্তুতির—পূজাপার্ব্বণের প্রাচুর্য্য। এই সব দেখিয়া,অনেকে অনুমান করেন যে, কালিদাস শৈব ছিলেন। আমাদের কিন্তু ঠিক ততটা মনে হয় না। প্রথমেই একটা চূড়ান্ত সমাধানের দিকে ঝুঁকিয়া না পড়িয়া, যদি নিরপেক্ষভাবে ভাবিয়া দেখা যায়, তবে অন্য প্রকারই মনে লয়। কালিদাস যতগুলি পুস্তক নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সে সমস্তেরই মুখ্য বর্ণনীয় বিষয় একটি,—বিশুদ্ধ প্রণয়। ঐ মুখ্য বর্ণনার পরিপোষকরূপে তাঁহাকে বহু বিষয়ের অবতারণা করিতে হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও তদীয় কাব্যাবলীর মধ্যে সরস্বতী-প্রবাহের ন্যায় কবির ঐ উদ্দেশ্য দৃশ্যাদৃশ্যভাবে সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছে। যদি এই কথা ঠিক বলিয়া ধরা যায়, তবে তিনি সমস্ত গ্রন্থেই শিবকে যে প্রথম প্রণাম করিয়াছেন, ইহারও একটা কারণ পাওয়া যায়। বিশুদ্ধ প্রণয়ের,—অপার্থিব প্রেমের সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে, সর্ব্বাগ্রে কোন্ দেবতার কথা আমাদের মনে আসে? রাধাকৃষ্ণ বা রাম-সীতার কথা না পার্ব্বতী-পরমেশ্বরের কথা? প্রথমে দক্ষদুহিতা সতী ও পরে হিমালয়সুতা উমা এবং সতীশোকোন্মত্ত ও তপস্যারত বিশ্বনাথ ও পার্ব্বতী-তপোলব্ধ চন্দ্রশেখর, এই উভয়ের—হরগৌরীর কথা সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ে না কি? প্রণয় সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে, ঐ প্রণয়রত্নের যাঁহারা অবিসংবাদিত রত্নাকর, যাঁহাদের প্রণয়ের তুলনা আর্য্য-সাহিত্যে আর নাই, সেই অর্দ্ধ-নারীশ্বরমূর্ত্তির কথা কি সর্ব্বাগ্রে মানস-দর্পণে উদিত হয় না? সংস্কৃত-সাহিত্যে, একটু অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে,—যে বিষয়ে গ্রন্থ প্রণীত হইতেছে, সেই বিষয়ের যিনি অধিষ্ঠাতা দেব,তাঁহাকেই সর্ব্বাগ্রে তথায় প্রণাম করা হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদে মহাদেব, ভাস্কর ও স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়, জ্যোতিষে চন্দ্র এবং অর্কদেব, তন্ত্রাদিতে

নটী।— সুবিহিদপ্পওোঅদাএ অজ্জস্স ণ কিম্পি পরিহাইস্সদি ॥ ৫ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—সুবিহিত-প্রয়োগতয়া আর্য্যস্য ন কিম্ অপি পরিহাস্যতে॥ ৫॥

বঙ্গার্থ।—নটী।—তুমি অভিনয়কার্য্যে যেরূপ সুদক্ষ এবং অস্তকার অভিনয়ের যে প্রকার যোগাড়যন্ত্র করিয়াছ, তাহাতে কোনো স্থলে কোনরূপ ত্রুটি হইবে বলিয়া ত মনে হইতেছে না॥ ৫॥

অষ্টমূর্ত্তি এবং আদ্যাশক্তি প্রভৃতি সর্ব্বাগ্রে অর্চ্চিত হইয়াছেন। লৌকিক জগতেও দেখি,—যাত্রাকালে আমরা সিদ্ধিদাতা বিঘ্নহর গণেশকে এবং ঔষধাদি-সেবনের সময়ে ধন্বন্তরি প্রভৃতিকে স্মরণ করিয়া থাকি। আরও একটু নামিয়া আসিলে দেখিতে পাই,—রোগ হইলে চিকিৎসকের বাড়ীতে এবং মামলামোকদ্দমায় পড়িলে ব্যবহারাজীবের বাড়ীতে দৌড়াই। বস্ত্রাদির প্রয়োজন হইলে কখনো মুদি দোকানে বা অলঙ্কারাদি সংগ্রহার্থ লৌহকারের দোকানে যাই না। যিনি যে বিষয়ের মালিক, তাঁহার নিকট সেই জন্যই লোকের গতিবিধি হয়। এইরূপ, প্রণয় সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে, হরপার্ব্বতীর মতন অপূর্ব্ব-প্রেম-সিন্ধুর নিকটে না গিয়া, অন্যের শরণ, কালিদাস লওয়ার পাত্র ছিলেন না। প্রণয়-রাজ্যের সেই অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট্ শিবকে তাই তিনি, তদীয় প্রণয়প্রধান গ্রন্থারম্ভে প্রণাম করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার শৈবত্ব নির্ণীত হইতেছে বলিয়া ত মনে হয় না। আর যদি ধরিয়াই লওয়া হয় যে, তিনি শৈব ছিলেন, তাই শিবকে সর্ব্বত্র প্রথম প্রণাম করিয়াছেন, তাহাতেও আমার ইষ্টাপত্তি। কারণ, তাহাতে কবির সম্বন্ধে আমার পূর্ব্বকৃত উক্তিই দৃঢ়ীভূত হইতেছে। কালিদাসের ন্যায় প্রেমিক, রসিক ব্যক্তি প্রেম পারাবার মহাদেবের যে ভক্ত হইবেন, ইহাতেই বা বৈচিত্র্য কি? উমামহেশ্বরের আদর্শ প্রেম হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ যিনি চিন্তা করেন, একেবারে "তদ্ভাব-ভাবিত" হইয়া যান, তাঁহার পক্ষেই অভিজ্ঞান-শকুন্তলাদি গ্রন্থ-নির্ম্মাণ সম্ভবপর। এ বিষয়ে অধিক উক্তি অনাবশ্যক।

কালিদাস "অভিজ্ঞান-শকুন্তল" এই এক নামকরণের দ্বারাই বর্ণনীয় কাব্যের ভিতরটা যেন খুলিয়া দিয়াছেন। অথচ নাটকীয় বস্তুজ্ঞানের জন্য, ঘটনার স্তরক্রমের অবগতির জন্য দর্শকদিগের যে কৌতূহল, তাহার ক্রমশঃ বৃদ্ধি বৈ হ্রাস হইতে দেন নাই। উক্ত নামের মধ্যে দু'টি শব্দ আছে, অভিজ্ঞান ও শকুন্তলা, পরে গ্রন্থার্থে ঐ উভয় শব্দ মিলিয়া "অভিজ্ঞান শকুন্তল" এই রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রথমতঃ অভিজ্ঞান শব্দ ধরা যাউক। অভি শব্দের অর্থ সর্ব্বতোভাবে, সম্পূর্ণরূপে, আর জ্ঞান শব্দের অর্থ জানা,—অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে যে জানা, তাহারই নাম অভিজ্ঞান। তার পর শকুন্তলা,—উভয় শব্দের সংযোগে গিয়া অর্থ দাঁড়ায়—শকুন্তলাকে সর্ব্বতোভাবে, ভালো করিয়া, সম্পূর্ণরূপে জানা। সংস্কৃতব্যাখ্যাতৃবর্গের অনেকে ইহার অনেকরূপ ব্যাখ্যা করিলেও ফলে গিয়া কিন্তু ঐ একই রকম অর্থ দাঁড়াইয়াছে। অর্থাৎ অভিজ্ঞান' শকুন্তলায়াঃ, অভিজ্ঞানেন গৃহীতা শকুন্তলা যত্র, শকুন্তলায়াঃ অভিজ্ঞানং যত্র,—ইত্যাদি নানাভাবে অভিজ্ঞান-শকুন্তল শব্দের ব্যাখ্যা করিয়া, পরে উহাই গ্রন্থপর করা হইয়াছে। কেহ আবার সূত্রানুসারে চলিয়াছেন, কেহ তাহা চলেন নাই, সমাস বলেই উক্ত শব্দকে গ্রন্থাত্মক করিয়াছেন। যাহা হউক, মোটের উপর দাঁড়াইতেছে ঐ একই কথা। কোন কোন ব্যাখ্যাতা "অভি"—সম্যক্প্রকারে "জ্ঞায়তে" জানা যায় যাহা দ্বারা,—তাহাকেই "অভিজ্ঞান" অর্থাৎ স্মারক চিহ্ন অর্থ করিয়াছেন। ফলে ঐ একই অর্থ দাঁড়ায়। তবেই দেখিতেছি,—"অভিজ্ঞান-শকুন্তল" নামে পাইতেছি—শকুন্তলাকে সম্যক্রূপে জানা যায়, চেনা যায় যাহার দ্বারা, তাহাই শকুন্তলার অভিজ্ঞান। নাটক অভিনীত হইতেছে বিক্রমাদিত্যের রাজ সভায়, যেখানে—যে সভায় "অভিরূপ" অর্থাৎ বিশেষজ্ঞগণ বহুসংখ্যক উপস্থিত। সুতরাং থলে ঔষধ মাড়িয়া খাওয়াইবার মত তথায় কবির গূঢ় উদ্দেশ্য একেবারে উন্মুক্ত করিয়া, খোলস ছাড়াইয়া দেখাইতে হইবে না। সামান্য একটু ইঙ্গিতে বলিলেই "অভিরূপ" (Expert) গণ ধরিতে পারিবেন, তাই কবি ঐ কৌতূহলবর্দ্ধক নামকরণ করিয়াছেন। পরিচিত শকুন্তলা যেন ঘোর অপরিচিতা হইয়াছিল, শেষে স্মারক চিহ্ন দর্শনে তাহাকে চিনিবার প্রসঙ্গ যে গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে, তাহাই অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটক,—এতটা অর্থ সামাজিকগণ এক নামের দ্বারাই বুঝিয়া লইলেন। তার পর শকুন্তলা—এই শব্দেও দর্শকগণের কৌতূহলের ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। মহাভারতে কণ্বের মুখে শুনিয়াছি,—

"নির্জ্জনে তু বনে যস্মাৎ শকুন্তৈঃ পরিলালিতা।
শকুন্তলেতি নামাস্যাঃ কৃতঞ্চাপি ততো ময়া॥"

নির্জ্জন বনমধ্যে যেহেতু ইহাকে [illegible] শকুন্ত- [illegible] রাখিয়াছি। এক এই নামেই নাটকের নায়িকা শকুন্তলার সম্বন্ধে অভিনয়-দর্শনার্থীদের হৃদয়ে নানা প্রশ্ন উঠিতে লাগিল। উঠা স্বাভাবিকও বটে। কাহার কন্যা শকুন্তলা? কেমন সে মা-বাপ? জনহীন বনেই বা আসিল কোথা হইতে? পাখীতে পালন করিল? এও ত অদ্ভুত। ঋষিই বা পাইলেন কি করিয়া?—ইত্যাদি নানা কৌতূহলের উদ্দীপনায়

সূত্রধারঃ।— আর্য্যে! কথয়ামি তে ভূতার্থম্

আ পরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্

বলবদপি শিক্ষিতানামাত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়।—বিদুষাং পরিতোষাৎ আ (পরিতোষাৎ যাবৎ) প্রয়োগ-বিজ্ঞানং (অভিনয়-নৈপুণ্যং) সাধু ন মন্যে। (যতঃ) বলবৎ (সম্যক্) শিক্ষিতানাম্ অপি চেতঃ আত্মনি (বিষয়ে) অপ্রত্যয়ং—(বিশ্বাসরহিতং ভবতি) ॥ ৬ ॥

বঙ্গার্থ।—সূত্রধার।—তা' নয় রে পাগ্‌লি, তা' নয়। ত্রুটি হওয়া-না-হওয়া বা অভিনয়াদিতে দক্ষতা প্রভৃতির কথা যাহা বলিতেছ, ও সব বিষয়ে গর্ব্ব করিবার কিছুই নাই। সত্যি কথা শোনো—

যতবেলা পণ্ডিতগণের তৃপ্তি না জন্মিবে, আমাদের অভিনয়-দর্শনে তাঁহারা আনন্দিত না হইবেন, ততক্ষণ, আমরা যত নিপুণই হই না কেন, আমার মতে, অভিনয়-বিষয়ে আমাদের সে নৈপুণ্যের কোনই মূল্য নাই। যিনি যতবড় শিক্ষিতই হউন না কেন, নিজের যোগ্যতাবিষয়ে একেবারে নিঃসন্দিহান কেহই নন, হইতে পারেন না। তুমি-আমি হয় ত, অভিনয়-বিষয়ে পরম যোগ্যতা প্রদর্শন করিতে পারি, কিন্তু যাঁহারা দেখিবেন,—তাঁহারা যদি পরিতৃপ্ত না হন, তবে সে যোগ্যতার কোনই মূল্য নাই। এক কথায়—সামাজিকের মুখেই জয়, সামাজিকের মুখেই ক্ষয়। এ'টা যেন মনে থাকে ৬ ॥

দর্শকবৃন্দের চিত্ত ভরিয়া গেল। জিজ্ঞাসার অদম্য ঔৎসুক্যে তাঁহারা অস্থির হইয়া উঠিলেন। এমন যাহার জীবনের প্রথম, এইভাবে যাহার উৎপত্তি, সে আবার কি করিয়া স্মারক চিহ্নের দ্বারা পরিচিত হইল? কে তাহাকে ভুলিয়াছিল এবং শেষে "অভিজ্ঞান" অর্থাৎ স্মৃতিচিহ্ন দর্শনে পুনরায় চিনিতে পারিল? এ যে সবটাই অদ্ভুত বৈচিত্র্যময়, ব্যাপারটা কি?—এইভাবে, এক নামের দ্বারাই, কবি, সামাজিকগণের চিত্ত, মৎস্যচক্রের প্রতি অর্জ্জুনের দৃষ্টির ন্যায়, অভিনেয় বস্তুর প্রতি একলক্ষ্য করিয়া লইলেন। দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের শলাকার ন্যায়, সে চিত্ত অভিনয়-দর্শনে স্থির-সন্নিবিষ্ট হইল। বিষয়ান্তরব্যাবৃত্ত হইয়া সে চিত্ত, অতিবুভুক্ষিতের চিত্ত পুরোবর্ত্তী খাদ্যের প্রতি যেমন হয়, তেমনই শকুন্তলাদর্শনের জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া রহিল। এই এক নামকরণাংশেই কালিদাস কবি-কৌশলের চরম দেখাইয়াছেন ॥ ১ ॥

তাৎপর্য্য।—নান্দীর অর্থাৎ মঙ্গলাচরণের অন্তে, দেখিতেছি, সূত্রধার রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়াই তাহার পত্নীকে ডাকিতেছে—'ওগো! সাজগোজ্ যদি সারা হয়ে থাকে, তবে একবার এদিকে এলে হতো না।' বশংবদ পতির পত্নীকে ডাকিবার এই ভঙ্গিতে কবি, প্রথমেই, সামাজিকের মনে—ঘর ঘর ঘরের ছবি ফুটাইয়া তুলিলেন। 'এইটে কর, এখানে এস, এমনি ক'রে দাঁড়াও' এই ভাবের হুকুম জারি করা ঘরের লক্ষ্মীদের উপর বড় একটা খাটে না, খাটিলে ক্রমে ফলও বড় বেয়াড়া হইয়াই দাঁড়ায়। তাই অনবীন কর্ত্তার দল যতটা পারেন, জান্ বাঁচাইয়া চলেন। এমন কি, 'এইটে কল্লে হতো না? একটিবার এ দিকে আসার সুবন্দুত হবে?'—ইত্যাদি প্রকারে মোলায়েম পথেই প্রায় যান, উঁচুনীচু (ups and downs) পথ দাম্পত্য-জীবনের পক্ষে তত সুখকর নহে। তার পর আবার কখন কর্ত্তা গিন্নীকে ডাকিতেছেন—গিন্নী যখন সাজ্‌গোজ্ করিতে ব্যস্ত—তখন। মারাত্মক মুহূর্ত্ত। ও সময়ে বিরক্ত করিলে বিলাসিনীরা যে কিরূপ চটিয়া ওঠেন, তাহা পাঠক-পাঠিকারাই অনুমান করিয়া লইবেন। তাই কর্ত্তা সূত্রধার যেন কত ভয়ে ভয়ে, কত চির-অধীনের মত ডাকিতেছেন, 'যদি সাজগোজ হইয়া থাকে, তা হ'লে, নতুবা নয়,—একবার এ দিকে এলে হতো না'? ॥ ২ ॥

কর্ত্তার যেমন ডাক দেওয়া, অমনি সাজগোজ-করা গিন্নী আসিয়া হাজির হইলেন এবং বলিলেন, প্রিয়তম! এই ত আমি (ইয়মস্মি)। জবাবটার ঢংই আলাদা। 'একটু চোখের আড়াল হইলেই উনি যেন চারিদিক্ অন্ধকার দেখেন। এই আমায় দেখে এলেন—গায়নাগাটি পরছি, এলাম ব'লে? এর মধ্যেই এসে ডাকাডাকি আরম্ভ ক'রে দিয়েছেন। এক নিমেষ আমাকে না দেখলেই তালগোল পাকিয়ে বসেন।' এমন ধারা ধারণা, একটা প্রাণী যে রমণীর, তিনি কত বড় ভাগ্যবতী! সালঙ্কারা সূত্রধারপত্নী এই গৌরবে ডগমগ ডগমগ করিতে করিতে আসিয়া পতির সম্মুখে দাঁড়াইল ॥ ৩ ॥

এই রাজ-সভায় সূত্রধার আরও অনেকবার অনেক অভিনয় করিয়াছে। কিন্তু অদ্যকার সভায় আসিয়াই, সূত্রধার প্রথম একবার চারিদিকে চাহিল এবং দেখিল, বিশিষ্ট বিশিষ্ট শিক্ষিত ব্যক্তি, অভিনয়াদিবিষয়ে বিশেষ বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা অভিনয় দর্শনের জন্য বসিয়া আছেন। অনেক "অভিরূপ" অর্থাৎ expert উপস্থিত,—তাতে আবার কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকের অভিনয়; সুতরাং আজ একটু 'বিশেষ সমঝে-বুঝে' চলা দরকার।

নটী।— এব্বং এদং। অণন্তরকরণিজ্জং দাব অজ্জো আণবেদু। ॥ ৭ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—এবম্ এতৎ। অনন্তরকরণীয়ং তাবৎ আর্য্যঃ আজ্ঞাপয়তু ॥ ৭ ॥	**বঙ্গার্থ**।—নটী।—ঠিক বটে। আচ্ছা, এখন কি কর্ত্তে হবে, আদেশ কর ॥ ৭ ॥

কালিদাসের নূতন নাটক অভিজ্ঞান-শকুন্তল আজ অভিনীত হইবে,—সভামণ্ডপ লোকাকীর্ণ হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে, জগদ্বরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথের নূতন "বর্ষামঙ্গল" যে দিন প্রথম সাভিনয়সঙ্গীতে প্রকাশিত হয়, সে দিন যেমন সেই রঙ্গস্থল লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল, অথবা সেই 'রাজা ও রাণীর' প্রথম অভিনয়-রজনীতে রঙ্গস্থল যেমন জনস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিল, ভারতের, তথা সংস্কৃত সাহিত্যের অমর কবি কালিদাসের অক্ষয় গ্রন্থ অভিজ্ঞান-শকুন্তলের প্রথম অভিনয়দিনে তেমনই অথবা তাহার বহুগুণ অধিক জনসমাগমে উজ্জয়িনীর রাজ-সভা ভাসিয়াছিল। তখন, সেই কালিদাসের সময়ে ভারত শিক্ষাদীক্ষার চরম চূড়ায় আরূঢ়, শিক্ষিত রসগ্রাহী সামাজিকের তখন অভাব নাই, তেমন সময়ে সেই সকল কলাবিৎ সামাজিকের সমক্ষে উজ্জয়িনীর রাজ-সভায় কালিদাসের নূতন নাটক আজ অভিনীত হইবে,—এতবড় মণিকাঞ্চনের সংযোগ ইহার পূর্ব্বে এমন ভাবে আর বুঝি ঘটে নাই। সামাজিকগণ সপ্রত্যাশ-হৃদয়ে বসিয়া আছেন, সূত্রধার ও তাহার পত্নী রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত। সকলের চক্ষু—অথবা বুঝি সমস্ত ইন্দ্রিয় চক্ষুর পথে গিয়া ঐ পাত্র-যুগলের প্রতি নিহিত, এমনই সময়ে সূত্রধার কহিল, অভিজ্ঞান-শকুন্তল-নামক একখানি নূতন নাটক আজ অভিনীত হইবে। সে নাটকের "প্লট" এবং তাহার প্রত্যেক ঘটনা-(event)গুলি কালিদাস নিজে অতি যত্নের সহিত গাঁথিয়াছেন। এ স্থলে এই এক "গাঁথিয়াছেন" শব্দে রসিক দর্শকগণের অনেকের মনে সুদক্ষ মালাকারগ্রথিত মালার কথা জাগিল। নিপুণ ও প্রথিতনামা কালিদাস নাটকীয় ঘটনাবলী এমনই সুন্দর করিয়া সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন যে, নাটকখানি যেন আর্য্য-ভারতীর কণ্ঠের একছড়া মণিময় হার। সূত্রধারের এই "গ্রথিতবস্তুনা" বিশেষণে সমগ্র দর্শকমণ্ডলীর চিত্ত অভিনয়-দর্শনে সাকাঙ্ক্ষ ও সমাহিত হইল। এমন সভায় এমন কবির নাটক ভাসা ভাসা, ব্যবসাদারী অভিনয়ে জমিবে না, বিশেষ যত্ন ও আগ্রহ সহকারে অভিনীত না হইলে, কালিদাসের রসভাবময়ী উক্তির মাধুর্য্য পরিস্ফুট হইবে না, তাই সূত্রধার পত্নীকে সতর্ক করিয়া দিতেছে। আর ও দিকে সামাজিকগণেরও যথেষ্ট সম্মান করা হইল,—"অনেক ভালো ভালো, শিক্ষিত লোক উপস্থিত, সুতরাং খুব ভালো করিয়া অভিনয় করা দরকার"—সূত্রধারের এই কথায় দর্শকগণও অনেকটা সুসংযত ও একনিষ্ঠ-হৃদয়ে অভিনয়দর্শনে মন দিলেন। অত খাতিরে কে না গলে? সূত্রধারের ঐ কয়েক ফোঁটা 'কুন্তলীনে' কিন্তু অনেক কাজ হইল। বহু লোকের মধ্যে, যদিও বা, দু'এক জন একটু হাল্কা ও অন্যমনস্ক লোক থাকেন, তবে, তিনিও সূত্রধারের এই খাতিরে একেবারে মজগুল্ হইয়া গেলেন, এবং গুরুগম্ভীর হইয়া, দরবার-প্রাঙ্গণে রাজা, মহারাজ, নাইট প্রভৃতি বড় বড় উপাধিধারীর দলে—রায় বাহাদুর-রায় সাহেবদের মত, ঐ শিক্ষিত বড় বড় expertদের দলে মিশিয়া গেলেন এবং ঠিক তাঁদেরই মত মুখের ভাবভঙ্গি খুব একটা যেন serious রকমের করিয়া নাটক দেখিতে বসিলেন ॥ ৪ ॥

পতির উক্তিগুলি পত্নী একধ্যানে তার মুখের দিকে চাহিয়া শুনিল ও কহিল, "তোমার আবার শঙ্কা কি? কয় জনে তোমার মত অভিনয়-বিষয়ে পারদর্শী?" কতবার কত রঙ্গমঞ্চে পতিপত্নী অভিনয় করিয়াছে, পত্নী জানে তার পতির যোগ্যতা কত, কি অনুপম অভিনয়-কৌশলে তার পতি দক্ষ। সুতরাং পত্নীর মনে অদ্যকার অভিনয়ের সাফল্য সম্বন্ধে কোনোই সন্দেহ নাই। তাহার ধ্রুব ধারণা যে, তাহার কর্ত্তার মত নায়েক আর একটি নাই। কিন্তু, সূত্রধার জানে—অভিনয়ের সাফল্য যতটা সামাজিকগণের হস্তে, অভিনেতার হস্তে ততটা নহে। তাই সূত্রধার পত্নীর কথার প্রতিবাদ করিয়া কহিল, পণ্ডিতগণের তৃপ্তির তারতম্য অনুসারে অভিনয়-সাফল্যেরও তারতম্য ঘটিয়া থাকে। যে যতই জানুক, যতই শিখুক, তাহার জানা ও শেখায় যদি রসিক সামাজিকের তৃপ্তি না জন্মে, তবে সে জানা-শেখার মূল্য কি? কত ডাক্তার ত 'সারজরি'তে স্বর্ণ-পদক পাইয়া পাশ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি রোগীর অঙ্গে অস্ত্রোপাচার করিলেই তার দফারফা। কত উকীল ত ১ম হইয়া বি, এল, পাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্যবহার-ক্ষেত্রে তাঁহাদের আদৌ জমিল না। সুতরাং শুধু জানার উপরই ততটা নির্ভর করে না, যতটা সেই সুপরিজ্ঞাত বিষয় বিবৃত ও সুপ্রযুক্ত করিবার শক্তির উপর নির্ভর করে। শিক্ষিত সামাজিক যতক্ষণ পরিতৃপ্ত না হইবেন, অভিনয়দর্শনে আনন্দ-লাভ না করিবেন, তত বেলা অভিনেতার,—তিনি যত বড়ই হউন না কেন, সার্থকতা কোথায়?

সূত্রধারের এই উক্তিতে দর্শকগণের হৃদয়ের সহানুভূতি অভিনেতার দিকে আকৃষ্ট হইল। সকলেই সূত্রধার-কৃত এই সম্মানে নিজেকে পরম সম্মানিত মনে করিলেন ও অভিনিবেশ সহকারে অভিনয় দেখিতে বসিলেন। এ দিকে কবিও সূত্রধারের মুখ দিয়া নিজের কথাটা বেশ গুছাইয়া বলিয়া দিলেন। সকল সামর্থ্য ব্যয় করিয়া, তিনি,

সূত্রধারঃ।— কিমন্যদস্যাঃ পরিষদঃ শ্রুতিপ্রসাদনতঃ। তদিমম্ এব তাবদচিরপ্রবৃত্তমুপভোগক্ষমং গ্রীষ্মসময়মধিকৃত্য গীয়তাম্। সম্প্রতি হি

সুভগসলিলাবগাহাঃ পাটল-সংসর্গসুরভিবনবাতাঃ।
প্রচ্ছায়-সুলভনিদ্রা দিবসাঃ পরিণামরমণীয়াঃ ॥ ॥ ৮ ॥

অন্বয়।—সম্প্রতি হি—দিবসাঃ সুভগ-সলিলাবগাহাঃ, পাটল-সংসর্গ-সুরভি-বনবাতাঃ, প্রচ্ছায়-সুলভ নিদ্রা. (তথা) পরিণাম-রমণীয়াঃ (চ জাতাঃ) ॥ ৮ ॥

বঙ্গার্থ।—সূত্রধার।—এতবড় রাজ-সভা, শিক্ষিত সামাজিকে পরিপূর্ণ, ইঁহাদের কর্ণের পরিতৃপ্তি-সম্পাদন ছাড়া আর কি করা যেতে পারে—বল। তাই আমার ইচ্ছা,—সবে এই পরম উপভোগের যোগ্য গ্রীষ্মকাল আরম্ভ হইয়াছে, এই কালের অনুকূল একটা গান করা হউক। অর্থাৎ তুমি একটা গান কর। কি মনোরম সময়—

এ সময়ে দিনের বেলায় খুব তাপ বটে, কিন্তু জলে অবগাহন এ সময়ে এতই সুখকর যে, একবার কোনমতে জলে নামিতে পারিলেই সব তাপ, গ্রীষ্মের সমস্ত গ্লানি কাটিয়া যায়, তাতে আবার পারুলফুলের সৌরভ গায়ে মাখিয়া কেমন ঝিরঝিরে হাওয়া বহিতেছে,—যে কোনো তরুর ছায়ায় গিয়া বসিলেই ঘুমে চোক্ ভেঙ্গে আসে, যতই দিনের শেষ ঘনাইয়া আসে, ততই যেন তাহার রমণীয়তা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং তুমি এমন সুন্দর সময়ের অনুকূল একটা গান গাও ॥ ৮ ॥

অভিজ্ঞান-শকুন্তল নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আজ রসিক ও সুপণ্ডিত সামাজিকরূপ নিকষোপলে সেই শকুন্তলা স্বর্ণের পরীক্ষা হইবে। তাঁহাদের যদি তৃপ্তি জন্মে, তবেই কবির সাফল্য, অন্যথা নহে। মহাকবির এই বিনয়-রশ্মিতে সামাজিকবৃন্দের চিত্ত আকৃষ্ট হইল। একবিন্দু কর্পূরে বৃহৎকুম্ভস্থিত জলরাশির ন্যায়, কবির এই বিনয়সৌরভে তাঁহাদের হৃদয় সুরভিত হইল। যদিও বা দু'এক জনের মনের এককোণে কোথাও সামান্য একটু উষ্মা, গর্ব্ব ছিল, তাহা এই এক কথায় মিটিয়া গেল ॥ ৫-৬ ॥

পত্নীর আর কথা নাই, পতির ঐ "আপরিতোষাৎ"—উক্তিতে তাহার চমক্ ভাঙ্গিয়াছে। পতিপত্নী উভয়েই অভিনয়কলায় সুদক্ষ হইলেও পত্নী আরও সাবধান হইল,—প্রাণপণ যত্নে অভিনয়করণে উন্মুখী হইয়া পতিকে জিজ্ঞাসা করিল, 'এখন কি কর্ত্তে হবে ?' সূত্রধার জানে, বনিয়াদ শক্ত না হইলে স্থায়ী প্রাসাদ তৈরি হয় না, তাই সে এখন অচির-প্রদর্শনীয় অভিনয়ের ভিত্তি ভালো করিয়া গাথিবার জন্য পত্নীকে গ্রীষ্মকালোচিত একটা গান করিতে অনুরোধ করিল। সূত্রধার জানে, পত্নীর যে গানে সে আত্মহারা, সেই গানের শক্তি কত, সেই সঙ্গীতের কি অপরিসীম মাধুর্য্য। যদি একবার সেই মাধুর্য্যে রঙ্গমঞ্চ প্লাবিত করিতে পারে, দর্শকগণের চিত্ত গলাইয়া লইতে পারে, তবে পরে সেই বিগলিত চিত্তে যেরূপ ইচ্ছা রেখাপাত অতি সহজ হইবে ॥ ৭-৮ ॥

সূত্রধার-পত্নীর গান হইয়া গিয়াছে। নটীর সেই অপূর্ব্ব সঙ্গীতে সমবেত জনমণ্ডলী একেবারে আত্মবিস্মৃত হইয়াছে। ক্ষণকালের জন্য নিদ্রোত্থিতের ন্যায়, মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায়,—ভূতাবিষ্টের ন্যায় সকলে নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ হইয়া সংসার ভুলিয়া গিয়াছে ; কেন, কি জন্য, তথায় উপস্থিত, কি করিতে হইবে, কি দেখিতে হইবে, কাহারও কিছুই মনে নাই। কোন যাদুকর আসিয়া যেন সকলকেই "হিপ্‌নটাইজ" করিয়া ফেলিয়াছে। গায়িকার চিরপ্রিয় প্রিয়তম সূত্রধারও একেবারে তন্ময় হইয়া গিয়াছে। সেই তন্ময়তায় তাহার যে জন্য তথায় উপস্থিতি, সেই অভিনয়ের কথাটা পর্য্যন্ত ভুলাইয়া দিয়াছে। খানিক পরে, একটু যেমন পূর্ব্বচৈতন্য ফিরিয়া আসিল, অমনি সে প্রিয়াকে জিজ্ঞাসিল যে, কি, অভিনয় করিতে হইবে, ত ?—কর্ত্তা গৃহিণীর কণ্ঠসুধা-পানে তাল হারাইলেও, গৃহিণী ত কেবল সুধাবণ্টন করিয়াছেন, নিজে পান করেন নাই, সুতরাং তিনি বেতাল হইবেন কেন, তিনি মনে করিয়া দিলেন, 'তুমিই বলেছ, অভিজ্ঞান-শকুন্তল অভিনয় করিতে হইবে, আর এখন তুমিই বলিতেছ—কি অভিনয় করিতে হইবে ? খুব মজার লোক ত!' সূত্রধারের অমনি সব মনে পড়িল এবং কহিল, 'ঠিক্ ঠিক্, অভিজ্ঞান-শকুন্তলই বটে, তোমার গানে আমি সব ভুলে গিছলুম, এখন মনে ক'রে দেওয়ায় মনে পড়্‌ল।'

শুধু সূত্রধার নহে, রঙ্গক্ষেত্রস্থ তাবৎ ব্যক্তিই ভুলিয়াছিলেন যে, কি অভিনয় হইবে [illegible] একণে সূত্রধারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদেরও একে একে সব মনে পড়িল। মনে পড়িল [illegible] অনভিনীতপূর্ব্ব ও অপূর্ব্ব নাটক অভিজ্ঞান-শকুন্তলের অভিনয় দেখিতে আসিয়াছেন

সূত্রধারঃ।— আর্য্যে, সম্যগনুবোধিতোঽস্মি। অস্মিন্ ক্ষণে বিস্মৃতং খলু ময়া। কুতঃ
তবাস্মি গীতরাগেণ হারিণা প্রসভং হৃতঃ।
এষ রাজেব দুষ্মন্তঃ সারঙ্গেণাতিরংহসা ॥ [নিষ্ক্রান্তৌ। ॥ ১২ ॥

(প্রস্তাবনা)

অন্বয়।—তব হারিণা (হৃদয়গ্রাহিণা) গীত-রাগেণ অহং, অতি-রংহসা হারিণা (দূরং নীতবতা) সারঙ্গেণ (হরিণেন) এষঃ রাজা দুষ্মন্তঃ ইব প্রসভং হৃতঃ অস্মি ॥ ১২ ॥

বঙ্গার্থ।—সূত্রধার।—আর্য্যে, ঠিক মনে ক'রে দিয়েছ! আমি কিন্তু এ কথা একদম ভুলে' গিছলুম্। যদি বল কেন? শোন—

ঐ অতিবেগবান্ হরিণটা যেমন এই রাজা দুষ্মন্তকে, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধেও যেন জোর ক'রে কোথায় ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তদ্রূপ, তোমার এই হৃদয়গ্রাহী গীতমাধুর্য্যে আমার চিত্ত এতই বিমোহিত হইয়াছে যে, পূর্ব্বের কথা আর আমার কিছুই মনে নাই। সব ভুলে গেছি ॥ ১২ ॥

[উভয়ের প্রস্থান।

সূত্রপাতেই মহা গোল সুরু হইয়াছে। যিনি সর্ব্বপ্রথম রঙ্গমঞ্চে আসিয়াছেন, এবং আসিয়াই কোন্ নাটক অভিনয় হইবে, কি করিতে হইবে, ইত্যাদি লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন,—সেই তিনিই, খোদ সূত্রধারই নাটকের নামটা পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন! ব্যাপার মন্দ নহে!

তার পর, যদিও বা তাহার পত্নী মনে করাইয়া দিল যে, অমুক নাটক অভিনীত হইবে, পত্নীর কথায় বিস্মৃত সূত্রধারের ভুল-সংশোধন হইল, সকলে মনঃসন্নিবেশপূর্ব্বক রঙ্গমঞ্চের দিকে দৃষ্টিপাত করিল, তখন সূত্রধারের মুখে শুনিল এবং নিজেরাও দেখিল, একটা "সারঙ্গ"—চিত্র-বিচিত্রকায় হরিণ এক রাজাকে যেন ভুলাইয়া কোথায় লইয়া যাইতেছে। রাজা শিকার করিতে আসিয়া হরিণের পিছন পিছন ছুটিতেছেন। কথাটা মূলে আছে 'হৃতঃ'—হরিণ কর্ত্তৃক অবশভাবে আকৃষ্ট হইয়া রাজা চলিয়াছেন, এমন ছুটিতেছেন যে, আর হঠাৎ ফিরিবার সামর্থ্য নাই। শিকারের পিছনে শিকারী ছুটিতেছে, ইহাতে নূতন তেমন একটা কিছুই নাই। সর্ব্বত্রই ছুটিয়া থাকে, কিন্তু অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকের এই ছুটাছুটির মধ্যে বিলক্ষণ একটা মজার ব্যাপার দেখিতেছি। প্রারম্ভেই একটা হট্টগোল বাধিয়া উঠিতেছে। যে অভিনয় করিতে প্রথম উপস্থিত, সে গান শুনিয়া শেষ আসল কাজটা ভুলিয়া, শেষে তাকে আর এক জনে মনে করাইয়া দিল। যদিও বা ভুল সারিয়া লইয়া সে আবার অভিনয় সুরু করিল, প্রথমেই দেখা দিলেন এক রাজা, তাঁহাকে এক বনমৃগ হরণ করিয়া, ভুলাইয়া লইয়া যাইতেছে, [illegible] দিগ্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিতেছেন, ছুটিতেছেন, কেবলই ছুটিতেছেন।

যে অভিনয়ের গোড়াতেই এত ভুলভ্রান্তি, এত ছুটাছুটির ব্যাপার, তার শেষে অথবা সেই নাটকীয় ব্যাপারের ভিতরটায় না জানি [illegible] কি ভুলভ্রান্তি, কত কি ছুটাছুটির—ছাড়াছাড়ির ব্যাপার হয় ত দেখিতে পাইব। এই নাটকের গোড়া দেখিয়াই মনে হইতেছে, ইহা যেন একখানা ঘোর বিস্মৃতি-প্রধান দৃশ্য। নমুনা দেখিয়া বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ অনেকটা যেমন উপলব্ধ হয়, এ স্থলেও তাহাই হইল।

তার পর আর একটা শব্দে একটা বিষম খট্‌কা লাগিতেছে। "সারঙ্গ" রাজাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। 'সারঙ্গ' শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ হইতেছে "সার" অর্থাৎ চিত্রিত হইয়াছে 'অঙ্গ' যাহার। গায়ে কালো কালো ও পাঁকাসে পাঁকাসে নানা রকম চিহ্ন যে সমুদয় প্রাণীর আছে, তাহারাই 'সারঙ্গ,'—বুঝায় চিত্রমৃগকে। কিন্তু শেষে গিয়া সমস্ত মৃগজাতিকে বুঝাইতেছে। সার+অঙ্গ=সারাঙ্গ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু নিপাতনের জোরে 'সারঙ্গ' হইয়াছে। যখন পলায়মান মৃগের অনুধাবনকারী রাজার তদানীন্তন অবস্থার বিষয়, [illegible] তাড়াতাড়ি ছুটিবার বিষয়—সূত্রধার বলিতেছিল—তখন শুধু সূত্রধার নহে, দর্শকগণও খুব ব্যস্তসমস্ত হইয়া সূত্রধারের [illegible] উক্তি শুনিতেছিলেন এবং অতি দ্রুতগামী রাজাও মৃগের দিকে চাহিয়াছিলেন। এরূপ তাড়াতাড়ির সময়ে 'সারঙ্গ' বা 'সারাঙ্গ'—দুই শব্দে বড় তফাৎ ধরা যায় না। কিন্তু 'সারাঙ্গ' হইলে মানেটা একেবারে বদলিয়া যায়। [illegible] বাহুবল সহযোগে যাহার শরীর শবল অর্থাৎ চিত্রিত, তাদৃশ ব্যক্তিকেও বুঝা যায়। অদূর-ভবিষ্যতে বিভূতিভূষিত ঋষি দুর্ব্বাসা কর্ত্তৃক দুষ্মন্ত এই মৃগয়াগত সমস্ত ব্যাপার—একদম বিস্মারিত হইবেন, ঋষির অভিশাপ রাজাকে [illegible] কোথায় লইয়া যাইবে, কিছুই রাজার মনে থাকিবে না;—ইত্যাদি ব্যাপারের ঈষৎ কটাক্ষ এই গোড়াতেই [illegible] গেলেন। নাটক শেষ হইলে রসিক সামাজিক ধীরে ধীরে বুঝিবেন যে, তাই ত গোড়াতেই [illegible] এই [illegible]-ব্যাপারটার বেশ একটু ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। তখন এতটা ধরিতে পারি নাই, এখন কবির সেই ইঙ্গিত [illegible]। আরও বুঝিতেছি যে, বিস্মৃত সূত্রধারকে যেমন আর একজনে মনে করাইয়া দিল, তেমনি বিস্মৃত দুষ্মন্তকে [illegible]—রাজার হাতের আংটিতে মনে করাইয়া দিয়াছে। ১২ ॥

(ততঃ প্রবিশতি মৃগানুসারী সশরচাপহস্তো রাজা রথেন সূতশ্চ)

সূতঃ।— (রাজানং মৃগঞ্চ অবলোক্য) আয়ুষ্মন্!

কৃষ্ণসারে দদচ্চক্ষুস্ত্বয়ি চাধিজ্য-কার্ম্মুকে।
মৃগানুসারিণং সাক্ষাৎ পশ্যামীব পিনাকিনম্ ॥ ॥ ১৩ ॥

রাজা।— সূত! দূরমমুনা সারঙ্গেণ বয়মাকৃষ্টাঃ। অয়ং পুনরিদানীমপি—

গ্রীবাভঙ্গাভিরামং মুহুরনুপততি স্যন্দনে বদ্ধ-দৃষ্টিঃ
পশ্চার্দ্ধেন প্রবিষ্টঃ শরপতন-ভয়াদ্ ভূয়সা পূর্ব্বকায়ম্।
দর্ভৈরর্দ্ধাবলীঢ়ৈঃ শ্রম-বিবৃত-মুখ-ভ্রংশিভিঃ কীর্ণবর্ত্মা
পশ্যোদগ্র-প্লুতত্বাদ্ বিয়তি বহুতরং স্তোকমুর্ব্যাং প্রয়াতি ॥
তদেষ কথমনুপতত এব মে প্রযত্নপ্রেক্ষণীয়ঃ সংবৃত্তঃ? ॥ ১৪ ॥

অন্বয়।—কৃষ্ণ-সারে অধিজ্যকার্ম্মুকে ত্বয়ি চ চক্ষুঃ দদৎ (অহং) মৃগানুসারিণম্ (দক্ষস্য প্রজাপতেঃ অধ্বরে ভয়েন মৃগরূপম্ অবলম্ব্য পলায়মানং যজ্ঞং অনুসরন্তং) সাক্ষাৎ পিনাকিনং (রুদ্রং) পশ্যামি ইব ॥ ১৩

অয়ং মৃগঃ পুনঃ ইদানীম্ অপি অনুপতি স্যন্দনে মুহুঃ গ্রীবাভঙ্গাভিরামং (যথা স্যাৎ তথা) বদ্ধ-দৃষ্টিঃ (সন্) শরপতনভয়াৎ পশ্চার্দ্ধেন (দেহস্য পশ্চাদ্‌ভাগেন) ভূয়সা (বাহুল্যেন) পূর্ব্বকায়ং (দেহস্য পূর্ব্বার্দ্ধং) প্রবিষ্টঃ (চ সন্ বিয়তি উদগ্র-প্লুতত্বাৎ তথা) শ্রম-বিবৃত-মুখ-ভ্রংশিভিঃ (পরিশ্রমাৎ ব্যাত্ত-মুখপতিতৈঃ) অর্দ্ধাবলীঢ়ৈঃ (অসম্যক্‌চর্ব্বিতৈঃ) দর্ভৈঃ কীর্ণবর্ত্মা (চ সন্) বহুতরং, উর্ব্যাং (ভুবি) স্তোকং (অল্পং) প্রয়াতি ॥ ১৪ ॥

বঙ্গার্থ।—(তার পর,—পলায়মান মৃগের অনুসরণ করিতে করিতে রথারোহণে রাজা ও সারথির প্রবেশ এবং সারথি একবার বাণক্ষেপোদ্যত রাজার দিকে ও একবার পলায়মান মৃগের দিকে চাহিতে চাহিতে কহিল)—

দীর্ঘজীবিন্! ধনুকে ছিলা পরাইয়া বাণক্ষেপ করিবার জন্য আপনি প্রস্তুত হইয়া ছুটিতেছেন, আর ঐ পুরোভাগে প্রাণভয়ে মৃগ ছুটিতেছে,(আজ আপনার এবং ঐ মৃগের দিকে চাহিয়া আমার সেই দক্ষযজ্ঞের কথা মনে পড়িতেছে।) আমি যেন দেখিতেছি, প্রাণভয়ে ভীত হইয়া মৃগরূপ ধারণ পূর্ব্বক প্রজাপতি দক্ষের যজ্ঞ ঐ দৌড়িতেছে, আর সতী-বিনাশ-ক্রুদ্ধ রুদ্রদেব প্রকৃতই রুদ্রমূর্ত্তিতে পিনাক উত্তোলন করিয়া তাহার পিছন পিছন ছুটিতেছেন ॥ ১৩

রাজা।—সারথি! ঐ চিত্রমৃগটা আমাদিগকে বহুদূর টানিয়া আনিয়াছে; উহার অবস্থাটা এখন একবার দেখ,—(কি সুন্দর দেখিতে! আগে আগে হরিণটা ছুটিতেছে, আর আমাদের [illegible] ছে,—প্রাণভয়ে, ঘাড় বাঁক [illegible] আছে, চক্ষুতে একটা [illegible] দৌড়ানোতে [illegible] —পাছে পিছন দিকে গিয়া বাণটা লাগে,এই ভয়ে (সভয়ে পলায়মান কুকুরের মত) দেহের পিছন ভাগের খানিকটা পেটের নীচু দিয়ে দেহের সম্মুখের ভাগের মধ্যে যেন ঢুকাইয়া দিয়াছে। সারা পথ দৌড়াইতে দৌড়াই[illegible] বেচারি পরিশ্রমে এতই কাতর হইয়া পড়িয়াছে যে, মুখ ফাঁক হইয়া গিয়াছে। একেবারে হাঁ করিয়া ছুটিতেছে, আর যে ঘাসগুলি সবে খাইতে সুরু করিয়াছিল, খানিকটা চিবাইয়াছিল মাত্র, সেই অর্দ্ধচর্ব্বিত ঘাসগুলিতে পথ ছাইয়া গিয়াছে; অনবরত মুখ হইতে পড়িতেছে। উঃ, কি বেগেই না লাফাইয়া দৌড়িতেছে! মনে হচ্ছে যেন, শূন্য দিয়াই ছুটিতেছে, কদাচিৎ দু'একবার পা মাটীতে পড়িতেছে। একবার চাহিয়া দেখ!

এ কি! আমরা এত বেগে অনুসরণ করিতেছি, তবুও হরিণ এত দূরে গিয়া পড়িয়াছে যে, এখন আর ভালো করিয়া দেখাও যাচ্ছে না! খুব ছুটছে কিন্তু! ১৪ ॥

সূতঃ।— আয়ুষ্মন্! উদ্ঘাতিনী ভূমিরিতি ময়া রশ্মি-সংযমনাৎ রথস্য মন্দীকৃতো বেগঃ। তেন মৃগ এষ বিপ্রকৃষ্টান্তরঃ। সম্প্রতি সমদেশবর্ত্তিনস্তে ন দুরাসদো ভবিষ্যতি ॥ ১৫ ॥

রাজা।— তেন হি মুচ্যন্তামভীষবঃ। ॥ ১৬ ॥

সূতঃ।— যদাজ্ঞাপয়তি আয়ুষ্মান্। (রথ-বেগং নিরূপ্য)

আয়ুষ্মন্! পশ্য পশ্য—

মুক্তেষু রশ্মিষু নিরায়ত-পূর্ব্বকায়া নিষ্কম্প-চামর-শিখা নিভৃতোর্দ্ধ-কর্ণাঃ।
আত্মোদ্ধতৈরপি রজোভিরলঙ্ঘনীয়া ধাবন্ত্যমী মৃগজবাক্ষময়েব রথ্যাঃ ॥ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়—রশ্মিষু মুক্তেষু (সৎসু) অমী রথ্যাঃ (রথবাহিনঃ অশ্বাঃ) নিরায়ত-পূর্ব্বকায়াঃ নিষ্কম্প-চামরশিখাঃ নিভৃতোর্দ্ধকর্ণাঃ আত্মোদ্ধতৈঃ অপি রজোভিঃ অলঙ্ঘনীয়াঃ (চ সন্তঃ) মৃগজবাক্ষময়া ইব ধাবন্তি ॥ ১৭ ॥

বঙ্গার্থ।—সূত।—দীর্ঘজীবিন্! এ স্থানটা বড়ই বন্ধুর—উঁচু-নীচু, তাই আমি ঘোড়ার রাঁশ একটু টানিয়া ধরিয়াছি এবং সেই জন্যই রথের বেগ কমিয়া আসিয়াছে; এবং সেই কারণেই মৃগ ও আমাদের মধ্যে এত ব্যবধান মনে হইতেছে। এখন আপনি সমতল ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িয়াছেন, সুতরাং আর ঐ মৃগ পলাইতে পারিবে না, উহাকে আপনি ধরিলেন বলিয়া। (অর্থাৎ) সমতল ভূমিতে আমাদের রথের সহিত মৃগ ছুটিয়া পারিবে কেন? ॥ ১৫ ॥

রাজা।—তা হ'লে—সমতল ক্ষেত্রেই যদি আসিয়া থাকি, তবে এইবার রাঁশ ছাড়িয়া দাও। ঘোড়াগুলি প্রাণপণে ছুটুক ॥ ১৬ ॥

সূত।—যে আজ্ঞা (বলিয়াই সারথি রাঁশ ছাড়িয়া দিল এবং ঘোড়াগুলিও উদ্ধশ্বাসে ছুটিল, তখন রথের বেগ দেখিয়া সারথি কহিল)—

(রাজন্! দেখুন্ দেখুন্, আপনার অশ্ব-সমূহের কি ক্ষিপ্র গতি! রাঁশ ছাড়িয়া দেওয়ায় উহারা কি প্রাণপণে ছুটিতেছে! উহাদের দেহের পূর্ব্বার্দ্ধ কেমন যেন দীর্ঘ—লম্বা হইয়াছে এবং কর্ণসজ্জার জন্য কর্ণমূলে সংবদ্ধ ছোট ছোট চামরগুলির অগ্রভাগ (কিংবা ঘাড়ের লম্বমান রোমাবলী) কেমন নিশ্চল ও (শঙ্কিত সজারু-পৃষ্ঠের কণ্টকের মত) সোজা হইয়া রহিয়াছে, আবার কাণ উহাদের স্থির ও উদ্ধোত্থিত হইয়াছে। কি বেগেই না দৌড়িতেছে! উহাদের নিজের খুরের আঘাতে সমুত্থিত ধূলিও উহাদের আগে যাইতে পারিতেছে না! অনুকূল বাতাসে ধূলিরাশি উড়িতেছে বটে, কিন্তু উহারা যেন সেই বায়ুকেও হারাইতেছে। মনে হইতেছে,—পলায়মান মৃগের দ্রুত-গমন দেখিয়া, ঈর্ষ্যাবশে উহারা যেন দ্রুততরগমনে ছুটিতেছে! ১৭ ॥

তাৎপর্য্য।—'সারঙ্গ আমাকে অনেক দূর টানিয়া আনিয়াছে'—রাজার এই উক্তিতে দেখিতেছি—এতদূর যে আসিতে হইবে, তুচ্ছ একটা হরিণের জন্য, ক্ষুদ্র একটা বন্যজন্তুর জন্য এতদূর যে ছুটিতে হইবে, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও বন্য প্রাণীর আকর্ষণে অতটা এগিয়ে যেতে হ'বে, তা' নৃপতি গোড়ায় বুঝিতে পারেন নি।—কথাগুলির পিছন পিছন যেন একটা কিসের ছায়া কদাচিৎ অনুভূত হইতেছে। দেখা যাক্, যে মূর্ত্তির ইহা ছায়া, কতদূরে তাহার সন্দর্শন ঘটে।

প্রাণভয়ে হরিণ ছুটিতেছে। সৌন্দর্য্য-দর্শন-পটু দুষ্যন্ত সেই ভয়ার্ত্ত মৃগের তদানীন্তন মূর্ত্তি দেখিয়া কিন্তু বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইয়া পড়িতেছেন। শুধু নির্ম্মল গগনে উদিত পূর্ণিমার চন্দ্রই নহে, যাহারা দেখিতে জানে, মেঘ-লাঞ্ছিত শশাঙ্কও তাহাদের তুল্য প্রীতি উৎপাদন করে। তাই এই ভয়কাতর পলায়মান মৃগেও রাজার সৌন্দর্য্যানুভূতি ঘটিতেছে। শিকার করিতে আসিয়া হৃদয়ের হিংসাপ্রবৃত্তি শিকারীর ক্রমে বলবতীই হয়, এ ক্ষেত্রে স্বভাবের অনাবিল সৌন্দর্য্যে কিন্তু শিকারী রাজার হৃদয় ক্রমে ভরিয়া যাইতেছে। কর্পূরধর্ম্মা সৌন্দর্য্যের প্রকৃতিই হইল—যাহাকে ছোঁয়, তাহাকে সুরভি করিয়া তোলে, অতিবড় যে নৃশংস, তাহাকেও কোমলতায় মধুর করিয়া লয়। রাজা দুষ্যন্ত ত সহৃদয় পুরুষ, কেন না, যাঁহার হৃদয় সুন্দরের সেবা করিতে জানে, তিনি মহাপুরুষ। এ ক্ষেত্রে শিকারী মহাশয়ের মৃগয়া-সুলভ নৃশংসতা ক্রমে কিন্তু প্রকৃতির অবত্নরক্ষিত বনজাত সন্তানের সংস্পর্শে তিরোহিত হইতেছে। দ্রুত-গতি হরিণের পশ্চাতে প্রাণপণে ছুটিয়াও রাজা তাহাকে ধরিতে পারিতেছেন না—দূরে পড়িয়া যাইতেছেন। কেন?—না—শিকারের স্থানটা বড়ই বিষম, অসম, অর্থাৎ উঁচুনীচু। এখন এই বনচর হরিণের শিকারে রাজার যে যে অবস্থা দেখিতেছি, যে যে অবস্থার অস্পষ্ট রেখাচিত্র

রাজা।— সত্যম্ অতীত্য হরিতো হরীংশ্চ বর্ত্তন্তে বাজিনঃ।

তথাহি—যদালোকে সূক্ষ্মং ব্রজতি সহসা তদ্বিপুলতাং যদন্তর্বিচ্ছিন্নং ভবতি কৃতসন্ধানমিব তৎ।
প্রকৃত্যা যদ্বক্রং তদপি সমরেখং নয়নয়োর্ ন মে পার্শ্বে কিঞ্চিৎ ক্ষণমপি ন দূরে রথজবাৎ॥
সূত, পশ্যৈনং ব্যাপাদ্যমানম্॥ ॥ ১৮ ॥

(শরসন্ধানং নাটয়তি)

(নেপথ্যে)

ভো ভো রাজন্, আশ্রমমৃগোঽয়ং ন হন্তব্যো ন হন্তব্যঃ। ॥ ১৯ ॥

সূতঃ।-- (আকর্ণ্যাবলোক্য চ।) আয়ুষ্মন্, অস্য খলু তে বাণপথবর্ত্তিনঃ কৃষ্ণসারস্যান্তরে তপস্বিন উপস্থিতাঃ। ॥ ২০ ॥

রাজা — (সসম্ভ্রমম্)। তেন হি নিগৃহ্যন্তাং বাজিনঃ। ॥ ২১ ॥

অন্বয়।—রথজবাৎ—(রথ-বেগ-হেতোঃ) আলোকে যৎ সূক্ষ্মং (সূক্ষ্মতয়া প্রতীয়মানং) তৎ সহসা বিপুলতাং ব্রজতি, যৎ অন্তঃ (প্রকৃত্যা) বিচ্ছিন্নং, তৎ (বস্তু সহসা) কৃত-সন্ধানম্ (সংলগ্নম্) ইব ভবতি, যৎ প্রকৃত্যা বক্রং, তৎ (বস্তু) অপি সহসা নয়নয়োঃ সমরেখং (ঋজুত্বেন প্রতীতং ভবতি); ক্ষণম্ অপি (ব্যাপ্য) কিঞ্চিৎ (বস্তু) মে দূরে ন (তিষ্ঠতি) ন পার্শ্বে (সমীপে বা তিষ্ঠতি) ॥ ১৮ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—ভাই ত! এ যে দেখ্ছি আমার অশ্বগুলি বেগে সূর্য্য এবং ইন্দ্র—উভয়ের অশ্বকেই ছাড়াইয়া গেল। দেখ্ছ না সারথি!—

কি দুরন্ত বেগেই রথ ছুটছে! এইমাত্র যে বস্তুটা দূরে খুব সরু দেখ্ছিলুম, ঐ দেখ, দেখ্তে দেখ্তে তাহা কত বড় হয়ে যাচ্ছে; কত বড় মোটা দেখাচ্ছে! আবার সত্যি সত্যি সে বস্তুগুলির ভিতর বিলক্ষণ ফাঁক্ আছে, হঠাৎ সেইগুলিকে মনে হচ্ছে, কে যেন জুড়ে' দিয়ে গেল! সত্যি সত্যি যাহা খুব বাঁকা, তেড়াবেঁকা, চোখের সাম্নে সেগুলিকে সোজা মনে হচ্ছে। এত বেগে রথ ছুটছে যে, পাশে বা দূরে বলিয়া কিছুই মনে হচ্ছে না। এক নিমেষ আগে যেটা দূরে ছিল, এখনি তাকে কাছে, এবং যাহা কাছে ছিল, তাহাকে দূরে দেখ্ছি! কি আশ্চর্য্য! ১৮ ॥

সারথি! এই দেখ—একে মার্লুম। (বাণ যোজনা করিলেন। অমনি হঠাৎ নেপথ্য হইতে কে যেন বলিল) ওহে—ওহে—রাজন্! এ'টি আশ্রমের হরিণ, একে হনন করা উচিত নহে,—উচিত নহে॥ ১৯॥

(শুনিয়া ও দেখিয়া)

সূত। মহারাজ! আপনার এবং আপনার শর-পথস্থিত ঐ কৃষ্ণসারের মাঝখানে কতিপয় তপস্বী আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন॥ ২০॥

(অতিব্যস্ততার সহিত)

রাজা।--তাহ'লে রথের অশ্বগুলিকে শীগ্গির থামাও॥ ২১॥

দর্শন করিতেছি, অদূর-ভবিষ্যতে বনচরী হরিণাক্ষী শকুন্তলার ব্যাপারে সেই রেখাচিত্রের জলন্ত ও সুস্পষ্ট চিত্র দেখিতে পাইব, সে পথও বড়ই বন্ধুর, বড়ই বিষম। সে বনচরীও একান্ত সমীপবর্ত্তিনী থাকিলেও বহু—বহু—দূরবর্ত্তিনী বলিয়া মনে হইবে। তাহার দূরত্বের প্রাচুর্য্য যত অধিক, রাজার "প্রযত্ন-প্রেক্ষণের" প্রবৃত্তিও ততই বলবতী হইবে।

এখন যেমন "সারঙ্গ" চিত্রাঙ্গ মৃগ রাজাকে অনেকদূর টানিয়া লইয়া গিয়াছে, পরেও তেমনি "অতিরংহা" "সারঙ্গ" অর্থাৎ স্থূলভক্রোধ ভস্মাদিভূষিতকায় দুর্ব্বাসা রাজাকে -বহুদূর -শকুন্তলা হইতে অনেকদূর লইয়া যাইবেন।—নাটকের গোড়া হইতেই দেখিতেছি, যাহা হইতেছে, তদপেক্ষা অধিকতর বাস্তব আর একটা কি যেন পিছন পিছন, মাঝে মাঝে অস্পষ্টভাবে দেখা দিয়াই লুকাইতেছে, অথবা বাস্তব—হরিণশিকারের পিছনে একটা অতিবাস্তব শিকারের দূর আওয়াজ শোনা যাইতেছে॥১৩-১৫॥

তাৎপর্য্য—রাজা বাণক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এই বাণ মারেন আর কি, এমন সময়ে কে যেন নিষেধ করিল। বাণক্ষেপব্যস্ত ও লক্ষ্যের প্রতি একাগ্রহৃদয় রাজার কাণে সে নিষেধবাণী পৌঁছিল না, তিনি আদৌ তাহা শুনিতে পাইলেন না। কোনো শিকারীই ওরূপ সময়ে বিষয়ান্তর অনুভব করিতে পারে না। সারথি বলিল—বাণের পথে কতিপয় তপস্বী আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। যেমন ঐ কথা শোনা, অমনি নৃপতি তাড়াতাড়ি অতিব্যস্তভাবে কহিলেন,

সূতঃ।— তথা। (রথং স্থাপয়তি) ॥ ২২ ॥

(ততঃ প্রবিশতি সশিষ্যো বৈখানসঃ)

বৈখানসঃ।— (হস্তমুদ্যম্য) রাজন্, আশ্রমমৃগোঽয়ং ন হন্তব্যো ন হন্তব্যঃ। ॥ ২৩ ॥

ন খলু ন খলু বাণঃ সন্নিপাত্যোঽয়মস্মিন্ মৃদুনি মৃগ-শরীরে তূলরাশাবিবাগ্নিঃ।
ক বত হরিণকানাং জীবিতঞ্চাতিলোলং ক চ নিশিতনিপাতা বজ্রসারাঃ শরাস্তে॥ ॥২৩-ক॥

অন্বয়।—অস্মিন্ মৃদুনি মৃগ-শরীরে অয়ং বাণঃ তূলরাশৌ অগ্নিঃ ইব ন খলু সন্নিপাত্যঃ ন খলু সন্নিপাত্যঃ (সম্ভ্রমে দ্বিরুক্তিঃ)। হরিণকানাং অতিলোলং জীবিতং চ বত (খেদে) ক? শিশিতনিপাতাঃ বজ্রসারাঃ তে শরাঃ চ ক? (এতদ্দুর্ভয়োর্মহদন্তরম্) ॥ ২৩ ॥

বঙ্গার্থ।—সূত। আচ্ছা ॥ ২২ ॥ (রথ থামাইল)।

(শিষ্যের সহিত একজন তাপসের প্রবেশ)

বৈখানস। (হাত তুলিয়া) রাজন্! এ'টি আশ্রমের মৃগ, একে বধ করা উচিত নয়, উচিত নয় ॥ ২৩ ॥

রাজন্! এই অতিকোমল মৃগের দেহে আপনার ঐ ভয়ঙ্কর বাণ কদাচ নিক্ষিপ্ত হওয়া উচিত নহে। রাশীকৃত তূলমধ্যে একটিমাত্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পড়িলে—তাহার যে গতি হয়, ঐ বাণপাতে এই নিরীহ প্রাণীরও সেই গতি ঘটিবে, নিমেষমধ্যে মরিয়া যাইবে। একবার ভাবিয়া দেখুন ত, এই সকল নিরপরাধ হরিণের অতি তঙ্গুর জীবন; যাহা সামান্য আঘাতেই বিপন্ন হইতে পারে,—সেই চঞ্চল জীবন এবং আপনার বজ্রের ন্যায় কঠিন, সুধার ও সুতীক্ষ্ণ ঐ বাণ, এ'র মধ্যে কত প্রভেদ! এই দেহ কি ঐ বাণের যোগ্য? ২৩ ক ॥

তবে আগে রথের অশ্বগুলির রাঁশ টানিয়া ধর, নতুবা, যে বেগে যাইতেছে, হয় ত বা ঋষিদের গায়ের উপর গিয়াই পড়িবে। তার পর যেমন ঋষিদের বলা, অমনি রাজাও বাণ গুটাইয়া লইলেন। যাঁহাবা কখনো শিকার করিয়াছেন, শিকার করিতে ভালবাসেন, তাঁহারা বুঝিবেন যে, শিকারীব পক্ষে এটা কত বড় কঠিন কার্য্য। কতদূর হইতে—কত পাহাড়-পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া, ঐ মৃগেব পিছন পিছন ছুটিতেছেন,—অনেক কষ্টের পর,—অনেক পরিশ্রমের পর এইবার শরব্যকে বাগে পাইয়াছেন, এবার আর তাকে রাখে কে? এই বাণ মারেন আর কি; বাণক্ষেপের পুর্ব্বেই সারথিকে বলিতেছেন,—এই দেখ,—হবিণটা গেল:—এমনই ভয়ঙ্কর মুহূর্ত্তে কাহার নিষেধবাণী আসিল। সারথি বলিল, তপস্বীরা বাণের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, আর দ্বিরুক্তি নাই। অমনি রাজা স্থির হইলেন। নিজের হৃদয়ের উপর দুষ্মন্তের যে কতটা প্রভাব, ইহা তাহারই একটা নিদর্শন, আর সেই সঙ্গে পূজ্যের প্রতি, গুরুস্থানীয়গণের প্রতি ভারতেশ্বরের সে কত অনুরাগ, তাহাও সূচিত হইল। আর কবি ইঙ্গিতে ইহাও দেখাইলেন যে, অতবড় সবেগ হৃদয় কি অদ্ভুত কৌশলে—বনবাসী তাপসদিগের প্রতি হেলিতে আরম্ভ করিল।

আশ্রমমৃগের প্রাণ বিপন্ন দেখিয়া আশ্রমবাসী তাপস আত্মপ্রাণে উপেক্ষাপূর্ব্বক বাণের মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাহাদের প্রাণাধিক মৃগের প্রাণ প্রাণ দিয়াও রাখিতে হইবে।—তাপস আসিয়া রাজাকে শুধু স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, ওটি আশ্রমের মৃগ, উহাকে বধ করা অনুচিত। উহাকে বধ করিও না—এমন কথা তাপস বলিলেন না। দরকার নাই। এ কাজটা অনুচিত, আর্য্য নৃপতির পক্ষে তাপস-মুখোচ্চরিত একটুকুই পর্য্যাপ্ত। যাহা অনুচিত, আর্য্য নৃপতিরা যে কদাচ তাহা করিতে পারেন না, এ তত্ত্ব তাপস জানিতেন। ব্রাহ্মণ আমি, তপস্বী আমি, ত্যাগী আমি, এইটা অনুচিত, এই পর্য্যন্তই আমার মুখে যথেষ্ট, ইহার বেশী আমি বলিব কেন? বলিতে চাই না। অনুচিত জানিয়াও যদি কেহ তাহা করেন,—ফলভোগ তিনিই করিবেন। আমি কেন বলিতে যাইব যে, উহা করিও না বা, উহা কর,—আমি কেবল কর্ত্তব্যমাত্র দেখাইয়া দিব। করা না করা তোমার দ্রষ্টব্য, আমার নহে। আর আমি যাহা 'অনুচিত' বলিব, তাহা কোনো আর্য্য সন্তানই যে করিতে পারেন না, এ বিশ্বাস আমার আছে, ব্রাহ্মণ আমি, এতটুকু প্রত্যয় আমার নিজের উপর না থাকিলে, আমার আমিত্ব বজায় রহিল কৈ? তাই ব্রাহ্মণ তাপস শুধু "অনুচিত" বলিয়াই ক্ষান্ত হইলেন। বেশী কিছু বলিলেন না। ব্রাহ্মণ-তাপসের আত্মসত্তার অগাধ বিশ্বাস, আপন ব্যক্তিত্বে অপরিমিত নির্ভর, তাই তিনি অকুতোভয়ে বীরশ্রেষ্ঠ দুষ্মন্তের বাণের পথে আসিয়া দাঁড়াইতে পারিলেন। আত্মপ্রাণের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া মৃগের প্রাণরক্ষার্থে উপস্থিত হইলেন। ইহা কালিদাসের এক বিরাট্ চিত্র। যে দেশের ব্রাহ্মণ আত্মদেহের মাংস কাটিয়া দিয়া শ্যেনপক্ষীর কবল হইতে আশ্রিত কপোতের প্রাণরক্ষা করিতেন, দুর্গত ইন্দ্রের প্রার্থনায় যে দেশের ব্রাহ্মণ আপন অস্থি সস্মিতমুখে অর্পণ করিয়াছেন, ইহা সেই দেশের ব্রাহ্মণের প্রতিকৃতি ॥ ১৬—২৩ ॥

তৎ সাধু কৃত-সন্ধানং প্রতিসংহর সায়কম্ ।
আর্ত্তত্রাণায় তে শস্ত্রং ন প্রহর্ত্তুমনাগসি ॥ ॥ ২৩-খ ॥

রাজা — এষ প্রতিসংহৃতঃ (যথোক্তং করোতি) ॥ ॥ ২৪ ॥

বৈখানসঃ ।— সদৃশমেতৎ পুরুবংশপ্রদীপস্য ভবতঃ—

জন্ম যস্য পুরোর্বংশে যুক্তরূপমিদং তব ।
পুত্রমেবং-গুণোপেতং চক্রবর্ত্তিনমাপ্নুহি ॥ ॥ ২৫ ॥

রাজা ।— (সপ্রণামম্) প্রতিগৃহীতম্ । ॥ ২৬ ॥

অন্বয়।—তৎ (তস্মাৎ) কৃতসন্ধানং সায়কং সাধু (যথা তথা) প্রতিসংহর ।ʼতে শস্ত্রং আর্ত্তত্রাণায়—(বিপন্নানাং রক্ষণার্থং ভবতি), অনাগসি (নিরপরাধে প্রাণিনি) প্রহর্ত্তুং ন (ভবতি) ॥ ২৩ খ ॥

তব ইদং (বাণ-প্রতিসংহরণং) যুক্তরূপং (অতিশয়েন যুক্তং, সমীচীনং ভবতি), যস্য (তব) পুরোঃ বংশে (প্রখ্যাতস্য পুরুনামকস্য রাজ্ঞঃ বংশে) জন্ম । এবং-গুণোপেতং (ত্বত্তুল্য-গুণালঙ্কৃতং, আত্মগুণানুরূপং) চক্রবর্ত্তিনং (স্বতেজসা রাজচক্রমবনমষ্য যো বর্ত্ততি, তাদৃশং) পুত্রম্ আপ্নুহি (লভস্ব) ॥ ২৫ ॥

বঙ্গার্থ।—সুতরাং আপনার ঐ সংহিত বাণ, যাহা ধনুকের ছিলায় জুড়িয়াছেন, সত্বর খুলিয়া নিন ; ক্ষত্রিয় আপনারা, আপনাদের অস্ত্র বিপন্নের রক্ষার জন্য, নিরপরাধকে মারিবার জন্য নহে ॥ ২৩ খ ॥

রাজা ।—এই বাণ খুলিয়া লইলাম । (বাণ খুলিলেন) ॥২৪॥

বৈখানস ।— মহারাজ ! আপনি পুরুকুলের প্রদীপ অর্থাৎ অবতংসস্বরূপ, সুতরাং এই কার্য্য,—ব্রাহ্মণের আজ্ঞা-মাত্রেই বাণের প্রতিসংহার করা, আপনার ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে সম্পূর্ণ উপযুক্তই হইয়াছে । কি আর বলিব ?—আপনি যেরূপ সুশীল ও বিনয়ভূষিত, এইরূপ একটি গুণবান্ চক্রবর্ত্তী পুত্র লাভ করুন্,—এই আশীর্ব্বাদ করিতেছি ॥ ২৫ ॥

রাজা ।—(প্রণামপূর্ব্বক) আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলাম ॥ ২৬ ॥

তাৎপর্য্য ।—তাপসের "বাণ প্রতিসংহার কর" যেমন বলা, রাজাও অমনি বাণ ধনুগুর্ণ হইতে বিমুক্ত করিয়া 'এই করিলাম' বলিলেন ও বাণটি তূণীরে রাখিলেন । আশ্রমের হরিণ মারিতে উদ্যত দেখিয়া রাজার উপর বনবাসী তাপস যেমনই বিরক্ত হইয়াছিলেন, এখন বলামাত্রেই বাণসংহার করিতে দেখিয়া, তিনি তেমনই প্রসন্ন হইলেন ও প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন ;ʼ 'তুমি যেমন পৃথিবীবিখ্যাত পুরুষ ও পরম গুণবান্, এমনই একটি জগদ্বিখ্যাত ও আত্মগুণানুরূপ পুত্র লাভ কর, তুমি রাজা, তোমার সে পুত্র যেন রাজাদেরও রাজা হয়, চক্রবর্ত্তী হয় ।' এ ত আশীর্ব্বাদে নহে, ইহা দুষ্মন্তের পক্ষে বর । এই বরপ্রভাবেই তাঁহার পুত্র সর্ব্বদমন কালে "ভরত" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া সাত জন চক্রবর্ত্তীর প্রথম এবং অন্যতম চক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন । পুরাণে আছে,—

"ভরতার্জ্জুন-মান্ধাতৃ-ভগীরথ-যুধিষ্ঠিরাঃ ।
সগরো নহুষশ্চৈব সপ্তৈতে চক্রবর্ত্তিনঃ ॥"

তাপস অতটা ভাবিয়া না বলিলেও কিন্তু তৎকৃত আশীর্ব্বাদটা বেশ জমিয়াছে । অতীত এক পুরুষ, বর্ত্তমান এক পুরুষ এবং ভবিষ্যৎ এক পুরুষ, এই তিন পুরুষ লইয়া আশীর্ব্বাদ জুড়িয়া বসিয়াছে ।ʼ বিখ্যাত পুরুর কুলে যেমন সুবিখ্যাত তুমি, তেমনি তোমার একটি অতি সুবিখ্যাত পুত্র হউক । পুরু এবং তুমি—উভয়েই খুব বড় বটে, কিন্তু তোমাদের কেহই চক্রবর্ত্তী নহ, তোমার পুত্র চক্রবর্ত্তী হইবেন । তোমাদের সকলকে ছাড়াইয়া উঠিবেন । অপুত্রক দুষ্মন্তের পক্ষে এর বাড়া আশীর্ব্বাদ আর নাই । (তাঁহার বুকটা—বর্ষার নদীর মত, আহ্লাদে কানায় কানায় ভরিয়া গেল । অখণ্ড সাম্রাজ্যের অধীশ্বর রাজা দুষ্মন্ত প্রসন্ন-হৃদয়ে ও অবনতমস্তকে কহিলেন—আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলাম । আর্য্য-নৃপতি জানিতেন যে, এত বড় তাপস ব্রাহ্মণের এমন বুকভরা আশীর্ব্বাদ কখনো বৃথা হয় না ॥ ২৪-২৭ ॥

বৈখানসঃ।—রাজন্! সমিদাহরণায় প্রস্থিতা বয়ম্। এষ খলু কাশ্যপস্য কুলপতেঃ অনুমালিনীতীর-
মাশ্রমো দৃশ্যতে। ন চেদন্যকার্য্যাতিপাতঃ, প্রবিশ্য প্রতিগৃহ্যতামাতিথেয়ঃ সৎকারঃ। অপিচ

রম্যাস্তপোধনানাং প্রতিহতবিঘ্নাঃ ক্রিয়াঃ সমবলোক্য।
জ্ঞাস্যসি কিয়দ্ভুজো মে রক্ষতি মৌর্বীকিণাঙ্ক ইতি॥ ॥ ২৭ ॥

রাজা।— অপি সন্নিহিতোঽত্র কুলপতিঃ। ॥ ২৮ ॥

বৈখানসঃ।— ইদানীমেব দুহিতরং শকুন্তলাম্ অতিথিসৎকারায় সন্দিশ্য দৈবমস্যাঃ প্রতিকূলং শময়িতুং সোমতীর্থং গতঃ। ॥ ২৯ ॥

অন্বয়।—প্রতিহত-বিঘ্নাঃ রম্যাঃ তপোধনানাং ক্রিয়াঃ সমবলোক্য—"মৌর্ব্বীকিণাঙ্কঃ মে ভুজঃ কিয়ৎ রক্ষতি"—ইতি জ্ঞাস্যসি (চ)॥ ২৭ ॥

বঙ্গার্থ।—বৈখানস।—রাজন্! আমরা সমিধ্ সংগ্রহের জন্য চলিয়াছি। এই অদূরে মালিনী নদীর তীরে কুলপতি কাশ্যপ ঋষির আশ্রম দেখা যাচ্ছে; যদি কোনো বিশেষ কাজের ক্ষতি না হয়, তবে, ঐ আশ্রমে গমনপূর্ব্বক আতিথ্য গ্রহণ করুন্। তা ছাড়া একটা জিনিসও বুঝিতে পারিবেন যে, তপস্যাই যাঁহাদের একমাত্র ধন, তদতিরিক্ত আর কিছুই যাঁহাদের নাই, সেই ঋষিদিগের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অর্থাৎ বেদবোধিত অনুষ্ঠানাদি দ্বারা পরম রমণীয় যাগ-যজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ কি প্রকার নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতেছে, যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষসগণ তাহার ত্রিসীমাতেও যে আর আসিতে পারে না, নরনাথ! ঐ সকল দেখিলে আপনি তাহা বুঝিতে পারিবেন; বুঝিতে পারিবেন—"আমার এই যে বাহুতে ধনুকের গুণ আকর্ষণ করিতে করিতে, অত্যাচারী দানবকুলের ধ্বংসের নিমিত্ত নিরন্তর যুদ্ধ-বিগ্রহাদিতে, দাগ (ঘাঁটা) পড়িয়াছে, সেই বাহু প্রকৃত-পক্ষে কতকটা পরিমাণে ঋষিদিগকে রক্ষা করিতেছে।" রাজন্! আপনার নিরন্তরপরিশ্রমের ফল প্রত্যক্ষ করিয়া আপনি আনন্দিত হইবেন, সন্দেহ নাই॥ ২৭ ॥)

রাজা।—কুলপতি কি আশ্রমে উপস্থিত আছেন? ২৮ ॥

বৈখানস। এই সম্প্রতি তাঁহার কন্যা শকুন্তলার উপর অতিথিসৎকারের ভার দিয়া তাহারই দুরদৃষ্ট-শান্তির নিমিত্ত সোমতীর্থে গমন করিয়াছেন॥ ২৯ ॥

তাৎপর্য্য।—যাহাদের জন্য সারা জীবন আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, নিশিদিন খাটিয়া মরিতেছি, প্রতিদান চাই না, শুধু তাহারা যদি বোঝে যে, আমার লাঞ্ছনার পরিমাণ কত, তাহাদের জন্য কি করিয়াছি ও করিতেছি, তবেই আমার সকল শ্রম সার্থক, আর সেই তাহারাই যদি নিজমুখে স্বীকার করে যে, আমার ঐ পরিশ্রমের ফলে তাহারা কতটা সুখশান্তিতে আছে, তবে ত কথাই নাই। নবীন উদ্যমে আমার বুক ভরিয়া ওঠে। তাপসের মুখে আত্মকার্য্যের সুফল শ্রবণে দুষ্যন্তের হৃদয় আনন্দে, সাফল্যে, চরিতার্থতায় তাই কানায় কানায় ভরিয়া উঠিল। কুলপতি কণ্বের আশ্রম, তাঁহারই রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট, এটা তাঁহার পক্ষে কম শ্লাঘার কথা নহে। যদি সুযোগই ঘটিয়াছে, একবার দেখিয়া যাইতে ক্ষতি কি? নিজের বাহুবলের,—ক্ষাত্রপ্রভাবের এতবড় জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিবার জন্য তাপসের অনুরোধে দুষ্যন্তের হৃদয়ে আগ্রহ জন্মিল। তিনি রাজোচিত গাম্ভীর্য্য সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, কুলপতি কণ্ব উপস্থিত আছেন ত? তাঁহাকে দেখা একটা কম ভাগ্যের কথা নহে! দশ হাজার মুনিকে অন্নবস্ত্র দিয়া যে বিপ্রর্ষি অধ্যাপনা করেন, তিনিই কুলপতি। কণ্বও তাহাই। সুতরাং সর্ব্বপ্রকারে তিনি দ্রষ্টব্যও বটেন॥ ২৮ ॥

দর্শকগণের সহিত রাজা দুষ্যন্তও, বৈখানসের কথায়,—"কুলপতি কণ্ব কি আশ্রমে উপস্থিত আছেন" এই প্রশ্নের বৈখানস-দত্ত উত্তরে কৌতূহল-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছেন। "কন্যা শকুন্তলাকে অতিথি-সৎকারের ভার দিয়া, তাহারই দুরদৃষ্ট-শান্তির জন্য আশ্রমপতি কণ্ব একটা তীর্থে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করিতে গিয়াছেন।"—সংবাদে যুগপৎ কত কি কৌতূহলোদ্দীপক সংশয় সকলের মনে উদিত হইতে লাগিল। (পরমনিষ্ঠাবান্ আজন্ম-ব্রহ্মচারী মহর্ষি কণ্ব, তাঁহার আবার কন্যা! যদিও বা তাহাই হয়, তবুও সেই কন্যার আবার অদৃষ্ট মন্দ হয় কি প্রকারে? অতবড় মহর্ষির মেয়ে,—যে মহর্ষি ইচ্ছামাত্রেই একটা নূতন ও পৃথক্ পৃথিবী পর্য্যন্ত সৃষ্টি করিতে পারেন, এতবড় যাঁহার ক্ষমতা, তাঁর মেয়ে শকুন্তলা, তার আবার 'দুরদৃষ্ট'-সম্ভাবনা কোথায়?—সবাই মহা গোলে পড়িলেন। প্রথমে সূত্রধারের প্রবেশ হইতে

রাজা।— ভবতু তামেব পশ্যামি। সা খলু বিদিতভক্তিং মাং মহর্ষেঃ কথয়িষ্যতি। ॥ ৩০ ॥
বৈখানসঃ।— সাধয়ামস্তাবৎ। ॥ ৩১ ॥

[সশিষ্যো নিষ্ক্রান্তঃ।

বঙ্গার্থ।—
রাজা।—বেশ, তাঁকেই আমি দর্শন করিব। তা হ'লেই কুলপতির প্রতি আমার যে কত প্রগাঢ় ভক্তি, তাহা তিনি বুঝিতে পারিবেন এবং তিনিই মহর্ষিকে তাহা জ্ঞাপন করিবেন॥ ৩০ ॥
বৈখানস।—তবে আমরা বিদায় হই, (আপনি আশ্রমে যান্)॥ ৩১ ॥ [শিষ্যসহ বৈখানসের প্রস্থান।

আরম্ভ করিয়া এই সবে অভিনের নাটকের সামান্য একটু অভিনীত হইয়াছে মাত্র, এরই মধ্যে এত গোল! প্রথমে সূত্রধারের ভুলে, কোন্ নাটক অভিনয় করিতে হইবে, তাহাই তার মনে নাই—ব্যাপারে এক গোল, পরে পত্নীর মনে করাইয়া দেওয়ায়—সূত্রধারের 'হাঁ হাঁ, বটে, বটে, ঠিক ঐ রাজার মত' তোমার গানে ভুলে, আমার মনটাও কোথায় যেন চলিয়া গিয়াছিল—কথায় এক গোল,—রাজাকে একটা বনের হরিণ ভুলাইয়া কোথায় লইয়া যাইতেছে,—কি কাণ্ড! তার পর যদিও বা রাজা অনেক কষ্টে হরিণটাকে বধ করেন আর কি, এমন সময়ে তথায় তাপসরা আসিয়া বাধাইল আর এক গোল,—দিল না হরিণ মারিতে,—রাজার সব চেষ্টা, উদ্যম, প্ল্যান তাপসরা বিগ্ড়াইয়া দিল। তার পর উঠিল এক আশ্রমের কথা,—তাতেও নানা গোল। ব্রহ্মচারীর মেয়ে, মস্ত মহর্ষির মেয়ে, তার আবার 'দুরদৃষ্ট'—কপাল মন্দ, এত মন্দ যে, তাহার প্রতিপ্রসবের জন্য অতবড় মহর্ষিকে তারকেশ্বরে হত্যা দিতে যাইতে হইয়াছে? এ যে এক বিষম সমস্যা! নাটকখানার সুরু হইতেই এত গণ্ডগোল! দেখা যাউক। দর্শকগণের দর্শন-কৌতূহল ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। যেটা গ্রন্থের জীবন, বিশেষতঃ দৃশ্য-কাব্যের একমাত্র সার্থকতার নিদান, সেই কৌতূহলের উদ্দীপনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল॥ ২৯ ॥

ভারতেশ্বর যে আশ্রমে যাইবেন, তথায় আশ্রমের কর্ত্তা উপস্থিত নাই। অতবড় রাজ-অতিথির আদর-অভ্যর্থনা ত দূরের কথা, একটা কথা বলার মত এক জন পুরুষলোকও সে তপোবনে নাই, অথচ তাপসরা রাজাধিরাজকে সেই কয়েকটি তরুণীমাত্রে অধ্যুষিত আশ্রমে পাঠাইয়া দিয়া সমিৎ-সংগ্রহে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মনে কোনো দ্বিধা জন্মে নাই। রাজ্যেশ্বর, তাঁহারই রক্ষিত, কালিদাসের ভাষায় "রাজ-রক্ষিত"—তপোবনে যাইবেন, একপ্রকার নিজের বাড়ীতেই যেন যাইতেছেন, সুতরাং তাহাতে 'কিন্তু'র কিছুই নাই। সরল তাপসরা তাই বলিয়া গেলেন, অতিথি-সংকারের ভার শকুন্তলার উপর। কণ্বদুহিতা শকুন্তলার নিকট আতিথেয়-কণ্বের আশ্রমে, অতিথির সংকারের কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটিবার যদি বিন্দুমাত্র সম্ভাবনাও থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা কদাচ রাজাকে আশ্রম দেখাইয়া দিয়াই চলিয়া যাইতেন না।

ভাগ্যক্রমে, যদিই বা একটা বনমৃগের দয়ায় রাজা ত্রিজগৎবন্দ্য মহর্ষির আশ্রমের উপকণ্ঠে আসিয়া পড়িয়াছেন, ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, একটা মহৎ তীর্থের সন্নিকটে আসিয়াছেন এবং সেখানকার তাপসদের নিকট নিজের প্রজাপালন-যোগ্যতার শতমুখে প্রশংসা শুনিয়াছেন; একবার সেই আশ্রম না দেখিয়া যান কি প্রকারে? কেই বা পারে? ঐ আশ্রম ত একটা পরম তীর্থ, আর্য্য নৃপতির অবশ্য-গন্তব্য এবং দ্রষ্টব্য স্থান,—তীর্থ না হইলেই বা কি? কে এমন এখনই বা আছে, যে জীবনে প্রথমবার আগ্রায় গিয়া "তাজ" এবং আজমীরে গিয়া পুষ্কর ও উজ্জয়িনীতে গিয়া মহাকালমন্দির না দেখে বা না দেখিতে চায়? কণ্ব না-ই থাকুন, কণ্বদুহিতা ত আছেন, তাঁহার নিকটেই মহর্ষির উপর নিজের যে কত প্রগাঢ় ভক্তি, তার যতটা পারেন, পরিচয় দিয়া রাজা ফিরিয়া আসিবেন। এই মতলবে, "আচ্ছা, না থাকিলেন কণ্ব, তদীয় দুহিতাকেই দেখিয়া যাই"—বলিয়া দুষ্মন্ত কণ্বাশ্রমে চলিলেন।

রাজা বাহির হইয়াছেন—মৃগয়া করিতে, বাণের সম্মুখে কি যে পড়িবে, তা'র ত কোনো স্থিরতা নাই; হরিণ, মহিষ, বরাহ, বৃক, ব্যাঘ্র, সিংহ—কত কি জন্তুতে অরণ্য পরিপূর্ণ, সুতরাং হিংসার ষোল আনার হৃদয় ভরপুর, পরিচ্ছদও তদনুরূপ। (গজাননের গয়নের ধুতিনামাবলীতে ত চলিবে না,—ধনুকবাণ, তূণীর, বর্ম্ম, কবচ, শিরস্ত্রাণ—যখনকার যাহা, তাহাতে সজ্জীভূত হইয়া নৃপতি ছুটিয়াছেন। কিন্তু হঠাৎ সমস্ত প্ল্যানটাই উল্টিয়া গিয়াছে, হিংসার পরিবর্ত্তে অহিংসার রাজ্যে ছুটিতে হইল।) অহিংস অসহযোগ নহে, অহিংস সহযোগের জন্য ছুটিলেন। 'চল সারথি! পুণ্যময় আশ্রম দর্শনপূর্ব্বক আমরাও আত্মাকে পুণ্যময় করিয়া যাই'—বলিয়া রথাশ্বের বল্গা পরাবর্ত্তন করাইলেন। ৩০-৩১ ॥

রাজা।— সূত! নোদয়াশ্বান্, পুণ্যাশ্রমদর্শনেনাত্মানং পুনীমহে। ॥ ৩২ ॥

সূতঃ।— যদাজ্ঞাপয়ত্যায়ুষ্মান্। ॥ ৩৩ ॥

(ভূয়ো রথবেগং নিরূপয়তি)

রাজা।— (সমন্তাদবলোক্য।) সূত! অকথিতোঽপি জ্ঞায়ত এব যথায়মাশ্রমস্তপোধনস্যেতি ॥ ৩৪ ॥

সূতঃ।— কথমিব। ॥ ৩৫ ॥

রাজা।— কিং ন পশ্যতি ভবান্। ইহ হি

নীবারাঃ শুকগর্ভকোটরমুখভ্রষ্টাস্তরূণামধঃ প্রস্নিগ্ধাঃ ক্বচিদিঙ্গুদীফলভিদঃ সূচ্যন্ত এবোপলাঃ।
বিশ্বাসোপগমাদভিন্নগতয়ঃ শব্দং সহন্তে মৃগাস্ তোয়াধারপথাশ্চ বল্কলশিখানিস্যন্দরেখাঙ্কিতাঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়।—ইহ হি, ক্বচিৎ তরূণাম্ অধঃ শুক-গর্ভ-কোটর-মুখ-ভ্রষ্টাঃ নীবারাঃ (দৃশ্যন্তে), (ক্বচিৎ) প্রস্নিগ্ধাঃ উপলাঃ ইঙ্গুদী-ফল-ভিদঃ এব সূচ্যন্তে। (ক্বচিৎ) বিশ্বাসোপগমাৎ অভিন্ন-গতয়ঃ (সন্তঃ) মৃগাঃ শব্দং সহন্তে, (ক্বচিৎ) চ তোয়াধারপথাঃ বল্কল-শিখা-নিষ্যন্দ-রেখাঙ্কিতাঃ (দৃশ্যন্তে)॥৩৬॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—সারথি! অশ্বচালনা কর। চল যাই, পুণ্যময় আশ্রম দর্শনপূর্ব্বক আত্মা পবিত্র করি গিয়া ॥ ৩২ ॥

সূত।—যে আজ্ঞা মহারাজ! (সারথি রথের গতিবিধান করিতে লাগিল) ॥ ৩৩ ॥

রাজা।—(চারিদিক দেখিয়া) সারথি! কেহ বলিয়া না দিলেও এটা যে ঋষিদিগের আশ্রম, তা' বেশ বুঝিতে পারিতেছি ॥ ৩৪ ॥

সূত।—কি করিয়া বুঝিলেন? ॥ ৩৫ ॥

রাজা।—কেন, তুমি কি দেখ্‌তে পাচ্ছ না? দেখ এই স্থানের অবস্থাটা। ঐ দেখ,—তরুতলে কত তৃণধান্য পড়িয়া আছে, ঐ সকল তরুর কোটরের মধ্যে যে সকল শুকপক্ষী বাস করে, তাহাদের মুখ হইতে ঐ ধানের শীষগুলি নীচে পড়িয়াছে। ঋষিরা শিলোঞ্ছবৃত্তি, তাঁহাদের সংগৃহীত নীবারের (ধান্য) দু'চারিটা শীষ উহারা মুখে করিয়া বাসায় লইয়া আসে ও কোটরমধ্যে বসিয়া খায়।—কোটরে ঢুকিবার সময়ে ও যাওয়ার সময়ে—কতক কতক নিম্নে পড়িয়া যায়। আবার ঐ দিকে ঐ দেখ, কেমন তেল-চক্‌চকে পাথরগুলি; নিশ্চয় উহার উপরে ইঙ্গুদী-ফল থেঁত্‌লা করিয়া তেল বাহির করা হইয়াছে, নতুবা অত তৈলাক্ত দেখা যাবে কেন? ঋষিরা ত ইঙ্গুদী-ফলের তেল ছাড়া অন্য তেল মাখেন না।

আবার ঐ দিকে ঐ দেখ, এখানে কোন ভয় নাই, আমাদিগকে কেহ মারিবে না, এই বিশ্বাসে হরিণগুলি কেমন নিশ্চল হইয়া রথের শব্দ শুনিতেছে, একটুও এদিক-ওদিক পলাইতেছে না। ও দিকে জলাশয়ের পথের দিকে চাহিয়া দেখ,—যে সমুদয় তরুত্বকে তপস্বীরা দেহ আবৃত করেন, স্নান-প্রতিনিবৃত্ত ঋষিদিগের সেই সকল বল্কলের প্রান্তভাগ হইতে ক্ষরিত জলধারায় পথগুলিতে কেমন রেখা পড়িয়াছে ॥ ৩৬ ॥

রাজা আসিয়াছিলেন কি করিতে, আর চলিলেনই বা কি করিতে? নিজের ইচ্ছায় যে কিছুই হয় না বা কিছুই করা যায় না, তাহা বেশ বোঝা যাইতেছে। বিধির বিলাসে—একটা কেমন উলট-পালট আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। বেগবান্ বন্যমৃগ রাজাকে বলপূর্ব্বক কোথায় ভুলাইয়া আনিয়াছে, তার পর আবার বৈখানসেরা তাঁহাকে কোথায় এক অদৃষ্টপূর্ব্ব তপোবনে চালান দিয়াছেন। (রাজা প্রথমে অবশ-হৃদয়ে যেমন বন্যমৃগের অনুবর্ত্তন করিয়াছিলেন, এখনও তেমনিই অবশ-হৃদয়ে বনবাসী তাপসের অঙ্গুলী-সঙ্কেতে কোন্ এক আশ্রমের দিকে ছুটিলেন। পরাবর্ত্তনের তাঁহার যেন কোন সামর্থ্যই নাই। বনবাসীর আধিপত্য যে দুষ্মন্তজীবনে কত অধিক, তাহার কতকটা আভাস নাটকের এই প্রারম্ভভাগেই পাইতেছি। প্রথমে বন্যমৃগ, পরে বনবাসী বৈখানস, তার পর বনবাসিনী শকুন্তলা, সর্ব্বশেষে বনবাসী তাপস দুর্ব্বাসা—এই এতগুলি বনচরের প্রভাবে রাজা আত্মবিস্মৃত। হরিণদর্শনে তাঁহার যে বিস্মৃতির প্রথমোন্মেষ, হরিণাক্ষী শকুন্তলার সন্দর্শনে সেই বিস্মৃতির বহিঃপ্রকাশ, আর দুর্ব্বাসার অভিসম্পাতে সেই বিস্মৃতির পূর্ণত্ব। দুষ্মন্তের জীবন-ত্রিযামার তিনটি যামেই যেন একই বিস্মৃতি তিনটি পৃথক্‌রূপে আধিপত্য বিস্তার করিয়া বসিয়া আছে। ইহা মহাকবির এক অপূর্ব্ব কৌশল। সমস্ত নাটকখানির ইহা এক বিশেষ ও বিস্ময়াত্মক রহস্য ॥ ৩২ ॥)

সূতঃ।— সর্ব্বমুপপন্নম্। ॥ ৩৭ ॥

রাজা।— (স্তোকমন্তরং গত্বা) তপোবননিবাসিনামুপরোধো মা ভূৎ এতাবত্যেব রথং স্থাপয় যাবদবতরামি। ॥ ৩৮ ॥

সূতঃ।— ধৃতাঃ প্রগ্রহাঃ, অবতরত্বায়ুষ্মান্। ॥ ৩৯ ॥

রাজা।— (অবতীর্য্য) সূত! বিনীতবেশেন প্রবেষ্টব্যানি তপোবনানি নাম। ইদং তাবদ্‌গৃহ্যতাম্। (সূতায়াভরণানি ধনুশ্চোপনীয় অর্পয়তি)। সূত! যাবদাশ্রমবাসিনঃ প্রত্যবেক্ষ্য অহমুপাবর্ত্তে তাবদার্দ্রপৃষ্ঠাঃ ক্রিয়ন্তাং বাজিনঃ। ॥ ৪০ ॥

সূতঃ।— তথা। [নিষ্ক্রান্তঃ। ॥ ৪১ ॥

রাজা।— (পরিক্রম্যাবলোক্য চ) ইদমাশ্রমদ্বারং যাবৎ প্রবিশামি (প্রবিশ্য নিমিত্তং সূচয়ন্)

শান্তমিদমাশ্রমপদং স্ফুরতি চ বাহুঃ কুতঃ ফলমিহাস্য।
অথবা ভবিতব্যানাং দ্বারাণি ভবন্তি সর্ব্বত্র ॥ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়।—ইদম্ আশ্রমপদং শান্তম্। বাহুঃ চ স্ফুরতি। ইহ অস্য ফলং কুতঃ? অথবা ভবিতব্যানাং দ্বারাণি সর্ব্বত্র ভবন্তি ॥ ৪২ ॥

বঙ্গার্থ।—সূত।—হাঁ, সবগুলিই ঠিক ॥ ৩৭ ॥

রাজা।—(একটু গিয়াই) আশ্রমবাসীদিগের কোনরূপ বিরক্তির কারণ বা বাধাবিঘ্ন যাহাতে না জন্মে, তাহা সর্ব্বাগ্রে দেখিতে হইবে; সুতরাং এই স্থানেই রথ থামাও, আমি নামি ॥ ৩৮ ॥

সূত।—আমি রাঁশ টানিয়া ধরিয়াছি, আপনি নামুন্ রাজন্ ॥ ৩৯ ॥

রাজা।—(নামিয়া) সারথি! তপোবনে কোনরূপ জাঁক-জমকের দরকার নাই, খুব নম্রভাবে ও অনুদ্ধত-পরিচ্ছদে প্রবেশ করাই ঠিক। সুতরাং এইগুলি তুমি ধর। (সূতকে রাজাভরণ এবং ধনুঃপ্রভৃতি স্বহস্তে অর্পণ করিলেন এবং কহিলেন)—সূত! আমি যতক্ষণ আশ্রমবাসীদিগকে দেখিয়া ও সম্মান প্রদর্শন করিয়া না ফিরি, ততক্ষণ তুমি অশ্বগুলির পিট্‌টি ধুইয়ে দেওয়ার বন্দোবস্ত কর ॥ ৪০ ॥

সূত।—যে আজ্ঞা। (রাজা চলিয়া গেলেন) ॥ ৪১ ॥

রাজা।—(একটু গিয়া ও চারিদিক দেখিয়া) এই ত আশ্রম-প্রবেশের দ্বার, এখন ভিতরে যাই। (প্রবেশমাত্রেই একটা শুভলক্ষণ অনুভব করিয়া)—

এ কি! এই আশ্রম ত শমগুণ-প্রধান অথচ আমার বাহুস্পন্দন হইতেছে! এরূপ শমগুণময় স্থানে দক্ষিণ বাহু-কম্পনের ফল—আমার ন্যায় ক্ষত্রিয়ের পরিণয়সম্ভাবনা কোথায়? কিংবা যা' হ'বার, তার দ্বার, উপায়, বুঝি সব জায়গাতেই ঘটিয়া থাকে! ॥ ৪২ ॥

তাৎপর্য্য।—রথ ছুটিয়া চলিয়াছে। দেখিতে দেখিতে আশ্রমের পরিসরভাগে গিয়া পৌছিল। দুষ্যন্ত চারিদিকের অবস্থা দেখিয়াই বুঝিলেন যে, আর বেশী দূর নাই; নিকটেই কুলপতির আশ্রম। চতুষ্পার্শ্বের দৃশ্যাবলীতে তাঁহার হৃদয়ে কেমন একটা অনাবিল পবিত্র ভাব ফুটিয়া উঠিল। তিনি সারথিকে একে একে সেই পবিত্র সৌন্দর্য্য, স্বভাবের অপূর্ব্ব বিলাস দেখাইতে লাগিলেন। ক্ষণকালের জন্য ভারতেশ্বরের হৃদয় হইতে ঐহিক ক্ষাত্রভাব, সম্পদের গরিমা তিরোহিত হইল। একটা অপরিজ্ঞাত, অনুপম ও অতিমধুর তপোবন-সুলভ পবিত্রভাবে বিভোর হইয়া তিনি গিয়া আশ্রমের প্রবেশদ্বারে, প্রধান ফটকের অনতিদূরে উপস্থিত হইলেন এবং সারথিসহ রথ রাখিয়া একা একা আশ্রমদ্বারের দিকে চলিলেন। তপোবনে যাইতেছেন, রাজাধিরাজের বেশ শোভন নহে, তাই বিনয়ী নৃপতি সমস্ত রাজভূষা সারথির হাতে দিয়া, ভারতের অধিপতি একজন সামান্য মানুষের মত গিয়া আশ্রমের প্রধান ফটকে উপস্থিত হইলেন।

এই ত দরজা, তবে প্রবেশ করি,—বলিয়া যেমন প্রবেশ করিলেন, অমনি রাজার দক্ষিণবাহু কাঁপিয়া উঠিল। পুরুষের দক্ষিণবাহু কম্পনের যে ফল, তাহা রাজা জানিতেন।—হঠাৎ কি যেন একটা কেমন বিদ্যুতের রশ্মি তাঁহার অন্তর্বহিঃ চিত্ত-শরীর সমস্ত ঝটিতি, নিমেষের জন্য কাঁপাইয়া আলোকিত—চমকিত, অভিভূত করিয়া চলিয়া গেল। রাজা প্রথমে স্তম্ভিত, পরে বিস্মিত হইলেন। এখানে—এমন শমগুণ-প্রধান তপোবনে এ কাঁপাকাঁপিতে লাভ কি? এখানে ত বাহুকম্পনের

(নেপথ্যে)

ইদো ইদো সহীওো ॥ ॥ ৪৩ ॥

রাজা।— (কর্ণং দত্বা) অয়ে! দক্ষিণেন বৃক্ষবাটিকাম্ আলাপ ইব শ্রূয়তে! যাবদত্র গচ্ছামি। (পরিক্রম্য অবলোক্য চ) অয়ে! এতাস্তপস্বিকন্যকাঃ স্বপ্রমাণানুরূপৈঃ সেচনঘটৈর্বালপাদপেভ্যঃ পয়ো দাতুম্ ইত এবাভিবর্ত্তন্তে। (নিপুণং নিরূপ্য) অহো! মধুরমাসাং দর্শনম্!

শুদ্ধান্ত-দুর্ল্লভমিদং বপুরাশ্রম-বাসিনো যদি জনস্য।
দূরীকৃতাঃ খলু গুণৈরুদ্যান-লতা বন-লতাভিঃ॥

যাবদিমাং ছায়ামাশ্রিত্য প্রতিপালয়ামি। (বিলোকয়ন্ স্থিতঃ) ॥ ॥ ৪৪ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—ইতঃ ইতঃ সখ্যৌ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়।—ইদং শুদ্ধান্তদুর্ল্লভং (রাজান্তঃপুরেঽপি দুষ্প্রাপং) বপুঃ যদি আশ্রমবাসিনঃ জনস্য (স্যাৎ, তর্হি) উদ্যান-লতাঃ বনলতাভিঃ গুণৈঃ দূরীকৃতাঃ খলু (নিশ্চিতমেব) ॥ ৪৪ ॥

বঙ্গার্থ।— (নেপথ্য হইতে কে যেন বলিল) এই দিকে এই দিকে সখীগণ ॥ ৪৩ ॥

রাজা।—(কান পেতে শুনে) ও কি! দক্ষিণ দিকের উদ্যানে যেন কি একটা আলাপ শোনা যাচ্ছে! তবে ঐ দিকেই যাই। (একটু এগিয়ে দেখিয়া) এ কি! এই যে কতিপয় তাপস-দুহিতা, নিজেরা যেমন, তেমনই ছোট ছোট জল-সেচনের কলস নিয়ে, কচি কচি গাছগুলিতে জল দিবার নিমিত্ত এই দিকেই আস্‌ছে! (খুব তারিয়ে তারিয়ে দেখে') আহা! কি সুন্দর! চোখ জুড়িয়ে যায়।

রাজার অন্তঃপুরেও ত এমন রূপ, এমন ললিত কলেবর দেখা যায় না। যদি সত্য সত্যই ইঁহারা আশ্রম-বাসিনী এবং তাপস-দুহিতা হন, তবে দেখিতেছি, এতদিনে অযত্ন-বর্দ্ধিতা বনলতার নিকটে স-যত্ন-রক্ষিতা উপবন-লতার পরাজয় ঘটিল। আচ্ছা, এই ছায়ায় দাঁড়াইয়া একটু দেখি। (একদৃষ্টে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন) ॥ ৪৪ ॥

ফললাভের কোনো সম্ভাবনাই নাই। তবে কেন বাহু এমন কাঁপে?—এইরূপ কত কি আলোচনায় নৃপতির হৃদয় আন্দোলিত হইল। কিন্তু একটা 'কেন' লইয়া, বিশেষতঃ সেই 'কেন' যদি আবার নিজের নিতান্ত অনুকূল বিষয়ের সংশয়-সূচক হয়, তবে তাহা লইয়া বেশীকাল কেহ থাকিতে পারেও না বা থাকিতে চায়ও না। যা' হোক্, একটা সমাধান করিয়া লইয়া হৃদয় স্থির করিয়া লয়। 'দক্ষিণবাহু যদি পুরুষের কাঁপে, তবে সুন্দরী স্ত্রীলাভ হয়, মানুষের, বিশেষতঃ রাজা-রাজড়ার পক্ষে এটা কম অনুকূল কথা নহে।' অথচ ব্রহ্মচারী মুনিঋষিদের আশ্রমে,—ব্রাহ্মণ তাপসের তপোবনে ক্ষত্রিয় রাজার সে রত্নলাভের সম্ভাবনা আদৌ নাই সত্য, কিন্তু অসভ্য বাহু তবে কাঁপে কেন? এতবড় একটা সাম্রাজ্য-লাভের সূচক বাহুকম্পন তবে কি বৃথায় যাইবে? তাই কি হয়?—এইরূপ কত কি চিন্তার তরঙ্গ উঠিয়া রাজ-হৃদয় আলোড়িত করিতে লাগিল। শেষে দুষ্মন্ত ঐ অনুকূল কম্পনকে আর উড়াইয়া দিতে পারিলেন না বা উড়াইতে চাহিলেনও না। 'আপ্‌সে' যেটা আস্‌তে চাচ্ছে, তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। নিজের মনেই বলিলেন—"যাহা ঘটিবার, হইবার, সর্ব্বত্রই তাহার দ্বার উন্মুক্ত।—হোক্ না তপোবন,—হোক্ না ব্রাহ্মণের আশ্রম,—বাহু যখন কাঁপিয়াছে, তখন সে কাঁপার যে ফল, তাহা পাইবার পথও উন্মুক্ত"—বলিয়া রাজা আত্মহৃদয়ের অস্থৈর্য্য-শান্তি করিলেন। হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন ॥ ৪২ ॥

"যাহা ঘটিবার, সর্ব্বত্রই তাহার দ্বার উন্মুক্ত" রাজার মুখ দিয়া যেমন এই বাক্যের উচ্চারণ ও পরিসমাপন হইল,—অমনি কোন্ এক অদৃশ্য স্থান হইতে কে যেন বলিয়া বসিল—"ইদো ইদো সহীওো"—এই দিকে এই দিকে সখীগণ! রাজোচ্চারিত বাক্যের শেষ শব্দ ও এই নেপথ্যোচ্চারিত বাক্যের প্রথমাংশ—'ইদো ইদো'—এই দিকে এই দিকে—অংশ যদি মিলাইয়া দেখা যায়, তবে দাঁড়ায় গিয়া—"উন্মুক্ত এই দিকে এই দিকে।" অর্থাৎ যাহা ঘটিবার, তাহার দরজা খোলা এই দিকে এই দিকে। সন্দিহান রাজা, সংশয়ার্ত্ত দুষ্মন্ত উভয় শব্দের এই রাজযোটকে চমকিয়া উঠিলেন। তবে কি সত্যই ঐ দিকে দরজা খোলা? দক্ষিণবাহু-কম্পনের যে সুফল, তাহার ভাণ্ডারের দ্বার কি ঐ দিকে উন্মুক্ত? ॥ ৪৩ ॥

(ততঃ প্রবিশতি যথোক্তব্যাপারা সহ সখীভ্যাং শকুন্তলা)

শকুন্তলা।— ইদো ইদো সহীও। ॥ ৪৫ ॥

অনসূয়া।— হলা সউন্দলে তুবত্তো বি তাদকস্সবস্স ইমে অস্সমরুক্‌খআ পিঅদরে ত্তি তক্কেমি, জেণ ণোমালিআকুসুমপেলবা বি তুমং এদাণং আলবালপূরণে ণিউত্তা।) ॥ ৪৬ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—ইতঃ ইতঃ সখ্যৌ ॥ ৪৫ ॥

হলা শকুন্তলে! ত্বত্তঃ অপি তাতকাশ্যপস্য ইমে আশ্রম-বৃক্ষকাঃ প্রিয়তরাঃ ইতি তর্কয়ামি, যেন নবমালিকা-কুসুম-পেলবা অপি ত্বম্ এতেষাম্ আলবালপূরণে নিযুক্তা ॥ ৪৬ ॥

বঙ্গার্থ।—(অনন্তর পূর্ব্বোক্তরূপে জলসেচনোদ্যতা শকুন্তলার সখীদ্বয়ের সহিত প্রবেশ)

শকু।—এই দিকে এই দিকে সখীদ্বয় ॥ ৪৫ ॥

অন।—ওলো শকুন্তলে! আমার মনে হয়, তাত কাশ্যপের তুই যতটা প্রিয়, আশ্রমের এই ছোট ছোট গাছগুলি তার চেয়ে ঢের বেশী তাঁর প্রিয়। তা যদি না হবে, তবে নবমালিকাফুলের (নেয়ালীফুল) মত অত কোমল তুই, আর তোকে দিয়ে এই গাছের গোড়ায় তিনি জল ঢালাচ্ছেন? এত কষ্টের কাজে লাগিয়েছেন?··· ॥ ৪৬ ॥

তাৎপর্য্য।—'তোমার সৌভাগ্যের দরজা খোলা এই দিকে এই দিকে'—সংস্কারে মনস্বী দুষ্মন্তের মনে যে আশার বিদ্যুৎ চকিতে খেলা করিয়া গিয়াছিল এবং তিনি নিমেষের জন্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিস্মৃত হইয়াছিলেন, সেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট সুতরাং বিমোহিত রাজার কাণে, শান্ত তপোবনের স্নিগ্ধ-সমীরণে ভাসিতে ভাসিতে ঐ "ইদো ইদো" ধ্বনি শুধু প্রবেশ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, সে ধ্বনি তাঁহার 'কাণের ভিতর দিয়া মরমে' পশিয়াছে, এবং সমগ্র রাজহৃদয়খানি জুড়িয়া বসিয়াছে। রাজা চমকিয়া উঠিলেন। তিনি প্রথমে বুঝিতেই পারেন নাই যে, উহা কিসের ধ্বনি বা কাহার ধ্বনি?—সে ধ্বনিতে,—

"নিশিশেষে নিদ্রাভঙ্গে অর্দ্ধচেতনের সঙ্গে
অদূরে মুরলী-ধ্বনি বাজিলে যেমন,
স্বপ্ন সহ মিশাইয়া পরাণেতে জড়াইয়া
জাগ্রত করিয়া চিত্ত পরশে শ্রবণ॥"—(হেমচন্দ্র)

ঠিক তেমনই ভাবে রাজার কাণ, মন, প্রাণ—সমস্ত ভরিয়া গিয়াছে। বহুকাল পরে প্রবাস-প্রত্যাগতের কর্ণে প্রথম প্রিয়জনালাপের ন্যায়, মধুযামিনীর শেষে দূরাগত ও অস্পষ্টশ্রুত কোকিলগীতিকার ন্যায়, শ্রমার্ত্ত পর্য্যটকের কর্ণে অদূরশ্রুত ভ্রমরঝঙ্কারের ন্যায় এবং পিপাসার্ত্ত পথিকের কর্ণে অদৃশ্য নির্ঝর-শব্দের ন্যায় সে ধ্বনি কাননের নীরবতা ভঙ্গ করিয়া, পৃথিবীপতিকে একান্ত উন্মনা করিয়া তুলিল। রাজা দুষ্মন্ত নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট-হৃদয়ে ও ব্যগ্র-মনে কাণ পাতিয়া রহিলেন। নিমেষমাত্র পরে, তাঁহার মনে হইল যেন, দক্ষিণ-দিগ্‌বর্ত্তিনী বৃক্ষ-বাটিকায় ঐ "আলাপ" শ্রুত হইতেছে। কাহার 'আলাপ?' কিসের 'আলাপ?' দুষ্মন্ত বীণার 'আলাপ' শুনিয়াছেন, ত্রিতন্ত্রীর 'আলাপ' শুনিয়াছেন, পরিবাদিনীর 'আলাপ' শুনিয়াছেন, বসন্তের রমণীয় অপরাহ্নে ভ্রমরীর 'আলাপ' শুনিয়াছেন, কোকিলার 'আলাপ' শুনিয়াছেন, দুষ্মন্ত 'চন্দ্রমাশালিনী মধুযামিনীর' অঞ্চলে বসিয়া বীচিমালিনী তটিনীর কুলকুল 'আলাপ' শুনিয়াছেন, কিন্তু এমন স্বপ্নময়—আবেশময় 'আলাপ' ত জীবনে কখনো শুনেন নাই! তিনি প্রথমতঃ বুঝিতেই পারেন নাই যে, উহা কি? কোনো মানবীর কণ্ঠধ্বনি? না কোনো বনদেবতার সুধা-বর্ষি-কণ্ঠ-নিঃসৃত রাগের 'আলাপ?' সরসী-হৃদয়-বিহারী রাজহংসকে যেমন তরঙ্গমালা পদ্ম হইতে পদ্মান্তরের নিকট ভাসাইয়া লইয়া যায়, সেই অপূর্ব্ব ও অশ্রুতপূর্ব্ব স্বরতরঙ্গও তদ্রূপ উন্মনায়মান রাজাকে সেই দিকে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। সে স্বরলহরী তখনও যেন বাতাসে ভাসিতেছিল। তখনও তাহার লয় হয় নাই। রাজা সেই দিক্ ধরিয়া অবশচিত্তে অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং (কিয়দ্দূর যাইতে-না-যাইতেই দেখিলেন,—অদূরে তিনটি তাপস-কন্যকা জলপূর্ণ কলসী কক্ষে লইয়া তাঁহারই দিকে আসিতেছেন। দুষ্মন্ত অনতিদূর হইতে সেই 'মধুরদর্শনা' বালিকাদিগকে দেখিতে লাগিলেন। প্রথম-দর্শনেই তাঁহার মনে হইল, যেন এত রূপ জীবনে আর কখনও দেখেন নাই।) তাপস-তনয়াদের এ রূপের কাছে,—বনবাসিনী ও কৃচ্ছ্রচারিণীদের এ অনুপম সৌন্দর্য্যের কাছে,—তাঁহার সুরম্য-হর্ম্ম্য-বিলাসিনী অন্তঃপুরচারিণীদের শ্রী একটা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। তাই তিনি আপন মনে কহিলেন,—উপেক্ষিতা বন-লতারই যদি এত রূপ হয়, তবে নিতান্ত অপেক্ষিতা ও সবিলাস-সংবর্দ্ধিতা রাজোদ্যানের লতিকার গর্ব্ব এত দিনে বিচূর্ণ হইল। এ রূপের কাছে কি তাই?—(এই একটি কথিতার দ্বারাই কবি, দুষ্মন্তের হৃদয়-ভাণ্ডার যেন উন্মুক্ত করিয়া দেখাইলেন।)

শকুন্তলা।— ণ কেঅলং তাদণিওোও এব্ব অত্থি মে সোদরসিণেহো বি এদেসু। (নাট্যেন সিঞ্চতি) ॥ ৪৭ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—ন কেবলং তাতনিয়োগ এব, অস্তি মে সোদরস্নেহঃ অপি এতেষু ॥ ৪৭ ॥

বঙ্গার্থ।—শকু।—শুধু পিতা ভার দিয়েছেন বলেই যে জল ঢাল্‌চি, তা নয়, এই গাছগুলির উপর আমারও ভ্রাতৃস্নেহ আছে, ভাইয়ের মত এগুলিকে দেখি ॥

(জলসেচন) ॥ ৪৭ ॥

সৌন্দর্য্য-লিপ্সা নিন্দার বিষয় নহে। জগতে এমন জীব অতিবিরল, যে সৌন্দর্য্যের পক্ষপাতী নহে। সৌন্দর্য্য জীবমাত্রেরই অভিপ্রেত ও তৃপ্তিপ্রদ। সৌন্দর্য্য-মুগ্ধ হইয়াই মৃগ চিত্রার্পিতবৎ স্থিরভাবে ও ঊর্দ্ধকর্ণে ব্যাধের বাণ-পথে দাঁড়াইয়া ভ্রমরের গুণ্‌গুণ্‌ ঝঙ্কার শ্রবণ করে। সৌন্দর্য্য-মুগ্ধ হইয়াই ফণী বাঁশরীর রবে ফণা উত্তোলন করিয়া নাচে। সৌন্দর্য্য-লোভেই পতঙ্গ বহ্নিমুখে প্রাণ সঁপিয়া দেয়। যে হৃদয়ে সৌন্দর্য্য-প্রিয়তা নাই, তাহা ক্ষারদগ্ধ ঊষর ক্ষেত্রের তুল্য, স্রোতোহীন, শৈবালপূর্ণ, আবিল জলরাশির ন্যায়—অনুপভোগ্য। বিশ্ব-পতির এই চিরসুন্দর বিশ্ব তাহার জন্য নহে, সে হতভাগ্য। দুষ্মন্তের সৌন্দর্য্য-প্রীতি প্রচুরপরিমাণেই ছিল। তিনি সুন্দরী ধরণীর অধিপতি, সুন্দর বিশ্বের নিয়ন্তা। নীলাম্বুরাশির নীলাম্বরে তাঁহার আকল্প-নবীন বসুন্ধরা সুশোভিতা। তাদৃশ নৃপতির হৃদয়ে সৌন্দর্য্যপ্রীতির অভাব হইবে কেন? তবে, নীলগগনের নবোদিত চন্দ্র-লেখার সৌন্দর্য্য লোকে যে ভাবে দেখে, তিনি তাপসকন্যকাদিগের সৌন্দর্য্যও যদি সেই ভাবে দেখিতেন, তাহা হইলে বলিবার কিছুই ছিল না; কিন্তু তিনি তাহা দেখেন নাই। তিনি অন্যভাবে দেখিয়াছেন। তিনি যে ভাবে ধাবমান মৃগের 'গ্রীবাভঙ্গাভিরাম' মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন, তিনি যে ভাবে 'নিরায়ত-পূর্ব্বকায়', 'নিষ্পন্দ-চামর-শিখ' ও 'নিভৃতোর্দ্ধ্বকর্ণ' প্লুত-গতি অশ্বের সৌন্দর্য্য দেখিয়াছিলেন, যদি আজ সেই ভাবে তাপসদুহিতাদের সৌন্দর্য্য দেখিতেন, তবে অধিকতর রুচিকর হইত। তিনি তাহা দেখেন নাই। দুষ্মন্ত 'স্বকীয়া' অন্তঃপুরবাসিনী কামিনীদিগের সহিত তুলনা করিয়া 'পরকীয়া' কন্যকাদিগের রূপ-দর্শন করিয়াছিলেন; আপনার ভাগ্যের সহিত পরের সৌভাগ্যের তুলনা করিয়াছিলেন। এতাদৃশী তুলনার পরিণাম যেমন হয়, তাঁহারও পক্ষে তেমনই হইয়াছিল। যে স্থলে পরের সহিত আপনাকে তুলিত করিয়া পরকে বুঝিতে হয়, যে স্থানে পরকীয়সমৃদ্ধিদর্শনে স্বকীয়-ঋদ্ধিভাবনা মানসে উদিত হয়, সে স্থলে আত্ম-চিন্তা,—আত্মার্থই মুখ্য, পরার্থ তথায়—গৌণ। দুষ্মন্তের এই তাপস-দুহিতৃদর্শন আত্মার্থমূলক। তাঁহার অজ্ঞাত-সারে তদীয় হৃদয়ে আত্মার্থ-পরতা প্রকটরূপ ধারণ করিয়া বসিল। আর তিনি তৎপরিচালিত হইয়া তপস্বিদুহিতাদিগকে দেখিতে লাগিলেন। এই দিদৃক্ষা তাঁহার হৃদয়ের পূর্ব্বরাগ নহে, তবে পূর্ব্বরাগরূপিণী উষার দ্যোতক প্রাভাতিক নক্ষত্র ইহাকে বলিলেও বলা যাইতে পারে।

ভারতেশ্বর, গ্রীষ্মের আপরাহ্ণিক প্রখর তাপ হইতে মাথা বাঁচাইবার জন্য ছায়ায় গিয়া দাঁড়াইলেন ও প্রাণ ভরিয়া দেখিতে লাগিলেন। মার্ত্তণ্ড-তাপের হাত হইতে ক্ষণিক পরিত্রাণ-লাভ ঘটিল বটে, কিন্তু অতিমার্ত্তণ্ড মদনের তাপ মুখব্যাদান করিয়া যে অলক্ষ্যে আসিতেছে, তাহা ঘুণাক্ষরেও রাজা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি ছায়ায় দাঁড়াইয়া অনল-শিখার আমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৩-৪৪ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্ব হইতেই দুষ্মন্ত ছায়ায় দাঁড়াইয়া তিন সখীকে দেখিতেছিলেন ও মনে মনে কত হিসাব-নিকাশ করিতেছিলেন। এখন অনসূয়ার কথার পর শকুন্তলা যখন কথা কহিলেন ও নবমালিকার 'পরে জলসেচন করিলেন, তখন দুষ্মন্ত বুঝিতে পারিলেন যে, উহাদের কোন্‌টি শকুন্তলা। তাঁহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না।—"এই কি সেই কণ্বদুহিতা"—বলিয়া দুষ্মন্ত একবার বিস্ময়-বিস্ফারিত-নয়নে তাহার আপাদমস্তক দেখিয়া লইয়া আশ্রম-পতি কণ্বকে মনে মনে তিরস্কার করিলেন। এমন মেয়েকেও যিনি ঘরসংসারের কাজে, তাতে আবার আশ্রমের কাজ,—যার সবটাই নীরস, আগাগোড়াই বিশ্রী,—তাহাতে লাগাইতে পারেন, তাঁহার কি কাণ্ডজ্ঞান আছে? দেখিয়াও কি ঋষি বুঝিতে পারেন নাই যে, এই রূপ,—রাজবাড়ীর অন্তঃপুরেও যার জোড়া নাই, তাহা কি কঠোর তপস্যাকর্ম্মের উপযুক্ত? কি অবিচার! বর্ষীয়সী গৃহকর্ত্রী, সংসারের কাজ-কর্ম্ম শিখাইয়া, নবোঢ়া বধূকে পাকা গৃহিণী করিয়া তুলিবার নিমিত্ত যখন সংসারের এটা-ওটা-সেটা, খুঁটি-নাটি কাজে লাগাইয়া বউকে তৈরি করিতে প্রয়াস পান, তখন ঐ নবীনার নবীন কান্ত যেমন—বুড়োবুড়ীদের উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়া যায়,—দুষ্মন্তও আজ কণ্বের উপর সেইরূপ চটিয়া গেলেন। কিন্তু উপায় নাই; আশ্রমের ত উনি কেউ নন। উনি অতিথিমাত্র, অতিথি হইয়া গৃহস্থকে শাসন করিবেনই বা কি প্রকারে,—তাই ক্ষুব্ধহৃদয়ে—কণ্বের অনুচিত ব্যবহারে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া, দুষ্মন্ত গাছের আড়ালে গিয়া দাঁড়াইলেন; তাঁহার চিত্ত কণ্বের উপর যতই বিরক্ত হইতে লাগিল, তাঁহার হিসাবে নির্য্যাতিতা শকুন্তলার উপর ততই সে অনুরক্ত হইয়া উঠিল, ক্রমে তাহা কিন্তু দয়ার্দ্র-হৃদয় রাজা আদৌ ধরিতে পারিলেন না। তিনি যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার ন্যায়

রাজা।— কথমিয়ং সা কণ্বদুহিতা। অসাধুদর্শী খলু তত্র ভব সানাশ্রমধর্ম্মে নিযুঙ্‌ক্তে।
ইদং কিলাব্যাজমনোহরং বপুস্ তপঃক্ষ
ধ্রুবং স নীলোৎপলপত্রধারয়া শমীলতাং
ভবতু, পাদপান্তরিত এব এনাং বিস্রব্ধাং পশ্যামি। ॥ ৪৮ ॥

শকুন্তলা।—(স্থিত্বা) সহি অণসূএ! অদিপিণদ্ধেণ বক্কলেণ পিঅংবদাএ। ণ্ঠি
দাব ণং। ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়।—যঃ ঋষিঃ অব্যাজ-মনোহরম্ (নিসর্গ-সুন্দরম্) ইদং বপুঃ (শকুন্তলায়াঃ কোমলং কলেবরং) তপঃক্ষমং (অতিকৃচ্ছ্রস্য তপসঃ যোগ্যং) সাধয়িতুম্ (কর্ত্তুম্) ইচ্ছতি, সঃ ধ্রুবং (নিশ্চিতং—ক্রিয়া-বিণ) নীলোৎপলপত্রধারয়া (অতিকোমলেন ইন্দীবরদলপ্রান্তভাগেন) শমী-লতাং (শমীবৃক্ষস্য শাখাং, অতিকঠিনমিত্যর্থঃ) ছেত্তুম্ ব্যবস্যতি (চেষ্টতে) কিল ॥ ৪৮ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—সখি অনসূয়ে! অতিপিনদ্ধেন বল্কলেন প্রিয়ংবদয়া নিয়ন্ত্রিতা অস্মি, শিথিলয় তাবৎ এতৎ ॥৪৯॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—এই কি সেই কণ্বদুহিতা? তা' যদি হয়, তবে দেখ্‌ছি, পূজনীয় মহর্ষি কণ্ব ঘোর অবিবেচক। এমন মেয়েকেও কি কঠোর আশ্রমের কৃচ্ছ্র ও কষ্টকর কার্য্যে নিযুক্ত করিতে আছে? ছিঃ!—এই নিসর্গ সুন্দর ও কোমল-ক শরীর তপস্যার যোগ্য করিতে অভিলাষ করেন, কমলের পাপ্‌ড়ির ধারে শমীবৃক্ষের কঠি করিতেও তিনি প্রয়াস পাইতে পারেন। (অথ তিনি অভিলাষী হইয়াছেন—বলা যাইতে পারে।)
আচ্ছা, গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া এই যথেচ্ছ বিহারিণী শকুন্তলাকে খানিকক্ষণ দেখি। (অন্যথা, অকস্মাৎ অপরিচিত পুরুষের দর্শনে উহার স্বৈরাচারের বাধা জন্মিবে।) (তাহাই করিলেন) ॥ ৪৮ ॥

শকুন্তলা।—(একটু দাঁড়িয়ে) সখি অনসূয়ে! প্রিয়ংবদা এত কসে' আমায় বাকল পরিয়ে দিয়েছে যে, আমার বড়ই কষ্ট হচ্ছে, তুমি বাকলের গাঁট্‌টা একটু ঢিল্ ক'রে দাও ॥ ৪৯ ॥

গাছের আড়ালে গিয়া দাঁড়াইলেন, অপ্রবুদ্ধ-হৃদয়ে ও অবশ-প্রাণে আর এক পদ অগ্রসর হইলেন। তখন আর তাঁহার এমন সামর্থ্য নাই যে, সেই রূপ-দর্শন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হন, অথচ বয়স্থা ললনার নির্জ্জনে সন্দর্শন যে দূষ্য, ইহাও তিনি যে না বোঝেন, তাহা নহে। কিন্তু উপায় নাই। ওরূপ সময়ে কি তাঁহার ন্যায় দয়াময়, পরদুঃখকাতর নৃপতির ফিরিবার সামর্থ্য থাকে? একটি সুন্দরী যুবতীর উপর অত অত্যাচার রাজা হইয়া তিনি কি সহ্য করিতে পারেন? তাই, একান্ত ব্যথিত-হৃদয়ে তিনি 'পাদপান্তরিত' হইয়া দেখিতে লাগিলেন। দুষ্যন্ত এবার আরও অনেক দূর আসিয়া পড়িলেন। যখন তুমি আত্মপ্রকাশ করিতে ইতস্ততঃ কর, চাও, জানিও, তখন তোমার হৃদয়ের উপর প্রভুত্বের হ্রাস হইয়াছে, হৃদয় তখন হৃদয়ের অধীন হইয়া পড়িয়াছ। (মহাকবি, এইভাবে হৃদয়বান্ দুষ্যন্তকে হৃদয়ের দাঁড় করাইয়া শকুন্তলাকে দেখাইলেন। রাজাধিরাজচক্রবর্ত্তী অপরাধীর ন্যা লাগিলেন। দুষ্যন্ত যে কতটা আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন, রাজরাজেশ্বরের মহনীয় ও সমুচ্চ ... দূর সমতলে যে আসিয়া পড়িয়াছেন, তাহা তাঁহার নিজের মুখ দিয়াই কবি প্রকাশ করিয়াছেন। 'আড়ালে দাঁড়াইয়া দেখি, নতুবা, ভালো করিয়া দেখা হইবে না।' নির্জ্জনে,—মাছিটিও যেখানে নাই, এমন স্থানে—তরুণীকে দেখা,—তাহার বিশ্বস্ত হৃদয়ের,—অর্থাৎ জনমানবশূন্য স্থানে তাহার অবাধ হৃদয়ের নড়াচড়া যেমনটি দেখা যায়, লোক-সমক্ষে সতত আড়ষ্ট ও সংবৃতকায়া যুবতীর কি তেমনভাবে সন্দর্শন ঘটে। তাই (লোলুপ নবনাথ লুকাইয়া—দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট বুভুক্ষুর পরমান্ন-দর্শনের ন্যায়, ক্ষুধার্ত্তপ্রাণে ও তৃষিত-নয়নে একধ্যানে শকুন্তলার দিকে চাহিয়া রহিলেন॥ ৪৮ ॥'

তাৎপর্য্য।—কোমলাঙ্গী শকুন্তলার পরিহিত বল্কলের গেরোটা একটু আঁটিল্ হইয়াছে; আর তার কষ্টের অবধি নাই।—সে অনসূয়ার শরণ হইল। অনসূয়াও দ্বিরুক্তি না করিয়া, তাড়াতাড়ি বাকলখানা খুলিয়া বেশ ঢিলা করিয়া বাঁধিয়া দিল। তখন মেয়েরা দু'খানা পরিধেয় ধারণ করিত, একখানা পরিত, আর একখানা কাঁচলির মতন গায়ে জড়াইত, একটার গেরো দিয়া দেহের উত্তরার্দ্ধ আবৃত করিত। ঐ কাঁচলির বাকলখানাই আঁটো আঁটো

।— তহ। (শিথিলয়তি)। ॥ ৫০ ॥

প্রিয়ংবদা।— এত্থ পওহর-বিত্থারইত্তঅং অত্তণো জোব্বণং উবালহ। ॥ ৫১ ॥

রাজা।— কামম্ অননুরূপমস্যা বয়সো বল্কলং ন পুনরলঙ্কারশ্রিয়ং ন পুষ্যতি। কুতঃ
সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যং মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি।
ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্॥ ॥ ৫২ ॥

শকুন্তলা।—এসো বাদেরিদপল্লবঙ্গুলীহিং তুবরাবেই বিঅ মং কেসররুক্‌খও জাব ণং সম্ভাবেমি।
(পরিক্রামতি) ॥ ৫৩ ॥

প্রিয়ংবদা।— হলা সউন্দলে এত্থ এব্ব দাব মুহুত্তঅং চিট্‌ঠ জাব তুএ উবগদাএ লদাসণাহো বিঅ অঅং
কেসররুক্‌খও পড়িভাই। ॥ ৫৪ ॥

অন্বয়।—সরসিজং শৈবালেন অনুবিদ্ধম্ অপি রম্যং (ভবতি), লক্ষ্ম (কলঙ্কঃ) মলিনম্ অপি হিমাংশোঃ লক্ষ্মীং (শোভাং) তনোতি। ইয়ং তন্বী (কৃশাঙ্গী শকুন্তলা) বল্কলেন অপি অধিকমনোজ্ঞা (ভবতি)। (তথাহি)—মধুরাণাম্ আকৃতীনাং কিম্ ইব মণ্ডনং ন (ভবতি) হি, (সর্ব্বম্ অপি মণ্ডনং ভবতি)॥ ৫২ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—তথা ॥ ৫০ ॥

অত্র পয়োধরবিস্তারয়িতৃ আত্মনঃ যৌবনম্ উপালভস্ব ॥ ৫১ ॥

এষ বাতেরিতপল্লবাঙ্গুলিভিঃ ত্বরয়তি ইব মাং কেশরবৃক্ষকঃ, যাবৎ এনং সম্ভাবয়ামি ॥ ৫৩ ॥

হলা শকুন্তলে! অত্র এব তাবৎ মুহূর্ত্তকং তিষ্ঠ, যাবৎ ত্বয়া উপগতয়া লতা-সনাথঃ ইব অয়ং কেশরবৃক্ষকঃ প্রতিভাতি ॥৫৪॥

বঙ্গার্থ।—অনসূয়া।—দিচ্ছি। (ঢিল করিল) ॥ ৫০ ॥

প্রিয়ংবদা।—বটে! আমার পরানোর দোষ? নিজের যৌবনকে শাপ্ পাড় না। পলে পলে সে যে তোমার পয়োধর-যুগল বিস্তৃত করছে, ফুলিয়ে তুলছে, তা বুঝি দেখতে পাচ্ছ না? ॥ ৫১ ॥

রাজা।—মহর্ষি এমন শরীরে কেমন করিয়া বল্কল পরাইয়াছেন? তাঁহার কি কিছুই বিবেচনা নাই? এ বয়সের কি এই পরিধেয়? এমন যৌবনের ইহা যে ঘোর প্রতিকূল।—কিন্তু কি আশ্চর্য্য! শরীরের গুণে অমন বিশ্রী পরিধেয়ও কেমন সুন্দর মানাইয়াছে। প্রফুল্ল কমল যেমন শৈবালযোগেও সুন্দর দেখায়, পূর্ণিমার চন্দ্র যেমন কলঙ্ক-সম্পর্কেও কত শোভা বিস্তার করে, তদ্রূপ এই কৃশাঙ্গী ও অপূর্ব্বসুন্দরী শকুন্তলা কঠিন বল্কল পরিধান করিয়াও কত মনোহারিণী হইয়াছে। অথবা, যাহাদের আকার স্বভাবতই সুন্দর, তাহারা যা পরে, যা করে, সবই সুন্দর দেখায়, সমস্তই তাহাদের অলঙ্কারের কার্য্য করে ॥ ৫২ ॥

শকুন্তলা।—সখি! দেখ দেখ, সমীরণভরে ঐ নবীন বকুল-বৃক্ষের নবপল্লব ঈষদান্দোলিত হওয়ায় মনে লইতেছে, যেন বকুল অঙ্গুলিসঙ্কেতে আমায় ডাকিতেছে, সুতরাং উহার অনুরোধ রক্ষা করি গিয়া। (অগ্রসর হইলেন) ॥ ৫৩ ॥

প্রিয়ংবদা।—ওলো শকুন্তলে! ঐখানে খানিক দাঁড়া। তুই উহার নিকটে যাওয়ায়, মনে হচ্ছে, ঐ নবীন বকুল-তরু যেন লতার সহিত সমাগত হইল ॥ ৫৪ ॥

ঠেকায় শকুন্তলার কষ্ট হইতেছিল। রাজা গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া নির্নিমেষনেত্রে দেখিতেছেন। এ কি! শকুন্তলার উপর সকলেই নির্দ্দয় না কি? কণ্বের বিষয় রাজা পূর্ব্বেই বলিয়াছেন, এখন প্রিয়ংবদার ব্যবহারটাও শকুন্তলার মুখে শুনিলেন। শকুন্তলাকে ত চিনিয়াছেন,—কিন্তু ঐ প্রিয়ংবদাটি কে? এ দুই সখীর কোন্‌টি? শকুন্তলার কথায় 'দিচ্ছি' বলিয়া যে গেরো খুলিতে আসিল, তার নাম অনসূয়া,—শকুন্তলার "অনসূয়ে!"—ডাকে সে-ই সাড়া দিয়াছে। সুতরাং শকুন্তলা ও অনসূয়া বাদে ঐ যে তৃতীয়টি,—উহারই নাম প্রিয়ংবদা, রাজা বুঝিয়া লইলেন। আর সামাজিকগণও—চিনিলেন যে, কোন্‌টি কে।—কালিদাস কি সুন্দর কৌশলে পাত্রগণের পরিচয় প্রদান করিলেন। সামাজিকগণ আরও বুঝিলেন যে, সখীদ্বয়ের একটি,—অনসূয়া যার নাম, সে যেন একটু ঠাণ্ডা প্রকৃতির, যেমন ডাকিল, 'দিচ্ছি' বলিয়া অমনিই সে আসিয়া শকুন্তলার কষ্টের লাঘব করিয়া দিল; আর একটি—প্রিয়ংবদা যেন একটু মুখরা, আর সেই সঙ্গে বেশ একটু তীব্রতাচ্ছন্ন রসে ভরপুর, গায়ে তার সামান্য আঁচ্-টুকুও সয় না। ফাঁক্ পেলেই ছুটো টিপ্পনি দেয় ॥ ৪৯-৫০-৫১ ॥

শকুন্তলা।— অদো ক্খু পিঅংবদা সি তুমং। ॥ ৫৫ ॥

রাজা।— প্রিয়মপি তথ্যমাহ শকুন্তলাং প্রিয়ংবদা।

(অস্যাঃ খলু

অধরঃ কিসলয়রাগঃ কোমলবিটপানুকারিণৌ বাহূ।

কুসুমমিব লোভনীয়ং যৌবনমঙ্গেষু সন্নদ্ধম্ ॥) ॥ ৫৬ ॥

অনসূয়া।— হলা সউন্দলে ইঅং সঅংবরবহূ সহআরস্স তুএ কিদণামহেআ বণজোসিণি ত্তি ণোমালিআ ণং বিস্মুমরিদাসি। ॥ ৫৭ ॥

অন্বয়।—অস্যাঃ (শকুন্তলায়াঃ) খলু অধরঃ কিসলয়-রাগঃ (নবপল্লববৎ আরক্তঃ), বাহূ কোমলবিটপানুকারিণৌ (অচিরজাত-শাখাবৎ কোমলৌ), অঙ্গেষু কুসুমম্ ইব লোভনীয়ং (অতিমনোজ্ঞং) যৌবনং (তারুণ্যং) সন্নদ্ধং (বিজৃম্ভিতম্)। (অতঃ ইয়ং শকুন্তলা প্রিয়ংবদয়া যৎ লতাসদৃশী—ইতি উক্তা, তৎ যুক্তমেব) ॥ ৫৬ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—অতঃ খলু প্রিয়ংবদা অসি ত্বম্ ॥ ৫৫ ॥

হলা শকুন্তলে! ইয়ং স্বয়ংবরবধূঃ সহকারস্য ত্বয়া কৃত-নামধেয়া বনজ্যোৎস্না ইতি নবমালিকা। এনাং বিস্মৃতা অসি? ॥ ৫৭ ॥

বঙ্গার্থ।—শকুন্তলা।—সখি! এই জন্য [illegible] মিষ্টি কথা বলিস্ : বলেই তোকে সবাই প্রিয়ংবদা [illegible] ॥ ৫৫ ॥

রাজা।—প্রিয়ংবদা, দেখিতেছি, প্রিয় হইলেও সত্য কথাই বলিয়াছে। (অর্থাৎ প্রিয়-বাক্য প্রায়ই অতিরঞ্জিত হয়, কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহা হয় নাই। প্রিয়ংবদার উক্তি প্রিয় এবং বর্ণে বর্ণে সত্য)। কেন না, শকুন্তলার অধর নবোদ্গত পল্লবের অরুণিমায় সুশোভিত, এবং বাহুদ্বয় অতি কোমল অচিরজাত বিটপের ন্যায় সুন্দর। আর নবীন যৌবন বিকশিত কুসুমরাশির ন্যায় শকুন্তলার আপাদমস্তক ছাইয়া আছে। (সুতরাং কুসুমিত লতার সহিত শকুন্তলার তুলনা করিয়া প্রিয়ংবদা ঠিকই করিয়াছে ॥ ৫৬ ॥)

অনসূয়া। ওলো শকুন্তলে! তুই যে নবমালিকার বন-জ্যোৎস্না নাম রাখিয়াছিলি, ঐ দেখ্,—সে কেমন স্বয়ংবরা হইয়াছে, নিজেই গিয়া সহকারতরুকে আশ্রয় করিয়াছে। তুই কি একে ভুলে' গেলি? ॥ ৫৭ ॥

তাৎপর্য্য।—বরপক্ষের লোক, বিবাহের পূর্ব্বে [illegible]কে যখন দেখিতে যায়, তখন তাহারা যেমন কন্যার নাক, মুখ, চোক কাণ, কর-চরণাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশেষভাবে দে[illegible] লয়, আবার সেই লোক চতুর হইলে,—ঐ কন্যা হাসিলে কেমন দেখায়, দাঁড়াইলে কেমন দেখায়, [illegible] ঘুরিলেই বা কেমন দেখায়, তাহাও খুঁটিয়া খুঁটিয়া বুঝিয়া লয়, কালিদাস ঠিক সেইভাবে, দুষ্মন্তকে শকুন্তলা [illegible] লাগিলেন। জলপূর্ণ-কুম্ভ-কক্ষা আনত-নিতম্বা শকুন্তলার কেমন রূপ, ভ্রমর-বাধা-ব্যাকুলা নর্ত্তিত-নয়না শকুন্তল[illegible] [illegible]ব্যাচিতবল্কলা পীনস্তনী শকুন্তলার কেমন রূপ,—তাহা কবি রাজাকে দেখাইলেন। সুপ্রকট-চৈতন্য রাজা অপ্রকট-চৈতন্য তরুর দেহে আত্মগোপনপূর্ব্বক শকুন্তলার সেই রূপ-লহরী দেখিলেন, আর আপন মনে আপনিই, পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অস্ত্রবিদ্যাবিশারদের ন্যায়, সেই রূপের ব্যবচ্ছেদ, বিশ্লেষণ করিতে লাগিলেন।

গ্রীষ্মের দিবাবসানে, মালিনী-তটে, কণ্ব মুনির [illegible] করিতেছে ও প্রাণ খুলিয়া কত মনের কথা ক[illegible] ধার ধারে না, অতি সরল। আর এক জন প্রি[illegible] ঠোকর মারিয়া কথা বলে, সোজা কথাটাও রসের তারে ছুইয়া পড়িয়াছে। শকুন্তলা দেখিতেছে, অ[illegible] লতার নয়, তোরও ফুল ফুটিল বলিয়া, অথবা তা[illegible] কোন গাছ হইতে অপরাহ্ণ-সমীরে হয় ত একট[illegible] যাইতেছে, তুলিয়া দিতেছে,—অমনই প্রিয়ংবদা এ[illegible] প্রিয়ংবদা চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিবার পর [illegible]

[illegible]ম,, দুই সখীর সহিত শকুন্তলা আশ্রম-পাদপে জল-সেচন [illegible]দের এক জন—অনসূয়া বড় ভালমানুষ, সাত-পাঁচের [illegible] কোয়ারা, অবসর পাইলে ত কথাই নাই, অনবসরেও [illegible]য়া 'অমৃতি'র মত করিয়া তোলে। কোনো লতা ফুলের [illegible] চাট্টা জুড়িয়া দিল,—"শকুন্তলে! কি দেখিস্? শুধু ঐ [illegible]নর মধ্যে ডুব দিয়ে দিয়ে দেখ্—ফুল হয় ত ফুটিয়াছে!" [illegible] ঝুলিয়া পড়িয়াছে, শকুন্তলা তাহা তুলিয়া দিতে [illegible]ছে। সরলা অনসূয়া শুনিয়া-ই যাইতেছে। শেষে [illegible] সত্যই শকুন্তলার দেহে জোয়ার আসিয়াছে, সে যেন

শকুন্তলা।— তদা অত্তাণং বি বিসুমরিস্সং। (লতামুপেত্য অবলোক্য চ) হলা রমণীএ কৃখু কালে ইমস্স লদাপাঅবমিহুণস্স বইঅরো সংবুত্তো। ণবকুসুমজোব্বণা বণজোসিণী বদ্ধপল্লবদাএ উবহোঅক্খমো সহআরো। ॥ ৫৮ ॥

(পশ্যন্তী তিষ্ঠতি)

প্রিয়ংবদা।— অণসূএ জানাসি কিং সউন্দলা বণজোসিণিং অদিমেত্তং পেক্‌খই ত্তি। ॥ ৫৯ ॥

অনসূয়া।— ণ কৃখু বিভাবেমি কহেহি। ॥ ৬০ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—তদা আত্মানম্ অপি বিস্মরিষ্যামি। হলা রমণীয়ে খলু কালে অস্য লতা-পাদপ-মিথুনস্য ব্যতিকরঃ সংবৃত্তঃ। নবকুসুমযৌবনা বনজ্যোৎস্না, বদ্ধপল্লবতয়া উপভোগ ক্ষমঃ সহকারঃ ॥ ৫৮ ॥

অনসূয়ে! জানাসি—কিং শকুন্তলা বনজ্যোৎস্নাম্ অতিমাত্রং প্রেক্ষতে ইতি? ॥ ৫৯ ॥

ন খলু বিভাবয়ামি, কথয় ॥ ৬০ ॥

বঙ্গার্থ।—শকুন্তলা।—একে যে দিন ভুলবো, সে দিন নিজেকেও ভুলে যাবো। (বলিয়া লতার নিকটে গমন ও দেখিতে দেখিতে উক্তি)।—ওলো অনসূয়ে! দেখ্, ইহাদের উভয়েরই কি সুন্দর সময়, পরস্পরের কি রমণীয় সমাগমকাল উপস্থিত! বিকশিত নব-কুসুমরূপ যৌবনে বনজ্যোৎস্না লতিকা যেমন সুশোভিত, অচিরোদ্গত কিসলয়ে সহকারতরুও তেমনই মনোহর। বনজ্যোৎস্নার পক্ষে ঐ সহকার সত্যই বড় উপভোগের যোগ্য হইয়াছে। (ঐ দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন) ॥ ৫৮ ॥

প্রিয়ংবদা।—অনসূয়ে! কি জন্য শকুন্তলা সর্ব্বদাই বনজ্যোৎস্নার দিকে একধ্যানে চেয়ে থাকে, তা' কি জানিস্? ॥ ৫৯ ॥

অনসূয়া।—না ভাই। কেন? বল্ ত ॥ ৬০ ॥

একটু কেমন কেমন হইয়াছে ও পলে পলে হইতেছে। মিথ্যা উপহাসে, বাজে রসিকতায় তত আসে যায় না বা গায়েও বাধে না, কিন্তু সত্য বিদ্রূপের আঘাত বড়ই তীব্র। তাই প্রিয়ংবদার কথায় শকুন্তলার মনে বড়ই আঘাত লাগিতেছে, সে একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। 'তুই,' প্রিয়ংবদা শকুন্তলাকে বাকলের কাঁচলি বাঁধিয়া দিয়াছে, হয় ত বাঁধনটা একটু আঁটিয়া দিয়াছিল। শকুন্তলা অনসূয়াকে ঐ বাঁধন শিথিল করিয়া দিতে বলিতেছে, প্রিয়ংবদার বাঁধন বড় শক্ত! অমনই প্রিয়ংবদা ফণা ধরিয়া উঠিয়াছে ও বলিতেছে,—"প্রতিপলে যৌবনবন্যায় তোর দেহ হাতে-বিঘতে ফুলিয়া উঠিতেছে, তাই অমন আঁটো-আঁটো ঠেকিতেছে [illegible] রসিকতা হইতেছে, অথবা দুই সখী [illegible] পুরুষবর্জ্জিত সেই উদ্যানের এক বৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়া[illegible] প্রত্যুক্তিগুলি একটি একটি করিয়া, [illegible] লইতেছেন।

মহর্ষি কণ্ব শকুন্তলার দুর্দ্দৈব-প্রশমনের জন্য তীর্থযাত্রা করিয়াছেন, যেন তারকেশ্বরে 'হত্যা' দিতে গিয়াছেন। বিদায়কালে আশ্রমের সমস্ত ভার শকুন্তলার উপর ন্যস্ত করিয়া গিয়াছেন। দূরদৃষ্টি, স্নেহময়ী গৃহকর্ত্রী যেমন বালবৈধব্য-পীড়িতা বধূর উপর সংসারের সমস্ত ভার অর্পণ পূর্ব্বক, তাঁহাকে সর্ব্বদা আন্‌মনা রাখিতে প্রয়াস পান, তাত কাশ্যপও হয় ত তাহাই করিয়াছেন। শকুন্তলা তাঁহার দ্বিতীয় প্রাণস্বরূপ। যখন আশ্রমে থাকিতেন, তখন কণ্ব নিজেও শকুন্তলার সহিত অনেক বৃক্ষের "আলবাল-পরিপূরণ" করিতেন, আশ্রম-তরুর,—আশ্রমস্থ প্রাণীর সেবা করিতেন। আজ তিনি অনুপস্থিত। একা শকুন্তলাকেই আজ প্রাত্যহিক নির্দ্দিষ্ট নিজের কার্য্য ও তাত কণ্বের কার্য্য—সমস্তই করিতে হইতেছে। সঙ্গে দুই সখী, যে যতটা পারিতেছে, তাহার সাহায্য করিতেছে। শকুন্তলার জল-সেচন দেখিয়া, শকুন্তলার পরিশ্রম দেখিয়া অনসূয়ার প্রাণে ব্যথা লাগিয়াছে। সে এতক্ষণ কিছু বলে নাই, কিন্তু আর থাকিতে পারিল না, হাসিতে হাসিতে কহিল,—"সখি শকুন্তলে! বোধ করি, তাত কণ্ব তোমা অপেক্ষা, আশ্রম-পাদপদিগকে অধিক ভালবাসেন, নতুবা নবমালিকা-ফুলের মত কোমল তুমি, আর তোমাকে দিয়া বৃক্ষমূলে জলসেচন করাইতেছেন?" কথাটা অনসূয়া পরিহাসচ্ছলে কহিল বটে, কিন্তু বস্তুতঃ ইহা পরিহাস নহে, ইহা শকুন্তলার সমবেদনাময়ী প্রিয়সখীর মর্ম্মের কথা, গভীর স্নেহের কথা। শকুন্তলা ঈষৎ হাস্যসহকারে কহিলেন, 'অনসূয়ে! কেবল পিতার আদেশেই জলসেচন করিতেছি, ইহা

প্রিয়ংবদা।— জহ বণজোসিণী অণুরূবেণ পাঅবেণ সংগদা অবি ণাম এব্বং অহং বি অত্তণো অণুরূবং বরং লহেঅং ত্তি। ॥ ৬১ ॥

শকুন্তলা।— এসো ণূণং তুহ অত্তগদো মণোরহো। (কলসমাবর্জ্জয়তি) ॥ ৬২ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—যথা বন-জ্যোৎস্না অনুরূপেণ পাদপেন সঙ্গতা, অপি নাম এবম্ অহম্ অপি আত্মনঃ অনুরূপং বরং লভেয়ম্—ইতি ॥ ৬১ ॥

এষঃ নূনং তব আত্মগতঃ মনোরথঃ ॥ ৬২ ॥

বঙ্গার্থ।—প্রিয়ংবদা।—ও ভাবে, "ঐ বনজ্যোৎস্না যেমন তা'র মনের মত তরুর সহিত মিলিতে পারিয়াছে, আমি কি ঐ প্রকার, আমার মনের মত বর লাভ করিতে পারিব?" ॥ ৬১ ॥

শকুন্তলা।—এ'টি তোর নিজের মনের কথা। (বলিয়াই উহাদের মূলে কলসের জল ঢালিয়া দিলেন) ॥ ৬২ ॥

মনে করিও না, আমিও এই গাছগুলিকে ভাইএর মত ভালবাসি।' বস্তুতঃ শকুন্তলার ইহাই হইল দ্বিতীয় কথা। পূর্ব্বে একবার তিনি, 'ইত ইতঃ সখ্যঃ' বলিয়া সখীদিগকে নিকটে ডাকিয়াছিলেন। প্রশান্ত-গম্ভীর আশ্রমের শান্ত কুসুমকানন চারিদিকে ফুলের শোভায় উল্লসিত। সখীদ্বয় হয় ত সেই কুসুমবীথিকার কোথায় একটু অন্তরিত হইতেছে মাত্র, আর শকুন্তলা অমনি পলকে প্রলয় গণিয়া 'এই দিকে এই দিকে' বলিয়া তাহাদিগকে ডাকিতেছেন। সেই একবার, দুষ্মন্ত, প্রথম শকুন্তলার কোমল হৃদয়ের,—স্নেহময় হৃদয়ের প্রথম ঝঙ্কার শুনিয়াছেন, আর এই আর একবার শুনিলেন। এইবার স্নেহময়ী শকুন্তলার স্নেহার্দ্র-হৃদয়ের পূর্ণ ও প্রকট মূর্ত্তি দর্শন করিলেন। এই দুইটি ঝঙ্কারের দ্বারা, কবি কণ্বদুহিতার গভীর হৃদয়ের স্নেহ যে কত অগাধ, কত অপরিমিত, তাহা বুঝাইয়া দিলেন।

নিকটে, গ্রীষ্ম-সমীরণে বকুলের নবীন কিসলয় কাঁপিতেছিল, যেন বনদেবতা তাঁহার চম্পকাভ অঙ্গুলিসঙ্কেতে শকুন্তলাকে ডাকিতেছেন। মুগ্ধহৃদয়া শকুন্তলা তাহা দেখিলেন। আশ্রমবালিকা আশ্রমতরুর এ আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তাহাকে আদর করিতে দ্রুতপদে সেই দিকে চলিলেন!—কবি ধীরে ধীরে, অতি সন্তর্পণে, এক একখানি করিয়া, শকুন্তলা-হৃদয়ের স্তরগুলি তুলিয়া ধরিয়া, ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া, দুষ্মন্তকে দেখাইতেছেন যে, সে বালিকা-হৃদয়ের পরতে পরতে স্নেহের সুধাপ্রস্রবিণী কি প্রকার খরভাবে প্রবাহিত। প্রাবৃট্‌কালে নবজল-সম্পাতে, বনলতা যেমন দেখিতে দেখিতে বাড়িয়া ওঠে, নবযৌবনের আবির্ভাবে, কৃশাঙ্গী কণ্বদুহিতার দেহযষ্টিও তদ্রূপ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। শকুন্তলা নিজে কিন্তু ইহার বিন্দুবিসর্গও বুঝিতে পারেন নাই। কেন যে তাঁহার পরিহিত বল্কল 'অতিপিনদ্ধ' বোধ হয়, তাহার কারণ আশ্রম-কুমারী জানেন না। তাই, যে বল্কল পরাইয়া দিয়াছিল, তিনি তাহাকেই দূষিতে লাগিলেন। প্রিয়ংবদাও মুখের উপর বেশ দু' কথা শুনাইয়া দিয়া বলিল যে, দোষ তাহারও নয়, বল্কলেরও নয়, দোষ শকুন্তলার নিজের, আর তার—নবাগত সখা যৌবনের। শকুন্তলা যখন বকুলপাদপের দিকে যান, তখন তাঁহার পথিমধ্যে,—এক সহকার বৃক্ষকে একটি নবমালিকা লতিকা যে বেষ্টন করিয়াছিল, আর তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখাগুলি, ফুলের ভারে হেলিয়া পড়িয়া, বায়ুভরে দুলিয়া দুলিয়া যে খেলা করিতেছিল, দ্রুত-গতিনিবন্ধন শকুন্তলা তাহা দেখিতে পান নাই। সহচরী অনসূয়া কিন্তু সে'টি দেখিলেন। নির্ম্মল সুনীল গগনে তারারাজির ন্যায়, সেই শ্যামল কাননে নবমালিকার ছোট ছোট ফুলগুলি ফুটিয়া বনের শ্যামাঙ্গ যেন আলোকিত করিয়াছে; অনসূয়ার উহা বড়ই ভাল লাগিল। সে তাহার প্রিয় শকুন্তলাকে তাহা দেখাইল। শকুন্তলা দেখিলেন। কিন্তু অনসূয়া যে ভাবে দেখিয়াছিল, সে ভাবে নহে, তদপেক্ষা অন্যপ্রকার ও মধুরতরভাবে শকুন্তলা নবমালিকার ঐ ঋতু-কাল-সুন্দর কুসুমশ্রী সন্দর্শন করিলেন। তিনি স্বহস্তে ঐ লতাটি তুলিয়া ধরিয়া একদৃষ্টে দেখিতে লাগিলেন এবং দেখিয়া দেখিয়া দেখিয়া কহিলেন,—"সখি! দেখ,—কি রমণীয় সময়েই এই লতাপাদপ-দম্পতির মিলন ঘটিয়াছে! নবমালিকার কেমন অপরূপ নবকুসুমরূপী পূর্ণ যৌবন উপস্থিত, আর ঐ সহকারও নবকিসলয়-সম্ভারে সমলঙ্কৃত, 'পরম উপভোগক্ষম',—এই বলিয়া শকুন্তলা মুগ্ধনেত্রে সেই লতাপাদপ-মিথুনের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কেন যে সেই ঋতু-কুসুম-সুন্দর লতিকা কর্ত্তৃক আবেষ্টিত পাদপের প্রতি তাঁহার এত প্রীতি, কেন যে ঐ সম্মিলিত লতা-পাদপ-দম্পতির দিকে তিনি নির্নিমেষ-নয়নে চাহিয়া আছেন, তাহা তিনিও জানেন না, অনসূয়াও জানে না। ঐ পাদপকে অনসূয়াই প্রথমে দেখে, পরে সে শকুন্তলাকে দেখায়। অনসূয়া দেখিল বনের শোভা, আর শকুন্তলা দেখিলেন তদপেক্ষা আরও যেন অতিরিক্ত কিছু। অনসূয়ার মনে যে শোভার অনুভবের সামর্থ্য নাই বা জন্মে নাই, শকুন্তলা সেই শোভা দেখিলেন।

যখন বকুলতরুর নিকটে শকুন্তলা দাঁড়াইয়া ছিলেন, তখন প্রিয়ংবদা কহিল,—"শকুন্তলে! ঐখানে খানিক দাঁড়া, তুই ঐ তরুমূলে 'উপগত' হওয়ায়, মনে হইতেছে যেন, ঐ বকুল "লতা-সনাথ" অর্থাৎ লতার দ্বারা সংযুক্ত হইয়াছে।

রাজা।— অপি নাম কুলপতেরিয়মসবর্ণক্ষেত্রসম্ভবা স্যাৎ। অথবা কৃতং সন্দেহেন

অসংশয়ং ক্ষত্রপরিগ্রহক্ষমা যদার্য্যমস্যামভিলাষি মে মনঃ।

সতাং হি সন্দেহপদেষু বস্তুষু প্রমাণমন্তঃকরণ-প্রবৃত্তয়ঃ॥

তথাপি তত্ত্বত এনামুপলপ্স্যে। ॥ ৬৩ ॥

শকুন্তলা।—(সসম্ভ্রমম্) অম্মো সলিলসেঅসংভমুগ্‌গদো ণোমালিঅং উজ্‌ঝিঅ বঅণং মে মহুঅরো অহিবট্টই। (ইতি ভ্রমরবাধাং নাটয়তি)। ॥ ৬৪ ॥

অন্বয়।—ইয়ং (শকুন্তলা) অসংশয়ং—ক্ষত্র-পরিগ্রহ-ক্ষমা (ক্ষত্রিয়পরিণয়যোগ্যা), যৎ (যস্মাৎ) মে আর্য্যং (সদাচারপূতং) মনঃ অস্যাম্ অভিলাষি (ভবতি)। (তথাহি) সন্দেহ-পদেষু (সন্দেহাত্মকেষু,—ইদং গ্রাহ্যম্ উত অগ্রাহ্যম্ ইতি সন্দিগ্ধেষু) বস্তুষু সতাম্ (মাদৃশানাম্ আচার-পূতানাম্) অন্তঃকরণপ্রবৃত্তয়ঃ (মনোবৃত্তিঃ) হি (নিশ্চয়ে) প্রমাণম্ (ভবতি) ॥ ৬৩ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—অহো ! সলিল-সেক-সম্ভ্রমোদ্‌গতঃ নবমালিকাম্ উজ্‌ঝিত্বা বদনং মে মধুকরঃ অভিবর্ত্ততে ॥ ৬৪ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—আচ্ছা, এই শকুন্তলা কি মহর্ষি কণ্বের অসবর্ণা পত্নীর—ব্রাহ্মণেতর ভার্য্যার গর্ভ-সম্ভূতা ? অথবা এ সংশয় আর কেন ?—জীবনে কখনো কোনো সদাচার-বিগর্হিত কার্য্য আমি করি নাই; আমার অপাপ-বিদ্ধ মন যখন ইঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে, তখন নিশ্চয় ইনি মাদৃশ ক্ষত্রিয়জনের পরিণয়-যোগ্যা। কোন্ বস্তু গ্রাহ্য, কোন্‌টি বা অগ্রাহ্য, ইহার ত অন্য প্রমাণপ্রয়োগের প্রয়োজন নাই, যাঁহারা সদাচার-সম্পন্ন, তাঁহাদের অন্তঃকরণই তৎপক্ষে প্রধান প্রমাণ। অগ্রাহ্য বস্তুতে সজ্জনের প্রবৃত্তি হইবে কেন ? অতএব আমার হৃদয় যখন ইঁহার প্রতি অভিলাষ-প্রবণ হইয়াছে, তখন অবশ্যই এই শকুন্তলা মাদৃশ ব্যক্তির যে গ্রহণযোগ্যা, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। তবুও ভালো করিয়া ইঁহাকে জানা দরকার। দেখি ॥ ৬৩ ॥

শকুন্তলা।—(অতিব্যগ্রভাবে) ওলো অনসূয়ে, ও প্রিয়ংবদে ! ঐ দেখ্,—নবমালিকায় জল ঢালায়, তাহা হইতে একটা ভ্রমর উড়িয়া আমার মুখের দিকে আসিতেছে। (দুই হাতে ভ্রমরকে বাধাদান) ॥ ৬৪ ॥

প্রিয়ংবদার ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, ঐ বাক্যমধ্যে 'উপগত' 'লতা' এবং 'নাথ'—এই তিনটি—অতি মারাত্মক শব্দ আসিয়া পড়িয়াছে। পত্নী পতিতে 'উপগত' এবং 'লতা' শব্দের অর্থান্তর কামিনী ও 'নাথ' শব্দের যথাশক্তি যে অর্থ—তাহারা সব যেন পরামর্শ পূর্ব্বক এই এক স্থানে আসিয়া জুটিয়াছে। ঐ শব্দত্রয়ের অর্থ যাহাই হউক, শকুন্তলার কিন্তু উহা বড় ভাল লাগিল। তিনি যেন নিজের মধ্যে নিজে মজিয়া গেলেন। এই জন্যই তিনি প্রিয়ংবদাকে কহিয়াছিলেন,—'এত মিষ্টি কথার জন্যই তোর নাম প্রিয়ংবদা। বড় অন্তরের কথা তুই বলিতে জানিস্।' অনসূয়া, প্রিয়ংবদা, শকুন্তলা—তিন সখীই সমবয়স্কা বটেন, কিন্তু সমহৃদয়া নহেন। অনসূয়া-প্রিয়ংবদার উৎপত্তি-পরিচয় আমরা জানি না, কিন্তু শকুন্তলার জানি। কবিই বলিয়াছেন,—তিনি স্বর্গের অপ্সরার কন্যা ও জন্মাবধি আশ্রমে প্রতিপালিতা। তাঁহার হৃদয় আশ্রম-মাহাত্ম্যে তপস্বি-জনোচিত হইলেও, বংশের প্রভাব, বিশেষতঃ কন্যার উপর মাতার প্রভাব যে একেবারেই ছিল না, ইহা বলিলে অস্বাভাবিক হয়। তাই কবি, অতি কৌশলে, ক্রমে শকুন্তলা-হৃদয়ের ধীরে ধীরে পরিচয় দিতে লাগিলেন। তিনি অপ্সরার কন্যা ও আশ্রমপালিতা, তাই তাঁহার দেহ অপ্সরার সৌন্দর্য্যে আলোকিত, আর তাঁহার হৃদয় 'শমপ্রধান' আশ্রমের শান্তোজ্জ্বল প্রভায় পরিদীপ্ত, কিন্তু তথাপি অনসূয়া-প্রিয়ংবদা অপেক্ষা তাঁহার হৃদয়ের উপাদান যে ঈষৎ অন্যবিধ ছিল, ইহা কবি, এই লতাপাদপ-উপাখ্যানে বুঝাইয়া দিলেন।

'লতাপাদপ-মিথুনের' মূলে দাঁড়াইয়া অনসূয়া-শকুন্তলায় যখন উক্তরূপ কথোপকথন হইতেছিল, তখন প্রিয়ংবদা অনসূয়াকে কহিল—'জানিস্, কেন শকুন্তলা ঐ বনজ্যোৎস্নালিঙ্গিত সহকারকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে ?' সরলা অনসূয়া অত বাক্‌চাতুর্য্য জানে না বা অত 'খুন্সিয়ানা' তাহার নাই, সে সোজা ভাবে বলিল,—'না, জানি না, বল্ দেখি।' অমনিই মঞ্জুভাষিণী প্রিয়ংবদা কহিল,—'শকুন্তলা মনে করে যে, বনজ্যোৎস্না যেমন তাহার অনুরূপ পাদপের সহিত 'সঙ্গতা' হইয়াছে, আমিও যেন ঐ প্রকার আপন অনুরূপ বর পাই।' শকুন্তলা কহিলেন,—'এটি তোমার নিজের মনের

রাজা।— (সস্পৃহমবলোক্য)

চলাপাঙ্গাং দৃষ্টিং স্পৃশসি বহুশো বেপথুমতীং রহস্যাখ্যায়ীব স্বনসি মৃদু কর্ণান্তিকচরঃ।
করৌ ব্যাধুন্বত্যাঃ পিবসি রতিসর্ব্বস্বমধরং বয়ং তত্ত্বান্বেষান্মধুকর হতাস্ত্বং খলু কৃতী॥ ॥ ৬৫ ॥

শকুন্তলা।— ণ এসো ধিট্‌ঠো বিরমই অন্নদো গমিস্‌সং। (পদান্তরে স্থিত্বা সদৃষ্টিক্ষেপম্।) কহং ইদো বি আআচ্ছই। হলা পরিত্তাঅহ মং ইমিণা দুব্বিণীদেণ মহুঅরেণ অহিহূঅমাণং। ॥ ৬৬ ॥

অন্বয়।—হে মধুকর! বেপথুমতীং চলাপাঙ্গাং দৃষ্টিং বহুশঃ স্পৃশসি। রহস্যাখ্যায়ী ইব কর্ণান্তিকচরঃ (সন্) মৃদু (যথা তথা) স্বনসি। করৌ ব্যাধুন্বত্যাঃ (শকুন্তলায়াঃ) রতি-সর্ব্বস্বম্ অধরং পিবসি।—বয়ং তত্ত্বান্বেষাৎ (কিমিয়ং ক্ষত্র-পরিগ্রহ-ক্ষমা ন বেতি অনুসন্ধানাৎ) হতাঃ (ব্যর্থমনোরথাঃ জাতাঃ)। ত্বং খলু কৃতী (ক্রমেণ শকুন্তলায়াঃ নেত্র-কর্ণাধর-সংস্পর্শনাৎ সার্থক-জীবিতঃ জাতঃ অসি) ॥ ৬৫ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—ন এষঃ ধৃষ্টঃ বিরমতি? অন্যতঃ গমিষ্যামি। কথম্ ইতঃ অপি আগচ্ছতি? হলা, পরিত্রায়েথাং মাম্ অনেন দুর্ব্বিনীতেন মধুকরেণ অভিভূয়মানাম্ ॥ ৬৬ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—হে ভ্রমর! সার্থক তোমার জীবন! এই তাপস-দুহিতা মাদৃশ ক্ষত্রিয়ের পরিণয়-যোগ্যা কি না, এই বিষয় জানিবার জন্যই আমি ব্যাকুল, আর তুমি ইহাকে যথেচ্ছভাবে ভোগ করিয়া লইতেছ! একবার শকুন্তলার চঞ্চল অপাঙ্গ-শোভিত ও কম্পিত নয়ন বার বার স্পর্শ করিতেছ, কখনো আবার, অতিগোপনভাষী মনের মানুষের মত ইহার কানের কাছে গিয়া কি যেন মর্ম্মের কথা অতি আস্তে গুন্ গুন্ করিয়া কহিতেছ, কখনো পুনঃ ধরাতলে সুখ-সম্ভোগের সার—ইহার সুকোমল অধর-সুধা পান করিতেছ, শকুন্তলা দুই হাতে বাধা দিয়াও তোমাকে ঠেকাইতে পারিতেছে না। ধন্য তুমি! ॥ ৬৫ ॥

শকুন্তলা।—এই অসভ্য কিছুতেই থাম্‌ছে না। বেশ, আমি অন্য দিকে যাচ্ছি। (এক পা' গিয়া পিছনদিকে চেয়ে) কি? এ দিকেও আসচে আবার! ওলো, তোরা কোথায়? এই দুর্বৃত্ত মধুকর আমায় মেরে ফেল্লে, এ'র হাত থেকে তোরা আমায় রক্ষা কর্ ॥ ৬৬ ॥

কথা।' প্রকৃতপক্ষে এটি কা'র মনের কথা,—শকুন্তলার না প্রিয়ংবদার, তাহার মীমাংসার ভার, কবি, রসজ্ঞ সামাজিকদিগের উপর দিলেন। আর বৃক্ষান্তরালে দণ্ডায়মান ঐ বিচারপতি দুষ্যন্ত, হয় ত, নিজেই অনেকটা মীমাংসা করিয়া লইলেন। তবে কবি, সে মীমাংসার অনুকূল প্রমাণপ্রয়োগের উপন্যাসে কৃপণ হন নাই। তিনি প্রথমে লতাপাদপমিথুনের পার্শ্বে নিরীক্ষমাণা শকুন্তলাকে অবস্থাপিত করিয়া শকুন্তলা-হৃদয়ের ভাবোন্মেষের যে রেখাপাত করিয়াছিলেন, প্রিয়ংবদার কথায়, সেই ঈষৎ ব্যক্তভাব এবার সুপরিস্ফুটরূপে চিত্রিত করিয়া দিলেন এবং 'সঙ্গতা' এই একটি শব্দের দ্বারা সেই চিত্রের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিলেন। কালিদাস ও ভবভূতির ইহা এক অদ্ভুত এবং বিচিত্র কৌশল। এ কৌশল অন্যত্র এমন স্পষ্টভাবে লক্ষিত হয় না। ইঁহারা দুই জন—প্রথমে অতি গভীরভাবে বক্তব্যের আভাস দেন, যাঁহারা 'অভিরূপ' (Expert) সামাজিক, তাঁহারা সেই আভাসেই কবির উদ্দেশ্য বুঝিয়া লয়েন। পরে, কবি, সকল শ্রেণীর সামাজিকদিগকে স্পষ্টরূপে বুঝাইবার নিমিত্ত, ঐ আভাসিত বক্তব্য আরও বিশদ করিয়া বলেন। প্রথমে সামান্যতঃ প্রতিপাদ্যের উল্লেখ করিয়া, পরে বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করেন।

রাজা অন্তরালে দাঁড়াইয়া উল্লসিতযৌবনা শকুন্তলার বহিঃসৌন্দর্য্য ত দেখিতেছিলেনই, সখীদ্বয়ের সহিত নানাবিধ কথোপকথনে কবি, রাজাকে শকুন্তলার অন্তঃসৌন্দর্য্যও দেখাইলেন। এক হিসাবে একতরফা দেখার চূড়ান্ত হইয়া গেল। সখীরা ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিল না। দেখার যা' ধর্ম্ম, রাজারও তাহাই হইল। ক্রমে দিদৃক্ষা বাড়িয়াই চলিল। শেষে দুষ্যন্ত এমন অবস্থায় গিয়া উপস্থিত হইলেন যে, আড়ালে দাঁড়াইয়া—শুধু দেখায় আর চলে না, আর এক ধাপ না উঠিলে আর রাজার স্বস্তি হয় না, দুষ্যন্ত যত রকমে পারেন, ঘুরিয়া ফিরিয়া, সোজা হইয়া—বাঁকা হইয়া, কখনও আয়তনেত্রে, কভু বা কুঞ্চিত দৃষ্টিতে—কত কি ভাবে শকুন্তলাকে দেখিয়া লইলেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিস্মৃত হইয়া, যোগীর মত সমাহিত হৃদয়ে দেখিতে লাগিলেন ও ক্রমে, রাজা, এক এক পদ অগ্রসর হইয়া চলিলেন। কণ্ব এক জন

উভে।— (সস্মিতম্) কা বঅং পরিত্তাদুং। দুস্সন্দং অক্কন্দ। রাঅরক্খিদব্বাই তবোবণাই ণাম ॥ ৬৭ ॥

রাজা।— (অবসরোঽয়মাত্মানং প্রকাশয়িতুম্) ন ভেতব্যং ন ভেতব্যম্। (অর্দ্ধোক্তে স্বগতম্)
রাজভাবস্ত্বভিজ্ঞাতো ভবেৎ। ভবতু এবং তাবদভিধাস্যে। ॥ ৬৮ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—কা বয়ং পরিত্রাতুম্? দুষ্যন্তমাক্রন্দ। রাজ-রক্ষিতব্যানি তপোবনানি নাম ॥ ৬৭ ॥

বঙ্গার্থ।—উভয়ে।—(সস্মিতমুখে) আমরা রক্ষা করবার কে লো? দুষ্যন্তকে ডাক্। জানিস্ নে—তপোবনে রাজার অধিকার, তিনিই ইহার রক্ষাকর্ত্তা ॥ ৬৭ ॥

রাজা।—আত্মপ্রকাশের এই-ই ঠিক সুযোগ। ভয় নাই, ভয় নাই,—(বলিয়াই মনে মনে) এই ভাবের ব্যবহারে, আমি যে রাজা, তাহা ধরা পড়িবে। আচ্ছা, একটু ঘুরিয়ে বলা যাক্ ॥ ৬৮ ॥

অত বড় মহর্ষি, আজন্ম ব্রহ্মচারী, আর শকুন্তলা তাঁহার কন্যা। রাজা নিজে আবার ক্ষত্রিয়। সুতরাং যতই দেখুন বা যত কিছুই ভাবুন,—মহর্ষি-কন্যার সহিত ক্ষত্রিয়-রাজার ঐ দূর হইতে দেখা-শোনার বেশী আর কিছুই সম্ভবপর নহে। তাই রাজার মনে বিষম খট্‌কা লাগিল। বার বার মনে প্রশ্ন উঠিল যে,—এই তরুণী কি কণ্বের 'অসবর্ণ-ক্ষেত্র-সম্ভবা?' সবর্ণা পত্নীর গর্ভজাত হইলে ত সর্ব্বনাশ, তাই রাজার মনে, শকুন্তলা কণ্বের 'সবর্ণক্ষেত্র-সম্ভবা' কি না,—এ প্রশ্ন উঠিল না, উঠিল 'অসবর্ণক্ষেত্র-সম্ভবা' কি না। দুষ্যন্ত যতদূর গিয়া পড়িয়াছেন, তাহাতে অভিলাষের প্রতিকূল প্রশ্ন বা বিতর্ক আর উঠিতে পারেই না। উঠিলেও ও সব ক্ষেত্রে ঠাঁই পায় না। তাই রাজা একেবারেই গাছের শিকড় ধরিয়া টান মারিলেন। কাহাকেই বা জিজ্ঞাসা করেন? রাজা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আকাশ-পাতাল আলোড়ন করিতে লাগিলেন। শকুন্তলার বাকল শিথিল করিয়া দিবার সময়ে,—আড়াল হইতে রাজা, মনে মনে পতঙ্গের মত আগুনে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন, এখন একা একা পুড়িতে লাগিলেন। যতই হৃদয়ের স্পন্দন, অন্তরের গতি দ্রুত হইতে লাগিল, আত্ম-গোপনের প্রবৃত্তিও ততই বাড়িয়া চলিল। এমনই সময়ে শকুন্তলাকে দুর্বিনীত ভ্রমর প্রত্যক্ষভাবে তাড়া করিল। ভ্রমর-কৃত তাড়নার বহু পূর্ব্ব হইতে পরোক্ষভাবে রাজা তাড়া করিতেছেন। শিকার করিতে আসিয়া নিজেই শিকার হইয়া পড়িয়াছেন। বনবাসী তাপসের মধ্যবর্ত্তিতায় দুষ্যন্তের বাণ-পথ-বর্ত্তী বনমৃগ বাঁচিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু রাজা স্বয়ং বনবাসিনী তাপস-দুহিতার বাণ-পথে পড়িয়াছেন,—এবার কে মধ্যে পড়িয়া তাঁহাকে বাঁচাইবে? রাজা 'শশেমিরা' অবস্থায় পড়িয়া টলমল করিতে লাগিলেন। শকুন্তলা দুই হাতে ভ্রমরকে তাড়াইতে যতই প্রয়াস পাইলেন, দুষ্ট ভ্রমরও জিদ করিয়া ততই তাঁহার পিছনে লাগিল। শকুন্তলা অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত ও আকুল হইয়া পড়িলেন। দুষ্যন্ত সমস্তই দেখিতেছেন। শান্ত স্নিগ্ধ-নয়না শকুন্তলাকে, পরিহাস-স্মিতমুখী শকুন্তলাকে, শ্লথিত-বল্কলা শকুন্তলাকে রাজা দেখিয়াছেন এবং তত্তদ্ অবস্থার প্রতিস্তরে সে ঋষিকন্যা যে কত সুন্দর, কত অনুপম, তাহাও বুঝিয়াছেন। এক্ষণে এই ভ্রমর-বাধা-ব্যাকুলা, ত্রস্ত-নয়না, কাতরা শকুন্তলাকেও দেখিলেন। এবার রাজার এই সন্দর্শন-মহাযজ্ঞের বুঝি পূর্ণাহুতি ঘটিল। শকুন্তলা কাহার গর্ভজাতা ও কোন্ বর্ণের গ্রহণযোগ্যা,—এই প্রত্নতত্ত্ব লইয়া ঐ শাস্ত্রের পুরাতত্ত্ববিৎ দুষ্যন্ত যখন ব্যস্ত, তখন ভ্রমরের এই লুঠ-পাট আরম্ভ হইল। ভ্রমর-তাড়িতা শকুন্তলা গিয়া সখীদের কাছে পড়িলেন ও কহিলেন—"তোরা এ যাত্রা রক্ষা কর্," অমনই দুই সখী সমস্বরে জবাব দিল,—"রক্ষার কর্ত্তা কি আমরা? তপোবন হইল রাজার, সুতরাং নেহাৎ যদি রক্ষাই দরকার বুঝিস্, সেই রাজা দুষ্যন্তের আশ্রয়ে যা', তাঁকে ডাক্।"

পাশা পড়িয়াছে। রাজা এমন 'পড়্তা' কি ছাড়িতে পারেন? সখীদ্বয়ের এই রহস্যোক্তির সূত্র ধরিয়া তিনি গিয়া হাজির হইলেন। একেবারে সশরীরে গিয়া তিন জনের সম্মুখে দেখা দিলেন। এতক্ষণ আড়ালে থাকিয়া দুষ্যন্ত যে শকুন্তলার ত্রাস-চঞ্চল নয়ন, কমলাভ গণ্ডস্থল, বাতেরিত-চম্পক-কলিকাবৎ ইতস্ততঃ বিস্ময় অঙ্গুলির আভা ও ত্রাসার্ত্ত অধরকান্তি প্রভৃতি দেখিতেছিলেন,—অতর্কিতভাবে সেই শকুন্তলার সমক্ষে রাজা যখন উপস্থিত হইলেন, তখন অনসূয়া-প্রিয়ংবদার আর বিস্ময়ের অবধি রহিল না। যেমন বলা—'রাজাকে ডাক্' অমনিই কে এ রাজাকৃতি পুরুষ আসিয়া উপস্থিত? আর শকুন্তলা? তাঁহার ত. কথাই নাই, তিনি সঙ্কোচে, জড়তায় যেন ছোট্ট হইয়া গেলেন। এই সন্দর্শন-ব্যাপারে—কবি, দুষ্যন্তকেও খুব বড় করিয়া তুলিয়াছেন। সুকবী শকুন্তলার সৌন্দর্য্য, আঙ্গিক এবং মানসিক—চিত্রকলার প্রদর্শন করিয়া কবি, সেই নানা অপূর্ব্ব-চিত্র-পূর্ণ পটগাত্রে দুষ্যন্তের মহনীয় হৃদয়ের প্রতিকৃতি অঙ্কন করিয়াছেন। শকুন্তলার ঐ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও সুন্দর সুন্দর চিত্রের মধ্যে দুষ্যন্তের প্রতিকৃতি নীল-গগন-পটে তারারাজিবিমণ্ডিত দ্বিজরাজের ন্যায় শোভা পাইতেছে।

শকুন্তলা।—(পদান্তরে স্থিত্বা সদৃষ্টিক্ষেপম্) কহং ইদো বি মং অণুসরই। ॥ ৬৯ ॥

রাজা।— (সত্বরমুপসৃত্য)

ক পৌরবে বসুমতীং শাসতি শাসিতরি দুর্বিনীতানাম্।
অয়মাচরত্যবিনয়ং মুগ্ধাসু তপস্বিকন্যাসু ॥ ॥ ৭০ ॥

সর্ব্বাঃ।— (রাজানং দৃষ্ট্বা কিঞ্চিদিব সম্ভ্রান্তাঃ)

অনসূয়া।—অজ্জ ণ কৃখু কিং বি অচ্চাহিদং। ইঅং ণো পিঅসহী মহুঅরেণ অহিহূঅমাণা কাদরীভূদা। (শকুন্তলাং দর্শয়তি) ॥ ৭১ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—কথমিতোঽপি মামনুসরতি ॥ ৬৯ ॥

অন্বয়।—দুর্বিনীতানাং শাসিতরি পৌরবে বসুমতীং শাসতি (সতি) কঃ অয়ং, মুগ্ধাসু তপস্বি-কন্যাসু অবিনয়ম্ আচরতি? ॥ ৭০ ॥

আর্য্য! ন খলু কিমপি অত্যাহিতম্। ইয়মাবয়োঃ প্রিয়সখী মধুকরেণ অভিভূয়মানা কাতরীভূতা ॥ ৭১ ॥

বঙ্গার্থ।—শকুন্তলা।—(আর এক পা দিয়া পিছন ফিরে দেখে') কি! এ দিকেও আমায় তাড়া কচ্ছে? ॥ ৬৯ ॥

রাজা।—(ব্যস্তভাবে কাছে গিয়া) অসভ্য এবং দুর্বিনীত-দিগের উপযুক্ত শাস্তিদাতা পুরুবংশীয় রাজা এখনও পৃথিবী শাসন করিতেছেন,—এমন সময়ে মধুর-প্রকৃতি ও সরলা তাপস-দুহিতাদের উপর কে অবিনয় প্রকাশ করিতেছে? কা'র এত সাহস? ॥ ৭০ ॥

(তিন জনেই রাজাকে দেখিয়া যেন একটু বিব্রত হইয়া পড়িলেন)

অনসূয়া।—না মহাশয়! বিশেষ কোন অনিষ্ট ঘটে নাই। একটা ভ্রমর কোথা হইতে আসিয়া আমাদের এই প্রিয়সখীকে অত্যন্ত আকুল করিয়া তুলিয়াছিল, তাহাতেই এ বড় কাতর হইয়া পড়িয়াছে। (বলিয়া শকুন্তলাকে দেখাইল) ॥ ৭১ ॥

দুষ্মন্ত পাদপান্তরিত হইয়া শকুন্তলার রূপতরঙ্গে ডুবিয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহার জড়দেহ তন্দ্রালস হইয়া পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিত্ব ডোবে নাই এবং তাঁহার বিজ্ঞানময় দেহ জাগরূক ছিল। জড় দুষ্মন্তকে প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ অবস্থাপিত ও পশ্চাৎপদ করিয়া কবি, বিজ্ঞানময় দুষ্মন্তকে দিয়া বিচার করাইতে লাগিলেন যে, শকুন্তলা ক... ৭০ ॥
কণ্বের 'অসবর্ণক্ষেত্র-সম্ভবা' কি না। জড়চৈতন্যের এ সমবায় বড়ই সুন্দর। যে স্থলে জড়ত্বের প্রাধান্য, তৎ... ...ল। বলিল—
এ শক্তি মন্দীভূত। চৈতন্যদীপালোক তখন ক্ষীণ, অকর্ম্মণ্য। চৈতন্য সে স্থলে জড়ত্বের মধ্যেও, হয় ... ...য় দাঁড়াইয়া কেন?—
অস্তিত্ব প্রকাশ করে বটে, কিন্তু তাহা বিদ্যুদ্বিলাসের ন্যায়, জ্যোতিরিঙ্গন-প্রকাশের ন্যায় ... ...ছেন। যেমন বলা, অমনি
চিত্তে কদাচিৎ নিবৃত্তির ধ্বনি উঠিয়া থাকে। যিনি সত্যই মহাপুরুষ, তাঁহার হৃদয়ে কিন্ত ... ফেলিলেন,—'তোমরাও ত এই
সংযোগে-বিয়োগে, এ চৈতন্য সর্ব্বদাই প্রখর। তাই দুষ্মন্ত তন্ময়-চিত্তে শকু... ...ত না? তোমরাও বোসো, এতটা বলিতে
নানাবিধ জিজ্ঞাসা তাঁহার মনে জাগিতেছিল। যতই শকুন্তলা-দর্শন-বাসনা ... ...র্ণ, তবে হয় ত অবাধে বলিতে পারিতেন—
মনে মনে ভাবিতেছিলেন যে, এ বালিকা নিশ্চয়ই তাঁহার পরিগ্রহ-যো... অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছেন, তাই চারিদিক্
হইবে কেন? যাহা অসত্য, নীচ, ঘৃণিত, সুতরাং অগ্রাহ্য, তৎ... ...ম জলাশয়ের ন্যায় তপস্বিকন্যাদের অপরিজ্ঞাত হৃদয়-হ্রদে
বলিষ্ঠ, এতই জাগ্রত তাঁহার হৃদয়। তাঁহার হৃদয়োদ্যা... ...ত হইতেছে।
কুসুমিত, অন্যদিকে তেমনই চৈতন্যের স্নিগ্ধ শারদ... ...ত্ত করিতে নাই, চল, আমরাও বসি গিয়া' বলিয়া শকুন্তলাকে বাগাইয়া
মোহজ্ঞানের এই সমবেত-ভাবই মহাপুরুষের ... ...সৎকারের ভার যাহার উপর, সে কি অতিথির কথা না রাখিয়া পারে?
পারে না। এই জন্যই রাজা, আ... ...া হয়;—তাই শকুন্তলা আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। চমৎকার কবি-কৌশল!
অতর্কিত-হৃদয়ে স্বভাবসিদ্ধ কর্ত্তৃ... জনেই ছায়াশীতল তরুমূলে বসিয়াছেন বটে, কিন্তু শকুন্তলা বড়ই অস্বস্তি বোধ করিতে
মানুষ-পদ-বাচ্য, অভাবে ... ...র জীবনে আর ঘটে নাই। তিনি মনে মনে ভাবিলেন—"আমার মন এমন করে কেন? একে

রাজা।— (শকুন্তলাভিমুখো ভূত্বা।) অপি তপো বর্দ্ধতে? ॥ ৭২ ॥

শকুন্তলা।— (সাধ্বসাদবচনা তিষ্ঠতি)

অনসূয়া।— দাণিং অদিহিবিসেসলাহেণ। হলা সউন্দলে গচ্ছ উড়অং ফলমিস্সং অগ্ঘং উবহর। ইদং পাদোদঅং ভবিস্সদি। ॥ ৭৩ ॥

রাজা।— ভবতীনাং সূনৃতয়ৈব গিরা কৃতমাতিথ্যম্। ॥ ৭৪ ॥

প্রাকৃত-অনুবাদ।—ইদানীম্ অতিথি-বিশেষ-লাভেন। হলা শকুন্তলে! গচ্ছ উটজম্, ফলমিশ্রম্ অর্ঘ্যম্ উপহর। ইদং পাদোদকং ভবিষ্যতি ॥ ৭৩ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—(শকুন্তলার দিকে ফিরিয়া) তপস্যা নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতেছে ত? ॥ ৭২ ॥

(শকুন্তলা লজ্জায় মস্তক নত করিয়া রহিল)

অনসূয়া।—(শকুন্তলা কোন জবাব দিল না দেখিয়া তাড়াতাড়ি অনসূয়া কহিল) হাঁ, বিশিষ্ট অতিথির সমাগমলাভে, এতদিনে তপস্যা সুসম্পন্ন হইল—বলিতে হইবে। ওলো শকুন্তলে! শীঘ্র যা, পর্ণশালা হইতে কিছু ফল ও অর্ঘ্যপাত্র তাড়াতাড়ি নিয়ে আয়। এই কলসের জলেই পা ধোয়ার কাজ চল্‌বে। জল আর আনিস্ নে ॥ ৭৩ ॥

রাজা।—আপনারা অত ব্যস্ত হবেন না। আপনাদের মধুমাখা 'কথা দ্বারাই অতিথিসংকার সুসম্পন্ন হইয়াছে ॥ ৭৪ ॥

তাৎপর্য্য।—শকুন্তলা অকস্মাৎ ঐ মধুর গম্ভীরাকৃতি পুরুষের সহসা অভ্যাগমে লজ্জায়, সঙ্কোচে—'এতটুকু' হইয়া গেলেন বটে, দুই সখী কিন্তু তাল হারাইল না। তারা ত শকুন্তলা নয়, অপ্সরার মেয়ে নয়,—তারা ঠিকই রহিল ও অনসূয়া তৎক্ষণাৎ জবাব দিল,—"না মহাশয়, বেশী কিছুই হয় নাই, আমাদের এই সখী কেবল কোথাকার একটা অসভ্য ভ্রমরের তাড়নায় বড়ই কাতর হইয়া পড়িয়াছে"—বলিয়া অনসূয়া আঙ্গুল দিয়া 'কাতরীভূতা' কণ্বদুহিতাকে দেখাইয়া দিল। কণ্বদুহিতার কাতরতা-সংবাদে রাজাও ব্যস্ত হইলেন এবং তাড়াতাড়ি শকুন্তলার দিকে মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'কেমন? তপশ্চরণের কোনো বিঘ্ন নাই ত?' রাজার কথায় হা-বা-না,—কোন কথাই শকুন্তলা বলিতে পারিলেন না। কিন্তু ওরূপ নিরুত্তরভাবে ত অধিকক্ষণ চলিবে না; আশ্রমের সমস্ত ভারই ত তাঁহার উপর ন্যস্ত। তাঁহাকেই ত অতিথি-সংকার করিতে হইবে, এক্ষণে যাঁহার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিতেও পারিতেছেন না, মুহূর্ত্ত পরেই সেই নবাগত অতিথিকে পাদ্যার্ঘ্যের দ্বারা অভ্যর্থিত করিতে হইবে। শকুন্তলা মহা সঙ্কটে পড়িলেন।

এই বাতাস উঠিয়াছে। যে সকল তরণীর পাল নাই, তাহাদের অদৃষ্টে ঐ সুবাতাসের সুবিধা-ভোগ ঘটে না। যাহার লইয়া ঐ ঐ বাতাস তাহার পালে লাগিয়া,—নক্ষত্রগতিতে তাহাকে উড়াইয়া লইয়া যায়। অনসূয়া-প্রিয়ংবদা নড়িল না, গিয়া সখীদের কাছে ছিল, তেমনই রহিল,—শকুন্তলা-তরণীর পালে ঐ অনুকূল পবন লাগিল, সে টলিল ও ছুটিল। "তপস্যা "রক্ষার কর্ত্তা কি আমি?"—রাজার এই প্রশ্নের শকুন্তলা জবাব দিতে পারিল না, আহতার ন্যায় মাথা নীচু করিয়া রহিল আশ্রয়ে যা', তাঁকে ডাক্।" অমনই কহিল,—এমন বিশিষ্ট অতিথির যখন শুভাগমন ঘটিয়াছে, তখন কি আর বলিতে পাশা পড়িয়াছে। রাজা এমন আছে কি না? রাজার যেমন শঙ্খ-বণিকের করাতের মত প্রশ্ন, জবাবটাও ঠিক তার গিয়া হাজির হইলেন। একেবারে সশরীরে বঝিলেন যে, না,—এ বনে শুধু হরিণ নয়, বাঘও আছে। রাজাকে জবাব যে শকুন্তলার ত্রাস-চঞ্চল নয়ন, কমলাভ গণ্ডস্থল, বঁধিস্ কি? কুটীর হইতে ফল-ফুল অর্ঘ্য সাজাইয়া আন্,—অতিথিকে অধরকান্তি প্রভৃতি দেখিতেছিলেন,—অতর্কিতভাবে সেই করিল। "আশ্রমের অতিথি-সংকারের ভার তোর উপর, আর প্রিয়ংবদার আর বিস্ময়ের অবধি রহিল না। যেমন বলা—হাতের কাছে এগিয়ে দিতে পারি, কর্‌বি-কর্ম্মাবি ত তুই।" উপস্থিত? আর শকুন্তলা? তাঁহার ত. কথাই নাই, তিনি সরিয়া দাঁড়াইলেন। যাইতে দিলেন না। 'ও সব সন্দর্শন-ব্যাপারে—কবি, দুষ্যন্তকেও খুব বড় করিয়া তুলিয়াছেন। বুকতারম্। শুধু শুধু যাবার দরকার কি?'—যেমন চিত্রকলার প্রদর্শন করিয়া কবি, সেই নানা অপূর্ব্ব-চিত্র-পূর্ণ পটপাত্রে দুষ্যন্তের মহনীয় আপনার সন্তোষ নিয়েই কথা, যদি শকুন্তলার ঐ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও সুন্দর সুন্দর চিত্রের মধ্যে দুষ্যন্তের প্রতিকৃতি নীপের মূলে বেদীর উপর বসিয়া বিজরাজের ন্যায় শোভা পাইতেছে।

প্রিয়ংবদা।-- তেণ হি ইমস্সিং পচ্ছাঅসীঅলাএ সত্তবণ্ণবেদিআএ মুহুত্তঅং উপবিসিঅ পরিস্সমবিণোদং করেদু অজ্জো। ॥ ৭৫ ॥

রাজা।— নূনং যূয়মপ্যনেন কর্ম্মণা পরিশ্রান্তাঃ। ॥ ৭৬ ॥

অনসূয়া।— হলা সউন্দলে উইদং ণো পজ্জুবাসণং অদিহীণং। এত্থ উববিসম্হ।

সর্ব্বে।— (উপবিশন্তি)। ॥ ৭৭ ॥

শকুন্তলা।--(আত্মগতম) কিং ণু ক্খু ইমং পেক্খিঅ তবোবণবিরোহিণো বিআরস্স গমণীঅ ম্হি সংবুত্তা ॥ ৭৮ ॥

রাজা।— (সর্ব্বা বিলোক্য) অহো সমবয়োরূপরমণীয়ং ভবতীনাং সৌহার্দ্দম্। ॥ ৭৯ ॥

প্রিয়ংবদা -- (জনান্তিকম্) অণসূএ কো ণু ক্খু এসো মহুরগম্ভীরাকিদী চউরং পিঅং আলবন্দো পহাববন্দো বিঅ লক্খীঅই। ॥ ৮০ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—তেন হি অস্যাং প্রচ্ছায়-শীতলায়াং সপ্তপর্ণবেদিকায়াং মুহূর্ত্তকম্ উপবিশ্য পরিশ্রম-বিনোদং করোতু আর্য্যঃ॥ ৭৫ ॥

হলা শকুন্তলে! উচিতং নঃ পর্য্যুপাসম্ অতিথীনাম্। অত্র উপবিশামঃ॥ ৭৭ ॥

কিং নু খলু ইমং প্রেক্ষ্য তপোবন-বিরোধিনঃ বিকারস্য গমনীয়া অস্মি সংবৃত্তা॥ ৭৮ ॥

অনসূয়ে! কঃ নু খলু এষঃ মধুর-গম্ভীরাকৃতিঃ চতুরং প্রিয়ম্ আলপন্ প্রভাববান্ ইব লক্ষ্যতে?॥ ৮০ ॥

বঙ্গার্থ।—প্রিয়ংবদা।—বেশ; তাহা হইলে, মহাশয়! এই ছায়াশীতল সপ্তপর্ণবেদীতে কিছুক্ষণ বসিয়া শ্রান্তি দূর করুন॥ ৭৫ ॥

রাজা।—তোমরাও ত এই জলসেচন-কার্য্যের দ্বারা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছ দেখিতেছি॥ ৭৬ ॥

অনসূয়া।—ওলো শকুন্তলে! অতিথির অনুরোধ রাখা কর্ত্তব্য। আয়, আমরাও বসি (সকলের উপবেশন)॥ ৭৭ ॥

শকুন্তলা।—(আত্মগত) কেন এই অতিথিকে দেখা অবধি আমার মনে একটা কি যেন কেমন ভাব উদিত হইতেছে? এ ভাব ত তপোবনের অনুকূল নহে, বরঞ্চ ঘোর বিরুদ্ধ, এ কি?॥ ৭৮ ॥

রাজা।—(সকলকে ভাল করিয়া দেখিয়া) বাঃ! তোমাদের তিন জনেরই যেমন সমান বয়স, তেমনই সমান রূপ! তাই তোমাদের প্রণয় এত মধুর মনে হইতেছে॥ ৭৯ ॥

প্রিয়ংবদা।—(জনান্তিকে) অনসূয়ে! কে লো এই ব্যক্তি? যেমন সৌম্যমূর্ত্তি, তেমনই গম্ভীর আকৃতি! যেন কত প্রভাব-সম্পন্ন পুরুষ! কোনো পরিচয় নাই, তবুও কিন্তু সুমধুর আলাপে চিরপরিচিত বন্ধুর ন্যায় মনে লইতেছে। কে লো?॥ ৮০ ॥

মুখরা প্রিয়ংবদা আর সহিতে পারিল না। রাজা যেটুকু বাড়াবাড়ি করিয়াছিলেন, সে তার চতুর্গুণ করিল। বলিল—"এতই যদি আমরা ভালো, আহা মরি—হই,—এস, দলে মিশিয়া যাও, তা' তুমি যেই হও। আর দাঁড়াইয়া কেন?—বসিয়া পড়।" প্রিয়ংবদা অতিথিকে বসাইল। রাজা ক্রমে কলের পুতুল বনিয়া যাইতেছেন। যেমন বলা, অমনি বসিলেন, কিন্তু দুদুর্গ্রহ হৃদয়ের বেগ সংবরণ করিতে পারিলেন না, বলিয়া ফেলিলেন,—'তোমরাও ত এই জল-ঢালা-ঢালিতে বিলক্ষণ পরিশ্রান্ত হইয়াছ।' অর্থাৎ—তোমাদেরও বসিলে হইত না? তোমরাও বোসো, এতটা বলিতে সাহসী হইলেন না। রাজা যদি প্রিয়ংবদার ন্যায় অনুচ্ছল-হৃদয় হইতেন, তবে হয় ত অবাধে বলিতে পারিতেন—শুধু আমি বসিব কেন? তোমরাও বোসো। কিন্তু তিনি অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছেন, তাই চারিদিক্ সামলাইয়া কথা কহিতে হইতেছে। অপরিজ্ঞাত গভীর জলাশয়ের ন্যায় তপস্বিকন্যাদের অপরিজ্ঞাত হৃদয়-হ্রদে তাঁহাকে অতি ধীরে ধীরে, সতর্কচরণে অবতরণ করিতে হইতেছে।

সরলহৃদয়া প্রিয়ংবদা—'অতিথির কথা অমান্য করিতে নাই, চল, আমরাও বসি গিয়া' বলিয়া শকুন্তলাকে বাগাইয়া লইয়া ঐ একই বেদীতে বসিল। অতিথিসৎকারের ভার যাহার উপর, সে কি অতিথির কথা না রাখিয়া পারে? তা হ'লে যে আশ্রমের ধর্ম্মকর্ম্ম মাটী হয়;—তাই শকুন্তলা আর বিরুক্তি করিলেন না। চমৎকার কবি-কৌশল!

অতিথির সহিত তিন জনেই ছায়াশীতল তরুমূলে বসিয়াছেন বটে, কিন্তু শকুন্তলা বড়ই অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। এমনটা তাঁর জীবনে আর ঘটে নাই। তিনি মনে মনে ভাবিলেন—"আমার মন এমন করে কেন? একে

অনসূয়া।—(সহি মম বি অত্থি কোদূহলং। পুচ্ছিস্সং দাব ণং। (প্রকাশম্) অজ্জস্স মহুরালাবজণিদো বীসম্ভো মং মন্তাবেই কদমো অজ্জেণ রাএসিবংসো অলঙ্করীঅই কদমো বা বিরহপজ্জুস্সুঅজণো কিদো দেসো কিং নিমিত্তং বা সুউমারদরো বি তবোবণপরিস্সমস্স অত্তা পদং উবণীদো।) ॥ ৮১ ॥

শকুন্তলা।—(আত্মগতম্) হিঅঅ মা উত্তম্ম এসা তুএ চিন্তিদাই অণসূআ মন্তেই। ॥ ৮২ ॥

রাজা।— (আত্মগতম্) কথমিদানীমাত্মানং নিবেদয়ামি কথং বা আত্মাপহারং করোমি। ভবতু, এবং তাবদেনাং বক্ষ্যে। (প্রকাশম্) ভবতি যঃ পৌরবেণ রাজ্ঞা ধর্ম্মাধিকারে নিযুক্তঃ সোঽহমবিঘ্নক্রিয়োপলম্ভায় ধর্ম্মারণ্যমিদমায়াতঃ। ॥ ৮৩ ॥

অনসূয়া।— সণাহা দাণিং ধম্মআরিণো। ॥ ৮৪ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—সখি! মম অপি অস্তি কৌতূহলম্। প্রক্ষ্যামি তাবৎ এনম্। আর্য্যস্য মধুরালাপ-জনিতবিস্রম্ভঃ মাং মন্ত্রয়তে, কতমঃ আর্য্যেণ রাজর্ষি-বংশঃ অলঙ্ক্রিয়তে? কতমঃ বা বিরহপর্য্যুৎসুক-জনঃ কৃতঃ দেশঃ, কিং নিমিত্তং বা সুকুমারতরঃ অপি তপোবন-পরিশ্রমস্য আত্মা পদম্ উপনীতঃ॥ ৮১ ॥

হৃদয়! মা উত্তাম্য। এষা ত্বয়া চিন্তিতানি অনসূয়া মন্ত্রয়তে॥ ৮২ ॥

স-নাথাঃ ইদানীং ধর্ম্মচারিণঃ॥ ৮৪ ॥

বঙ্গার্থ।—অনসূয়া।—সখি! আমারও জানতে খুব ইচ্ছা হচ্ছে। ভালো—জিজ্ঞাসাই করি না?—(প্রকাশ্যে) মহাশয়! আপনার সুমধুর কথাবার্ত্তায় কেমন একটা অসঙ্কোচের ভাব আমাদের জন্মিয়াছে, তাই দু'একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি। কোন্ রাজর্ষি-বংশের আপনি অলঙ্কার? কোন্ দেশের অধিবাসীদিগকেই বা বিরহ-সাগরে ডুবাইয়া আপনি চলিয়া আসিয়াছেন এবং কি জন্যই বা আপনি এরূপ সুকুমার হইয়াও এই কষ্টকর তপোবন-পর্য্যটনের পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন? ॥ ৮১ ॥

শকুন্তলা।—(আত্মগত) হৃদয়! অত উতলা হইও না। তুমি যাহা জানিবার জন্য আকুল হইয়াছ, অনসূয়া তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছে॥ ৮২ ॥

রাজা।—(আত্মগত) এখন কি করিয়া আত্ম-পরিচয় দি, আবার কি করিয়াই বা আত্মগোপন করি? আচ্ছা, একটু ঘুরিয়েই বলা যাক্ না। (প্রকাশ্যে) ভদ্রে! পুরুবংশীয় রাজা কর্ত্তৃক আমি বিচারকার্য্যে নিযুক্ত আছি। তপোবনের কাজকর্ম্ম নিরাপদে সুসম্পন্ন হইতেছে কি না, জানিবার নিমিত্ত এই আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছি॥ ৮৩ ॥

অনসূয়া।—তবে দেখিতেছি, তপস্বীরা এত দিনে স-নাথ হইল। অর্থাৎ তাহারা নিরাশ্রয় নয়, আপনার ন্যায় মহাপুরুষ যখন তাহাদের আশ্রয়, তখন সে পরম সৌভাগ্যের কথা॥ ৮৪ ॥

দেখে' এমন ঠেকিতেছে কেন? এ আবার কি বিপদ্! এ ভাবের নাম কি? এ'টা ত তপোবনের অনুকূল ভাব নয়, বরঞ্চ ঘোর বিরোধী। কেন এমন হইল? এ কি?"—জন্মাবধিই শকুন্তলা আশ্রমবাসিনী। তরু-লতা, ফুল-ফল, পত্র-পল্লব, ময়ূর-হরিণ—এই সমুদয়ই তিনি জানেন, ইহাদিগকেই তিনি চেনেন,—ইহাদের সঙ্গেই ওঠেন বসেন, খেলা করেন, আর যখন শ্রান্তি হয়, তখন দয়াময় পিতা কণ্বের কোলে মাথা রাখিয়া সুখে নিদ্রা যান। অন্তকার এ তারে ত তিনি কখনও বসেন নাই, বসিতে জানেনও নাই। এ ভাবে এই তাঁহার নূতন উপবেশন। এই সপ্তপর্ণবেদিকার মূলে, এই অনসূয়া-প্রিয়ংবদার সহিত এমনই গ্রীষ্মের মধুর অপরাহ্নে শকুন্তলা আরও কতবার বসিয়াছেন, উঠিয়াছেন, কিন্তু কৈ? আর কখনো ত তাঁহার মন এমন করে নাই? আজ তাঁহার মনের যে অবস্থা, তাহার কি নাম, কি বলিয়া তাহার পরিচয় দিতে হয়, তাহা পর্য্যন্ত তিনি জানেন না। তিনি শুধু জানিয়াছেন যে, তপোবনে যাহারা বাস করে, এ অবস্থা তাহাদের ঘোর বিরোধী। এখন পর্য্যন্ত অনসূয়া-প্রিয়ংবদা কিছুই জানিতে পারে নাই। শকুন্তলার হৃদয়াকাশে, এই ভাবে,—একটা নূতন গ্রহের,—অদৃষ্টপূর্ব্ব পরম জ্যোতিষ্মান্ গ্রহের ছায়াপাত হইল। কাহারও ভাগ্যে এই গ্রহ ধ্বংসকারী ধূমকেতুর বা কক্ষভ্রষ্ট উল্কার আকার ধারণ করে, কাহাকেও আবার, শরদিন্দুকান্তি

শকুন্তলা — (শৃঙ্গারলজ্জাং রূপয়তি)। ॥ ৮৫ ॥

সখ্যৌ।— (উভয়োরাকারং বিদিত্বা, জনান্তিকম্) হলা সউন্দলে জই এত্থ অজ্জ তাদো সন্নিহিদো ভবে ॥ ৮৬ ॥

শকুন্তলা।— তদো কিং ভবে। ॥ ৮৭ ॥

সখ্যৌ।— ইমং জীবিদসব্বস্সেণ বি আদীহিবিসেসহ কদত্থং করিস্সদি। ॥ ৮৮ ॥

শকুন্তলা।— তুম্হে অবেধ। কিং বি হিঅএ করিঅ মন্তেধ। ণ বো বঅণংসুণিস্সং ॥ ৮৯ ॥

রাজা।— বয়মপি তাবদ্ভবত্যোঃ সখীগতং পৃচ্ছামঃ। ॥ ৯০ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—হলা শকুন্তলে! যদি অত্র অদ্য তাতঃ সন্নিহিতঃ ভবেৎ? ॥ ৮৬ ॥

ততঃ কিং ভবেৎ? ॥ ৮৭ ॥

ইমং জীবিত-সর্ব্বস্বেন অপি অতিথিবিশেষং কৃতার্থ করিষ্যতি ॥ ৮৮ ॥

যুবাম্ অপেতম্। কিম্ অপি হৃদয়ে কৃত্বা মন্ত্রয়েথে। ন যুবয়োঃ বচনং শ্রোষ্যামি ॥ ৮৯ ॥

বঙ্গার্থ।—(অনসূয়ার 'স-নাথ' অর্থাৎ "নাথযুক্ত" এই উক্তিতে শকুন্তলা স্বহৃদয়ের প্রেমাভিব্যক্তি চাপিতে পারিল না, লজ্জায় যেন আড়ষ্ট হইয়া পড়িল) ॥ ৮৫ ॥

(রাজারও আকার-প্রকারে কিঞ্চিৎ ভাবান্তর ঘটিল। শকুন্তলা এবং রাজার এই চিত্তচাঞ্চল্য দর্শনে—দুই সখীই জনান্তিকে কহিল)—

সখীদ্বয়।—ওলো শকুন্তলে! যদি আজ এখানে পিতা উপস্থিত থাকিতেন? ॥ ৮৬ ॥

শকুন্তলা।—থাক্‌তেনই যদি, কি হ'তো? ॥ ৮৭ ॥

সখীদ্বয়।—কি হ'তো?—শুন্‌বি?—তা হ'লে আজ তাঁর জীবন-সর্ব্বস্বকে দিয়াও এই অতিথিপ্রবরকে পরিতৃপ্ত করিতেন—জানিস্? ॥ ৮৮ ॥

শকুন্তলা।—দূর হ তোরা! মনে মনে কি যেন একটা মত্‌লব্ এঁটে কথা কচ্ছিস্! তোদের কথা আমি শুন্‌তে চাই না ॥ ৮৯ ॥

রাজা।—আমিও তোমাদের সখীর সম্বন্ধে দু'একটা কথা জান্‌তে চাই ॥ ৯০ ॥

পরিগ্রহপূর্ব্বক, ইহলোকেই স্বর্গের ছবি দেখায়। আজ ঐ বিরুদ্ধ অথচ স্পৃহণীয় ভাবের সহিত শকুন্তলার মনে বড়ই ঔৎসুক্য জন্মিল, ঐ নূতন লোকটির পরিচয় জানিতে। তবে সে ঔৎসুক্য তিনি মনে মনেই চাপিয়া গেলেন। অর্থাৎ কণ্বদুহিতা আর কাহারও কাছে না হউক, নিজের কাছে ধরা পড়িলেন।

এইরূপে,—উৎকণ্ঠার সূচী-শয্যায় পড়িয়া শকুন্তলা যখন নীরবে ছট্‌ফট্ করিতেছেন, তখন সমবেদনাময়ী প্রিয়ংবদা তাঁহার অঙ্গে শীতল করসঞ্চালন করিল, অতিথির পরিচয় জানিতে চাহিল। শকুন্তলাও স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িলেন। হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

অতিথির যা হোক্ একটা পরিচয় পাইয়া অনসূয়া যখন কহিল—'ভবাদৃশ ব্যক্তির সমাগমে আশ্রমবাসীরা আজ স-নাথ হইল,—তখন ঐ স-না-থ শব্দে শকুন্তলার মুখ লাল হইয়া উঠিল। এ দিকে দর্শন-পটু রাজাও অধিকতর আগ্রহের সহিত সেই লজ্জানম্রমুখী ও আরক্ত-গণ্ডস্থলী কণ্বদুহিতার দিকে বার বার চাহিতে লাগিলেন। রাজাকে দর্শন করা অবধি শকুন্তলার (কালিদাসের ভাষাতেই বলি) 'অবিদিত-সংসারবৃত্তান্ত' নির্ম্মল হৃদয়ে যে পূর্ব্বরাগের উদয় হইয়াছিল, যে পূর্ব্বরাগের সম্মোহনী প্রভায় প্রভাবিত হইয়া, শকুন্তলা জানিয়া-শুনিয়াও, অবশ-চিত্তে 'তপোবন-বিরোধী' ভাবের অনুবর্ত্তন করিয়াছিলেন, যে পূর্ব্বরাগের প্ররোচনায় প্রলুব্ধ হইয়া তাঁহার কোমলহৃদয় অতিথির পরিচয় জানিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল, এতক্ষণে, হৃদয়কন্দর-গুপ্ত সেই পূর্ব্বরাগ লজ্জাভূষণে বিভূষিত হইয়া, শকুন্তলার অমল কপোল-মুকুরে প্রতিবিম্বিত হইল। উদয়োন্মুখ অরুণের ন্যায়, দেখিতে দেখিতে, শকুন্তলার অজ্ঞাতসারে, তদীয় হৃদয়াকাশে প্রণয়রবি স্বমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। কর্ম্মকুশল ভ্রমর যে শুভকার্য্যের 'ঘটকালি' করিয়াছিল,—এতক্ষণে তাহার 'পাকাদেখা' বা 'আশীর্ব্বাদ' সুসম্পন্ন হইল।

সখীদ্বয়ও অনেকটা বুঝিল ও শকুন্তলাকে লইয়া বেশ খেলাইতে লাগিল। শকুন্তলা প্রাণপণে যতই ভালো মানুষ সাজিতে প্রয়াস পাইলেন, তাঁহার হৃদয়ের গুপ্তভাব ততই ব্যক্ত হইতে লাগিল। প্রিয়ংবদার জেরায় তিনি যতই এড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন,—ততই যেন বেশী জড়াইয়া পড়িতেছেন। রাজা ও শকুন্তলা—উভয়ের অবস্থাটা কতক বুঝিয়া সখীদ্বয়

সখ্যৌ। অজ্জ অণুগ্গহো এব্ব ইঅং অব্ভত্থণা। ॥ ৯১ ॥

রাজা।— ভগবান্ কাশ্যপঃ শাশ্বতে ব্রহ্মণি স্থিত ইতি প্রকাশঃ। ইয়ং চ বঃ সখী তদাত্মজেতি কথমেতৎ ॥ ৯২ ॥

অনসূয়া।— সুণাদু অজ্জো। অত্থি কো বি কোসিও ত্তি গোত্তণামহেও মহাপ্পহাবো রাএসী ॥ ৯৩ ॥

রাজা।— অস্তি, শ্রূয়তে। ॥ ৯৪ ॥

অনসূয়া।—তং ণো পিঅসহীএ পহবং অবগচ্ছ। উজ্ঝিআএ সরীরসংবড্ঢণাদিহিং তাদকস্সবো সে পিদা ॥ ৯৫ ॥

রাজা।— উজ্ঝিতশব্দেন জনিতং মে কৌতূহলম্। আ মূলাৎ শ্রোতুমিচ্ছামি। ॥ ৯৬ ॥

অনসূয়া।— সুণাদু অজ্জো। পুরা কিল অস্স রাএসিণো উগ্গে তবসি বট্টমাণস্স কিংবি জাদসঙ্কেহিং দেবেহিং মেণআ ণাম অচ্ছরা পেসিদা ণিঅমবিগ্ঘকারিণী। ॥ ৯৭ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—সখীদ্বয়।—আর্য্য! অনুগ্রহঃ এব ইয়ম্ অভ্যর্থনা ॥ ৯১ ॥

শৃণোতু আর্য্যঃ। অস্তি কঃ অপি কৌশিকঃ ইতি গোত্র-নামধেয়ঃ মহাপ্রভাবঃ রাজর্ষিঃ ॥ ৯৩ ॥

তম্ আবয়োঃ প্রিয়সখ্যাঃ প্রভবম্ অবগচ্ছ। উজ্ঝিতায়াঃ শরীর-সংবর্দ্ধনাদিভিঃ তাত-কাশ্যপঃ অস্যাঃ পিতা ॥৯৫॥

শৃণোতু আর্য্যঃ। পুরা কিল তস্য রাজর্ষেঃ উগ্রে তপসি বর্ত্তমানস্য কিম্ অপি জাত-শঙ্কৈঃ দেবৈঃ মেনকা নাম অপ্সরাঃ প্রেষিতা নিয়ম-বিঘ্ন-কারিণী ॥ ৯৭ ॥

বঙ্গার্থ।—সখীদ্বয়।—মহাশয়! আপনার এই অভিলাষ আমাদের পক্ষে বিশেষ অনুগ্রহ-স্বরূপ অর্থাৎ শকুন্তলা সম্বন্ধে আপনি যে,কিছু জিজ্ঞাসা করিতে চাহিতেছেন,উহা আমাদের পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া মনে করি ॥৯১॥

রাজা।—শুনিয়াছি,—ভগবান্ কাশ্যপ আজন্ম ব্রহ্মচারী, ধর্ম্মানুষ্ঠানে ও ব্রহ্মচিন্তায় নিরন্তর রত; দারপরিগ্রহ করেন নাই; অথচ তোমাদের এই সখী তাঁহার দুহিতা, ইহা কি করিয়া সম্ভবপর?—বুঝিলাম না ॥ ৯২ ॥

অনসূয়া।—শুনুন্ মহাশয়! রাজা কুশিকের পুত্র বলিয়া কৌশিক—এই কুল-নামে প্রসিদ্ধ এক অতি মহাপ্রভাবশালী রাজর্ষির নাম হয় ত আপনি শুনিয়া থাকিবেন ॥ ৯৩ ॥

রাজা।—হাঁ, আছেন,—শুনিয়াছি ॥ ৯৪ ॥

অনসূয়া।—তিনিই আমাদের প্রিয়সখী শকুন্তলার উৎপত্তি-স্থল,—জনক। পরে নির্জ্জন-বন-মধ্যে সখী পরিত্যক্তা হন,—শেষে ইঁহার লালন-পালনের দ্বারা, পিতা কণ্ব সখীর পিতা বলিয়া পরিচিত ॥ ৯৫ ॥

রাজা।—'পরিত্যক্তা'—এই শব্দে আমার বড়ই কৌতূহল জন্মিতেছে। কিছুই ত পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারিতেছি না। ব্যাপারটা আদ্যন্ত শুনিবার ইচ্ছা হইতেছে ॥ ৯৬ ॥

অনসূয়া।—তবে শুনুন্। ঐ পূর্ব্বোক্ত রাজর্ষি বিশ্বামিত্র এক সময়ে অতি কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। তদীয় তপস্যায় স্বর্গের দেবতারা অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া উঠেন এবং তাঁহার তপস্যাভঙ্গের উদ্দেশ্যে মায়াবতী মেনকা-নাম্নী এক অপ্সরাকে প্রেরণ করেন ॥ ৯৭ ॥

যখন গোপনে শকুন্তলাকে কহিল—"সখি! আজ যদি তাত কণ্ব আশ্রমে উপস্থিত থাকিতেন—?" "থাকিলে কি হইত?"—বলিয়া, তখন কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বেই শকুন্তলা বাধা দিলেন, সখীদের বাক্য সমাপ্ত করিতে দিলেন না। কিন্তু অনসূয়া-প্রিয়ংবদাও ছাড়িবার পাত্র নয়, ঐ অসমাপ্ত বাক্য এবার সমাপ্ত করিল, কহিল,—"—থাকিলে তাঁহার জীবনেরও যে অধিক, তাহাকে দিয়া এই অতিথির সংকার করিতেন।" শকুন্তলা বুঝিলেন যে, ধরা পড়িয়াছেন, আর সামলাইবার চেষ্টা বৃথা,—কহিলেন, "আমি তোদের কোন কথায় থাকিতে চাই না।" চতুর-চূড়ামণি রাজা স—ব দেখিতে লাগিলেন ও ক্রমেই অগ্রসর হইয়া চলিলেন। শকুন্তলা মহাসঙ্কটে পড়িয়াছেন। হৃদয়ের গুপ্ততম কক্ষে যে কথাটা তিনি লুকাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন,—বুঝি আর তাহা লুকানো থাকে না, এই বুঝি প্রকাশ হইয়া পড়ে, ভাবিয়া লজ্জানম্রমুখী মহা মুস্কিলে পড়িলেন। এমনই সময়ে অতিথি আর এক ধাপ উঠিলেন,—'তোমাদের সখীর সম্বন্ধে দু'একটা কথা জানিতে চাই'—বলিয়া সখীদিগকে একটু অনুরোধের ভাব জানাইলেন। তাহারাও বদ্ধতার বীণার মত তৎক্ষণাৎ প্রতিধ্বনি করিল,—কহিল, 'সে ত মস্ত অনুগ্রহের কথা, বলুন, কি জানিতে চান্?' শকুন্তলার বিপদ্ আরও ঘনীভূত হইয়া আসিল।—গ্রীষ্মের দিবাবসানে—শান্ত তপোবনের শ্যামল বক্ষে, স্নিগ্ধ সপ্তপর্ণবেদিকার মূলে বসাইয়া, কবি, এই ভাবে ধীরে ধীরে শকুন্তলার রহস্যসুধাপূর্ণ অক্ষয় ভাণ্ডারের দ্বার খুলিয়া সামাজিকদিগকে দেখাইতে লাগিলেন ॥ ৭১—৯১ ॥

রাজা।— অস্ত্যেতদন্যসমাধিভীরুত্বং দেবানাম্। ॥ ৯৮ ॥

অনসূয়া।— তদো বসন্দোদাবসমএ সে উম্মাদইত্তঅং রূবং পেক্‌খিঅ (অর্দ্ধোক্তে লজ্জয়া বিরমতি) ॥ ৯৯ ॥

রাজা।— পরস্তাদগম্যত এব। সর্ব্বথা অপ্সরঃসম্ভবৈষা। ॥ ১০০ ॥

অনসূয়া।— অহইং। ॥ ১০১ ॥

রাজা।— উপপদ্যতে।— মানুষীষু কথং বা স্যাদস্য রূপস্য সম্ভবঃ।
ন প্রভাতরলং জ্যোতিরুদেতি বসুধাতলাৎ ॥ ॥ ১০২ ॥

শকুন্তলা।—(অধোমুখী তিষ্ঠতি)। ॥ ১০২-ক ॥

রাজা।—(আত্মগতম্) লব্ধাবকাশো মে মনোরথঃ। কিন্তু সখ্যা পরিহাসোদাহৃতাং বরপ্রার্থনাং
শ্রুত্বা ধৃতদ্বৈধীভাবকাতরং মে মনঃ। ॥ ১০৩ ॥

[illegible]।—ততঃ বসন্তোদারসময়ে অস্যাঃ উন্মাদয়িতৃ [illegible] প্রেক্ষ্য—॥ ৯৯ ॥

অথ কিম্? [illegible] ॥

[illegible]।—তা হবে। অন্যের তপস্যায় দেবতাদের [illegible] জন্মে বটে। পাছে, তপঃপ্রভাবে কোনো বর [illegible], ঐ তপস্বী স্বর্গরাজ্য অধিকার করিয়া বসেন, এই শঙ্কায়, অপরের কঠোর তপস্যা দেববৃন্দের [illegible] ॥ ৯৮ ।

[illegible]।—তার পর, এবে মনোহর বসন্তকাল, তাতে আবার [illegible] ঐ হৃদয়োন্মাদক রূপ, বিশ্বামিত্রের—ক্রমে,— [illegible] বলিতে না পারিয়া লজ্জায় থামিয়া [illegible] ॥

রাজা।—[illegible] টুকু আর বলতে হবে না। বুঝতে পেরেছি। [illegible] বল, উনি নিশ্চয়ই অপ্সরার গর্ভসম্ভবা ॥ ১০০ ॥

অনসূয়া।—ঠিক, তাই বটে ॥ ১০১ ॥

রাজা।—এইবার ঠিক বুঝতে পাচ্ছি। তাহা না হইলে কি মানবীতে এইপ্রকার অলৌকিক রূপ-লাবণ্যের উৎপত্তি সম্ভবপর? মাটীর পৃথিবী হইতে কখনও কি জ্যোতির্ম্ময়ী বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতে পারে? কখনই নয় ॥ ১০২ ॥

(শকুন্তলা লজ্জায় অধোমুখী হইয়া রহিলেন) ॥ ১০২-ক ॥

রাজা।—(আত্মগত) তবে আমার অভিলাষপূরণের সুযোগ আছে দেখিতেছি। কিন্তু সখীরা পরিহাসপূর্ব্বক অনুরূপ বরলাভের কথা বলায় মনে বড়ই একটা খট্‌কা লাগিতেছে। মহর্ষি কণ্ব কি কোন পাত্রে ইহাকে বাগদান করিয়াছেন? কিংবা শকুন্তলা নিজেই কাহাকে মনে মনে বরণ করিয়াছে?—এই উভয়বিধ সংশয়ে চিত্ত বড়ই আকুল হইতেছে। তাই যদি হয়, তবে ত সকল আশাতেই ছাই! ॥ ১০৩ ॥

[illegible]।—সরলা অনসূয়ার মুখে রাজা শকুন্তলার জন্মবৃত্তান্তের প্রকৃততত্ত্ব কান পাতিয়া শুনিলেন। স্বর্গের [illegible] অন্যতম শিরোমণি মেনকা তাঁহার মাতা,—এই কথা শুনিয়া রাজার সন্দেহ দূর হইল। কেন না, তিনি [illegible] করিয়াছিলেন যে, কৃচ্ছ্রতপা আশ্রমবাসিনীর গর্ভসম্ভূতার এত রূপ কদাচ সম্ভবিতে পারে না; এবং [illegible] ভালো করিয়া জানিবার বাসনায় তিনি অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন। অথচ যুবতী ললনার সম্বন্ধে [illegible] করেনই বা কি প্রকারে—কিন্তু সরলহৃদয়া অনসূয়া অকপটভাবে সমস্ত বলিয়া দিল। ঋষিকন্যা সে, [illegible] অতিথির ন্যায়, রাজাও একজন অতিথিমাত্র। সর্ব্বদেবময় অতিথিকে [illegible] পক্ষে থাকিতে পারে না, নাইও। তাই সে অসঙ্কোচে সমস্ত বলিয়া দিল। রাজার [illegible]। তিনি শতমুখে শকুন্তলার সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। শকুন্তলা লজ্জায় আরও [illegible]ন। যেন মাটীর সাথে মিশিয়া যাইতে পারিলেই বাঁচেন। সংসারে—প্রিয়কৃত প্রশংসা অবলা-হৃদয়ের একান্ত [illegible] আকর্ষণীরূপিণী। শকুন্তলা এতদিনে বুঝিলেন যে, বিধাতা তাঁহাকে কত রূপ দিয়া গঠন করিয়াছেন। [illegible]হার দেহলতিকার 'প্রভাতরলজ্যোতিঃ' যথার্থই বসুধাতলে অসম্ভব, তিনি অদ্বিতীয় সৌন্দর্য্যের আধার। [illegible] জন্মবৃত্তান্ত অবগত হইয়া রাজা কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। তাঁহার হৃদয়ে এতক্ষণ যে [illegible]রোবস্থায় ছিল, এক্ষণে তাহা পল্লবিত হইল। তিনি বুঝিলেন যে, শকুন্তলা তাপস-কুমারী নহেন, তিনি

প্রিয়ংবদা।—(সস্মিতম্ শকুন্তলাং বিলোক্য নায়কাভিমুখী ভূত্বা) পুণো বি বত্তুকামো বিঅ অজ্জো ॥ ১০৪ ॥

শকুন্তলা।—(সখীমঙ্গুল্যা তর্জ্জয়তি)। ॥ ১০৫ ॥

রাজা।— সম্যগুপলক্ষিতং ভবত্যা। অস্তি নঃ সচ্চরিতশ্রবণলোভাদন্যদপি প্রষ্টব্যম্। ॥ ১০৬ ॥

অনসূয়া।— অলং বিআরিঅ, অণিঅন্তণাণুজোও তবস্সিঅণো ণাম। ॥ ১০৭ ॥

রাজা।— ইতি সখীং তে জ্ঞাতুমিচ্ছামি

বৈখানসং কিমনয়া ব্রতমা প্রদানাদ্ ব্যাপাররোধি মদনস্য নিষেবিতব্যম্।

অত্যন্তমেব সদৃশেক্ষণবল্লভাভির্ আহো নিবৎস্যতি সমং হরিণাঙ্গনাভিঃ ॥ ॥ ১০৮ ॥

প্রিয়ংবদা।— অজ্জ ধম্মচরণে বি পরবসো অঅং জণো। গুরুণো উণ সে অণুরূববরপদাণে সংকপ্পো ॥ ১০৯ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—পুনঃ অপি বক্তুকামঃ ইব আর্য্যঃ ॥ ১০৪ ॥

অলং বিচার্য্য। অনিয়ন্ত্রণানুযোগঃ তপস্বি-জনঃ নাম ॥ ১০৭

আর্য্য!—ধর্ম্মচরণে অপি পরবশঃ অয়ং জনঃ। গুরোঃ পুনরস্যাঃ অনুরূপ-বর-প্রদানে সঙ্কল্পঃ ॥ ১০৯ ॥

বঙ্গার্থ।—প্রিয়ংবদা।—(লজ্জাকরুণমুখী শকুন্তলার দিকে চাহিয়া সহাস্যে নায়কের দিকে মুখ ফিরাইয়া) আরও কি যেন মহাশয় জিজ্ঞাসা করিছিলেন? ॥ ১০৪ ॥

(শকুন্তলা তর্জ্জনী-কম্পনের দ্বারা প্রিয়ংবদাকে শাসাইতে লাগিলেন) ॥ ১০৫ ॥

রাজা।—তুমি ঠিক ধরিয়াছ। তোমাদের পবিত্র চরিত্রের বৃত্তান্ত জানিবার জন্য একটা দুরন্ত আকাঙ্ক্ষা ত আছেই, তা ছাড়া আরও একটা বিষয় জিজ্ঞাসার ছিল ॥ ১০৬ ॥

অনসূয়া।—তা'র জন্য অত সঙ্কোচ কেন? তপস্বীদের ত গোপন করিবার কিছুই নাই, আপনি অবিচারিতহৃদয়ে, যাহা ইচ্ছা, জিজ্ঞাসা করিতে পারেন ॥ ১০৭ ॥

রাজা।—জানতে চাই—তোমাদের এই সখী শকুন্তলা কি—যতদিন বিবাহ না হইতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত তাপসব্রত অবলম্বন করিয়াই কাটাইবেন,—কন্দর্প-রাজ্যের ত্রিসীমাও মাড়াইবেন না, অথবা যাবজ্জীবন ব্রহ্মচারিণী সাজিয়া হরিণীগণের সহবাসেই কালযাপন করিবেন? উহার চোখের মত তাদের চোখ, তাই শকুন্তলা বোধ হয়, উহাদিগকে অত ভালবাসেন, সুতরাং সারাজীবন উহাদের সঙ্গে কাটাইবার বাসনা হওয়াও অসম্ভব নহে ॥ ১০৮ ॥

প্রিয়ংবদা।—মহাশয়! বিবাহ-টিবাহ ত পরের কথা, আমরা একে নারী, তাতে আবার তাপস-কন্যা, সাধারণ একটু কার্য্যেও—এমন কি, ধর্ম্মাচরণেও আমাদের স্বাধীনতা নাই। সুতরাং—কি-হইবে-না-হইবে, তাহা আমরা বলিতে পারি না। তবে এইটুকু জানি যে,—অনুরূপ পাত্রে শকুন্তলাকে সম্প্রদান করিবার বাসনা তাত কণ্বের আছে। যতদিন তাহা না জুটিবে, ততদিন ইহার বিবাহ দিবেন না ॥ ১০৯ ॥

অপ্সরার কন্যা, সুতরাং ক্ষত্রিয়-নরপতির বিবাহযোগ্যা। রাজার মৌনাবলম্বনে শকুন্তলা শ্বাস ছাড়িবার [illegible] তাঁহার মুখের উপর, সখীদের সমক্ষে, তাঁহারই প্রিয়তম, তদীয় অলৌকিক রূপলাবণ্যের গুণ-গান করি[illegible] তিনি যেন লজ্জায় মরিয়া ছিলেন, এক্ষণে তাঁহার স্বস্তি হইল। চতুর প্রিয়ংবদা শকুন্তলার এই অসহায়[illegible] পারিল এবং তখনই সস্মিতবদনে একবার স্মিতপূর্ব্বভাষিণী শকুন্তলার প্রতি কটাক্ষ করিয়া রাজার [illegible] কহিল,—'মহাশয়! আপনি যেন আরও কিছু বলিতে চান—মনে হইতেছে।'

শকুন্তলা এবার প্রমাদ গণিলেন। আবার কি কথা? রাজা হয় ত আবার সেই রূপ[illegible] সেই বিভ্রান্ত সঙ্গীতের পুনরালাপ করিবেন,—ভাবিয়া শকুন্তলার অতিশয় সঙ্কোচ বোধ হ[illegible] অগোচরে তর্জ্জনী কাঁপাইয়া প্রিয়ংবদাকে শাসাইতে লাগিলেন। শকুন্তলার হৃদয়নিহিত [illegible] আত্মপ্রকাশ করিল। তিনি প্রথমে 'তপোবন-বিরুদ্ধ' বলিয়া যে ভাবের প্রতি ঔদাসীন্য প্র[illegible] আবার যে ভাব, তাঁহার অজ্ঞাত-সারে তাঁহারই কপোলপত্র রক্তাভ করিয়া তুলিয়াছিল, [illegible] সেই প্রথম বিক্রিয়া, পূর্ব্বাপেক্ষা পরিপুষ্টাকারে, শকুন্তলার তর্জ্জনী আশ্রয় করিয়া আত্মপ্রকাশ [illegible] বপন ও অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়াছিল, এতক্ষণে ক্রমে সেই ভাব তরুর আকার ধারণ করিল। অচিরে[illegible]

রাজা।— (আত্মগতম্) ন খলু দুরবাপেয়ং প্রার্থনা—

ভব হৃদয় সাভিলাষং সম্প্রতি সন্দেহনির্ণয়ো জাতঃ।

আশঙ্কসে যদগ্নিং তদিদং স্পর্শক্ষমং রত্নম্ ॥ ॥ ১১০ ॥

শকুন্তলা।— (সরোষম্) অণসূএ গমিস্সং অহং। ॥ ১১১ ॥

অনসূয়া।— কিং নিমিত্তং? ॥ ১১২ ॥

ইমং অসংবদ্ধপ্পলাবিণিং পিঅংবদং অজ্জাএ গোদমীএ ণিবেদইস্সং ॥ ১১৩ ॥

সহি ণ জুত্তং অকিদসক্কারং অদিহিবিসেসং বিসজ্জিঅ সচ্ছন্দদো গমণম্ ॥ ১১৪ ॥

শকুন্তলা (ন কিঞ্চিদুক্ত্বা প্রস্থিতৈব)। ॥ ১১৫ ॥

প্রাকৃতাংশানুবাদ।—অনসূয়ে! গমিষ্যামি অহম্ ॥১১০॥ কিং নিমিত্তম্? ॥ ১১১ ॥ ইমাম্ অসম্বদ্ধ-প্রলাপিনীং প্রিয়ংবদাম্ আর্য্যায়ৈ গোতম্যৈ নিবেদয়িষ্যামি ॥ ১১২ ॥ সখি! ন যুক্তম্—অতিথি-সৎকারম্ অতিথি-বিশেষং [illegible] স্বচ্ছন্দতঃ গমনম্ ॥ ১১৩ ॥

ভাবার্থ। রাজা।—(মনে মনে) তবে ত দেখিতেছি—আমার এ প্রার্থনা,—শকুন্তলা-লাভের আশা নিতান্ত দুর্লভ নহে। যেরূপ যেরূপ শুনিলাম, তাহাতে—পুরিলেও পুরিতে পারে। সুতরাং তোমাকে বলি—হৃদয়! কর,—শকুন্তলার অভিলাষ কর, এতক্ষণ ত প্রাণ ভরিয়া শুধু [illegible]টুকুও, শকুন্তলাকে পাইবার আকাঙ্ক্ষাটুকুও করিতে পারিতেছিলে না, তোমার যে শুধু ঐ আশাতেও [illegible] তৎক্ষণে সকল সংশয় মিটিয়া গেল,—শকুন্তলা [illegible] সুলভ না হইলেও নিতান্ত দুর্লভ নয়। তুমি যাহাকে [illegible] ন বলিয়া মনে করিতেছিলে, ঋষি-দুহিতা, ক্ষত্রিয় আমি, আমার স্পর্শেরও অযোগ্যা বলিয়া—শিহরিতেছিলে, ও আগুনে হাত দিলে, পতঙ্গের মত পুড়িয়া মরা নিশ্চিত—ভাবিয়া আতঙ্কিত হইতেছিলে, উহা আদৌ অগ্নি নহে, পরন্তু উহা অতি সুশীতল ও সুখস্পর্শ রত্ন। ঐ অপ্সরার কন্যা,—রাজা তুমি, তোমার গ্রহণের সম্পূর্ণ যোগ্য ॥ ১১০ ॥

শকুন্তলা।—(যেন কত রাগিয়া) অনসূয়ে! চল্লুম আমি। এখানে থাক্‌বো না ॥ ১১১ ॥

অনসূয়া।—কেন? ॥ ১১২ ॥

শকুন্তলা।—গৌতমী পিসীর কাছে গিয়ে এই প্রিয়ংবদার কথা বল্‌ব যে, যা' মনে আস্‌ছে, প্রিয়ংবদা তা-ই বল্‌ছে ॥১১৩॥

অনসূয়া।—সখি! বলিস্ কি? এতবড় অভ্যাগত অতিথির পরিচর্য্যা, আদর-আপ্যায়ন সব ছেড়ে দিয়ে ইচ্ছেমত চ'লে যাওয়া কি তোর ঠিক? তোরই উপর যে আজ অতিথি-সেবার ভার ॥ ১১৪ ॥

(শকুন্তলা কোন জবাব না দিয়া চলিলেনই) ॥ ১১৫ ॥

[illegible] রাজা যখন অনসূয়াকে কহিলেন,—"জিজ্ঞাস্য এই যে, তোমাদের এই 'সখীটি' কি চিরদিন তপস্বিনী অবস্থাতেই [illegible], না [illegible] তাপসভাব শুধু বিবাহকাল পর্য্যন্ত?" তখন অনসূয়া উত্তর দিবার পূর্ব্বেই আগ বাড়াইয়া প্রিয়ংবদা [illegible]—"অনুরূপ বর পাইলেই ইহাকে পাত্রস্থ করা তাত কণ্বের ইচ্ছা।" শকুন্তলার মহা মুস্কিল। ক্রমে "শ্রাদ্ধ [illegible] গড়াইবার" উপক্রম। তিনি মনে মনে, প্রিয়ংবদার এই সকল দুষ্টুমির জন্য বিষম চটিয়া গেলেন। [illegible] লাগিলেন,—থাক্ তুই, যদি দিন পাই, দেখাইব তোকে। এ দিকে রাজা হাতে চাঁদ পাইলেন। রাজ-বুদ্ধিবলে [illegible] যাহা এতক্ষণ অসম্ভব ভাবিতেছিলাম, সত্যিই তাহা অসম্ভব নহে, খুব সম্ভব। "অনুরূপ"-বর? কি কি সম্পদে [illegible], ঐশ্বর্য্য, এই তিনের কোনটাতেই ত তিনি দ্বিতীয় নন, বরঞ্চ একেবারে সর্ব্বপ্রথম। বিশাল ভারতবর্ষে, [illegible] শাখাভাজন মিত্র ভারতেশ্বর দুষ্মন্ত কি তাত কণ্বের বিবেচনায় শকুন্তলার 'অনুরূপ' বলিয়া গণ্য হইবেন [illegible] মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—"তবে দেখিতেছি, আমার এই প্রার্থনা, শকুন্তলাকে পাইবার বাসনা [illegible] পারে। এতক্ষণ তাপস-কন্যা শকুন্তলার সম্বন্ধে রাজ-হৃদয়ে যত কিছু ঔদাসীন্য, অসম্ভবতার চিন্তা ছিল, [illegible] হইল এবং তৎতৎ স্থলে আকাঙ্ক্ষার—শকুন্তলাকে পাইবার আশার তীব্রদ্যুতি মার্ত্তণ্ড দেখা দিলেন। [illegible] ঘটনার স্রোতে গা ভাসাইয়া চলিলেন, প্রতিকূলে যাইবার সামর্থ্য বা বাসনা, কিছুই তাঁহার [illegible] মনে মনে উদ্দাম হৃদয়কে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন ॥ ৯২—১১০ ॥

রাজা।— (গ্রহীতুমিচ্ছন্ নিগৃহ্যাত্মানম্। আত্মগতম্) অহো চেষ্টাপ্রতিরূপিকা কামিজনমনোবৃত্তিঃ।

অহং হি— অনুযাস্যন্ মুনিতনয়াং সহসা বিনয়েন বারিতপ্রসরঃ।

স্থানাদনুচ্চলন্নপি গত্বেব পুনঃ প্রতিনিবৃত্তঃ ॥ ॥ ১১৬ ॥

প্রিয়ংবদা।—(শকুন্তলাং নিরুধ্য)। হলা ণ দে জুত্তং গন্তুং। ॥ ১১৭ ॥

শকুন্তলা — (সভ্রূভেদম্) কিং ণিমিত্তং ? ॥ ১১৮ ॥

প্রিয়ংবদা — রুক্খসেঅণে দুবে ধারেসি মে। এহি, দাব অত্তাণং মোআবেহি, তদো গমিস্সসি ॥ ১১৯ ॥

(বলাদেনাং নিবর্ত্তযতি)

প্রাকৃতানুবাদ।—হলা, ন তে যুক্তং গন্তুম্ ॥১১৬॥

কিং নিমিত্তম্ ? ॥ ১১৭ ॥

বৃক্ষ-সেচনে দ্বে ধারয়সি মে। এহি, আত্মানং মোচয়, ততঃ গমিষ্যসি ॥ ১১৮ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—(শকুন্তলাকে ধরিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন ও কোনমতে আত্মসংবরণ পূর্ব্বক মনে মনে কহিলেন) কামীদিগের মনে, কামনার বস্তু-সম্বন্ধে যখন যেমন করিতে সাধ হয়, তাহা না করিলেও, তাহাদের মনে লয় যেন তাহা করিয়াছে। এই ত শকুন্তলা চলিয়া যাইবার জন্য যেমন উঠিয়া দাঁড়াইল, অমনি আমিও পিছুপিছু যাইবার নিমিত্ত উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম আর কি, কিন্তু শিষ্টতা আমাকে অতটা বাড়াবাড়ি করিতে দিল না, আমি তাহার অনুসরণ করিলাম না। তবুও মনে হইতেছে, যেন শকুন্তলার সঙ্গে সঙ্গে কতক দূর গিয়া শেষে ফিরিয়া আসিয়াছি। অথচ প্রকৃতপক্ষে কিন্তু আমি নিজের আসন হইতে এক তিলও নড়ি নাই॥ কি আশ্চর্য্য ! ॥ ১১৬ ॥

প্রিয়ংবদা।—(শকুন্তলাকে আট্‌কাইয়া) ওলো, তোর এভাবে চলিয়া যাওয়া কিন্তু একেবারেই ঠিক নয়, আমি যেতে দেবো না ॥ ১১৭ ॥

শকুন্তলা। —(ভ্রূ কুঞ্চন পূর্ব্বক) কেন ? ॥ ১১৮ ॥

প্রিয়ংবদা।—তুই আমার দু' কলসী জল ধারিস্, মনে নাই ? চল, আগে আমার ধার শোধ কর, পরে যেখানে ইচ্ছা, যা'স (বলিয়াই জোর করিয়া শকুন্তলাকে ফিরাইল) ॥১১৯॥

তাৎপর্য্য।—"অনুরূপ বরের হাতে শকুন্তলাকে দেওয়ার তাত কণ্বের ইচ্ছা"—প্রিয়ংবদার এই কথায় শকুন্তলা মহা ফাঁপরে পড়িলেন। এতদিন যে প্রিয়ংবদা সর্ব্বদা সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার হিতৈষিণী ও অনুকূলচারিণী ছিল, আজ সে অন্য রূপ ধরিয়াছে, নবাগত অতিথির সমক্ষে শকুন্তলাকে লইয়া প্রগল্‌ভতার চূড়ান্ত করিতেছে। নতুবা যে কথায়, তাঁহার লজ্জার সীমা থাকে না, বুক ফাটিয়া যায়, আজ প্রিয়ংবদা বাছিয়া বাছিয়া, শকুন্তলার সেই অতিগোপন কথাগুলিই প্রকাশ করিতে লাগিয়া গিয়াছে। কে এত সহিতে পারে ? তাই যেন কত চটিয়া গিয়া শকুন্তলা কহিলেন—"অনসূয়ে! তোমরা থাকো, আমি চলিলাম। পিসিমার কাছে বলিয়া প্রিয়ংবদাকে দেখাচ্ছি গিয়া।"

চামরিণী মৃগী যেমন অতি যত্নে ও অতি সতর্কতার সহিত নিজের চামরটি রক্ষা করে, অপরকে দেখিতে দিতেও চায় না; মণিভূষণা ফণিনী যেমন শিরোমণিটি সতত সযত্নে ধারণ করে, গন্ধ-হরিণী যেমন নাভিস্থিত কস্তুরিকাটুকু নিয়ত সংগোপন করিয়া রাখে, তদ্রূপ শকুন্তলাও তাঁহার হৃদয়োল্লসিত স্নিগ্ধ-মধুর ভাবটিকে অতি যত্নে ও অতি সন্তর্পণে রক্ষা করিতেছিলেন। মানুষ ত দূরের কথা, আকাশের বায়ুতে পর্য্যন্ত ইহা জানিতে পারে,—তাঁর ইচ্ছা নহে। তাই, প্রিয়ংবদা যত তাঁহার মর্ম্মের আবরণ উন্মোচিত করিতে লাগিলেন, তত তিনিও পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর যত্নে, আদরে, সন্তর্পণে হৃদয়ের সেই অযাচিতোপনত অতিথিকে লুকাইতে আরম্ভ করিলেন। অনসূয়ার নিষেধে কোনই উক্তি-প্রত্যুক্তি না করিয়া শকুন্তলা প্রস্থানোদ্যত হইলেন। তখন প্রিয়বচনা প্রিয়ংবদা অগ্রবর্ত্তী হইয়া, 'আগে ধার শোধ কর্, পরে যাবি'—বলিয়াই বলপূর্ব্বক গমনোন্মুখী বালিকাকে নিবর্ত্তিত করিলেন। শকুন্তলার কোপ আরও বর্দ্ধিত হইল। তিনি ভ্রূ-লতা ঈষদাকুঞ্চিত করিয়া, বারবার প্রগল্‌ভা প্রিয়ংবদার দিকে চাহিতে লাগিলেন। প্রিয়ংবদার এই অত্যাচারে দয়াময় ভারতেশ্বরের প্রাণে ব্যথা লাগিল। তিনি নিজের অঙ্গুলী হইতে অঙ্গুরীয়ক খুলিয়া শকুন্তলার ঋণ-শোধের উদ্দেশে প্রিয়ংবদাকে দিলেন। অমনি প্রিয়ংবদাও স-স্মিতবদনে শকুন্তলাকে কহিলেন—এই অতিথি,—অথবা অতিথিবেশী মহারাজ তোর উপর সদয় হইয়া, আমার নিকট হইতে তোকে [illegible]

রাজা।— (শকুন্তলাং বিলোক্য আত্মগতম্) কিং নু খলু যথা বযমস্যাম্ এবমিয়মপ্যস্মান্ স্যাৎ? অথবা লব্ধাবকাশা মে প্রার্থনা। কুতঃ

বাচং ন মিশ্রয়তি যদ্যপি মদ্বচোভিঃ কর্ণং দদাত্যবহিতা ময়ি ভাষমাণে।
কামং ন তিষ্ঠতি মদাননসংমুখীনা ভূয়িষ্ঠমন্যবিষয়া ন তু দৃষ্টিরস্যাঃ ॥

(নেপথ্যে) ভো ভোস্তপস্বিনঃ সন্নিহিতাস্তপোবনসত্ত্বরক্ষায়ৈ ভবত। প্রত্যাসন্নঃ কিল মৃগয়াবিহারী পার্থিবো দুষ্যন্তঃ।—তুরগখুরহতস্তথাহি রেণুর্ বিটপবিষক্তজলার্দ্রবল্কলেষু।
পততি পরিণতারুণপ্রকাশঃ শলভসমূহ ইবাশ্রমদ্রুমেষু ॥

অপি চ—তীব্রাঘাতপ্রতিহততরুঃ স্কন্ধলগ্নৈকদন্তঃ পাদাকৃষ্টব্রততিবলযাসঙ্গসঞ্জাতপাশঃ।
মূর্ত্তো বিঘ্নস্তপস ইব নো ভিন্নসারঙ্গযথো ধর্ম্মারণ্যং প্রবিশতি গজঃ স্যন্দনালোকভীতঃ ॥ ১২৬ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—(শকুন্তলার দশা দেখিয়া মনে মনে) তাই ত! আমি ইঁহার উপর যেরূপ, ইনিও কি আমার উপর সেইরূপ হইয়াছেন? অথবা আর সংশয় কেন? ইঁহার রকম-সকম দেখিয়া ত মনে হয়, আমার অনুমানই ঠিক। (অর্থাৎ আমার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছেন।) কেন না, যদিও সাক্ষাৎসম্বন্ধে আমার সহিত ঠিক কথা কহিতেছেন না, তবুও, কিন্তু আমি যখন কথা বলি, তখন কাণ উঁচু করিয়া শোনেন। চোখে চোখ পড়িলেই—যদিও তৎক্ষণাৎ চোখ ফিরাইয়া লইতেছেন, তথাপি বেশীক্ষণ অন্য দিকে চাহিয়াও থাকিতে পারিতেছেন না। শুধু শুধু এতটা হয় না ॥ ১২৫ ॥

(নেপথ্য হইতে কাহারা উচ্চকণ্ঠে ও ব্যগ্রভাবে বলিতে লাগিল,) হে তাপস-বৃন্দ, আশ্রমচারী পশুসমূহের প্রাণরক্ষার নিমিত্ত সকলে সচেষ্ট ও সজ্ঞবদ্ধ হও। কেন না, মৃগয়া করিবার উদ্দেশ্যে নৃপতি দুষ্যন্ত আশ্রমের উপকণ্ঠে উপস্থিত হইয়াছেন। ঐ দেখ,—তদীয় সৈন্য-সামন্তের অশ্বসমূহের খুরের আঘাতে ব[illegible]বর্ণ [illegible] উত্থিত হইয়া, আমাদের আশ্রম-তরু-শাখায় [illegible] বল্কলবাজিতে পড়িতেছে। মনে হইতেছে যেন [illegible] পঙ্গপালে আশ্রম-বৃক্ষ সকল ছাইয়া গিয়াছে। [illegible]

এক বন্য হস্তী রাজকীয় রথ দেখিয়া ভীত ও চকিত হইয়া আমাদের ধর্ম্মারণ্যে প্রবেশ করিতেছে। ঐ [illegible]নরাজের আকার কি ভীষণ! একটা দাঁত তাহার [illegible] বক্রভাবে সংলগ্ন, ঐ ভয়ঙ্কর দন্তাঘাতে কত বড় বড় [illegible] পতিত সে ধূলিসাৎ করিতেছে। ঐ দেখ—দ্রুত-গ[illegible] [illegible] পায়ে কত লতা-পাতা বলয়াকারে জড়াইয়া [illegible] [illegible] হরিণকুল দলবদ্ধ হইয়া বিশ্রাম করিতেছিল,—তাহাকে দেখিয়া প্রাণভয়ে, যে যে দিকে পারে পলাইতেছে। কি আপদ! ঐ বনগজটা যেন আমাদের তপস্যার মূর্ত্তিমান্ বিঘ্নস্বরূপ উপস্থিত হইয়াছে। তোমরা সাবধান হও ॥ ১২৬ ॥

অবস্থায় অবস্থান প্রণয়িযুগলের পক্ষে যে অতীব দুঃসহ এবং যাতনাবর্দ্ধক, ইহা সহজেই অনুমেয়। কবির কবি কা[illegible] তাঁহার বড় আদরের শকুন্তলাকে লইয়া দুষ্যন্তের সহিত এই প্রকারে সাপ খেলাইতে লাগিলেন। ফণিনীর মণি[illegible] পরিণাম সম্যক্‌রূপে জানিয়াও রাজার লোলুপ-হৃদয় কত-কি ভাবে আন্দোলিত ও আকুলিত হইতে লা[illegible] জল-সেচন-কাতরা শকুন্তলার শ্রম-শিথিল বাহুলতিকা ও ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস-কম্পিত উরোজ-কুসুম এবং বিগলিত কেশ[illegible] দিদৃক্ষু দুষ্যন্তের দর্শন-পিপাসা শতগুণ বর্দ্ধিত করিয়া তুলিল। এ ভাবে অধিকক্ষণ অবস্থান—নায়ক-নায়িকা [illegible] পক্ষেই অসম্ভব ॥ ১১১—১২৫ ॥

তাৎপর্য্য।—সকলেই প্রস্থান করিলেন। শকুন্তলা দুই চারি পা চলিয়াই অনসূয়াকে কহিলেন, "[illegible] পায় কুশ ফুটিয়াছে, বাক[illegible] [illegible] [illegible]" এই বলিয়া বল্কলবিমোচন[illegible] দাঁড়াইলেন এবং সাচীক[illegible]

সেই প্রথমে—তপ[illegible] [illegible] দেখিয়াছি। নব[illegible] সহকারের সহিত ক[illegible] [illegible]ন তাহাদের সেই [illegible] দেখিতেছেন—দেখি[illegible] [illegible] আলোকিত ও

সর্ব্বাঃ।— (কর্ণং দত্ত্বা কিঞ্চিদিব সংভ্রান্তাঃ)। ॥ ১২৭ ॥

রাজা।—(আত্মগতম্) অহো ধিক্ পৌরা অস্মদন্বেষিণস্তপোবনমুপরুন্ধন্তি। ভবতু প্রতিগমিষ্যামস্তাবৎ ॥ ১২৮ ॥

বঙ্গার্থ।—(সকলেই কাণ পাতিয়া ঐ বিপদের বার্ত্তা শুনিলেন এবং যেন একটু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন)॥ ১২৭ ॥

রাজা।—(মনে মনে) ছিঃ ছিঃ, আমার অনুচরগণ আমায় খুঁজিতে খুঁজিতে আসিয়া তপোবন তোলপাড় করিয়া তুলিয়াছে, দেখিতেছি। আচ্ছা, আমি যাচ্ছি ॥ ১২৮ ॥

বীণাঝঙ্কারে প্রতিধ্বনিত। তাই প্রথমে যে বকুলপাদপ তাঁহাকে 'বাতেরিত-পল্লবাঙ্গুলি-সঙ্কেতে' নিকটে ডাকিয়া আনিয়াছিল, তাহাকে ত্যাগ করিয়া, যে ডাকে নাই, সেই 'লতা-পাদপ-মিথুনের' নিকটে গিয়া দাঁড়াইয়া তাহাদের মিলনের শোভা দেখিতে লাগিলেন। বনতোষিণীর প্রস্ফুটিত কুসুমরাশি বা সহকারের আতাম্র কিসলয়-কলাপ তাঁহার দ্রষ্টব্য নহে, তাহাদের উভয়ের মিলনই তাহার দ্রষ্টব্য ছিল। তিনি দাঁড়াইয়া অনন্য-মনে সেই জড়ের মিলন দেখিতে দেখিতে মুগ্ধ হইতেছিলেন, আর তাঁহার অজ্ঞাতসারে তদীয় হৃদয়ে বাস্তব মিলনের অস্পষ্ট ছায়া ক্রমে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেছিল। 'শকুন্তলারও বোধ হয় অনুরূপ বর লাভের বাসনা জন্মিয়াছে'—বলিয়া বিদগ্ধ প্রিয়ংবদা যখন শ্লেষচ্ছলে শকুন্তলার মনের কথাটি বলিয়া দিল, আর শকুন্তলাও তাড়াতাড়ি তাহা চাপা দিতে গেলেন, তখনই বুঝিয়াছি যে, শকুন্তলার হৃদয়বর্ত্তিনী সেই মিলনের ছায়াময়ী মূর্ত্তির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এখন আর সে যথেচ্ছ-স্পৃশ্য নহে, এখন সে উপাস্য প্রতিমা।

শকুন্তলা আর্য্য-ঋষির দুহিতা, আর্য্যভাবময়ী। হৃদয়ের অমূল্য রত্ন প্রেম কথায় প্রকাশ করা তাদৃশী কুমারী কন্যার কদাচ স্পৃহণীয় হইতেই পারে না। প্রেমের পণ্যচর্চ্চা আর্য্য-হৃদয়ের একান্ত গর্হণীয়। তাই প্রিয়ংবদা বা অনসূয়া শত চেষ্টা করিয়াও, শকুন্তলার মনের একটি কথাও বাহির করিতে পারেন নাই। সেই বনতোষিণীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া যে শকু—া একবার তাহার হৃদয়ের মিলনাশাময়ী পবিত্র কল্পনার ঈষদুন্মেষ অজ্ঞাতসারে প্রদর্শন করিয়া ফেলিয়াছিলেন, ..শেষে সেই শকুন্তলাই, কুশক্ষতচরণা ও কুরুবক-শাখা-লগ্ন-বল্কলা হইয়া, রাজাকে বক্রকণ্ঠে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক, অপ্রবুদ্ধভাবে আত্মহৃদয়ের সেই মধুর মিলন-কল্পনার পূর্ণমূর্ত্তি দেখাইলেন। জড় বনতোষিণীর ও সহকারের সমীপে, তাঁহার হৃদয়ে যে ভাব অঙ্কুরিত হইয়াছিল, অর্দ্ধচেতন দুষ্মন্তের সম্মুখে তাহা বর্দ্ধিত, পল্লবিত ও পূর্ণায়ত হইল। বহির্জ্জগতের ন্যায় অন্তর্জ্জগতেও জড়ের আশ্রয়ে চৈতন্যের আবির্ভাব ঘটিল!

শকুন্তলা আশ্রমবাসিনী তাপস-কন্যকা, তপশ্চর্য্যাই তাঁহার প্রধান ব্রত। তিনি কোন ফলকামনায় তপশ্চর্য্যা করেন না। ধর্ম্মসঞ্চয়-মানসে লতাপাদপে জলসেচন বা হরিণশিশুকে আহার দান করেন না। আশ্রমে থাকিলে এ সকল করিতে হয়, সকলে করে, তিনিও করেন। হিন্দু গৃহস্থ নির্লিপ্তভাবে সংসারাশ্রমের নিত্যকর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া যাইবেন, ইহাই তাঁহারা জানেন। ইহাই সকল আশ্রমের তুল্য ও মুখ্য উপদেশ। কি পর্ণকুটীরবাসী ও ফলমূলাশী তপস্বী, কি সৌধতলনিবাসী গৃহী—সকলেই, এইভাবে জীবন অতিবাহিত করিতে পারিলে আপনাকে ধন্য মনে করেন। নিজের জন্য তাঁহারা ব্যস্ত নহেন, পরের ভাবনাই তাঁহাদের অধিক। তাই তাঁহাদের হৃদয়ে যদি কখনও আপনার ভাবনা জাগিয়া উঠে, তবে, তখনই তাঁহারা বিচলিত হন। এই ভাব হিন্দুর মজ্জাগত। মজ্জাগত বলিয়াই, রাজা দুষ্মন্তকে প্রথম দেখিবার পর যখন শকুন্তলার হৃদয়ে আপনার ভাবনা উদিত হইয়াছিল, তখন তিনি, সেই অপরিচিত ভাবের যথার্থ স্বরূপ বুঝিতে না পারিলেও কিন্তু, ঐ ভাব যে আশ্রমবাসীর হৃদয়ের 'বিরুদ্ধ', 'তপোবনের বিরুদ্ধ', ইহা তাঁহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না। শকুন্তলা যদি 'শকুন্তলা' না হইতেন, তবে তাঁহার হৃদয়ে হয় ত, ঐপ্রকার 'বিরুদ্ধত্ব'-জ্ঞানের উদয়ই হইত না, তিনি প্রথম হইতেই ঐ ভাবের বন্যায় আপনাকে ভাসাইয়া দিতেন, প্রতি পদে আত্মগোপনের প্রয়াস করিতেন না, আপনাকে জগতের অন্তরালে রাখিতে অত আগ্রহবতী হইতেন না। কিন্তু এমন যে শকুন্তলা, তাঁহাকেও শেষে স্রোতে তৃণের ন্যায় ভাসিতে হইল!

প্রেমে হউক, শোকে হউক, স্নেহে হউক, অনুরাগে হউক, মানুষের মন যখন মাতিয়া উঠে, পাগল হইয়া — তখন তাহার আত্মধারণ-ক্ষমতাও ক্রমেই মন্দীভূত হইয়া আসে। মানুষ ত চেতন জীব, অচেতন পৃথিবী পর্য্যন্ত, নব-জল-সম্পাতে রোমাঞ্চিত হইয়া বক্ষের দ্বার উন্মোচন পূর্ব্বক হৃদয়-নিহিত সৌরভ বিকীর্ণ করে, জড় জলদের আগমন-ধ্বনি শ্রবণে হৃদয়ের লুক্কায়িত বৈদূর্য্যরত্নে সেই নবীন মেঘকে সংবর্দ্ধিত করিয়া লয়। মানুষের ত কথাই নাই। সেই মানুষের মধ্যে আবার যাঁহারা সংসারোদ্যানের শিরীষবৎ কোমলহৃদয়া রমণী, যাঁহাদের হৃদয় কেবল প্রেম, স্নেহ, করুণা প্রভৃতি স্বর্গীয় উপাদানেই গঠিত, তাঁহাদের হৃদয় যখন বর্ষার কূলপ্লাবিনী সাগরগামিনী স্রোতোবহার ন্যায় উচ্ছল হইয়া উঠে, আত্মবিস্মৃত হইয়া লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হয়, তখন তাহার গতিরোধ করে,—কাহার সাধ্য? তাই শকুন্তলা যখন

অনসূয়া।— অজ্জ ইমিণা আরণ্ণঅবুত্তন্তেণ পজ্জাউল ম্হ। অণুজাণাহি ণো উড়অগমণস্স ॥ ১২৯ ॥

রাজা।—(অসম্ভ্রমম্) গচ্ছন্তু ভবত্যঃ। বয়মপ্যাশ্রমপীড়া যথা ন ভবতি তথা প্রযতিষ্যামহে (সর্ব্বে উত্তিষ্ঠন্তি) ॥ ১৩০ ॥

সখ্যৌ।—অজ্জ অসম্ভাবিদঅদিহিসক্কারা ভূও বি পেক্খণণিমিত্তং লজ্জেমো অজ্জং বিণ্ণবিদুং ॥ ১৩১ ॥

রাজা।— মা মৈবম্। দর্শনেনৈব ভবতীনাং পুরস্কৃতোঽস্মি। ॥ ১৩২ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—আর্য্য! অসম্ভাবিতাতিথি-সৎকারাঃ ভূয়ঃ অপি প্রেক্ষা-নিমিত্তং লজ্জামহে আর্য্যং বিজ্ঞাপয়িতুম্ ॥ ১৩১ ॥

বঙ্গার্থ।—অনসূয়া।—মহাশয়! এই 'অরণ্য-বৃত্তান্তে' (অর্থাৎ বন্যগজের সংবাদে) আমরা বড়ই আকুল হইয়া পড়িয়াছি। সুতরাং অনুমতি করুন, আমরা পর্ণশালায় যাই ॥ ১২৯ ॥

রাজা।—(প্রশান্তভাবে) তোমরা যেতে পারো। আমিও যাই, যাহাতে আশ্রমের আর উপদ্রব না ঘটে, তৎপক্ষে যত্ন করি গিয়া। (সকলেই উঠিলেন) ॥ ১৩০ ॥

সখীদ্বয়।—মহাশয়! যেমন ভাবে করা উচিত, আমরা তেমন করিয়া আপনার আতিথ্য-সৎকার করিতে পারি নাই, সুতরাং আর একবার দেখা দিলে কৃতার্থ হইব—এ কথা বলিতে বড়ই লজ্জা হইতেছে ॥ ১৩১ ॥

রাজা।—সে কি? না-না, তোমাদের দেখিয়াই আমি কৃতার্থ হইয়াছি। এর বাড়া আবার কি অতিথি-সৎকার আছে? ১৩২ ॥

দুষ্মন্তকে দেখিলেন, এবং দেখিয়াই খরস্রোতা সাগরোন্মুখী তরঙ্গিণীর ন্যায় সেই দিকে ছুটিলেন, অবশ-হৃদয়ে যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার মত চলিতে লাগিলেন, তখন যদিও মধ্যে মধ্যে পূর্ব্বসংস্কার তাঁহার মুগ্ধমনে উদিত হইতেছিল, কিন্তু তাহা তাঁহাকে আর ফিরাইতে পারিল না। তাই, দুষ্মন্ত যেমন তাঁহাকে দেখিয়া, তিনি পরিণয়যোগ্যা কি না, সদ্বংশ-সম্ভবা কি না, প্রভৃতি কত কি বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, শকুন্তলা ও সকল কিছুই করেন নাই, বা করিতে পারেনও নাই। তিনি দুষ্মন্তকে দেখিয়াই আত্মবিস্মৃত হইলেন। দুষ্মন্ত যে পুরুবংশের প্রধান পুরুষ, ভারতের অদ্বিতীয় অধিপতি, ইহা জানিবার পূর্ব্বেই তাঁহার আত্মভ্রম ঘটিল। শকুন্তলার—যেমন দর্শন, অমনি আত্মসমর্পণ; আর দুষ্মন্তের—কত বিচার, কত বিতর্ক, কত সংশয়, পরে নিশ্চয়-জ্ঞান, সিদ্ধান্ত, শেষে আত্মদান।

যে স্থানে ভ্রমরের দৌরাত্ম্যে শকুন্তলার বিভ্রম ঘটিয়াছিল, অনসূয়া-প্রিয়ংবদার সহিত শকুন্তলার কত প্রণয়ের কোপ, কলহ-বাদানুবাদ হইয়াছিল, যে স্থানে গমনোন্মুখী শকুন্তলাকে মুখরা প্রিয়ংবদা বাহুলতার আবেষ্টনে অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন,—দুষ্মন্তকে সেই স্থানে, সেই বনতোষিণীর পার্শ্ববর্ত্তিনী, প্রচ্ছায়-শীতলা সপ্তপর্ণবেদিকায় একাকী ফেলিয়া শকুন্তলা সখীদ্বয়ের সহিত চলিয়া গেলেন। সখীরা আশ্রমবাসিনী ও একান্ত সরল-হৃদয়া। জগতের কোন জটিল ভাবনাই তাঁহাদের নাই, মনে কখনো উদিতও হয় না। তাঁহারা স্ব-স্ব প্রতিভাবলে, উপস্থিতমতে, দুষ্মন্তের কথাবার্ত্তায় উত্তর-প্রত্যুত্তর করিয়াছিলেন মাত্র। কোন মৃগ পিপাসার্ত্ত হইয়া আসিলে যেমন তাঁহারা তাহাকে জল দান করেন, আশ্রমের আতপদগ্ধ পাদপনিচয়কে যেমন তাঁহারা সলিলসেকে পরিতৃপ্ত করিয়া থাকেন, শুক-ময়ূরদিগকে যেমন তাঁহারা আহার দান করেন, ঠিক সেই বুদ্ধিতে দুষ্মন্তকেও তাঁহারা আতিথ্য করিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য-বিহীন হৃদয়ে কাজ করাই তাঁহাদের আশ্রমের ধর্ম্ম। তাঁহাদের হৃদয় যেমন মুক্ত গগনের ন্যায় নির্ম্মল ও প্রাতঃসমীরণের ন্যায় পবিত্র, তাঁহাদের [illegible]ও তদ্রূপ। তাই তাঁহারা রাজাকে সেই লতাকুসুম-পরিবেষ্টিত, জনপ্রচারবর্জ্জিত সপ্তপর্ণবেদিকায় বিসর্জ্জ[illegible] দিনের ন্যায় অদ্যও প্রসন্ন-হৃদয়ে কুটীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। আর শকুন্তলা? শকুন্তলা কণ্বের, তথা কণ্বাশ্রমে[illegible] তাঁহার উপর আশ্রমের সমস্ত ভার ন্যস্ত করিয়া, মহর্ষি নিশ্চিন্ত-মনে, তাঁহারই দুরদৃষ্ট-খণ্ডনের নিমিত্ত তীর্থযাত্রা করিয়া[illegible] অতিথি-সৎকার তাঁহারই করিবার কথা। অনসূয়া-প্রিয়ংবদা বার বার সে কথা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়াও দিয়াছিল। অতিথির অর্চ্চনার নিমিত্ত উটজ হইতে ফলমিশ্রিত অর্ঘ্য আনিতে তাঁহাকে কত না অনুরোধ করিয়াছিল, তিনি [illegible] ন নাই। করিতে পারেন নাই। মহর্ষির সমস্ত ভার যে ভাবে বহন করা উচিত, তাহা তাঁহার দ্বারা হইয়া উঠে [illegible] ইহাতে আশ্রমধর্ম্মের কোন হানি না হইলেও, শকুন্তলার আত্মকর্ত্তব্যের বুঝি সম্যক্ পরিপালন করা হয় নাই। যে [illegible] অঙ্কুরেই এইপ্রকার আত্মবিস্মৃতি, সে প্রণয়ের পূর্ণাবস্থা যে কীদৃশী, তাহা চিন্তার বিষয়। পরিণামে যে আত্মবিস্মৃতি[illegible] অতিথিরূপী দুর্ব্বাসার অভিশাপ পতিত হইবে, কবি, এই প্রথম সন্দর্শনেই তাহার রেখাপাত করিলেন। যে সম্মোহ[illegible] প্রথম দর্শনে শকুন্তলাকে অর্ঘ্যানয়নে বিস্মৃত করিল, সেই সম্মোহই পরে, পরিণতাকারে, কুটীরদ্বারোপনত [illegible] শকুন্তলা কর্ত্তৃক বিস্মারিত করিবে। শকুন্তলা কর্ত্তৃক অতিথির অপরিজ্ঞান-রূপ অপমান এবং তাহার বিষময় [illegible] অভিসম্পাত—এই সমুদয়ের জন্য, কবি যেন সামাজিকদিগকে প্রথম হইতেই ধীরে ধীরে প্রস্তুত করিতে লাগিলেন।

শকুন্তলা ॥ (অণসূএ অহিণঅকুসসূঈএ পরিক্খদং মে চলণং কুরবঅসাহাপরিলগ্গং অ বক্কলং। দাব পরিবালেধ মং জাব ণং মোআবেমি। (রাজানমবলোকয়ন্তী সব্যাজং বিলম্ব্য সহ সখীভ্যাং নিষ্ক্রান্তা) ॥১৩৩॥)

রাজা।— মন্দৌৎসুক্যোঽস্মি নগরগমনং প্রতি। যাবদনুযাত্রিকান্ সমেত্য নাতিদূরেণ তপোবনস্য নিবেশয়েয়ম্। ন খলু শক্নোমি শকুন্তলাব্যাপারাদাত্মানং নিবর্ত্তয়িতুম্। মম হি

গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ।
চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য ॥ [নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে ॥ ১৩৪ ॥

প্রথমোঽঙ্কঃ

প্রাকৃতানুবাদ। (অনসূয়ে! অভিনবকুশসূচ্যা পরিক্ষতং মে চরণং কুরুবক-শাখাপরিলগ্নং চ বল্কলম্। তাবৎ পরিপালয়তং মাং যাবৎ এতৎ মোচয়ামি ॥ ১৩৩ ॥)

বঙ্গার্থ।—শকুন্তলা।—ওলো অনসূয়ে! অচিরোদ্গত কুশাঙ্কুরে আমার পা ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে, আর পরিহিত বল্কলখানিও কুরুবকতরুর ডালে জড়াইয়া গিয়াছে, সুতরাং আমার জন্য একটু অপেক্ষা কর, আমি ততবেলা বাকলখানা ছাড়াইয়া লই। (বলিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া বাকল ছাড়াইবার ছলে রাজাকে দেখিতে দেখিতে মন্দগমনা শকুন্তলা সখীদ্বয়ের সহিত নিষ্ক্রান্ত হইলেন) ॥ ১৩৩ ॥

রাজা।—নগরে ফিরে যেতে আর ইচ্ছা নাই। যাত্রসঙ্গের লোকজনগুলিকে জড় করিয়া, তপোবনের অদূরে রাখিয়া আসি গিয়া। এ কি হলো? শকুন্তলার কথা ত কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছি না, কোন রকমেই ত মন ফিরাইতে পারিতেছি না। যাচ্ছি—সম্মুখে চলিয়াছি বটে, কিন্তু আমার চঞ্চল হৃদয় পিছনের দিকে,—সেই কণ্ব-দুহিতার দিকে যেন ছুটিয়া চলিয়াছে। হৃদয় হারাইয়া শুধু মাংসপিণ্ডময় দেহটাই যেন এগিয়ে যাচ্ছে, প্রাণটা সেইখানে পড়িয়া আছে। বাতাসের প্রতিকূলে জোর করিয়া একটা ধ্বজদণ্ড লইয়া চলিলে, তাহার অতি সূক্ষ্ম পশমী নিশানটা যেমন পেছনবাগে পতপত উড়িতে থাকে, শুধু দণ্ডটাই সম্মুখের দিকে যায়, আমারও আজ সেই দশা ঘটিয়াছে। (সকলের প্রস্থান) ॥ ১৩৪ ॥

ইতি প্রথম অঙ্ক।

শকুন্তলা সমবয়সী সখীদিগের সঙ্গে হাসিয়া খেলিয়া,—তপোবনের কোন্ গাছটিতে নূতন পাতা বাহির হইল, কোন্ লতাটিতে ফুল ফুটিল, কোন্ লতিকা কোন্ তরুকে স্বয়ং বরণ করিল,—এই সমুদয় নির্ম্মল দৃশ্য দেখিয়া দিন কাটাইতেন। দিনযামিনী তরুলতার সহবাসে তাঁহার হৃদয়খানিও যেন তরুলতিকার ন্যায় নির্ম্মল ও সৌন্দর্য্যময় হইয়া উঠিয়াছিল। যখন তিনি জলসেচনের জন্য উপস্থিত, সখীদিগের সহিত কথোপকথনে ব্যাপৃত, দেখিয়াছি, তখন তাঁহার সমস্তই সুন্দর, সমস্তই নির্ম্মল। অনসূয়া বলিল, 'এই লতাটিকে বুঝি ভুলিয়াছিস্,' অমনি তিনিও জবাব দিলেন,—'উহাকে যে দিন ভুলিব, সে দিন নিজেকেও ভুলিয়া যাইব।'—এত সুন্দর, এত কোমল, এত নির্ম্মল—তাঁহার অন্তঃকরণ। কবি প্রথমতঃ, সখীদের সহিত দুই চারিটি কথাবার্ত্তা বলাইয়া শকুন্তলার হৃদয়খানি যেন খুলিয়া দেখাইলেন যে, সে বালিকা-হৃদয়ের কোথাও কোন প্রকার রেখা বা বিন্দুটি পর্য্যন্ত নাই, সে হৃদয়ের সবটুকুই স্নেহ, সবটুকুই প্রীতি। সে হৃদয় বর্ষার জলদাবৃত বা হেমন্তের শিশিরাতুর গগনবৎ নহে, সে হৃদয় শরদাকাশবৎ নির্ম্মল, স্নিগ্ধ ও প্রশান্ত। শরতের তটিনীর ন্যায় সে হৃদয় স্বচ্ছ ও মন্দপ্রবাহপূর্ণ, তাহা বর্ষার নদীর ন্যায় কূলপ্লাবিনী নহে। যখন শকুন্তলার হৃদয় এমনই সুন্দর ও সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ, কুসুমিত লতিকার ন্যায় আপনার সৌরভে আপনিই সৌরভময়, সেই সময়ে কবি, সেই নির্ম্মল, সংসারবৃত্তান্ত-জ্ঞান-বিমূঢ় সরল হৃদয়ে প্রণয়ের প্রথম অরুণ-কিরণ-পাত করিলেন। পরিপাকোন্মুখ কমলের উপর বালার্কমরীচি পতিত হইয়া যেমন তাহাকে সহসাই রূপান্তরিত করে, তাহার অস্ফুট কোরকাকৃতি প্রস্ফুটিত শতদলে পরিণত করে, কবিও তদ্রূপ, শকুন্তলার অস্ফুট হৃদয়-কুসুম প্রণয়ের প্রভাতরাগে প্রস্ফুটিত করিয়া লইলেন। সেই কাননের প্রান্তদেশে, সপ্তপর্ণবেদিকায়, শকুন্তলার হৃদয়-গগনে এই যে নবীন অরুণরাগ উদ্ভাসিত হইল, সখীরা ইহার কিছুই জানিতে বা বুঝিতে পারিল না, কিন্তু শকুন্তলা কতকটা যেন বুঝিলেন। কিন্তু তিনি তাপস-দুহিতা, সংযম-প্রধান আশ্রমের অধিদেবতারূপিণী, তাঁহার হৃদয়ের পরিমাণ অনেক, তাহা সহজে পরিজ্ঞেয় নহে। তাই তিনি নিজের মনের মধ্যে যে মন, তাহার মধ্যে ঐ নবোদিত আকাঙ্ক্ষা লুকাইয়া রাখিলেন ॥ ১২৬-১৩৪ ॥

দ্বিতীয়ঃ অঙ্কঃ

(ততঃ প্রবিশতি বিষণ্ণো বিদূষকঃ)

বিদূষকঃ ।—(নিশ্বস্য) ভো দিট্‌ঠং এদস্‌স মঅআশীলস্‌স রণ্ণো বঅস্‌সভাবেণ ণিব্বিণ্ণোম্‌হি । অঅং মও অঅং বরাহো অঅং সদ্দূলো ত্তি মজ্‌ঝণ্ণে বি গিম্‌হবিরলপাঅবচ্ছাআসু বণরাইসু আহিণ্ডীঅই অড়বীদো অড়বী ।) পত্ত-সংকরকসাআই করআই গিরিণঈ জলাই পীঅন্তি। অণিঅদবেলং সূল্লমংসভূইট্‌ঠো আহারো অণ্‌হীঅই। তুরগাণু-ধাঅণকণ্ডিদসংধিণো রত্তিম্মি বি ণিকামং সইদব্বং ণত্থি । তদো মহন্তে এব্ব পচ্চূসে দাসীএ পুত্তেহিং সউণিলুদ্ধ-এহিং বণগাহণ-কোলাহলেণ পড়িবোধিদো ম্‌হি। এত্তএণ দাণিং বি পীড়া ণ ণিক্‌কমই। তদো গণ্ডস্‌স উবরি পিণ্ডও সংবুত্তো। হিওা কিল অম্‌হেসু ওহীণেসু তত্তহোদো মআণুসারেণ অস্‌সম-পদং পবিট্‌ঠস্‌স তাবসকণ্ণআ সউন্দলা ণাম মম অধণ্ণদাএ দংসিদা । সংপদং ণঅরগমণস্‌স মণং কহং বি ণ করেই । অজ্জ বি তস্‌স তং এব্ব চিন্তঅন্তস্‌স অচ্ছীসু পহাদং আসি । কা গদী । জাব ণং কিদাচারপরিক্‌কমং পেক্‌খামি । (পরিক্রম্য অবলোক্য চ) এসো বাণাসণহত্থাহিং জবণীহিং বণপুপ্‌ফমালাধারিণীহিং পরিবুদো ইদো এব্ব আঅচ্ছই পিঅবঅস্‌সো। হোদু অঙ্গভঙ্গবিঅলো বিঅ ভবিঅ চিট্‌ঠিস্‌সং জই এব্বং বি ণাম বিস্‌সমং লহেঅং । (দণ্ডকাষ্ঠমবলম্ব্য স্থিতঃ) ॥ ১ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—ভোঃ দৃষ্টং এতস্য মৃগয়াশীলস্য রাজ্ঞঃ বয়স্যভাবেন নির্ব্বিণ্ণোঽস্মি। অয়ং মৃগঃ অয়ং বরাহঃ অয়ং শার্দ্দূলঃ ইতি মধ্যাহ্নে অপি গ্রীষ্ম-বিরল-পাদপচ্ছায়াসু বন-রাজিষু আহিণ্ড্যতে অটবীতঃ অটবী। পত্র-সঙ্কর-কষায়াণি কটুকানি গিরিনদী-জলানি পীয়ন্তে। অনিয়ত-বেলং শূল্য-মাংস-ভূয়িষ্ঠঃ আহারঃ ভুজ্যতে। তুরগানুধাবন-কণ্ডিত-সন্ধেঃ রাত্রৌ অপি নিকামং শয়িতব্যং নাস্তি। ততঃ মহতি এব প্রত্যূষে দাস্যাঃ পুত্রৈঃ শকুনি-লুব্ধকৈঃ বন-গাহন-কোলাহলেন পরিবোধিতঃ অস্মি। ইয়তা ইদানীম্ অপি পীড়া ন নিষ্ক্রামতি। ততঃ গণ্ডস্য উপরি পিণ্ডকঃ সংবৃত্তঃ। হ্যঃ কিল অস্মাসু অবহীনেষু তত্রভবতঃ মৃগানুসারেণ আশ্রমপদং প্রবিষ্টস্য তাপসকন্যকা শকুন্তলা নাম মম অধন্যতয়া দর্শিতা। সম্প্রতং নগরগমনায় মনঃ কথম্ অপি ন করোতি। অদ্য অপি তস্য তাম্ এব চিন্তয়তঃ অক্ষোঃ প্রভাতম্ আসীৎ। কা গতিঃ। যাবৎ এনং কৃতাচারপরিক্রমং প্রেক্ষে। এষঃ বাণাসনহস্তাভিঃ যবনীভিঃ বন-পুষ্পমালাধারিণীভিঃ পরিবৃতঃ ইতঃ এব আগচ্ছতি প্রিয়বয়স্যঃ। ভবতু, অঙ্গ-ভঙ্গ-বিকলঃ ইব ভূত্বা স্থাস্যামি, যদি এবম্ অপি নাম বিশ্রামং লভেয়ম্ ॥ ১ ॥

বঙ্গার্থ।—বিদূষক।—(দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) বলি, দেখলে তোমরা ! এই মৃগয়ারত রাজার সহচর হয়ে শেষকালে প্রাণটাই গেল—দেখছি। আর পারি না ছাই। প্রত্যহ ভোরে বেরোও, আর—এই মৃগ, ঐ বরাহ, এই যে একটা বাঘ—এই করিয়া দুপুর পর্য্যন্ত বনে বনে ছুটিতে ও সারা বন ঘাঁটিতে হয়। দারুণ গ্রীষ্মকাল, গাছের পাতাগুলি পর্য্যন্ত যেন পুড়িয়া গিয়াছে, এমন একটু ছায়াও পাইনে যে, মাথাটা রাখি। কি ঝরণা, কি ছোটখাটো জলা,—সব শুকাইয়া গিয়াছে। যদিও বা কোনটায় সামান্য একটু জল আছে, তাহাও গাছের পাতা পড়িয়া পচায় বিশ্রী কটু ও লাল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু উপায় নাই. তৃষ্ণায় ছাতি ফাটার উপক্রম, কাজেই সেই কটো জলই পান করিতে হয়। খাওয়া-দাওয়ার একটা সময়ই নাই। রোজ অনিয়মিত সময়ে খাইতে হয়। আর খাওয়ার জিনিসই বা কি অপূর্ব্ব ! লোহার শূলে ফুঁড়িয়া আগুনে ঝল্‌সানো মাংসই হইল প্রধান খাদ্য। করি কি ? তাই-ই খাই ! তাও কি আবার রোজ জোটে ছাই! আবার ভোর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঘোড়ার পিঠে ঘুরিতে ঘুরিতে সারা শরীর ব্যথায় যেন বিষ হইয়া থাকে। গাটগুলি টন্‌-টন্‌ করে, তাই রাত্রিতে একটু ঘুমাইতেও পারি না। শেষ রাত্রিতে যদিও বা একটু তন্দ্রা আসে, অমনি পাজি- হতচ্ছাড়া বনে-বনে-ঘোরা শিকারী ব্যাটাদের চেচামেচি ডাকাডাকিতে,—ওঠ, শীগ্‌গির বেরোও চল—প্রভৃতি হাকডাকে তন্দ্রাটুকু আসিবার আগেই ছুটিয়া যায়। সত্বর যে এই সব আপদ্ ঘুচিবে, তা' মনে হয় না। কেন না, সে দিন আমরা যখন খানিক পিছনে পড়িয়াছিলাম, তখন রাজা একাকী একটা হরিণকে তাড়া করিতে করিতে গিয়া এক তপোবনে ঢুকিয়া পড়েন ও আমাদের পোড়া-কপালের দোষে একটি তাপস-কন্যাকে দেখেন। সেই তাকে দেখা অবধি বাড়ী যাওয়ার আর নামটিও করেন না। এ সব দুর্ভাবনা করিতে করিতে আজ রাজার চোখের উপর রাতটা পোহাইয়া গেল. এক নিমেষও চোখ বোজেন নাই। উপায় কি ? যাক্‌, [illegible] রাজার প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপ্ত হ[illegible] থাকি[illegible] একবার দেখা করি গিয়া। (কি[illegible] গিয়া [illegible] এই যে, মৃগয়ার বেশে রাজা এ[illegible] [illegible] পরিচারিকা যবনীরা—কেহ ধনুর্ব্ব[illegible] [illegible] মালা হাতে লইয়া সখার সঙ্গে সঙ্গে [illegible] হাত-পা কুঁকড়ে ত্রিভঙ্গ হয়ে [illegible] অন্ততঃ আজকার দিনটের জন্যও যে[illegible] নিজের অষ্টাবক্র লাঠিখানিতে ভর দাঁড়াইয়া রহিলেন) ॥ ১ ॥

ততঃ প্রবিশতি যথানির্দ্দিষ্টপরিবারো রাজা।

রাজা।— কামং প্রিয়া ন সুলভা মনস্তু তদ্ভাবদর্শনায়াসি।
অকৃতার্থেঽপি মনসিজে রতিমুভয়প্রার্থনা কুরুতে ॥

(স্মিতং কৃত্বা) এবমাত্মাভিপ্রায়সম্ভাবিতেষ্টজনচিত্তবৃত্তিঃ প্রার্থয়িতা বিড়ম্ব্যতে।

স্নিগ্ধং বীক্ষিতমন্যতোঽপি নয়নে যৎ প্রেষয়ন্ত্যা তয়া যাতং যচ্চ নিতম্বয়োর্গুরুতয়া মন্দং বিলাসাদিব।
মা গা ইত্যুপরুদ্ধয়া যদপি সা সাসূয়মুক্তা সখী সর্ব্বং তৎ কিল মৎপরায়ণমহো কামী স্বতাং পশ্যতি ॥ ২ ॥

বিদূষকঃ।— (তথাস্থিত এব) ভো বঅস্স ণ মে হত্থপাআ পসরন্তি বাআমেত্তএণ জীআবইস্সং ॥ ৩ ॥

রাজা।— কুতোঽয়ং গাত্রোপঘাতঃ। ॥ ৪ ॥

বিদূষকঃ।— কুদো কিল সঅং অচ্ছী আউলীকরিঅ অস্সুকারণং পুচ্ছসি। ॥ ৫ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—ভো বয়স্য, ন মে হস্তপাদং প্রসরতি, বাঙ্মাত্রেণ জীবয়িষ্যামি ॥ ৩ ॥

কুতঃ কিল স্বয়ম্ অক্ষি আকুলীকৃত্য অশ্রুকারণং পৃচ্ছসি ॥৫॥

বঙ্গার্থ।—(পূর্ব্বোক্তরূপে পরিচারিকা-পরিবেষ্টিত রাজার প্রবেশ)

রাজা।—প্রিয়তমা শকুন্তলাকে যে সহজে লাভ করা সম্ভব নহে, তাহা আমি বিলক্ষণরূপেই জানি, তবুও কিন্তু আমার মন তাহার হাবভাব, আকার-ইঙ্গিত দেখিবার নিমিত্ত পাগল হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের দুই জনেরই পরস্পর গত অভিলাষ অপূর্ণ রহিয়াছে, আমরা কেহই কাহাকে ভোগ করিতে পারিতেছি না সত্য, তবুও কিন্তু দুই জনেরই মন দুই জনের পরস্পরগত অনুরাগ-সূচক আকার-ইঙ্গিত দেখিয়া নিরতিশয় প্রীতিলাভ করিতেছে। (একটু হেসে)—ছিঃ! এই ভাবেই প্রণয়ার্থীরা উপহাসাস্পদ হয়। তাহারা নিজের মনের মত করিয়া, যেমনটা হইলে নিজের সুবিধা হয়, তেমনটি করিয়া প্রার্থনীয় প্রণয়াস্পদের হৃদয়ের অবস্থা কল্পনা করিয়া লয় এবং সেই কল্পিত অবস্থা চিন্তা করিয়া কত সুখ পায়। আমারও আজ সেই দশা ঘটিয়াছে—দেখিতেছি। কেন না, সেই যে তপোবনে শকুন্তলা অনুরাগভরে অন্যদিকে ইচ্ছামত নয়নপাত করিয়াছিল, আমার দিকে চাহিবার নামগন্ধও তাহাতে ছিল না,—তবুও তাহা, এবং নিতম্বের গুরুভারে সেই যে সে যেন বিলাস-বশেই মন্দ মন্দ গমন করিতেছিল, এবং "এখন যেতে দেবো না"—প্রিয়ংবদার এই কথায় 'কেন' বলিয়া সেই যে সে ভ্রূকুঞ্চন পূর্ব্বক সখীকে বেশ দু'কথা শুনাইয়া দিয়াছিল, আজ মনে হইতেছে, সেই সমস্ত কার্য্যেরই একমাত্র লক্ষ্য ছিলাম যেন আমি। কি আশ্চর্য্য! কামী ব্যক্তি, তাহাব কামনার পাত্রের সর্ব্ববিধ ক্রিয়াকলাপই কামীর নিজের অনুকূলে কল্পনা করিয়া লইয়া সুখী হয়, নায়িকার সমস্ত কার্য্যই আত্মবিষয়ক বলিয়া ধরিয়া লইয়া সুখ পায় ॥ ২ ॥

বিদূষক।—(অষ্টাবক্রের মত দাঁড়াইয়া) হে বয়স্য! আমার হাত-পা আর সব্ছে না। নাড়্তেই পাচ্ছি না। তাই শুধু কথা দ্বারাই আশীর্ব্বাদ জান[illegible] ৩ ॥

রাজা।—এত গাত্র-বেদনার হেতু? ৪ ॥

বিদূষক।—বটে! নিজেই চক্ষুে[illegible] জল-পড়ার কারণ জিজ্ঞাস[illegible]

তাৎপর্য্য।—রাজা দুষ্যন্ত ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন, নদীর স্রোত যতই প্রবল [illegible] উঠিতেই হইবে। অন্ততঃ উঠিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে। একটা বোঝা [illegible]র প্রতিকূলে যাইতে পারে না বা যাইতে চাহেও না। একটা রশ্মির আকর্ষণ ব্যতিরে[illegible] [illegible]। যাওয়া বড়ই কষ্টকর। তাই যেখানে সাফল্যের কোনো আশাই নাই,—সেরূপ স্থে[illegible] [illegible]। ক্ষীণ রশ্মি অবলম্বন পূর্ব্বক মানুষ অগ্রসর হয়। কেবল মৈত্রাস্ত্রের বোঝা লইয়া চলা [illegible] ও অনেক পথ উজান বাহিয়া যাইতে হইবে।—তাই তিনি—কণ্বদুহিতার নিকট হইতে [illegible] করিয়া লইলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, শকুন্তলাকে লাভ করা তত সহজ নহে,—প্রত্যুৎ[illegible] [illegible]বাকার আর এখন কি আসে

রাজা ।— ন খল্ববগচ্ছামি । ॥ ৬ ॥

বিদূষকঃ ।— ভো বঅস্স জং বেঅসো খুজ্জলীলং বিড়ম্বেই তং কিং অত্তণো পহাবেণ ণং ণঈবেঅস্স ॥ ৭ ॥

রাজা ।— নদীবেগস্তত্র কারণম্ । ॥ ৮ ॥

বিদূষকঃ ।— মম বি ভবং । ॥ ৯ ॥

রাজা ।— কথমিব ? ॥ ১০ ॥

বিদূষকঃ ।— এব্বং রাঅকজ্জাই উজ্ঝিঅ এআরিসে আউলপ্পদেসে বণচরবুত্তিণা তুএ হোদব্বং । জং সচ্চং পচ্চহং সাবদসমুচ্ছারণেহিং সংখোহিঅসংধিবংধাণং মম গত্তাণং অণীসো ম্হি সংবুত্তো । তা পসাদইস্সং বিসজ্জিদুং মং এক্কাহং বি দাব বিস্সমিদুং ॥ ১১ ॥

রাজা ।— (স্বগতম্) অয়ং চৈবমাহ । মমাপি কাশ্যপসুতাম্ অনুস্মৃত্য মৃগয়াবিক্লবং চেতঃ । কুতঃ

ন নময়িতুমধিজ্যমস্মি শক্তো ধনুরিদমাহিতসায়কং মৃগেষু ।
সহবসতিমুপেত্য যৈঃ প্রিয়ায়াঃ কৃত ইব মুগ্ধবিলোকিতোপদেশঃ ॥ ॥ ১২ ॥

প্রাকৃতানুবাদ ।—ভোঃ বয়স্য ! যৎ বেতসঃ কুব্জ-লীলাং বিড়ম্বয়তি, তৎ কিম্ আত্মনঃ প্রভাবেণ, ননু নদী-বেগস্য ॥ ৭ ॥

মম হি ভবান্ ॥ ৯ ॥

এবং রাজকার্য্যাণি উজ্ঝিত্বা এতাদৃশে আকুলপ্রদেশে বনচরবৃত্তিনা ত্বয়া ভবিতব্যম্ । যৎ সত্যং প্রত্যহং শ্বাপদ-সমুৎ-সারণৈঃ সংক্ষোভিত-সন্ধিবন্ধনানাং মম গাত্রাণাম্ অনীশঃ অস্মি সংবৃত্তঃ । তৎ প্রসাদয়িষ্যামি বিসৃষ্টুং মাম্ একাহম্ অপি তাবৎ বিশ্রমিতুম্ ॥ ১১ ॥

বঙ্গার্থ ।—রাজা ।—বুঝলুম না ॥ ৬ ॥

বিদূষক ।—বয়স্য ! আচ্ছা বল ত—বেতসলতা স্রোতে পড়িয়া এঁকিয়ে-বেঁকিয়ে যে কুব্জের মত ঢং করে, সে কি নিজের ইচ্ছায় না নদীর স্রোত তাহার কারণ ॥ ৭ ॥

রাজা ।—নদীর বেগই তাহার কারণ ॥ ৮ ॥

বিদূষক ।—আমারও এই দুর্দ্দশার কারণ তুমি ॥ ৯ ॥

রাজা ।—কি করিয়া ? ১০ ॥

বিদূষক ।—এইভাবে রাজকার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই ঘোর গহন বনে দিনরাত্রি ঘুরে ঘুরে শেষকালে একেবারে একটা বনের পশুর (বা বনচরের) মত হয়ে গেলে ? কি আর বল্‌বো ?—রোজ শিকারের সন্ধানে ছুটোছুটি কর্ত্তে কর্ত্তে শরীরের সমস্ত গাঁটগুলি এতই আম্‌লিয়েছে যে, একটু নড়াচড়াও কর্ত্তে পারি নে। দোহাই তোমার, একটি দিনের জন্যও অন্ততঃ আমায় রেহাই দাও, একটু জিরিয়ে নেই ॥ ১১ ॥

রাজা ।—(মনে মনে) এও দেখছি, এই কথা বল্‌ছে। কাশ্যপ-দুহিতা শকুন্তলাকে ভেবে ভেবে আমারও আর মৃগয়ায় স্পৃহা নাই। কেন না—এই শরাসনে ছিলা পরাইয়া ও বাণ যোজনা করিয়া রাখিয়াছি বটে, কিন্তু হরিণের উপর ইহা আর তুল্‌তে প্রবৃত্তি হচ্ছে না। আহা! যারা আমার প্রিয়তমার সাথে একসঙ্গে বনে বাস করিতেছে এবং তাঁহাকে অমন সুন্দর চাউনি শিখিয়েছে, কোন্ প্রাণে আমি সেই সব মৃগের উপর বাণ ওছাই ?১২॥

যার।—সহজ-বা-কঠিন যাহাই হউক, শকুন্তলাকে লাভ করিতে হইবে,—অবশ্য পাইতে হইবে, এই দৃঢ় সঙ্কল্প ব্যতিরেকে—দুস্তর পথ তিনি অতিক্রম করিবেন কি করিয়া ? তাই সাধারণ জীবের ন্যায় তাঁহাকেও আজ বাসনা[illegible] অভিলষণীয় বস্তু চালাই করিয়া লইতে হইল।—শকুন্তলাও তাঁহার প্রতি নিরনুরাগ নহেন,—এই স[illegible] সঙ্কল্প করিতে হইল। আশার ক্ষণপ্রভায় তিনি ক্ষণেকের জন্য দেখিতে পাইলেন যে,—তিনি যেমন [illegible] শকুন্তলাও তেমনি তাঁহার প্রতি অনুরাগিণী।—যেমন ঐ ইন্দ্রজালের স্পর্শে তাঁহার হৃদয় সত্তের শকুন্তলার চলা-ফেরা, ওঠা-বসা, রাগ-রঙ্গ,—ঠাট্টাতামাসা,—যত কিছু সখীদের সমক্ষে ঘটিয়াছিল, তাহার না হউক, পনর আনার লক্ষ্যীভূত যে তিনি,—তাহাতে রাজার আর সংশয় রহিল না।—উত্তরের মনই উৎকণ্ঠিত—আকুল হইয়াছে,—এটা রাজা স্থির-[illegible] করিয়া লইলেন। এরূপ সিদ্ধান্তের জন্য দুষ্মন্তকে

বিদূষকঃ।— (রাজ্ঞো মুখং বিলোক্য)। অত্তভবং কিং বি হিঅএ করিঅ মন্তেই। অরণ্ণে মএ রুইঅং আসি ॥ ॥ ১৩ ॥

রাজা।— (সস্মিতম্) কিমন্যৎ। অনতিক্রমণীয়ং মে সুহৃদ্‌বাক্যমিতি স্থিতোঽস্মি ॥ ১৪ ॥

বিদূষকঃ।— চিরং জীঅ (গন্তুমিচ্ছতি)। ॥ ১৫ ॥

রাজা।— বয়স্য তিষ্ঠ, সাবশেষং মে বচঃ। ॥ ১৫-ক ॥

বিদূষকঃ।— আণবেদু ভবং। ॥ ১৬ ॥

রাজা।— বিশ্রান্তেন ভবতা মমাপ্যেকস্মিন্ননায়াসে কর্ম্মণি সহায়েন ভবিতব্যম্। ॥ ১৭ ॥

বিদূষকঃ।— কিং মোদঅখণ্ডিআএ। তেণ হি অঅং সুগহীদো জণো। ॥ ১৮ ॥

রাজা।— যত্র বক্ষ্যামি। কঃ কোঽত্র ভোঃ। ॥ ১৯ ॥

(প্রবিশ্য)

দৌবারিকঃ।—(প্রণম্য) আণবেদু ভট্টা। ॥ ২০ ॥

রাজা।— রৈবতক! সেনাপতিস্তাবদাহূয়তাম্। ॥ ২১ ॥

দৌরাবিকঃ।—তহ। (নিষ্ক্রম্য সেনাপতিনা সহ পুনঃ প্রবিশ্য)। এসো অণ্ণাবঅণুক্কণ্ঠো ইদো দিণ্ণদিট্‌ঠী এব্ব ভট্টা চিট্‌ঠই। উপসপ্‌পদু অজ্জো। ॥ ২২ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—অত্রভবান্ কিমপি হৃদয়ে কৃত্বা মন্ত্রয়তি। অরণ্যে ময়া রুদিতম্ আসীৎ ॥ ১৩ ॥

চিরং জীব ॥ ১৫ ॥

আজ্ঞাপয়তু ভবান্ ॥ ১৬ ॥

কিং মোদকখণ্ডিকায়াম্? তেন হি অয়ং সুগৃহীতঃ জনঃ ॥ ১৮ ॥

আজ্ঞাপয়তু ভর্ত্তা ॥ ২০ ॥

তথা। এষঃ আজ্ঞাবচনোৎকণ্ঠঃ ইতঃ দত্তদৃষ্টিঃ এব ভর্ত্তা তিষ্ঠতি। উপসর্পতু আর্য্যঃ ॥ ২২ ॥

বঙ্গার্থ।—বিদূষক।—তুমি যেন কি একটা মনে মনে ভাবছো। আমার কথায় কানই দিচ্ছ না। আমার অরণ্যে রোদনই সার হইল! ১৩ ॥

রাজা।—(সহাস্যে) কি আর ভাববো! বন্ধুবাক্য কি লঙ্ঘন করা যায়? তাই বিশ্রাম করাই ভাল মনে কচ্ছি ॥১৪॥

বিদূষক।—বাঁচিয়া থাকো। (বলিয়াই প্রস্থানোদ্যত) ॥১৫॥

রাজা।—বন্ধু, দাঁড়াও, এখনো আমার কথা শেষ হয় নি॥১৫-ক॥

বিদূষক।—হুকুম কর ॥ ১৬ ॥

রাজা।—আগে একটু জিরিয়ে লও, পরে আমার অতি সামান্য একটা কাজে—তোমায় কিন্তু একটু সাহায্য করতে হবে ॥ ১৭ ॥

বিদূষক।—কি কাজে? মোয়া খাওয়ার নাকি? তা যদি হয়, তবে কিন্তু আমাকে ঠিক মানুষই ঠাওরিয়েছ ॥ ১৮॥

রাজা।—বল্‌ব'খন। কে আছ? ১৯ ॥

দৌবারিক।—(প্রবেশ পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া) আজ্ঞা করুন প্রভু ॥ ২০ ॥

রাজা।—রৈবতক! সেনাপতিকে একবার ডাক ত ॥ ২১ ॥

দৌবারিক।—যে আজ্ঞা। (প্রস্থান ও সেনাপতিকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ) এই যে আদেশদানের জন্য উন্মুখ হইয়া মহারাজ এই দিকেই চাহিয়া আছেন। আপনি নিকটে যান—সেনাপতি মহাশয় ॥ ২২ ॥

চলে না। তিনি রাজাই হন বা সম্রাটই হন, মানুষ ত তিনি বটেন? সুতরাং মানুষের ধর্ম্ম তাঁহাতে থাকিবেই। যিনি অতিমানুষ, তাঁহাতেও মানুষের ধর্ম্ম থাকে, তবে সেই সঙ্গে খানিকটা অতিরিক্ত শক্তিও তাঁহাতে দেখা যায়। কিন্তু একেবারে মানুষ-ধর্ম্ম-বর্জ্জিত অতিমানুষ দেখা যায় না বা হইতেও পারে না। সুতরাং মানুষ দুষ্মন্তের পক্ষে এরূপ ক্ষেত্রে যাহা স্বাভাবিক, তাহাই ঘটিল। শকুন্তলা তাঁহাকে চায় কি না,—এই দুরূহ প্রশ্নের একটা সমাধান না হইলে জীবন তাঁহার দুর্ব্বহ। এমন একটা প্রশ্ন লইয়া কেহই কালাতিপাত করিতে পারে না। রাজাও পারেন না।

সেনাপতিঃ।—(রাজানমবলোক্য) দৃষ্টদোষাপি স্বামিনি মৃগয়া কেবলং গুণ এব সংবৃত্তা। তথাহি দেবঃ

অনবরতধনুর্জ্যাস্ফালনক্রূরপূর্ব্বং রবিকিরণসহিষ্ণু স্বেদলেশৈরভিন্নম্।
অপচিতমপি গাত্রং ব্যায়তত্বাদলক্ষ্যং গিরিচর ইব নাগঃ প্রাণসারং বিভর্ত্তি ॥

(উপেত্য) জয়তু স্বামী। গৃহীতশ্বাপদমরণ্যং কিমন্যত্রাবস্থীয়তে ॥ ২৩ ॥

রাজা।— মন্দোৎসাহঃ কৃতোঽস্মি মৃগয়াপবাদিনা মাধব্যেন। ॥ ২৪ ॥

সেনাপতিঃ।—(জনান্তিকম্) সখে স্থিরপ্রতিবন্ধো ভব। অহং তাবৎ স্বামিনশ্চিত্তবৃত্তিমনুবর্ত্তিষ্যে।

(প্রকাশম্) প্রলপত্বেষ বৈধেয়ঃ। ননু প্রভুরেব নিদর্শনম্।

মেদশ্ছেদকৃশোদরং লঘু ভবত্যুত্থানযোগ্যং বপুঃ সত্ত্বানামপি লক্ষ্যতে বিকৃতিমচ্চিত্তং ভয়ক্রোধয়োঃ।
উৎকর্ষঃ স চ ধন্বিনাং যদিষবঃ সিধ্যন্তি লক্ষ্যে চলে মিথ্যৈব ব্যসনং বদন্তি মৃগয়ামীদৃগ্ বিনোদঃ কুতঃ ॥২৫॥

বঙ্গার্থ।—সেনাপতি।—(কিয়দ্দূর হইতে রাজাকে দেখিয়া মনে মনে) যদিও মৃগয়ায় বহু দোষ, তথাপি আমাদের মহারাজের পক্ষে উহা একটা মহান্ গুণের মধ্যেই দাঁড়িয়ে গ্যাছে। কেন না—মহারাজের দেখছি, নিরন্তর সবলে কঠোর ধনুকের গুণ টানিতে টানিতে দেহের পূর্ব্বার্দ্ধটা যেন কেমন সুদৃঢ় হইয়া গিয়াছে, মাংসপেশীগুলি যেন কেমন কর্কশ হইয়াছে। এমন ভয়ঙ্কর গ্রীষ্মের প্রখরতাপেও মহারাজ একটু কাতর হন না বা একটু ঘামেন না। শরীরের বাজে মেদগুলি কমে' যাওয়ায় একটু কৃশ হইলেও ব্যায়ামের এমনি মাহাত্ম্য যে,—তাহা ধরিবার যো নাই, দেখিতে কেমন বলিষ্ঠ। পর্ব্বতবিহারী মাতঙ্গের ন্যায় ঈষৎ ক্ষীণ বলিয়া মনে হইলেও কিন্তু সমস্ত দেহটাই যেন প্রাণময় বলিয়া বোধ হইতেছে, কোনরূপ জড়তা বা অলসতার নামগন্ধও নাই। এক মৃগয়ার গুণেই ত এই সব। (সম্মুখে গিয়া) মহারাজের জয় হউক। প্রভো! বনের কোথায় কি জন্তু আছে, তাহা নির্ণয় করা হইয়াছে। সুতরাং আর বৃথা দেরি করা কেন ? ২৩॥

রাজা।—আমার এই বয়স্য মাধব্য মৃগয়ার এত নিন্দামন্দ করিয়াছে যে, আমার আর একটুও উৎসাহ নাই ॥ ২৪ ॥

সেনাপতি।—(জনান্তিকে বিদূষককে) সখে! কিছুতেই রাজি হইও না, নাছোড় হয়ে থাকো। আমি প্রভুর মেজাজ বুঝে' বলবো এখন। (প্রকাশ্যে রাজাকে) এ মূর্খটা যা ইচ্ছা বলুক না। মৃগয়া ভালো কি মন্দ, তার জলন্ত দৃষ্টান্ত ত মহারাজ নিজেই। একবার নিজের দিকে চেয়ে দেখুন ত।—মৃগয়ায় শরীরের যত বাজে মেদ কমিয়া যাওয়ায় দেহটা হাল্কা হয় ও সকল কাজেই উৎসাহ বাড়িয়া যায়, আর ভুঁড়ি আদৌ হইতে পারে না। তার পর কখনো ভয়ে, কখনো বা ক্রোধে বন্য জন্তুর চিত্ত যে কিরূপ বিকৃত হয়, কীদৃশ দেখায়, তাহাও দেখিতে পাওয়া যায়। শিকার যখন প্রাণভয়ে ছুটিতে থাকে, তখন সেই দ্রুত পলায়মান শিকারকে বাণে বিদ্ধ করিতে পারাই শিকারীর চরম সার্থকতা। সুতরাং যারা মৃগয়ার নিন্দা করে, করুক, আপনিই বলুন ত—এত আমোদ, এত উৎসাহ অন্য কোন্ কাজে আছে? ॥ ২৫ ॥

হাঁ—বা—না—একটা চূড়ান্ত হওয়া চাই, নিজেই পরীক্ষার্থী, আবার নিজেই তিনি পরীক্ষক। নিপুণ-দৃষ্টি ভারতেশ্বর সব দিক দেখিয়া শুনিয়া ঐ কঠিন প্রশ্নের সমাধান নিজের অনুকূলে করিয়া লইলেন। অতএব এখন আর [illegible] নাই।—শকুন্তলার যত কিছু—উক্তি-প্রত্যুক্তি, হাব-ভাব চলাফেরা—সমস্তই তাঁহার দিকে ঘুরিয়া দাঁড়া[illegible]—মনটা তাঁহার খুব হাল্কা হইল। একটা বিষম চাপ যেন বুকের উপর হইতে সরিয়া গেল।

মানুষ দুষ্মন্ত নিজের অনুকূলে শকুন্তলাতে প্রশ্নের সমাধান করিলেন বটে, কিন্তু অতিমানুষ[illegible] তাহাতে ঘাড় পাতিলেন না। বরং মনে মনে হাসিতে লাগিলেন। অন্যদিকে চোখ ফিরাইবার ব[illegible]সেই যে রাজার চোখে শকুন্তলার চোখ পড়িয়াছিল,—মানুষ দুষ্মন্ত তাহা আত্মানুকূল করিয়া লইতে[illegible] শকুন্তলা মাত্র একবার রাজাকে দেখিয়া লইল,—ভাবিতেছেন, আর অতিমানুষ দুষ্মন্ত তাহাতে হাসি[illegible] ছেন না। মানুষের পাগলামি দেখিয়া অলক্ষ্যে টিট্‌কারি দিতেছেন।—এইরূপে মানুষে-অতিমানুষে ব[illegible] নীরব যুদ্ধ

বিদূষকঃ।— অত্তভবং পকিদিং আপণ্ণো। শমাশ্রমললামভূতাং শকুন্তলামধিকৃত্য ব্রবীমি ॥ ৩৯ ॥
আলোলুবস্স জিণ্ণরিচ্ছস্স কস্স বি মুহে। (প্রকাশম্) ভো বঅস্স দে তাবসকণ্ণআ

রাজা।— ভদ্র সেনাপতে! আশ্রমসন্নিকৃষ্টে স্থিতাঃ স্মঃ ॥ ৪০ ॥
গাহন্তাং মহিষা নিপানসলিলং শৃঙ্গৈর্মুহুস্তাড়িতং ছায়াবদ্ধ।
বিশ্রব্ধং ক্রিয়তাং বরাহততিভির্মুস্তাক্ষতিঃ পল্বলে বিশ্রামং লভতাং।

সেনাপতিঃ।—যৎ প্রভবিষ্ণবে রোচতে। ॥ ৪১ ॥

রাজা।— তেন হি নিবর্ত্তয় পূর্ব্বগতান্ বনগ্রাহিণঃ। যথা ন মে সৈনিকাস্তপোবনমুপ হোই তহ
নিষেদ্ধব্যাঃ। পশ্য— ॥ ৪২ ॥
শমপ্রধানেষু তপোধনেষু গূঢ়ং হি দাহাত্মকমস্তি তেজঃ। ॥ ৪৩ ॥
স্পর্শানুকূলা ইব সূর্য্যকান্তাস্তদন্যতেজোঽভিভবাদ্বমন্তি ॥ ॥ ২...

সেনাপতিঃ।—যদাজ্ঞাপয়তি স্বামী। ॥ ৩০ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—অত্রভবান্ প্রকৃতিম্ আপন্নঃ। ত্বং তাবদ্ অটবীতঃ অটবীম্ আহিণ্ডমানঃ নরনাসিকা-লোলুপস্য জীর্ণঋক্ষস্য কস্য অপি মুখে নিপতিষ্যসি ॥ ২৬ ॥

বঙ্গার্থ।—বিদূষক।—আর সে মহারাজ নেই। ইনি এখন প্রকৃতিস্থ হয়েছেন। তুমি (পাষণ্ড) গিয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়াও আর একটা ভয়ঙ্কর বুড়ো ভালুকের মুখে গিয়ে পড় এবং সে তোমার নাকটি 'নিচিহ্নি' ক'রে খেয়ে ফেলুক। মানুষের নাক তাদের বড় প্রিয় ॥ ২৬ ॥

রাজা।—সেনাপতে! তোমার সব কথাই ঠিক, কিন্তু আশ্রমের বড়ই নিকটে আমরা আছি, এ সময়ে হিংসা-টিংসা তত সঙ্গত নহে। সুতরাং তোমার কথা আমি রাখ্‌তে পারলুম না। আজ—বন্য মহিষকুল—বন-মধ্যবর্ত্তী স্বল্প-জল গর্ত্তাদিতে ও শুষ্কপ্রায় জলাশয়াদিতে নির্ভয়ে অবগাহন করুক এবং তাহাদের শৃঙ্গের দ্বারা সেই পঙ্কিল জল ঘন ঘন আলোড়িত হউক। আর আজ বনের মৃগ-সমূহ একটু হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচুক। তরুতলে ছায়ার দল বাঁধিয়া তাহারা এসে বিশ্রাম করুক ও একটু জাবর কাটুক, আমরা বনে ঢোকা অবধি উহা আর তাহাদের ভাগ্যে ঘটে নাই। হয় ত বা জাবর কাটা ভুলিয়াই গিয়াছে। বন্য বরাহ-গুলি পঙ্কিল জলাশয়ে পড়িয়া নির্ভয়ে আজ দূর্ব্বামূল ভক্ষণ করুক,—বহুদিন উহারা তাহা খায় নাই। আর আজ এই ধনুকেরও ছিলা ঢিল করিয়া দিচ্ছি। এ'ও একটু জিরিয়ে নিক্ ॥ ২৭ ॥

সেনাপতি।—আপনি মালিক, যেমন ইচ্ছা করুন ॥ ২৮ ॥

রাজা।—তা হ'লে যারা আগে গিয়ে বন তোলপাড় ক'রে তুলেছে, পাছে কোনো পশু পালায়,—সেই জন্য গোটা অরণ্যটা ঘিরিয়া ফেলিবার উদ্দেশ্যে ছুটাছুটি কচ্ছে, তাহাদিগকে ফিরিয়ে আনো। দেখিও,—আমার সৈনিকরা [illegible] কোনরূপ অশান্তি না জন্মায়, ভ [illegible] ক'রে দিও। মনে রেখো—ত [illegible] শান্তিপ্রধান এবং অহিংসা-পূর্ণ হউক [illegible] বধদাহকারী তেজঃ নিগূঢ় আছে। [illegible] ত, সূর্য্যকান্তমণি যতই কেন স্নুখ- [illegible] কাহারও তেজ সে সইতে পারে না [illegible] মি. উদ্‌গিরণ করে ॥ ২৯ ॥

সেনাপতি।— [illegible] ॥

চলিতেছিল—তখন—কবি, বিদূষকের প্রসঙ্গ অবতীর্ণ করিয়া মানুষ দুষ্মন্ত শকুন্তলার মোহে যতই বিমুগ্ধ হন না কেন, তিনি যে বিমূঢ় হন নাই,—নি[illegible] তাহা ঐপ্রকার অন্তরান্দোলনের দ্বারা লোকনয়নে প্রতিপন্ন করিয়া শেষে [illegible] কেন না—অধিকক্ষণ তদ্রূপ আলোচনা মানুষের হৃদয় করিতে চাহে না। যা' কিছু,—হাসিকান্না—হর্ষ-বিষাদ—সমস্তই আমার জন্য, আমাকে লইয়াই [illegible] অগ্রসর হইলেন। দুষ্মন্ত [illegible]র জলাঞ্জলি দেন নাই,— [illegible]নে ও প্রসঙ্গ চাপা দিলেন। [illegible],—কতবড় মূর্খ যে, তাহার [illegible]ড়া শকুন্তলার পৃথক্ সত্ত্বই

সেনাপতিঃ।—(রাজানমবলোক্য) দৃষ্টদোষাপি স্বামিনি মৃগয়া কেবল° ॥ ৩১ ॥

অনবরতধনুর্জ্যাস্ফালনক্রূরপূর্ব্বং রবিকিরণ‑ [নিষ্ক্রান্তঃ সেনাপতিঃ।

অপচিতমপি গাত্রং ব্যায়তত্বাদলক্ষ্যং গি‑ মৃগয়াবেশম্। রৈবতক! ত্বমপি স্বং নিয়োগ‑

(উপেত্য) জয়তু স্বামী। গৃহীত ॥ ৩২ ॥

রাজা।— মন্দোৎসাহঃ কৃতোঽস্মি মৃগ [নিষ্ক্রান্তঃ ॥ ৩৩ ॥

সেনাপতিঃ।—(জনান্তিকম্) সস্থেঅং। সম্পদং এদস্সিং পাঅবচ্ছাআএ বিরইদলদাবিদাণদংসণীআএ

(প্রকাশম্) দিদু ভবং জাব অহং বি সুহাসীণো হোমি। ॥ ৩৪ ॥

মেদশ্ছেদকৃশোদরং ॥ ৩৫ ॥

উৎকর্ষ এদু ভবং। [পরিক্রম্যোপবিষ্টৌ। ॥ ৩৬ ॥

‑‑‑‑।— মাধব্য! অনবাপ্তচক্ষুঃফলোঽসি যেন ত্বয়া দর্শনীয়ং বস্তু ন দৃষ্টম্ ॥ ৩৭ ॥

বিদূষকঃ।— ন ভবং অগ্গদো মে বট্টই। ॥ ৩৮ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—ধ্বংসতাং তে উৎসাহ‑বৃত্তান্তঃ ॥ ৩১ ॥

যদ্ দেবঃ আজ্ঞাপয়তি ॥ ৩৩ ॥

কৃতং ভবতা নির্ম্মক্ষিকম্। সাম্প্রতম্ এতস্যাং পাদপ‑চ্ছায়ায়াং বিরচিত-লতা-বিতানদর্শনীয়ায়াম্ আসনে নিষীদতু ভবান্, যাবৎ অহম্ অপি সুখাসীনঃ ভবামি ॥ ৩৪ ॥

এতু ভবান্ ॥ ৩৬ ॥

নমু ভবান্ অগ্রতঃ বর্ত্ততে ॥ ৩৮ ॥

বঙ্গার্থ।—বিদূষক।—কেমন? তোমার মৃগয়ার বাসনা—বনে বনে লাফালাফি করার সখ চুলোয় যাক্ ॥ ৩১ ॥

(সেনাপতির প্রস্থান। পরিজনবর্গের দিকে চাহিয়া)

রাজা।—তোমরা আমার মৃগয়ার বেশ লইয়া যাও। আর রৈবতক! তুমিও নিজের কাজে যাও ॥ ৩২ ॥

পরিজন।—যে আজ্ঞা মহারাজ। (তাহাদের প্রস্থান) ॥ ৩৩॥

বিদূষক।—তুমি ত মাছিটি পর্য্যন্ত তাড়া'লে। এখন খানিকক্ষণ এই গাছের ছায়ায় উপবেশন কর। ঐ দেখ—ঐ গাছটার উপর লতা এমন ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, যে মনে হচ্ছে যেন—সুন্দর একখানি শ্যামল চাঁদোয়া খাটানো রহিয়াছে। তুমি একটু বোসো, আমিও ততক্ষণ একটু আরামে বসিয়া লই ॥ ৩৪ ॥

রাজা।—আচ্ছা, আগে চল ॥ ৩৫ ॥

বিদূষক।—এস তুমি। (উভয়ে এগিয়ে গিয়ে উপবেশন করিলেন) ॥ ৩৬ ॥

রাজা।—মাধব্য! তোমার চক্ষুই বৃথা, কেন না—এমন একটা দেখার জিনিস তুমি দেখ্‌লে না ॥ ৩৭ ॥

বিদূষক।—কেন? তুমিই ত আমার চোখের সাম্‌নে রহিয়াছ ॥ ৩৮ ॥

নাই—এরূপ ভাবিতে আমার লজ্জা হইতেছে না? মানুষ ভালোবাসার ফাঁদে পড়িয়া এই ভাবেই মারা যায়—কি অধঃপতন আমার"—ইত্যাকার চিন্তার অধিক অবসর দিতে নাই,—দিলে রসভঙ্গ হয়। নায়কের উৎকর্ষখ্যাপনের জন্য যতটুকু দরকার, শুধু ততটুকুই দেখাইয়া কবিকে প্রস্তুত বিষয়ের অনুসরণ করিতে হয়।—কবি তাই সামান্য ইঙ্গিতে—"কামী স্বতাং পশ্যতি"—এইটুকু মাত্রে দুষ্মন্তের হৃদয়ের উৎকর্ষ বস্তু প্রদর্শনপূর্ব্বক বিষয়ান্তরের অবতারণা করিলেন।

দুষ্মন্তের অনুরাগ-প্রবাহ বর্ষার কূলপ্লাবী তটিনী-প্রবাহের ন্যায় তরতরবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে।—প্রাণময় দুষ্মন্ত তাহাতে অঙ্গদেহে ভাসিতে ভাসিতে চলিয়াছেন, আর মাংসপিণ্ডময় দুষ্মন্ত বিদূষকের সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি যে আর তাঁহাতে নাই, এ কথা রাজা নিজেই প্রথমাঙ্কের শেষে "গচ্ছতি পুরঃ শরীরম্"—উক্তিতে বলিয়া গিয়াছেন। মৃগয়া করিতে আসিয়া তিনি নিজেই মৃগ‑ হইয়া পড়িয়াছেন।—মেঘদূতের প্রণয়োন্মত্ত যক্ষ যেমন উত্তরদিগ্‌বর্ত্তিনী তাহার বিরহিণী প্রণয়িনীর ‑র্থে উত্তুরে বাতাসকে পর্য্যন্ত আলিঙ্গনে বদ্ধ করিতে গিয়াছিল,—আজ দুষ্মন্তেরও তদবস্থা। শকুন্তল ‑াদের চোখ, সেই মৃগকুলকে মারিবার নিমিত্ত তিনি কি আর ধনুক ওঠাইতে

রাজা।— সর্ব্বঃ কান্তমাত্মানং পশ্যতি। তামাশ্রমললামভূতাং শকুন্তলামধিকৃত্য ব্রবীমি ॥ ৩৯ ॥

বিদূষকঃ।— (স্বগতম্) হোদু সে অবসরং ন দাইস্সং। (প্রকাশম্) ভো বঅস্স দে তাবসকণ্ণআ অব্ভত্থণীআ দীসই। ॥ ৪০ ॥

রাজা।— সখে! ন পরিহার্য্যে বস্তুনি পৌরবাণাং মনঃ প্রবর্ত্ততে।

সুরযুবতিসম্ভবং কিল মুনেরপত্যং তদুজ্‌ঝিতাধিগতম্।
অর্কস্যোপরি শিথিলং চ্যুতমিব নবমল্লিকাকুসুমম্॥ ॥ ৪১ ॥

বিদূষকঃ।— (বিহস্য) জহ কস্‌স বি পিণ্ডখজ্জুরেহিং উব্বেজিদস্‌স তিন্তিলীএ অহিলাসো হোই তহ ইত্থিআরঅণপরিভাইণো ভঅদো ইঅং অব্ভত্থণা। ॥ ৪২ ॥

রাজা।— ন তাবদেনাং পশ্যসি যেনৈবমবাদীঃ। ॥ ৪৩ ॥

বিদূষকঃ।— তং কৃখু রমণিজ্জং জং ভঅদো বি বিম্হঅং উপ্‌পাদেই। ॥ ৪৪ ॥

প্রাকৃতাংশানুবাদ।—ভবতু, অস্মৈ অবসরং ন দাস্যামি। ভো বয়স্য! তে তাপস-কন্যকা অভ্যর্থনীয়া দৃশ্যতে ॥ ৪০ ॥

যথা কস্য অপি পিণ্ডখর্জ্জুরৈঃ উদ্বেজিতস্য তিন্তিল্যাম্ অভিলাষঃ ভবতি তথা স্ত্রী-রত্ন-পরিভাবিণঃ ভবতঃ ইয়ম্ অভ্যর্থনা ॥ ৪২ ॥

তৎ খলু রমণীয়ম্, যৎ ভবতঃ অপি বিস্ময়ম্ উৎপাদয়তি ॥ ৪৪ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—সবাই নিজেরটিকেই সুন্দর দেখে, তাই তুমিও আমায় দেখ্‌ছ। আমি কিন্তু আশ্রমের অলঙ্কাররূপী সেই শকুন্তলার কথা বল্‌ছি। তা'কে ত তুমি দেখ নাই ॥ ৩৯ ॥

বিদূষক।—(মনে মনে) বলুক না শকুন্তলার কথা, আমি ও প্রসঙ্গ তুল্‌বার সুযোগই দেবো না। (প্রকাশ্যে) সখে! তুমি দেখ্‌ছি, ঋষিকন্যাকেই শেষকালে কামনা ক'রে বস্‌লে ॥ ৪০ ॥

রাজা।—সখে! ভুল তোমার। যাহা অগ্রাহ্য, তাদৃশ বস্তুতে পুরুবংশীয়দিগের মন টলে না। তুমি যা'কে ঋষিকন্যা বল্‌ছো,—সেই শকুন্তলার জন্মবৃত্তান্ত কি তুমি জানো? সেই শকুন্তলা মুনির তনয়া হইলেও সুরলোকবাসিনী যুবতী মেনকার গর্ভজাত এবং তৎকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত, শেষে মহর্ষি কণ্ব তাহাকে কুড়াইয়া পান। তাই সে কণ্বের দুহিতা। সে যেন ঠিক,—আকন্দতরুর উপর স্খলিত একটি নবমল্লিকা-ফুল। নতুবা সত্যি সে আকন্দ-ফুল নহে ॥ ৪১ ॥

বিদূষক।—(সহাস্যে) পিণ্ডি-খেজুর খেয়ে খেয়ে মুখ ম'রে আস্‌লে যেমন শেষে একটু তেঁতুল খেতে সাধ হয়, তোমারও দেখছি সেই দশা উপস্থিত! অমন সব রাণী-মহারাণীতেও তোমার সাধ মিট্‌লো না! কিংবা বুঝি অরুচি ধরেছে। মুখ বদ্‌লানো দরকার।—তাই এই অভিলাষ? কেমন? না? ॥৪২ ॥

রাজা।—তুমি ত একে দেখ নাই, তাই এমন কথা বল্‌ছো। দেখলে আর বল্‌তে না ॥ ৪৩ ॥

বিদূষক।—দেখার দরকার কি? তোমার যাতে মাথা গুলিয়েছে, সে জিনিস নিশ্চয়ই খুব ভালো, সকলের সেরা হবেই হ'বে ॥ ৪৪ ॥

পারেন? এত বড় নির্দ্দয় তিনি নন।—সুতরাং মৃগয়া ঐ পর্য্যন্ত। তিনি আর উহাতে নাই। এত পাষণ্ড তিনি হইতে পারেন না। ঠিক করিলেন,—কোন একটা ছলে মৃগয়াটা বন্ধ করিতে হইবে, সঙ্গের লোকজন, হাতী ঘোড়া—সমস্ত আসবাব বিদায় করিয়া দিতে হইবে,—রাজকার্য্য, চিরদিন যেমন চলে, তেমনই কিছুদিন আপনিই চলুক,—তিনি এখন দিন কয়েক একটু হাঁপ ছাড়িয়া লইবেন। যে খোঁজে, তার ছলের অভাব হয় না।—এ ক্ষেত্রেও হইল না। বিদূষকেরই অনুরোধে এবং তপোবনের আশেপাশে মৃগয়া অত্যন্ত অধর্ম্ম—ইত্যাদি বলিয়া রাজা সকলকে বিদায় করিলেন। শুধু মৃগয়া হইতে বিদায় নহে, একেবারে দেশে পাঠাইয়া দিলেন। রহিলেন—শুধু তিনি—আর তাঁহার ভালোমন্দ সকল কার্য্যের উত্তরসাধক বিদূষক ব্রাহ্মণ।

রাজা।— বয়স্য, কিং বহুনা

চিত্রে নিবেশ্য পরিকল্পিতসত্ত্বযোগা রূপোচ্চয়েন মনসা বিধিনা কৃতা নু।
স্ত্রীরত্নসৃষ্টিরপরা প্রতিভাতি সা মে, ধাতুর্বিভুত্বমনুচিন্ত্য বপুশ্চ তস্যাঃ॥ ॥ ৪৫ ॥

বিদূষকঃ।— জই এব্বং, পচ্চাদেসো দাণিং রূববদীণং। ॥ ৪৬ ॥

রাজা।—ইদং চ মে মনসি বর্ত্ততে

অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিসলয়মলূনং কররুহৈরনাবিদ্ধং রত্নং মধু নবমনাস্বাদিতরসম্।
অখণ্ডং পুণ্যানাং ফলমিব চ তদ্রূপমনঘং ন জানে ভোক্তারং কমিহ সমুপস্থাস্যতি বিধিঃ ॥ ৪৭ ॥

বিদূষকঃ।— তেন হি লহু পরিত্তাঅদু ণং ভবং। মা কস্স বি তবস্সিণো ইঙ্গুলিতেল্লমিস্সচিক্কণ-সীসস্স হত্থে পড়িহিই। ॥ ৪৮ ॥

রাজা।— পরবতী খলু তত্রভবতী। ন চ সন্নিহিতোঽত্র গুরুজনঃ। ॥ ৪৯ ॥

বিদূষকঃ।— অত্তভঅন্তং অন্তরেণ কেরিসো সে দিট্ঠিরাও। ॥ ৫০ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—যদি এবং প্রত্যাদেশঃ ইদানীং রূপবতীনাম্ ॥ ৪৬ ॥

তেন হি লঘু পরিত্রায়তাম্ এনাং ভবান্। মা কস্য অপি তপস্বিনঃ ইঙ্গুদীতৈলমিশ্রচিক্কণ-শীর্ষস্য হস্তে পতিষ্যতি ॥ ৪৮ ॥

অত্রভবন্তম্ অন্তরেণ কীদৃশঃ অস্যাঃ দৃষ্টিরাগঃ ॥ ৫০ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—বয়স্য! অধিক আর কি বলবো?
"তার শরীর মনে করিলে মনে এই উদয় হয়, বুঝি বিধাতা, প্রথমতঃ চিত্রপটে চিত্রিত করিয়া, পরে জীবন-দান করিয়াছেন; অথবা, মনে-মনে মনোমত উপকরণ-সামগ্রী সকল সঙ্কলিত করিয়া মনে মনে অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির যথাস্থানে বিন্যাস পূর্ব্বক, মনে মনেই তাহার শরীর নির্ম্মাণ করিয়াছেন, হস্ত দ্বারা নির্ম্মিত হইলে, শরীরের সেরূপ কোমলতা ও রূপ-লাবণ্যের মাধুরী কদাচ সম্ভবিত না, ফলতঃ ভাই রে, সে এক অভূতপূর্ব্ব স্ত্রীরত্নসৃষ্টি।" (বিদ্যাসাগর) ॥ ৪৫ ॥

বিদূষক।—যা বল্লে, যদি সত্যি হয়, তবে দেখ্‌ছি, এতদিনে সকল রূপসীদেরই গর্ব্ব খর্ব্ব হইল ॥ ৪৬ ॥

রাজা।—সখে! আমার মনে হয়, সেই শকুন্তলা যেন একটি ফুটন্ত ফুল, অথচ এখনও কেহ তাহার আঘ্রাণ লয় নাই। —কিংবা যেন একটি নধর নূতন পল্লব, এখন পর্য্যন্ত নখ দিয়াও কেহ ছোঁয় নাই। অথবা যেন কোনো অক্ষয় পুণ্যরাশির অখণ্ড অর্থাৎ সম্পূর্ণ ফল স্বরূপ। আহা! অমন নিষ্কলঙ্ক রূপ! জানি না, কাহার ভোগে লাগিবে। কাহাকে বিধাতা গৌরবিত করিবেন ॥ ৪৭ ॥

বিদূষক।—তা-ই যদি হয়, তবে একটু তাড়াতাড়ি গিয়ে ইহাকে দখল কর। না হয় ত, কোন্ দিন, ঐ তপস্বী-দের কারো হাতে পড়বে! ইঙ্গুদীফল ছেঁচো ক'রে মাথায় ড'লে ড'লে ওরা কটা কটা চুলগুলি যেন তামার শলাব মত ক'রে তুলেছে, ওদের হাতে পড়লেই দফা-রফা। সময় থাকতে সাবধান হও ॥ ৪৮ ॥

রাজা।—সখে! তুমি জানো না, সে ত এখনও পরাধীন, আর তার অভিভাবকও এখন কাছে নাই ॥ ৪৯ ॥

বিদূষক।—আচ্ছা, তোমায় দেখে তার চোখমুখের কোনরূপ ভাবভঙ্গি কিছু বুঝ্‌তে পেরেছ কি? ॥ ৫০ ॥

যে 'নেগেটিভে'—ছায়াচিত্র একবার তোলা হয়, তাহাতে পরে অন্য কোনো ছবি আর তোলা যায় না। এই হইল পার্থিব নিয়ম। দুষ্মন্তের—রাজাধিরাজ দুষ্মন্তের হৃদয়-নেগেটিভে অনেক সুন্দরী শুদ্ধান্তচারিণীর ছবির দাগ আছে, সুতরাং তাহাতে অন্য ছবির প্রতিবিম্বন অসম্ভব, তাই কবি, দুষ্মন্ত-কর্তৃক শকুন্তলার প্রথম সন্দর্শনের পর,—"দূরীকৃতা খলু গুণৈরুদ্যান-লতা বনলতাভিঃ"—বলিয়া যে নেগেটিভের দাগ—পূর্ব্বসংস্কার মুছিতে সুরু করিয়াছিলেন,—সেই কাজ এখনও অতি কৌশলে, দুষ্মন্তের দ্বারা অতর্কিতভাবে করাইতেছেন। যখন শকুন্তলা নয়নের সম্মুখে ছিলেন, রাজা, যতভাবে পারেন, দেখিয়া লইয়াছেন এবং কবিও যতভাবে পারেন, দেখাইয়াছেন, এখন শকুন্তলা নয়নের অন্তরালে, কিন্তু দেখার বিরতি নাই। তখন রাজা শরীরিণী শকুন্তলাকে দেখিয়াছেন, আর এখন অমূর্ত্ত শকুন্তলাকে দেখিতেছেন।

রাজা।— নিসর্গাদেব অপ্রগল্‌ভস্তপস্বিকন্যাজনঃ। তথাপি তু—

অভিমুখে ময়ি সংহৃতমীক্ষিতং হসিতমন্যনিমিত্তকৃতোদয়ম্।
বিনয়বারিতবৃত্তিরতস্তয়া ন বিবৃতো মদনো ন চ সংবৃতঃ॥ ।৫১॥

বিদূষকঃ।— ণ ক্‌খু দিট্‌ঠমেত্তস্‌স তুহ অঙ্কং আরোহই। ।৫২॥

রাজা।— মিথঃ প্রস্থানে পুনঃ শালীনতয়াপি কামম্ আবিষ্কৃতো ভাবস্তত্রভবত্যা। তথাহি

দর্ভাঙ্কুরেণ চরণঃ ক্ষত ইত্যকাণ্ডে তন্বী স্থিতা কতিচিদেব পদানি গত্বা।
আসীদ্বিবৃত্তবদনা চ বিমোচয়ন্তী শাখাসু বল্কলমসক্তমপি দ্রুমাণাম্॥ ॥৫৩॥

বিদূষকঃ।— তেন হি গহীদপাহেও হোহি। কিদং তুএ উববণং তবোবণং ত্তি পেক্‌খামি। ॥৫৪॥

রাজা।— সখে তপস্বিভিঃ কৈশ্চিৎ পরিজ্ঞাতোঽস্মি। চিন্তয় তাবৎ কেনাপদেশেন সকৃদপি আশ্রমে বসামঃ। ॥৫৫॥

প্রাকৃতানুবাদ—ন খলু দৃষ্টমাত্রস্য তব অঙ্কম্ আরোহতি॥ ৫২॥

তেন হি গৃহীত-পাথেয়ঃ ভব। কৃতং ত্বয়া উপবনং তপোবনম্ ইতি প্রেক্ষে॥ ৫৪॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—ভাই! তাপস-দুহিতারা স্বভাবতই অতি শান্তপ্রকৃতি, কোনরূপ চাঞ্চল্য বা তারল্য তাহাদের নাই। তবুও কিন্তু—যখনই আমি চোখের সাম্‌নে পড়িয়াছি, তখনই শকুন্তলা চোখ ফিরাইয়া লইয়াছে। কোনরূপ একটা ছল ধরিয়া হাসিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি যে, সে হাসি শুধু আমারই জন্য। অতএব তাহার হৃদয়নিহিত অভিলাষ—আমার উপর যে অনুরাগ—তাহা যদিও শিক্ষা এবং লজ্জার আবরণে সে ঢাকিতে চেষ্টা করিয়াছে বটে, কিন্তু একেবারে সে অনুরাগ চাপিতে পারে নাই, আকার ইঙ্গিতে অনেকটা ধরা দিয়াছে॥ ৫১॥

বিদূষক।—সে কি?—দেখামাত্রেই তোমার কোলে চড়িয়া বসে নাই? এতেও তোমার যখন সাধ মিটিতেছে না, তখন সেইটা হইলেই ঠিক হইত॥ ৫২॥

রাজা।—ততটা না হোক্,—শত লজ্জায়ও কিন্তু শকুন্তলা মনের প্রকৃত অবস্থা ঢাকিয়া রাখিতে পারে নাই। ছাড়াছাড়ির সময়ে তাহার হৃদয়ের প্রকৃত ছবি বাহির হইয়া পড়িয়াছে।—কেন না,—দু'এক পা চলিয়াই, 'উঃ, কুশের ডগা পায়ের তলায় ফুটিয়া গিয়াছে' বলিয়া সে হঠাৎ থামিয়া গেল ও গাছের ডালে—পরনের বাকল জড়াইয়া না গেলেও—তাহা ছাড়াইয়া লইবার ছলে—আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। বল ত, এ সব কি শুধু শুধু?॥ ৫৩॥

বিদূষক।—বাঃ! তা' হ'লে ত দেখছি—তোমার এই বিদেশে পথের সম্বলও প্রচুর জুটেছে। এখন সেই চাহনি স্মরণ করিয়া দিন কাটাও। তুমি তপোবনটাকে শেষকালে উপবন ক'রে তুল্লে—দেখছি!৫৪॥

রাজা।—ভাই! কয়েকজন তপস্বী আমাকে চিনে ফেলেছে, এখন ভাবো দেখি—কি উপলক্ষে অন্ততঃ আর একবার আশ্রমে ঢুকতে পারি॥ ৫৫॥

তখনকার দেখা অপেক্ষা এখনকার দেখা যে সুচারুতর, ইহা রাজার উক্তিতেই বুঝিতেছি! অমন কোমলাঙ্গীর কক্ষে বল্কল পরা দেখিয়া তখন যে রাজা ব্যথিত হইয়াছিলেন এবং তাত কণ্বকে বিচারবিমূঢ় পর্য্যন্ত বলিতেও সঙ্কোচ বোধ

বিদূষকঃ।— কো অবরো অবদেসো তুম্হাণং রাআণং ণীবারছট্‌ঠভাঅং অম্হাণং উবহরন্তু ত্তি ॥ ৫৬ ॥

রাজা।— মূর্খ! অন্যদ্ভাগধেয়মেতেষাং রক্ষণে নিপততি, যদ্রত্নরাশীনপি বিহায়াভিনন্দ্যম্। পশ্য—

যদুত্তিষ্ঠতি বর্ণেভ্যো নৃপাণাং ক্ষয়ি তৎফলম্।
তপঃষড়্‌ভাগমক্ষয্যং দদত্যারণ্যকা হি নঃ ॥ ॥ ৫৭ ॥

(নেপথ্যে)

হন্ত সিদ্ধার্থৌ স্বঃ। ॥ ৫৮ ॥

রাজা।— (কর্ণং দত্বা) অয়ে ধীরপ্রশান্তস্বরৈস্তপস্বিভির্ভবিতব্যম্ ॥ ৫৯ ॥

(প্রবিশ্য)

দৌবারিকঃ।—জেদু জেদু ভট্টা! এদে দুবে ইসিকুমারআ পড়িহারভুমিং উবট্‌ঠিদা ॥ ৬০ ॥

রাজা।— তেন হি অবিলম্বিতং প্রবেশয় তৌ। ॥ ৬১ ॥

দৌবারিকঃ।—এসো পবেসেমি। (নিষ্ক্রম্য ঋষিকুমারকাভ্যাং সহ প্রবিশ্য) ইদো ইদো ভঅবন্তা। ॥ ৬২ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—কঃ অপরঃ অপদেশঃ যুষ্মাকং রাজ্ঞাম্? নীবারষষ্ঠভাগম্ অস্মাকম্ উপহরন্তু ইতি ॥ ৫৬ ॥

জয়তু জয়তু ভর্ত্তা। এতৌ দ্বৌ ঋষিকুমারকৌ প্রতিহারভূমিম্ উপস্থিতৌ ॥ ৬০ ॥

এবং প্রবেশয়ামি। ইতঃ ইতঃ ভগবন্তৌ ॥ ৬২ ॥

বঙ্গার্থ।—বিদূষক।—বটে! তোমরা হ'লে রাজা, তোমাদের আবার অন্য উপলক্ষ্যের দরকার কি? বল গিয়া—'তোমরা যে তৃণধান্য কুড়িয়ে রেখেছ, তার ছয়ভাগের একভাগ আমার প্রাপ্য, তাই আদায় কর্ত্তে এসেছি, দাও ॥ ৫৬ ॥

রাজা।—দূর বোকা! এই সব মুনিঋষিদের রক্ষা করি বলিয়া অন্য একটা জিনিস বিনিময়ে আমরা পাইয়া থাকি, সে জিনিসটা এতই স্পৃহণীয় যে, রাশি রাশি রত্ন দূরে ঠেলিয়া আমরা সেইটাই কামনা করি। ভাই রে! সাধারণ প্রজাপুঞ্জের নিকট হইতে রাজকররূপে আমরা রাজারা যাহা পাই, তাহা যতই প্রচুর হউক না কেন, দু'দিনেই ফুরিয়ে যায়। কিন্তু এই অরণ্যবাসী মুনিগণ তাঁহাদের অতিকৃচ্ছ্র তপস্যা-লব্ধ ফলের ছয়ভাগের একভাগ যে আমাদিগকে দেন, তাহা ফুরায় না, তাহার ক্ষয় নাই। তার কাছে কি ধনরত্ন, না মণিমাণিক্য? ৫৭ ॥

(নেপথ্য হইতে)—বেশ! আমাদের প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে। (অর্থাৎ যাঁহার নিকটে আসিয়াছি, সেই রাজা এখানেই উপস্থিত আছেন) ॥ ৫৮ ॥

রাজা। (শ্রবণ করিয়া) অয়ে! ধীর-প্রশান্ত স্বর দ্বারা তপস্বী বলিয়াই বুঝা যাইতেছে ॥ ৫৯ ॥

দৌবারিক।—(প্রবেশপূর্ব্বক) মহারাজের জয় হোক্। মহারাজ! দুইজন ঋষিকুমার দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াছেন ॥ ৬০ ॥

রাজা।—তা' হ'লে তাড়াতাড়ি তাঁদের দু'জনকে নিয়ে এস ॥ ৬১ ॥

দৌবারিক।—আজ্ঞে আনছি। (প্রস্থান ও ঋষিকুমারদ্বয়কে লইয়া পুনঃ প্রবেশ) ভগবানরা এই দিকে আসুন ॥ ৬২ ॥

লাগিল এবং পূর্ব্বদৃষ্ট যত কিছু সৌন্দর্য্য,—তাহাতে কেমন একটা ধিক্কার আসিয়া গেল। দুষ্মন্তের হৃদয়খানা যেন মাজিয়া ঘসিয়া কবি, রূপসী শকুন্তলার রূপের ছায়াপাতের সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া তুলিলেন। সে রাজ-হৃদয় এখন একখানি নির্ম্মল নেগেটিভ,—কোনো দাগ, কোনো রেখা তাহাতে নাই, মূর্ত্তির প্রতিবিম্ব-গ্রহণের পক্ষে তাহা সম্পূর্ণ উপযুক্ত। তাই কবি ধীরে ধীরে তাহাতে কল্পনাময়ী কণ্বদুহিতার ছায়াপাত করিলেন। দেখিতে দেখিতে দুষ্মন্ত শকুন্তলাময় হইয়া গেলেন। এরূপ অবস্থায়, যাহাদের প্রাণ আছে, অর্থাৎ নেহাৎ নিরেট নয়, তাহাদের নানা দশা ঘটিয়া থাকে। তাহারা আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়া, "কোথায় আমি" বলিয়া খুঁজিয়া বেড়ায়। তাহারা কখনো ভেলাভ্রমে শবদেহ ধরিয়া খরস্রোতা নদী পার হয়, কখনো বা রজ্জুভ্রমে কালসর্প ধরিয়া প্রার্থিতাশ্রয়ে গিয়া হাজির হয়। দুষ্মন্তর যদিও ততটা এখনো হয় নাই, কিন্তু হইবার উপক্রম হইয়াছে।

উভৌ।— (রাজানং বিলোকয়তঃ)। ॥ ৬৩ ॥

প্রথমঃ।— অহো দীপ্তিমতোঽপি বিশ্বসনীয়তাস্য বপুষঃ। অথবা উপপন্নমেতদৃষিভ্যো নাতিভিন্নে রাজনি। কুতঃ

অধ্যাক্রান্তা বসতিরমুনাপ্যাশ্রমে সর্ব্বভোগ্যে রক্ষাযোগাদয়মপি তপঃ প্রত্যহং সঞ্চিনোতি।
অস্যাপি দ্যাং স্পৃশতি বশিনশ্চারণদ্বন্দ্বগীতঃ পুণ্যঃ শব্দো মুনিরিতি মুহুঃ কেবলং রাজপূর্ব্বঃ ॥ ৬৪ ॥

দ্বিতীয়ঃ।— গৌতম অয়ং স বলভিৎসখো দুষ্যন্তঃ। ॥ ৬৫ ॥

প্রথমঃ।— অথ কিম্। ॥ ৬৬ ॥

দ্বিতীয়ঃ।— তেন হি

নৈতচ্চিত্রং যদয়মুদধিশ্যামসীমাং ধরিত্রীম্ একঃ কৃৎস্নাং নগরপরিঘপ্রাংশুবাহুর্ভুনক্তি।
আশংসন্তে সমিতিষু সুরা বদ্ধবৈরা হি দৈত্যৈরস্যাধিজ্যে ধনুষি বিজয়ং পৌরুহূতে চ বজ্রে ॥ ৬৭ ॥

বঙ্গার্থ।—(উভয়ে রাজাকে অনিমেষ নয়নে দেখিতে লাগিলেন) ॥ ৬৩ ॥

প্রথম।—কি আশ্চর্য্য! এত বড় তেজঃপুঞ্জ-পূর্ণ দেহ রাজার, কিন্তু নিকটে যেতে একটুও ভয় বা দ্বিধা বোধ হচ্ছে না। এক হিসাবে—এরূপ হওয়ারই কথা। কেন না, ইঁহার সহিত ঋষিদের বড় বেশী তফাৎ নাই। ঋষিরা যেমন আশ্রমে বাস করেন, ইনিও তদ্রূপ সর্ব্ববিধ ভোগ-সুখে পরিপূর্ণ সংসারাশ্রমে নিস্পৃহভাবে বাস করিয়া থাকেন। ঋষিদের ন্যায় ইনিও প্রজাকুলের সংরক্ষণরূপ কৃচ্ছ্র কর্ম্মের দ্বারা প্রতিদিন তপঃসঞ্চয় করিয়া থাকেন। কঠোর-তপা ঋষিদের গুণগরিমার কথা যেমন স্বর্গে পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছায়, তেমনি ইঁহারও নাম ও বিপুল খ্যাতি চারণগণ এত তারকণ্ঠে গান করে যে, সে ধ্বনিতেও আকাশ ভরিয়া যায়। ইনিও যদ্যপি "রাজা" এই বিশেষণে মণ্ডিত, কিন্তু ইঁহার কর্ম্মপদ্ধতি ও লোকহিতৈষণায় ইঁহাকে সকলেই রাজর্ষি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে ॥ ৬৪ ॥

দ্বিতীয়।—গৌতম! বল নামক দুর্দ্ধর্ষ দানবেরও যিনি নিধনকর্ত্তা, সেই প্রবলপ্রতাপ ইন্দ্র যাঁহাকে বন্ধু বলিয়া গৌরব অনুভব করেন, ইনিই কি সেই দুষ্মন্ত? ॥ ৬৫ ॥

প্রথম।—হা ভাই ॥ ৬৬ ॥

দ্বিতীয়।—তা' হ'লে দেখছি,—নগরের তোরণদ্বারের বিশাল অর্গলের ন্যায় দীর্ঘ বাহুদ্বয়ের দ্বারা ইনি যে একাকী এই জলধিমেখলা (বা জলধির দ্বারা শ্যামলপ্রান্তা) বিরাট্ পৃথিবীকে পালন করিয়া থাকেন, তাহাতে বিন্দুমাত্রও বিস্ময়ের বিষয় নাই এবং দেবগণ দৈত্যদের সহিত বিগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়া যে দানবযুদ্ধে এই দুষ্মন্তের জ্যা-সংবদ্ধ ধনুকে ও দেবরাজের বজ্রে তুল্যভাবে নির্ভর পূর্ব্বক বিজয়ের আশা করিয়া থাকেন, ইহাও বিচিত্র নহে। মর্ত্তের এই রাজা স্বর্গের ইন্দ্রের সর্ব্বাংশেই সমকক্ষ ॥ ৬৭ ॥

রত্ন-সিংহাসন শূন্য পড়িয়া,—রাজা দুষ্মন্ত সন্নিকটে বর্ত্তমান, অথচ অধিকার করিবার ভরসা হয় না। সখীরা পূর্ব্বেই বলিয়াছে যে, তাহারা ঘোর পরাধীন, এমন কি, আশ্রমপতির আদেশ ছাড়া সামান্য ধর্ম্মকর্ম্মও তাহারা করিতে পায় না। বিবাহ ত পরের কথা। তাই দুষ্মন্ত নানা চিন্তায় অধীর হইয়া উঠিয়াছেন। অত রূপ, অমন অঙ্গসৌষ্ঠব, অমন লাবণ্য—বিধাতা কোন্ ভাগ্যবানের কপালে মাপিয়াছেন,—কত তপস্যা তাহার, ভাবিয়া রাজা ব্যাকুল হইয়াছেন। শকুন্তলার একটু আধটু অনুরাগের লক্ষণে কি আসে যায়, আসল যিনি তাহার মালিক, সেই কণ্ব যে বড় বিষম জিনিস, মহর্ষি, কোনরূপ অবিনয় দেখিলেই একেবারে ভস্মসাৎ, এখন উপায়?—শঙ্খবণিকের করাতে পড়িয়াছেন, আসিতে যাইতে কাটিতেছে। কি কর্ত্তব্য? দুঃখের কথা একে একে বিদূষককে বলিতেছেন, হৃদয়ের ভার হয় ত বা তাহাতে একটু লঘু হইতেছে,—কিন্তু পরক্ষণেই দ্বিগুণতরভাবে দুশ্চিন্তায় অভিভূত হইতেছেন। বিদূষক সত্যই বলিয়াছে—রাজা তপোবনটাকে খাঁটি উপবনে পরিণত করিয়া তুলিয়াছেন।—বড সাধ, আর একটিবারমাত্র আশ্রমে গিয়া শকুন্তলাকে দেখেন, কিন্তু কি বলিয়া যাবেন? আর আত্মগোপনের পথ নাই। প্রথমবারের মত "আমি একজন রাজপুরুষ" বলিয়া

উভৌ।— (উপগম্য) বিজয়স্ব রাজন্। ॥ ৬৮ ॥
রাজা।— (আসনাদুত্থায়) অভিবাদয়ে ভবন্তৌ। ॥ ৬৯ ॥
উভৌ।— স্বস্তি ভবতে (ফলান্যুপহরতঃ) ॥ ৭০ ॥
রাজা।— (সপ্রণামং পরিগৃহ্য।) আজ্ঞামিচ্ছামি। ॥ ৭১ ॥
উভৌ।— বিদিতো ভবানাশ্রমসদামিহস্থঃ। তেন ভবন্তং প্রার্থয়ন্তে। ॥ ৭২ ॥
রাজা।— কিমাজ্ঞাপয়ন্তি। ॥ ৭৩ ॥
উভৌ।— তত্রভবতঃ কণ্বস্য মহর্ষেরসান্নিধ্যাৎ রক্ষাংসি নঃ ইষ্টিবিঘ্নমুপপাদয়ন্তি। তৎ কতিপয়রাত্রং সারথিদ্বিতীয়েন ভবতা সনাথীক্রিয়তামাশ্রম ইতি। ॥ ৭৪ ॥
রাজা।— অনুগৃহীতোঽস্মি। ॥ ৭৫ ॥
বিদূষকঃ।— (অপবার্য্য) এসা দাণিং অণুউলা দে অব্ভত্থণা। ॥ ৭৬ ॥
রাজা।— (স্মিতং কৃত্বা) রৈবতক মদ্বচনাদুচ্যতাং সারথিঃ সবাণাসনং রথমুপস্থাপয়েতি ॥ ৭৭ ॥
দৌবারিকঃ।—জং দেও আণবেই [নিষ্ক্রান্তঃ ॥ ৭৮ ॥

অনুবাদ।—উভয়ে।—(নিকটে গিয়া) রাজন্! বিজয়যুক্ত হউন ॥ ৬৮ ॥

রাজা।—(গাত্রোত্থান পূর্ব্বক) আপনাদের দু'জনকে অভিবাদন করি। ৬৯ ॥

উভয়ে।—আপনার মঙ্গল হউক। (বলিয়া রাজার হাতে ফল দিলেন) ॥ ৭০ ॥

রাজা।—(প্রণাম পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া। কি আদেশ—বলুন্ ॥ ৭১ ॥

উভয়ে।—আপনি যে এখানে আছেন,—ইহা আশ্রমবাসীরা সকলেই জানেন, তাই তাঁহারা একটা প্রার্থনা জানাইতে চান ॥ ৭২ ॥

রাজা।—কি আদেশ তাঁহারা করিতে চান—বলুন ॥ ৭৩ ॥

উভয়ে।—পূজনীয় মহর্ষি কণ্ব আশ্রমে উপস্থিত না থাকায়—রাক্ষসরা আমাদের যাগযজ্ঞের নানাপ্রকার বিঘ্ন জন্মাইতেছে। অতএব কয়েক দিনের জন্য, আপনি শুধু আপনার সারথিকে লইয়া যদি আশ্রমে উপস্থিত থাকেন, আমাদের রক্ষা হইতে পারে—এই আশ্রমবাসীদিগের প্রার্থনা ॥ ৭৪ ॥

রাজা।—এই আদেশে আমি যথেষ্ট অনুগৃহীত হইতেছি ॥ ৭৫ ॥

বিদূষক।—(অপবার্য্য) বাঃ! এটা দেখ্ছি তোমার অনুকূল গলহস্ত, অর্থাৎ তুমি যে দিকে যেতে চাচ্ছো, গলায় ধাক্কা দিয়ে তোমাকে সেই দিকেই এগিয়ে দিলে ॥ ৭৬ ॥

রাজা।—(একটু মুচ্‌কি হেসে দৌবারিককে)—রৈবতক! তুমি আমার নাম ক'রে এখনই শরাসন ও রথ নিয়ে সারথিকে আস্‌তে বল গিয়ে ॥ ৭৭ ॥

দৌবারিক।—যে আজ্ঞা মহারাজ। [প্রস্থান করিল ॥ ৭৮ ॥

আশ্রমবাসীদের চোখে ধোঁকা দেওয়া চল্‌বে না। সকলেই জানিয়াছে যে, মহারাজ দুষ্মন্ত আশ্রমের নিকটে উপস্থিত। তবে কি উপায়ে যাওয়া যায়! মতলব ঠিক করিতে পারিতেছেন না। এমন সময়ে অনুকূল বাতাস উঠিল। আশ্রমপতি কণ্বের অনুপস্থিতিতে রাক্ষসরা নানা উপদ্রব করিতেছে। ছোটখাটো ঋষিরা ভয় পাইয়া রাজাকে আশ্রমে গিয়া ২।৪ রাত্রি বাস করিতে অনুরোধ করিতেছেন।

চরিত্রচিত্রণপটু কালিদাস এই স্থলে, সচরাচর যেমন ঘটে, ঠিক সেইরূপ ছবি আঁকিয়া কাব্যের সৌন্দর্য্য শতগুণ বৃদ্ধি করিয়া দেন। এই জন্যই অভিজ্ঞান-শকুন্তল জগতের শ্রেষ্ঠ নাটক, সংস্কৃত ভারতীর কণ্ঠহারের দ্যুতিময় মধ্যমণি।

আশ্রমের ডাক আসিয়াছে। যাহা খুঁজিতেছিলেন, রাজার ভাগ্যে তাহাই ঘটিয়াছে, কিন্তু এক ঘোর বাধা উপস্থিত। রাজধানী হইতে রাজমাতাও ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। তিনি পুত্র দুষ্মন্তের কল্যাণকামনায় উপবাসিনী আছেন,—সম্মুখে পারণের দিন, মায়ের সাধ পুত্রকে লইয়া ভোজ্যগ্রহণ করেন।—রাজার মহাবিপদ্। কোন্ কূল রাখেন? শেষে, এখনো অনেক স্থলে যেমন ঘটে, তখনও তেমনই ঘটিল।—মাতার নিকটে প্রতিনিধি পাঠাইলেন, কেন না, সেখানে

উভৌ।— (সহর্ষম্)
(অনুকারিণি পূর্বেষাং যুক্তরূপমিদং ত্বয়ি।
আপন্নাভয়সত্রেষু দীক্ষিতাঃ খলু পৌরবাঃ॥) ॥ ৭৯ ॥

রাজা।— (সপ্রণামম্) গচ্ছতাং পুরো ভবন্তৌ। অহম্ অপি অনুপদমাগত এব ॥ ৮০ ॥

উভৌ।— বিজয়স্ব। [নিষ্ক্রান্তৌ ॥ ৮১ ॥

রাজা।— মাধব্য! অপ্যস্তি শকুন্তলাদর্শনে কুতূহলম্? ॥ ৮২ ॥

বিদূষকঃ।— পঢ়মং সপরিবাহং আসি দাণিং রক্‌খসবুত্তন্তেণ বিন্দু বি ণ অবসেসিদো ॥ ৮৩ ॥

রাজা।— মা ভৈষীঃ। নমু মৎসমীপে বর্ত্তিষ্যসে। ॥ ৮৪ ॥

বিদূষকঃ।— এস রক্‌খসাদো রক্‌খিদো ম্হি। ॥ ৮৫ ॥

(প্রবিশ্য)

দৌবারিকঃ।—সজ্জো রহো ভট্টিণো বিজঅপ্‌পত্থাণং অবেক্‌খই। এস উণ ণঅরাদো দেঈণং আণত্তি-
হরও করহও আঅদো। ॥ ৮৬ ॥

রাজা।— (সাদরম্) কিমম্বাভিঃ প্রেষিতঃ? ॥ ৮৭ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—প্রথমং সপরিবাহম্ আসীৎ, ইদানীং রাক্ষস-বৃত্তান্তেন বিন্দু অপি ন অবশেষিতম্॥ ৮৩ ॥

এষঃ রাক্ষসাৎ রক্ষিতঃ অস্মি॥ ৮৫ ॥

সজ্জো রথঃ ভর্ত্তুঃ বিজয়প্রস্থানম্ অপেক্ষতে। এষঃ পুনঃ নগরাৎ দেবীনাম্ আজ্ঞপ্তিহরঃ করভকঃ আগতঃ॥ ৮৬ ॥

বঙ্গার্থ।—ঋষিকুমারদ্বয়।—(সানন্দ-বদনে) মহারাজ! আপনার পূর্ব্বপুরুষদিগের আচরিত পথের পথিক আপনি, সুতরাং কয়েক দিন আশ্রমে বাস করিয়া অনাথ তপস্বীদিগকে রক্ষা করা—আপনার পক্ষে সম্পূর্ণ উপযুক্তই বটে। কেন না, আপনি যে বংশের অবতংস, সেই পূর্ব্ববংশীয়গণ বিপন্নকে অভয়দানে চিরদিন দীক্ষিত ছিলেন। তাঁহারা উহা একটা অতি পবিত্র ও পুণ্য কর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন॥ ৭৯ ॥

রাজা।—(প্রণতিপূর্ব্বক) আপনারা একটু এগিয়ে যান। আমি পিছন পিছন এলাম বলিয়া॥ ৮০ ॥

উভয়ে।—আপনি সর্ব্বত্র বিজয়ী হউন। [নিষ্ক্রান্ত॥ ৮১ ॥

রাজা।—মাধব্য! শকুন্তলা দেখ্‌বার সখ আছে? ॥ ৮২ ॥

বিদূষক।—প্রথম খুবই ছিল, কিন্তু ঐ রাক্ষসের কথা শুনে আর একটুও নাই, সবটুকু শুকিয়ে গ্যাছে॥ ৮৩ ॥

রাজা।—ভয় কি? আমার কাছেই ত থাক্‌বে॥ ৮৪ ॥

বিদূষক।—উঃ—তবেই দেখ্‌ছি, এ যাত্রায় রাক্ষসের মুখ থেকে বাঁচলুম॥ ৮৫ ॥

দৌবারিক।—(প্রবেশপূর্ব্বক) মহারাজের বিজয়যাত্রার জন্য রথ সজ্জিত করা হয়েছে, এ দিকে দেবীদের কি যেন আদেশ নিয়ে নগর হইতে এক করভক এসেছে॥ ৮৬ ॥

রাজা।—(অতি আদরের সহিত) জননীরা পাঠিয়েছেন? ॥ ৮৭ ॥

প্রতিনিধি চলে। আশ্রমে ত চলিবে না. তথায় স্বয়ং গেলেন। উপর উপর দেখিতে জিনিষটা খুবই সুন্দর। ঋষিদের রাক্ষসরা উৎপাত করিতেছে। দুষ্মন্তের ন্যায় বীর ছাড়া তাহার নিবারণ অসম্ভব। না গেলে সহজ-ক্রোধ ঋষিরা অভিসম্পাতও করিতে পারেন,—আর সর্ব্বোপরি রাজার কর্ত্তব্যই হইল বিপন্নের বিপদ নিবারণ করা। এরূপ ক্ষেত্রে রাজার যাওয়াই উচিত। মা মা, শত অপরাধেও মার মাতৃত্ব ব্যাহত হয় না, কুপুত্র হইতে পারে, কুমাতা কদাচ হন্ না।—ইত্যাদি। কিন্তু রাজার অত হিসাব করিয়া চলার সময় ছিল কি না, তাহা সুধী পাঠকগণের বিবেচনার উপরই নির্ভর করা ভালো।

রাক্ষসের নামে ব্রাহ্মণ বিদূষকের পেটের ভাত চাল হইয়া গিয়াছিল, এমন সময়ে তাহাকেই প্রতিনিধি করিয়া, অনেক বলিয়া কহিয়া রাজা রাজধানীতে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু একটা বড়ই গোলে পড়িলেন। বিদূষক যেমন

দৌবারিকঃ। —অহইং। ॥ ৮৮ ॥

রাজা।— নম্ন প্রবেশ্যতাম্। ॥ ৮৯ ॥

দৌবারিকঃ।—তহ। (নিষ্ক্রম্য করভকেণ সহ প্রবিশ্য) এসো ভট্টা, উবসপ্প ॥ ৯০ ॥

করভকঃ।— জেদু জেদু ভট্টা। দেঈ আণবেই আআমিণি চউত্থদিঅহে পউত্তপারণো মে উববাসো
হোহিই তহিং দীহাউণা অবস্সং সংভাবিদব্বত্তি। ॥ ৯১ ॥

রাজা। – ইতস্তপস্বিকার্য্যম্ ইতো গুরুজনাজ্ঞা দ্বয়মপি অনতিক্রমণীয়ম্। কিমত্র প্রতিবিধেয়ম্? ॥ ৯২ ॥

বিদূষকঃ। – তিসঙ্কু বিঅ অন্তরালে চিট্‌ঠ। ॥ ৯৩ ॥

রাজা।— সত্যমাকুলীভূতোঽস্মি।

কৃত্যয়োর্ভিন্নদেশত্বাদ্ দ্বৈধীভবতি মে মনঃ।
পুরঃ প্রতিহতং শৈলে স্রোতঃ স্রোতোবহো যথা॥

(বিচিন্ত্য) সখে ত্বমম্বয়া পুত্র ইতি প্রতিগৃহীতঃ। অতো ভবান্ ইতঃ প্রতিনিবৃত্য
তপস্বিকার্য্যব্যগ্রমনসং মামাবেদ্য তত্রভবতীনাং পুত্রকৃত্যম্ অনুষ্ঠাতুমর্হতি ॥ ৯৪ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—অথ কিম্। ৮৮॥

তথা। (বেরিয়ে গিয়ে করভককে নিয়ে পুনঃ প্রবেশ) —এষঃ ভর্ত্তা, উপসপ॥ ৯০॥

জয়তু জয়তু ভর্ত্তা। দেবী আজ্ঞাপয়তি,—"আগামিনি চতুর্থ-দিবসে প্রবৃত্ত-পারণো মে উপবাসঃ ভবতি। তত্র দীর্ঘায়ুষা অবশ্যং সম্ভাবয়িতব্যা ইতি। ৯১॥

ত্রিশঙ্কুরিব অন্তরালে তিষ্ঠ॥ ৯৩॥

বঙ্গার্থ।—দৌবারিক।—আজ্ঞে হাঁ। ৮৮॥

রাজা।—শীঘ্র ভিতরে নিয়ে এস॥ ৮৯॥

দৌবারিক।—যে আজ্ঞে। (প্রস্থান ও করভকের সহিত পুনঃ প্রবেশ)—এই মহারাজ বসিয়া,—নিকটে যাও॥ ৯০॥

করভক।—ভর্ত্তার জয় হউক। দেবী আজ্ঞা করেছেন—আগামী চতুর্থ দিবসে আমার উপবাসের পারণা হইবে,—সেই দিন দীর্ঘজীবী তুমি এসে অবশ্য আমার আনন্দবর্দ্ধন করিবে। ৯১।

রাজা।—তাই ত!—এক দিকে তপস্বীদিগের কার্য্য, অন্য দিকে গুরুজনের আদেশ,—দুই-ই অপরিহার্য্য, এখন করি কি? ॥ ৯২॥

বিদূষক।—কেন? ত্রিশঙ্কুর মতো মাঝখানে দাঁড়িয়ে যাও॥৯৩॥

রাজা।—ঠাট্টা নয়। সত্যই আমি মহা ভাবনায় পড়লাম। দুইটিই অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য—অথচ এক স্থানের নহে,—দুইটিই বিভিন্ন স্থানের। আমার মনটা যেন আজ দুই দিকের দুইটা কর্ত্তব্যের টানে—চিরিয়া সমান দুই ভাগ হইয়া যাইতেছে। কোনো বেগবান্ নদের খর-স্রোত যদি সম্মুখে কোনো পর্ব্বতে বাধা প্রাপ্ত হয়, তখন সেই স্রোত যেমন দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়, আজ আমার মনেরও সেই অবস্থা। (একটু চিন্তা করিয়া) সখে! আমার মা তোমাকে পুত্র তুল্যই মনে করেন। অতএব তুমিই একটু কষ্ট কর,—তপস্বীদের বিশেষ জরুরি কাজের জন্য আমি যে কিরূপ ব্যস্ত, তাহা এখান হইতে ফিরিয়া মা'র কাছে গিয়া ভালো করিয়া বুঝাইয়া দাও, ও আমার প্রতিনিধিরূপে তাঁহার পুত্রের কার্য্য কর॥ ৯৪॥

রাজার বিদূষক, তেমন রাণীদেরও সে বিদূষক, পরম প্রিয়, শঙ্কাহীন বন্ধু। পাছে সে গিয়া অন্তঃপুরে শকুন্তলার বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া দেয়, তাই রাজা বলিয়া দিলেন যে, শকুন্তলা সম্বন্ধে এত বেলা তোমাকে যত কিছু বলিলাম, ও সব একটা উপন্যাস মাত্র। সত্য নহে। কোনমতে সময় কাটাইবার জন্য একটা গল্প তৈরি করিয়া বলিতেছিলাম মাত্র। নেহাৎ গোবেচারি বিদূষক, তাহাই ঠিক ভাবিয়া লইল। রাজাও নিশ্চিন্তমনে আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। শকুন্তলার ব্যাপারটা যে গোপনীয়, এই ভাবটা রাজার মুখ দিয়া বাহির করিয়া কবি রাজহৃদয়ের প্রকৃত অবস্থা খুলিয়া দেখাইলেন। কাজটা

বিদূষকঃ।— ণ কৃখু মং রক্‌খোভীরুঅং গণেসি। ॥ ৯৫ ॥

রাজা।— (সস্মিতম্) কথমেতত্ত্বয়ি সম্ভাব্যতে। ॥ ৯৬ ॥

বিদূষকঃ।— জহ রাআণুএণ গন্তব্বং তহ গচ্ছামি। ॥ ৯৭ ॥

রাজা।— ননু তপোবনোপরোধঃ পরিহরণীয় ইতি সর্বান্ অনুযাত্রিকাংস্ত্বয়ৈব সহ প্রস্থাপয়ামি ॥ ৯৮ ॥

বিদূষকঃ।— তেণ হি জুঅরাও ম্হি দাণিং সংবুত্তো। ॥ ৯ ॥

রাজা।— (আত্মগতম্) চপলোঽয়ং বটুঃ। কদাচিদস্মৎপ্রার্থনাম্ অন্তঃ-পুরেভ্যঃ কথয়েৎ। ভবতু এনমেবং বক্ষ্যে। (বিদূষকং হস্তে গৃহীত্বা প্রকাশম্) বয়স্য, ঋষিগৌরবাদাশ্রমং গচ্ছামি। ন খলু সত্যমেব তাপসকন্যায়াং মমাভিলাষঃ; পশ্য—

ক্ব বয়ং ক্ব পরোক্ষমন্মথো মৃগশাবৈঃ সমমেধিতো জনঃ।
পরিহাসবিজল্পিতং সখে পরমার্থেন ন গৃহ্যতাং বচঃ॥ ॥ ১০০ ॥

বিদূষকঃ।— অহইং। [নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে ॥ ১০১ ॥

ইতি দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ

প্রাকৃতানুবাদ।—ন খলু মাং রাক্ষস-ভীরুকং গণয়সি ॥ ৯৫ ॥

যথা রাজানুজেন গন্তব্যং, তথা গচ্ছামি ॥ ৯৭ ॥

তেন হি যুবরাজঃ অস্মি সংবৃত্তঃ ॥ ৯৯ ॥

অথ কিম্? ॥ ১০১ ॥

বঙ্গার্থ।—বিদূষক।—আপত্তি নাই। কিন্তু তুমি ভেবো না যে—আমি রাক্ষসের ভয়ে পালাচ্ছি ॥ ৯৫ ॥

রাজা।—(সহাস্যে) সে কি? তোমাতে কি এ'টা সম্ভব পর? ॥ ৯৬ ॥

বিদূষক।—একটি কথা,—রাজার ছোট ভাইয়ের যেমন ভাবে গেলে মানায়, আমি কিন্তু তেমন ভাবে যাবো ॥ ৯৭ ॥

রাজা।—নিশ্চয়। তপোবনের কোনরূপ অশান্তি হ'তে দেওয়া উচিত নয়, তাই সমস্ত অনুচর সৈন্যসামন্তকে তোমারই সাথে পাঠিয়ে দেবো ॥ ৯৮ ॥

বিদূষক।—তা' হ'লে দেখ্‌ছি—আমি যুবরাজ হয়ে উঠ্‌লুম ॥ ৯৯ ॥

রাজা।—(মনে মনে) এই ব্রাহ্মণ ত যার-পর-নাই হাল্‌কা। আমার এই শকুন্তলাঘটিত ব্যাপারটা, হয় ত বা অন্তঃ-পুরের রাণী-মহলেও ব'লে দিতে পারে। আচ্ছা, একে এই কথা বলি—(বিদূষকের হাতখানি ধরিয়া প্রকাশ্যে) ভাই, ঋষিদিগের অনুরোধ রাখা উচিত, তাই আশ্রমে যাচ্ছি। নতুবা সেই তাপস-দুহিতা শকুন্তলায় আমার কোনই ঝোঁক নাই। ভাবিয়া দেখ—আমরা ঘোর সংসারী রাজারাজড়া, আর তারা হলো খাঁটি বনবাসী, —মৃগশিশুর সহিত একত্রে সংবর্দ্ধিত, একপ্রকার ঘোর জংলী, এই দুইএ কি কথনো মিশ খায়? সখে! ঠাট্টা করিয়া তোমাকে ঐ যে শকুন্তলার কথা বলিয়াছি, তা' আবার সত্যি ব'লে মনে কোরো না। বুঝলে? ১০০ ॥

বিদূষক।—হাঁ। [সকলের প্রস্থান ॥ ১০১ ॥

ইতি দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ

যে খুব সুসঙ্গত নহে, তাহা রাজা একটু একটু বুঝিলেন। কিন্তু সে বোঝা এখন না বোঝারই সমান। দুষ্যন্ত সেই প্রথমে, নির্জ্জনে পরকীয়া কন্যার রূপদর্শনে একটু ইতস্ততঃ করিয়াও,—শেষে গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া, যেটুকু ধরা দিয়াছিলেন, এবার তার অনেক বেশী ধরা দিয়া ফেলিলেন। "এতক্ষণ যাহা বলিয়াছি, উহা একটা মনগড়া গল্পমাত্র" বলিয়া দিনে দুপুরে একটা পুকুর চুরি করিয়া বসিলেন।

স্বভাবের চিরন্তন ধর্ম্মে যাহা যেমন ঘটে ও চিরকাল ঘটিয়া আসিয়াছে, তাহাই যিনি সুচারুরূপে দেখাইতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ কবি। কালিদাস সে বিষয়ে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। অতিপ্রকৃতের ত্রিসীমাও তিনি মাড়াইতেন না ॥ ১—১০১ ॥

তৃতীয়ঃ অঙ্কঃ

ততঃ প্রবিশতি যজমানশিষ্যঃ কুশানাদায়।

শিষ্যঃ।— অহো মহানুভাবঃ পার্থিবো দুষ্যন্তঃ। প্রবিষ্টমাত্র এবাশ্রমং তত্রভবতি রাজনি নিরুপদ্রবাণি নঃ কর্ম্মাণি প্রবৃত্তানি ভবন্তি।

কা কথা বাণসন্ধানে জ্যাশব্দেনৈব দূরতঃ।
হুঙ্কারেণেব ধনুষঃ স হি বিঘ্নানপোহতি॥

যাবদিমান্ বেদিসংস্তরণার্থং দর্ভান্ ঋত্বিগ্‌ভ্য উপনয়ামি। (পরিক্রম্য অবলোক্য চ। আকাশে) প্রিয়ংবদে! কস্যেদমুশীরানুলেপনং মৃণালবন্তি চ নলিনীপত্রাণি নীয়ন্তে। (শ্রুতিমভিনীয়) কিং ব্রবীষি আতপলঙ্ঘনাৎ বলবদস্বস্থা শকুন্তলা তস্যাঃ শরীরনির্ব্বাপণায় ইতি? তর্হি ত্বরিতং গম্যতাম্। সখি! সা খলু ভগবতঃ কণ্বস্য কুলপতেরুচ্ছ্বসিতম্। অহমপি তাবৎ বৈতানিকং শান্ত্যুদকম্ অস্যৈ গৌতমীহস্তে বিসর্জয়িষ্যামি। [নিষ্ক্রান্তঃ ॥ ১ ॥

বিষ্কম্ভকঃ।

বঙ্গার্থ।— (কুশ-হস্তে জনৈক কণ্বশিষ্যের প্রবেশ)

শিষ্য।—মহারাজ দুষ্যন্তের কি আশ্চর্য্য প্রভাব! যেমন তিনি আশ্রমে প্রবেশ করিলেন, অমনি আমাদের যাগ-যজ্ঞের সকল বাধা-বিঘ্ন দূর হইল, উপদ্রবকারী রাক্ষসরা কোথায় পলাইল। ধনুকে বাণ আর যোজনা করিতে হইল না, শুধু যেমন ধনুকের ছিলাটি দু'একবার বাণ-সন্ধানের পূর্ব্বে টানিয়া দেখিতেছিলেন, আর টন্ টন্ শব্দ হইতেছিল,—অমনি সেই ছিলার শব্দে রাক্ষসরা দূর হইতেই গা ঢাকা দিল, সম্মুখে আসা ত দূরের কথা। রাজা যেন একটা হুঙ্কারে সব আপদ্ তাড়াইয়া দিলেন। যাই, যজ্ঞবেদির আচ্ছাদনের নিমিত্ত এই কুশগুলি ঋত্বিক্-দিগকে দেই গিয়া। (একটু এগিয়ে চারিদিকে চেয়ে যেন কাকে অলক্ষ্যে দেখিয়া) প্রিয়ংবদে! কার জন্ম এই সব বেণার মূলের প্রলেপ ও মৃণাল এবং পদ্মের পাতা নেওয়া হচ্ছে? (যেন দূর হইতে প্রত্যুত্তর শুনিতে পাইয়া) কি বল্লে? গ্রীষ্মের প্রবল তাপে শকুন্তলা অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছে, তাই তার শরীরের তাপ জুড়াইবার জন্ত এই সব জিনিস নিয়ে যাচ্ছ? তা হ'লে একটু তাড়াতাড়ি যাও, তাড়াতাড়ি যাও। সখি রে! সে যে কুলপতি ভগবান্ কণ্বের দ্বিতীয় প্রাণস্বরূপ। একটু তাড়াতাড়ি যাও। আমিও গিয়া গৌতমীর হাতে শকুন্তলার জন্ত যজ্ঞীয় শান্তিজল পাঠিয়ে দিচ্ছি। [নিষ্ক্রান্ত]॥ ১॥

বিষ্কম্ভক।

তাৎপর্য্য।—যাহা হইয়া গিয়াছে বা হইবে, সেই সমুদয় ব্যাপারের সংক্ষেপে উল্লেখ করার নাম বিষ্কম্ভক। তৃতীয় অঙ্কের প্রারম্ভে এই বিষ্কম্ভক পাইতেছি। ইহাতে জানিতে পারিতেছি যে, শকুন্তলা বড়ই অসুস্থ। সেই কবে, মালিনীতীরের মিলনস্থান ছাড়িয়া শকুন্তলা চলিয়া গিয়াছে, যাওয়ার সময়ে, তাহার পায়ে কাঁটা ফুটিয়াছিল ও কুলগাছের ডালে পরনের বাকল জড়াইয়া গিয়াছিল, ঘাড় বাঁকাইয়া সে সব আপদ হইতে কোনমতে উদ্ধার পাইয়া শকুন্তলা চলিয়া গিয়াছে। রাজার অবস্থা দ্বিতীয় অঙ্কে, যা হোক কতকটা জানিতে পারিয়াছি, কিন্তু শকুন্তলা কোথায়? সে কেমন আছে, পায়ে যে কাঁটা ফুটিয়াছিল, তাহাতে যাতনা হইবার কথা, ওরূপ ফুটিলে কেহই জ্বালা-যন্ত্রণার হাত এড়াইতে পারে না। শকুন্তলা কি পারিয়াছে! সামাজিকগণের মনে তাহার সংবাদ জানিবার বাসনা স্বাভাবিক। কণ্বের সে দ্বিতীয় প্রাণ, জীবন-সর্ব্বস্ব, আশ্রমের সে মূর্ত্তিমতী অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। দর্শকবৃন্দের সকলেই তাহার খবর জানিতে উৎসুক।

ততঃ প্রবিশতি কাময়মানাবস্থো রাজা।

রাজা।— (নিশ্বস্য)

জানে তপসো বীর্য্যং সা বালা পরবতীতি মে বিদিতম্।
অলমস্মি ততো হৃদয়ং তথাপি নেদং নিবর্ত্তয়িতুম্॥

(মদনবাধাং নিরূপ্য) ভগবন্ কুসুমায়ুধ, ত্বয়া চন্দ্রমসা চ বিশ্বসনীয়াভ্যাম্ অতিসন্ধীয়তে কামিজনসার্থঃ। কুতঃ

তব কুসুমশরত্বং শীতরশ্মিত্বমিন্দোর্দ্ব য়মিদমযথার্থং দৃশ্যতে মদ্বিধেষু।
বিসৃজতি হিমগর্ভৈরগ্নিমিন্দুর্ময়ূখৈস্ত্বমপি কুসুমবাণান্ বজ্রসারীকরোষি॥

(পরিক্রম্য) ক্ব নু খলু সংস্থিতে কর্ম্মণি সদস্যৈরনুজ্ঞাতঃ শ্রমক্লান্তমাত্মানং বিনোদয়ামি। (নিশ্বস্য)। কিং নু খলু মে প্রিয়াদর্শনাদৃতে শরণমন্যৎ। যাবদেনামন্বিষ্যামি। (সূর্য্যমবলোক্য)। ইমামুগ্রাতপবেলাং প্রায়েণ লতাবলয়বৎসু মালিনীতীরেষু সসখীজনা শকুন্তলা গময়তি, তত্রৈব তাবদ্গচ্ছামি। (পরিক্রম্য সংস্পর্শং রূপয়িত্বা) অহো প্রবাতসুভগোঽয়মুদ্দেশঃ।

বঙ্গার্থ।— (পূর্ব্বরাগার্ত্ত রাজার প্রবেশ)

রাজা।—(দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া)—তপস্যার ক্ষমতা যে কত প্রবল এবং সেই বালিকাও যে সম্পূর্ণরূপে তপস্বীর কত অধীন,—উভয়ই আমি বিলক্ষণ জানি। (অর্থাৎ) বিন্দুমাত্র সীমাতিক্রমেও যে কি ঘোর পরিণাম ঘটিতে পারে, তাহা বুঝিতেছি,—আবার মহর্ষির অনুমতি ব্যতিরেকেও যে শকুন্তলার এক পা নড়িবার সাধ্য নাই, তাহাও জানিতেছি; তবুও কিছুতেই কিন্তু শকুন্তলা[illegible] হৃদয় ফিরাইতে পারিতেছি না। পাইব না—[illegible] তবুও পাইবার জন্য ছুটিয়াছি। (মদনানলে [illegible] হইয়া) হে প্রবল-প্রতাপ কন্দর্প! কামী [illegible] কামানলে দগ্ধীভূত হইয়া বড় আশা করিয়া [illegible] এবং চন্দ্রের নিকট যায়,তুমি যত পীড়া দাও,ততই [illegible] তোমার আরও অধিক বশ্য হইয়া পড়ে এবং চন্দ্র তাপিত প্রাণ শীতল হইবে ভাবিয়া চাঁদের দিকে কৃপা ভিক্ষা করে, কিন্তু তোমরা উভয়েই তা[illegible] প্রতারিত কর। কেন না, তুমি না কি [illegible] আর চাঁদও শীতলদ্যুতি,—কিন্তু তোমাদের [illegible] এই দুই বস্তু, (অর্থাৎ) তোমার ফুলের বাণ অ[illegible] শীতল কিরণ—এই উভয় পদার্থই আ[illegible] হতভাগ্যদের বেলায় একেবারে বিপরীত। চাঁদ তার শীতল কিরণের দ্বারা যেন অগ্নিবর্ষণ করে, আর তুমিও তোমার ফুলের বাণগুলি বজ্রের মত কঠিন করিয়া আঘাত কর,—তোমাদের ঐ ঐ বিশেষণ আমাদের পক্ষে একেবারেই বিপরীত। (একটু এগিয়ে) এখন কি করি? যজ্ঞ হইয়া গিয়াছে, যাজ্ঞিক ঋষিরা বিশ্রামের অনুমতি দিয়াছেন। কোথায় গিয়ে এই শ্রান্ত হৃদয়কে [illegible]ড়াই? (দীর্ঘনিশ্বাস) প্রিয়া শকুন্তলাকে দেখা [illegible]র কিসেই বা বুক জুড়াইব? দেখি গিয়া [illegible]স? (সূর্য্যের দিকে চেয়ে) এই রকম দুপুর-[illegible]রে রৌদ্রের সময়ে সখীদিগকে নিয়ে শকুন্তলা মালিনীতটে—লতাকুঞ্জসমূহে কাল কাটাইয়া সেই দিকেই যাই একবার।

([illegible]কটু এগিয়ে যেন বাতাস স্পর্শ করিয়া) বাঃ! দুপুরবেলার বাতাসটা কি সুন্দর! পদ্মগন্ধে [illegible]ভময়, মালিনীর ছোট ছোট ঢেউগুলির জলের [illegible]য় আবার তেমনই ঠাণ্ডা, মদনের তাপে আমার [illegible]ড়তেছে,—ইচ্ছা হইতেছে—এই বাতাসটাকে [illegible]দিয়া চাপিয়া ধরি, তাতে যদি একটু জুড়ায়। ([illegible]—চারিদিকে চেয়ে) এই বেতস-লতা-মণ্ডিত কুঞ্জে

শক্যমরবিন্দসুরভিঃ কণবাহী মালিনীতরঙ্গাণাম্।
অঙ্গৈরনঙ্গতপ্তৈরবিরলমালিঙ্গিতুং পবনঃ ॥

(পরিক্রম্যাবলোক্য চ) অস্মিন্ বেতসপরিক্ষিপ্তে লতামণ্ডপে সন্নিহিতয়া শকুন্তলয়া ভবিতব্যম্। তথাহি

অভ্যুন্নতা পুরস্তাদবগাঢ়া জঘনগৌরবাৎ পশ্চাৎ।
দ্বারেঽস্য পাণ্ডুসিকতে পদপঙ্‌ক্তির্দৃশ্যতেঽভিনবা ॥

যাবৎ বিটপান্তরেণাবলোকয়ামি। (পরিক্রম্য তথা কৃত্বা সহর্ষম্) অয়ে লব্ধং নেত্রনির্ব্বাণম্। এষা মে মনোরথপ্রিয়তমা সকুসুমাস্তরণং শিলাপট্টমধিশয়ানা সখীভ্যামন্বাস্যতে। ভবতু, শ্রোষ্যামি আসাং বিস্রম্ভকথিতানি।

(বিলোকযন্ স্থিতঃ) ॥ ২ ॥

শকুন্তলা থাকিলেও থাকিতে পারে। কেন না, এই কুঞ্জের প্রবেশদ্বারে ঐ যে পাণ্ডুবর্ণের বালির উপর পদচিহ্ন দেখা যাচ্ছে, উহা নিশ্চয়ই তাহার, নতুবা ঐ পদাঙ্কের পুরোভাগটা কেমন একটু ভাসাভাসা, বালির ভিতব ততটা বসে' নাই, আর গোড়ালির দিকটা বালিতে একেবারে বসিয়া গিয়াছে, একটা নয়, সবগুলি পদচিহ্নই ঐরূপ, তাই মনে হচ্ছে—নিতম্বিনী শকুন্তলার গুরু নিতম্বের ভারে পায়ের পিছনটা ঐ প্রকার বালিতে ঢুকিয়া গিয়াছে, আর সম্মুখভাগটা—আঙ্গুলের দিকটা উঁচু হইয়া ভাসিয়া উঠিয়াছে। পায়ের দাগগুলিও একেব [illegible]টটা। আবার লতামণ্ডপে ঢুকিবার দাগই দেখিতেছি, বেরোনের দাগ ত পড়ে নাই। সুতরাং নিশ্চয়ই সে এর ভিতব আছে।

আচ্ছা—এই গাছটার আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখা যাক্। (এগিয়ে এবং ঐরূপে গা ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে দেখে সানন্দে) আহা! এতক্ষণে চোখ জুড়নোর জিনিস পেলাম! ঐ যে ফুলের রাশিতে ঢাকা একখানা মস্ত চওড়া পাথরের উপর আমাব মূর্ত্তিমতী বাসনা—প্রিয়তমা শকুন্তলা শুইয়া, আর দুই সখী পাশে বসিয়া। বেশ,—এদের এই নিভৃত আলাপ একটু কান পাতিয়া শুনি। (সেই দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন) ॥ ২ ॥

কোথায় সে ? কে [illegible]ছে ? 'অনসূয়া-প্রিয়ংবদাহ বা কোথায় ?'—ইত্যাদি নানাভাবে সভ্যগণের হৃদয় যখন আকুতি-[illegible] [illegible] শিষ্য'—অর্থাৎ (যজমান) যজ্ঞদীক্ষিত মহর্ষি কণ্বের এক জন শিষ্য দেখা দিলেন, হাতে [illegible] 'যজমানের' এই শব্দে—বুঝিতেছি যে, মহর্ষি কণ্ব আশ্রমে ফিরিয়াছেন এবং যথাপূর্ব্ব [illegible] -বেদির আস্তরণের জন্য শিষ্য কুশাহরণে গিয়াছিলেন, কুশহস্তে ফিরিতেছেন।

তপোবনের তদানীন্তন অ[illegible] পাইলাম। আর সেই সঙ্গে, পরোক্ষে কাহার সঙ্গে শিষ্যের আলাপে জানিলাম যে,—কে যেন কাহার জন্য [illegible]াটিয়া প্রলেপ তৈরী ক'রে এবং একগোছা টাট্‌কা মৃণাল ও কতকগুলি পদ্মের পাতা নিয়ে যাচ্ছে। এ আবার [illegible] এ সব ত ভোগীর ঘরের বস্তু, বিরহীর বিরহানলদগ্ধ দেহ জুড়াইবার ঔষধ, আশ্রমে এ সব কেন ? একে শকুন্তলার চিন্তা, রাজাকে দেখা অবধি তাহার আত্মবিভ্রমের কথা, সেই কত কি উক্তি, সখীদের সহিত রংতামাসা, শেষে রাগারাগি এবং সকল ব্যাপারগুলি জড়াইয়া মোটের উপর সেই কোমল-হৃদয়া তাপস-দুহিতার হৃদয়ের অবস্থা দর্শকগণ যতটা জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহাতে শকুন্তলা-সম্বন্ধে তাঁহারা একটু চিন্তিতই ছিলেন। সে যেমন বিস্মৃতিপ্রবণা ভুলো মেয়ে, তাহাতে হয় ত বা তাহারই কোন অসুখ-বিসুক হইয়া থাকিবে—ইত্যাদি সংশয়ে দর্শক-হৃদয় যখন আকুল,—তখন এই বেণার মূল প্রভৃতির অবতারণা। ইহাতে তাঁহাদের দুশ্চিন্তা আরও বাড়িল। যে আশঙ্কায় চিত্ত বিব্রত, তাহা আরও প্রকট হইল। এমনই সময়ে—শিষ্যপ্রুত উত্তরে জানিলাম—প্রবল গ্রীষ্মের প্রখর দৌরাত্ম্যে শকুন্তলা-লতিকা একেবারে এলাইয়া পড়িয়াছে, অত্যন্ত কাতর হইয়াছে, সে বড়ই অসুস্থ। একে আশ্রমের দেবতারূপিণী, তার্তে আবার আশ্রম-পতির সে প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তরা,—আশ্রমের শুক-সারিকা, হরিণ-হরিণী হইতে প্রৌঢ়বরাঃ শিষ্য পর্য্যন্ত সকলেই তাহাকে ভালোবাসে, স্নেহ করে, এক কথায় [illegible] নহে, কণ্বাশ্রমের সকলেরই সে প্রাণস্বরূপ। তাই

ততঃ প্রবিশতি যথোক্তব্যাপারা সহ সখীভ্যাং শকুন্তলা।

সখ্যৌ।— (উপবীজ্য সস্নেহম্) হলা সউন্তলে অবি সুহেই দে ণলিণীপত্তবাও ॥ ৩ ॥

শকুন্তলা।— কিং বীএন্তি মং সহীও। ॥ ৪ ॥

সখ্যৌ।— (বিষাদং নাটয়িত্বা পরস্পরমবলোকয়তঃ) ॥ ৫ ॥

রাজা।— বলবদস্বস্থশরীরা শকুন্তলা দৃশ্যতে। তৎ কিময়মাতপদোষঃ স্যাৎ উত যথা মে মনসি বর্ত্ততে। (বিচিন্ত্য) অথবা কৃতং সন্দেহেন

স্তনন্যস্তোশীরং শিথিলিতমৃণালৈকবলয়ং প্রিয়ায়াঃ সাবাধং কিমপি কমনীয়ং বপুরিদম্।
সমস্তাপঃ কামং মনসিজনিদাঘপ্রসরয়োর্ন তু গ্রীষ্মস্যৈবং সুভগমপরাদ্ধং যুবতিষু॥ ॥ ৬ ॥

প্রিয়ংবদা।—(জনান্তিকম্) অণসূএ তস্স রাএসিণো পঢ়মদংসণাদো আরহিঅ পজ্জুসুসুআ বিঅ সউন্তলা। কিং ণু কখু সে তন্নিমিত্তো অঅং আতঙ্কো ভবে ॥ ৭ ॥

(অনন্তর পূর্ব্বোক্তরূপে সখীদ্বয়ের সহিত শকুন্তলার প্রবেশ)

প্রাকৃতানুবাদ।—হলা শকুন্তলে! অপি সুখয়তি ত্বাং নলিনী-পত্র-বাতঃ? ॥ ৩ ॥

কিং বীজয়তঃ মাং সখ্যৌ? ॥ ৪ ॥

অনসূয়ে! তস্য রাজর্ষেঃ প্রথমদর্শনাৎ আরভ্য পর্য্যুৎসুকা ইব শকুন্তলা। কিং নু খলু অস্যাঃ তন্নিমিত্তঃ অয়ম্ আতঙ্কঃ ভবেৎ? ॥ ৭ ॥

বঙ্গার্থ।—সখীদ্বয়।—(বাতাস করিতে করিতে স্নেহার্দ্র-কণ্ঠে) ওলো শকুন্তলে! পদ্ম-পাতার হাওয়া একটু ভালো লাগ্‌ছে ত? ॥ ৩ ॥

শকুন্তলা।—তোমরা কি হাওয়া কর্চ্ছো? ॥ ৪ ॥

(দুই সখীরই মুখে একটা বিষাদের ছায়া পড়িল ও পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ি করিতে লাগিল) ॥ ৫ ॥

রাজা।—শকুন্তলার শরীর খুবই অসুস্থ—দেখছি। এ অসুখ কি গ্রীষ্মাধিক্যের জন্য,—না—আমি যা ভাব্‌ছি, সেই জন্য? (একটু চিন্তা করিয়া) না যা ভাবিতেছি,—সেই জন্যই বটে;—

প্রিয়ার স্তনদ্বয়ে বেণার মূল বাটিয়া প্রলেপ দেওয়া হইয়াছে, ও এক হাতের মৃণালের বালা কোথায় খসিয়া পড়িয়াছে। আহা! এত কষ্টতেও আমার প্রেয়সীর দেহ-লতা কত সুন্দর! দেখিয়া সাধ মেটে না। প্রবল গ্রীষ্ম এবং উৎকট মদন—এদের উভয়ের তাপই যদিও সমান,—তবুও কিন্তু যুবতিদের উপর গ্রীষ্মের অত্যাচার এত সুন্দর দেখায় না। এটা নিশ্চয় মনোভবের পীড়াই বটে। ॥ ৬ ॥

প্রিয়ংবদা।—(জনান্তিকে) অনসূয়ে! সেই রাজর্ষিকে প্রথম দেখা অবধি—শকুন্তলার যেন কেমন একটু ভাবান্তর দেখিতেছি। তাঁর জন্যই কি সখীর এই অসুখ? ॥ ৭ ॥

তার অসুখের কথা শুনিয়া—নির্ম্মল-হৃদয় শিষ্যের চিত্ত কাঁপিয়া উঠিল, সংসার-বিমুক্ত হইলেও, শিষ্য তিলার্দ্ধের জন্য ঘোর সংসার-মোহে আচ্ছন্ন ও বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তিনি প্রিয়ংবদাকে তাড়াতাড়ি যাইতে কহিয়া নিজেও আশ্রমে ছুটিলেন—তপোরত ব্রহ্মচারী তিনি, তিনি জানেন, যা'র যে কোনো অসুখই হোক না কেন, শান্তিজল মাথায় ছিটাইয়া দিলে—সব সারিয়া যায়। তাই শিষ্য গৌতমী পিসীর হাতে শান্তিজল পাঠাইতে বলিয়া গেলেন। জিতেন্দ্রিয় তপঃসম্বল ঋষি-যুবক জানেন—আশ্রমের যত কিছু আধিব্যাধি, শান্তিজল-প্রোক্ষণে সে সমস্তই যায়; সুতরাং শকুন্তলার দৈহিক অসুস্থতাও না যাইবে কেন? ব্রহ্মচারীর গণনায় ভুল হইল। এ অসুখ যে সচরাচর আশ্রমে ঘটে না, ইহা যে ঘোর "আশ্রমবিরোধী বিকার," তাহা কেবল শকুন্তলাই জানে, মনে মনে বোঝে, এমন কি, অনসূয়া-প্রিয়ংবদা পর্য্যন্ত সে খোঁজ রাখে না। সেই প্রথম সন্দর্শনকালে শকুন্তলা নিজের মনেই নিজেকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"আমার এমন ঠেকিতেছে কেন? এ ভাবের নাম কি? এটা ত আশ্রমের ঘোর বিরোধী বিকার বলিয়া ঠেকিতেছে? এ কি হ'লো? (১ম অঙ্ক—৭৮)" শকুন্তলার অসুখের কারণ প্রিয়ংবদা যাহাই বুঝুক এবং ব্রহ্মচারী ঋষি যুবককে যাহাই বলুক, সামাজিকগণ মোটা-মুটি বুঝিলেন যে, অতি বিষম "আতপ-লঙ্ঘনে" শকুন্তলার শরীর অত্যন্ত খারাপ হইয়াছে, তাই তাহার আতপক্লান্তি দূর করিবার উদ্দেশ্যে ঐ সব ঠাণ্ডা জিনিস লইয়া প্রিয়ংবদা ছুটিয়াছে। "আতপ"—তাপ গ্রীষ্মের? না জ্বরের? এত লোক

অনসূয়া।— সহি মম বি এরিসী আসঙ্কা হিঅঅস্‌স। হোতু পুচ্ছিস্‌সং দাব ণং (প্রকাশম্) সহি পুচ্ছিঅব্বা সি কিং বি। বলিঅং কৃখু দে সন্তাবো ॥ ৮

শকুন্তলা।— (পূর্ব্বার্দ্ধেণ পুষ্পশয্যামুদস্য)। হলা কিং বত্তুকামা সি ॥ ৯

অনসূয়া।— হলা সউন্তলে অণব্ভন্তরা কৃখু অম্হে মঅণগঅস্‌স বুত্তন্তস্‌স। কিন্তু জারিসী ইতিহাস ণিঅন্ধেসু কামঅমাণাণং অবথা সুণীঅই তারিসীং দে পেক্‌খামি। কহেহি কিং ণিমিত্তং দে সন্তাবো। বিআরং কৃখু পরমথ্‌দো অজাণিঅ অণারম্ভো পড়িআরস্‌স ॥ ১০ ॥

রাজা।— অনসূয়ামপ্যনুগতো মদীয়স্তর্কঃ। নহি স্বাভিপ্রায়েণ মে দর্শনম্ ॥ ১১ ॥

শকুন্তলা।— (আত্মগতম্) বলঅং কৃখু মে অহিণিএসো। দাণিং বি সহসা এদাণং ণ সক্কণোমি ণিএদেউং। ॥ ১২ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—সখি! মম অপি ঈদৃশী আশঙ্কা হৃদয়স্য। ভবতু, প্রেক্ষ্যামি তাবৎ এনাম্। × × সখি! প্রষ্টব্যা অসি কিম্ অপি। বলীয়ান্ খলু তে সন্তাপঃ॥ ৮ ॥

হলা কিং বক্তুকামাসি? ৯।

হলা শকুন্তলে। অনভ্যন্তরে খলু আবাং মদনগতস্য বৃত্তান্তস্য। কিন্তু যাদৃশী ইতিহাস নিবন্ধেষু কাময়মানানাম্ অবস্থা শ্রূয়তে, তাদৃশীং তে প্রেক্ষে। কথয় কিং নিমিত্তং তে সন্তাপঃ। বিকারং খলু পরমার্থতঃ অজ্ঞাত্বা অনারম্ভঃ প্রতিকারস্য॥ ১০

বলবান্ খলু মে অভিনিবেশঃ। ইদানীম অপি সহসা এতয়োঃ ন শক্নোমি নিবেদয়িতুম॥ ১২ ॥

বঙ্গার্থ।—অনসূয়া।—সখি! আমারও সেই আশঙ্কাই হচ্ছে। আচ্ছা, জিজ্ঞাসাই ক'রে দেখি না একে। (প্রকাশ্যে) সখি! একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্ত্তে চাই। তোর অসুখটা বড্ডই বেশী দেখ্‌তে পাচ্ছি?। ৮।

শকুন্তলা।—(শয্যা হইতে কুসুমাবৃত দেহের পূর্ব্বার্দ্ধ উঁচু করিয়া) ওলো, কি যেন বল্‌তে চাচ্ছিলি॥ ৯॥

অনসূয়া।—ওলো শকুন্তলে! আমরা দু'জন—মদনের ব্যাপার বুঝি না, ও শাস্ত্রের বিন্দুবিসর্গও পড়ি নি, কিন্তু লোকপরম্পরায় এবং পাঁজিপুথিতে যতটা জানিয়াছি, তাতে মদন-ভূতে পেলে যে দশা হয়, তোর সেই দশাই দেখছি। এখন খুলে বল্ ত, কার জন্য তোর এত কষ্ট! কি জন্য কি হ'লো—তা' ভালো ক'রে না জানতে পাল্লে কি প্রতিবিধান করা যায়? ১০॥

রাজা।—অনসূয়ারও দেখতে পাচ্ছি, ঠিক আমারই মত সন্দেহ জন্মেছে। তা' হ'লে—আমি নিজের মনের মত ক'রে শকুন্তলাকে ভেবে নিচ্ছি—এ কথা আর বলা চলে না। ১১।

শকুন্তলা।—(আত্মগত) প্রাণ থাকতে কিছুতেই এ কথা প্রকাশ কর্ত্তে পারবো না। সখীরা যতই ধরুক,—হঠাৎ বলতে ত আমার সাধ্যেই কুলবে না॥ ১২।

থাকিতে একা শকুন্তলারই কি যত কিছু গ্রীষ্মতাপ লাগিল? কেমন যেন পাঠ লাগিতেছে না। দুষ্মন্তকে দেখিয়া—একবারমাত্র সেই ফুলের গাছে জল দিতে দিতে দেখিয়া এবং ছাতিমগাছের তলে দু'চার মিনিট বসিয়াই কি আশ্রমবালিকার যে এত চিত্তবৈকল্য ঘটিল, তাহা ত মনে লয় না। অথচ সে শয্যাধরা হইয়া পড়িয়াছে,—প্রিয়ংবদা ঔষধ লইয়া দোড়াইতেছে, আর পিসীমা শান্তিজল-পড়া লইয়া আসিতেছেন, দর্শকগণ, স্ব স্ব হৃদয়ানুসারে এক একটা সিদ্ধান্ত করিয়া লইলেন। যে জন্যই হউক না কেন, কারণ যাহাই হউক না কেন, আশ্রমের অধিদেবতা সরলা শকুন্তলাকে দেখা অবধি সকলেরই স্নেহতন্তু গিয়া তাহাকে ঘিরিয়াছে। সুতরাং রোগের নিদান-নিরূপণে সকলের ঐকমত্য না হইলেও পীড়িতা কণ্ব-দুহিতার জন্য সকলেরই প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। সমবেদনার অনাবিল ও উচ্ছল রসে সকলেরই নয়ন আর্দ্র হইল।

রঙ্গমঞ্চ হইতে যজমান-শিষ্য চলিয়া গিয়াছেন। কেমন যেন একটা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে দর্শকগণ কালক্ষেপ করিতেছেন। কি অসুখ, কিসের অসুখ, কেমন আছে সে,—ইত্যাদি চিন্তায় তাঁহাদের হৃদয় আন্দোলিত ও আকুলিত হইতেছে, এমনই

প্রিয়ংবদা।— সহি সুট্‌ঠু এসা ভণই। কিং অত্তণো আতঙ্কং উবেক্‌খসি? অণুদিঅহং ক্‌খু পরিহীঅসি অঙ্গেহিং। কেঅলং লাবণ্ণমঈ ছাআ তুমং ণ মুঞ্চই ॥ ১৩ ॥

রাজা।— অবিতথমাহ প্রিয়ংবদা। তথাহি

ক্ষামক্ষামকপোলমাননমুরঃকাঠিন্যমুক্তস্তনং মধ্যঃ ক্লান্ততরঃ প্রকামবিনতাবংসৌ ছবিঃ পাণ্ডুরা।
শোচ্যা চ প্রিয়দর্শনা চ মদনক্লিষ্টেয়মালক্ষ্যতে পত্রাণামিব শোষণেন মরুতা স্পৃষ্টা লতা মাধবা ॥ ১৪ ॥

শকুন্তলা।— সহি কস্‌স বা অণ্ণস্‌স কহইস্‌সং। আআসইত্তিআ দাণিং বো ভবিস্‌সং ॥ ১৫ ॥

উভে।— অদো এব্ব ক্‌খু ণিব্বন্ধো, সিণিদ্ধজণসংবিহত্তং হি দুক্‌খং সজ্‌ঝবেঅণং হোই ॥ ১৬ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—সখি! সুষ্ঠু এষা ভণতি। কিম্ আত্মনঃ আতঙ্কম্ উপেক্ষসে। অনুদিবসং খলু পরিহীয়সে অঙ্গৈঃ। কেবলং লাবণ্যময়ী ছায়া ত্বাং ন মুঞ্চতি ॥ ১৩ ॥

সখি! কস্য বা অন্যস্য কথয়িষ্যামি? আয়াসয়িত্রী ইদানীং যুবয়োঃ ভবিষ্যামি ॥ ১৫ ॥

অতএব খলু নির্ব্বন্ধঃ, স্নিগ্ধ-জন-সংবিভক্তং হি দুঃখং সহ্য-বেদনং ভবতি ॥ ১৬ ॥

বঙ্গার্থ।—প্রিয়ংবদা।—সখি! অনসূয়া ঠিকই বল্‌ছে। কেন শুধু শুধু নিজের পীড়া উপেক্ষা কর্‌ছিস? দিন দিন তিলে তিলে শুকিয়ে যাচ্ছিস্। শুধু শরীরের কান্তিটুকু ছাড়া তোর আর কি আছে—বল্‌ত? ১৩ ॥

রাজা।—প্রিয়ংবদা সত্যই বলেছে। আহা! সে শকুন্তলা আর নাই। অমন সুগোল গাল দু'খানা শুকিয়ে টোল-খেয়ে গ্যাছে, সে পীনোন্নত বক্ষঃ বা স্তনের সে কাঠিন্য আর নাই, সব যেন কেমন ধ্বসে পড়েছে। কটিদেশ এতই কাহিল হয়েছে যে, বোধ হচ্ছে যেন শরীরের পূর্ব্বার্দ্ধ আর বইতে পার্চ্ছে না। ভুজমূল শিথিল হয়ে ঝুলে পড়েছে আর অমন সুন্দর রং—কেমন যেন পাণ্ডুর—ফ্যাকাসে হয়ে গ্যাছে। আহা! বসন্ত-লতিকার পাতাগুলিতে যখন গ্রীষ্মের গরম হাওয়া লাগে,—তখন তা দেখে যেমন দুঃখও হয়, আবার দেখতেও ইচ্ছা করে, সেই প্রকার মদনের জ্বালায় শকুন্তলা যতই অভিভূত হউক, ইহাকে দেখতে যেমন প্রাণে ব্যথা লাগছে, তেমনি দেখতে ইচ্ছাও কর্চ্ছে। বড় সুন্দর দেখাচ্ছে ॥১৪॥

শকুন্তলা।—সখি! আর কাকেই বা বল্‌বো? তবে নিজের দুঃখের কথা ব'লে তোদেরও দুঃখের কারণ হবো মাত্র ॥ ১৫ ॥

সখীদ্বয় —সেই জন্যই আমাদের শুন্‌বার জেদ। কেন না, প্রিয়জনের কাছে দুঃখের কথা বল্লে তার ভার অনেকটা লঘু হয়, এক জনের পক্ষে যেটা দুর্ব্বহ, ভাগ হ'লে তার ভার কতকটা তবু সহ্য করা যায় ॥ ১৬ ॥

সময়ে—প্রভঞ্জন-দলিত বনস্পতিবৎ, স্বপ্নোত্থিত আহত-হৃদয় প্রেমিকবৎ রাজা দুষ্যন্ত দেখা দিলেন। দুর্ল্লভ প্রণয়ের তীব্র বিষে জর্জ্জরিত ব্যক্তির যেরূপ আকৃতি, চলাফেরা ঘটিয়া থাকে, রাজারও তদ্রূপ। দর্শকবৃন্দ তীব্র নয়নে ও সংশয়িত-মনে রাজাকে দেখিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

তাৎপর্য্য।—বসন্তের সমাগমে উদ্যানের তরুলতা অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করে। তুমি জলসেচন কর-না-কর, উদ্যানে যাও-না-যাও, তাহার লতা-পাদপে ফুল আপনিই ফুটিবে। বসন্তের মলয়পবনে হেলিয়া দুলিয়া সে আপনিই কত খেলা খেলিবে। ফুলের খেলা তোমাকে দেখাইবার জন্য নহে, তোমাকে বিমুগ্ধ করিবার জন্য নহে। সে প্রকৃতির খেলা, প্রকৃতি আপনিই খেলে। তখন কাহাকেও আহ্বান করিতে হয় না। কোকিল ভ্রমর প্রভৃতি তখন আপনিই আসিয়া সে উদ্যানে উপস্থিত হয়।

অপ্সরার গর্ভ-সম্ভবা শকুন্তলার হৃদয়ে, বসন্ত সমাগমে উদ্যান-কুসুমবৎ স্বর্গীয় প্রণয়কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়াছে। অনসূয়া, প্রিয়ংবদা, গৌতমী প্রভৃতি আশ্রমের আর কেহ তাহা জানিলেন না বা বুঝিতে পারিলেন না। সে কুসুমের নর্ত্তনে, সে কুসুমের সৌরভে শকুন্তলার হৃদয়োদ্যান পরিপূর্ণ।

সেই সপ্তপর্ণবেদিকায় রাজার সহিত শকুন্তলার যখন প্রথম-সন্দর্শন-লাভ ঘটিয়াছিল এবং আশ্রমবাসিনী ঋষিদুহিতার শান্তহৃদয়ে আশ্রমের বিরোধিনী ভাবনার উদয় হইয়াছিল, তখন সখীরা শকুন্তলার চালচলন দেখিয়া, তাহাকে সময়োচিত ঠাট্টা-বিদ্রূপও একটু-আধটু করিয়াছিল, সত্য, কিন্তু ঋষিকন্যা—ঋষিপত্নীর গর্ভ-সম্ভবা কন্যা তাহারা—অপ্সরার কন্যা,—

রাজা।— স্পৃষ্টা জনেন সমদুঃখসুখেন বালা নেয়ং ন বক্ষ্যতি মনোগতমাধিহেতুম্।
দৃষ্টো বিবৃত্য বহুশোঽপ্যনয়া সতৃষ্ণম্ অত্রান্তরে শ্রবণকাতরতাং গতোঽস্মি ॥ ১৭ ॥

শকুন্তলা।— সহি জদো পহুই মম দংসণপহং আঅদো সো তবোবণরক্খিআ রাএসী তদো আরহিঅ তগ্‌গএণ অহিলাসেণ এতদবত্থম্হি সংবুত্তা। ॥ ১৮ ॥

রাজা।— (সহর্ষম্) শ্রুতং শ্রোতব্যম্।
স্মর এব তাপহেতুর্নির্ব্বাপয়িতা স এব মে জাতঃ।
দিবস ইবাভ্রশ্যামস্তপাত্যয়ে জীবলোকস্য ॥ ॥ ১৯ ॥

শকুন্তলা।— তং জই বো অণুমঅং তহ বট্টহ জহ তস্স রাএসিণো অণুকম্পণীআ হোমি। অণ্ণহা অবস্সং সিঞ্চহ মে তিলোদঅং। ॥ ২০ ॥

রাজা।— সংশয়চ্ছেদি বচনম্। ॥ ২১ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—সখি! যতঃ প্রভৃতি মম দর্শন-পথম্ আগতঃ সঃ তপোবনরক্ষিতা রাজর্ষিঃ, ততঃ আরভ্য তদ্গতেন অভিলাষেণ এতদবস্থা অস্মি সংবৃত্তা॥ ৮॥

তদ্ যদি যুবয়োঃ অনুমতং, তথা বর্ত্তেথাং যথা তস্য রাজর্ষেঃ অনুকম্পনীয়া ভবামি। অন্যথা অবশ্যং সিঞ্চতং মে তিলোদকম্॥ ২০॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—যা'রা সুখে দুঃখে জীবনের চির-সঙ্গী, সেই সখীদ্বয় বার বার শকুন্তলার মনের ব্যথার কারণ যখন জিজ্ঞাসা করিতেছে, তখন সে উহাদিগকে বলিবেই বলিবে এবং আমিও অচিরেই সে কারণ শুনিতে পাইব, সবই সত্য, আর সেই যে ছাড়াছাড়ির সময়ে বার বার বক্রকণ্ঠে আমার দিকে শকুন্তলা চাহিয়াছিল, তাহাও সত্য, তবুও কিন্তু—কি উত্তর স্থায়, মনোবেদনার প্রকৃত কারণ শকুন্তলা কি বলে—তাহা শুনিবার জন্য প্রাণ আমার ছট্‌ফট্ করিতেছে॥ ১৭॥

শকুন্তলা।—সখি! যে দিন হ'তে তপোবনের রক্ষাকর্ত্তা সেই রাজর্ষিকে দেখেছি, তদবধি তাঁর বিষয় ভেবে ভেবে আমার এই দশা ঘটেছে॥ ১৮॥

রাজা।—(সানন্দে) যা' শুন্‌বার শুন্‌লাম—কন্দর্পই আমাকে ধিকি ধিকি দগ্ধ করিতেছিলেন, আবার তিনিই আমার বুক জুড়াইয়া দিলেন। বর্ষার দিনমান যেমন কিয়ৎকাল প্রখর রৌদ্রে বিশ্ব তাপিত করিয়া পরে মেঘাচ্ছন্ন হইয়া শ্যামচ্ছায়ায় জীবলোকের তাপ দূর করে, আজ কন্দর্পও আমার পক্ষে ঠিক তাহাই করিলেন। শুধু আমি নহি, শকুন্তলাও আমারই জন্য তাহার শরব্য জানিয়া আমার সকল কষ্টের আজ অবসান হইল॥ ১৯॥

শকুন্তলা।—তা' তোরা যদি সঙ্গত মনে করিস্, তবে যাতে সেই রাজর্ষির আমার প্রতি দয়া হয়,—সেই ভাবে কাজ কর্, না হ'লে—আমার উদ্দেশে এক গণ্ডূষ তিলজল দে, মৃত্যু আমার নিশ্চিত॥ ২০॥

রাজা।—এই কথায় আমার সকল সন্দেহ মিটিল॥ ২১॥

(love child) শকুন্তলার হৃদয়ের নবোদিত প্রণয়ারুণের আরক্ত আভা ঠিক ধরিতে পারে নাই। গাছের গায়ে লতার দুলে দুলে নাচন এবং ফুলের উপর ভ্রমরের পতন, সখীদ্বয় যে চোখে দেখিয়া থাকে, চাঁদের পাশে চকোরীর উল্লাস এবং মালিনীর তরঙ্গমালায় সারসের সন্তরণ তাহারা যেমন সরলভাবে দেখে ও দেখিয়া নিরাবিল আনন্দে আপ্লুত হয়,—মৃগয়াবেশী রাজাধিরাজের সমক্ষে শকুন্তলার ঈষৎ ভাবান্তর, হৃদয়ের ঈষৎ আকম্পনও তাহারা সেইভাবে দেখিয়াছিল। তাহা যে শকুন্তলার হৃদয়ে পাষাণরেখার ন্যায় অক্ষয় হইয়া রহিবে বা তাহাতে যে শকুন্তলা আত্মহারা হইয়া পড়িবে, ইহা তাহারা ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে পারে নাই। তাহারা জানে—অসীম নীলিমায় একটা সুকণ্ঠ পাখী যখন ডাকিতে ডাকিতে উড়িয়া যায়,—তখন সেই ডাকে আকাশ-পাতাল মুহূর্ত্তের জন্য শিহরিয়া উঠিলেও, পরক্ষণেই সব মিটিয়া যায়। চকিতের মত প্রাণে একটা কি-যেন কেমন ভাব জাগাইয়া ঐ কলস্বর ক্রমে অসীমেরই বক্ষে মিশিয়া যায়। উহাতে যে শান্তসমুদ্রেও ঢেউ উঠিতে পারে, ইহা সখীদ্বয়ের জ্ঞানবুদ্ধির অগোচর। দুষ্মন্তের সহিত তিনজনেরই দেখা

প্রিয়ংবদা।—(জনান্তিকম্)। অণসূত্র দূরগঅমন্মহা অক্‌খমা ইঅং কালহরণস্‌স। জস্‌সিং বদ্ধভাবা এসা সো ললামভূতো পোরবাণং। তা জুত্তং সে অহিলাসো অহিণন্দিউং ॥ ২২ ॥

অনসূয়া। তহ জহ ভণাসি। ॥ ২৩ ॥

প্রিয়ংবদা (প্রকাশম্) সহি দিট্‌ঠিআ অণুরূবো দে অহিণিএসো। সাঅরং বজ্জিঅ কহিং বা মহাণঈ ওতরই। কো দাণিং সহআরং অন্তরেণ অতিমুত্তলঅং পল্লবিঅং সহই ॥ ২৪ ॥

রাজা।— কিমত্র চিত্রং যদি বিশাখে শশাঙ্কলেখামনুবর্ত্তেতে ॥ ২৫ ॥

অনসূয়া।— কো উণ উবাও ভবে জেণ অবিলম্বিঅং ণিহুঅং অ সহীএ মনোহরং সম্পাদেম ॥ ২৬ ॥

প্রিয়ংবদা।— ণিহুঅং ত্তি চিন্তণীঅং ভবে সিগ্‌ঘং ত্তি সুঅরং ॥ ২৭ ॥

অনসূয়া।— কহংবিঅ। ॥ ২৮ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—অনসূয়ে! দুরগতমন্মথা অক্ষমা ইয়ং কালহরণস্য। যস্মিন্ বদ্ধভাবা এষা, সঃ ললামভূতঃ পৌরবাণাম্। তৎ যুক্তম্ অস্যাঃ অভিলাষঃ অভিনন্দিতুম্ ॥ ২২ ॥

তথা যথা ভণসি ॥ ২৩ ॥

সখি! দিষ্ট্যা—অনুরূপঃ তে অভিনিবেশঃ। সাগরং বর্জ্জয়িত্বা কুত্র বা মহানদী অবতরতি! কঃ ইদানীং সহকারম্ অন্তরেণ অতিমুক্তলতাং পল্লবিতাং সহতে ॥ ২৪ ॥

কঃ পুনঃ উপায়ঃ ভবেৎ, যেন অবিলম্বিতং নিভৃতং চ সখ্যাঃ মনোরথং সম্পাদয়াবঃ ॥ ২৬ ॥

নিভৃতম্—ইতি চিন্তনীয়ং ভবেৎ, শীঘ্রম্ ইতি সুকরম্ ॥২৭॥

কথম্ ইব? ॥ ২৮ ॥

বঙ্গার্থ।—প্রিয়ংবদা।—(জনান্তিকে) অনসূয়ে! যা দেখছি তাতে শকুন্তলা অনেক দূর এগিয়ে পড়েছে। দু'দিন সহ্য করিবার শক্তিও আর ইহার নাই। যাঁকে চিত্ত সমর্পণ করেছে,—তিনি পুরুবংশের অলঙ্কার, মস্ত লোক। সুতরাং সখীর এ অভিলাষ সর্ব্বথা প্রশংসার যোগ্য ॥ ২২॥

অনসূয়া।—ঠিকই বলছিস্ ॥ ২৩ ॥

প্রিয়ংবদা।—(প্রকাশ্যে) সখি শকুন্তলে! রাজার প্রতি তোর এই অনুরাগ সত্যি তোরই যোগ্য। স্থাখ্,—মহানদী সাগরেই গিয়ে আপনাকে সঁপিয়া স্থায়।—আবার সহকার ছাড়া অন্য কোনো বৃক্ষ কি পত্র-পল্লব-ভারময়ী অতিমুক্তলতার নির্ভর সইতে পারে? সুতরাং তোদের উভয়ের এই অনুরাগ সর্ব্বাংশেই উভয়েরই অনুরূপ ॥ ২৪ ॥

রাজা।—বাঃ! দুই সখীরই দেখ্‌ছি—এক সুর, শকুন্তলার মতেই মত। তা না-ই-বা হবে কেন? বিশাখা-নাম্নী তারা দু'টি সর্ব্বদাই যে চন্দ্রবিম্বের অনুকরণ করিবে,—তাহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে। উহাই হইল উহাদের স্বভাব ॥ ২৫ ॥

অনসূয়া।—এমন কি উপায় একটা হ'তে পারে, যাতে তাড়াতাড়ি অথচ খুব গোপনে সখীর অভিলাষ পূর্ণ করা যায়? ২৬ ॥

প্রিয়ংবদা।—গোপনে পাঠানই শক্ত। নতুবা তাড়াতাড়ি রাজর্ষির কৃপালাভ খুব সহজেই হ'তে পারে ॥ ২৭ ॥

অনসূয়া।—কেমন? ॥ ২৮ ॥

শুনা হইয়াছিল। অনসূয়া ততটা না করুক, প্রিয়ংবদা যথেষ্ট 'দুষ্টুমিও' করিয়াছিল। এক আনায় আঠারো আনা শুনাইয়া দিয়াছিল,—তখনকার কথা তখনই মিটিয়া গিয়াছে। তাহার যে আবার শেষ—লাগাড় থাকিয়া যাইবে, ইহা সরলা অনসূয়া-প্রিয়ংবদা ধারণাও করিতে পারে নাই।

কুশাহরণ-রত ঋষিশিষ্যের মুখে শুনিয়াছি,—গ্রীষ্মের প্রবল-সন্তাপে শকুন্তলা অতীব কাতর হইয়া পড়িয়াছে, প্রিয়ংবদা তাহার জন্য পদ্মপত্রের পাখা ও শীতল প্রলেপ প্রভৃতি লইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে।—এ দিকে তৃতীয়াঙ্কের প্রারম্ভেই দেখিতেছি,—প্রণয়াহত শিকারী রাজা দুষ্যন্ত আশ্রমের উপদ্রব শান্তি করিয়া, যে স্থানে দুপুরবেলা শকুন্তলা শান্তি-লাভ করে, মালিনীতীরের সেই লতাকুঞ্জের আশে-পাশে ঘুরিতেছেন। এবার মৃগের সন্ধানে ধনুর্ব্বাণ-হস্তে নহে, মৃগাক্ষী শকুন্তলার সন্ধানে, ফুল-শরের তিনি শরব্য হইয়া পড়িয়াছেন। কবি যথার্থই বলিয়াছেন—

প্রিয়ংবদা।— ণং সো রাএসী ইমস্‌সিং সিণিদ্ধদিট্‌ঠিএ সুইআহিলাসো ইমাই দিঅহাই পজ্জাঅরকিসো লক্‌খীঅই। ॥ ২৯ ॥

রাজা। সত্যমিত্থম্ভূত এবাস্মি। তথাহি

ইদমশিশিরৈরন্তস্তাপাদ্বিবর্ণমণীকৃতং নিশি নিশি ভুজন্যস্তাপাঙ্গপ্রসারিভিরশ্রুভিঃ।
অনভিলুলিতজ্যাঘাতাঙ্কং মুহুর্মণিবন্ধনাৎ কনকবলয়ং স্রস্তং স্রস্তং ময়া প্রতিসার্য্যতে ॥ ॥ ৩০ ॥

প্রিয়ংবদা।— (বিচিন্ত্য) হলা মঅণলেহো সে করীঅউ। ইমং দেৱসেসাবদেসেন সুমনোগোবিঅং করিঅ সে হত্থং পাবইস্‌সং। ॥ ৩১ ॥

অনসূয়া।— রোঅই মে সুউমারো পওও। কিংবা সউন্তলা ভণাই ॥ ৩২ ॥

শকুন্তলা।— কো নিওও বিকপ্‌পীঅই। ॥ ৩৩ ॥

প্রিয়ংবদা।—তেণ হি অত্তণো উবন্নাসপুব্বং চিন্তেহি দাব কিংবি ললিঅপদবন্ধণং ॥ ৩৪ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—নন্থ সঃ রাজর্ষঃ অস্যাং স্নিগ্ধ-দৃষ্ট্যা সূচিতাভিলাষঃ ইমানি দিবসানি প্রজাগর-কৃশঃ লক্ষ্যতে ॥ ২৯ ॥

হলা,—মদন-লেখঃ অস্যৈ ক্রিয়তাম্। ইমং দেব-সেবাপদেশেন সুমনোগোপিতং কৃত্বা অস্য হস্তং প্রাপয়িষ্যামি ॥ ৩১ ॥

রোচতে মহ্যং সুকুমারঃ প্রয়োগঃ। কিংবা শকুন্তলা ভণতি ॥ ৩২ ॥

কঃ নিয়োগঃ বিকল্প্যতে? ৩৩॥

তেন হি আত্মনঃ উপন্যাসপূর্ব্বং চিন্তয় তাবৎ কিমপি ললিতপদ-বন্ধনম্ ॥ ৩৪।

বঙ্গার্থ।—প্রিয়ংবদা।—মনে নাই,—সেই রাজর্ষি কতবার শকুন্তলার দিকে সপ্রণয়-নয়নে চেয়েছিলেন? তাতেই তাঁর হৃদয়ের অভিলাষ বেরিয়ে পড়েছে। আবার এই ক'দিনে চেহারাটাও যেন রাত জেগে জেগে কাহিল হয়ে গ্যাছে ২৯

রাজা।—তাই ত, কাহিলই ত হয়েছি সত্য। এই যে হাতের সোনার বালাগাছটা কত ঢিল্ হয়ে গ্যাছে—এবং বার বার প্রকোষ্ঠ হ'তে খ'সে পড়ছে, কতবারই বা আর সরাবো? ভালো লাগে না,—সারা রাত্রি হাত শিয়রে দিয়ে শুয়ে থাকি, হৃদয়ের আগুনে চোখের জল পর্য্যন্ত গরম, হাত বেয়ে সেই গরম চোখের জল গিয়ে বালায় খচিত মণিগুলিতে লাগায়, তারা একেবারে কালো হয়ে গ্যাছে। ধনুকের ছিলা টান্‌তে টান্‌তে প্রকোষ্ঠে কত বড একটা (ঘাঁটা) দাগ পড়েছে, কিন্তু এতই শুকিয়ে গিছি যে, বালাগাছটা সে দাগের ভিতরেও আর বসে না, ছাড়িয়ে বেরিয়ে আসে ॥ ৩০ ॥

প্রিয়ংবদা।—(একটু ভেবে) ওলো, একখানা প্রণয়পত্রিকা তৈরী করা যা'ক্, পরে দেবতার প্রসাদের ছল ক'রে ফুলের মধ্যে লুকিয়ে রাজাকে পাঠিয়ে দেবো ॥ ৩১ ॥

অনসূয়া।—মতলবটা খুব সুন্দর মনে হচ্ছে, দেখা যাক্—শকুন্তলা কি বলে? ॥ ৩২ ॥

শকুন্তলা।—কোন্ দিন তোদের কোন্ কথায় আপত্তি করে' থাকি? ৩৩ ॥

প্রিয়ংবদা।—তা হ'লে নিজের অভিপ্রায়মত খুব সুন্দর একটি গীতিকবিতা তৈরী কর্ দেখি ॥ ৩৪ ॥

"ডুবিলে অতল জলে, তবে প্রেমরত্ন মিলে,
কারো ভাগ্যে মুক্তা ফলে, কারো কলঙ্ক কেবল।" (নবীনচন্দ্র)

অতি সহজে, বিনা আয়াসে অনাবিদ্ধ রত্ন পাওয়া যায় না। ভারতেশ্বর—সেই প্রথমে—একবার 'বিটপান্তরিত' হইয়া নয়ন-মন সার্থক করিয়াছিলেন। এবারেও ঘুরিতে ঘুরিতে আসিয়া ঠিক জায়গাতেই পৌঁছিয়াছেন ও হৃদয়ের বস্তু পাইয়াছেন,—তাই সে প্রথার প্রথমবারের সিদ্ধি, এবারেও সেই—সুপরিচিত প্রথার বশবর্ত্তী হইয়া, গিয়া লতাবেষ্টনের আড়ালে দাঁড়াইলেন। শিকারী তিনি। নিবিড় বনে—শুধু পায়ের দাগ—দেখিয়া—শিকার খুঁজিয়া বাহির করাই তাঁহার অভ্যাস। ও বিষয়ে তিনি একেবারে "রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ-ষ্টুডেণ্ট।" এবারেও ঐ নৈপুণ্যের বলে—শিকারের সন্ধান পাইলেন। বালির

শকুন্তলা।— চিন্তেমি অহং। অবহীরণভীরুঅং উণ বেবই মে হিঅঅং ॥ ৩৫ ॥

রাজা।— অয়ং স তে তিষ্ঠতি সঙ্গমোৎসুকো বিশঙ্কসে ভীরু যতোঽবধীরণাম্।
লভেত বা প্রার্থয়িতা ন বা শ্রিয়ং শ্রিয়া দুরাপঃ কথমীপ্সিতো ভবেৎ ॥ ॥ ৩৬ ॥

সখ্যৌ।— অত্তগুণাবমাণিণি কো দাণিং সরীরনিব্বাবইত্তিঅং সারদিঅং জোসিণিং পড়ন্তেণ বারেই। ॥ ৩৭ ॥

শকুন্তলা।—(সস্মিতম্) ণিওইআ দাণিং ম্হি। (উপবিষ্টা চিন্তয়তি) ॥ ৩৮ ॥

রাজা।— স্থানে খলু বিস্মৃতনিমেষেণ চক্ষুষা প্রিয়াম্ অবলোকয়ামি। যতঃ
উন্নমিতৈকভ্রূলতমাননমস্যাঃ পদানি রচয়ন্ত্যাঃ।
কণ্টকিতেন প্রথয়তি ময্যনুরাগং কপোলেন ॥ ॥ ৩৯ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—চিন্তয়ামি অহম্। অবধীরণ-ভীরুকং পুনঃ বেপতে মে হৃদয়ম্ ॥ ৩৫ ॥

আত্ম-গুণাবমানিনি! কঃ ইদানীং শরীর-নির্ব্বাপয়িত্রীং শারদীং জ্যোৎস্নাং পটান্তেন বারয়তি? ॥ ৩৭ ॥

নিয়োজিতা ইদানীম্ অস্মি ॥ ৩৮ ॥

বঙ্গার্থ।—শকুন্তলা।—আচ্ছা, ভাবছি। কিন্তু পাছে তাতে কেউ কান না দ্যায়, এই ভয়ে বুক দুরুদুরু কাঁপছে ॥ ৩৫ ॥

রাজা।—অয়ি ভীরু! যে তোমার গানে কান দেবে না, তোমায় অবজ্ঞা করবে ভাবছো, সেই ব্যক্তি একবার-মাত্র তোমার সঙ্গে মিলবার জন্য, এই দেখ, আকুলিত-হৃদয়ে এই দাঁড়িয়ে। প্রিয়ে! যে লক্ষ্মীকে চায়, সে তাঁকে পাক্-না-পাক্, লক্ষ্মী স্বয়ং যাকে অনুগ্রহ করতে চান, সেই ব্যক্তিকে ত অতি সহজেই পাইতে পারেন? ৩৬ ॥

সখীদ্বয়।—শকুন্তলে! তুই এমন কোরে নিজের গুণের অপমান করিস্ নে। তোকে যে একবার অনুরাগের চক্ষে দেখেছে, সে তোর গান শুনবে না বা তোর চিঠি পড়বে না,—এ ধারণা কি কোরে হলো তোর? বল্ দেখি—দেহ-মনের সন্তাপহারিণী শরতের জ্যোৎস্নাকে কেউ কি অঞ্চলাবরণে আড়াল দ্যায়? ৩৭ ॥

শকুন্তলা।—(স-মন্দহাস্যে) যা বলিস্ তোরা, কচ্ছি (উঠিয়া বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন) ॥ ৩৮ ॥

রাজা।—আহা! কি সুন্দর ছবি! নির্নিমেষনয়নে এ সময়ে প্রিয়াকে একবার ভালো করিয়া দেখিয়া লই।—আমাকে পদ্যে যে চিঠি দিতে হইবে, প্রিয়া তাহার পদগুলি কত নিপুণতার সহিত চিন্তা করিতেছেন,—একটা ভ্রূ মধ্যে মধ্যে ঈষৎ কুঞ্চিত ও ঊর্দ্ধে উত্তোলিত হইতেছে, যেন মনের মধ্যে কত ভাঙ্গা-গড়া চলিতেছে। সারা মুখখানা লাল হইয়া উঠিয়াছে ও কপোল রোমাঞ্চিত হইয়া যেন আমার উপর সখীর অনুরাগের কথা ইঙ্গিতে জানাইতেছে ॥ ৩৯ ॥

উপর লতাকুঞ্জের দ্বারে পায়ের দাগ। তাহাও আবার ভিতরে ঢুকিবার, বাহিরে আসিবার নহে, সুতরাং আর মারে কে?—নিশ্চয়ই ঐ কুঞ্জের মধ্যে কুঞ্জেশ্বরী বিরাজ করিতেছেন, করিতে বাধ্য। এতবড় অনুমান, প্রত্যক্ষের চেয়েও বলবত্তর অনুমান কদাচ বৃথা হইতে পারে না। তাই নরনাথ আশ্বস্তহৃদয়ে ও বিশ্বস্ত নয়নে লতার ফাঁক দিয়া যেমন মনের ধনুকে দৃষ্টিবাণের যোজনা করিলেন, অমনি দেখিলেন—দুই সখীর সহিত শিকার সম্মুখে! পৃথিবীপতি দুষ্যন্তকে ভুলিয়া, এই আত্মগোপনপর—প্রণয়ার্ত্ত দুষ্যন্তের সহিত আমাদিগকেও একটু ঘুরিতে হইবে। আড়ালে দাঁড়াইয়া অবলাদের বিস্রম্ভালাপ—মনের কথা শোনা রাজোচিত ত নয়ই, প্রকৃত মনুষ্যোচিতও নয়,—ইহা মানুষ দুষ্যন্ত বেশ ভালো রকমেই বুঝিতেন এবং বুঝিতেন বলিয়াই প্রথমবারের মতন এবারেও গিয়া লতার আড়ালে গা ঢাকা দিয়া দাঁড়াইলেন।

যে যাহা চায়—তাহার আংশিক লাভে প্রার্থীর পিপাসার বৃদ্ধিই হয়, দুষ্যন্তেরও হইতেছিল। সঙ্গিন মামলা,—সুতরাং শেষ আদালতের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি পর্য্যন্ত মন কাহার না অস্থির থাকে। শুধু নিম্ন বা উচ্চ বিচারালয়ের সিদ্ধান্তে জয়োল্লাসে মাতিলে চলিবে না, উচ্চতম বিচারালয়ের কথা মনে রাখিতে হইবে। দুষ্যন্তের যে মামলা, শকুন্তলার হৃদয়ে তাহার সম্বন্ধে

শকুন্তলা।— হলা চিন্তিঅং মএ গীঅবত্থু। নহু সন্নিহিআণি উণ লেহণসাহণাণি ॥ ৪০॥

প্রিয়ংবদা।— ইমস্সিং সুওদরসুউমারে ণলিণীবত্তে ণহেহিং ণিক্‌খিত্তবণ্ণং করেহু ॥ ৪১ ॥

শকুন্তলা।— (যথোক্তং রূপয়িত্বা) হলা সুণুহ দাণিং সংগঅত্থং ণবত্তি ॥ ৪২ ॥

উভে।— অবহিঅম্হ। ॥ ৪৩ ॥

শকুন্তলা।— (বাচয়তি)

তুজ্‌ঝ ণ আণে হিঅঅং মহ উণ কামো দিবা বি রত্তিং বি।
ণিগ্‌ঘিণ তবই বলীঅং তুই বুত্তমণোরহাই অঙ্গাই ॥ ॥ ৪৪ ॥

রাজা।— (সহসোপসৃত্য)

তপতি তনুগাত্রি মদনস্ত্বামনিশং মাং পুনর্দহত্যেব।
গ্লপয়তি যথা শশাঙ্কং ন তথাহি কুমুদ্বতীং দিবসঃ ॥ ৪৫ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—হলা চিন্তিতং ময়া গীতবস্তু। ন হি সন্নিহিতানি পুনঃ লেখন-সাধনানি ॥ ৪০ ॥

অস্মিন্ শুকোদর-সুকুমারে নলিনীপত্রে নখৈঃ নিক্ষিপ্ত-বর্ণং কুরু ॥ ৪১ ॥

হলা—শৃণুতম্ ইদানীং, সঙ্গতার্থং ন বা—ইতি ॥ ৪২ ॥

অবহিতে স্বঃ ॥ ৪৩ ॥

তব ন জানে হৃদয়ম্, মম পুনঃ কামঃ দিবা অপি রাত্রৌ অপি। নির্ঘৃণ! তপতি বলীয়ঃ—ত্বয়ি বৃত্ত-মনোরথানি অঙ্গানি ॥ ৪৪ ॥

বঙ্গার্থ।—শকুন্তলা।—ওলো, গান একটা যা' হোক ভেবেছি, কিন্তু লিখ্‌বার কিছু ত নিকটে নাই ॥ ৪০ ॥

প্রিয়ংবদা।—এই টিয়ে পাখীর পেটের তলার মতন নরম পদ্মের পাতায় নখ দিয়ে কোনমতে অক্ষরগুলি লিখে নে ॥ ৪১ ॥

শকুন্তলা।—(তাহাই করিয়া) ওলো, একবার শোন্ ত,—ঠিক হলো কি না ॥ ৪২ ॥

সখীদ্বয়।—শুন্‌চি, বল্ ॥ ৪৩ ॥

(শকুন্তলা প্রণয়পত্রিকা পড়িতে লাগিলেন)

"হে নির্দ্দয়! তোমার মন আমি জানি না, কিন্তু আমি তোমাতে একান্ত অনুরাগিণী হইয়া নিরন্তর সন্তাপিত হইতেছি।" (বিদ্যাসাগর) অর্থাৎ হে নির্দ্দয়! তোমার মনে আমার কথা জাগিতেছে কি না, জানি না; কিন্তু আমার সমস্ত অঙ্গ সর্ব্বদা তোমার ধ্যানেই নিমগ্ন, চক্ষু চায় তোমাকে দেখিতে, হস্ত চায় তোমাকে স্পর্শ করিতে, কর্ণ চায় তোমার মধুর কথা শুনিতে এবং মুখ চায় তোমারই বিষয়ে আলাপ করিতে। হে কঠিন, তুমি ত জানো না যে, কি দিন কি রাত্রি —সমানভাবে কন্দর্প আমাকে সন্তাপিত করিতেছে ॥ ৪৪ ॥

রাজা।—(সহসা কাছে গিয়া) অয়ি কৃশাঙ্গি। মদন তোমাকে তাপিত করিতেছে, সত্য, কিন্তু, বলিলে বিশ্বাস করিবে না, আমাকে নিরন্তর পোড়াইয়া মারিতেছে। তুমি কি জানো না, যে, দিবাভাগে চন্দ্র যতটা বিপন্ন হন্, কুমুদিনী ততটা হয় না ॥ ৪৫ ॥

তাই শেষ সিদ্ধান্ত জানিতে তিনি স্বতঃই উৎসুক ছিলেন, এখন এই নির্জ্জন লতাকুঞ্জে—তাহাকে পাইয়া মামলার সমস্ত নথিপত্র একবার স্বচক্ষে দেখিয়া লইতে তিনি আকুল হইলেন। "রেকর্ডরুমের" দরজা হয় ত খোলা,—এমন সুযোগ আর হইবে না,—রাজচক্ষু তাই অনিমেষনেত্রে লতাবৃতির ফাঁক দিয়া শিলাতলে কুসুমশয্যায় শয়ানা কণ্বদুহিতার দিকে চাহিয়া তাহার মর্ম্মের মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত খুঁজিতে লাগিলেন।

সখীরা পদ্ম-পত্রের পাখায় হাওয়া করিতেছে, রাশীকৃত ফুলের মধ্যে শকুন্তলা পড়িয়া। শরীর কৃশ, বর্ণ পাণ্ডুর,—স্বর ক্ষীণ। একদিন যে সুন্দরী নিতম্বিনীকে ফুলগাছে জল ঢালিতে দেখিয়া,—ঐরূপ কঠিন কাজের ভার দেওয়ার জন্য তাত কণ্বকে পর্য্যন্ত দুষ্যন্ত, হৃদয়হীন বলিয়াছিলেন, যাহার সহিত তুলনায় নিজের অন্তঃপুরলক্ষ্মীদের পর্য্যন্ত আস্তকৃত্য করিয়াছিলেন, —সেই শকুন্তলার এই দশা! দুষ্যন্ত বিমনা হইয়া পড়িলেন। "হাওয়া করিতেছি, একটু উপশম বোধ হইতেছে কি না"— সখীদের এই প্রশ্নের উত্তরে শকুন্তলা যখন বলিল,—"তোরা কি বাতাস কচ্চিস্?"—তখন সখীদ্বয়ের ত প্রাণ উড়িয়া গেলই—

সখ্যৌ।— (সহর্ষম্) সাঅদং অবিলম্বিণো মণোরহস্‌স ॥ ৪৬ ॥

শকুন্তলা।— (অভ্যুত্থাতুমিচ্ছতি) ॥ ৪৭ ॥

রাজা।— অলমলমায়াসেন।

সন্দষ্টকুসুমশয়নান্যাশু ক্লান্তবিসভঙ্গসুরভীণি।
গুরুপরিতাপানি ন তে গাত্রাণ্যুপচারমর্হন্তি ॥ ॥ ৪৮ ॥

অনসূয়া।— ইদো সিলাতলেক্কদেসং অলঙ্করেউ বঅস্‌সো। ॥ ৪৯ ॥

রাজা।— (উপবিশতি)

শকুন্তলা।— সলজ্জং তিষ্ঠতি। ॥ ৫০ ॥

প্রিয়ংবদা।— দুবে ণং বি বো অন্নোন্নাণুরাও পচ্চক্‌খো। সহীসিণেহো মং পুণরুত্তবাদিণিং করেই ॥ ৫১ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—স্বাগতম্ অবিলম্বিনঃ মনোরথস্য ॥ ৪৬ ॥

ইতঃ শিলাতলৈকদেশম্ অলঙ্করোতু বয়স্যঃ ॥ ৪৯ ॥

দ্বয়োঃ অপি যুবয়োঃ অন্যোন্যানুরাগঃ প্রত্যক্ষঃ। সখীস্নেহং মাং পুনরুক্তবাদিনীং করোতি ॥ ৫১ ॥

বঙ্গার্থ।—সখীদ্বয়।—আসুন্ আসুন্, বিন্দুমাত্র কালক্ষেপ না করিয়া, ঠিক যে সময়টিতে আপনার দরকার, তখনই এসেছেন,—এটা বড়ই আনন্দের। আসুন ॥ ৪৬ ॥

(শকুন্তলা উঠতে চাচ্ছিলেন) ॥ ৪৭ ॥

রাজা।—থাক্ থাক্, কষ্ট কর্ত্তে হবে না। কেননা—অতি-কোমল কুসুম-শয্যায় থাকিয়াও তোমার যে অঙ্গলতিকা ছট্‌ফট্ করিতেছে এবং অভিনব মৃণালখণ্ড-সমূহের সংবর্ধণে অপূর্ব্ব সৌরভময় হইয়াছে, তাদৃশ অতিপরিতপ্ত শরীরকে কষ্ট দিয়া আমার সহিত লোকাচার রক্ষা করা উচিত নহে। তুমি উঠিও না ॥ ৪৮ ॥

অনসূয়া।—বয়স্য! তা হ'লে আমাদের এই শিলাখণ্ডেরই একপাশে একটু বসুন ॥ ৪৯ ॥

(রাজা উপবেশন করিলেন, শকুন্তলাও লজ্জায় যেন মরিয়া গেলেন) ॥ ৫০ ॥

প্রিয়ংবদা।—আপনাদের উভয়েরই অনুরাগ আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। সুতরাং ও সম্বন্ধে কিছু কিছু না বল্লেও চলে। কিন্তু সখীর দশা দেখে চুপ্ ক'রে থাক্‌তেও পার্চ্ছি নে, তাই দু'একটা কথা বল্‌তে চাই ॥ ৫১ ॥

"এবার বুঝি আর টেঁকে না" ভাবিয়া তাহারা ত অতীব আকুল হইলই, কিন্তু সেই সঙ্গে দুষ্যন্তেরও চিন্তা বাড়িল। "সাপটা ঢোঁড়া না হয়" তিনি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। শকুন্তলা অত্যন্ত অসুস্থ,—তা উপায় কি? তবে বিধাতার কৃপায় এই অসুখটা যদি আতপতাপে না হইয়া তাপান্তরে ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলেই তাঁহার এ যাত্রায় মৃগয়া করিতে আসা সফল হয়। তাঁহারা রাজারাজড়া, মৃগয়া ত একপ্রকার তাঁহাদের ব্যবসায়। কতবার, জীবনে কত মৃগয়া করিয়াছেন, কিন্তু এত বড় মৃগয়া আর করেন নাই। আনায়বদ্ধ কুরঙ্গিণীকে প্রাণে প্রাণে করগত করিবার মানসে, নৃপতি তিনি তস্করের মতন, অপরাধীর মতন, শঙ্কাতুরহৃদয়ে আত্মগোপন করিয়া বেড়াইতেছেন।—আন্দাজ করিয়া একা একা এখানে আসিয়াছেন। সঙ্কেতদর্শনে ঠিক স্থান নির্ণয় করিয়াছেন,—সমস্তই ঠিক হইয়াছে, এখন যেটুকু বাকি, সেইটুকুর জন্য দুষ্যন্ত অধীর হইয়া উঠিলেন।

ফুলের বিছানায় অনাবৃতাঙ্গী শীর্ণকায়া শকুন্তলা শুইয়া, আর সখীদ্বয় উৎসুক-নয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া, কখনো বা স্তনদ্বয়ে শীতল প্রলেপদানে ব্যস্ত, কখনো মাথা টিপিয়া দিচ্ছে, কখনো বা হাওয়া করিতেছে।—তাহাদের মুখচ্ছবি দেখিলে মনে হয়, সান্নিপাতিক বিকারেও এত উৎকণ্ঠা জন্মে না। দর্শনপটু রাজা তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিতেছেন। নিদাঘ-তাপার্ত্ত অনেক অন্তঃপুর-সুন্দরী যুবতীকে তিনি ত দেখিয়াছেন,—এত সুন্দর ত তা'দিগে তখন দেখেন নাই! যতটা অভিজ্ঞতা জীবনে সঞ্চয় করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহার দৃঢ়ধারণা জন্মিয়াছে যে,—না—এটা শুধু গ্রীষ্মের তাপ-জনিত ক্লেশ নহে, তদপেক্ষা অন্য কোন গুরুতর ব্যাধি। নিপুণ চিকিৎসকের চক্ষে রাজা রোগীর রোগনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলেন। যত দেখেন, রোগ সম্বন্ধে সংশয় ততই প্রবল হয়।—তিনি মহা ফাঁপরে পড়িলেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে—অনসূয়া নেহাৎ

রাজা।— ভদ্রে নৈতৎ পরিহার্য্যম্। বিবক্ষিতং হি অনুক্তম্ অনুতাপং জনয়তি ॥ ৫২ ॥

প্রিয়ংবদা।— আবন্নস্স বিসঅবাসিণো অত্তিহরেণ রন্না হোঅব্বং ত্তি এসো বো ধম্মো ॥ ৫৩ ॥

রাজা।— নাস্মাৎ পরম্। ॥ ৫৪ ॥

প্রিয়ংবদা।— তেন হি ইঅং ণো পিঅসহী তুমং উদ্দিসিঅ ইমং অবত্থন্তরং ভঅবতা মঅণেণ আরোবিআ। তা অরিহসি অব্ভুববত্তীএ জীবিঅং সে অবলম্বিউং ॥ ৫৫ ॥

রাজা।— ভদ্রে সাধারণোঽয়ং প্রণয়ঃ। সর্ব্বথা অনুগৃহীতোঽস্মি ॥ ৫৬ ॥

শকুন্তলা।— (প্রিয়ংবদামবলোক্য) হলা কিং অন্তেউর বিরহপজ্জুস্সুঅস্স রাএসিণো উবরোহেণ। ॥ ৫৭ ॥

রাজা।— ইদমনন্যপরায়ণমন্যথা হৃদয়সন্নিহিতে হৃদয়ং মম।
যদি সমর্থয়সে মদিরেক্ষণে মদনবাণহতোঽস্মি হতঃ পুনঃ ॥ ॥ ৫৮ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—আপন্নস্য বিষয়বাসিনঃ আর্ত্তিহরেণ রাজ্ঞা ভবিতব্যম্—ইতি এষঃ বঃ ধর্ম্মঃ ॥ ৫৩ ॥

তেন হি ইয়ম্ আবয়োঃ প্রিয়সখী ত্বাম্ উদ্দিশ্য ইদম্ অবস্থান্তরম্ ভগবতা মদনেন আরোপিতা। তৎ অর্হসি অভ্যুপপত্ত্যা জীবিতম্ অস্যাঃ অবলম্বিতুম্। ৫৫ ॥

হলা, কিম্ অন্তঃপুর-বিরহপর্য্যুৎসুকস্য রাজর্ষেঃ উপরোধেন ॥ ৫৭ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—ভদ্রে! না বলাটা ঠিক নয়। যেটা বল্‌তে ইচ্ছা হয়, না বল্লে মনঃপীড়া জন্মে। ৫২।

প্রিয়ংবদা।—নিজের অধিকারে যারা বসবাস করে, তাহাদের দুঃখকষ্ট নিবারণ করাই আপনাদের প্রধান রাজধর্ম্ম নয়? ৫৩ ॥

রাজা।—এর চেয়ে বড় আমাদের আর কোনো ধর্ম্ম নাই ॥ ৫৪

প্রিয়ংবদা।—তা' যদি হয়, তবে, আমাদের এই প্রিয়সখী আপনাকে ভাবিয়া ভাবিয়া—এই দশায় এসে পৌঁছিয়েছে, মদনের অত্যাচারে এর প্রাণ ওষ্ঠাগত, যেরূপ অনুগ্রহে হয়, ইহার প্রাণরক্ষা করা আপনার ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ উচিত ॥ ৫৫ ॥

রাজা।—ভদ্রে! এই অনুরোধে আমি যথেষ্ট অনুগৃহীত হইলাম।—কিন্তু—আপনার সখীর জীবনরক্ষার জন্য যেমন আমাকে অনুরোধ কর্চ্ছেন,—দয়া করিয়া, এ অধীনের জন্যও তাঁহাকে একটু বলুন। দু'জনেরই সমান অবস্থা ॥ ৫৬ ॥

শকুন্তলা।—(প্রিয়ংবদার দিকে চেয়ে) ওলো প্রিয়ংবদে! আমার মনে হয়, রাজর্ষির হৃদয় রাণীদের বিরহে সর্ব্বদাই উৎকণ্ঠিত, সুতরাং উঁহাকে উপরোধ অনুরোধ করা বৃথা ॥ ৫৭ ॥

রাজা।—অয়ি চঞ্চলাক্ষি! তুমি সর্ব্বক্ষণই ত আমার হৃদয়াসনে অধিষ্ঠিত রহিয়াছ, সুতরাং আমার মনের অবস্থা সমস্তই বিদিত আছ, তবুও যদি আমাকে অন্যাসক্ত বলিয়া ধারণা কর, তবে জানিলাম—এতদিন মদনের বাণে যে প্রাণ প্রায় যায় যায় হইয়াছে, তাহা আজ সত্যই গেল। আজ আমার প্রকৃত মৃত্যুর দিন উপস্থিত। তোমার অবিশ্বাসের পাত্র হইয়া বাঁচিয়া থাকার চেয়ে মৃত্যু শতবার শ্রেয়ঃ ॥ ৫৮ ॥

ভালো মানুষ, সাত পাঁচে নাই। কিন্তু প্রিয়ংবদা শুধু 'প্রিয়ংবদা' নহে, তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিও বটে। তাহার চোখ এড়ায়, এমন বস্তু বা কাজ অতি অল্পই আছে। পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, "ও গাছটায় শকুন্তলা কেন জল ঢালে, ঐ লতার ফুলগুলির দিকে শকুন্তলা কেন আড়-নয়নে তাকায়, আর ঐ লতালিঙ্গিত তরুটিকে শকুন্তলা কেন অত প্রাণ ভরিয়া দেখে"—ইত্যাদি কঠিন স্থানসমূহের শ্রবণমনোহর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় সে পরম পণ্ডিত। এ ক্ষেত্রেও শকুন্তলার ব্যাধি তাহার দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। আঁচে অনেকটা সে ধরিয়া ফেলিয়াছে। শকুন্তলা তাহাদের দুই সখীর প্রাণের চেয়েও অধিক। পূর্ব্বে আলবাল-পূরণের সময়ে হাসিঠাট্টা যাহাই করুক না কেন, এখন যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে ও সব আর আসে না। সখীদ্বয় সত্যই শকুন্তলার জন্য ভাবিয়া অস্থির হইয়াছে।—প্রিয়ংবদার কেমন কেমন ঠেকিতে লাগিল। আর কখনো ত এমন মুসকিলে তাহারা পড়ে নাই। ঐ সে দিন যে রাজর্ষি দুষ্মন্তকে দেখিয়াছিল, তদবধিই

অনসূয়া।— বঅস্‌স বহুবল্লহা রাআণো সুণীঅন্তি। জহ ণো পিঅসহী বন্ধুঅণসোঅণীআ ণ হোই তহ ণিব্বহেহি। ॥ ৫৯ ॥

রাজা।— ভদ্রে কিং বহুনা।

পরিগ্রহবহুত্বেঽপি দ্বে প্রতিষ্ঠে কুলস্য মে।
সমুদ্রবসনা চোর্ব্বী সখী চ যুবয়োরিয়ম্॥ ॥ ৬০ ॥

উভে।— ণিব্বুঅ ম্হ। ॥ ৬১ ॥

প্রিয়ংবদা।— (সদৃষ্টিক্ষেপম্।) অনসূএ জহ এসো ইদো দিন্নদিট্‌ঠী উস্‌সুও মঅপোতও মাঅরং অন্নেসই এহি সংজোএম ণং। [উভে প্রস্থিতে ॥ ৬২ ॥

শকুন্তলা।— হলা অসরণ ম্হি অন্নঅরা বো আঅচ্ছউ ॥ ৬৩ ॥

উভে।— পুহবীএ জো সরণং সো তুহ সমীবে বট্টই [নিষ্ক্রান্তে ॥ ৬৪ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—বয়স্য! বহু-বল্লভাঃ রাজানঃ শ্রূয়ন্তে। যথা আবয়োঃ প্রিয়সখী বন্ধুজন-শোচনীয়া ন ভবতি, তথা নির্ব্বাহয় ॥ ৫৯ ॥

নির্বৃতে স্বঃ ॥ ৬১ ॥

অনসূয়ে! যথা এষঃ ইতঃ দত্ত-দৃষ্টিঃ উৎসুকঃ মৃগপোতকঃ মাতরং অন্বিষ্যতি, এহি—সংযোজয়াব এনম্ ॥ ৬২ ॥

হলা, অশরণা অস্মি। অন্যতরা যুবয়োঃ আগচ্ছতু ॥ ৬৩ ॥

পৃথিব্যাঃ যঃ শরণং, সঃ তব সমীপে বর্ত্ততে ॥ ৬৪ ॥

বঙ্গার্থ।—অনসূয়া।—দেখুন বয়স্য! শুনিয়াছি—রাজা-রাজড়াদের অনেক মহিষী থাকে।—সুতরাং আত্মীয়-স্বজনদের সখীর জন্য শোক বা দুঃখ যাহাতে করিতে না হয়, এইটুকু দেখ্‌বেন ॥ ৫৯ ॥

রাজা।—ভদ্রে! বেশী কি আর এখন বল্‌বো?—তবে তোমরা এটা স্থির জান্‌বে যে,—বহু মহিষী থাক্‌লে পরেও আমার কুলের শ্লাঘার কারণ কেবল দুইটি—এক—নীলাব্ধি-বসনা পৃথিবী, আর তোমাদের এই সখী শকুন্তলা। চতুঃসিন্ধু-মেখলা পৃথিবীর পতি বলিয়া আমি যতটা গৌরবিত, তোমাদের সখীর প্রণয়াস্পদ বলিয়া ততোধিক গৌরব-ভাজন ॥ ৬০ ॥

সখীদ্বয়।—বুক্ জুড়োলো,—নিশ্চিন্ত হলেম ॥ ৬১ ॥

প্রিয়ংবদা।—(তীক্ষ্ণনয়নে দূরে যেন চেয়ে) অনসূয়ে! ঐ ত্যাখ্‌ এই দিকে চেয়ে, ঐ হরিণের ছানাটা কত ছুটাছুটি কোরে মাকে খুঁজ্‌ছে। চল্, ওকে ওর মা'র কাছে নিয়ে দিয়ে আসি।

[উভয়ের প্রস্থান ॥ ৬২ ॥

শকুন্তলা।—ওলো, আমাকে নিরাশ্রয় ফেলে তোরা কোথায় যাস্? একজন ফিরে আয় ॥ ৬৩ ॥

সখীদ্বয়।—পৃথিবীর যিনি আশ্রয়, তিনি তোর নিকটে দাঁড়িয়ে। ভয় কি? (চলিয়া গেল) ॥ ৬৪ ॥

শকুন্তলার এই দশা। তবে কি এর মধ্যে কিছু আছে? প্রিয়ংবদা অতি গোপনে অনসূয়াকে বলিল,—ভাই! সেই রাজর্ষিকে দেখা অবধিই সখীকে যেন একটু কেমন কেমন দেখিতেছি। এই অসুখ-বিসুখও তারই ফল না কি? প্রিয়ংবদা নিজে জিজ্ঞাসা করিলেই পারিত, তা' না করিয়া সে অনসূয়াকে ধরাইয়া দিল। জানে ভালো মানুষ অনসূয়ার সাতখুন মাপ, সে যা' ইচ্ছা, জিজ্ঞাসা করিতে পারে। আর অনসূয়ার কথায় ছল নাই, তাহা বাতাসের মত হাল্‌কা ও সৌরকররেখার ন্যায় সোজা। অনসূয়াও টোপ্‌টি গিলিল। শোনামাত্রই বলিল—আমারও তাই মনে লয়, আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করিয়াই দেখি না, বলিয়াই জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল,—"সখি! তোর সন্তাপ বড়ই বেশী বোধ হচ্ছে. দু'একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্ত্তে পারি?" শকুন্তলা যেন হাতে আকাশ পাইল। হৃদয়ের মধ্যে যে হৃদয়, তাহার মধ্যে যে মেঘ এই কতদিন যাবৎ গুড়্ গুড়্ করিয়া পুঞ্জীকৃত হইয়াছিল, যা হোক, তার একটু বর্ষণের সুযোগ হইয়াছে, এইবার হয় ত বা খানিক হাল্‌কা হইবে, ভাবিয়া,—অমন যে "পয়োধরা" শকুন্তলা, সে কণ্ঠ উঁচু করিয়া জবাব দিল,—"অবাধে জিজ্ঞাসা কর, তোদের কাছে গোপনের কি আছে?"

শকুন্তলা।—কহং গতাও এব্ব ॥ ৬৫

রাজা।— অলমাবেগেন। নন্বয়মারাধয়িতা জনস্তব সমীপে বর্ত্ততে।

কিং শীতলৈঃ ক্লমবিনোদিভিরার্দ্রবাতান্
সঞ্চারয়ামি নলিনীদলতালবৃন্তৈঃ।
অঙ্কে নিধায় করভোরু যথা সুখং তে
সংবাহয়ামি চরণাবুত পদ্মতাম্রৌ ॥ ॥ ৬৬ ॥

শকুন্তলা।—ণ মাণণীএসু অত্তাণং অবরাহইস্সং। (উত্থায় গন্তুমিচ্ছতি।) ॥ ৬৭ ॥

রাজা।— সুন্দরি! অনির্ব্বাণো দিবসঃ। ইয়ং চ তে সমবস্থা

উৎসৃজ্য কুসুমশয়নং নলিনীদলকল্পিতস্তনাবরণম্।
কথমাতপে গমিষ্যসি পরিবাধাপেলবৈরঙ্গৈঃ ॥

(বলাদেনাং নিবর্ত্তযতি) ॥ ৬৮ ॥

শকুন্তলা। পৌরব রক্খ অবিণঅং মঅণসন্তত্তা বি ণহু অত্তণো পভবামি ॥ ৬৯ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—কথং গতে এব ॥ ৬৫ ॥

ন মাননীয়েষু আত্মানম্ অপরাধয়িষ্যামি ॥ ৬৭ ॥

পৌরব! রক্ষ অবিনয়ম্। মদনসন্তপ্তা অপি ন হি আত্মনঃ প্রভবামি ॥ ৬৯ ॥

বঙ্গার্থ।—শকুন্তলা।—কি? দু'জনেই চলে গেল? ॥৬৫॥

রাজা।—তা'তে কি? ব্যস্ত হচ্ছো কেন? এই সেবক ত তোমার নিকটেই দাঁড়িয়ে আছে। কি কর্ত্তে হবে বল:

সমস্ত শ্রান্তি দূর করা, অতি শীতল পদ্মের পাতার পাখার একটু ঠাণ্ডা হাওয়া করবো কি? অথবা অয়ি সুন্দরি! কমলের ন্যায় তোমার লালটুকটুকে পা দু'খানি যেমন কোরে রাখলে স্বস্তি পাও, সেইভাবে কোলের উপর রেখে একটু টিপে দেবো কি? ॥ ৬৬ ॥

শকুন্তলা।—মান্য লোকের দ্বারা ও সব কাজ করিয়ে আমি অপরাধিনী হ'তে চাই নে। (গাত্রোত্থান পূর্ব্বক চলিয়া যাইতে উদ্যত) ॥ ৬৭ ॥

রাজা।—সুন্দরি। এখনও ঢের বেলা আছে,—আর তোমারও দেহের এই অবস্থা, এখন কি ওঠা উচিত? কমলপত্রের দ্বারা এখনও তোমার স্তনদ্বয়, সন্তাপ-শঙ্কায় ঢাকিয়া রাখা হইয়াছে, দুঃসহ ক্লেশের গুরুভার তোমার এই সুকোমল অঙ্গ যেন আর বহিতে পারিতেছে না,—এ সময়ে, ফুলের শয্যা ছাড়িয়া রৌদ্রে যাওয়া কি তোমার সঙ্গত? (বলিয়াই বলপূর্ব্বক ভুজবেষ্টনে ফিরাইলেন)। ৬৮॥

শকুন্তলা। তুমি পুরুবংশের অলঙ্কার, অবিনয়-প্রকাশ কি তোমার সাজে? আমি যতই মদনানলে দগ্ধীভূত হই না কেন, নিজের উপর আমার কোনই প্রভুত্ব নাই। আত্মদানে আমি অসমর্থ॥ ৬৯ ॥

লতার আড়ালে দাঁড়াইয়া দুষ্মন্ত সংশয়ের আগুনে পুড়িতেছিলেন।—এখন অনসূয়ার কথায় তাঁহারও প্রাণে জল আসিল।—শোনা যাক্, কি কথাবার্ত্তা হয়—ভাবিয়া, তিনি মূষিকলোভী মার্জ্জারের ন্যায় কণ্টকিতগাত্রে কান পাতিয়া রহিলেন।

সরলা অনসূয়াই পুথি আরম্ভ করিল। প্রিয়ংবদা পূর্ব্বে তাহ'কে ধরাইয়া দিয়াছিল কি না, জানি না, তবে এ সন্দেহ-নিরাসের কোনো উপকরণ—অনসূয়ার চরিত্রে এ পর্য্যন্ত পাই নাই। রাজাকে দেখা অবধিই যে শকুন্তলার এই দশা ঘটিয়াছে, এই সূক্ষ্ম তত্ত্বটা সরলা অনসূয়া যে নিজেই বুঝিয়াছিল, তাহা বলা বড়ই শক্ত। যাহা হউক, সে জিজ্ঞাসা সুরু করিয়া দিল,—তাপস-দুহিতা অনসূয়া প্রিয়ংবদা প্রভৃতি তপোবনে থাকে, ফুলগাছে জল দেয়, পাখীকে খাবার দেয়, মাতৃহীন হরিণ-শিশুদিগকে বুকে বুকে রাখিয়া পালন করে। নূতন গাছে ফুল ফুটিলে তারা আহ্লাদে আটখানা হয়। পর্ণশালায় থাকিয়া আশ্রম-বাসীদের সেবা করে, কাজকর্ম্ম করে,—এই হইল তাহাদের জীবন। মুক্ত বিহগীর ন্যায় তাহারা সর্ব্বদাই স্বাধীন, আপন

রাজা। ভীরু অলং গুরুজনভয়েন। দৃষ্ট্বা তে বিদিতধর্ম্মা তত্রভবানত্র দোষং ন গ্রহীষ্যতি কুলপতিঃ।

অপিচ—

গান্ধর্ব্বেণ বিবাহেন বহ্ব্যো রাজর্ষিকন্যকাঃ।
শ্রূয়ন্তে পরিণীতাস্তাঃ পিতৃভিশ্চাভিনন্দিতাঃ ॥ ৭০ ॥

শকুন্তলা।— মুঞ্চ দাব মং। ভুও বি সহীজণং অণুমানইসসং ॥ ৭১ ॥

রাজা।— ভবতু মোক্ষ্যামি ॥ ৭২ ॥

শকুন্তলা।—কদা ॥ ৭৩ ॥

রাজা।— অপরিক্ষতকোমলস্য যাবৎ কুসুমস্যেব নবস্য ষট্পদেন।
অধরস্য পিপাসিতা ময়া তে সদয়ং সুন্দরি গৃহ্যতে রসোঽস্য ॥

(মুখমস্যাঃ সমুন্নময়িতুমিচ্ছতি শকুন্তলা নাট্যেন পরিহরতি) ॥ ৭৪ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—মুঞ্চ তাবৎ মাম্। ভূয়ঃ অপি সখীজনম্ অনুমানয়িষ্যামি ॥ ৭১ ॥

কদা ? ॥ ৭৩ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—ভীরু! গুরুজনের ভয় কচ্ছ কেন? কুলপতি কণ্ব কি শ্রৌত কি স্মার্ত্ত—সকল ধর্ম্মই উত্তমরূপে জানেন। তিনি যখন বুঝবেন্ যে, আমার সহিত তোমার বিবাহ হইয়াছে, তখন কোন দোষ মনে করবেন না। কেননা, আমি এমন ঢের জানি যে, পরস্পরের প্রতি অনুরাগযুক্ত অনেক বর এবং রাজর্ষি কন্যা স্ব স্ব ইচ্ছানুসারে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে এবং ঐ সকল কন্যার পিতৃগণ সানন্দ-হৃদয়ে ঐ গান্ধর্ব্ব বিবাহ অনুমোদন করিয়াছেন ॥ ৭০ ॥

শকুন্তলা।—ছাড়ো আমাকে। আমি সখীদের কাছে যাইব ॥ ৭১ ॥

রাজা।—বেশ ত, ছাড়বো ॥ ৭২ ॥

শকুন্তলা —কখন্? ॥ ৭৩ ॥

রাজা।—অচুম্বিতপূর্ব্ব অতিকোমল এবং সদ্যঃপ্রস্ফুটিত কুসুমের মকরন্দ যেমন পান করিয়া তৃষিত ভ্রমর তার তৃষা মিটায়, সুন্দরি! ঠিক তেমনিভাবে তোমার এই অক্ষত ও নধর-অধরের আস্বাদে আমার পিপাসার যখন শান্তি হইবে, তখন তোমাকে মুক্তি দান করিব, এখন নহে। (বলিয়াই রাজা কর্ত্তৃক শকুন্তলার মুখ উঁচু করিতে চেষ্টা ও শকুন্তলা কর্ত্তৃক হাত দিয়া নিবারণ) ॥ ৭৪ ॥

হৃদয়ে আপনি সুখী। পরের হৃদয় লইয়া নাড়াচাড়া করা তাহাদের অভ্যাস নহে, জানেও না। পুথিপত্রে পড়িয়াছে এবং গল্পগুজবেও শুনিয়াছে বটে, যে, হয় ত কেহ কাহাকে দেখিয়া আত্মহারা হয়, কেহ বিরহে প্রাণ দেয়, কেহ সারা জীবন কাঁদিয়া কাটায়, আরও কত কি হয়, ইত্যাদি। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। পুথিগত বিদ্যা ছাড়া ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তাহাদের কিছুই নাই। তাই আন্দাজে শকুন্তলাকে বলিল যে,—যেমন পড়িয়াছি, প্রণয়োন্মাদগ্রস্তের যেমন যেমন অবস্থার কথা জানি,—তোরও সেইরূপ দেখিতেছি. খুলে বল্ দেখি, যদি কিছু কর্ত্তে পারি।

অনসূয়ার প্রশ্নে রাজা যেন হাতে আকাশ পাইলেন,—হয় ত এইবার চাঁদও ধরিতে পাইবেন,—ভাবিয়া মনে মনে অনসূয়ার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইলেন। কেন আজ কণ্বদুহিতার ঐ অবস্থা, কার জন্য স্বর্ণলতা কালী হইয়া শুকাইতেছে, একটিবার শুনিতে পাইলে সম্রাটের জীবন সার্থক হয়। তিনি অনুকূল চিন্তায় যে মুহূর্ত্তে উল্লসিত হন, প্রতিকূল চিন্তায় আবার তৎপরমুহূর্ত্তেই শিহরিয়া উঠেন। এই অবস্থায়,—সংশয়রূপ শঙ্খবণিকের করাতের মধ্যে নিজকে ফেলিয়া রাজা দাঁড়াইয়া।

গ্রীষ্মের আপরাহ্নিক মৃদুমধুর সমীরণে অনাঘ্রাত-কুসুমা শকুন্তলা-লতিকা যে কত সুন্দর, তাহা রাজা দেখিয়াছেন, প্রাণ ভরিয়া সে সৌন্দর্য্য ভারতেশ্বর উপভোগ করিয়াছেন, পুরুষান্তর-বর্জ্জিত সপ্তপর্ণবেদিকায় বসিয়া সখীদের সহিত সেই লতিকার কত নূতন নূতন আন্দোলন-আকম্পন দেখিয়া রাজা নিমেষে বিশ্বসংসার বিস্মৃত হইয়াছেন, কিন্তু দুর্দ্দৈব ঝঞ্ঝাবাতে

(নেপথ্যে)

চক্কবাকবহুএ আমন্তেহি সহঅরং উবট্‌ঠিআ রঅণী ॥ ৭৫ ॥

শকুন্তলা।—(সসম্ভ্রমম্) পোরব অসংসঅং মম সরীরবুত্তন্তোবলম্ভস্স অজ্জা গোতমী ইদো এব্ব আঅচ্ছই। দাব বিড়বন্তরিও হোহ্ন ॥ ৭৬ ॥

রাজা।— তথা। (আত্মানমাবৃত্য তিষ্ঠতি) ॥ ৭৭ ॥

(ততঃ প্রবিশতি পাত্রহস্তা গৌতমী সখ্যৌ চ)

সখ্যৌ।— ইদো ইদো অজ্জা গোদমী ॥ ৭৮ ॥

গৌতমী।— (শকুন্তলামুপেত্য) জাদে অবি লহুসন্তাবাই দে অঙ্গাই ॥ ৭৯ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—চক্রবাক-বধু! আমন্ত্রয়স্ব সহচরম্। উপস্থিতা রজনী ॥৭৫॥

পৌরব! অসংশয়ং মম শরীরবৃত্তান্তোপলম্ভায় আর্য্যা গৌতমী ইতঃ এব আগচ্ছতি। তাবৎ বিটপান্তরিতঃ ভব ॥৭৬॥

ইতঃ ইতঃ আর্য্যে! গৌতমি! ॥ ৭৮ ॥

জাতে! অপি লঘুসন্তাপানি তে অঙ্গানি ॥ ৭৯ ॥

বঙ্গার্থ।—(নেপথ্যে)—চক্রবাক-বধূ! তোমার প্রিয়-সহচরকে (চক্রবাককে) সাধ মিটাইয়া আপ্যায়িত করিয়া লও, কেননা, রাত্রি আগতপ্রায়। (রাত্রিকালে চক্রবাক-চক্রবাকী একত্র অবস্থান করিতে পারে না,—এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে) ॥ ৭৫ ॥

শকুন্তলা।—(অত্যন্ত ব্যস্ততা সহকারে) পৌরব! নিশ্চয় আর্য্যা গৌতমী আমার শরীরের খবর নেওয়ার জন্য এই দিকে আস্‌চেন। শীগ্‌গির ঐ গাছটার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াও ॥ ৭৬ ॥

রাজা।—যাচ্ছি—(বলিয়া আত্মগোপনপূর্ব্বক দাঁড়াইয়া রহিলেন) ॥ ৭৭ ॥

(শান্তিজলপাত্র-হস্তে গৌতমী ও দুই সখীর প্রবেশ)

সখীদ্বয়।—আর্য্যা গৌতমি! এই দিকে—এই দিকে ॥ ৭৮ ॥

গৌতমী।—(শকুন্তলার কাছে গিয়া) জাদু আমার, শরীরের সন্তাপ একটু কমেছে কি? ৭৯ ॥

সে কুসুমিতা লতা যে আরো কত মধুর, কত নয়ন-মনো'হর, তাহা ত তিনি দেখেন নাই। তিনি আসন্ন-বর্ষা তটিনীর ফুল্ল-হৃদয় দর্শন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু সে যখন আবার পূর্ণকলেবরে দুইকূল ছাপাইয়া ছোটে, তখন তাহার তরঙ্গিত বক্ষের নর্ত্তন যে কত নয়নরঞ্জন ও মধুরতর, তাহা ত নৃপতি দেখেন নাই। নিবাতস্তিমিত শকুন্তলাপ্রদীপের যে কম্পন হীন মোহন-শিখার দর্শনে তাঁহার নিকট রাজবাড়ীর অতবড় বাঁধা রোসনাইও তুলনায় নিতান্ত নিষ্প্রভ ও অকিঞ্চিৎকর ঠেকিয়াছিল, সেই দীপশিখা যখন খর সমীরণের সহিত যুঝিতে যুঝিতে নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়া আসে, তখন তাহার সেই কাতর-সৌন্দর্য্য যে কত উন্মাদকর, তাহার অনুভূতি ত তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই, তাই কবি এবার বিরহক্ষামা কণ্বদুহিতাকে আর এক নূতন রূপে সাজাইয়া রাজার চোখের সামনে তুলিয়া ধরিলেন। অনসূয়ার প্রশ্নে সায় দিয়া, প্রিয়ংবদা যখন কহিল, "সত্যিই ত, দেখ দেখি,—কি ছিলি, আর দু দিনে কি হইয়া গিয়াছিস্"—তখন দুষ্মন্ত প্রিয়ংবদার উক্তিতে অনুভাবিত হইয়া এবং চোখ মাজিয়া লইয়া দেখিলেন,—সত্যই—সেই সপ্তপর্ণবেদিকা-মূলের শকুন্তলা আর নাই। ইহা এখন একখানি যেন অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব্ব নূতন প্রতিমা। নবোৎফুল্ল কোনো বসন্ত-লতিকা যেন গ্রীষ্মের তপ্ত-সমীরের স্পর্শে কেমন মুশড়িয়া গিয়াছে, অথচ সেই প্রথমদৃষ্ট মাধুর্য্য অপেক্ষা এই অবস্থা যে হীন, অনধিক রুচিকর, তাহাও বলা চলে না। বরঞ্চ এখনকার এই বিশৃঙ্খল সৌন্দর্য্য যেন অধিকতর উন্মাদজনক। রাজা প্রিয়ংবদার উক্তির সহিত বর্ণে বর্ণে মিলাইয়া বিচ্ছেদ-কাতরা শকুন্তলাকে দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন—সে মুখ, সে চোখ, সে গণ্ড, সে বক্ষঃ—কিছুই নাই। একটা প্রবল ঝড়ে যেন সব উলট-পালট করিয়া গিয়াছে। কিন্তু শরতের উন্মুক্তপুলিনা তটিনীর ন্যায় সে সৌন্দর্য্যের নির্ম্মলতা যেন আরো বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ব্বে—তাঁহার প্রতি শকুন্তলার অনুরাগের পর্য্যাপ্ত পরিচয় পাওয়া সত্ত্বেও—'এখন কি জবাব দেয়'—শুনিবার জন্য রাজা ছটফট করিতে লাগিলেন। শকুন্তলার কাতর্য্য-দর্শনে প্রিয়ংবদা প্রথমে অনসূয়াকে যে কথা বলিয়াছিল, শকুন্তলাও সেই উত্তর দিল। 'রাজাকে দেখা অবধিই তার এই দুর্দ্দশার সূত্রপাত এবং এখন একেবারে চরমে গিয়া দাঁড়াইয়াছে, যদি শকুন্তলাকে বাঁচাইতে চাও, একটা পথ কর, নতুবা তাহার আশা ছাড়িয়া দাও।'—

শকুন্তলা।— অত্থি মে বিসেসো ॥ ৮০ ॥

গৌতমী।— ইমিনা দব্ভোদএণ নিরাবাহং এব্ব দে শরীরং হোহিই। (শিরসি শকুন্তলামভ্যুক্ষ্য) বচ্ছে পরিণও দিঅহো এম্হ উড়অং এবং গচ্ছামো। (প্রস্থিতাঃ) ॥ ৮০—ক ॥

শকুন্তলা।—(আত্মগতম্) হিঅঅ পঢ়মং এব্ব সুহোবণএ মনোরহে কাঅরভাবং ণ মুঞ্চসি। সাণুসঅবিহড়িঅস্স কহং দে সংপঅং সন্দাবো। (পদান্তরে স্থিত্বা। প্রকাশম্) লদাবলঅ সন্তাবহারঅ আমন্তেমি তুমং ভূও বি পরিহোঅস্স। (দুঃখেন নিষ্ক্রান্তা শকুন্তলা সহেতরাভিঃ) ॥ ৮১ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—অস্তি মে বিশেষঃ ॥ ৮০ ॥

অনেন দর্ভোদকেন নিরাবাধম্ এব তে শরীরং ভবিষ্যতি। বৎসে! পরিণতঃ দিবসঃ। এহি—উটজম্ এব গচ্ছাবঃ ॥ ৮০ ক ॥

হৃদয়! প্রথমম্ এব সুখোপনতে মনোরথে কাতরভাবং ন মুঞ্চসি। সানুশয়-বিঘটিতস্য কথং তে সাম্প্রতং সন্তাপঃ? লতাবলয়! সন্তাপহারক! আমন্ত্রয়ে ত্বাং ভূয়ঃ অপি পরিভোগায় ॥ ৮১ ॥

বঙ্গার্থ।—শকুন্তলা।—একটু ভালো বোধ হচ্ছে ॥ ৮০ ॥

গৌতমী।—এই কুশাঞ্চিত শান্তিজলে তোমার দেহের সকল তাপ জুড়িয়ে যাবে। (শকুন্তলার মাথায় জলের ছিটে দিয়ে) বাছা, অপরাহ্ণ ঘনিয়ে আস্‌ছে,—চল, আমরা পর্ণশালায় যাই। (গমনোদ্যত) ॥ ৮০—ক ॥

শকুন্তলা।—(মনে মনে) হৃদয়! যা'র জন্য তুমি পাগল, সে যখন আপনিই আসিয়া দেখা দিল, তখন লজ্জায়, সঙ্কোচে কি হয়ে গিছ্‌লে, আর এখন সেই ভেবে অনুতাপে পুড়ে মর্‌ছো, সে কোথায় চ'লে গেল! এখন অমন করো কেন? (যেতে যেতে দাঁড়িয়ে প্রকাশ্যে) হে লতামণ্ডপ! হে আমার সর্ব্ব-সন্তাপ-নিবারণ! আবার এসে ভালো কোরে ভোগ করার জন্য অনুরোধ জানিয়ে যাচ্ছি। (বলিয়া অতি দুঃখে সকলের সহিত চলিয়া গেলেন) ॥ ৮১ ॥

দুষ্যন্ত হাপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। যে কন্দর্পকে কত গালি পাড়িয়াছেন, শকুন্তলাকেও তিনি রাজার উপর অনুরাগিণী করিয়াছেন বলিয়া এখন শতমুখে সেই কন্দর্পেরই প্রশংসা জুড়িয়া দিলেন।

যজ্ঞের আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। প্রণয়-পত্রিকা, প্রত্যাখ্যান-শঙ্কায় উদ্দেশে শকুন্তলার অভিমান, সখীদের আশ্বাসবচনে আত্মনৈপুণ্যে শকুন্তলার দৃঢ়তা ও চকিতে প্রণয়ী দুষ্যন্তের,—শকুন্তলার চির-অভিলষিতের স্বপ্নের ন্যায় আবির্ভাব প্রভৃতি কত ঘৃতাক্ত ইন্ধন সে যজ্ঞানলে আহুত হইল। সৌজন্য-রক্ষণ-পটীয়সী প্রিয়ংবদা নিরুপায় মৃগশিশু ধরিবার ছলে অনসূয়াকে লইয়া সে স্থান হইতে তাড়াতাড়ি প্রস্থানপূর্ব্বক ঐ প্রজ্বলিত যজ্ঞানলে পূর্ণাহুতি দিয়া গেল।

চলিয়া গেল বটে, কিন্তু তাহারা দুই সখী জানিয়াছে—জানুক, অন্য কেহ পাছে জানিতে পায়, এই শঙ্কায় সখীদ্বয় সর্ব্বদাই চিন্তিত। দূরে গৌতমী পিসীকে আসিতে দেখিয়া,—তাহারা যেন সম্ভাবিত-বিচ্ছেদ চক্রবাক-মিথুনকে সতর্ক করিয়া দিল যে, সন্ধ্যা আগতপ্রায়,—চক্রবাকবধূ! যতটুকু পারো, এইবেলা প্রিয়তমের সহিত মিলিয়া লও। রাত্রিতে ত তোমাদের বিচ্ছেদ ঘটিবে। বৃদ্ধা গৌতমী সখীদের ঐ উক্তি শুনিলেন কি না, জানি না, যদিই বা শুনিতেন, বুঝিতেন যে,—ছেলেমানুষের কাণ্ড দেখ, পাখীর সাথেও ঠাট্টা জুড়িয়া দিয়াছে। মাসী-পিসী-জাতীয়ারা যেমন চিরকাল বুঝিয়া থাকেন, তিনিও তেমনই বুঝিতেন। কিন্তু যে বুঝিবার, সে বুঝিল ও তৎক্ষণাৎ প্রিয়তমকে লতাকুঞ্জের খিড়কির পথে বাহির করিয়া দিয়া গাছের আড়ালে গিয়া দাঁড়াইতে উপদেশ করিল। সম্রাট্ বাহাদুর আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহাই করিলেন। বৃক্ষান্তরালে দাঁড়াইতে এখন আর রাজার বাধো বাধো ঠেকে না, এইবারের মৃগয়ায় ওটা বেশ মক্স হইয়া গিয়াছে।

রাজা।— (পূর্ব্বস্থানমুপেত্য সনিশ্বাসম্) অহো বিঘ্নবত্যঃ প্রার্থিতার্থসিদ্ধয়ঃ। ময়া হি

মুহুরঙ্গুলিসংবৃতাধরোষ্ঠং প্রতিষেধাক্ষরবিক্লবাভিরামম্।

মুখমংশবিবর্ত্তি পক্ষ্মলাক্ষ্যাঃ কথমপ্যুন্নমিতং ন চুম্বিতং তৎ ॥

ক নু খলু সংপ্রতি গচ্ছামি। অথবা ইহৈব প্রিয়াপরিভুক্তমুক্তে লতাবলয়ে মুহূর্ত্তং স্থাস্যামি (সর্ব্বতোঽবলোক্য)

তস্যাঃ পুষ্পময়ী শরীরলুলিতা শয্যা শিলায়ামিয়ং

ক্লান্তো মন্মথলেখ এষ নলিনীপত্রে নখৈরর্পিতঃ।

হস্তাদ্‌ভ্রষ্টমিদং বিসাভরণমিত্যাসজ্যমানেক্ষণো

নির্গন্তুং সহসা ন বেতসগৃহাচ্ছক্নোমি শূন্যাদপি ॥ ৮২ ॥

রাজা।—(পূর্ব্বস্থানে আসিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগপূর্ব্বক) হায়, যে যা চায়, তার সে পথে কি এত বাধা! কি করিলাম আমি? সেই কুঞ্চিত-নয়না (অথবা সুপক্ষ্মযুক্তনেত্রা) শকুন্তলার মুখখানি যখন আমি উঁচু করিয়া ধরিয়াছিলাম, এবং সে অঙ্গুলি দ্বারা অধরোষ্ঠ ঢাকিয়া "না না, হবে না—হবে না" বলিতেছিল এবং তাহাতে সেই মুখের সৌন্দর্য্য যেন শতগুণ বাড়িয়াছিল, শেষে মুখখানা কাঁধের দিকে বাঁকাইয়া আত্মরক্ষা করিতেছিল, হায়, তখন অত কাণ্ডে উঁচু-করা মুখে একটা চুম্বন করিলাম না কেন? কেহ ত তখন বাধা দিবার ছিল না। এখন যাই কোথায়? কোথায় গিয়ে এই তাপিত প্রাণ একটু জুড়াই? অথবা—অন্যত্র কোথায়ই বা যাবো? এই লতামণ্ডপে প্রিয়া ছিল, কত রকমে ইহাকে ভোগ করিয়াছে, এখন সে নাই,—সব যেন শূন্য—একেবারে ফাঁকা হইয়া গিয়াছে। তবুও ঐখানেই গিয়ে কিছুক্ষণ কাটাই, যদি তাতে একটু ভালো ঠেকে। (চারিদিকে চেয়ে)—

এই যে—শীতল শিলাখণ্ডের উপর তাহার ফুলের শয্যা এখনও পড়িয়া আছে, বিচ্ছেদতাপে উহারই উপর ছট্‌ফট্ করিয়াছিল বলিয়া ফুলগুলি যেন কেমন রগ্‌ড়ানো মনে হচ্ছে। এই যে—ফুলশয্যার পাশে পদ্মের পাতায় নখ দিয়ে লেখা তার সেই প্রথম প্রণয়-পত্রখানি কেমন মলিন হয়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে। আহা, নড়াচড়া করায়—হাতের মৃণালের বালাগাছটা খ'সে প'ড়ে ধুলায় গড়াচ্ছে,—যে দিকে চাই, তার চিহ্নে ভরা, তার স্মৃতি জাজ্বল্যমান, হোক্ না কেন শূন্য এ লতাকুঞ্জ, চোখ্ ত ফিরাতে পার্চ্ছিনে, বেরোতেও ইচ্ছে হচ্ছে না। কি করি? ॥ ৮২ ॥

বৃদ্ধা গৌতমী, আজন্ম নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারিণী। গৌতমী শান্তির জল ছিটাইয়া শকুন্তলার ঘাড়ের ভূত নামাইতে গেলেন। শকুন্তলা লক্ষ্মীটির মত নত-মস্তকে পিসীর জলের ছিটা লইল। পিসী ভাবিলেন, আর ভয় কি? এইবার সকল আপদ কাটিল। তিনি মেয়েকে নিয়ে পর্ণকুটীরে ফিরে গেলেন। আর রাজা? তিনি শূন্য কুঞ্জে ফিরিয়া এলেন ও ব্রজের খেলা স্মরণে মুহুর্মুহুঃ একা একা কত কি বলিয়া যাইতে লাগিলেন। ও সময়ে রাজা প্রজা সব 'সমান, কন্দর্পের দরবারে উচ্চনীচ বিচার বা প্রাণিবিজ্ঞানের আলোচনা নাই। জীবমাত্রেরই তথায় এক অবস্থা। রাজারও তাহাই হইল!

কিছু পূর্ব্বে যে সব বস্তু তাঁহার জীবনে একটা নূতন স্বপ্ন আনিয়া দিয়াছিল, এখন সেই সব,—সেই শিলাতল, ফুলশয্যা, প্রণয়পত্রিকা, "প্রতিষেধবিক্লবা" শকুন্তলার হস্তস্খলিত সেই মৃণালের বলয় প্রভৃতি একে একে যেমন যেমন চক্ষে পড়িতে লাগিল,—তিনি অমনি যেন ক্রমেই কেমন পাগলের মত হইয়া উঠিলেন। এক সময়ে,—দুদণ্ড পূর্ব্বে যে লতামণ্ডপ জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা সুখের প্রাসাদ ছিল, এখন তাহা শ্মশানের চেয়েও ভয়ঙ্কর। সব আছে,—শুধু একজন নাই। একের অভাবে সমস্তই যেন জীর্ণ,—শূন্য, ভয়ঙ্কর রুক্ষ ও প্রাণহীন। এমন ভয়ঙ্কর ক্ষেত্রে বেশীক্ষণ থাকিলে

(আকাশে)

রাজন্

সায়ন্তনে সবনকর্ম্মণি সংপ্রবৃত্তে
বেদিং হুতাশনবতীং পরিতঃ প্রযস্তাঃ।
ছায়াশ্চরন্তি বহুধা ভয়মাদধানাঃ
সন্ধ্যা-পয়োদ-কপিশাঃ পিশিতাশনানাম্। ॥ ৮৩ ॥

রাজা অয়মহমাগচ্ছামি। [নিষ্ক্রান্তঃ ॥ ৮৪ ।

তৃতীয়োঽঙ্কঃ

বঙ্গার্থ।—(কোন্ দিক্ হইতে যেন কে বলিতেছে) রাজন্! সর্ব্বনাশ উপস্থিত! আশ্রমে সন্ধ্যাকালোচিত হোমাদি কার্য্য যেমন আরব্ধ হইয়াছে, অমনি সেই হোমানলোজ্জ্বল যজ্ঞবেদির চারিদিকে, সান্ধ্য মেঘের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ এবং অত্যন্ত ভয়জনক, রাক্ষসদিগের নানা ছায়া পড়িতেছে। যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষসগণের আক্রমণ-শঙ্কায় আমরা সকল আশ্রমবাসীই অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি ॥ ৮৩ ॥

রাজা।—বটে, এই আমি যাচ্ছি।

[নিষ্ক্রান্ত ॥ ৮৪ ॥

ইতি তৃতীয় অঙ্ক।

মানুষ বাঁচে [illegible] মরিয়া যায়। যদি কেহ তাহার বন্ধুবান্ধব থাকো, ওরূপ স্থানে তাহাকে রাখিও না। সমবেদনার সামান্য মুষ্টিভিক্ষাদা[illegible]তাহাকে রক্ষা কর। প্রেমিক কবি কালিদাস তাই ক্ষিপ্রচরণে অগ্রসর হইয়া হাত বাড়াইয়া দিলেন ও যজ্ঞবিঘ্নকা[illegible] রাক্ষসদের অত্যাচারকাহিনীর অবতারণা করিয়া নির্জীব রাজার দেহে শৌর্য্য-সন্নিবেশপূর্ব্বক স্থানান্তরে টানিয়া লইয়া গেলেন ॥ ১[illegible]৪ ॥

চতুর্থ অঙ্কঃ

ততঃ প্রবিশতঃ কুসুমাবচয়মভিনয়ন্ত্যৌ সখ্যৌ।

অনসূয়া।— পিঅংবদে জইবি গন্ধব্বেণ বিহিণা ণিব্বুত্তকল্লাণা সউন্তলা অণুরূবভত্তুগামিণী সংবুত্ত ত্তি ণিব্বুঅং মে হিঅঅং তহবি এত্তিঅং চিন্তণীয়ং। ॥ ১ ॥

প্রিয়ংবদা।— কহং বিঅ? ॥ ২ ॥

অনসূয়া।— অজ্জ সো রাএসী ইট্‌ঠিং পরিসমাবিঅ ইসীহিং বিসজ্জিও অত্তণো ণঅরং পবিসিঅ অন্তেউরসমাগও ইদোগঅং বুত্তন্তং সুমরই বা ণ বা ত্তি। ॥ ৩ ॥

প্রিয়ংবদা।— বীসদ্ধা হোহু। ণ তারিসা আকিদিবিসেসা গুণবিরোহিণো হোন্তি। তাদো দাণিং ইদং বুত্তন্তং সুণিঅ ণ আনে কিং পড়িবজ্জিস্‌সই ত্তি। ॥ ৪ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—প্রিয়ংবদে! যদ্যপি গান্ধর্ব্বেণ বিধিনা নির্বৃত্তকল্যাণা শকুন্তলা অনুরূপভর্ত্তৃগামিনী সংবৃত্তা—ইতি নির্বৃতং মে হৃদয়ম্,—তথাপি এতাবৎ চিন্তনীয়ম্ ॥ ১ ॥

কথম্ ইব? ॥ ২ ॥

অদ্য সঃ রাজর্ষিঃ ইষ্টিং পরিসমাপ্য ঋষিভিঃ বিসৃষ্টঃ আত্মনঃ নগরং প্রবিশ্য অন্তঃপুর-সমাগতঃ ইতোগতং বৃত্তান্তং স্মরতি বা ন বা ইতি ॥ ৩ ॥

বিশ্রব্ধা ভব। ন তাদৃশাঃ আকৃতিবিশেষাঃ গুণবিরোধিনঃ ভবন্তি। তাত ইদানীম্ ইমং বৃত্তান্তং শ্রুত্বা ন জানে কিং প্রতিপৎস্যতে ইতি ॥ ৪ ॥

(কুসুম-চয়নরত সখীদ্বয়ের প্রবেশ)

বঙ্গার্থ।—অনসূয়া।—প্রিয়ংবদে! যদিও গান্ধর্ব্ব বিবাহ দ্বারা শকুন্তলা যোগ্য পতি লাভ করিয়াছে এবং তাহার সব আপদ কাটিয়া গিয়াছে—এই হেতু আমার হৃদয় নিশ্চিন্ত,—তবুও কিন্তু একটা বিষম ভাবনার বিষয় আছে ॥ ১ ॥

প্রিয়ংবদা।—কেমন? ॥ ২ ॥

অনসূয়া।—আশ্রমের যাগযজ্ঞ সম্পূর্ণ হওয়ায়, ঋষিরা রাজর্ষি দুষ্মন্তকে বিদায় দিয়াছেন,—তিনিও নিজের রাজধানীতে গিয়া (নিশ্চয়ই) অন্তঃপুরের আমোদ[illegible]দাদ উপভোগ করিতেছেন, এখন কি আর আশ্রমের কোনো কথা তাঁ'র মনে আছে?—এইটাই আমার ভাবনার বিষয় ॥ ৩ ॥

প্রিয়ংবদা।—ওর জন্য তোর ভাব্‌তে হবে না। সে রকম নির্ম্মল আকৃতির পুরুষ কখনো পাষাণ হ'তে পারে না। আমার কিন্তু অন্য চিন্তা। তাত কণ্ব এখন এই ব্যাপারটা শুনিয়া, না জানি, কি করিয়া বসেন ॥ ৪ ॥

তাৎপর্য্য।—নির্জ্জনে, মালিনীতটের লতামণ্ডপে দুষ্মন্ত-শকুন্তলার মিলন হইয়া গিয়াছে। আশ্রমে, কণ্বের অনুপস্থিতিতে রাক্ষসরা নানারূপ উৎপাত করিতেছিল, দুষ্মন্ত মিলনমন্দির হইতে তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া, সকল আপদ-বিপদ নিবারণ করিয়াছেন। নির্ব্বিঘ্নে যজ্ঞসমাপ্তি হইয়াছে। ঋষিরা বিদায় দিয়াছেন, সুতরাং আর কোন্ ছলেই বা আশ্রমে থাকেন? রাজা, ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, স্বীয় রাজধানীতে চলিয়া গিয়াছেন। এখনকার মতন আশ্রম-ঘটিত তাঁহার "সময়োচিত নিবেদন" এক প্রকার শেষ হইয়াছে—বলিতে হইবে। কিন্তু তার পর?—

শকুন্তলা কি করিতেছে, সখীরা কি করিতেছে, আর সর্ব্বোপরি স্বয়ং দুষ্মন্তই বা কি করিতেছেন? ইত্যাদি চিন্তা শকুন্তলার সমবেদনায় ব্যথিত সামাজিকগণের মনে স্বতই উদিত হইবার কথা। আশ্রমপতি কণ্বের অনুপস্থিতিতে দুষ্মন্ত বহু প্রমাণ-প্রয়োগের বলে শকুন্তলাকে রাজি করিয়া গান্ধর্ব্ব বিবাহ করিয়াছেন। কিন্তু কণ্ব যখন শুনিবেন, তখন তিনি কি ভাবে এই পরিণয়-ব্যাপার গ্রহণ করিবেন, কি বলিবেন, ফলাফলই বা তাহার কি হইবে, ইত্যাদি চিন্তাও দর্শকবৃন্দের হৃদয়ে উদিত হওয়া অস্বাভাবিক নহে।

আশ্রমের যিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবতাসদৃশী, যাঁহার উপর ভার দিয়া কণ্ব নিশ্চিন্ত-হৃদয়ে চলিয়া গিয়াছেন—সেই শকুন্তলাই বা কি ভাবে অতিথিসৎকার করিতেছে, আশ্রমের প্রধান কর্ত্তব্যও অবশ্য-পালনীয়—ধর্ম্ম কত দূর রক্ষা করিতেছে, যত দিন

অনসূয়া।— জহ অহং দেক্খামি তহ তস্স অণুমঅং হোউ। ॥ ৫ ॥

প্রিয়ংবদা।— কহং বিঅ? ॥ ৬ ॥

অনসূয়া।— গুণবন্তস্স কন্নআ পড়িবাদণীঅ ত্তি অঅং দাব পঢ়মো সংকপ্পো। তং জই দেব্বং এব্ব সংপাদেই ণং অপ্পআসেন কঅথো গুরুঅণো। ॥ ৭ ॥

প্রিয়ংবদা।— (পুষ্পভাজনং বিলোক্য) সহি অবচিআই বলিকম্মপজ্জত্তাই কুসুমাই ॥ ৮ ॥

অনসূয়া।— ণং পিঅসহীএ সউন্তলাএ সোহগ্গদেবদা অচ্চণীআ। ॥ ৯ ॥

প্রিয়ংবদা।— জুজ্জই। তদেব কর্ম্মারভেতে। ॥ ১০ ॥

প্রাকৃতভানুবাদ।—যথা অহং পশ্যামি, তথা তস্য অনুমতং ভবতি ॥ ৫ ॥

কথম্ ইব ॥ ৬ ॥

গুণবতে কন্যকা প্রতিপাদনীয়া ইতি অয়ং তাবৎ প্রথমঃ সঙ্কল্পঃ। তং যদি দৈবম্ এব সম্পাদয়তি নমু অপ্রয়াসেন কৃতার্থঃ গুরুজনঃ ॥ ৭ ॥

সখি! অবচিতানি বলিকর্ম্ম-পর্য্যাপ্তানি কুসুমানি ॥ ৮ ॥

নমু প্রিয়সখ্যাঃ শকুন্তলায়াঃ সৌভাগ্য-দেবতাঃ অর্চ্চনীয়াঃ [illegible] ৯ ॥

যুজ্যতে [illegible] ১০ ॥

বঙ্গার্থ।—অনসূয়া।—আমি যতটা দেখতে পাচ্ছি, তাতে এই গান্ধর্ব্ব বিবাহব্যাপারে তিনি নারাজ নন ॥ ৫ ॥

প্রিয়ংবদা।—কি ক'রে বুঝলি? ॥ ৬ ॥

অনসূয়া।—দেখ, গুণবান্ পাত্রে কন্যাদান করাই জনক-জননীর প্রধান অভিলাষ। দৈবের কৃপায়, বিনা আয়াসেই যদি সেইটা ঘটে, তবে ত গুরুজনরা বর্ত্তিয়া গেলেন—বলিতেই হইবে ॥ ৭ ॥

প্রিয়ংবদা।—(ফুলের সাজির দিকে চেয়ে) সখি! পূজার উপযুক্ত ফুল ত তোলা হইয়াছে ॥ ৮ ॥

অনসূয়া।—আরো তুলতে হবে। শকুন্তলার সৌভাগ্য-দেবতার অর্চ্চনা। আরো ফুল চাই ॥ ৯ ॥

প্রিয়ংবদা।—ঠিক। (পুনরায় উভয়ের কুসুমচয়ন) ॥ ১০ ॥

সে আশ্রমবাসিনী ছিল, তত দিন ত কোনো কথাই ছিল না, কিন্তু নৈষ্ঠিক-ব্রহ্মচর্য্যপূর্ণ আশ্রমে রহঃপরিণীতা শকুন্তলার আতিথ্যসৎকারে, আশ্রমধর্ম্মপরিপালনে এখন অধিকারই বা কতটা, এবং সেই সঙ্গে, কন্যা শকুন্তলা পিতার পরোক্ষে যে অপরিচিতকে আত্মদান করিয়াছে, তাহারই বা পরিণাম কিরূপ, ইত্যাদি নানা বিষয় জানিবার বাসনা নিপুণ সামাজিক-হৃদয়ে না জাগিয়াই পারে না।

তাই কবি চতুর্থ অঙ্কের প্রারম্ভেই বিষ্কম্ভকের অবতারণা পূর্ব্বক—পরবর্ত্তী ঘটনার একটা ছায়ার আভাস প্রদান করিলেন। সংস্কৃতব্যবসায়ীদিগের মধ্যে সম্প্রদায়ক্রমে একটা কথা চলতি আছে যে,—

> কালিদাসস্য সর্ব্বস্বং অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্।
> তত্রাপি চ চতুর্থোঽঙ্কো যত্র যাতি শকুন্তলা ॥

কালিদাসের যথাসর্ব্বস্ব হইল—অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটক, তাহার মধ্যে আবার চতুর্থ অঙ্কের তুলনা নাই,—যে চতুর্থে শকুন্তলা আশ্রম ছাড়িয়া গৃহস্থ হইতে যাইতেছেন। সেই চতুর্থ অঙ্ক দর্শনের জন্য সামাজিকগণের হৃদয় কবি স্বহস্তে, মনের মত করিয়া গঠন করিয়া লইলেন।

অনসূয়া-প্রিয়ংবদার কথোপকথনকালে সুলভকোপ দুর্ব্বাসার—সর্ব্বনাশকর অভিসম্পাতের বিষয় অবগত হইয়া দর্শকবৃন্দ শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন। অভাগিনী শকুন্তলা যেক্ষণে "আশ্রমবিরোধী" ভাবে আত্মবিস্মৃত হইয়াছে, তদবধিই সখীরা তাহার জন্য চিন্তিত ছিল। শকুন্তলাও প্রথম প্রথম মনে মনে কত ভাবিয়াছিল যে, কেন একে দেখে আমার এমন হইতেছে, এ ভাবের নাম কি?—ইহা ত আশ্রমের অনুকূল ভাব নহে। কিন্তু সরলা অপ্সরার দুহিতা আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই,—আগুনে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং তাহাকে পুড়িতে হইবেই। এত দিন আশ্রমে ছিল, আশ্রমের চিরশীতল বক্ষে সে অগ্নির বিশ্বগ্রাসী জিহ্বা তাহাকে তত স্পর্শ করিতে পারে নাই। মনে মনে বিরহানলে পুড়িতেছিল বটে, কিন্তু সে পোড়ায় যেকি খাঁটি হয়, খাদ মরিয়া সোনা সাঁচ্চা হয়। শকুন্তলার সে পোড়ায় দুঃখ অপেক্ষা

(নেপথ্যে)।— অয়মহং ভোঃ। ॥ ১১ ॥

অনসূয়া।— (কর্ণং দত্ত্বা) সহি অদিহীণং বিঅ নিবেদিঅং। ॥ ১২ ॥

প্রিয়ংবদা।— ণং উড়অসন্নিহিআ সউন্তলা (আত্মগতম্) অজ্জ উণ হিঅএণ অসন্নিহিআ। ॥ ১৩ ॥

অনসূয়া।— হোদু। অলং এত্তিএহিং কুসুমেহিং। [প্রস্থিতে] ॥ ১৪ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—সখি! অতিথীনাম্ ইব নিবেদিতম্ ॥ ১২ ॥

ননু উটজ-সন্নিহিতা শকুন্তলা। অদ্য পুনঃ হৃদয়েন অসন্নিহিতা ॥ ১৩ ॥

ভবতু। অলম্ এতাবদ্ভিঃ কুসুমৈঃ ॥ ১৪ ॥

বঙ্গার্থ।—(নেপথ্যে) এই আমি গো ॥ ১১ ॥

অনসূয়া।—(কান পেতে শুনে) সখি! কোনো অতিথি এসে যেন সাড়া দিচ্ছেন না? ॥ ১২ ॥

প্রিয়ংবদা।—দিক্ না; শকুন্তলাই ত কুটীরে আছে, (আত্মগত) তবে আজ সে আর তাতে নাই। (অর্থাৎ শকুন্তলা আছে সত্য, কিন্তু তার হৃদয় আজ আর তাতে নাই) ॥ ১৩ ॥

অনসূয়া।—থাকুক। এই ফুলেই ঢের হ'বে।

[উভয়ের প্রস্থান ॥ ১৪ ॥

সুখই অধিক। কিন্তু আজ দুর্ব্বাসা যে আগুন জ্বালাইলেন, ইহার ধর্ম্ম অন্যরূপ, ইহাতে শকুন্তলাকে হয় ত ভস্মই করিয়া ফেলিবে। তবে ভরসার কথা এইটুকু যে, একটা কোনো চিহ্ন দেখাইতে পারিলে—রাজার তাহাকে মনে পড়িবে, এবং সে চিহ্নও শকুন্তলার নিজের হাতেই আছে, রাজার নিজের দেওয়া নামাঙ্কিত অঙ্গুরী। তবুও মন্দের ভাল। কিন্তু সকলেরই মনটা যেন কেমন খুঁৎ খুঁৎ করিতে লাগিল। কোথায় আত্মহারা সরলা শকুন্তলাকে দেখিয়া মমতা জন্মিবে, তাহার জীবনের পথ যাহাতে কুসুমাস্তৃত হয়, সেইরূপ আশীর্ব্বাদামৃত তাহার মস্তকে বর্ষিত হইবে, আর তার বদলে তাহার মাথায় পড়িল বজ্র! রাজা দুষ্মন্ত অনেক দিন চলিয়া গিয়াছেন। তাহার কোনই সংবাদ নাই। আর তিনিও কোনো সংবাদ লন না। সখীদ্বয়ের প্রাণ অস্থির হইয়াছে। তাহারা নিজের ভাবনা জানে না; দিবা-রজনী শকুন্তলার [illegible] ভাবে। কেন রাজা কোনো সংবাদ দেন না, তিনি কি ভুলিয়া গেলেন, এই ভাবনায় সখীদ্বয়ের আহার-নিদ্রা পর্য্য[illegible]। কি করিলে শকুন্তলার এ দুরদৃষ্টের খণ্ডন হয়,—নিরন্তর তাহাদের এই চিন্তা। অনসূয়া আজ প্রিয়ংবদাকে লইয়া আশ্রমোপান্তে কুসুমচয়ন করিতেছে, বাসনা,—ডালা ভরিয়া ফুল তুলিয়া, অঞ্জলি অঞ্জলি ফুলের দ্বারা, আজ দুঃখিনী শকুন্তলার সৌভাগ্যদেবতার অর্চ্চনা করিবে। ইহাতে যদি ঠাকুর প্রসন্ন হন, রাজার শকুন্তলাকে মনে পড়ে। হিন্দুর সংসারে, যখনই কোনো আপদ-বিপদ ঘটে, তখনই আমরা এই অপূর্ব্ব দৃশ্যটি দেখিতে পাই। সংসারের যাঁহারা প্রাণ, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, সেই রমণীরা অনন্ত-হৃদয়ে, আপৎপ্রশমনের জন্য, দেবতার অর্চ্চনা করেন, কত ব্রতনিয়ম পালন করেন। নারীজাতির মজ্জায় মজ্জায় যদি এইরূপ ধর্ম্মভাব আবহমানকাল নিহিত না থাকিত, তাহা হইলে এত দিনে হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দু সংসারের, হয় ত, আরও কত অধঃপতন ঘটিত। কবি কেমন সুন্দর করিয়া ধর্ম্ম-প্রভাব-পূর্ণ হিন্দু-সমাজের, তথা হিন্দু-রমণী-হৃদয়ের একখানি নিরবদ্য চিত্র অঙ্কিত করিলেন। অথবা শুধু হিন্দু কেন, বিপদ্ যখন ঘনীভূত হইয়া আসে,—তখন হিন্দু-অহিন্দু—সকলের মধ্যেই আত্মত্রাণের জন্য, অক্ষমতাজনিত এইরূপ আকুলতা পরিলক্ষিত হয়। এই সে দিন, সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ পীড়িত হইয়াছিলেন, জীবনসংশয় ঘটিয়াছিল, সকল ঐহিক চেষ্টাযত্নের কোনই ত্রুটি হয় নাই, তবুও কিন্তু রাজাধিরাজের মঙ্গলকামনায় দেশবিদেশের ধর্ম্মমন্দিরে কত উপাসনা করিয়া,—অদৃষ্টদেবতার চরণে প্রাণের উৎকণ্ঠা নিবেদন করিয়া সাধারণে স্বস্তিলাভ করিয়াছিল।

অনসূয়া-প্রিয়ংবদা যখন এইরূপে কুসুমচয়নে ব্যস্ত, তখন ও দিকে আশ্রমে শকুন্তলাও একাকিনী তাঁহার আরাধ্য পুরুষের ধ্যানে নিমগ্না। একদিকে অনিমেষনেত্রে যদিও সে চাহিয়া আছে, কিন্তু সে দৃষ্টির দৃষ্টি-শক্তি নাই। সে দৃষ্টি বহিঃস্থ হইয়াও বাহ্যবস্তুর স্বরূপগ্রহণে অসমর্থ। সে দৃষ্টি শকুন্তলার মর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার ধ্যেয় হৃদয়াঙ্কিত মূর্ত্তি দেখিতেছে। পুত্তলিকার নয়নের ন্যায়, সে নয়ন চিত্রিত, নিস্পন্দ, বস্তুর স্বরূপ-সংগ্রহে অক্ষম।

সেই বনতোষিণী, সপ্তপর্ণবেদিকা, ভ্রমর-বাধা,—সেই অতিথির আবির্ভাব, প্রিয়ংবদার রহস্যোক্তি, শকুন্তলার আত্ম-গোপন—সেই শিলাতলের কুসুমশয্যা, পত্র-লেখন, সহসা রাজার অভ্যুপপতন,—আর তার পর সেই—সেই সখীদ্বয়ের হরিণ ধরিবার ছলে অন্তর্ধান, দুষ্মন্ত-শকুন্তলার পরস্পরে আত্মসমর্পণ, শকুন্তলার কাতরতা, রাজার অনুনয়, আরও কত কি,—শেষে হঠাৎ বিঘ্নরূপিণী গৌতমীর আগমন প্রভৃতি—আজ একে একে সব শকুন্তলার চিত্ত-মুকুরে প্রতিবিম্বিত। শকুন্তলা আজ বহির্জগৎ ছাড়িয়া অন্তর্জগতের মধ্যে একেবারে বিলুপ্ত, মিশ্রিত। জীবের স্থূলদেহ

(নেপথ্যে) ।— আঃ অতিথিপরিভাবিনি ।—

(বিচিন্তয়ন্তী যমনন্যমানসা তপোধনং বেৎসি ন মামুপস্থিতম্ ।
স্মরিষ্যতি ত্বাং ন স বোধিতোঽপি সন্ কথাং প্রমত্তঃ প্রথমং কৃতামিব ॥ ১৫ ॥

প্রিয়ংবদা ।— হদ্ধী হদ্ধী অপ্‌পিঅং এব্ব সংবুত্তং। কস্‌সিং বি পূআরিহে অবরদ্ধা সুণ্ণহিঅআ)
সউন্তলা। (পুরোঽবলোক্য) নহু জস্‌সিং কস্‌সিং বি। এসো দুব্বাসো
সুলহকোবো মহেসী। তহ সবিঅ বেঅবলোপ্‌ফুল্লাএ দুব্বারাএ গঈএ পড়িনিউত্তো।
কো অণ্ণো হুঅবহাদো দহিউং পভবিস্‌সদি। ॥ ১৬ ॥

অনসূয়া ।— গচ্ছ পাএসু পণমিঅ ণিবত্তেসু ণং জাব অহং অগ্‌ঘোদঅং উবকপ্‌পেমি ॥ ১৭ ॥

প্রিয়ংবদা ।— তহ। [নিষ্ক্রান্তা। ॥ ১৮ ॥

প্রাকৃতানুবাদ ।—হা ধিক্ হা ধিক্! অপ্রিয়ম্ এব সংবৃত্তম্। কস্মিন্ অপি পূজার্হে অপরাদ্ধা শূন্যহৃদয়া শকুন্তলা। ন হি যস্মিন্ কস্মিন্ অপি। এষঃ দুর্ব্বাসাঃ সুলভ-কোপঃ মহর্ষিঃ। তথা শপ্ত্বা বেগ-বলোৎফুল্লয়া দুর্ব্বারয়া গত্যা প্রতিনিবৃত্তঃ। কঃ অন্যঃ হুতবহাৎ দগ্ধুং প্রভবিষ্যতি ॥ ১৬ ॥

গচ্ছ, [illegible]দয়োঃ প্রণম্য নিবর্ত্তয় এনম্ যাবৎ অহম্ অর্ঘ্যো-দকম্ উপ[illegible] ॥ ১৭ ॥

তথা ॥ ১৮ ॥

বঙ্গার্থ ।—(নেপথ্যে) এত বড় আস্পর্দ্ধা! তবে শোন্ অতিথির অবমাননাকারিণি!—শোন্! আমি দুর্ব্বাসা, সারা জীবন তপস্যা ছাড়া যার অন্য কাজ নেই,—সেই আমি—তোর দরজায় দাঁড়াইয়া, আর তোর খেয়াল নাই। যার ভাবনায় আত্মহারা হইয়া আজ তুই আমাকে চিন্‌তে পাল্লি না, ঠিক জানিস্, হাজার মনে করাইয়া দিলেও, মাতাল যেমন তার প্রথম প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিতে পারে না, তদ্রূপ তোর কথাও ঐ ব্যক্তি কিছুতেই মনে করিতে পারিবে না। তা তুই যতবারই মনে করাইয়া দিস্ না ॥ ১৫ ॥

প্রিয়ংবদা ।—হায়, হায়, কি সর্ব্বনাশ হ'লো! কোন্ পূজনীয় ব্যক্তির কাছে যেন শকুন্তলা অপরাধ ক'রে বোস্‌ল। ও ত আর ওতে নেই! (সম্মুখে চেয়ে) ও বাবা! যে সে নয়! এ যে মহর্ষি দুর্ব্বাসা! চুণের থেকে পান খসলে যিনি চ'টে লাল হন। উঃ, অত বড় অভিশাপটা দিয়ে কি বেগে হন্ হন্ ক'রে চ'লে যাচ্ছেন, ফিরায় কা'র সাধ্য? তাই ত বলি,—আগুন ছাড়া কে আর দগ্ধ করতে পারে? ॥ ১৬ ॥

অনসূয়া ।—ছুটে যা, পায়ে প'ড়ে থামা গিয়ে, আমি এর মধ্যে পাদ্য অর্ঘ্য গুছিয়ে নিয়ে আসছি ॥ ১৭ ॥

প্রিয়ংবদা ।—যাচ্ছি। [প্রস্থান ॥ ১৮ ॥

পড়িয়া থাকে, সূক্ষ্মদেহ চলিয়া যায়। আজ শকুন্তলারও স্থূলদেহ মালিনী-তটের কুটীরদ্বারে নিপতিত, আর তাহার সূক্ষ্মদেহ কোথায় অন্তর্হিত! অনশ্বর প্রেমভক্তি স্নেহ প্রীতি প্রভৃতি এই লোকের সামগ্রী নহে। লোকান্তরের পবিত্র বস্তু। তাই আজ প্রেমময়ী শকুন্তলার প্রাণও যেন লোকান্তরে চলিয়া গিয়াছে। আর তাহার নশ্বর মাংসপিণ্ডময় দেহ ঐ নশ্বর লোকে ধূলায় পড়িয়া আছে।

করুণাময়, দুহিতৃসর্ব্বস্ব, পিতা কণ্ব, দ্বিতীয়-হৃদয়-সদৃশী সরলা অনসূয়া, প্রাণতুল্যা তড়িন্ময়ী প্রিয়ংবদা, স্নেহময়ী আর্য্যা গৌতমী,—এ সমস্তই আজ শকুন্তলা ভুলিয়াছে। কণ্বের বড় আদরের আশ্রম, আশ্রম-তরু-লতা, বড় আগ্রহের আশ্রম-ধর্ম্ম-পালন, অতিথির অর্চনা প্রভৃতি, তিনি তীর্থযাত্রা-কালে শকুন্তলার হস্তে সমর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার দৃঢ় ধারণা ছিল, শকুন্তলা যেরূপ ভুলো মেয়ে, অপ্সরার গর্ভ-সম্ভূতা বিস্মৃতিময়ী বালিকা, তাহাতে আশ্রমের কাজকর্ম্মের ভার দিলে, হয় ত কতকটা আনমনা হইয়া থাকিবে। অন্য কোনো চিন্তা আর তার মনে তত উদিত হইবে না। কিন্তু শকুন্তলা আর এখন সেই আশ্রমবাসিনী নহে। পার্থিব আশ্রমের অনেক দূরে, অনেক উচ্চে যে আশ্রম, সেই আশ্রমের যে সর্ব্বপ্রধান সঞ্জীবন তরু, সেই তরুর সর্ব্বপ্রধান সম্মোহন ফলের আস্বাদনে শকুন্তলা এখন উন্মাদিনী। কণ্ব তাপস, চিরদিন তপস্যা করেন, বনে থাকেন, ফলমূল আহরণ করেন। হৃদয়ের বেগ বা প্রেমের

অনসূয়া।— (পদান্তরে স্খলিতং নিরূপ্য) অম্মো আবেঅক্খলিদাএ গঈএ পব্ভট্টং মে অগ্গহত্থাদো পুপ্ফভাঅণং। (পুষ্পোচ্চয়ং রূপয়তি) ॥ ১৯ ॥

(প্রবিশ্য)

প্রিয়ংবদা।— সহি পইদিবক্কো সো কস্স অণুণঅং পড়িগেণ্হই। কিং বি উণ সাণুক্কোসো কিদো। ॥ ২০ ॥

অনসূয়া।— (সস্মিতম্) তস্সিং বহু এদং বি। কহেসু। ॥ ২১ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—অম্মো! আবেগ-স্খলিতয়া গত্যা প্রভ্রষ্টং মে অগ্রহস্তাৎ পুষ্পভাজনম্ ॥ ১৯ ॥

সখি! প্রকৃতিবক্রঃ সঃ কস্য অনুনয়ং প্রতিগৃহ্লাতি। কিমপি পুনঃ সানুক্রোশঃ কৃতঃ ॥ ২০ ॥

তস্মিন্ বহু এতৎ অপি। কথয় ॥ ২১ ॥

বঙ্গার্থ।—অনসূয়া।—(যেতে যেতে পা' পিছলে) হায়, এ আবার কি হলো? তাড়াতাড়ি যেতে পা পিছলে গিয়ে আমার হাত থেকে পুষ্পপাত্র প'ড়ে গেল! এ যে ঘোর অমঙ্গলের চিহ্ন! (ফুলগুলি কুড়াইতে লাগিল) ॥ ১৯ ॥

(প্রিয়ংবদার প্রবেশ)

প্রিয়ংবদা।—সখি! ঋষির স্বভাবটাই বিদ্‌কুটে! সে কি কারও স্তুতি-মিনতি শোনে? তবুও কত কষ্টে তাকে একটু নরম করেছি ॥ ২০ ॥

অনসূয়া।—(মৃদু হাস্য পূর্ব্বক) তাঁহাতে ঐটুকুই ঢের। বল্ ত—কি কর্‌লি ॥ ২১ ॥

প্রতাপ যে কত প্রবল, জীবের উপর তাহার যে কত আধিপত্য, তাহা বুঝি সংসার-রস-বোধ-বিমুখ বনবাসী ঋষি বিদিত নন। তাই তিনি বিস্মৃতিময়ী মুগ্ধা শকুন্তলাকে একটু কর্ম্মঠ ও আত্ম-ধারণ সমর্থ করিবার মানসে [illegible] উপর আশ্রমের ভার, অতিথি-সৎকারের ভার ন্যস্ত করিয়া গিয়াছিলেন। প্রেমের প্রভাব যদি তিনি বিদিত থাকিতেন, নারী-হৃদয়ের প্রকৃত পরিমাণজ্ঞান যদি তাঁহার থাকিত, তাহা হইলে ক্রান্তদর্শী মহর্ষি কদাচ মুগ্ধা, কোমলপ্রকৃতি মেনকাত্মজার উপর এ গুরুভার অর্পণ করিতেন না। তিনি স্নেহময় পিতার চক্ষেই আশ্রমকন্যকা শকুন্তলাকে দেখিতেন, পিতৃত্ব-নিরপেক্ষ হইয়া কদাচ তিনি মেনকাত্মজা শকুন্তলাকে দেখেন নাই। তাই শকুন্তলা-হৃদয়ের সকল অংশ তাঁহার চোখে পড়ে নাই।

কোমলপ্রাণা শকুন্তলার সৌভাগ্যদেবতার মস্তকে যখন অভিসম্পাতরূপ বজ্র নিক্ষেপ করিয়া দুর্ব্বাসা ত্বরিতচরণে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, তখন শকুন্তলা ঘুণাক্ষরেও জানিল না যে, তাহার শুভ্র ললাটপট্টকে একটি কালো রেখার পাত হইল।

মানুষের এমন একটা অবস্থা বা সময় আসে, যখন সে লোকলজ্জা, ভয়, সমাজ, সদাচার—সব ভুলিয়া যায়। আপনাকে পর্য্যন্ত বিস্মৃত হয়। সে বিস্মৃতির ফল ভালো কি মন্দ, অক্ষয় কি ভঙ্গুর, অমৃত কি গরল, তাহা মানুষ তখন বুঝিতে পারে না; বুঝিবার সামর্থ্যও তাহার তখন থাকে না। তরণী যতক্ষণ নিমগ্ন না হয়, ততক্ষণই তাহার বহন-যোগ্যতা, ততক্ষণই সে পারাপার করিতে সমর্থ, একবার নিমগ্ন হইলে, কোথায়—কত দূরে যে তাহার নিমজ্জনের শেষ, কত দূরে যে তাহার মৃত্তিকাস্পর্শ-সম্ভাবনা, তাহা কে নির্ণয় করিতে পারে? শকুন্তলা-তরণী নিমগ্ন হইয়াছে, কত দূরে যে আশ্রয় মিলিবে, কে বলিবে?

সংসারের প্রত্যেক ব্যক্তিই সমাজের এক একটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-বিশেষ। পত্র-পল্লব, শাখা-প্রশাখা, ফুল-ফল প্রভৃতি লইয়া যেমন একটি তরু, প্রত্যেক মানব, ছোট বড়—সকলকে লইয়া তেমনই এই সমাজ। এই বিশা[illegible] সুশীতল ছায়ায় বসিয়া মানব ক্লান্ত-হৃদয়ে স্বস্তি প্রাপ্ত হয়, সংসারের তাপ-যাতনা ভুলিয়া যায়। সম[illegible] অপুত্রকের পুত্র, পিতৃহীনের পিতা, মাতৃহীনের স্নেহময়ী মাতার স্থানীয়। আর্য্য-সমাজ এমনই ভা[illegible] কাহাকেও একাকী থাকিতে হয় না। ইহাতে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের আত্মীয়। ইষ্টকের উপর ইষ্টক, তাহার উপর ইষ্টক রাখিয়া যেমন অভ্রভেদী সৌধ গ্রথিত এবং তাহার প্রত্যেক ইষ্টক আবা[illegible] সংসক্ত, আবার সকলের সাহায্যে, সকলের সমবেত দৃঢ়তায় সৌধ দণ্ডায়মান, সেইরূপ সকল মা[illegible] সমাজে প্রতি মানব পরস্পরের সাহায্যে সংসক্ত হইয়া সমাজের ক্রোড়ে সুখে অবস্থিত। এক কথায় মানব-বাহিনীর সমবায়ের নামই সমাজ। এখানে ব্যষ্টিভাবে প্রতি মানবের অন্নবিস্তর [illegible]

প্রিয়ংবদা।—জদা ণিবত্তিদুং ণ ইচ্ছদি তদা বিণ্ণবিদো মএ ভবঅং পঢ়মং ত্তি পেক্‌খিঅ অবিণ্ণাদ তবপ্‌পহাবস্‌স দুহিদুজণস্‌স ভঅবদা একো অবরাহো মরিসিদব্বো ত্তি ॥ ২২ ॥

অনসূয়া। - তদো তদো ? ॥ ২৩ ॥

প্রিয়ংবদা। —তদো মে বঅণং অণ্ণহা ভবিদুং ণ অরিহদি কিন্তু অহিণ্ণাণাভরণদংসণেণ সাবো ণিবত্তিস্‌সদি ত্তি মন্তঅন্তো সঅং অন্তরিহিদো। ॥ ২৪ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—যদা নিবর্ত্তিতুং ন ইচ্ছতি, তদা বিজ্ঞাপিতঃ ময়া—ভগবন্। প্রথমম্ ইতি প্রেক্ষ্য অবিজ্ঞাততপঃপ্রভাবস্য দুহিতৃজনস্য ভগবতা একঃ অপরাধঃ মর্ষয়িতব্যঃ ইতি ॥ ২২ ॥

ততঃ ততঃ ॥ ২৩ ॥

ততঃ—মম বচনম্ অন্যথা ভবিতুং ন অর্হতি কিন্তু অভিজ্ঞানাভরণদর্শনেন শাপঃ নিবর্ত্তিষ্যতে—ইতি মন্ত্রয়মাণঃ স্বয়ম্ অন্তর্হিতঃ ॥ ২৪ ॥

বঙ্গার্থ।—প্রিয়ংবদা।—যখন কিছুতেই তিনি ফিরতে চান না, তখন বল্লাম—ভগবন্! শকুন্তলা আপনার কন্যার মতন, তপস্যার ক্ষমতা যে কত, তাহা যদি সে জান্‌ত, তবে কি এত বড় অপরাধ কখনো কর্ত্তে পার্‌ত? প্রথম অপরাধ মনে করিয়া এইটা তা'র ক্ষমা করুন্ ॥ ২২ ॥

অনসূয়া।—তার পর, তার পর? ॥ ২৩ ॥

প্রিয়ংবদা।—শেষে,—'আমার কথা কখনো নড়তে পারে না, তবে এইটুকু কর্ত্তে পারি যে, কোনরূপ অভিজ্ঞান যদি দেখাতে পারে, তখন এ অভিশাপের মোচন হবে'—বল্‌তে বল্‌তেই কোথায় যেন তিনি তিরোহিত হইলেন ॥ ২৪ ॥

কিন্তু, সমষ্টিভাবে সকলেই সমাজের অধীন। ঐ প্রকার পরস্পরাপেক্ষিত্ব বা পরাধীনত্ব আছে বলিয়াই সমাজ সুখের সদন। যে সমাজে এই পরস্পরাপেক্ষিত্ব নাই, প্রত্যেকেই আপনাকে লইয়া ব্যস্ত, পরের কথা যে সমাজে ভাবিতে জানে [illegible]ই স্বস্বপ্রধান, সে সমাজে সুখ নাই। তাহা উচ্ছৃঙ্খল না হইয়াই থাকিতে পারে না। তাহা মানব-সমা[illegible] নহে, দানব-সমাজ। কেবল আত্মসুখের অন্বেষণে, তাদৃশ সমাজেই নিয়ত সুন্দ-উপসুন্দের কলহ হয়, তারক-বৃত্র-প্রভৃতি অসুরের উৎপত্তি হয়।

সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে,—সকল অবস্থাতেই তুমি সমাজের অধীন। কোনো সময়ে কোনো অবস্থাতেই তুমি সমাজ হইতে স্বতন্ত্র নহ। সমাজের নিকট তোমার অশেষ কর্ত্তব্য। সমাজের মঙ্গলামঙ্গল,—সুতরাং বিপুল জন-সমষ্টির মঙ্গলামঙ্গল তোমার উপর ন্যস্ত। তুমি শোকেই অধীর হও, আর সুখেই উন্মত্ত হও, কখনও সমাজকে ভুলিও না, ভুলিলে চলিবে না। তাহাতে তোমার ও সমাজের—উভয়ত্রই অকল্যাণ। তোমার সুখ-সম্পদ্ সমাজের সুখ-সম্পদ্ হইতে স্বতন্ত্র নহে। যখন তোমার আত্ম-সুখকে তুমি সমাজ হইতে পৃথক্ করিয়া লইবে, কেবল নিজের সুখেরই স্বপ্ন দেখিবে, জানিও, তখনই তোমার পতন নিকটবর্ত্তী, তোমার সুখ-যামিনী অবসিতপ্রায়।

শকুন্তলা আপনার স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে জগৎকে একেবারে বিস্মৃত হইয়াছিল। কণ্ব, কণ্বাশ্রম, আশ্রম-তরু, আশ্রম-মৃগ—প্রভৃতি সমস্ত ভুলিয়াছিল। সে নিজের সুখ-দুঃখ, নিজের ভাবনা,—[illegible]জের অঙ্ক হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লইয়াছিল। সমাজের চির-সংসক্ত গ্রন্থি শিথিল করিয়াছিল। সে সমাজের অঙ্কশায়িনী থাকিয়াও, জ্ঞাত-সারেই হউক, আর অজ্ঞাত-সারেই হউক, সমাজকে অবজ্ঞা করিয়াছিল। শকুন্তলা বহুজনমধ্য-বাসিনী থাকিয়াও, আপনাকে, তাহার ক্ষুদ্র নিজত্বকে,—একাকী, অসহায়, অন্য-নিরপেক্ষ করিয়া লইয়াছিল। তাই সমাজের কঠোর শাসন তাহার উপর পতিত হইল। আর সে একাকিনীই সেই দণ্ড ভোগ করিল। সমাজের অন্য কেহ তাহার ছায়াও স্পর্শ করিল না। সে যতই ব্যাকুল হউক, যতই আত্মবিস্মৃত হউক, সমাজের নিকট তাহার যে কর্ত্তব্য, তাহা তাহাকে পালন করিতে হইবেই হইবে। যদি তাহা সে না করে, সমাজের সে ক্ষমার অযোগ্যা। সমাজের কঠোর শাসনবজ্র তাহার মস্তকে পতিত হইবে। প্রত্যক্ষে হউক, পরোক্ষে হউক, সে দণ্ডের পতন অনিবার্য্য। অতিথি-সেবা আশ্রমীর প্রধান কর্ত্তব্য। শকুন্তলা নিজের জন্য অন্ধ হইয়া সে কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়াছে, তাই সমাজের কঠোর শাসনরূপী দুর্ব্বাসার নির্ম্মম অভিশাপ আজ বিস্মৃতিময়ী শকুন্তলার মাথায় পড়িল। শাসনের উদ্দেশ্য সংশোধন, ধ্বংস নহে, তাই দুর্ব্বাসার অভিশাপে শকুন্তলা ভস্মীভূত হইল না। সে অভিশাপ অঙ্গুরীয়ক-দর্শনান্ত হইল। একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য, সমাজরূপী নৃপতির দণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত হইল। যে মোহে শকুন্তলার এই আত্মবিস্মৃতি, সে মোহ সমূলে ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল।

মহাকবি, এই অভিশাপের সৃষ্টি পূর্ব্বক এক দিকে মহাভারতের কামাধীন দুষ্যন্তের কামুকত্বের নিরাস করিলেন,

অনসূয়া।— সক্কং দাণিং অস্‌সসিদুং। অত্থি তেণ রাএসিণা সংপত্থিদেণ সণামহেঅঙ্কিদং অঙ্গুলীঅঅং সুমরণীঅং ত্তি সঅং পিণদ্ধং তস্‌সিং সাহীণোবাআ সউন্তলা হোহিই ॥ ২৫ ॥

প্রিয়ংবদা।—সহি এহি দেঅকজ্জং দাব ণিব্বত্তেম। (পরিক্রামতঃ)। ॥ ২৬ ॥

প্রিয়ংবদা।—(অবলোক্য)। অণসূএ পেক্‌খ দাব বামহত্থোবহিদবঅণা আলিহিদা বিঅ পিঅসহী ভত্তুগদাএ চিন্তাএ অত্তাণং বি ণ এসা বিভাবেই কিং উণ আঅন্তুঅং ॥ ২৬-ক ॥

অনসূয়া — পিঅংবদে দুবেণং এব্ব ণো মুহে এসো বুত্তন্তো চিট্‌ঠদু। রক্‌খিদব্বা কৃখু পইদিপেলআ পিঅসহী। ॥ ২৭ ॥

প্রিয়ংবদা।— কো দাণিং উণ্‌হোদএণ ণোমালিঅং সিঞ্চই। ॥ ২৮ ॥

উভে।— [নিষ্ক্রান্তে। ॥ ২৯ ॥

বিষ্কম্ভকঃ।

প্রাকৃতানুবাদ।—শক্যম্ ইদানীম্ আশ্বসিতুম্। অস্তি তেন রাজর্ষিণা সম্প্রস্থিতেন স্বনামধেয়াঙ্কিতং অঙ্গুরীয়কং স্মরণীয়ম্ ইতি স্বয়ং পিনদ্ধম্, তস্মিন্ স্বাধীনোপায়া শকুন্তলা ভবিষ্যতি ॥ ২৫ ॥

সখি! এহি দেবকার্য্যং তাবৎ নির্ব্বর্ত্তয়াবঃ ॥ ২৬ ॥

অনসূয়ে! প্রেক্ষস্ব তাবৎ—বামহস্তোপহিত বদনা আলিখিতা ইব প্রিয়সখী ভর্ত্তৃগতয়া চিন্তয়া আত্মানম্ অপি ন এষা বিভাবয়তি, কিং পুনঃ আগন্তুকম্ ॥ ২৬—ক ॥

প্রিয়ংবদে। দ্বয়োঃ এব আবয়োঃ মুখে এষঃ বৃত্তান্তঃ তিষ্ঠতু। রক্ষিতব্যা খলু প্রকৃতিপেলবা প্রিয়সখী ॥ ২৭ ॥

কঃ ইদানীম্ উষ্ণোদকেন নবমালিকাং সিঞ্চতি ॥ ২৮ ॥

বঙ্গার্থ।—অনসূয়া।—তা হ'লে এখন মনকে কতকটা প্রবোধ দেওয়া যেতে পারে। রাজা ত দুষ্যন্ত রাজধানীতে ফিরিয়া যাবার কালে—"এই স্মৃতিচিহ্নটা থাকুক" বলিয়া তাঁহার নিজের নামাঙ্কিত একটি অঙ্গুরী স্বহস্তে সখীকে পরিয়ে দিয়েছিলেন, সুতরাং প্রয়োজন হইলে, শকুন্তলা নিজেই বিলি-ব্যবস্থা করিতে পারিবে। অপর কাহারও দরকার হইবে না ॥ ২৫ ॥

প্রিয়ংবদা।—সখি! চল দেবার্চ্চনাটা সেরে ফেলি গিয়ে। (উভয়ের অগ্রগমন) ॥ ২৬ ॥

প্রিয়ংবদা।—(সম্মুখে চেয়ে) অনসূয়ে! একবার চেয়ে দেখ, বাঁ হাতে মুখ রেখে শকুন্তলা কি ভাবে [illegible] আছে! যেন কেউ একে রেখে গ্যাছে। সেই রাজা[illegible] ভাবনায় ও আপনাকে পর্য্যন্ত বিস্মৃত হয়েছে, অতিথিকে যে হবে —তা'তে আর বিস্ময়ের কি আছে? ॥ ২৬—ক ॥

অনসূয়া।—প্রিয়ংবদে! আমাদের দু'জনের মুখেই এই কথাটা থাকুক। প্রিয়সখী শকুন্তলা যেরূপ নরম প্রকৃতির মেয়ে, তাতে যে ভাবে হোক, তাকে রক্ষা কর্ত্তে হবেই হবে ॥ ২৭ ॥

প্রিয়ংবদা।—তা' আর বলতে হবে না। নবমালিকা লতায়, কে, বল, গরম জল ঢেলে থাকে? ॥ ২৮ ॥

[উভয়ের প্রস্থান ॥ ২৯ ॥

বিষ্কম্ভক সমাপ্ত

মহাভারতের পার্থিব দুষ্মন্তকে অপার্থিব করিলেন, প্রাচীন কীট-দষ্ট দারুময়ী প্রতিমার পরিবর্ত্তে স্বর্ণপ্রতিমার প্রতিষ্ঠা করিলেন; আবার নির্ম্মল শারদকৌমুদী দ্বারা সেই প্রতিমার অঙ্গরাগ করিয়া লইলেন; আর অন্যদিকে, এই শাপের সৃষ্টিপূর্ব্বক কবি, সমাজ এবং সমাজবাসীর সম্বন্ধের ঘনিষ্ঠতা, সমাজ এবং সামাজিক—পরস্পরের পরস্পরাপেক্ষিতা তথা অন্যোন্যকর্ত্তব্যতার জ্বলন্তী মূর্ত্তি প্রদর্শন করিলেন। নির্ম্মাণ-দক্ষতা-প্রভাবে, কবি, একই চিত্রপটে এমন একখানি মূর্ত্তি অঙ্কন করিলেন যে, দুইদিক হইতে দেখ,—সেই একই মূর্ত্তিতে দুইটি সুন্দর ছবি দেখিতে পাইবে। সেই দুইখানি ছবিরই ভঙ্গি, ঠাম, হাব-ভাব—সম্পূর্ণ পৃথক্, অথচ তাহা একই মূর্ত্তিতে প্রতিফলিত। সৃষ্টি-নৈপুণ্যের ইহা পরাকাষ্ঠা, কবিত্বের ইহা চরম উৎকর্ষ।

শকুন্তলা নাটকের চতুর্থ অঙ্ক যেমনই গম্ভীর অথচ আবেগোজ্জ্বল,—তাহার বিষ্কম্ভকও তদ্রূপ সুগভীর ভাবপূর্ণ ও রসভাব-সমুজ্জ্বল। সহৃদয়হৃদয় এতদ্দর্শনে বিমোহিত না হইয়া যায় না। "তত্রাপি চ চতুর্থোঽঙ্কঃ" এ কথা বর্ণে বর্ণে সত্য ॥ ১—২৯ ॥

ততঃ প্রবিশতি সুপ্তোত্থিতঃ শিষ্যঃ।

শিষ্যঃ।— বেলোপলক্ষণার্থমাদিষ্টোঽস্মি তত্রভবতা প্রবাসাৎ উপাবৃত্তেন কাশ্যপেন। প্রকাশং নির্গতস্তাবদবলোকয়ামি কিয়ৎ অবশিষ্টং রজন্যা ইতি। (পরিক্রম্যাবলোক্য চ) হন্ত প্রভাতম্। তথাহি—

যাত্যেকতোঽস্তশিখরং পতিরোষধীনাম্ আবিষ্কৃতোঽরুণপুরঃসর একতোঽর্কঃ।
তেজোদ্বয়স্য যুগপদ্ব্যসনোদয়াভ্যাং লোকো নিয়ম্যত ইবাত্মদশান্তরেষু॥

অপিচ—

অন্তর্হিতে শশিনি সৈব কুমুদ্বতী মে দৃষ্টিং ন নন্দয়তি সংস্মরণীয়শোভা।
ইষ্টপ্রবাস-জনিতান্যবলাজনস্য দুঃখানি নূনমতিমাত্রসুদুঃসহানি। ॥ ৩০ ॥

(নিদ্রা হইতে উঠিয়া কণ্বের এক জন শিষ্যের প্রবেশ)

বঙ্গার্থ।—শিষ্য।—গুরুদেব কাশ্যপ (কণ্ব) গত রাত্রিতে প্রবাস হইতে ফিরিয়াই আমাকে আদেশ করিয়াছেন, "প্রভাতের দিকে একটু দৃষ্টি রাখিও, খুব ভোর ভোর এসে আমাকে খবর দিও," অতএব বেরিয়ে দেখি ত, কতটুকু রাত্রি আছে। (বেরিয়ে এসে চারিদিক চেয়ে) অহো! ভোর হয়ে গ্যাছে দেখছি; প্র[illegible] কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য! ব্রীহি, যব, গোধূম, কল[illegible]প্রভৃতি ওষধি-সমূহের পরম শ্রীসম্পাদক অধিপতি চন্দ্র ঐ পশ্চিমদিকে অস্তগমন করিতেছেন, যাবার সময়, তাঁহার নিশাকালোচিত সে জগন্মনোহর ও নয়নানন্দ সৌন্দর্য্যের কিছুই নাই, আর পূর্ব্বদিকে অর্ক—ত্রিজগতের অর্চ্চনীয় সূর্য্যদেব আবির্ভূত হইতেছেন। তাঁহার এই অভ্যুদয়কালে তদীয় পুরোভাগে অরুণ আসিতেছেন, সহস্ররশ্মির ত কথাই নাই, ঐ অরুণের প্রভাবেই জগতের সকল তিমির অপসৃত ও ব্রহ্মাণ্ড লোহিতাভ হইয়া উঠিয়াছে। যাঁহার অস্তগমন, তিনি একা, যাঁহার অভ্যুদয়, তাঁহার আগে আগে কত জাঁক! তিনি আজ অর্ক, অর্চ্চনীয়। অভ্যুদয়শীল সূর্য্যদেবকে অর্ঘ্যের দ্বারা জগদ্বাসীরা অর্চ্চনা করিতে সমুৎসুক। উত্থান এবং পতনের কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! আজ একই সময়ে এই তেজোময় বস্তুদ্বয়ের বিপদ্ এবং সম্পদের দ্বারা নিজের নিজের দুঃখের ও সুখের দশায় জীবকে যেন শিক্ষা দেওয়া হইতেছে যে, "চিরদিন কভু সমান না যায়।" যেন চোখে আঙ্গুল দিয়া বুঝানো হইতেছে যে,—

"কস্যাত্যন্তং সুখমুপনতং দুঃখমেকান্ততো বা,
নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ॥"

"এ সংসারে কভু কার নাহিক সুখের পার,
কভু বা নিরখি তার দুঃখ নিরন্তর।
জীবের অবস্থা যত, চাকার ধারের মত
কভু নীচে পড়ে, কভু উঠিছে উপর।"
(হৃষীকেশ শাস্ত্রী)

ঐ ত আকাশে অস্তগমনোন্মুখ চন্দ্রের এবং উদয়োন্মুখ সূর্য্যের ঐ অবস্থা, আবার এ দিকে ভূতলে ঐ সরোবরে কুমুদিনীর কি শোচনীয় দশা! চন্দ্রমাশালিনী গত রজনীতে যে কুমুদিনীর দিকে চাহিলে চোখ জুড়াইয়া যাইত, সেই কুমুদিনী চন্দ্রের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে একেবারে কি হইয়া গিয়াছে! সেই নৈশ সৌন্দর্য্যের লেশও এখন উহাতে নাই। ও-ই যে সেই কুমুদিনী এবং উহারই যে সেই অনুপম কান্তি ছিল, এসব এখন স্মৃতির বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নতুবা উহাতে তাহার কোন চিহ্নই আর এখন নাই! অচেতন কুমুদিনীরই যখন কুমুদ-বান্ধবের বিরহে এই অবস্থা, তখন না জানি, যাহারা চৈতন্য-সম্পন্ন, অথচ সম্পূর্ণ অসহায়, প্রতীকারের কোনো হাত যাহাদের নাই, সেই সকল (অবলা) ললনাদের পক্ষে বাঞ্ছিত ব্যক্তির দূরদেশে অবস্থানে কত অসহ্য কষ্টই হয়॥ ৩০॥

তাৎপর্য্য।—আজ শকুন্তলার পতিগৃহ-গমনের দিন। যথাসময়ে কেন শকুন্তলার অনুরূপ পাত্র জুটিতেছে না, কেন মেয়ে দিন দিন একটু ভুলো-ভুলো হইতেছে, ঋষির মেয়ে হইলে তত ভাবনার কথা ছিল না, এ যে অপ্সরার মেয়ে,—যতই আশ্রমে থাকুক্ বা আশ্রমের কৃচ্ছ্রতা-কঠোরতা অভ্যাস করুক না কেন, মেয়ের উপর মাতার প্রভাব,—অপ্সরা মেনকার প্রভাব যে একেবারেই থাকিবে না,—ইহা ত কদাচ সম্ভবপর নহে,—সুতরাং যৌবনোল্লাসের সঙ্গে সঙ্গেই তাহাকে সৎপাত্রস্থ করিতে পারিলে তাত কণ্ব স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। শকুন্তলা আশ্রম-বাসিনী।

(প্রবিশ্য অপটীক্ষেপেণ)

অনসূযা।— জইবি ণাম বিসঅপবম্মুহস্স জনস্স এদং ন বিদিঅং তহবি তেন রণ্ণা সউন্তলাএ অণজ্জং আচবিদং। ॥ ৩১ ॥

শিষ্যঃ।— যাবদুপস্থিতাং হোমবেলাং গুরবে নিবেদযামি। [নিষ্ক্রান্তঃ। ॥ ৩২ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—যদ্যপি নাম বিষয়পরাঙ্মুখস্য জনস্য এতৎ ন বিদিতম্, তথাপি তেন রাজ্ঞা শকুন্তলায়াম্ অনার্য্যম্ আচরিতম্॥ ৩১ ॥

বঙ্গার্থ।—অনসূয়া।—জটিল সংসারের ব্যাপার যে কত দূর জটিলতম,—আর সেই সঙ্গে সংসারী লোকেরাও যে কিরূপ ব্যবহার করিতে পারে, ও কোন্‌টা তাহাদের কর্ত্তব্য—কোনটাই বা অকর্ত্তব্য, ইহার বিন্দুবিসর্গও সংসারবিরক্ত বনবাসীরা যদিও জানে না, তবুও কিন্তু রাজার পক্ষে শকুন্তলা সম্বন্ধে ভাল ব্যবহার করা হয় নাই। প্রত্যুত তিনি শকুন্তলার উপর ঘোর অবিচারই করিয়াছেন। এতদিন কি এমন চুপ-চাপ থাকা তাঁহার উচিত হইয়াছে? ॥ ৩১ ॥

শিষ্য।—যাই,—গুরুকে বলি গিয়া যে, হোমের সময় আগত প্রায়॥ [প্রস্থান॥ ৩২ ॥

চিত্তসংযম যে স্থানের প্রধান ব্রত, সেই স্থানে তাহার বাস। অনসূয়া প্রিয়ংবদার আকার প্রকার দর্শনে, তাহাদের সম্বন্ধে কণ্বের কোনই চিন্তা ছিল না। কিন্তু বাল্যাবধি শকুন্তলার মুগ্ধভাব দেখিয়া কণ্ব বুঝিয়াছিলেন যে, এ মেয়ে আশ্রমের কঠোরব্রত ভার বহন করিতে পারিবে না। তাই তিনি সঙ্কল্প করিলেন যে, অনুরূপ বর পাইলেই শকুন্তলাকে সম্প্রদান দিবেন। ক্রমে দিন যাইতে লাগিল, অথচ বরের সন্ধান নাই তাই চিন্তাকুল পিতা কণ্ব বদ্ধমানা কন্যার দুরদৃষ্ট-শান্তির জন্য তীর্থে গমন করিলেন, বাসনা,—একবার শান্তিস্বস্ত্যয়ন করিয়া দেখিবেন। আজন্ম ব্রহ্মচারী তপোরত নিষ্কাম মহর্ষি কণ্বের হৃদয়ে যেমন শকুন্তলার মঙ্গল-চিন্তা উদিত হইল,—অমনি তিনি যাইতে না যাইতেই অনুরূপ বর [illegible] জুটিল। তাদৃশ তাপস-প্রধানগণের বাসনার উদয় হইতেই যেটুকু বিলম্ব, নতুবা উদিত বাসনার সিদ্ধিতে বিলম্ব ঘটে না, এ স্থলেও ঘটিল না। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে তীর্থগমনকালে কণ্ব আশ্রমের ভার ভগিনী গৌতমীর বা কন্যা অনসূয়া প্রিয়ংবদার উপর দিয়া গেলেন না। দূরদর্শী পিতামাতা এবং শ্বশুর-শাশুড়ী যেমন যথাক্রমে বালবিধবা কন্যা এবং পুত্রবধূদের উপর কর্ম্মবহুল সংসারের ভার অর্পণপূর্ব্বক তাহাদিগকে অন্যমনস্ক রাখিতে প্রয়াস পান, তদ্রূপ দূরদর্শী কণ্বও প্রকৃতি-মুগ্ধা শকুন্তলার উপর আশ্রমের ভার ন্যস্ত করিয়া গেলেন। ভাবিলেন—ইহাতে হয় ত কন্যা কতকটা ভুলিয়া থাকিবে। তীর্থ হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, যে আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিয়াছে। পুণ্যময় হোমগৃহে ঢুকিয়াই অশরীরিণী দৈববাণীর মুখে সমস্ত শুনিলেন ও তৎক্ষণাৎ সঙ্কল্প করিলেন যে, এ মেয়েকে আশ্রমে রাখা আর সঙ্গত নহে। তিনি শকুন্তলাকে বিদায় দিতে মনস্থ করিলেন। ইহাতে তাঁহার ক্রোধের কোনই কারণ ছিল না, তিনি ক্রোধ করেনও নাই। শকুন্তলা ক্ষত্রিয়-কন্যা, দুষ্মন্তও ক্ষত্রিয়-প্রধান, তাই এতাদৃশ যোগ্য সমাগমে কণ্ব সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। বিদায় করাই যখন কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিলেন, তখন আর বিলম্ব কেন? ঝটিতি কর্ত্তব্যের সাধনই মহামনার লক্ষণ। তাই মনস্বী কণ্ব, সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়াই, একজন শিষ্যকে বলিয়া রাখিয়াছেন "অতি প্রত্যূষে উঠিও, সকল ব্যবস্থা করিতে হইবে।" গুরুর আদেশমতে কুটীরের বহির্দ্দেশে আসিয়াই শিষ্য দেখিলেন, প্রভাত হইয়াছে। শিষ্যের সহসা চিত্তবৃত্তির পরিবর্ত্তন ঘটিল। উষার স্বর্ণচ্ছটায় যখন তিমিরপ্রসুপ্তা বসুন্ধরা হাসিয়া উঠেন প্রাতঃসমীরণের সুখ-স্পর্শ করসঞ্চালনে ব্রহ্মাণ্ড যখন রোমাঞ্চিতকায় হয়, তখন অতিদৃঢ় পাষাণেরও হৃদয় বিগলিত হইয়া থাকে এবং অতিকঠিন বজ্রেরও কঠিনতম মর্ম্মস্থল দ্রবীভূত হয়, সুতরাং আজন্ম শ্যামলবনবীথিকার ক্রোড়ে যাহারা সংবর্দ্ধিত, তাদৃশ প্রকৃতির প্রিয় সন্তানদিগের চিত্ত যে বিগলিত এবং ভাবাবিষ্ট হইবে, ইহাতে আর কথা কি? প্রভাতকল্পা রজনীর শেষ মুহূর্ত্তে শিষ্য বাহির হইয়াই দেখিলেন—একদিকে রজনীপতির অস্তগমন, অন্যদিকে দিনপতির অভ্যুদয়। তিনি যেন কেমন উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয় হইয়া পড়িলেন ও আপন মনে বলিতে লাগিলেন—'হায়! এই চন্দ্র-সূর্য্যের ন্যায় মানুষেরও ত উদয় এবং অস্ত, উন্নতি এবং অধঃপতন নিয়মিত। ক্ষণকাল পূর্ব্বে যিনি স্বকীয় অমৃত-ধারায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিতৃপ্ত করিতেছিলেন, সেই ওষধিপতি চন্দ্র ঐ একদিকে অস্তগত প্রায়, আর সূর্য্যদেব ঐ অপরদিকে সমুদিত। চন্দ্রের এই বিপদের সময়ে তাঁহার সঙ্গে আর কেহই নাই, তিনি একাকীই ডুবিতেছেন। আর দিনমণির এইটা অভ্যুদয়ের সময়, তাই তাঁহার আগমনের পূর্ব্বেই, অরুণ অগ্রসর হইয়া নবোদিত ভাস্করের রাজ্যাশ্রিত সমস্ত তিমির নাশ করিতেছেন।' বলিতে বলিতে আত্মবিস্মৃত কণ্ব-শিষ্য অরুণ-লোহিত

অনসূয়া।— পড়িবুদ্ধা বি কিং করিস্সং। ন মে উইদেসু বি ণিঅকরণিজ্জেসু হত্থপাআ পসরন্তি। কামো দাণিং সকামো হোদু জেণ অসচ্চসন্ধে জণে সুদ্ধহিঅআ সহী পদং কারিদা। অহবা দুব্বাসসো সাবো এসো বিআরেদি। অণ্ণহা কহং সো রাএসী তারিসাণী মন্তিঅ এত্তিঅস্স কালস্স লেহমেত্তং বি ণ বিসজ্জেদি। তা ইদো অহিণ্ণাণং অঙ্গুলীঅঅং সে বিসজ্জামো। দুক্খসীলে তবস্সিজণে কো অব্ভত্থীঅদু। ণং সহীগামী দোসো ত্তি ববসিদা বি ণ পারেমি পবাসপড়িণিউত্তস্স তাদকস্সবস্স দুস্সন্তপরিণীদং আবণ্ণসত্তং সউন্তলং ণিবেদিদুং। ইত্থং গএ অম্হেহিং কিং করণিজ্জং। ॥ ৩৩ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—প্রতিবুদ্ধা অপি কিং করিষ্যামি। ন মে উচিতেষু অপি নিজকরণীয়েষু হস্তপাদং প্রসরতি। কামঃ ইদানীং সকামঃ ভবতু, যেন অসত্য-সন্ধে জনে শুদ্ধ-হৃদয়া সখী পদং কারিতা। অথবা দুর্ব্বাসসঃ শাপঃ এষঃ বিকারয়তি। অন্যথা কথং সঃ রাজর্ষিঃ তাদৃশানি মন্ত্রয়িত্বা এতাবন্তং কালং লেখমাত্রম্ অপি ন বিসৃজতি। তৎ ইতঃ অভিজ্ঞানম্ অঙ্গুরীয়কং তস্মৈ বিসৃজামঃ। দুঃখশীলে তপস্বিজনে কঃ অভ্যর্থ্যতাম্। নন্ সখীগামী দোষঃ ইতি ব্যবসিতা অপি ন পারয়ামি প্রবাস-প্রতিনিবৃত্তায় তাতকাশ্যপায় দুষ্যন্তপরিণীতাম্ আপন্ন-সত্ত্বাং শকুন্তলাং নিবেদয়িতুম্। ইত্থঙ্গতে অস্মাভিঃ কিং করণীয়ম্ ॥ ৩৩ ॥

বঙ্গার্থ।—অনসূয়া।—অনেকক্ষণ জাগিয়াছি। কিন্তু জাগিয়াই বা কি কর্‌ব? রোজ সকালে উঠে যে সব কাজ না কল্লেই নয়, আজ সে সকল কাজেও হাত-পা নড়তে চাচ্ছে না। কন্দর্পের বাসনাই পূর্ণ হউক, শকুন্তলাকে পুড়িয়ে মারুক। কন্দর্পই ত এই সর্ব্বনাশ ঘটালে। মিথ্যাবাদী,—যার প্রতিজ্ঞার কোনো মূল্য নাই, এমন প্রতারক দুষ্মন্তের জন্য আমাদের নির্ম্মল-হৃদয়া সখী শকুন্তলাকে পাগল ক'রে তুল্লে! অথবা দুষ্মন্তের এই ভুলে থাকায় হয় ত কোনই দোষ নাই, দুর্ব্বাসার অভিশাপেই তার এমন বিকৃতি ঘটেছে। না হ'লে—সেই অত বড় রাজর্ষি, অত কথা বলিয়া, অমন প্রতিজ্ঞা করিয়া এত দিন এক-খানা চিঠি পর্য্যন্ত লিখলে না! আচ্ছা, এখান থেকে সেই নামাঙ্কিত আংটিটি চিহ্নস্বরূপ পাঠাই না কেন? তা' হ'লে রাজার মনে পড়তে পারে। কিন্তু কাকেই বা এ অনুরোধ করি? সকল তপস্বীর জীবনই ত অনন্ত কৃচ্ছ্র কষ্টময়, তাদের কাহাকে বল্‌তেও যে বাধো বাধো ঠেকে। পাছে সখীর উপর দোষ চাপে, সে অপরাধিনী হয়,—এই জন্য, প্রবাস হইতে ফিরে এলেও তাত কণ্বকে এ সব কথা বল্‌তে পাচ্ছি না, কতবার বলি বলি করেও বলতে সাহসে কুলোচ্ছে না। কোন্ মুখে তাঁহার কাছে বল্‌বো যে, দুষ্মন্তের সহিত শকুন্তলার পরিণয় হয়ে গেছে ও সে এখন গর্ভবতী, তিনি ভাববেন কি? এখন কি করি? ॥ ৩৩ ॥

আকাশ হইতে নয়ন পরাবৃত্ত করিয়া শিশির-শীতলা বসুধার দিকে চাহিলেন ও আপন মনে পূর্ব্ববৎ বলিতে লাগিলেন—'ঐ দূরে শশী অস্তমিত, শশিপ্রিয়া কুমুদিনীর আর এখন সে শোভা নাই, তাহা এখন স্মৃতির বিষয় হইয়াছে। মুহূর্ত্তপূর্ব্বে যে কুমুদিনী শশধর-করস্পর্শে আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন ছিল, মুহূর্ত্ত পরে, সেই কুমুদিনীরই এই দশা! ইহা দেখিয়া মনে হয়, অবলাজাতির বাঞ্ছিতবিয়োগের দুঃখ বুঝি বা বড়ই ভয়ঙ্কর।" শিষ্য তিনি, ঋষি তিনি, আজন্ম ব্রহ্মচারী তিনি,—বাঞ্ছিত-বিয়োগের আঘাত যে কত বড়, কি ভয়ঙ্কর, তাহা ত ভুক্তভোগিরূপে তাঁহার জানা নাই। তবে এই অচেতন উদ্ভিদেরই যখন এই অবস্থা, তখন চৈতন্যসম্পন্ন যাহারা, তাহাতে আবার যাহাদের অন্য কোনো বল বা আশ্রয় নাই, সেই হৃদয়মাত্র-সম্বলা ললনা যাহারা, তাহাদের যে দুঃখের পরিমাণ কত অধিক, তাহা ঋষি কতকটা অনুমান করিয়া লইয়াই সমবেদনায় কাতর হইয়া পড়িলেন। কি অনুপম চিত্র! সেই প্রথম অঙ্কে—নাটকের প্রারম্ভভাগে,—মৃগানুসারী, বাণক্ষেপোদ্যত রাজা ও পলায়মান ভয়ার্ত্ত মৃগের মধ্যস্থলে অকস্মাৎ আপতিত,—আত্মপ্রাণে ভ্রূক্ষেপ-শূন্য বৈখানসের হৃদয় যে কত সবল, তাহা দেখিয়াছি, আবার এখন এই প্রিয়বিচ্ছেদকাতরা বিষাদিনী কুমুদিনীর ম্লান-মুখ দর্শনে ব্যথিত-হৃদয় ঋষি-শিষ্যের

(প্রবিশ্য)

প্রিয়ংবদা — (সহর্ষম্) সহি তুবর তুবর সউন্তলাএ পত্থাণকোদুঅং নিববদিদুং ॥ ৩৪ ॥

অনসূয়া।— সহি কহং এদং। ॥ ৩৫ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—

(প্রবিশ্য)

সখি! ত্বরস্ব ত্বরস্ব শকুন্তলায়াঃ প্রস্থানে নির্ব্বর্ত্তয়িতুম্ ॥ ৩৪ ॥

সখি! কথম্ এতৎ ॥ ৩৫ ॥

বঙ্গার্থ।— (প্রিয়ংবদার প্রবেশ)

প্রিয়ংবদা।—(সহর্ষে) শীগ্‌গির চল্, শকুন্তলা এখনই যাবে, চল্—তা'র যাত্রাকালের মঙ্গলাচারগুলি করি গিয়া ॥ ৩৪ ॥

অনসূয়া।—সে কি সখি! বলিস কি? ॥ ৩৫ ॥

অন্তঃকরণ যে কত কোমল, কত মধুর,—তাহাও দেখিলাম দেখিলাম,—যে কিছুই জানে না, বিরহের তীব্রতার কোন জ্ঞান যাহার নাই, যে বালকের মত সরল, তাহারও হৃদয়, আশ্রম-বাসের চিরন্তন মাহাত্ম্যে দেবদুর্লভ সম্পদ্ সমবেদনায় অলঙ্কৃত, চেতনাচেতননির্ব্বিশেষে সমান দয়ার্দ্র!

শকুন্তলার পতিগৃহ-প্রস্থানাভিনয় আরব্ধ হইবার পূর্ব্বেই রঙ্গমঞ্চে, কণ্বশিষ্যকে আনিয়া চন্দ্রসূর্য্যের অস্তোদয় এবং কুমুদিনীর অবসাদ বর্ণনচ্ছলে, কবি দর্শকদিগের অন্তঃকরণে একটি নূতন ভাবনার সঞ্চার করিলেন। উদয়ের পর অস্ত, হর্ষের পর বিষাদ,—ইহা বিধাতার অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম,—এ কথাটা শতশঃ বিদিত থাকিলেও দর্শকদিগকে আর একবার ঐ সত্য মনে করাইয়া দিলেন। বাঞ্ছিত-বিয়োগ-দুঃখ, অবলাদের—পতি-চিন্তা, পতি-ধ্যান ব্যতিরেকে যাহাদের হৃদয়ের অন্য বল নাই, সেই অবলাদের পক্ষে যে কি অসহ্য, কি যাতনাপ্রদ, তাহা কুমুদিনীর নিদর্শনে, দর্শকদিগকে অনেকটা বিশদভাবে বুঝাইয়া দিলেন। আর কিয়ৎকাল পরেই, শকুন্তলার দুষ্মন্ত-কৃত প্রত্যাখ্যানসময়ে, যে হৃদয়-বিদারী শোকের, যে ভয়ঙ্কর দুঃখের অভিনয় হইবে, তজ্জন্য দর্শকদিগের হৃদয়ক্ষেত্র, যেন কবি, এখন হইতেই প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন। এই শিষ্য-বাক্য শ্রবণে দর্শকদিগের হৃদয়ে যে চিত্রের অস্পষ্ট ছায়া পতিত হইল, শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান সেই চিত্রেরই সুস্পষ্ট মূর্ত্তি ॥ ৩০ ॥

শিষ্যের উক্তিতে,—'লোকো নিয়ম্যত ইবাত্মদশান্তরেষু'—কথায়,—দর্শকগণ যখন ভাবিতেছিলেন, তাঁহাদের হৃদয়-বীণায় ঝঙ্কার দিয়া বাজিতেছিল—

"পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থা যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী।
হে চির-সারথি! তব রথ-চক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি॥" (রবীন্দ্রনাথ)

যখন সুখ-দুঃখময় সংসারের নানা ভাবশবল চিত্র তাঁহাদের মানসপটে বিদ্যুদ্বিলাসের ন্যায় ভাসিতেছিল, ভাঙ্গিতেছিল, ডুবিতেছিল,—তেমনই মাহেন্দ্রক্ষণে অকস্মাৎ রঙ্গমঞ্চে অনসূয়া প্রবেশ করিল। সাধারণতঃ কোন পাত্র-প্রবেশের সময়ে প্রথমতঃ দৃশ্যপটের পরিবর্ত্তন হয়, দর্শকরা বুঝিতে পারেন যে, এইবার কোনো নূতন পাত্রের আবির্ভাব হইবে। তাঁহারা সপ্রত্যাশ-হৃদয়ে আগন্তুক অভিনেতার উদ্দেশে অপেক্ষা করেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে অন্যরূপ ঘটিল। পটক্ষেপ হইল না। কেহ কিছু জানিল না, হঠাৎ দোদুল্যমান দৃশ্যপটের এক পাশ দিয়া, অন্তরাল হইতে অনসূয়া আসিয়া দেখা দিল। অনসূয়া ছুটিয়া আসে নাই, রাত্রিকালে যে পর্ণশয্যায় তাপস-কুমারী শয়ন করিয়াছিল, সেই শয্যায় তদবস্থায় নিশাশেষে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে তাহার সন্দর্শন ঘটিল।

সুপ্তোত্থিত কণ্বশিষ্যের সনির্ব্বেদ-উক্তিতে পূর্ব্ব হইতেই দর্শকদিগের হৃদয় নবনীতবৎ কোমল হইয়াছিল, দ্বন্দ্বপূর্ণ ইহ-জগতের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে, শকুন্তলার ভাগ্যের কথাও মাঝে মাঝে তাঁহাদের হৃদয়ে যে না জাগিতেছিল, তাহা নহে। এমন সময়ে শকুন্তলার প্রিয়সখী অনসূয়ার আবির্ভাবে ঝটিতি তাঁহাদের চিত্ত শকুন্তলার স্মৃতিতে ভরিয়া গেল। এ দিকে অনসূয়াও আবার সেই স্মৃতিফলকে বর্ণবিন্যাস করিতে লাগিল। কহিল,—আমরা বিষয়-জ্ঞান-বর্জ্জিত, সরল, যে যাহা বলে, তাহাই বিশ্বাস করি,—রাজার সেই কত কথা, লতামণ্ডপে আত্মবিহ্বলা শকুন্তলাকে কত মনোহর বাক্য-দান, প্রতিশ্রুতি-দান, হৃদয়-দান, আর আমাদের কাছে—রাজার সেই—

"পরিগ্রহবহুত্বেঽপি দ্বে প্রতিষ্ঠে কুলস্য মে।
সমুদ্র-রশনা চোর্ব্বী সখী চ যুবয়োরিয়ম্"—

প্রিয়ংবদা।—সুণাহি দাণিং সুহসইদপুচ্ছিআ সউন্তলা সআসং গদম্হি ॥ ৩৬ ॥

অনসূয়া।— তদো তদো ? ॥ ৩৭ ॥

প্রিয়ংবদা।— দাব এণং লজ্জাবণদমুহিং পরিস্সজিঅ সঅং তাদকস্সবেণ এব্বং অহিণন্দিদং দিট্ঠিআ ধূমাউলিদদিট্ঠীণো বি জজমাণস্স পাবএ এব্ব আহুই পড়িদা। বচ্ছে সুসিস্সপরিদিন্না বিঅ বিজ্জা অসোঅণিজ্জা সংবুত্তা। অজ্জ এব্ব ইসি-পড়িরক্‌খিদং তুমং ভত্তুণো সআসং বিসজ্জেমি ত্তি। ॥ ৩৮ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—শৃণু ইদানীম্—সুখ-শয়িত-প্রচ্ছিকা শকুন্তলাসকাশং গতা অস্মি ॥ ৩৬ ॥

ততঃ ততঃ ॥ ৩৭ ॥

তাবৎ এনাং লজ্জাবনতমুখীং পরিষজ্য স্বয়ং তাতকাশ্যপেন এবম্ অভিনন্দিতম্—দিষ্ট্যা—ধূমাকুলিতদৃষ্টেঃ অপি যজমানস্য পাবকে এব আহুতিঃ পতিতা। বৎসে! সুশিষ্য-পরিদত্তা ইব বিদ্যা অশোচনীয়া সংবৃত্তা। অদ্য এব ঋষিপরিরক্ষিতাং ত্বাং ভর্তুঃ সকাশে বিসর্জয়িষ্যামি—ইতি ॥ ৩৮ ॥

বঙ্গার্থ।—প্রিয়ংবদা।—শোন্ তবে। রাত্রে ঘুম হয়েছে [illegible]না—জিজ্ঞাসা কর্ত্তে এইমাত্র আমি শকুন্তলার কাছে গিয়েছিলুম ॥ ৩৬ ॥

অনসূয়া।—তার পর, তার পর ? ॥ ৩৭ ॥

প্রিয়ংবদা।—গিয়ে দেখলুম, শকুন্তলা লজ্জায় মাথা নীচু ক'রে আছে, আর তাত কাশ্যপ নিজে তাকে কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে আহ্লাদের সহিত বলছেন—বাঃ! খুব ভাল হয়েছে, হোমানলের ধূমে যজমানের চোখ যতই আঁধার হোক্ না কেন, তার প্রদত্ত আহুতি ঠিক যজ্ঞাগ্নিতেই পড়েছে। আমি তোমার জন্য যতই উদ্বিগ্ন হই না কেন, যজ্ঞীয় আহুতির ন্যায় পবিত্র কন্যা আমার তুমি উপযুক্ত পাত্রেই যে মিলিত হয়েছ, ইহা বড়ই আনন্দের বিষয়। যা হোক্, অধ্যাপনের উপযুক্ত ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ শিষ্যকে বিদ্যা দান করিলে, যেমন সেই বিদ্যার অপব্যবহারের জন্য কোনো দিন দুঃখ করিতে হয় না, তদ্রূপ মা, তুমিও উপযুক্ত বরে সঙ্গত হইয়াছ বলিয়া তোমার জন্য আমাকে কথনো শোক বা অনুতাপ করিতে হইবে না। কিন্তু মা, আজই তোমাকে আমি কতিপয় ঋষির সহিত তোমার পতির সকাশে পাঠাইব ॥ ৩৮ ॥

বলিয়া—চাঁদ ধরিয়া হাতে তুলিয়া দেওয়া প্রভৃতি সমস্তই আমরা অকপট-হৃদয়ে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলাম, কোন দিন ত ভাবি নাই যে, আমাদিগকে কেহ অমন করিয়া প্রলোভিত করিতে পারে বা অত বড় একজন রাজর্ষি অলীক উপন্যাসে তাপসদুহিতাদের চিত্তবিভ্রম ঘটাইতে পারেন,—তাই তাঁহার সমস্ত উক্তিই প্রভাতের আলোর ন্যায় সুখকর ও তৃপ্তিকর বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলাম। যদি ঘুণাক্ষরেও বুঝিতাম যে, সংসারটাকে যাহা ভাবি বা যেরূপ দেখি, ইহা ঠিক তেমন নহে, যদি এ বিষয়ে সামান্য জ্ঞানও আমাদের থাকিত, তবে কি আজ শকুন্তলা তাহার স্ব-খাত সলিলে ডুবিয়া মরিত? আমরা যত অজ্ঞই হই না কেন, কিন্তু তাই বলিয়া শকুন্তলা সম্বন্ধে বিজ্ঞ রাজার কি ব্যবহারটা ঠিক হইতেছে? তিনি ঘোর অন্যায় করিতেছেন।

দর্শকগণ সুপ্তোত্থিত কণ্ব-শিষ্যের কথায় দ্বন্দ্বাত্মক সংসারের চিন্তায় যতটা বিমনা হইয়াছিলেন,—সুপ্তোত্থিতা তাপস-দুহিতা অনসূয়ার কথায় ততোধিক বিমনা ও ব্যথিত হইলেন। তাঁহাদের বিষণ্ণহৃদয় এবার বিষণ্ণতর হইল। এমন সময়ে রঙ্গমঞ্চ হইতে কণ্বশিষ্য চলিয়া গেল। একা অনসূয়া তথায় রহিল। সুতরাং পাত্রদ্বয়ে দ্বিধাবিভক্ত দর্শকচিত্তবৃত্তি এখন ঐ এক অনসূয়া-কেন্দ্রে আকৃষ্ট হইল। অনসূয়া বলিয়া চলিল, তাঁহারা নিবিষ্ট-হৃদয়ে কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিলেন।

অনসূয়া বলিতেছে,—"ঘুম ভাঙ্গিয়াছে, কিন্তু জাগিয়াই বা কি করিব? হাত-পা ত আর খেলতে চায় না বা কোন কাজেই মন বসে না। অত বড় অসত্য-প্রতিজ্ঞ রাজার হাতে প্রাণ সঁপিয়া দিয়া শকুন্তলার কি সর্ব্বনাশই হইল! আবার অমন যা'র আকৃতি, সে লোকও যে শেষকালে এমন করিবে, তাহাও ত মনে হয় না। দুর্ব্বাসার শাপেই কি এমনটা ঘটিল? নতুবা একখানা চিঠি দিয়াও কি রাজা জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেন না? ভালো! আংটি ত আছে। দেখা যাক, কিছু করিতে পারা যায় কি না। তাত কণ্ব প্রবাস হইতে ফিরিয়াছেন,—এ দিকে শকুন্তলাও অন্তঃসত্ত্বা হইয়া পড়িয়াছে, কি করিয়া তাঁহাকে এ সংবাদ দেই? আর যতই চাপি না কেন,—এ সংবাদ ত চাপা থাকে না, দু'দিনেই

অনসূয়া। — অহ কেণ সূইদো তাদকস্সবস্স বুত্তন্তো। ॥ ৩৯ ॥

প্রিয়ংবদা। — অগ্গিসরণং পবিট্ঠস্স সরীবং বিণা ছন্দোময়ীএ বাণিআএ ॥ ৪০ ॥

অনসূয়া। -- (সবিস্ময়ম্) কহেহি। ॥ ৪১ ॥

প্রিয়ংবদা। — (সংস্কৃতমাশ্রিত্য)

দুষ্যন্তেনাহিতং তেজো দধানাং ভূতয়ে ভুবঃ
অবেহি তনযাং ব্রহ্মন্নগ্নি-গর্ভাং শমীমিব ॥ ৪২ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—অথ কেন সূচিতঃ তাত-কাশ্যপস্য বৃত্তান্তঃ ॥ ৩৯ ॥

অগ্নিশরণং প্রবিষ্টস্য শরীরং বিনা ছন্দোময্যা বাণ্যা ॥ ৪০ ॥

কথয়—॥ ৪১ ॥

বঙ্গার্থ।—অনসূয়া।—বেশ, বুঝলুম। কিন্তু ব্যাপারটা তাত কাশ্যপকে বল্লে কে? ॥ ৩৯ ॥

প্রিয়ংবদা।—তিনি যখন হোমগৃহে প্রবেশ কর্‌লেন, তখন কবিতাময়ী এক আকাশবাণীতে সব প্রকাশ কোরে দিলে ॥ ৪০ ॥

অনসূয়া। কি রকম বল্‌ত ॥ ৪১ ॥

প্রিয়ংবদা।—(সংস্কৃত ভাষায়) হে ব্রহ্মন্! তোমার এই কন্যা জগতের মঙ্গলার্থে নানাগুণগরিমালঙ্কৃত দুষ্মন্ত কর্তৃক নিষিক্ত তেজঃ ধারণ করিয়াছেন। অন্তর্জ্বলিতানল শমীবৃক্ষের ন্যায় এই তনয়াকে তুমি অতীব পরিপূতা এবং জগৎপাবনী বলিয়া জ্ঞান করিও ॥ ৪২ ॥

প্রকাশ হইয়া পড়িবে। এখন উপায় কি? কাকে ধরি, কে আমাদের এমন জন আছে যে, আংটি লইয়া সেই সুদূর হস্তিনা নগরীতে যাইবে, উপায় কি?"—ইত্যাদি উক্তিতে দর্শকবৃন্দ সমস্ত ব্যাপারটা জলের মত বুঝিয়া লইলেন। তাঁহারা দুষ্মন্তেরই মুখে শুনিয়াছেন যে, শমপ্রধান আশ্রমে এমন তেজঃ লুক্কায়িত থাকে, যাহাতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দগ্ধ করিতে পারে। মহর্ষি কণ্ব প্রবাস হইতে ফিরিয়াছেন, যখন শুনিবেন, শকুন্তলা শুধু পরিণীতা নহে, পরিত্যক্তা এবং গর্ভিণী হইয়াছে, আশ্রম-ধর্ম্মের ব্যত্যয় ঘটাইয়াছে, তখন, না জানি কি আগুন জ্বলিবে। সেই অন্তর্জ্বলিত বহ্নি আগ্নেয়গিরি হইতে কি বিশ্বদাহী নিঃস্রাব বিগলিত হইবে? আর অভাগিনী শকুন্তলার না জানি কি পরিণামই ঘটিবে!—এই প্রকার নানা দুশ্চিন্তায় দর্শকবৃন্দ যখন রুদ্ধশ্বাসপ্রায়,—প্রলয়জলদে তাহাদের চারিদিক আচ্ছন্ন, রঙ্গমঞ্চের ঘোরতর আকুল অবস্থা,—এমনই সময়ে,--নীল গগনে বিদ্যুল্লেখার ন্যায় হাসিতে হাসিতে প্রিয়ংবদা আসিয়া দেখা দিল। অমনি চকিতে চারিদিক যেন প্রদীপিত হইল, হাসিয়া উঠিল! অথবা শুধু হাসিয়া উঠিল না,--'সখি! তাড়াতাড়ি চল্, শকুন্তলা যাবে, যাত্রাকালীন মঙ্গল-মহোৎসব সম্পাদন কর্ত্তে হবে. চল্।'—প্রিয়ভাষিণী প্রিয়ংবদার এই উক্তিতে যেন আগুনে জল পড়িল। যে শকুন্তলার চিন্তায় রঙ্গ-প্রেক্ষকগণ আকুল হইয়াছিলেন, চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছিলেন,—সেই শকুন্তলা তাহার পতিগৃহে গমন করিবে, এর চেয়ে আনন্দের সংবাদ আর কি হইতে পারে?—তাহারাও অপার আহ্লাদে ভরিয়া গেলেন। আর অনসূয়া,—নিশিদিন যাহার শকুন্তলাই ধ্যান, শকুন্তলাই জ্ঞান, শকুন্তলা ছাড়া যাহার পৃথগস্তিত্ব নাই বলিলেও হয়,—সেই অনসূয়া যেন আকাশ হইতে পড়িল। নিমেষপূর্ব্বে সে যাহার চিন্তায়, যাহার আলোচনায় ত্রিজগৎ অন্ধকার দেখিতেছিল, অসত্য-প্রতিজ্ঞ বলিয়া দুষ্মন্তের উপর দোষারোপ করিতেছিল, কত কি ভাবিতেছিল, সেই উপেক্ষিতা শকুন্তলা—এখনই তাহার চির-অপেক্ষিত প্রিয়তম-সকাশে যাত্রা করিবে,—সংবাদে সেও বিস্ময়ে মিশ্রিত আহ্লাদে ডগমগ হইল।

তবে কি প্রবাস হইতে ফিরিয়া, শকুন্তলার আকৃতি-প্রকৃতি দর্শনপূর্ব্বক মহর্ষি সমস্তই বুঝিতে পারিয়াছেন এবং রোষাবিষ্ট হইয়াই তাহাকে তৎক্ষণাৎ পাঠাইয়া দিতেছেন?—ইত্যাকার নূতন চিন্তার উদয়ে দর্শকগণের প্রিয়ংবদা-বির্ভাবজনিত উল্লাস অবসাদে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই, প্রিয়ংবদা সমস্ত ঘটনা,—কি করিয়া কণ্ব শুনিলেন, শুনিয়া কি বলিলেন,—একে একে অনসূয়াকে বলিয়া দিল। হোমগৃহে প্রবেশমাত্রেই কোথা হইতে একটা দৈববাণী কণ্বকে সব বলিয়া দিয়াছে, গর্ভিণী শকুন্তলার গর্ভস্থ এই সন্তান কালে জগতের অশেষ শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিবে, ইত্যাদি জানাইয়া দিয়াছে,—আর মাতামহ, দয়ায় প্রস্রবণ কণ্বের হৃদয় তাহাতে গলিয়া গিয়াছে,—তাড়াতাড়ি গিয়া তিনি শকুন্তলাকে কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া কত আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন,—সংবাদে দর্শকগণ হাপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। যাঁহারা

অনসূয়া।— (প্রিয়ংবদামাশ্লিষ্য) সহি পিঅং মে। কিন্তু অজ্জ এব্ব সউন্তলা ণীঅদি ত্তি উক্কণ্ঠা-
সাহারণং পরিতোসং অণুহোমি। ॥ ৪৩ ॥

প্রিয়ংবদা — সহি বঅং দাব উক্কণ্ঠং বিণোদইস্সামো সা তবস্সিণী নিব্বুদা হোউ ॥ ৪৪ ॥

অনসূয়া। তেণ হি এদস্সিং চূদসাহাবলম্বিদে ণারিএর-সমুগ্গএ এতন্নিমিত্তং এব্ব কালন্ত-
রক্খমা নিক্খিত্তা মএ কেসরমালিআ। তা ইমং হত্থসন্নিহিদং করেহি। জাব অহং
বি সে মঅলোঅণং তিত্থমিত্তিঅং দুব্বাকিসলআণি ত্তি মঙ্গলসমালম্ভণাণি বিরএমি ॥ ৪৫ ॥

প্রিয়ংবদা। — তহ করীঅদু। ॥ ৪৬ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—সখি! প্রিয়ং মে। কিন্তু অদ্য এব শকুন্তলা নীয়তে—ইতি উৎকণ্ঠা-সাধারণং পরিতোষম্ অনুভবামি ॥ ৪৩ ॥

সখি! আবাং তাবৎ উৎকণ্ঠাং বিনোদয়িষ্যাবঃ, সা তপস্বিনী নির্বৃতা ভবতু ॥ ৪৪ ॥

তেন হি এতস্মিন্ চূত-শাখাবলম্বিতে নারিকের-সমুদ্গকে এতন্নিমিত্তম্ এব কালান্তরক্ষমা নিক্ষিপ্তা ময়া কেশর-মালিকা। তৎ ইমাং হস্ত-সন্নিহিতাং কুরু। যাবৎ অহম্ অপি অস্যাঃ মৃগরোচনাং, তীর্থমৃত্তিকাং, দূর্ব্বাকিসলয়ানি —ইতি মঙ্গল-সমালম্ভনানি বিরচয়ামি ॥ ৪৫ ॥

তথা ক্রিয়তাম্ ॥ ৪৬ ॥

বঙ্গার্থ।—অনসূয়া।—(প্রিয়ংবদাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক) সখি! বড়ই সুখের খবর, কিন্তু আজই শকুন্তলাকে পাঠানো হবে, শুনে যেমন সুখ হচ্ছে, তেমন কষ্টও হচ্ছে ॥ ৪৩ ॥

প্রিয়ংবদা।—সখি! আমরা, যা হোক্, কোনমতে মনের খেদ নিবারণ কব্‌বো, কিন্তু সেই দুঃখিনীর দুঃখ ত ঘুচুক্ ॥ ৪৪ ॥

অনসূয়া।—তা হ'লে একটা কাজ কর্;—এই যে নারিকেল-পত্রের দ্বারা রচিত ঝাঁপিটা দেখছিস্, উহার মধ্যে, শকুন্তলার যাবার দিনে সাজিয়ে দেবো ব'লে এক ছড়া বকুল-ফুলের মালা রেখে দিয়েছি, কেন না, অমন ভাবে রাখলে মালা শুকিয়ে যায় না,—ঐ মালাগাছটা নিয়ে আয়। আমিও এ দিকে গোরোচনা, তীর্থের মাটি, দূর্ব্বার শিস্ প্রভৃতি মাঙ্গল্যজিনিসগুলি গুছিয়ে রাখি ॥৪৫॥

প্রিয়ংবদা।—তাই কর্ গিয়ে ॥ ৪৬ ॥

অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ও চিন্তাশীল, তাঁহারা অনেকে হয় ত বুঝিলেন যে, ঐ আকাশবাণী আর কিছুই নহে, উহা স্নেহময়ী মাতা মেনকার প্রেরিত দুহিতা শকুন্তলার রক্ষা-কবচ। পাছে কোন অত্যাহিত ঘটে, হিতে বিপরীত হইয়া বসে, তাই আকাশবিহারিণী অপ্সরা মেনকা তিরস্করিণী বিদ্যার বলে অদৃশ্য থাকিয়া আকাশবাণীর ছলে কণ্বকে বুঝাইয়া দিয়াছে।

অনসূয়ার কত সাধ! যে দিন শকুন্তলা যাইবে,—দুষ্মন্তের লোক তাহাকে লইতে আসিবে, সে দিন হয় ত তাড়াতাড়িতে সময় পাইবে না,—এবং অসময়ে বকুলের ফুল জুটিতেও না পারে, তাই অনসূয়া বকুলফুলের সুন্দর মালা গাঁথিয়া পাতার চুপড়িতে করিয়া আমগাছের ডালে ঝুলাইয়া রাখিয়াছে। ও ফুল শুকাইলেও গন্ধ যায় না, বহুদিন থাকে, তাই ঐ ফুলের মালা। তার দ্বারা শকুন্তলাকে সাজাইবে। শকুন্তলা বৈ সে যে আর কিছুই জানে না! তাড়াতাড়ি অন্যান্য মাঙ্গল্যদ্রব্যাদি ও বকুলের মালা লইয়া, দুই সখী শকুন্তলার নিকটে ছুটিল। মুহূর্ত্তমধ্যে বিচ্ছেদ-দুঃখকাতরা শকুন্তলার দুরদৃষ্টজনিত দুশ্চিন্তার, দুষ্মন্ত কর্ত্তৃক উপেক্ষার দুর্ভাবনা সখীদের তিরোহিত হইল বটে, কিন্তু এতদিনে সত্য সত্যই শকুন্তলা ছাড়িয়া চলিল,—ভাবনায় তাহাদের হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল। এক দুঃখ ঘুচিতে-না-ঘুচিতেই দুঃখ-শীলা তাপস-দুহিতাদের ললাটে নূতন দুঃখের উদয় হইল! শকুন্তলা আজই পতিগৃহে যাইবে—শুনিয়া অনসূয়া যখন খেদ করিতেছিল, তখন প্রবোধ দিয়া প্রিয়ংবদা কহিল,—"সখি! আমাদের উৎকণ্ঠার কথা আমি তত ভাবি না, আহা! দুঃখিনী শকুন্তলার বুক ত জুড়োক, তার কষ্ট আর দেখা যায় না।" আলোচ্য সময়ে শকুন্তলার অবস্থা যে কিরূপ শোচনীয় হইয়াছিল, তাহা কবি, প্রিয়ংবদার মুখ দিয়া অতি নিপুণভাবে প্রকাশ করিলেন।

কর্ত্তব্যের অবহেলায়, যে কারণেই হউক, বিন্যস্ত ভারবহনে উপেক্ষায়, রাজদণ্ডের ন্যায় ভীষণ, যমদণ্ডের ন্যায় অপরিহার্য্য, অভিশাপ-বিদ্যুতে শকুন্তলা আহত হইয়াছিল, সকলেরই প্রাণ কাঁদিয়াছিল, কোনমতে সেই দুরারোগ্য

অনসূয়া।— [নিষ্ক্রান্তা। ॥ ৪৭ ॥

প্রিয়ংবদা।— (নাট্যেন সুমনসঃ গৃহ্লাতি) ॥ ৪৮ ॥

(নেপথ্যে)।—গৌতমি আদিশ্যন্তাং শার্ঙ্গরবমিশ্রাঃ শকুন্তলানয়নায় ॥ ৪৯ ॥

প্রিয়ংবদা।— (কর্ণং দত্ত্বা) অণসূএ তুবর তুবর এদে হথিণাউরগামিণো ইসীও সদ্দাবীঅন্তি ॥ ৫০ ॥

(প্রবিশ্য সমালম্ভনহস্তা)

অনসূয়া।— সহি এহি গচ্ছম্হ। (পরিক্রামতঃ) ॥ ৫১ ॥

প্রিয়ংবদা।— (বিলোক্য) এসা সুজ্জোদএ এব্ব সিহামজ্জিদা পড়িচ্ছিদণীবারহত্থাহিং সোত্থিবাঅণিআহিং তাবসীহিং অহিণন্দীঅমাণা সউন্তলা চিট্‌ঠই। উবসপ্‌পামো ণং (উপসর্পতঃ) ॥ ৫২ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—অনসূয়ে! তরস্ব তরস্ব, এতে হস্তিনাপুরগামিনঃ ঋষয়ঃ শব্দায্যন্তে ॥ ৫০ ॥

সখি! এহি গচ্ছাবঃ ॥ ৫১ ॥

এষা সূর্য্যোদয়ে এব শিখামজ্জিতা প্রত্যষ্ট-নীবারহস্তাভিঃ স্বস্তিবাচনিকাভিঃ তাপসীভিঃ অভিনন্দ্যমানা শকুন্তলা তিষ্ঠতি। উপসর্পাবঃ এনাম্ ॥ ৫২ ॥

বঙ্গানুবাদ।—অনসূয়া।—(চলিয়া গেল) ॥ ৪৭ ॥

প্রিয়ংবদা।—(অগ্রপাদে দাঁড়াইয়া বকুলমালা পাড়িবার অভিনয় করিতে লাগিল) ॥ ৪৮ ॥

(নেপথ্যে)।—গৌতমি! শকুন্তলাকে নিয়ে আসবার জন্য শার্ঙ্গরব প্রভৃতিকে আদেশ কর ॥ ৪৯ ॥

প্রিয়ংবদা।—(কাণ পেতে শুনে) অনসূয়ে! তাড়াতাড়ি কর, তাড়াতাড়ি কর, ঐ শোন, হস্তিনাপুরে যাওয়ার জন্য ঋষিদিগকে ডাকাডাকি করা হচ্ছে ॥ ৫০ ॥

অনসূয়া।—সখি! চল্—আমরাও যাই, দেখি গিয়ে (উভয়ের অগ্রসর হওয়া) ॥ ৫১ ॥

প্রিয়ংবদা।—(দেখিয়া) এই যে, সূর্য্যদেব উঠতে না উঠতেই এক মাথা চুল শুদ্ধ স্নান ক'রে এসে শকুন্তলা ব'সে আছে, আর কারো হাতে ধান-দুর্ব্বা, কেহ বা স্বস্তি-পাঠ পড়ায় ব্যস্ত—এমন কত বুড়ো বুড়ো তাপসীরা শকুন্তলাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আশীর্ব্বাদ কর্চ্ছে। চল—কাছে যাই। (নিকটে গমন) ॥ ৫২ ॥

ক্ষত ঈষৎ প্রশমিত হইয়াছে, শাপবিমোচনের উপায় শকুন্তলারই হাতে রহিয়াছে। তাই, ক্ষণকালের জন্য, অতীতের বেদনাময়ী ছবি বিস্মৃত হইয়া, দর্শকগণ, প্রত্যূষের স্নানোত্থিতা পতিগৃহগমনোন্মুখা শকুন্তলাকে দেখিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত-হৃদয়ে ও উদ্গ্রীব-নয়নে চাহিয়া রহিলেন।

ধান, দূর্ব্বা, গোরোচনা, ফুলের মালা প্রভৃতি লইয়া সখীদ্বয় ছুটিয়া গেল। সকলের আগে শকুন্তলার উপর চোখ পড়িল—প্রিয়ংবদার। সে দেখিল, একমাথা চুল শুদ্ধ স্নান করিয়া আসিয়া শকুন্তলা বসিয়া আছে। আর চারিদিকে নানা আশ্রম হইতে কত বর্ষীয়সী তাপসীরা আসিয়াছেন,—সকলের হাতেই একটা-না-একটা আশীর্ব্বাদের জিনিস। প্রিয়ংবদার কথায় সমগ্র দর্শকের দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হইল,—তাহাদের চোখ জুড়াইয়া গেল। শান্ততপোবনের শান্তিপ্রতিমারূপিণী শকুন্তলা স্নাতকলেবরে উপবিষ্টা, আর তাহার চারিদিকে শুভকামনায় শারদী জ্যোৎস্নায় উল্লসিতমুখী পূজনীয়া বয়োবৃদ্ধা তাপসীরা ধান-দূর্ব্বাহস্তে দাঁড়াইয়া, প্রাতঃসূর্য্যের অরুণচ্ছায়ায় শ্যামায়মানা তপোবনস্থলী উদ্ভাসিত,—কেমন যেন একটা পবিত্রতা, শান্তি বুঝি শরীর পরিগ্রহ পূর্ব্বক ঐরূপ নানাবেশে তথায় বিরাজমান। সে স্থানের তদানীন্তন অবস্থা দর্শনে যথার্থই মনে হয়,—

"নগরের কোলাহল সহিতে না পারি,
পবিত্রতা যেন বাস করেন বিরলে ॥"

ক্ষণকালের জন্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভুলিয়া, আত্মবিস্মৃত হইয়া দর্শকবৃন্দ সেই স্বপ্নময়ী সুষমা দেখিতে দেখিতে যেন নিজেরাও কেমন স্বপ্নাবিষ্টবৎ হইয়া পড়িলেন।

একে চিরানন্দময় প্রভাতকাল, তাহাতে আবার শান্ত আশ্রম, এবং শান্তিমূর্ত্তি তাপসীরা সমবেত, তদুপরি স্নিগ্ধ-শান্ত শকুন্তলা,—এই সকলের সমবায়ে কিয়ৎকালের জন্য মর্ত্ত হইয়াও সেই স্থানটা স্বর্গাধিক মনোরম ও নির্বৃতিময়

(ততঃ প্রবিশতি যথোদ্দিষ্টব্যাপারা আসনস্থা শকুন্তলা। শকুন্তলাং প্রতি তাপসীনাং —)

প্রথমা।— জাদে ! ভত্তুণো বহুমাণসূঅঅং মহাদেইসদ্দং লহেহি ॥ ৫৩ ॥

দ্বিতীয়া।— বচ্ছে বীরপ্পসবিণী হোহি। ॥ ৫৪ ॥

তৃতীয়া।— বচ্ছে ভত্তুণো বহুমদা হোহি (আশিষো দত্ত্বা গৌতমীবর্জ্জং নিষ্ক্রান্তাঃ) ॥ ৫৫ ॥

সখ্যৌ।— (উপসৃত্য) সহি সুমহজ্জণং দে হোদু। ॥ ৫৬ ॥

শকুন্তলা।— সাঅদং মে সহীণং। ইদো ণিসীদহ। ॥ ৫৭ ॥

উভে।— (মঙ্গলপাত্রাণ্যাদায় উপবিশ্য) হলা সজ্জা হোহি জাব মঙ্গলসমালম্ভণং বিরএমো ॥ ৫৮ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—জাদে, ভর্ত্তুর্বহুমানসূচকং মহাদেবীশব্দং লভস্ব ॥ ৫৩ ॥

বৎসে! বীর-প্রসবিনী ভব ॥ ৫৪ ॥

বৎসে! ভর্ত্তুর্বহুমতা ভব ॥ ৫৫ ॥

সখি! সুখমজ্জনং তে ভবতু ॥ ৫৬ ॥

স্বাগতং মে সখ্যোঃ, ইতঃ নিষীদতম্ ॥ ৫৭ ॥

সখি! সজ্জা ভব—যাবৎ মঙ্গল-সমালম্ভনং বিরচয়াবঃ ॥ ৫৮ ॥

বঙ্গার্থ।—(পূর্ব্বোক্তপ্রকারে শকুন্তলা আসনে উপবিষ্টা, আশীর্ব্বাদকারিণী তাপসীদের মধ্যে—)

অন্যতমা।—জাদু আমার, আশীর্ব্বাদ করি,—পতির অশেষ সম্মান-জ্ঞাপক মহাদেবী-শব্দে বিশেষিত হও ॥ ৫৩ ॥

দ্বিতীয়া।—বাছা, বীর-পুত্রের মাতা হও ॥ ৫৪ ॥

তৃতীয়া।—বাছা, স্বামীর অনন্ত সম্মান ও আদরের পাত্র হও। (আশীর্ব্বাদান্তে গৌতমী ছাড়া অন্যান্য তপসী-দের নিষ্ক্রমণ) ॥ ৫৫ ॥

সখীদ্বয়।—(নিকটে গিয়া) সখি! তোর আজকার এই প্রাতঃস্নান সারা জীবনের জন্য তোর সুখের স্নানে পরিণত হোক্। পতিগৃহে গিয়া চিরকাল সুখে কাটা ॥ ৫৬ ॥

শকুন্তলা।—আয় তোরা, এইখানে এসে বোস্ ॥ ৫৭ ॥

সখীদ্বয়। (উপবেশনপূর্ব্বক, মাঙ্গল্যদ্রব্যের পাত্র হাতে নিয়ে) ওলো, ঠিক হয়ে বোস্ ত। তোকে সাজিয়ে দেবো ॥ ৫৮ ॥

মনে হইতে লাগিল। শুধু আশীর্ব্বাদপরায়ণা তাপসীদের নহে, সমবেত দর্শকদেরও হৃদয় শকুন্তলার শুভকামনায় ভরিয়া গেল। সেই সপ্তপর্ণবেদিকায় যে ব্রতের সঙ্কল্প হইয়াছিল, এতদিনে ভালোয় ভালোয় সেই ব্রত উদ্‌যাপিত হইতে যাইতেছে—ভাবিয়া,—সামাজিকগণ একটা অনাবিল তৃপ্তির আস্বাদন করিয়া যেন কৃতার্থ হইলেন। হাপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

"মধু ক্ষরতু তে চিত্তং মধু ক্ষরতু তে মুখম্।
মধু ক্ষরতু তে শীলং লোকো মধুময়োঽস্তু তে ॥"

বলিয়া তাঁহারা নীরবে একবাক্যে কণ্বদুহিতাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন ॥ ৩১-৫২ ॥

তাৎপর্য্য।—পতিগৃহে শুভ যাত্রার উপকরণ কুসুমাদি লইয়া অনসূয়া-প্রিয়ংবদা আসিয়াছে। পার্শ্ববর্ত্তী আশ্রম-সমূহ হইতে, গমনোন্মুখী শকুন্তলাকে আশীর্ব্বাদ করিতে তাপসীরা আসিয়াছেন। শুভলগ্ন বহিয়া যায়। শকুন্তলা যাত্রা করিবে। এতদিন আশ্রমে ছিল, মৃণালের বলয়, শিরীষের কুণ্ডল, বকুলের হার, অতসী-অপরাজিতার রশনা শকুন্তলার আভরণের অভাব পূরণ করিত। সখীরা সাজাইয়া দিত, সে সাজিত। বনে ফুল ফোটে, বনভূমি আলোকিত করে,—বনেই শুকাইয়া শেষে ঝরিয়া পড়ে। কাহাকেও দেখাইবার জন্য বা বিমোহিত করিবার জন্য সে ফোটে না, কালধর্ম্মে ফোটা তাহার স্বভাব, তাই ফোটে। শকুন্তলাও বনে থাকে, বনে বেড়ায়, বনেই জীবনযাপন করে,—অন্যান্য তাপসীর ন্যায় বনেই তাহার পর্য্যবসান হইবে,—ইহাই সখীরা জানিত। বনের ফুলগাছে জল ঢালিয়া তাহাদের সুখ, পূজার জন্য ফুল তুলিয়া তাহাদের সুখ, শকুন্তলাকে সাজাইয়া তাহাদের সুখ,—ইহার অধিক সখীরা জানে না বা বোঝে না। এত-দিনের মতন আজও যদি সাজাইতে হইত, তবে তাহাদের দুঃখ-কষ্টের তত কারণ ছিল না, কিন্তু আজ সেই বন-চারিণী শকুন্তলা আর নাই, আজ সে রত্নাকরগামিনী তটিনীর ন্যায় বন ছাড়িয়া হস্তিনাপুরের উপবনের যাত্রী। অন্তকার সাজ পূর্ব্ববৎ—অযত্ন-বিন্যস্ত হইলে চলিবে না, আজ তাহাকে বনফুল দিয়াই রাজরাণীর বেশে সাজাইতে সখীদের সাধ। তাহারা

শকুন্তলা।— ইদং বি বহু মন্তব্বং। দুল্লহং দাণিং মে সহীমণ্ডণং হোহিই (বাষ্পং বিসৃজতি) ॥ ৫৯ ॥

উভে।— সহি উইদং ণ দে মঙ্গলকালে রোইদুং (অশ্রূণি প্রমৃজ্য নাট্যেন প্রসাধয়তঃ) ॥ ৬০ ॥

প্রিয়ংবদা। — আহরণোইদং রূবং অস্সমসুলহেহিং পসাহণেহিং বিপ্পআরীঅদি ॥ ৬১ ॥

(প্রবিশ্য উপায়নহস্তৌ)

ঋষিকুমারকৌ।—ইদমলঙ্করণম্ অলঙ্ক্রিয়তামত্রভবতী। ॥ ৬২ ॥

(সর্ব্বাঃ বিলোক্য বিস্মিতাঃ)। ॥ ৬৩ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—ইদম্ অপি বহু মন্তব্যম্। দুর্লভম্ ইদানীং মে সখীমণ্ডনং ভবিষ্যতি ॥ ৫৯ ॥

সখি! উচিতং ন তে মঙ্গলকালে রোদিতুম্ ॥ ৬০ ॥

আভরণোচিতং রূপম্ আশ্রম-সুলভৈঃ প্রসাধনৈঃ বিপ্রকার্য্যতে ॥ ৬১ ॥

বঙ্গার্থ।—শকুন্তলা।—তোরা যে সাজিয়ে দিবি, এটা আমার আজ বড়ই আদরের, বড়ই আগ্রহের, কেননা, এখন হ'তে সখীদের হাতের সাজগোজ আমার পক্ষে কত দুর্লভ! আর কবে এমন দিন আস্‌বে? (অশ্রুত্যাগ) ॥ ৫৯ ॥

সখীদ্বয়। সখি! এমন শুভমুহূর্ত্তে তোর কি কাঁদা উচিত? কাদিস্‌ নে। (চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে সাজাতে লাগ্‌লো) ॥ ৬০ ॥

প্রিয়ংবদা।—আহা! গয়না পরবার মতনই তোর চেহারা! আশ্রমের লতা-পাতা দিয়ে সাজানো মানে, –এ রূপের অপমান করা ॥ ৬১ ॥

(অলঙ্কার হস্তে দুই জন ঋষিবালকের প্রবেশ)

ঋষিবালকদ্বয়।—এই নাও অলঙ্কার, একে সাজিয়ে দাও ॥ ৬২ ॥

(অকস্মাৎ অলঙ্কার দর্শনে সকলে বিস্মিত হইলেন) ॥ ৬৩ ॥

তাই সাজাইতে আসিয়াছে। কিন্তু বয়োবৃদ্ধা তাপসীদের সম্মানার্থ সখীরা সরিয়া দাঁড়াইল। তাঁহারা আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় হইলেন।

এই স্থলে, কালিদাস একটী অতি পবিত্র ও শান্তিময় দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছেন। ভারতের প্রায় প্রতি হিন্দু সংসারেই এই হর্ষবিষাদময় পবিত্র দৃশ্য দেখা যায়। বিবাহের পর, মেয়ে প্রথম শ্বশুরবাড়ী যাইবে,—বয়ঃপ্রাপ্তা বধূ তাহার হৃদয়-দেবতার পাদপদ্মে আত্মাঞ্জলি দিতে যাইবে,—পিতা-মাতা, ভাই-বন্ধু—সকলে—যাঁহার হাতে সঁপিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত ও লঘু-হৃদয় হইয়াছেন, কন্যা আজ তাঁহারই নিকটে যাত্রা করিবে, ইহা একটা বিপুল হর্ষের কারণ। কন্যার পিতার এর চেয়ে স্বস্তির বিষয় দ্বিতীয় নাই। এত বড় হর্ষের দিনেও, এমন পিতা অতি কমই আছেন,—যিনি অশ্রুপাত করেন না। মাতার ত কথাই নাই। সন্তানের জন্য কাঁদিতেই বুঝি মাতার সৃষ্টি। শুধু কন্যাবন্ধুগণ নহেন, প্রতিবেশিনীরাও প্রাণভরা আশীর্ব্বাদের অমৃতে পতিগৃহ-গামিনীকে অভিষিক্ত করিয়া অতুল আনন্দ পান। অথচ বিদায়কালে চেলাঞ্চলে অশ্রু ধারণ করেন—ভূতলে অশ্রুপতনে পাছে কন্যার অকল্যাণ হয়। আজ কণ্বাশ্রমে ভারতের স্পৃহণীয় ও সুখ-দুঃখাত্মক চিত্রের প্রদর্শন হইতেছে। নাটকের প্রথমাংশেই আমরা দেখিয়াছি,—বহু বিদ্বজ্জনে সভাস্থল পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ। অভিরূপ ভূয়িষ্ঠ অর্থাৎ নাটকাদি বিষয়ে যাঁহারা 'অভিরূপ'—অভিজ্ঞ, বিশেষজ্ঞ (expert), তাদৃশ পণ্ডিতমণ্ডলীতে সভাগৃহ সম্মানিত। সুতরাং তাদৃশ স্থলে হৃদয়হীন, রসজ্ঞান-বর্জ্জিত, নিরবচ্ছিন্ন আমোদ-প্রিয় দর্শকের সদ্ভাব-সম্ভাবনাই নাই। তাদৃশ স্থলে, শকুন্তলার পতিগৃহ-গমনাভিনয় প্রদর্শিত হইতেছে। যে শকুন্তলার জন্য কিছু পূর্ব্বেই দুর্ব্বাসার শাপ-স্মরণে সহৃদয় দর্শকগণ মধ্যে মধ্যে শিহরিয়া উঠিতেছিলেন,—সেই শকুন্তলা আজ যাইবে,—ইহাতে সকলেই আনন্দিত সত্য, কিন্তু বিদায়কালে সকলেই একটু যেন কেমন বিমনা হইয়া পড়িয়াছেন। তাপসীরা আশীর্ব্বাদ করিলেন। কেহ বলিলেন,—পাটরাণী হও,—স্বামী তোমার রাজাধিরাজ, তুমি তাঁহার 'মহাদেবী' অর্থাৎ অভিষিক্তা প্রধানা রাণী হইও; কেহ বলিলেন,—স্বামী যেন তোমাকে সম্মানের চক্ষে দেখেন; কেহ বলিলেন,—বীর সন্তান প্রসব করিও। এই তিনটিই নারী-জীবনের প্রধান কামনীয় বস্তু। রাজার ঘরে গেলেই কপাল খুলিল,—ভাবিও না, কি সেকালে, কি একালে। রাজা যে রাণীকে সিংহাসনের অধিষ্ঠাত্রীরূপে অভিষিক্ত করেন,—তিনিই রাজার "মহাদেবী" সম্বোধনের বিষয়ীভূত হন। তাই একজন বলিলেন,—তোমার স্বামী যেন তোমাকে মহাদেবী বলিয়া ডাকেন,—এই আশীর্ব্বাদ করি। হিতাকাঙ্ক্ষিণী

গৌতমী।— বচ্ছ হারীদ, কুদো এদং। ॥ ৬৪ ॥

প্রথমঃ।— তাত কাশ্যপপ্রভাবাৎ। ॥ ৬৫ ॥

গৌতমী।— কিং মাণসী সিদ্ধী। ॥ ৬৬ ॥

দ্বিতীয়ঃ।— ন খলু। শ্রূয়তাম্ তত্রভবতা বয়ম্ আজ্ঞপ্তাঃ—শকুন্তলাহেতোর্বনস্পতিভ্যঃ কুসুমানি আহর ইতি। ততঃ ইদানীম্,—

ক্ষৌমং কেনচিদিন্দু-পাণ্ডু-তরুণা মাঙ্গল্যমাবিষ্কৃতং নিষ্ঠ্যূতশ্চরণোপরাগ-সুভগো লাক্ষারসঃ কেনচিৎ।
অন্যেভ্যো বন-দেবতা-করতলৈরাপর্ববিভাগোত্থিতৈর্দত্তান্যাভরণানি তৎকিসলয়োদ্ভেদ-প্রতিদ্বন্দ্বিভিঃ ॥ ৬৭ ॥

প্রিয়ংবদা।—(শকুন্তলাং বিলোক্য) হলা ইমাএ অব্ভুববত্তীএ সূইদা দে ভত্তুণো গেহে অণুহোদব্বা রাঅলচ্ছী। ॥ ৬৮ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—বৎস হারীত! কুতঃ এতৎ? ॥ ৬৪ ॥

কিং মানসী সিদ্ধিঃ? ॥ ৬৬ ॥

হলা, অনয়া অভ্যুপপত্ত্যা সূচিতা তে ভর্ত্তুঃ গেহে অনুভবিতব্যা রাজলক্ষ্মীঃ ॥ ৬৮ ॥

বঙ্গার্থ।—গৌতমী।—বাছা হারীত! কোত্থেকে এ সব পেলে? ॥ ৬৪ ॥

প্রথম।—পূজনীয় গুরুদেব কাশ্যপের মাহাত্ম্যে ॥ ৬৫ ॥

গৌতমী।—ইচ্ছামাত্রেই তপঃপ্রভাবে কি এই সকল অলঙ্কার আবির্ভূত হইয়াছে? ॥ ৬৬ ॥

দ্বিতীয়।—না, না, শুনুন্,—তিনি আদেশ কর্লেন যে, শকুন্তলার নিমিত্ত বনস্পতি-সমূহ হইতে কিছু ফুল তুলে নিয়ে এস,—আমরাও গেলাম,—আর দেখলাম,—কোন বনস্পতি চন্দ্রের ন্যায় শুভ্র এবং মঙ্গলকর্ম্মের উপযুক্ত ক্ষৌমবসন প্রদান করিতেছে, কোন তরু হইতে আবার চরণের উপরঞ্জনের যোগ্য তরল অলক্তক-রস নিঃসৃত হইতেছে। আবার কতিপয় তরুর অচিরোদ্গত এবং আলোহিত পল্লবস্তবকের মধ্য হইতে বনদেবতাদের রক্তাভ-করতলের অঙ্গুলীমূল পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে, আর সেই ঈষৎ কম্পিত অঙ্গুলী-গুচ্ছ হইতে নানা আভরণ প্রদত্ত হইতেছে। সেই কম্পিত করমালার দিকে চাহিলে মনে হয়, তাহারা যেন সমীরচঞ্চল নবপল্লবাবলীর সহিত জেদাজেদি করিয়া সৌন্দর্য্য-বর্ষণ করিতেছে ॥ ৬৭ ॥

প্রিয়ংবদা।—(শকুন্তলার দিকে চাহিয়া) ওলো সখি! বিনা প্রার্থনায় বনদেবতাদের এই অনুগ্রহে, বেশ বুঝা যাইতেছে যে, পতিগৃহে গিয়া তুই রাজরাণী হইতে পারিবি ॥ ৬৮ ॥

বয়োবৃদ্ধা মাতৃজাতীয়া রমণীর এত বড় বুকভরা আশীর্ব্বাদ আর নাই। রাজরাণী হও—মাতা ইহাই চান। কোথায় আজ শকুন্তলার মা? তিনি থাকিলেও সজল-নয়নে এই আশীর্ব্বাদই করিতেন। এই আশীর্ব্বাদে সামাজিকগণের চিত্ত-মুকুরে স্ব স্ব গৃহের দুহিতৃবিদায়চিত্র ভাসিয়া উঠিল। সকলেই যেন একটু নরম হইয়া পড়িলেন। দ্বিতীয়া তাপসী কহিলেন—বৎসে! বীর-প্রসবিনী হও। এত বড় প্রাণভরা, বুকভরা আশীর্ব্বাদ কোন্ নারীর স্পৃহণীয় নহে? কে না চাহে যে, তাহার পুত্র বীর হউক, বিশ্ববিজয়ী হউক। হায় ভারত! কি ছিল তোমার কামনা, কি ছিল ভারত-ললনার আশীর্ব্বাদ! আর আজ তুমি ও তোমার অধিবাসিনাদের কি পরিবর্ত্তন! কি মানসী অবস্থা! কোথায় সে কাল!

"নিরমর্ষং নিরাকাঙ্ক্ষং নির্বীর্য্যং নিররিন্দমম্।
নিস্ত্রপং মা সুতং কাচিদ্ জনয়েৎ কুল-নাশনম্॥"

চিত্তে যার ক্রোধ নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই, দেহে যার বীর্য্য নাই, শত্রুকে যে দমন করিতে পারে না,—তাদৃশ নির্লজ্জ ও কুলনাশক পুত্রকে যেন কোন জননী প্রসব না করেন,—এই ছিল যে ভারতীয় ললনার আশীর্ব্বাদ, তুমি কি সেই ভারত? দ্বিতীয়া তাপসীর উদার আশীর্ব্বচনে, 'বীরপ্রসবিনী হও' উক্তিতে সভাস্থলে যেন একটা বিদ্যুৎ চকিতে খেলিয়া গেল। তাদৃশী সাক্ষাৎ সিদ্ধিসদৃশী তাপসীর আশীর্ব্বাদের অর্থ—যে স্বপ্নেও ব্যর্থ হইতে পারে না, কোন দিন ব্যর্থ হয় নাই—ইহা

(শকুন্তলা ব্রীড়াং রূপয়তি)। ॥ ৬৯ ॥

প্রথমঃ।— গৌতম! এহি এহি, অভিষেকোত্তীর্ণায় কাশ্যপায় বনস্পতিসেবাং নিবেদয়াবঃ ॥ ৭০ ॥

দ্বিতীয়।— তথা [নিষ্ক্রান্তৌ ॥ ৭১ ॥

সখ্যৌ।— অএ! অণুবলুত্তভূসণো অঅং জ্ঞণো। চিত্তকম্ম-পরিচএণ অঙ্গেসু দে আহরণ-বিণিওঅং করেহ্ম। ॥ ৭২ ॥

শকুন্তলা।— জাণে বো ণেউণং। ॥ ৭৩ ॥

(উভে নাট্যেন অলঙ্কুরুতঃ)। ॥ ৭৪ ॥

(ততঃ প্রবিশতি স্নানোত্তীর্ণঃ কাশ্যপঃ)

কাশ্যপঃ।—

যাস্যত্যদ্য শকুন্তলেতি হৃদয়ং সংস্পৃষ্টমুৎকণ্ঠয়া
কণ্ঠঃ স্তম্ভিত-বাষ্প-বৃত্তি-কলুষশ্চিন্তাজড়ং দর্শনম্।
বৈক্লব্যং মম তাবদীদৃশমহো স্নেহাদরণ্যৌকসঃ
পীড্যন্তে গৃহিণঃ কথং নু তনয়া-বিশ্লেষ-দুঃখৈর্নবৈঃ॥ (পরিক্রামতি) ॥ ৭৫ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—অয়ে! অনুপভুক্তভূষণঃ অয়ং জনঃ। 'চিত্রকর্ম্ম-পরিচয়েন অঙ্গেষু তে আভরণবিনিযোগং কুর্ব্বঃ॥ ৭২ ॥

জানে বাং নৈপুণম্॥ ৭৩ ॥

বঙ্গার্থ।—(শকুন্তলা লজ্জায় জড়সড় হইয়া পড়িল) ॥ ৬৯ ॥

প্রথম।—গৌতম! এত বেলা গুরুদেব কাশ্যপ স্নান হইতে ফিরিয়াছেন নিশ্চয় চল তাঁকে গিয়ে তরুরাজির এই দানের কথা নিবেদন করি, চল॥ ৭০ ॥

দ্বিতীয়।—চল। উভয়ের প্রস্থান। ৭১ ॥

সখীদ্বয়।—তাই ত, করি কি? অলঙ্কার ত কোন দিন পরি নাই, কোথায় কি পরিতে হয়, জানি না। কি করিয়া তোকে সাজাই? আচ্ছা, চিত্রিত মূর্ত্তির জ্ঞান ত কতকটা আছে। ছবি ত আঁকিয়া থাকি, এবং ছবিতে দেখিয়াও থাকি। সেইভাবেই তোর অঙ্গের যেখানে যেখানে লাগে, সাজিয়ে দাই॥ ৭২ ॥

শকুন্তলা।—থাম। তোদের নিপুণতা, কোথায় কি পরাতে হয় না হয়, আর তা' তোরা জানিস্ কি না, তা' আমি বিলক্ষণরূপেই জানি॥ ৭৩ ॥

(সখীদ্বয় শকুন্তলাকে অলঙ্কার পরাইতে লাগিল) ॥ ৭৪ ॥

(অনন্তর স্নানাদি সমাপনান্তে কাশ্যপের প্রবেশ)

কাশ্যপ।—"অদ্য শকুন্তলা যাইবেক বলিয়া, আমার মন উৎকণ্ঠিত হইতেছে; নয়ন অনবরত বাষ্পবারিতে পরিপূরিত হইতেছে, কণ্ঠরোধ হইয়া বাক্‌শক্তি-রহিত হইতেছি; জড়তায় নিতান্ত অভিভূত হইতেছি। কি আশ্চর্য্য! আমি বনবাসী, স্নেহবশতঃ আমারও চিত্তের ঈদৃশ অবসাদ উপস্থিত হইতেছে; না জানি, সংসারীরা এমন অবস্থায় কি দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। বুঝিলাম—স্নেহ অতি বিষম বস্তু।" (বিদ্যাসাগর)। (শকুন্তলার নিকটে ধীরে আসিয়া দাঁড়াইলেন) ॥ ৭৫ ॥

সভাসদ্‌গণ জানিতেন, এখন তাহারা ইহাও জানিলেন যে, গর্ভিণী কণ্ব-দুহিতার এই গর্ভসম্ভূত সন্তান কালে জগতে একজন বীর হইবে, শৌর্য্য-সম্পদে কুল বিমণ্ডিত করিবে। প্রথমে সেই যখন, বাণ-ক্ষেপোদ্যত রাজা দুষ্মন্ত বৈখানসের প্রতিবন্ধকতায় বাণের প্রতিসংহারপূর্ব্বক প্রাণভয়ার্ত্ত আশ্রমমৃগবধে বিরত হইয়াছিলেন, তখন ঐ বৈখানসও

'পুত্রমেবংগুণোপেতং চক্রবর্ত্তিনমাপ্নুহি'—

বলিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। সে আশীর্ব্বাদও যে ব্যর্থ হইবার নহে, দর্শকগণ তাহাও বিলক্ষণরূপে জানিতেন। সুতরাং পতি-পত্নীর এই উভয়কোটিক আশীর্ব্বাদে তাঁহারা পরম আনন্দিত হইলেন। দুষ্মন্ত-শকুন্তলার পুত্র যে শৌর্য্যবীর্য্যে সমলঙ্কৃত হইবে, এই বিষয়ে তাঁহাদের আর কোনো সংশয় রহিল না। এইবার তৃতীয়া তাপসী

সখ্যৌ।— হলা সউন্তলে অবসিদ-মণ্ডণা সি। পরিহেস্সু সংপদং কেখামজুঅলং ॥ ৭৬ ॥

(শকুন্তলা উত্থায় পরিধত্তে)। ॥ ৭৭ ॥

গৌতমী।— জাদে, এসো দে আণন্দ-পরিবাহিণা চক্খুণা পরিস্সজন্তো বিঅ গুরূ উবট্ঠিদো আচারং দাব পড়িবজ্জস্স। ॥ ৭৮ ॥

শকুন্তলা।— (সব্রীড়ম্) তাদ বন্দামি। ॥ ৭৯ ॥

কাশ্যপঃ।—বৎসে !

যযাতেরিব শর্ম্মিষ্ঠা ভর্ত্তুর্বহুমতা ভব।
সুতং ত্বমপি সম্রাজং সেব পুরুমবাপ্নুহি ॥ ॥ ৮০ ॥

গৌতমী।— ভঅবং বরো কখু এসো ণ আসিসা। ॥ ৮১ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—হলা শকুন্তলে! অবসিত-মণ্ডনা অসি। পরিধেহি সাম্প্রতং ক্ষৌমযুগলম্ ॥ ৭৬ ॥

জাতে, এষঃ তে আনন্দ-পরিবাহিণা চক্ষুষা পরিষ্বজমানঃ ইব গুরুঃ উপস্থিতঃ। আচারং তাবৎ প্রতিপদ্যস্ব ॥ ৭৮ ॥

তাত! বন্দে ॥ ৭৯ ॥

ভগবন্! বরঃ খলু এষঃ, ন আশীঃ ॥ ৮১ ॥

বঙ্গার্থ।—সখীদ্বয়।—ওলো শকুন্তলে! অলঙ্কার পরানো শেষ হইয়াছে। এখন এই ক্ষৌমবস্ত্র দুইখানা পরিধান কর্ ॥ ৭৬ ॥

(শকুন্তলা দাঁড়াইয়া পরিতে লাগিল) ॥ ৭৭ ॥

গৌতমী।—বাছা শকুন্তলে! ঐ দেখ—তোমার পিতা এসেছেন; তোমার দিকে, ঐ দেখ, কেমনভাবে চাহিয়া আছেন, দুই চোখ্ দিয়া তাঁহার আনন্দাশ্রু বহিয়া পড়িতেছে, মনে হইতেছে, যেন ঐ আনন্দজলধারাবর্ষী নয়নদ্বয়ের দ্বারা তোমাকে সস্নেহে তিনি আলিঙ্গন করিতেছেন, প্রণাম কর ॥ ৭৮ ॥

শকুন্তলা।—(সলজ্জভাবে) পিতঃ, প্রণাম করিতেছি ॥ ৭৯ ॥

কাশ্যপ।—মা, শর্ম্মিষ্ঠা যেমন রাজা যযাতির অশেষ সম্মান-ভাজন এবং সর্ব্বতোভাবে তদীয় হৃদয়ের অনুকূল ছিলেন, তুমিও সেইরূপ হও, আর শর্ম্মিষ্ঠা যে প্রকার সম্রাট্ পূরুকে পুত্ররূপে পাইয়াছিলেন, তুমিও সেইরূপ একটি সম্রাট্ পুত্র লাভ কর ॥ ৮০ ॥

গৌতমী।—ভগবন্, এ ত আশীর্ব্বাদ নয়, এ যে বর। এর চেয়ে বড় কাম্য বস্তু মা'র পক্ষে আর নাই ॥ ৮১ ॥

ধানদূর্ব্বা লইয়া কাছে আসিলেন ও কহিলেন—মা, স্বামীর সম্মানের পাত্র হইও। তোমার পতিদেবতা তাঁহার রাজ-সংসারের লক্ষ্মীরূপিণী তোমাকে যেন সতত সম্মানের চক্ষে দেখেন। মস্ত কথা। সুখের সংসারে, ধর্ম্মের সংসারে, পুণ্যের সংসারে, পত্নী পতির সম্মানযোগ্যা, শুধু বিলাসের উপকরণ নহেন. যে গৃহে গৃহলক্ষ্মীর সম্মান নাই, তথায় সুখ নাই, শান্তি নাই, কিছুই নাই। সে গৃহ শ্মশান। "যত্র স্ত্রিয়স্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ"—ইহা যাঁহাদের আর্ষ উপদেশ, উক্ত উদার বাক্যও তাঁহাদেরই ঋষি-কামিনীর অমোঘ আশীর্ব্বাদ। আজ বিদায়কালে মাতা মেনকা অনুপস্থিত, উপস্থিত থাকিলে তিনিও ঐ ত্রিবিধ আশীর্ব্বাদই করিতেন। রাজরাণী হও, বীরপ্রসবিনী হও, পতির আদর-সম্মানের ভাজন হও,—এর অধিক কন্যার সম্বন্ধে মাতার আর কোনো আশীর্ব্বাদ নাই। মেনকা থাকিলে ইহার অধিক কিছু বলিবার তাঁহার থাকিত না। এই তিনটি ত আশীর্ব্বাদ নহে, বর। অপ্সরা মেনকা মাতৃত্বে বিমুগ্ধ হইয়া কন্যার সম্বন্ধে তাদৃশী উক্তি অবাধে করিতে পারেন,—কিন্তু তাই বলিয়া যে সেই স্বর্গ-সভার অভিনেত্রীর কথা সফল হইবেই, তাহা বলা চলে না। আর এখন এই যে তিনটি ব্রত-পরায়ণা তাপসী ত্রিবিধ আশীর্ব্বাদ করিলেন, ইহা বিফল হইবার নহে। ইঁহাদের উক্তি কদাচ অফল হয় না, হয় নাই, হইতে পারে না। কবি এ স্থলেও, এক মেনকার কার্য্য তিনটি ঋষিকামিনীর দ্বারা সম্পন্ন করাইয়া শকুন্তলার শুভ্র ললাটপট্ট শারদী জ্যোৎস্নায় যেন মাজিয়া আরও শুভ্রতর করিয়া দিলেন। আশীর্ব্বাদান্তে তাপসীরা চলিয়া গেলেন। গৌতমী ও সখীদ্বয় শকুন্তলার নিকটে রহিলেন। এইবার সখীরা মাঙ্গল্যদ্রব্যের পেটিকাটি লইয়া কণ্ব-দুহিতার আরও একটু কাছে ঘেঁসিয়া বসিল।

কাশ্যপঃ।— বৎসে! ইতঃ সদ্যোহুতান্ অগ্নীন্ প্রদক্ষিণীকুরুষ্ব ॥ ৮২ ॥

(সর্ব্বে পরিক্রামন্তি)। ॥ ৮৩ ॥

কাশ্যপঃ।— (ঋক্‌ছন্দসা আশাস্তে)

অমী বেদিং পরিতঃ কৢপ্তধিষ্ণ্যাঃ সমিদ্বন্তঃ প্রান্ত-সংস্তীর্ণদর্ভাঃ।

অপঘ্নন্তো দুরিতং হব্য-গন্ধৈঃ বৈতানাস্ত্বাং বহ্নয়ঃ পাবয়ন্তু ॥

প্রতিষ্ঠস্ব ইদানীম্। (সদৃষ্টিক্ষেপম্) ক্ব তে শার্ঙ্গরবমিশ্রাঃ ॥ ৮৪ ॥

(প্রবিশ্য)

শিষ্যঃ।— ভগবন্, ইমে স্মঃ। ॥ ৮৫ ॥

কাশ্যপঃ।— ভগিন্যাস্তে মার্গমাদেশয়। ॥ ৮৬ ॥

শার্ঙ্গরবঃ।— ইত ইতো ভবতী। ॥ ৮৭ ॥

(সর্ব্বে পরিক্রামন্তি)। ॥ ৮৮ ॥

কাশ্যপঃ।— ভোঃ ভোঃ সন্নিহিতাস্তপোবনতরবঃ :—

পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি জলং যুষ্মাস্বপীতেষু যা নাদত্তে প্রিয়মণ্ডনাপি ভবতাং স্নেহেন যা পল্লবম্।

আদ্যে বঃ কুসুমপ্রসূতি-সময়ে যস্যা ভবত্যুৎসবঃ সেয়ং যাতি শকুন্তলা পতিগৃহং সর্ব্বৈরনুজ্ঞায়তাম্ ॥ ৮৯ ॥

বঙ্গার্থ।—কাশ্যপ।—বৎসে! এইমাত্র ঐ পুরোবর্ত্তী অগ্নিতে হোম করা হইয়াছে, তুমি প্রদক্ষিণ কর। (সকলের প্রদক্ষিণ ও কাশ্যপের ঋগ্‌বেদীয় ছন্দোবদ্ধ নিম্নোক্ত আশীর্ব্বাদকরণ) মা, ঐ যে বেদীর চারিদিকে মন্ত্রপূত স্থানে সমিদ্‌যুক্ত হোমানল সংস্থাপিত এবং উহার প্রান্তভাগ কেমন কুশাস্তরণে সমাবেষ্টিত, আহুত আজ্যের পবিত্র সৌরভে ঐ অনল সমস্ত কল্মষ নাশ করিতেছে, শকুন্তলে। ঐ যজ্ঞাগ্নি তোমাকেও পবিত্র করুক, তোমার সমস্ত মালিন্য উহার সৌরভ-সংস্পর্শে বিদূরিত হউক।

এখন অগ্রসর হও। দৃষ্টিক্ষেপপূর্ব্বক) শার্ঙ্গরব প্রভৃতি কোথায়? ॥ ৮২, ৮৩, ৮৪ ॥

(শিষ্যের প্রবেশ)

শিষ্য।—ভগবন্! এই যে আমরা ॥ ৮৫ ॥

কাশ্যপ।—তোমার ভগিনীকে পথ দেখাইয়া দাও ॥ ৮৬ ॥

শার্ঙ্গরব।—এই দিকে এস ভদ্রে! ॥ ৮৭ ॥

(সকলের পরিক্রমণ) ॥ ৮৮ ॥

কাশ্যপ।—"হে সন্নিহিত তরুগণ! তোমাদিগকে জলসেচন না করিয়া, যিনি কদাচ জলপান করিতেন না, যিনি ভূষণপ্রিয়া হইয়াও, স্নেহবশতঃ কদাচ তোমাদের পল্লব-ভঙ্গ করিতেন না, তোমাদের কুসুম প্রসবের সময় উপস্থিত হইলে, যাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না, অদ্য সেই শকুন্তলা পতিগৃহে যাইতেছেন, তোমরা সকলে অনুমোদন কর।" (বিদ্যাসাগর) ॥ ৮৯ ॥

সখীরা সমকণ্ঠে কহিল—সখি! স্নান করিয়া বসিয়া আছিস্? তোর আজকার এই প্রাতঃস্নান জীবনের স্নুখ-স্নানে পর্য্যবসিত হোক, সুখে থাক্। শকুন্তলা হাতে ধরিয়া সখীদের আরও কাছে বসাইল। সখীদ্বয়—শকুন্তলাকে যখন সোজা হইয়া বসিতে বলিল, সাজগোছ করিয়া দিবে, তখন শকুন্তলার চোখ ফাটিয়া জল আসিল। জীবনে এ দিন ত আর আসিবে না, তোরা আর সাজাইতে আসিবি না,—বলিতে বলিতে অশ্রুরুদ্ধ-কণ্ঠী শকুন্তলা মাথা নীচু করিল। অতি কষ্টে সখীরা অশ্রু সংবরণ করিল বটে, কিন্তু তাহাদেরও কণ্ঠ কাঁপিতে লাগিল,—স্বহস্তে তাহারা শকুন্তলার চোখ মুছাইয়া দিল। এতদিন ত এমন করিয়া তাহারা শকুন্তলাকে দেখে নাই। আজ সাজাইতে বসিয়া দেখিল—বিধাতা যেন তাঁহার ভাণ্ডারের সমস্ত রূপ দিয়া উহাকে গঠন করিয়াছেন, অত রূপ যে শকুন্তলার দেহে, ইহা এতদিন সখীরা ঠাহর করিতেই পারে নাই। এত রূপ, এমন গঠন, এমন আকৃতি, যদি সত্যিকার গহনাগাটিতে সাজানো যাইত, না জানি দেখিতে কত মনোহরই

(কোকিলরবং সূচয়িত্বা)

অনুমত-গমনা শকুন্তলা
তরুভিরিয়ং বন-বাস-বন্ধুভিঃ।
পরভৃতবিরুতং কলং যথা
প্রতিবচনীকৃতমেভিরীদৃশম্ ॥ ॥ ৮৯-ক ॥

(আকাশে)

* রম্যান্তরঃ কমলিনী-হরিতৈঃ সরোভিশ্ছায়াদ্রুমৈর্নিয়মিতার্ক-ময়ূখ-তাপঃ।
ভূয়াৎ কুশেশয়-রজো-মৃদুরেণুরস্যাঃ শান্তানুকূল-পবনশ্চ শিবশ্চ পন্থাঃ ॥ ॥ ৮৯-খ ॥
(সর্ব্বে সবিস্ময়ম্ আকর্ণয়ন্তি) ॥ ৯০ ॥

গৌতমী।— জাদে, ণাদি-জণ-সিণিদ্ধাহিং অণুণ্ণাত-গমণা সি তবোবণ-দেবদাহিং। পণম ভঅবদীণং ॥ ৯১ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—জাতে. জ্ঞাতিজন-স্নিগ্ধাভিঃ অনুজ্ঞাত-গমনাসি তপোবন-দেবতাভিঃ। প্রণম ভগবতীঃ ॥৯১॥

বঙ্গার্থ।—(কোকিল-কূজন শ্রবণপূর্ব্বক)

এই যে একত্র বনে বাস করা নিবন্ধন শকুন্তলার পরম বন্ধু তরুগণ, প্রসন্নচিত্তে শকুন্তলাকে গমনের অনুমতি প্রদান করিতেছে। আমি উহাদের অনুমোদন প্রার্থনা করিয়াছিলাম,—উহারা এই মধুর কোকিল-কূজনের দ্বারা আমার কথার প্রত্যুত্তর দিতেছে ॥ ৮৯-ক ॥

(আকাশে দৈববাণী)

আজ শকুন্তলার গমনের পথ সর্ব্বতোভাবে সুখকর ও মঙ্গলময় হউক;—মাঝে মাঝে সেই পথের ধারে সরোবর এবং তাহা প্রস্ফুটিত কমলদলে পরিপূর্ণ ও হরিদ্বর্ণে পরিশোভিত হউক, শকুন্তলার গমন-পথ ছায়া-প্রধান তরুরাজিতে আবৃত হইয়া প্রখর সৌরকরতাপ নিবারণ করুক এবং কমলের পরাগরাশির ন্যায় ঐ পথের ধূলি সুখস্পর্শ এবং সুকোমল হউক। আজ ধীর সমীর অনুকূলভাবে প্রবাহিত হইয়া শকুন্তলার গমনপথ সর্ব্বাংশে সুখময় ও মঙ্গলময় করিয়া তুলুক ॥ ৮৯-খ ॥

(সবাই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া শুনিতে লাগিলেন) ॥৯০॥

গৌতমী।—বাছা শকুন্তলে! স্বজনের ন্যায় স্নেহময়ী তপোবন-দেবতারাও, ঐ শোন, তোমাকে পতিগৃহগমনে অনুমতি দান করিতেছেন। মা, দেবীদিগকে প্রণাম কর ॥ ৯১ ॥

হইত! কিন্তু সে সম্ভাবনা ত নাই;—সখীরা ফুলের গহনার পেট্‌রাটি লইয়া বড়ই ক্ষুণ্ণমনে সাজাইতে বসিল। এত রূপে ও সব গহনায় ত শ্রীর বৃদ্ধি হইবে না, অপমান হইবে,—ভাবিয়া তাহাদের চোখে জল আসিল। গৌতমী একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন,—সখীদের ও শকুন্তলার মুখচ্ছবি দেখিতে দেখিতে যেন তন্ময় হইয়া গিয়াছেন; এমন সময়ে দুইটি ঋষিবালক আসিয়া একটা পাতার পেটিকা দিল ও কহিল—তপোবন-তরু হইতে ফুল তুলিতে গিয়া এই কাপড় ও এই গহনাগুলি পাইয়াছি, মায় তরল আল্‌তা পর্য্যন্ত। সবাই বিস্ময়-পুরিত-নয়নে দেখিতে লাগিলেন। যে যাত্রার প্রারম্ভেই এত শুভ চিহ্ন, তাহার পরিণাম যে অনন্ত সুখময়, সখীরা শকুন্তলাকে তাহা বুঝাইয়া দিল। আজ কণ্বদুহিতা,—মেনকার পরিত্যক্তা ও পক্ষীর পালিতা, শেষে কণ্ব কর্ত্তৃক পরিগৃহীতা এবং পরিবর্দ্ধিতা শকুন্তলার জন্য বনস্পতিগণ পর্য্যন্ত সজীব হইয়া সেবায় উদ্যত, চেতনাচেতন সকলেই শকুন্তলার জন্য উৎকণ্ঠিত, তাহাকে রাজরাণীর মত পাঠাইবার নিমিত্ত ব্যস্ত। বনদেবতারা স্বয়ং তরুপল্লবে আবির্ভূত হইয়া স্বহস্তে শকুন্তলার অলঙ্কার বর্ষণ করিয়াছেন। বনবাসিনীকে তাঁহারা যে কত ভালোবাসেন,—কত স্নেহের চক্ষে দেখেন,—ইহা তাহারই প্রমাণ। সখীরাও গহনা দেখিয়াই অবাক্। এত গহনা ত তারা জীবনেও দেখে নাই বা নামও জানে না। কোন্ অঙ্গে কি পরাইতে হয়, তাহাই বা কে দেখাইয়া দিবে? বৃদ্ধা তাপসী গৌতমী পিসী,—একেবারে সেকেলে, তিনি জানেন ফুল-বেলপাতা, সমিধ্-কুশ, আশ্রমমৃগ, অতিথি-অভ্যাগত, আর সর্ব্বোপরি ভ্রাতা কণ্ব, ইহার বেশী তাঁহার জ্ঞান নাই, প্রয়োজনও নাই। তিনি চাহিয়া আছেন,—আর যাঁহার তপঃপ্রভাবে বনস্পতিগণের পর্য্যন্ত এই শকুন্তলা-সেবা,—তাঁহার কথা,—সেই স্নেহের সাগর জীবন্মুক্ত কণ্বের কথা ভাবিতেছেন।

শকুন্তলা।— (সপ্রণামং পরিক্রম্য জনান্তিকম্) হলা পিঅংবদে, ণং অজ্জউত্তদংসন অণুসুয়াআএ বি অস্সমং পরিচ্চঅন্তীএ দুক্খেন মে চলণা পুরদো পবট্টন্তি ॥ ৯২ ॥

প্রিয়ংবদা।— ণ কেঅলং তবোবণ-বিরহ-কাদরা সহী এব্ব। তুএ উবট্ঠিদ-বিওঅস্স তবোবণস্স বি দাব সমবত্থা দীসই।

উগ্গলিঅ-দব্ভ-কঅলা মআ পরিচ্চত্ত-ণচ্চণা মোরা।
ওসরিঅপণ্ডুপত্তা মুঅন্তি অস্সূ বিঅ লদাও ॥ ॥ ৯৩ ॥

শকুন্তলা।— (স্মৃত্বা) তাদ, লদাবহিণিঅং বণজোসিণিং দাব আমন্তইস্সম্ ॥ ৯৪ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—হলা প্রিয়ংবদে! নমু আর্য্যপুত্রদর্শনোৎসুকায়াঃ অপি আশ্রমং পরিত্যজন্ত্যাঃ দুঃখেন মে চরণৌ পুরতঃ প্রবর্ত্তেতে ॥ ৯২ ॥

ন কেবলং তপোবন-বিরহ-কাতরা সখী এব। ত্বয়া উপস্থিত-বিয়োগস্য তপোবনস্য অপি সমবস্থা দৃশ্যতে।

উদ্গলিত-দর্ভ-কবলাঃ মৃগাঃ পরিত্যক্তনর্ত্তনাঃ ময়ূরাঃ।
অপসৃত-পাণ্ডুপত্রাঃ মুঞ্চন্তি অশ্রূণি ইব লতাঃ ॥ ৯৩ ॥

তাত! লতাভগিনীং বনজ্যোৎস্নাং তাবৎ আমন্ত্রয়িষ্যে ॥ ৯৪ ॥

বঙ্গার্থ।—শকুন্তলা।—(প্রণতিপূর্ব্বক দুই এক পদ অগ্রসর হইয়া) সখি প্রিয়ংবদে! আর্য্যপুত্রকে দেখিবার নিমিত্ত যদিও আমার প্রাণ অস্থির হইয়াছে, কিন্তু আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া যাইতে আমার পা আর উঠিতেছে না, চলিতে চাহিতেছে না ॥ ৯২ ॥

প্রিয়ংবদা।—সখি! তুমিই যে কেবল তপোবন-পরিত্যাগের দুঃখে কাতর হইয়াছ,—তাহা নহে, আজ তোমার বিরহ-স্মরণে তপোবনেরও কি দশা ঘটিয়াছে,—একবার চাহিয়া দেখ। মৃগকুলের মুখ হইতে অর্দ্ধচর্ব্বিত কুশ আপনিই পড়িয়া যাইতেছে, ময়ূরগণ চিরপরিচিত নৃত্য পরিত্যাগ করিয়াছে। লতারাজি হইতে পাণ্ডুবর্ণের পাতাগুলি খসিয়া পড়িতেছে, তাহাতে মনে হইতেছে যেন—তাহারাও তোমার বিচ্ছেদ দুঃখে অশ্রুবর্ষণ করিতেছে ॥৯৩॥

শকুন্তলা।—(মনে পড়ায় যেন) পিতঃ, আমার লতাভগিনী বনজ্যোৎস্নাকে একবার অভিবাদন করিয়া আসি ॥৯৪॥

স্নেহের বন্ধন, স্নেহের প্রতাপ যে কত বড় অলঙ্ঘ্য, নিরাশী, যতাত্মা কথের প্রভাব-প্রসূত এই অলঙ্কার দান তাহার অমোঘ প্রমাণ।

সখীরা চিত্র-বিদ্যায় পারদর্শিনী. অলঙ্কার-পরিশোভিত অনেক সুকুমার ছবিও তাহারা দেখিয়াছে;—তাই—সেই সংস্কারে,—চিত্রিত মূর্ত্তির গাত্রে আভরণ-বিন্যাসের স্মরণে শকুন্তলাকে তাহারা সাজাইয়া দিল।

কবি—চিরদিনই স্বভাবসুন্দরীর প্রিয়সেবক। যাহা স্বভাবে নাই, তিনি তাহার ছায়াও মাড়ান না। তাঁহার বসন্ত-কুসুম-ভর-নতাঙ্গী উমাকে দেখিয়াছি, তাঁহার 'পর্য্যাপ্ত-পুষ্প-স্তবকাবনম্রা' গৌরীর লাবণ্যে জগৎকে একদিন উদ্ভাসিত হইতে দেখিয়াছি, তাঁহার আর্ত্তব প্রসূন-সন্নদ্ধা কানবধূ রতিকে দেখিয়াছি, তাঁহার লতা-প্রতানে উদ্গ্রথিত-কেশ ক্ষিতীশ্বর দিলীপকে দেখিয়া একদিন বিস্মিত হইয়াছি, আবার আজও 'আশ্রম-সুলভ' বন-লতা, বন-ফুলের অলঙ্কার-সম্ভারসহ তাঁহার অনসূয়া-প্রিয়ংবদাকে দেখিলাম। প্রকৃতির মর্য্যাদা রক্ষা, প্রকৃতির সেবা তাঁহার সর্ব্বাগ্রে, পরে কৃত্রিম বেশভূষার আদর। এতদিন শকুন্তলাকে তিনি, প্রকৃতির অকৃত্রিম সজ্জায় সাজাইয়া আসিয়াছেন। আজও যদি কণ্ব-তপোবন হইতে শকুন্তলা তপোবনান্তরে যাইত, তবে হয় ত, এই সকল কৃত্রিম ভূষার প্রয়োজনই হইত না। কিন্তু সে যাইতেছে আজ লোকালয়ে,—রাজবাড়ীতে, কৃত্রিমতার লক্ষবেষ্টনে যে পুরী পরিবেষ্টিত, সেই পুরীতে সে আজ যাইবে,—আসল তাপসীভাবের পরিবর্ত্তে তাহাকে রাজান্তঃপুরের ভাবে, দেবীভাবের পরিবর্ত্তে মানবীভাবে পরিবর্ত্তিত হইতে হইবে, তাই এই নকল সাজ-সজ্জার আবশ্যকতা ॥ ৫৪—৭৪ ॥

তাৎপর্য্য।—উল্লসিত-যৌবনা কন্যা শকুন্তলার দুর্দ্দৈব-প্রশমনের জন্য,—কেন যথাসময়ে উপযুক্ত বর জুটিতেছে না,—তাহার প্রতিবিধানের জন্য, মহর্ষি কণ্ব সুদূর সোমতীর্থে শান্তি-স্বস্ত্যয়নের উদ্দেশ্যে গিয়াছিলেন, গত রাত্রিতে আশ্রমে ফিরিয়াই দৈববাণীর মুখে সমস্ত শুনিয়াছেন,—তাঁহার অনুপস্থিতিকালে শকুন্তলা নিজেই তাহার বর সংগ্রহ করিয়া লইয়াছে, এবং শুধু তাহাই নহে, গর্ভবতী পর্য্যন্ত হইয়াছে,—জানিতে পারিয়াছেন, এবং যেমন জানিয়াছেন,

কাশ্যপঃ।— অবৈমি তে তস্যাং সোদর্য্য-স্নেহম্। ইয়ং তাবদ্ দক্ষিণেন ॥ ৯৫ ॥

শকুন্তলা।— (লতামুপেত্য) বণজোসিণি চূদ-সংগদা বি মং পচ্চালিঙ্গ ইদো গদাহিং সাহাবাহাহিং। অজ্জপ্পহুই দূরপরিবট্টিণী দে ভবিস্সম্। ॥ ৯৬ ॥

কাশ্যপঃ।— সংকল্পিতং প্রথমমেব ময়া তবার্থে ভর্ত্তারমাত্মসদৃশং সুকৃতৈর্গতা ত্বম্। চূতেন সংশ্রিতবতী নবমালিকেয়ম্ অস্যামহং ত্বয়ি চ সম্প্রতি বীত-চিন্তঃ ॥ ইতঃ পন্থানং প্রতিপদ্যস্ব— ॥ ৯৭ ॥

শকুন্তলা।— (সখ্যৌ প্রতি) হলা এসা দুবেণং বো হত্থে ণিক্খেবো ॥ ৯৭-ক ॥

উভে।— অঅং জণো কস্স হত্থে সমপ্পিদো। (বাষ্পং বিহবতঃ) ॥ ৯৮ ॥

কাশ্যপঃ।— অনসূয়ে! অলং রুদিত্বা। নন্বু ভবতীভ্যামেব স্থিরীকর্ত্তব্যা শকুন্তলা (সর্ব্বে পরিক্রামন্তি)। ॥ ৯৯ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—বনজ্যোৎস্নে! চূত-সঙ্গতা অপি মাং প্রত্যালিঙ্গ ইতোগতৈঃ শাখাবাহুভিঃ। অদ্য-প্রভৃতি দূর-পরিবর্ত্তিনী তে ভবিষ্যামি ॥ ৯৬ ॥

হলা, এষা দ্বয়োর্ব্বাং হস্তে নিক্ষেপঃ ॥ ৯৭-ক ॥

অয়ং জনঃ কস্য হস্তে সমর্পিতঃ ॥ ৯৮ ॥

বঙ্গার্থ।—কাশ্যপ।—জানি মা, তাহাকে তুমি ভগিনীর মতই ভালোবাসো বটে,—জানি, এই দক্ষিণদিকে সেই লতা ॥ ৯৫ ॥

শকুন্তলা।—(লতাটিকে তুলিয়া ধরিয়া) বনতোষিণি! (বনজ্যোৎস্নে! বা) তুমি তোমার অভীষ্ট সহকারতরুর সহিত মিলিত হইয়াছ বটে, তবুও একবার ক্ষণেকের জন্য, তোমার শাখারূপ বাহু এই দিকে প্রসারিত করিয়া আমাকে আলিঙ্গন কর। আজ হ'তে আমি তোমাকে ছাড়িয়া বহুদূরে চলিলাম ॥ ৯৬ ॥

কাশ্যপ।—মা শকুন্তলে। আমি প্রথম হইতে তোমার জন্য যেরূপ ভাবিয়াছিলাম, নিজের পুণ্যবলে, তুমি, আমার সঙ্কল্পানুরূপ সেই প্রকার পতি লাভ করিয়াছ, আর এই নবমালিকা লতাও সহকারতরুকে আশ্রয় করিয়াছে;—সুতরাং মা, এই লতা এবং তুমি, তোমাদেব উভয়ের সম্বন্ধেই আমি এখন নিশ্চিন্ত হইলাম। এই দিকে পথ, অগ্রসব হও ॥ ৯৭ ॥

শকুন্তলা।—(সখীদ্বয়ের প্রতি) সখি! তোমাদের দু'জনের হাতে এই লতাকে দিয়ে গেলাম ॥ ৯৭-ক ॥

সখীদ্বয়।—আমাদিগকে কা'র হাতে দিয়ে যাচ্ছ? (অশ্রুবর্ষণ) ॥ ৯৮ ॥

কাশ্যপ।—অনসূয়ে! কেঁদে লাভ কি? কেঁদো না। তোমরাই না শকুন্তলাকে স্থির করবে? (সকলের পরিক্রমণ) ॥ ৯৯ ॥

অমনি ঠিক করিয়া ফেলিয়াছেন যে,—না, আর তাহাকে আশ্রমে রাখা নয়, যাহার বস্তু, তাহাকে গছাইয়া দেওয়াই সঙ্গত, তাই সব বন্দোবস্ত করিয়াছেন। অন্যান্য আশ্রম হইতে তাপসীরা আসিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। সখীদ্বয় মনের মতন করিয়া শকুন্তলাকে সাজাইয়া দিয়াছে.—মালিনীতটের সেই পুণ্যাশ্রমে, পতিগৃহগমনোন্মুখী শকুন্তলাকে লইয়া আর্য্যা গৌতমী এবং অনসূয়া-প্রিয়ংবদা বসিয়া আছেন। আশে-পাশে আশ্রমের চির-পরিচিত ও চিরাদৃত মৃগ-মৃগী, ময়ূর-ময়ূরী প্রভৃতি নীরবে তাঁহাদের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, ব্যাপার কি, কিছুই তাহারা ভালো করিয়া বুঝিতে পারিতেছে না। দুষ্যন্তের রাজধানী অনেক দূরে,—অনেক গিরি, অনেক নদ-নদী, বন-জঙ্গল অতিক্রম করিয়া তথায় যাইতে হইবে,—তাই দুইজন শিষ্য—শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত সঙ্গে যাইতেছেন,—ভালো দেখায় না, আচার-বিরুদ্ধও বটে,—তাই শুধু শিষ্যের সহিত নহে, গৌতমীকেও কণ্ব সঙ্গে পাঠাইতেছেন। সকলেই বসিয়া আছেন, মুখে কথাটিও নাই। যেন কার অপেক্ষায় তাঁহারা উদ্‌গ্রীব। এমন সময়ে সজল-নয়নে কণ্ব তথায় উপস্থিত হইলেন।

সংসার-বিরক্ত, চিরকুমার ঋষি তিনি, চিরদিন অধ্যাত্মচিন্তার অমৃত-হ্রদে নিমগ্ন মহাপুরুষ তিনি,—দয়ার প্রস্রবণ তিনি,—আজ জটিল সংসারের মলিন ছায়াস্পর্শে যেন কেমন একটু বিমনা হইয়া পড়িয়াছেন। এরূপ আপদে ত আর

শকুন্তলা।— তাদ এসা উড়অপজ্জন্তচারিণী গব্ভমন্থরা মঅবহূ জদা অণঘপ্পসবা হোই তদা মে কং বি পিঅণিবেদইত্তঅং বিসজ্জইস্সসি ॥ ১০০ ॥

কাশ্যপঃ।— বৎসে! নেদং বিস্মরিষ্যামঃ। ॥ ১০১ ॥

শকুন্তলা।— (গতিভঙ্গং রূপয়িত্বা) কো ণু ক্খু এসো ণিবসণে মে সজ্জই (পরাবর্ত্তেত) ॥ ১০২ ॥

কাশ্যপঃ।— বৎসে!—

যস্য ত্বয়া ব্রণবিরোপণমিঙ্গুদীনাং তৈলং ন্যষিচ্যত মুখে কুশসূচিবিদ্ধে।
শ্যামাকমুষ্টিপরিবর্দ্ধিতকো জহাতি সোঽয়ং ন পুত্র-কৃতকঃ পদবীং মৃগস্তে ॥ ॥ ১০৩ ॥

শকুন্তলা।— বচ্ছ, কিং সহবাসপরিচ্চাইণিং মং অণুসরসি। অচিরপ্পসূদাএ জণণীএ বিণা বিবড্ঢিদো এব্ব। দাণিং বি মএ বিরহিদং তুমং তাদো চিন্তইস্সদি। ণিবত্তেহি দাব। (রুদতী প্রস্থিতা) ॥ ১০৪ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—তাত! এষা উটজ-পর্য্যন্ত-চারিণী গর্ভমন্থরা মৃগবধূঃ যদা অনঘপ্রসবা ভবতি, তদা কম্ অপি প্রিয়নিবেদয়িতারং বিসৃজসি ॥ ১০০ ॥

কঃ নু খলু এষঃ নিবসনে মে সজ্জতি ॥ ১০২ ॥

বৎস! কিং সহবাস-পরিত্যাগিনীং মাং অনুসরসি? অচিরপ্রসূতয়া জনন্যা বিনা বিবর্দ্ধিতঃ এব। ইদানীম্ অপি ময়া বিরহিতং ত্বাং তাতঃ চিন্তয়িষ্যতি। নিবর্ত্তস্ব তাবৎ ॥ ১০৪ ॥

বঙ্গার্থ।—শকুন্তলা।—পিতঃ! এই মৃগবধূটি গর্ভভরে এতই অলস হইয়াছে যে, পর্ণশালার ধারে ধারেই ঘুরে বেড়ায়, দূরে যেতে পারে না, এর যখন একটি সুসন্তান হবে,—আমাকে খবর দিতে ভুলবেন না। কাহাকেও পাঠিয়ে দেবেন ॥ ১০০ ॥

কাশ্যপ।—মা, এ কথাটা ভুলবো না ॥ ১০১ ॥

শকুন্তলা।—(গমনে বাধা পেয়েই যেন) আমার পরিধেয় বসনে এসে কে এ জড়িয়ে যাচ্ছে? (ফিরিয়া দাঁড়াইলেন) ॥ ১০২ ॥

কাশ্যপ।—বৎসে! যে মৃগশিশুর মুখ সুতীক্ষ্ণ কুশাগ্রে ক্ষত-বিক্ষত হইলে, তুমি স্বহস্তে ইঙ্গুদীফলের তৈল লেপনের দ্বারা তাহা প্রশমিত করিতে, এবং মুঠো মুঠো শ্যামা-ধান্যের শিষ খাইয়ে খাইয়ে যাহাকে তুমি বাঁচিয়ে-ছিলে, যাকে তুমি পুত্রের মত দেখ্তে, সেই মৃগ এসে পথ আট্‌কিয়ে দাঁড়িয়েছে, কিছুতেই সর্‌ছে না ॥ ১০৩ ॥

শকুন্তলা।—বাছা! আর কেন? আজ তোদের সংসর্গ চিরদিনের মত ছেড়ে যাচ্ছি, আমার অনুসরণে আর লাভ কি? প্রসবের পরেই তোর মা মরিয়া যাওয়ায় মাতৃহীন তোকে আমি মানুষ করেছিলুম। আজ আমিও চল্লুম,—পিতৃদেব তোকে দেখ্‌বেন।

[কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান ॥ ১০৪ ॥

কখনো তিনি পড়েন নাই। এমন আকর্ষণের শত বেষ্টনীতে ত আর কখনো তাঁহাকে আবেষ্টিত করে নাই, যতই বলিষ্ঠ-হৃদয় মহাত্মা তিনি হন্ না কেন,—একটু বিচলিত হইতে হইয়াছে। পারেন নাই,—শকুন্তলাকে বিদায় দিতে হইবে,—আজ ছাড়িতে হইবে—চিন্তায় স্থির থাকিতে পারেন নাই,—তাঁহার গম্ভীর মুখচ্ছবির গাম্ভীর্য্য আজ যেন শতগুণ বাড়িয়াছে,—অগ্ন্যুৎপাতের পূর্ব্বমুহূর্ত্তবর্ত্তী অন্তরুদ্ধতবহ্নি আগ্নেয়-গিরির ন্যায় মহর্ষি কণ্ব ধীর প্রশান্তমূর্ত্তিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আগমনে সেই বিদায়ক্ষেত্রের গাম্ভীর্য্য আরও বর্দ্ধিত হইল, নিস্তব্ধতা যেন শরীর পরিগ্রহপূর্ব্বক আসিয়া তথায় অধিষ্ঠান করিল। যে উৎকণ্ঠার হাত হইতে নিস্তার-লাভের জন্য মনীষীরা সংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক গহন অরণ্যে আশ্রয় লইয়া থাকেন, আজ সেই উৎকণ্ঠার বৃশ্চিক-দংশনে কণ্বের—সর্ব্বত্যাগী মহর্ষির হৃদয় অস্থির হইয়াছে। চক্ষুঃ অশ্রুজড়, কণ্ঠ অন্তরবরুদ্ধ বাষ্পভরে স্তম্ভিত;—জীবনে এমন দশায় আর তিনি পড়েন নাই। মনে কত কি জাগিতেছে। সেই বনমধ্যে পরিত্যক্তা, পক্ষি-পরিপালিতা শিশুকে বুকে করিয়া আশ্রমে আনা, এতদিন চোখেচোখে রাখা, হাতে করিয়া গড়িয়া তোলা,—স্নেহের প্রতিমূর্ত্তি করিয়া তোলা,—আশ্রমের ভার, অতিথি-সৎকারের ভার ন্যস্ত করিয়া

কাশ্যপঃ।— উৎপক্ষ্মণোর্নয়নয়োরুপরুদ্ধবৃত্তিং বাষ্পং কুরু স্থিরতয়া বিরতানুবন্ধম্।
অস্মিন্নলক্ষিত-নতোন্নত-ভূবিভাগে মার্গে পদানি খলু তে বিষমীভবন্তি॥ ॥ ১০৫ ॥

শার্ঙ্গরব।— ভগবন্! উদকান্তং স্নিগ্ধো জনঃ অনুগন্তব্যঃ ইতি শ্রূয়তে। তদিদং সরস্তীরম্, অত্র সন্দিশ্য প্রতিগন্তুম্ অর্হসি। ॥ ১০৬ ॥

কাশ্যপঃ।— তেন হি ইমাং ক্ষীরবৃক্ষচ্ছায়ামাশ্রয়ামঃ।
(সর্ব্বে পরিক্রম্য স্থিতাঃ) ॥ ১০৭ ॥

কাশ্যপঃ।— (আত্মগতম্) কিং নু খলু তত্রভবতো দুষ্যন্তস্য যুক্তরূপমস্মাভিঃ সন্দেষ্টব্যম্ (চিন্তয়তি) ॥ ১০৮ ॥

শকুন্তলা।— (জনান্তিকম্) হলা পেক্খ—ণলিণীপত্তন্তরিঅং বি সহঅরং অদেক্খন্তী আদুরা চক্কবাই আরড়ই। দুক্করং অহং করেমি। ॥ ১০৯ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—হলা, পশ্য,—নলিনী-পত্রান্তরিতম্ অপি সহচরম্ অপশ্যন্তী আতুরা চক্রবাকী আরটতি। দুষ্করম্ অহং করোমি ॥ ১০৯ ॥

বঙ্গার্থ।—কাশ্যপ।—শকুন্তলে, অশ্রুভরে তোমার চোখের পাতা আড়ষ্ট হইয়াছে, কিছুই দেখিতে পাইতেছ না, নয়নজল সংবরণ কর; নতুবা এই উঁচু-নীচু পথে প্রতিপদেই তোমার পদস্খলনের সম্ভাবনা; পথ বড়ই বিষম ॥ ১০৫ ॥

শার্ঙ্গরব।—ভগবন্! শাস্ত্রে আছে—জল পর্য্যন্ত প্রিয়জনের অনুগমন করাই বিধেয়, তা' এই ত সরোবরের তীর, এখানে দাঁড়িয়ে,—যা' বল্‌বার ব'লে ফিরে গেলে হয় না? ॥ ১০৬ ॥

কাশ্যপ।—তা হ'লে এস,—এই বটবৃক্ষের ছায়ায় গিয়া আমরা দাঁড়াই।
(সকলের তথায় গমন ও স্থিতি) ॥ ১০৭ ॥

কাশ্যপ।—(আত্মগত) সেই রাজাধিরাজ দুষ্যন্তের উপযুক্ত কি কথা বলা যেতে পারে? (চিন্তা করিতে লাগিলেন) ॥ ১০৮॥

শকুন্তলা।—(জনান্তিকে) ভলো, একবার চেয়ে দেখ্, সখি চক্রবাক একটু কমল-পত্রের আড়ালে গিয়াছে, তাই তাকে না দেখ্‌তে পেয়ে চক্রবাকী কিরূপ কাতর হয়ে পড়েছে এবং কত আর্ত্তনাদ কর্চ্ছে! উঃ,—আমি কি ঘোর অপকর্ম্মই না কর্চ্ছি? কতদিন প্রিয়তমকে ছেড়ে আছি! ॥ ১০৯ ॥

নিশ্চিন্তহৃদয়ে দেশ-দেশান্তরে,—কত তীর্থে, কত আশ্রমান্তরে যাওয়া,—নিস্তরঙ্গ হৃদয়ে স্নেহের তরঙ্গ উঠা,—কত কি আজ বিদায়কালে কণ্বের মনে জাগিতেছে। সংসার বিরক্ত ঋষি তিনি, পালিত কন্যার বিদায়কালে তাঁহারই যখন এই দশা, এতটা বৈমনস্য, তখন সংসারবিমুগ্ধ গৃহী যাঁরা, দুহিতার নববিচ্ছেদে তাঁহাদের চিত্ত, না জানি, কতটা ব্যথিত হয়,—ভাবিয়া দয়াময় ঋষির দয়ার্দ্র হৃদয় অধিকতর কাতর হইয়া পড়িতেছে। এতদিনে তাঁহার আদরিণী শকুন্তলা পতিগৃহে,—ভারতেশ্বরের গৃহে রাজরাণী হইতে যাইতেছে ভাবিয়া তাঁহার নয়ন আনন্দাশ্রুতে পরিপূর্ণ হইতেছে, এতদিনে তাঁহার শকুন্তলা সত্যই ছাড়িয়া চলিল ভাবিয়া তাঁহার নয়ন বিষাদবাষ্পে ভরিয়া উঠিতেছে,—কিছুতেই তিনি দরবিগলিত অশ্রু সংবরণ করিতে পারিতেছেন না। শকুন্তলা তাঁহার পাদবন্দনা করিলেন। কণ্বের কম্পিত, কণ্ঠ হইতে আশীর্ব্বচন উদীরিত হইল। শকুন্তলা যাত্রা করিলেন, সঙ্গে গৌতমী ও শার্ঙ্গরব এবং শারদ্বত নামে দুইজন শিষ্য। শকুন্তলার যাত্রা আরম্ভ হইতেই তরুশিরে কোকিলগণ করুণ কূজন করিয়া উঠিল। গৌতমী অমনিই কহিলেন—'বাছা! বনদেবতারা তোমাকে বড়ই ভালোবাসেন, ঐ শুন, কোকিলকূজনচ্ছলে, তাঁহারা তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, প্রণাম কর।'—প্রণাম করিয়া শকুন্তলা চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন; তপোবনের তদানীন্তন বিষাদপূর্ণ মূর্ত্তি দর্শনে বালিকার প্রাণে বড়ই ব্যথা লাগিল; দেখিলেন—হরিণগণ আহার-বিহারে পরাঙ্মুখ হইয়া স্থিরনেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে, তাহাদের মুখের গ্রাস মুখ হইতে পড়িল [illegible] কোকিলগণ রসাল-মুকুলের রসাস্বাদে বিমু[illegible] রহিয়াছে।

অনসূয়া।— সহি মা এব্বং মন্তিঅ—

এসা বি পিএণ বিনা গমেই রঅণিং বিসাঅদীহঅরম্।
গরুঅং বি বিরহদুক্খং আসাবন্ধো সহাবেই ॥ ॥ ১১০ ॥

কাশ্যপঃ।— শার্ঙ্গরব! ইতি ত্বয়া মদ্বচনাৎ স রাজা শকুন্তলাং পুরস্কৃত্য বক্তব্যঃ ॥ ১১১ ॥

শার্ঙ্গরবঃ।— আজ্ঞাপয়তু ভগবান্। ॥ ১১২ ॥

কাশ্যপঃ।— অস্মান্ সাধু বিচিন্ত্য সংযম-ধনানুচ্চৈঃ কুলং চাত্মন-
স্ত্বয্যস্যাঃ কথমপ্যবান্ধবকৃতাং স্নেহ-প্রবৃত্তিং চ তাম্।
সামান্য-প্রতিপত্তিপূর্ব্বকমিয়ং দারেষু দৃশ্যা ত্বয়া
ভাগ্যায়ত্তমতঃ পরং ন খলু তদ্বাচ্যং বধূবন্ধুভিঃ ॥ ॥ ১১৩ ॥

শার্ঙ্গরবঃ।— সুগৃহীতঃ সন্দেশঃ। ॥ ১১৪ ॥

কাশ্যপঃ।— বৎসে! ত্বমিদানীমনুশাসনীয়াসি। বনৌকসোঽপি সন্তো লৌকিকজ্ঞা বয়ম্ ॥ ১১৫ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—সখি, মা এবং মন্ত্রয়িত্বা—
এষাপি প্রিয়েণ বিনা গময়তি রজনীং বিষাদ-দীর্ঘতরাম্।
গুরুকম্ অপি বিরহদুঃখম্ আশাবন্ধঃ সাহয়তি ॥ ১১০ ॥

বঙ্গার্থ।—অনসূয়া।—সখি! ও কথা বলিস্ নে—
এই চক্রবাকীও ত প্রিয়তম চক্রবাককে ছেড়ে, বিরহে—শত রজনীর মত দীর্ঘ রজনী কত কষ্টে কাটিয়ে থাকে। নিরবচ্ছিন্ন মিলন ত ইহার ভাগ্যেও ঘটে না! ভাই! বিরহের দুঃখ যতই দুঃসহ হোক্ না কেন, মিলনের আশায় তাহা সহিতে হয়, স'য়ে থাকে ॥ ১১০ ॥

কাশ্যপ।—শার্ঙ্গরব! শকুন্তলাকে সম্মুখে দাঁড় করাইয়া,—আমার অভিপ্রায়মতে, তুমি সেই রাজাকে এই কথাগুলি বলিবে ॥ ১১১ ॥

শার্ঙ্গরব।—ভগবন্! আদেশ করুন ॥ ১ ২ ॥

কাশ্যপ।—বলিবে—"আমরা বনবাসী, তপস্যায় কালযাপন করি, তুমিও অতি প্রধান বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ; আর শকুন্তলা বন্ধুবর্গের অগোচরে স্বেচ্ছাক্রমে তোমাতে অনুরাগিণী হইয়াছে; এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া, অন্যান্য সহধর্ম্মিণীর ন্যায়, শকুন্তলাতেও স্নেহদৃষ্টি রাখিবে, আমাদের এই পর্য্যন্ত প্রার্থনা; ইহার অধিক ভাগ্যে থাকে—ঘটিবেক, তাহা আমাদের বলিয়া দিবার নয়।" (বিদ্যাসাগর) ॥ ১১৩ ॥

শার্ঙ্গরব।—এ সংবাদ আমি মনে গাঁথিয়া লইলাম ॥ ১১৪ ॥

কাশ্যপ।—বৎসে! এখন তোমাকেও দু' একটি উপদেশ দিব। আমরা যতই বনবাসী হই না কেন, লৌকিক ব্যাপারেও নেহাৎ অজ্ঞ নহি ॥ ১১৫ ॥

শকুন্তলার চক্ষে জল আসিল। দেখিলেন,—অদূরে তাঁহার সেই বড় যত্নের নবমালিকা, আদর করিয়া তিনি তাহার নাম রাখিয়াছিলেন,—বনজ্যোৎস্না. সে আপনিই গিয়া সমীপস্থ একটি সহকার তরুকে বেষ্টন করিয়াছিল, তাই তাহাকে স্বয়ংবর-বধূ বলিয়াও ডাকিতেন। তাড়াতাড়ি শকুন্তলা সেই বনজ্যোৎস্নার নিকটে গেলেন এবং কহিলেন,—বনজ্যোৎস্নে! তোমার শাখাবাহুর দ্বারা আজ একবার আমাকে প্রগাঢ়রূপে আলিঙ্গন কর, আজ হইতে আমি জন্মের মত তোমাদিগকে ছাড়িয়া চলিলাম, বলিতে বলিতে কণ্ঠরুদ্ধা কাঁদিয়া ফেলিলেন। এই করুণ দৃশ্যে সকলেরই চক্ষে জল আসিল। শকুন্তলা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সেই লতাটিকে ধরিয়া সখীদিগকে কহিলেন, 'তোমাদের হস্তে আমার এই বনতোষিণীকে সঁপিয়া গেলাম।' সখীরাও অশ্রুবর্ষ নয়নে উত্তর দিল—"আমাদিগকে কার হাতে সঁপিয়া চলিলে?"—কণ্ব আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, কহিলেন—"অনসূয়ে, তোমরা অমন করিলে, শকুন্তলাকে কে সান্ত্বনা দিবে!"—কহিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারও বুক বুঝি ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি যখন বলিলেন,—'মা, সেই প্রথম হইতে, যে দিন তোমাকে পাইয়াছিলাম, সেই দিন হইতে তোমার জন্য যেরূপ পাত্র মনে মনে ভাবিতাম, নিজের পুণ্যফলে, তুমি তোমার অনুরূপ ঠিক সেই প্রকার বর প্রাপ্ত হইয়াছ, আর তোমার আদরের এই নবমালিকা লতাও সহকার-তরুকে আশ্রয় করিয়াছে,—সুতরাং এখন

শার্ঙ্গরবঃ।—ন খলু ধীমতাং কশ্চিদবিষয়ো নাম। ॥ ১১৬ ॥

কাশ্যপঃ।— সা ত্বমিতঃ পতিকুলং প্রাপ্য—

শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে ভর্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং গমঃ।
ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভাগ্যেম্বনুৎসেকিনী যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো বামাঃ কুলস্যাধয়ঃ॥

কথং বা গৌতমী মন্যতে। ॥ ১১৭ ॥

গৌতমী।— এত্তিও বহূজণস্‌স উবদেসো। জাদে এদং কৃখু সব্বং ওধারেহি ॥ ১১৮ ॥

কাশ্যপঃ।— বৎসে! পরিষ্বজস্ব মাং সখীজনঞ্চ। ॥ ১১৯ ॥

শকুন্তলা।—তাদ, ইদো এব্ব কিং পিঅংবদামিস্‌সা সহীও নিবত্তিস্‌সন্তি ॥ ১২০ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—

এতাবান্ বধূজনস্য উপদেশঃ; জাতে! এতৎ খলু সর্ব্বম্ অবধারয় ॥ ১১৮ ॥

তাত! ইতঃ এব কিং প্রিয়ংবদামিশ্রাঃ সখ্যঃ নিবর্ত্তিষ্যন্তে ॥ ১২০ ॥

বঙ্গার্থ।—শার্ঙ্গরব।—যাঁহারা ধনবান্, তাঁহাদের আবার বুদ্ধির অগোচর কি থাকিতে পারে? ॥ ১১৬ ॥

কাশ্যপ।—"তুমি পতিগৃহে গিয়া গুরুজনদিগের শুশ্রূষা করিবে; সপত্নীদের সহিত প্রিয়সখীর ন্যায় ব্যবহার করিবে; পরিচারিকাদিগের প্রতি দয়াদাক্ষিণ্য-প্রকাশে কখনও কার্পণ্য করিবে না বা আপনার সৌভাগ্যের গর্ব্বে কদাচ গর্ব্বিত হইবে না। স্বামী যতই কর্কশ ব্যবহার করুন না কেন, তুমি কিন্তু কখনও ক্রোধের বশীভূতা এবং বিরুদ্ধচারিণী হইবে না। শকুন্তলে! ললনারা এইরূপ ব্যবহারের দ্বারাই ক্রমে গৃহিণীর পদে প্রতিষ্ঠিতা হইয়া থাকে; যাহারা ইহার বিপরীত ব্যবহার করে, তাহারা কুলের পীড়াস্বরূপ। এ সম্বন্ধে গৌতমী কি মনে করেন? (বিদ্যাসাগর) ॥ ১১৭ ॥

গৌতমী।—বধূদের পক্ষে এই-ই ত ঠিক্ উপদেশ। বাছা, এই কথাগুলি মনে গেঁথে রেখো ॥ ১১৮ ॥

কাশ্যপ। বৎসে! আমাকে এবং তোমার সখীদিগকে আলিঙ্গন কর ॥ ১১৯ ॥

শকুন্তলা।—তাত! প্রিয়ংবদা প্রভৃতি সখীরা কি এখান হ'তেই ফিরে যাবে? ॥ ১২০ ॥

আমি, তুমি এবং এই লতিকা, তোমাদের উভয়ের সম্বন্ধেই সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত হইলাম। তোমাদের ভাবনা আর আমার ভাবিতে হইবে না।' মহর্ষি মুখে এই কথাগুলি বলিতেছিলেন বটে, কিন্তু প্রতিক্ষণেই মনে মনে স্নেহের দুশ্ছেদ্য বন্ধনের তীব্রতা অনুভব করিতেছিলেন। এরূপ প্রসঙ্গ যত সত্বর বিরত হয়, ততই মঙ্গল। ইহার প্রসর কোন মতেই বিবেকীর কমনীয় নহে। তাই তিনি কথা আর বাড়িতে না দিয়া,—ইহার পরেই বলিলেন,—'শকুন্তলে, রওনা হও।' নবমালিকা সম্বন্ধে ঐ উক্তির পরই 'রওনা হও'—এই কথায়, কণ্বের হৃদয় যে কতদূর আন্দোলিত হইয়াছিল, তাহার কিয়ৎপরিমাণে পরিচয় পাওয়া যায়।

যাত্রাকালের এই সময়ে, কবি, এমন কতকগুলি চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন,—যদ্দ্বারা শকুন্তলার কোমল হৃদয়ের প্রতি অণুপরমাণু পর্য্যন্ত যেন দেখিতে পাইতেছি। দেখিতে পাইতেছি যে, সে হৃদয় কি স্বর্গীয় উপাদানে গঠিত, সে হৃদয় কি অপূর্ব্ব দৈব মহিমায় মহিমান্বিত, সে হৃদয়ের প্রকৃত স্বরূপ এতক্ষণে প্রকাশ পাইল। স্নেহ-মমতা ছাড়া সে হৃদয়ে যে আর কিছুই নাই, তাহা এই যাত্রাকালে ফুটিয়া বাহির হইল। শকুন্তলার প্রতি কথায়, প্রতি বর্ণে, প্রতি পাদবিক্ষেপে, সামাজিকগণ দেখিলেন যে, তাঁহার অন্তঃকরণের সমস্ত উপাদানই স্বর্গীয়, মর্ত্তের কোনরূপ মালিন্য তাহাতে নাই। কোথায় কোন্ হরিণী আসন্নপ্রসবা,—শকুন্তলার প্রাণ তাহার জন্য কাঁদিয়া উঠিল। পশুপক্ষীও তাঁহার দিকে চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। মাতৃহীন হরিণশিশু আসিয়া পায়ে পড়িয়া যখন তাঁহার গতিরোধ করিল, তখন তিনি নিরুপায় শিশুর মতন কাঁদিতে কাঁদিতে পিতা কণ্বের দিকে চাহিলেন। পার্শ্বে সরোবরে, ক্ষণকালের জন্য, চক্রবাক নলিনীপত্রের অন্তরালে ঢাকা পড়িয়াছে, আর অমনই তাহাকে না দেখিতে পাইয়া চক্রবাকী করুণকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিয়াছে,—শকুন্তলার সে দিকে দৃষ্টি পড়িল। ক্ষুদ্রপ্রাণা চক্রবাকী প্রিয়তমের তিলমাত্র অদর্শনে জগৎ অন্ধকার দেখিতেছে, আর তিনি মানুষ হইয়া এই দীর্ঘকাল প্রিয়বিরহে বাঁচিয়া আছেন! তাঁহার প্রাণ অস্থির হইল। মনস্বী কণ্ব নীরবে এ সমস্তই দেখিতেছিলেন, প্রতি

কাশ্যপঃ।— বৎসে! ইমে অপি প্রদেয়ে। ন যুক্তমনয়োস্তত্র গন্তুম্। ত্বয়া সহ গৌতমী যাস্যতি ॥ ১২১ ॥

শকুন্তলা।— (পিতরমাশ্লিষ্য) কহং দাণিং তাদস্‌স অঙ্কাদো পরিব্‌ভট্ঠা মলঅ-তরুন্মূলিদা চন্দন-লদা বিঅ দেসন্তরে জীবিদং ধারয়িস্‌সম্। ॥ ১২২ ॥

কাশ্যপঃ।— বৎসে! কিমেবং কাতরাসি?—

"অভিজনবতো ভর্তুঃ শ্লাঘ্যে স্থিতা গৃহিণীপদে বিভব-গুরুভিঃ কৃত্যৈস্তস্য প্রতিক্ষণমাকুলা।

তনয়মচিরাৎ প্রাচীবার্কং প্রসূয় চ পাবনং মম বিরহজাং ন ত্বং বৎসে শুচং গণয়িষ্যসি ॥ ১২৩ ॥

(শকুন্তলা পিতুঃ পাদয়োঃ পততি)

কাশ্যপঃ।— যদিচ্ছামি, তে তদস্তু। ॥ ১২৩-ক ॥

শকুন্তলা।—(সখ্যাবুপেত্য) হলা দুবে বি মং সমং এব্ব পরিস্‌সজহ ॥ ১২৪ ॥

সখ্যৌ।— (তথা কৃত্বা সহি! জই ণাম সো রাআ পচ্চহিণ্ণাণ-মন্থরো হোই, তদো সে ইমং অত্তণামহেঅঙ্কিঅং অঙ্গুলীঅঅং দংসেসু। ॥ ১২৫ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—কথম্ ইদানীং তাতস্য অঙ্কাৎ পরিভ্রষ্টা মলয়তরূন্মূলিতা চন্দন-লতা ইব দেশান্তরে জীবিতং ধারয়িষ্যামি ॥ ১২২ ॥

হলা, দ্বে অপি মাং সমম্ এব পরিষ্বজেথাম্ ॥ ১২৪ ॥

সখি! যদি নাম সঃ রাজা প্রত্যভিজ্ঞান-মন্থরো ভবেৎ, তদা তস্মৈ ইদম্ আত্ম-নামধেয়াঙ্কিতম্ অঙ্গুরীয়কং দর্শয় ॥ ১২৫ ॥

বঙ্গার্থ।—কাশ্যপ।—বৎসে! এদের দু'জনকেও ত সম্প্রদান কর্ত্তে হবে, এদের সেখানে যাওয়া সঙ্গত নহে। তোমার সাথে গৌতমী যাবেন ॥ ১২১ ॥

শকুন্তলা।—(পিতাকে জড়াইয়া ধরিয়া) পিতঃ! মলয়তরু হইতে উন্মূলিত চন্দন-লতার ন্যায়, আপনার অঙ্ক হইতে স্খলিত হয়ে কি ক'রে আমি অপরিচিত দেশে গিয়ে প্রাণধারণ কর্ব্বো? ॥ ১২২ ॥

কাশ্যপ।—মা! এত আকুল হচ্ছো কেন?

তোমার সম্ভ্রান্ত স্বামীর বিরাট সংসারের গৌরবপূর্ণ গৃহিণীর আসনে অভিষিক্ত হইয়া, যখন তুমি তাঁহার সম্পদের অনুরূপ বড় বড় ক্রিয়াকর্ম্মে নিশিদিন ব্যস্ত থাকবে, এবং পূর্ব্বদিক যেমন জগৎ-পাবন সূর্য্যকে প্রসব করেন, তদ্রূপ লোক-পাবন পুত্র প্রসব করবে, তখন আমার বিচ্ছেদ-দুঃখ আর তোমার মনেও পড়বে না ॥ ১২৩ ॥

(শকুন্তলা পিতার পায়ের উপর পড়িলেন)

কাশ্যপ।—যা' ভাবছি, তোমার তাই হোক্ ॥ ১২৩—ক ॥

শকুন্তলা।—(সখীদ্বয়ের নিকটে গিয়া) ওলো, তোরা দু'জনে একসময়ে আমাকে একবার আলিঙ্গন কর্ ॥ ১২৪ ॥

সখীদ্বয়।—(তাহাই করিয়া) সখি, সেই রাজার যদি তোকে চিন্‌তে বিলম্ব হয়, তখন, তাঁর নিজের নাম-লেখা এই আংটীটি তাঁকে দেখাস্ ॥ ১২৫ ॥

পত্রস্পন্দনেও যে কোমল-হৃদয়া দুহিতার ক্ষণে ক্ষণে ভাবান্তর ঘটিতেছিল, তাহা তিনি বিলক্ষণরূপেই লক্ষ্য করিতেছিলেন। এ অবস্থার শেষ নাই, শেষ হয় না। কি সংযোগ কি বিয়োগ—উভয়ত্রই এ অবস্থা অক্ষুণ্ণ। এই অবস্থাতেই প্রেমিকের হৃদয়-বীণায় বাজিয়া উঠে—

"লাখ জনম হাম হিয়া পর রাখনু,
তবু হৃদি জুড়নো না গেল।"

আর বাড়িতে না দিয়া কণ্ব যখন কহিলেন—"শকুন্তলে, আমাকে এবং তোমার সখীদ্বয়কে আলিঙ্গন কর," তখন পর্য্যন্তও শকুন্তলা স্বপ্নের ঘোরে ভাসিতেছিলেন, শৈশবসঙ্গিনী সখীরা আর তিনি যে এক, এ ধারণা তখনও তাঁহার ভাঙ্গে নাই। তিনি কণ্বকে আদরোচ্ছলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—সখীরা তাঁহার সঙ্গেই যাইবে ত? তিনি জানি জনেরই গন্তব্য স্থান ও মন্তব্য বিষয় এক। কণ্বের উত্তরে তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল। "এরা দিগকেও ত সম্প্রদান করিতে হইবে, আর তা' ছাড়া, এদের কি দুষ্যন্ত-সদনে যাওয়া ভালো দে

শকুন্তলা।— ইমিণা সংদেসেন বো আকম্পিঅং হ্মি। ॥ ১২৬ ॥

সখ্যৌ।— মা ভাআহি। সিণেহো পাবসঙ্কী। ॥ ১২৭ ॥

শার্ঙ্গরবঃ।— যুগান্তরমারূঢ়ঃ সবিতা। ত্বরতাং ভবতী। ॥ ১২৮ ॥

শকুন্তলা।— (আশ্রমাভিমুখী স্থিত্বা) তাদ, কদা ণু ভূও তবোবণং পেক্‌খিস্সং ॥ ১২৯ ॥

কাশ্যপঃ।—শ্রূয়তাম্—

ভূত্বা চিরায় চতুরন্তমহী-সপত্নী দৌষ্যন্তিমপ্রতিরথং তনয়ং নিবেশ্য।
ভর্ত্রা তদর্পিত-কুটুম্ব-ভরেণ সার্দ্ধং শান্তে করিষ্যসি পদং পুনরাশ্রমেঽস্মিন্ ॥ ১৩০ ॥

গৌতমী।— জাদে পরিহীঅই গমণবেলা। ণিবত্তেহি পিদরং। অহবা চিরেণ বি পুণো এসা
এব্বং মন্তইস্‌সদি, ণিবত্তদু ভবং। ॥ ১৩১ ॥

প্রাকৃতাংশানুবাদ।—অনেন সন্দেশেনবাম্ আকম্পিতা অস্মি ॥ ১২৬ ॥

মা বিভীহি। স্নেহঃ পাপ-শঙ্কী ॥ ১২৭ ॥

তাত! কদা নু ভূয়ঃ তপোবনং প্রেক্ষিষ্যে ॥ ১২৯ ॥

জাতে, পরিহীয়তে গমন-বেলা। নিবর্ত্তয় পিতরম্। অথবা চিরেণ অপি পুনঃ এষা এবং মন্ত্রয়িষ্যতে। নিবর্ত্ততাং ভবান্ ॥ ১৩১ ॥

বঙ্গার্থ।—শকুন্তলা।—তোদের এই কথায় আমার বুক কেঁপে উঠ্‌ছে ॥ ১২৬ ॥

সখীদ্বয়।—সখি! ভয় পা'স্ নে; স্নেহের ধর্ম্মই হলো মন্দটা আশঙ্কা করা ॥ ১২৭ ॥

শার্ঙ্গরব।—বেলা দ্বিপ্রহর হয়ে উঠলো। শকুন্তলে! একটু তাড়াতাড়ি কর ॥ ১২৮ ॥

শকুন্তলা।—(আশ্রমের দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে) পিতঃ! আবার কবে তপোবন দেখ্‌তে পাব? ॥ ১২৯ ॥

কাশ্যপ।—শোন—কবে দেখ্‌বে,—"বৎসে! স-সাগরা ধরিত্রীর একাধিপতি মহিষী হইয়া এবং অপ্রতিহত-প্রভাব স্বীয় তনয়কে সিংহাসনে সন্নিবেশিত ও তদীয় হস্তে সমস্ত সাম্রাজ্যের ভার সমর্পিত দেখিয়া পতি সমভিব্যাহারে পুনরায় এই শান্তরসাস্পদ তপোবনে আসিবে।" (বিদ্যাসাগর) ॥ ১৩০ ॥

গৌতমী।—বাছা! আর কেন? যাইবার কাল বহিয়া যায়; তোমার পিতাকে ফিরে যেতে বল। অথবা যত দেরিই হোক্,—কিছুতেই শকুন্তলা নিবৃত্ত হবে না, এইরূপই কান্নাকাটি করবে; দাদা, আপনি ফিরিয়া যান ॥ ১৩১ ॥

শকুন্তলার চমক ভাঙ্গিল। তিনি বুঝিলেন যে, তাঁহার গন্তব্য স্থান এক, আর সখীরা অন্য পথের যাত্রী। শকুন্তলা চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন। অবশদেহে তাড়াতাড়ি কণ্বের কোলের মধ্যে যাইয়া শকুন্তলা সজল-নয়নে ও গদ্‌গদ-বচনে কহিলেন—'পিতঃ! আপনাকে ছাড়িয়া আমি কেমন করিয়া প্রাণ ধারণ করিব'?—বলিতে বলিতে অশ্রুপ্লাবিত বক্ষে তিনি পরশু-নিকৃত্তা শালযষ্টির ন্যায় কণ্বের পাদমূলে পতিত হইলেন। ক্রমে গিয়া তিনি সখীদ্বয়ের কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে, হৃদয়ের কথঞ্চিৎ স্থৈর্য্য-সম্পাদনপূর্ব্বক, সখীরা শকুন্তলাকে কহিল,—"সখি, যদি রাজা চিনিতে না পারেন, তাঁহার নামাঙ্কিত এই আংটিটি দেখাস্।" সখীদের কথায় শকুন্তলার বুক কাঁপিয়া উঠিল। হৃদয়ের মধ্যে একটা উত্তুঙ্গ তরঙ্গ উঠিয়া, তাঁহার সমগ্র হৃদয়খানিকে নিমেষের জন্য বিষম তোলপাড় করিয়া গেল। সখীদের প্রবোধবচনে তিনি কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন বটে, কিন্তু মনের মধ্যে একটা কেমন যেন বিশ্রী বোধ হইতে লাগিল। সত্যবাক্ মহর্ষি কণ্বের মনে যত কিছু শুভাকাঙ্ক্ষা এতদিন শকুন্তলার নিমিত্ত সঞ্চিত ছিল, সে সমস্ত যেন আজ গিরিনির্ঝরের ন্যায় বহির্গত হইয়া আসিল; প্রাণ ভরিয়া কণ্ব শকুন্তলাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। গৌতমী বুঝাইয়া দিলেন যে, ও সব আশীর্ব্বাদ নহে, বর। মহর্ষি কণ্বের কথা কখনও বিফল হইবার নহে।

শকুন্তলা আবার কণ্বকে আলিঙ্গন করিলেন, কণ্বও আবার আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন। শেষে কণ্ব আর "অমুক হউক, অমুক সম্পদ্ লাভ কর"—ইত্যাদি নাম করিয়া কিছুই বলিতে পারিলেন না, তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া

কাশ্যপঃ।— বৎসে! উপরুধ্যতে তপোঽনুষ্ঠানম্। ॥ ১৩২

শকুন্তলা।—(ভূয়ঃ পিতরমাশ্লিষ্য) তবচ্চরণ-পীড়িঅং তাদ-সরীরং। তা মা অতিমেত্তং মম কিদে উক্কণ্ঠিউং। ॥ ১৩৩ ॥

কাশ্যপঃ।— (সনিশ্বাসম্)

শমমেষ্যতি মম শোকঃ কথং নু বৎসে ত্বয়া রচিতপূর্ব্বম্।
উটজদ্বারি বিরূঢ়ং নীবারবলিং বিলোকয়তঃ ॥

গচ্ছ,—শিবাস্তে পন্থানঃ সন্তু। [নিষ্ক্রান্তা শকুন্তলা সহযায়িনশ্চ ॥ ১৩৪ ॥

সখ্যৌ।— (শকুন্তলাং বিলোক্য) হদ্ধী হদ্ধী অন্তরিহিআ সউন্তলা বণরাইএ ॥ ১৩৫ ॥

কাশ্যপঃ।— (সনিশ্বাসম্) অনসূয়ে, গতবতী বাং সহধর্ম্মচারিণী। নিগৃহ্য শোকমনুগচ্ছ মাম্। [প্রস্থিতঃ ॥ ১৩৬ ॥

উভে।— তাদ, সউন্তলা-বিরহিঅং সুণ্ণং বিঅ তবোবণং পবিসামো ॥ ১৩৭ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—তপশ্চরণপীড়িতং তাতশরীরম্। তৎ মা অতিমাত্রং মম কৃতে উৎকণ্ঠিতুম্ ॥ ১৩৩ ॥

হা ধিক্ হা ধিক্ অন্তর্হিতা শকুন্তলা বনরাজিভিঃ ॥১৩৫॥

তাত! শকুন্তলাবিরহিতং শূন্যম্ ইব তপোবনং প্রবিশামঃ ॥ ১৩৭ ॥

বঙ্গার্থ।—কাশ্যপ।—বৎসে! তপস্যার ব্যাঘাত হচ্ছে ॥ ১৩২ ॥

শকুন্তলা।—(পুনরায় পিতাকে আলিঙ্গন করিয়া) পিতঃ! কঠোর তপস্যায় আপনার শরীর অতিশয় ক্লিষ্ট, সুতরাং আমার জন্য বেশী উৎকণ্ঠিত হইবেন না ॥ ১৩৩ ॥

কাশ্যপ।—(দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক) পর্ণশালার দ্বারদেশে পূজার জন্য তুমি যে সকল তৃণধান্য ছড়াইতে, আজ সেগুলি অঙ্কুরিত হইয়াছে,—বল দেখি, সেই শস্যশ্যামল কুটীরদ্বারের দিকে যখন চাহিব, তখন কি করিয়া আমার শোক প্রশমিত হইবে? দেখ্‌লেই যে তোমার কথা মনে পড়বে। যাও মা, তোমার পথ মঙ্গলময় হউক। (শকুন্তলা ও সহযাত্রিগণের নিষ্ক্রমণ)॥ ১৩৪ ॥

সখীদ্বয়।—(শকুন্তলার দিকে চাহিয়া) হায় হায়, আর দেখা যায় না! বনরাজি যেন শকুন্তলাকে ঢাকিয়া ফেলিল ॥ ১৩৫ ॥

কাশ্যপ।—(দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) অনসূয়ে, তোমাদের সহধর্ম্মচারিণী শকুন্তলা চলিয়া গিয়াছে। শোকাবেগ সংবরণপূর্ব্বক আমার অনুগমন কর। [প্রস্থান ॥ ১৩৬ ॥

সখীদ্বয়।—তাত! চেয়ে দেখুন, এক শকুন্তলার বিহনে তপোবন যেন শূন্য ব'লে মনে হচ্ছে ॥ ১৩৭ ॥

আসিল, কহিলেন,—"মা! যাহা ভাবি, তোমার তাহাই হউক;"—ভাষা এ সময়ে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল, নীরব হইয়া আসিল,—শুধু স্নেহবর্ষী নয়নের দৃষ্টিতে সেই চরম আশীর্ব্বচন উদীরিত হইল।

শকুন্তলা বিদায় লইয়া যাত্রা করিলেন। দেখিতে দেখিতে শিষ্যদ্বয় ও গৌতমীর সহিত সেই নিবিড় বনপথ বাহিয়া শকুন্তলা অনেক দূর চলিয়া গেলেন। ক্রমে শ্যামল বনরাজি তাঁহাকে ঢাকিয়া ফেলিল। সখীরা এতক্ষণ কোনমতে রোদন সংবরণ করিয়াছিল, এবার মুক্তকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল। দশমীর দিন প্রতিমা বিসর্জ্জন করিয়া, গৃহস্থ যেমন সজলনয়নে ও শূন্য-হৃদয়ে শূন্য মন্দিরে প্রবেশ করে, তদ্রূপ, সখীরাও শূন্য-হৃদয়ে শূন্য তপোবনে কণ্বের সহিত প্রবেশ করিল।

শকুন্তলার এই প্রকার সম্মিলনের পরিণাম যে বড় সুখকর নহে, এইরূপ অজ্ঞাত-হৃদয়ের ঝটিতি বিনিময় যে বড় শুভোদর্ক নহে, ইহা কুলপতি কণ্ব বিলক্ষণরূপেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাই দুই জন ব্যবহারজ্ঞ শিষ্য ও ভগিনী গৌতমীকে শকুন্তলার সঙ্গে প্রেরণ করিয়াছিলেন। দুষ্মন্তকে কি কি বলিতে হইবে, কোন্ কোন্ কথা স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে, তাহাও শিষ্যদ্বয়কে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন। ঋষি তাঁহারা, আজন্ম ব্রহ্মচারী তাঁহারা, সংযম ছাড়া তাঁহাদের অন্য ধন নাই, দুষ্মন্ত আশ্রমবাসীদের সেই ধন হরণ করিয়াছেন,—এ কথাটা দুষ্মন্তকে বুঝাইয়া দিতে আদেশ করিয়াছিলেন, দুষ্মন্ত উচ্চকুলের অবতংস, যাহা করিয়া বসিয়াছেন, তাহার আর প্রতিপ্রসব নাই। এক্ষণে অন্ততঃ পক্ষে স্বীয় সমুচ্চ

কাশ্যপঃ।— স্নেহপ্রবৃত্তিরেবংদর্শিনী। (সবিমর্শং পরিক্রম্য) হন্ত ভোঃ শকুন্তলাং বিসৃজ্য লব্ধমিদানীং স্বাস্থ্যম্। কুতঃ—

অর্থো হি কন্যা পরকীয় এব তামদ্য সংপ্রেষ্য পরিগ্রহীতুঃ।
জাতো মমায়ং বিশদঃ প্রকামং প্রত্যর্পিত-ন্যাস ইবান্তরাত্মা॥

[নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে। ॥ ১৩৮ ॥

সমাপ্তঃ চতুর্থোঽঙ্কঃ।

বঙ্গার্থ।—কাশ্যপ।—বৎসে! স্নেহের মোহে এই রকমই মনে হয়। (বিষণ্ণভাবে দু'এক পা' চলিতে চলিতে) শকুন্তলাকে পাঠাইয়া আজ যেন আমার দেহটা হাল্কা হয়ে গেল; শরীর জুড়লো,—কেননা, গচ্ছিতধন ধনস্বামীর নিকট প্রত্যর্পণ করিয়া লোকে যেমন একটু স্বস্তি বোধ করে, তাহার সকল উদ্বেগ কাটিয়া যায়, তদ্রূপ আজ শকুন্তলাকে পতিগৃহে প্রত্যর্পণ করিয়া, আমিও নিরুদ্বেগ ও নিশ্চিন্ত হইলাম। [সকলের নিষ্ক্রমণ ॥ ১৩৮

ইতি চতুর্থ অঙ্ক।

বংশের কথা স্মরণ করিয়া আর কোনো অবিমৃশ্যকারিতা করিয়া না বসেন,—এ বিষয়টাও ভালো করিয়া সমজাইতে উপদেশ দিয়াছিলেন; আর সর্ব্বোপরি, একবার অন্ততঃ মনে মনেও শকুন্তলার যথাসর্ব্বস্বদানের কথাটা চিন্তা করিতে দুষ্মন্তকে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। ত্রিজগতের কেহ জানিল না, আশ্রমের বন্ধুবান্ধবেরা কেহ জানিল না, যেমন দুষ্মন্তের প্রার্থনা, অমনি তপস্বি-দুহিতার সেই অদ্ভুত আত্মদানের কথা যেন রাজা বিস্মৃত না হন,—অতি সৌজন্যের সহিত, মহর্ষি দুষ্মন্তকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন। নিস্পৃহ তাপস তিনি, শকুন্তলা সম্বন্ধে তাঁহার দুষ্মন্তের নিকট অন্য কোন প্রার্থনা নাই,—রাজারাজড়ার সংসারে দুইদশ জন রাণীর মধ্যে শকুন্তলাও একটি, এইটুকুমাত্র রাজাকে মনে রাখিতে বলিয়াছিলেন। ইহার অধিক তিনি আর কিছুই চান না। আর যাহা,—পাটরাণী হওয়া, রাজসংসারের প্রধান কর্ত্রীরূপে পাটেশ্বরী হইয়া বসা,— এ সব ঋষির বক্তব্য নহে, শকুন্তলার কপালে থাকে, হইবে, নচেৎ নহে। উহা শকুন্তলার অদৃষ্টসাপেক্ষ, ঋষির অনুরোধসাপেক্ষ নহে,—ইত্যাদি গুরুগম্ভীর উক্তি করিয়া কণ্ব যে কত বড় মহাপ্রাণ, তাহার পরিচয় দিয়াছিলেন। আজ শকুন্তলার বিদায়কালে, জীবন্মুক্ত মহর্ষিও যেন ক্ষণকালের জন্য সংসারী প্রবীণ গৃহস্বামীর সমভূমিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। শকুন্তলা চলিয়া গেলেন। আশ্রমের একটা অঙ্গ যেন খসিয়া গেল। সকলেই বিষাদসাগরে ডুবিল বটে, কিন্তু কণ্ব একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া লঘু হইলেন, যেন পুনর্জ্জীবন লাভ করিলেন। তাঁহার হৃদয় হাল্কা বোধ হইতে লাগিল। স্নেহের প্রভাবে তাঁহার কষ্ট হইল বটে, কিন্তু মনস্বী তিনি, মনের উপর তাঁহার প্রবল আধিপত্য, তিনি কর্ত্তব্যের দিকে চাহিয়া সে কষ্ট সহ্য করিলেন॥ ৭৫-১৩৮॥

পঞ্চমঃ অঙ্কঃ

(ততঃ প্রবিশতি আসনস্থো রাজা বিদূষকশ্চ)

বিদূষকঃ।— (কর্ণং দত্ত্বা) ভো বঅস্‌স সংগীদ-সালন্তরে অবহাণং দেহি। কল-বিসুদ্ধাএ গীদীএ সরসংজোও সুণীঅদি। জাণামি তত্তহোই হংসবদিআ বণ্ণপরিচঅং করেই ত্তি ॥ ১ ॥

রাজা।— তূষ্ণীং ভব যাবদাকর্ণয়ামি। ॥ ২ ॥

(আকাশে গীয়তে)

অহিণঅমহুলোলুবো তুমং তহ পরিচুম্বিঅ চূঅমঞ্জরিং।
কমল বসইমেত্তণিব্বুদো মহুঅর বিম্হরিওসি ণং কহং ॥ ॥ ৩ ॥

প্রাকৃতানুবাদ—ভো বয়স্য! সঙ্গীত-শালান্তরে অবধানং দেহি, কল-বিশুদ্ধায়াঃ গীতেঃ স্বরসংযোগঃ শ্রূয়তে। জানে—তত্রভবতী হংস-পদিকা বর্ণপরিচয়ং করোতি ইতি ॥১॥

অভিনব-মধু-লোলুপঃ ত্বং
তথা পরিচুম্ব্য চূত-মঞ্জরীম্।
কমল-বসতি-মাত্র-নির্বৃতঃ
মধুকর! বিস্মৃতঃ অসি এনাং কথম্ ॥ ৩॥

বঙ্গার্থ।—(আসনে উপবিষ্ট রাজা এবং বিদূষকের আবির্ভাব)

বিদূষক।—(কাণ উঁচু করিয়া শুনিয়া) বয়স্য! সঙ্গীত-গৃহের দিকে একবার কাণ দিয়া শোন। কেমন সুমধুর এবং সুপরিশুদ্ধ সঙ্গীতের স্বরালাপ শোনা যাচ্ছে। বোধ হয়, রাণী হংসপদিকা স্বরলিপির আলাপ কর্চ্ছেন ॥ ১ ॥

রাজা।—একটু চুপ কর ত, ভালো ক'রে শুনি ॥ ২ ॥

(শূন্য হইতে গানের আওয়াজ আসিতেছে)

"অহে মধুকর! অভিনব মধুর লোভে সহকারমঞ্জরীতে তখন তাদৃশ প্রণয় প্রদর্শন করিয়া, এখন কমল-মধুপানে পরিতৃপ্ত হইয়া উহারে একেবারে বিস্মৃত হইলে কেন?" (বিদ্যাসাগর) ॥ ৩ ॥

তাৎপর্য্য।—শকুন্তলাকে লইয়া ঋষিশিষ্যদ্বয় ও গৌতমী পিসী দুষ্যন্ত-রাজ্যে যাত্রা করিয়াছেন। পদব্রজে বন্ধুর পার্ব্বত্য প্রদেশ শকুন্তলাকে অতিক্রম করিতে হইতেছে। যাত্রাকালীন আশীর্ব্বাদসময়ে মহর্ষি কণ্ব বলিয়াছেন,—"যাও মা, তোমার পথ সর্ব্বপ্রকারে সুখময় হউক, কোন তাপ যেন তোমার গায়ে না লাগে, পদ্মপরাগে তোমার গমনের পথ পরিপূর্ণ হউক, বিমণ্ডিত হউক, ধীর সমীরে তোমার পথের শ্রম যেন কাটিয়া যায়,—কোনরূপ প্রতিকূল বায়ু যেন তোমাকে বাধা না দেয়, যাও,"—এত বড় আশীর্ব্বাদামৃতে স্নান করিয়া শকুন্তলা যাত্রা করিয়াছেন,—উহা ত আশীর্ব্বাদ নহে, গৌতমীই বলিয়া দিয়াছেন যে, কণ্বের আশীর্ব্বাদ শকুন্তলার পক্ষে বর,—সুতরাং শকুন্তলার জন্য আর কোন চিন্তা নাই। তাহার জীবনের পথ কুসুমাস্তৃত হইবে, তাহার গমনের পথ বাধাবিপত্তিবিহীন হইবে। কণ্বের অত বড় বর লইয়া শকুন্তলা চলিয়াছে। সুতরাং তাহার নিমিত্ত সামাজিকগণের আর কোনই উৎকণ্ঠার কারণ নাই। সে আনন্দময় জীবনে আনন্দময় রাজ্যের অধিরাণী হইতে চলিয়াছে। কিন্তু অনেক দিন দুষ্যন্তের কোন খবর নাই। তিনি কোথায় এবং কেমন আছেন, কি ভাবে তাঁহার দিন কাটিতেছে, বিদায়কালে শকুন্তলার যে কাতরতায়, দুষ্যন্তকে ছাড়িয়া তাহার যে দুঃসহ যাতনার পরিচয় পাইয়াছি, চক্রবাক-মিথুনের প্রসঙ্গে শকুন্তলার হৃদয়ের যে ছবি, দুষ্যন্ত-হৃত-সর্ব্বস্ব হৃদয়ের যে অসহ্য-বেদনার পরিচয় পাইয়াছি, সেই দুষ্যন্ত রাজধানীতে গিয়া কি ভাবে দিন কাটাইতেছেন,—তাহা জানিবার নিমিত্ত দর্শকগণের কৌতূহল জন্মিবার কথা। দুষ্যন্ত-বিরহ-ক্লিষ্টা শকুন্তলাকে বিদায় দিয়া, পতিগৃহে পাঠাইয়া,—সকলেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়াছেন, এবং শকুন্তলার বিরহে দুষ্যন্তের কি অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া আছেন,—এমনই সময়ে রাজার রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ হইল,—সকলে দেখিলেন,—সেই "পাদপান্তরিত" দুষ্যন্ত, সেই গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রে "লতাবলয়প্রবিষ্ট" দুষ্যন্ত সম্মুখে উপস্থিত। বিস্ময়াবিষ্ট-হৃদয়ে দর্শকবৃন্দ তাঁহার দিকে চাহিতে-না-চাহিতেই অদূরে রমণী-কণ্ঠের এক অতি করুণ সঙ্গীত শ্রুত হইল। সে ত সঙ্গীত নহে, যেন বেদনার একটা উৎস হইতে কাহার

রাজা।— অহো রাগ-পরিবাহিনী গীতিঃ। ॥ ৪ ॥

বিদূষকঃ।— কিং দাব গীদীএ অবগদো অক্খরত্থো। ॥ ৫ ॥

রাজা।— (স্মিতং কৃত্বা) সকৃৎ-কৃত-প্রণয়োঽয়ং জনঃ। তদস্যা দেবীং বসুমতীমন্তরেণ মহদুপালম্ভনং গতোঽস্মি। সখে মাধব্য, মদ্বচনাদুচ্যতাং হংস-পদিকা নিপুণমুপালব্ধোঽস্মি ইতি। ॥ ৬ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—কিং তাবদ্ গীতেঃ অবগতঃ অক্ষরার্থঃ ॥ ৫ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা—আহা! কি সুন্দর গান! যেন রাগ ক্ষরিয়া পড়িতেছে? ৪ ॥

বিদূষক।—তুমি গানটার সব কথার মানে কি বুঝিতে পারিয়াছ! ৫ ॥

রাজা।—ভাই! আমি একবারমাত্র উহার সহিত সপ্রণয় ব্যবহার করিয়াছিলাম। (অথবা—এই যুবতি একবারমাত্র প্রণয়ের আস্বাদ উপভোগ করিয়াছে।) শেষে পাটরাণী বসুমতীর সহিতই কাল কাটাইতেছি। তাই আজ রাণী হংসপদিকার নিকট এত শ্লেষোক্তির ভাজন হইলাম, বেজায় গালাগালি খাইলাম। বন্ধু মাধব্য! আমার অনুরোধ, তুমি একবার হংসপদিকার কাছে যাও এবং বল গিয়া যে, খুব এক হাত নিলে যা হোক্ ॥ ৬ ॥

হৃদয়ের ব্যথার নির্ঝর বহিয়া যাইতেছে,—সকলেই কাণ পাতিয়া সেই বিষাদময়ী গীতি শুনিতে লাগিলেন, ক্ষণকালের জন্য, শকুন্তলা, দুষ্মন্ত এবং তৎসংক্রান্ত যত কিছু সব ছাপাইয়া সেই নির্ঝর বহিল,—আলেখ্য-লিখিতের ন্যায় নিস্পন্দভাবে সবাই সেই দিকে কাণ পাতিয়া রহিলেন।

উপেক্ষিতা রাণী হংস-পদিকার গান হইয়া গিয়াছে। রাজা শুনিয়াছেন, বিদূষক শুনিয়াছেন,—আর সেই সঙ্গে দর্শকগণও শুনিয়াছেন। সেই গান শোনা অবধি সকলেরই হৃদয়ে কেমন একটা ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে। রাজা অনেক দিন হইল, মালিনী-তীরে শকুন্তলাকে ফেলিয়া আসিয়াছেন। দুর্ব্বাসার অভিশাপে দুঃখিনী কণ্ব-দুহিতার কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন, কিছুই মনে নাই। জীবনের অত বড় ঘটনার সংস্কার পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে। এমনই বিলুপ্ত যে, হংসপদিকার বিষাদ-সঙ্গীত শ্রবণে হৃদয়ে যখন কেমন একটা উৎকণ্ঠার উদয় হইল, তখন রাজা কহিলেন,—"এ কি? আমার ত কোন 'ইষ্ট-জন-বিরহ' নাই, তবে এ গান শুনিয়া আমি এত উৎকণ্ঠিত হইলাম কেন?" দুর্ব্বাসার অভিশাপে তাঁহাকে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বলাইল—"ইষ্ট-জন-বিরহ নাই"—তিনি এখন ইষ্ট-জন সঙ্গত, তাঁহার হৃদয় এখন সর্ব্বাংশে পরিপূর্ণ, তাহার সবটুকু স্থান এখন অধিকৃত, তাহাতে এখন ইষ্টান্তরের স্থান নাই। সে হৃদয় এখন বর্ষার নদীর ন্যায় কাণায় কাণায় পরিপূর্ণ। অথচ হৃদয়ের যে একটা ভাবান্তর ঘটিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। কেন এমন হইল? মানুষের হৃদয় আকাশকল্প। তাহাতে সর্ব্বদা বিমল চন্দ্রিকা খেলা করে না বা চকোরের নর্ত্তন হয় না। তাহাতে মধ্যাহ্ন-সূর্য্যও উদিত হয়, শ্যেন পক্ষীও বিচরণ করে। তাহাতে নয়নরঞ্জিনী সুনীল জলদমালার যেমন ক্রীড়া থাকে, তেমনই ইরম্মদের বিশ্বগ্রাসিনী জিহ্বাও লক্ লক্ করিতে দেখা যায়। সংসারের কর্ম্মক্লান্ত মানব যখন সায়ংকালে তটিনীর নির্জ্জনতটে বসিয়া, সেই সাগর-গামিনীর উল্লসিত হৃদয়ের কুলকুল প্রণয়গীতিকা শ্রবণ করে, যখন নিশীথে সৌধশিরে উপবেশনপূর্ব্বক, সংসারতাপক্লিষ্ট মানব একাকী, প্রশান্ত গম্ভীর নৈশ গগনের দিকে চাহিয়া থাকে, যখন উত্তুঙ্গ পর্ব্বতশিখরে বসিয়া মানব আপরাহ্নিক ধূসর ধরণীর, অধোদেশবর্ত্তিনী তরুলতাশোভিনী শ্যামায়মানা পৃথিবীর নয়নতর্পিণী মূর্ত্তি দর্শন করে, তখন তাহার হৃদয়ে, সে হৃদয় যত সরস, যত মুগ্ধ, যত "ইষ্ট-জন-সঙ্গত" অথবা যত রুক্ষই হউক না কেন, তথাপি তাহার সে হৃদয়ে কেমন একটা অজ্ঞাতপূর্ব্ব ও অশ্রুতচর ভাবের উদয় হইয়া থাকে। তখন অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্যও সে সব ভুলিয়া যায়। সংসার ভুলিয়া যায়, আপনাকে ভুলিয়া যায়, বর্ত্তমান ভুলিয়া যায়। তখন তাহার হৃদয়ে অতীতের সুখ-দুঃখের ছায়া পতিত হয়, অতীতের স্মৃতি জাগিয়া উঠে। তখন প্রাণের কত পুরাতনী কথার অস্পষ্ট গীতি হৃদয়তন্ত্রীতে বাজিয়া উঠে। আজ হংসপদিকার গীতধ্বনিতেও রাজার হৃদয়ের অবস্থা সেইরূপ হইয়া উঠিল। পরিপূর্ণ সত্ত্বেও, আপন হৃদয়ে তিনি যেন কেমন একটা অপূর্ণতা অনুভব করিতে লাগিলেন, অতিশয় পর্য্যুৎসুক হইলেন। ক্রমে তাঁহার হৃদয়ে আরও কত কি কথা জাগিতে লাগিল। কিন্তু এমন ব্যথিতভাবে বা এমন পর্য্যুৎসুকভাবে ত বেশীক্ষণ থাকা যায় না বা মানুষ থাকিতে চায়ও না, বিশেষতঃ রাজা দুষ্মন্ত, যাঁহার জীবনে এখন কোথাও কোনরূপ বিষাদের রেখাটিও নাই,—যিনি সর্ব্ববিধ ঐহিক সুখের অপার সাগরে এখন নিমগ্ন,—তাদৃশ দুষ্মন্ত থাকিবেনই বা কেন,—তাই

বিদূষকঃ।— জং ভবং আণবেদি। (উত্থায) ভো বঅস্‌স! গহীদস্‌স তএ পরকীএহিং হত্থেহিং সিহণ্ডএ তাডীঅমাণস্‌স অচ্ছরাএ বীদরাঅস্‌স বিঅ ণত্থি দাণিং মে মোক্‌খো ॥ ৭ ॥

রাজা।— গচ্ছ নাগরিকবৃত্ত্যা সংজ্ঞাপয এনাম্‌। ॥ ৮ ॥

ঃ।— কা গই। (নিষ্ক্রান্তঃ) ॥ ৯ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—যদ্‌ ভবান্‌ আজ্ঞাপয়তি। ভো বয়স্য! গৃহীতস্য ত্বয়া পরকীয়ৈঃ হস্তৈঃ শিখণ্ডকে তাড্যমানস্য অপ্‌সরসা বীত-রাগস্য ইব নাস্তি ইদানীং মে মোক্ষঃ ॥ ৭ ॥

কা গতিঃ ॥ (নিষ্ক্রান্তঃ) ॥ ৯ ॥

বঙ্গার্থ।—বিদূষক।—যা বল। বেশ, চল্লুম। (উঠিতে উঠিতে) ভাই! যাবো বটে, কিন্তু একটা কথা মনে ক'রে শিউরে উঠ্‌ছি। সংসারবিরক্ত কোনো ব্যক্তি বনে গিয়ে যখন তপস্যা জুড়ে দেন, তখন মায়াবিনী অপ্সরারা এসে তাঁর পিছু লাগে, আর অমনি সন্ন্যাসী মহাশয় ধরা পড়েন, তাদের হাত হ'তে আর তাঁর নিস্তার-লাভ হয় না। সেইরূপ, হংসপদিকার কাছে যাওয়ার পর,—তাঁর দুষ্ট পরিচারিকাদিগকে যখন তিনি লেলিয়ে দেবেন, আর তারা এসে আমার শিখাটি ধ'রে লাঞ্ছনার চরম করতে সুরু ক'রে দেবে, তখন তাদের হাত থেকে আমার আর নিস্তারলাভ ঘটবে না ॥ ৭ ॥

রাজা।—হয়েছে, থামো। যা' ক'রে রসিক নাগররা ব্যাদড়া মেয়েদিগকে ভুলায়, সেই ভাবে, রাণীকে ঠাণ্ডা ক'রে আমার ঐ কথাটা বল গিয়ে ॥ ৮ ॥

বিদূষক।—বেশ, চল্লুম। [প্রস্থান। ॥ ৯ ॥

তিনি একটা সমাধান করিয়া লইলেন। নিজে নিজেই বলিলেন,—ভালো বস্তু দেখে বা ভালো গান শুনে মানুষ যে উন্মনা হয়, তাহার কারণ আর কিছুই নহে, নিশ্চয়ই গত জন্মের কোন হৃদয়ের আকর্ষণ-বস্তুর স্মৃতি তাহার মনে অস্পষ্টভাবে জাগিতে থাকে। এইভাবে যা হোক একটা মীমাংসা করিয়া লইয়া রাজাধিরাজচক্রবর্ত্তী দুষ্মন্ত উদ্বেল হৃদয় প্রশান্ত করিতে চেষ্টা পাইলেন, এবং মুখে ঐ প্রকার সমাধান করিয়া মনে মনে অত্যন্ত "পর্য্যাকুল"—অত্যন্ত বিমনা হইয়া রহিলেন।—মনটা যেন তাঁহার কেমন "বিদ্‌কুটে" হইয়া রহিল।

এ দিকে দর্শকগণও ঐ সঙ্গীত শোনা অবধি কেমন যেন উন্মনা হইয়া উঠিয়াছেন, সঙ্গীতের ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদের হৃদয়ের স্তরে স্তরে আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছে। সকলেরই কেমন যেন একটা চিত্ত বৈকল্য ঘটিয়াছে। প্রকৃতির প্রভাবের ন্যায়, সেই বিষাদসঙ্গীতের প্রভাবে সমগ্র সামাজিক-হৃদয় প্রভাবিত হইয়াছে। তাঁহারা একটু আত্মসংবরণ করিয়া লইয়া যখন ঈষৎ প্রকৃতিস্থ হইলেন, তখন রাজার উক্তি, সঙ্গীত শ্রবণানন্তর রাজার সমাধান চিন্তা করিয়া তাঁহারা আরও বিপন্ন বা বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন।

শকুন্তলাকে তপোবনে রাখিয়া রাজা আসিয়াছেন। রাজার জন্য শকুন্তলার কত ব্যথা, কত উদ্বেগ, কত লাঞ্ছনা, শেষে সেই রাজার বাড়ীতে শকুন্তলার যাত্রা,—এ সমস্তই তাঁহারা জানেন। তাঁহারা আরও জানেন যে, বিদায়কালে রাজা শকুন্তলাকে "হাতে চাঁদ ধরিয়া দিবেন"—বলিয়া কত প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন,—অতবড় একজন নৃপতি, তাঁহার কথা ত অলীক হইতে পারে না, সুতরাং পতিগৃহ-গমনোন্মুখী শকুন্তলার অদৃষ্ট-গগন অচিরেই প্রিয়-সঙ্গমের শারদচন্দ্রিকায় উদ্ভাসিত হইবে—ভাবিয়া, তাঁহারা কতই আশান্বিত হইয়াছিলেন, এবং রাজাকে দেখিবার নিমিত্ত শকুন্তলার যেমন রাজার জন্য, রাজার সেইরূপ শকুন্তলার নিমিত্ত বিচ্ছেদ-বেদনার পরিমাণ কত, তাহা দেখিবার নিমিত্ত, তাঁহারা উদ্‌গ্রীব হইয়া ছিলেন, শকুন্তলার উপর তাঁহাদের যে অসীম সহানুভূতি, রাজার শকুন্তলার নিমিত্ত কতটা উৎকণ্ঠা, তাহা দেখিলে সেই অসীম ক্রমে অসীমতর, অসীমতম হইবে,—তাঁহাদের হৃদয়ের ব্যথা, বিরহিণী কণ্ব-দুহিতার দুঃখে তাঁহাদের যে সমবেদনা, তাহার কতকটা হ্রাস হইবে,—ইত্যাদি কত কি আশায় তাঁহারা রাজাকে,—শকুন্তলা-বিরহিত শকুন্তলাবল্লভকে দেখিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন, —এমনই সময়ে রাজার সন্দর্শন এবং রাজার মুখে ঐ সকল উক্তির উচ্চারণ। তাঁহারা একেবারে অবাক্‌ হইয়া গেলেন।

রাজার আজকাল কোনরূপ "ইষ্টজন-বিরহ" নাই। যাঁহারা তাঁহার হৃদয়ের ইষ্ট, একান্ত অভিলষিত, তাঁহাদের সঙ্গে তিনি এখন মিলিত। তাঁহার হৃদয় এখন সর্ব্বাংশে ভরপুর, শকুন্তলার নামগন্ধও সে হৃদয়ে নাই, ইত্যাদি অবগত হইয়া দর্শকগণও যেন কেমন বিবেকবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। "এ আবার কি হইল"—ভাবিয়া তাঁহারাও একান্ত "পর্য্যাকুল" হইলেন।

রাজা।— (আত্মগতম্) কিং নু খলু গীতমাকর্ণ্য ইষ্টজন-বিরহাদৃতেঽপি বলবদুৎকণ্ঠিতোঽস্মি।

অথবা—

রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্ পর্য্যুৎসুকীভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধ-পূর্ব্বং ভাবস্থিরাণি জননান্তর-সৌহৃদানি॥

(পর্য্যাকুলস্তিষ্ঠতি) ॥ ১০ ॥

(ততঃ প্রবিশতি কঞ্চুকী)

কঞ্চুকী।— অহো নু খলু ঈদৃশীমবস্থাং প্রতিপন্নোঽস্মি।

আচার ইত্যবহিতেন ময়া গৃহীতা যা বেত্রযষ্টিরবরোধগৃহেষু রাজ্ঞঃ।
কালে গতে বহুতিথে মম সৈব জাতা প্রস্থান-বিক্লব-গতেরবলম্বনার্থা॥ ॥ ১১ ॥

অন্বয়।—জন্তুঃ সুখিতঃ অপি রম্যাণি (বস্তূনি) বীক্ষ্য মধুরান্ শব্দান্ নিশম্য চ পর্য্যুৎসুকীভবতি ইতি যৎ, তৎ নূনং ভাবস্থিরাণি (সংস্কারদৃঢ়াণি—হৃদয়ে বদ্ধমূলানি—ইত্যর্থঃ) জননান্তর-সৌহৃদানি (পূর্ব্বজন্মনঃ সৌহার্দ্দং) অবোধপূর্ব্বং (অজ্ঞানপূর্ব্বকং) চেতসা স্মরতি ॥ ১০ ॥

রাজ্ঞঃ অবরোধ-গৃহেষু (অন্তঃপুরেষু) আচারঃ (অন্তঃপুর-রক্ষকেণ বেত্রযষ্টিঃ গ্রহীতব্যেতি নিয়মঃ) ইতি (হেতোঃ) অবহিতেন (অপ্রমত্তেন—বেত্রযষ্টেগ্র্হণে সাবধানেন ইত্যর্থঃ) ময়া যা বেত্র-যষ্টিঃ গৃহীতা, সা এব বহুতিথে কালে গতে (বহুষু কালেষু অতীতেষু সৎসু অধুনা) প্রস্থান-বিক্লব-গতেঃ (বয়োঽধিকতয়া সম্ভাবিত-পাদস্খলনস্য) মম অবলম্বনার্থা জাতা (পতন-নিবারিকা জাতা) ॥ ১১ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—(মনে মনে) এ কি? এই গানটি শোনার পর হতেই আমার হৃদয় এত আকুল হইল কেন? প্রিয়জনের বিচ্ছেদ ছাড়া মনের এমন অবস্থা ত ঘটে না, কিন্তু আমার সেরূপ কিছুই নাই। তবে একটা কথা:—

মানুষ সকল রকমে সুখী থাকিয়াও হঠাৎ কোন রমণীয় বস্তু দর্শনে কিংবা কোন মনোহর গীত শ্রবণে যে একান্ত আকুল-চিত্ত হইয়া উঠে, তাহার কারণ, বোধ হয়, জীবের হৃদয়ে বদ্ধমূল জন্মান্তরীণ কোন আকর্ষণ-বস্তুর স্মৃতি অজ্ঞাতসারে তাহার চিত্তে জাগিতে থাকে। (অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত-ভাবে অবস্থান) ॥ ১০ ॥

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী।—হায় রে! শেষে আমার অবস্থা এসে এই দাঁড়ালো! রাজার অন্তঃপুরে, নেহাৎ হাতে রাখিতে হয়, বলিয়া যে বেতগাছটা আমি হাতে নিয়ে বেড়াতুম,—কত দিন এই ভাবে কাটিয়েছি, এখন আর দেহের সেই সামর্থ্য নেই যে, আগের মত স্বচ্ছন্দে চলা-ফেরা করিতে পারি;—তাই সেই বেতখানাই আমার প্রধান অবলম্বন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ওকে ভর না কোরে এক পা-ও চলতে পারি নে ॥ ১১ ॥

যখন রাজার এবং সামাজিকগণের মনের এইরূপ "পর্য্যাকুল" অবস্থা, তখন বৃদ্ধ কঞ্চুকী স্খলিতপদে এক যষ্টিতে ভর দিতে দিতে রঙ্গমঞ্চে আসিয়া প্রবেশ করিল, এবং নিজের দেহের দিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিয়া বলিল— হায় রে, আমি এমন অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছি। বলিয়াই, একদিন কি ছিলাম, আর আজই বা কি হইয়াছি, হায় রে জীবের গর্ব্ব, হায় রে জীবের পরিণাম,—প্রভৃতি মস্ত এক অধ্যাত্মতত্ত্ব আবৃত্তি করিল।

বিষয়ীর মনে শ্মশান-বৈরাগ্যের ন্যায়, বৃদ্ধ কঞ্চুকীর উদাসীন উক্তিতে সামাজিকগণেরও চিত্তে ঐহিক নশ্বরতার মূর্ত্তি প্রকট হইয়া উঠিল, সকলেই "চিরদিন কভু সমান না যায়" ভাবিতে ভাবিতে কেমন যেন নরম হইয়া পড়িলেন। এমনই সময়ে কঞ্চুকী রাজাকে জানাইল যে—কণ্বাশ্রম হইতে কয়েকটি ঋষিশিষ্য স্ত্রীলোক সমভিব্যাহারে দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। মহর্ষি কণ্ব যেন কি সংবাদ তাঁহাদের মুখে রাজাকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন। কঞ্চুকীর এই কথায় সামাজিকবৃন্দের কৌতূহল আরও বাড়িয়া উঠিল। মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে একটা ঔদাসীন্যে, বৈরাগ্যে, নশ্বর

ভোঃ কামং ধর্ম্মকার্য্যমনতিপাত্যং দেবস্য। তথাপি ইদানীম্ এব ধর্ম্মাসনাদুত্থিতায় পুনরুপরোধকারি কণ্বশিষ্যাগমনমস্মৈ নোৎসহে নিবেদয়িতুম্। অথবা অবিশ্রমো লোকতন্ত্রাধিকারঃ। ॥ ১১-ক ॥

ভানুঃ সকৃদ্‌যুক্তুতুরঙ্গ এব রাত্রিন্দিবং গন্ধবহঃ প্রয়াতি।
শেষঃ সদৈবাহিত-ভূমিভারঃ ষষ্ঠাংশবৃত্তেরপি ধর্ম্ম এষঃ ॥ ॥ ১১-খ ॥

যাবৎ নিয়োগমনুতিষ্ঠামি। (পরিক্রম্য অবলোক্য চ) এষ দেবঃ—

প্রজাঃ প্রজাঃ স্বা ইব তন্ত্রয়িত্বা নিষেবতে শ্রান্তমনা বিবিক্তম্।
যূথানি সঞ্চার্য্য রবি-প্রতপ্তঃ শীতং দিবা স্থানমিব দ্বিপেন্দ্রঃ ॥ ॥ ১১-গ ॥

অন্বয়।—ভানুঃ সকৃদ্‌যুক্ততুরঙ্গঃ এব। গন্ধবহঃ রাত্রিন্দিবং প্রযাতি (বহতি), শেষঃ সদা এব আহিত-ভূমি-ভারঃ (ভবতি), ষষ্ঠাংশ-বৃত্তেঃ (প্রজা-পালনে অধিকৃতস্য পুরুষস্য রাজ্ঞঃ ইত্যর্থঃ) অপি এষঃ (এব) ধর্ম্মঃ ॥ ১১—খ ॥

এষঃ দেবঃ (রাজা দুষ্যন্তঃ) স্বাঃ প্রজাঃ ইব (স্বকীয়াঃ সন্ততীঃ ইব) প্রজাঃ তন্ত্রয়িত্বা (কার্য্যাবেক্ষণেন অভিরক্ষ্য) শ্রান্তমনাঃ (সন্), দ্বিপেন্দ্রঃ দিবা (দিবাভাগে) যূথানি সঞ্চার্য্য রবি-প্রতপ্তঃ (সন্) শীতং স্থানম্ ইব বিবিক্তং নিষেবতে (জন-প্রচার-বর্জ্জিতং স্থানং উপসেবতে) ॥ ১১-গ ॥

বঙ্গার্থ।—তাই ত, যদিও জানি যে,রাজ্য-সংক্রান্ত কার্য্যই রাজার প্রধান ধর্ম্ম এবং সে ধর্ম্ম নৃপতির অবশ্য পালনীয়, তথাপি কিন্তু,—রাজার কাছে যেতে আমার পা সরছে না, কেননা, তিনি এই সবে সিংহাসন হ'তে উঠে একটু বিশ্রাম করতে গেছেন, এখনই কেমন ক'রে গিয়ে বলি যে, কণ্বের শিষ্যরা এসেছেন। আহা—এঁদের অভ্যর্থনায়, কথাবার্ত্তায় পরিশ্রান্ত নৃপতির কত ক্লেশ হবে। কিন্তু উপায় নাই। যেতেই হবে। কিংবা যাঁরা ভুবনের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত, তাঁদের আবার বিশ্রাম কি? পরের জন্য খাটতেই ত তাঁদের জন্ম ॥ ১১—ক ॥

ঐ যে সূর্য্যদেব কবে—কোন্ যুগে রথে অশ্ব জুড়িয়াছেন, আর খোলেন নাই, চিরদিন জগতের হিতার্থে ঘুরিতেছেন, ঘুরিতেছেন, ঘুরিতেছেন। আর ঐ জগৎপ্রাণ সমীরণ কি রাত্রি, কি দিন, সমানভাবে বহিয়া চলিয়াছেন এবং অনন্তদেব চিরকালের জন্য ধরণীর গুরুভার মাথায় করিয়া আছেন,—ইঁহাদের—কাহারও তিলার্দ্ধ বিশ্রাম নাই। যাঁহারা প্রজাপালক, তাঁহাদের সকলেরই এই ধর্ম্ম ॥ ১১—খ ॥

যাক্, আমার কর্ত্তব্য আমি করি গিয়ে। (এগিয়ে অনতিদূর হইতে রাজাকে দেখিয়া) এই যে নরনাথ সন্তানের ন্যায় প্রিয় স্বীয় প্রজাদিগের সকল অভাব-অভিযোগের পূরণ ও প্রতিবিধান করিয়া একান্ত পরিশ্রান্ত-হৃদয়ে গিয়া নির্জ্জনে একটু শান্তি উপভোগ করিতেছেন। দেখিলে মনে পড়ে—যেন কোন করিরাজ এক দল করীকে প্রচণ্ড রৌদ্রের মধ্যে চরাইয়া যার-পর-নাই তাতিয়া পুড়িয়া গিয়া একটু ঠাণ্ডা স্থানে দাঁড়াইয়া মাথাটা জুড়াইতেছে ॥ ১১—গ ॥

জগতের অবস্থার অস্থৈর্য্য পর্য্যালোচনায় সামাজিকবৃন্দের যে হৃদয় একটা ঘোর বৈমনস্যের করাল ছায়াপাতে অন্ধকারময় হইয়া আসিতেছিল, তাহাতে যেন কেমন এক অদম্য কৌতূহল জন্মিল। কণ্বের শিষ্য, কণ্বের প্রেরিত সংবাদ, সঙ্গে স্ত্রীলোক,—সবগুলিই বিস্ময়োৎপাদক, তাহাতে আবার, ও দিকেও ত, কিছু দিন হইল, কণ্বেরই শিষ্য, কণ্বের কত সংবাদ, কত উপদেশ, আদেশ লইয়া গৌতমী ও শকুন্তলাকে লইয়া দুষ্যন্ত-সকাশে যাত্রা করিয়াছেন, আর এখন এদিকে আজ আবার এই ব্যাপার, সুতরাং দর্শকগণ সাগ্রহে "সস্ত্রীক কণ্বশিষ্যের"—সন্দর্শনলাভের নিমিত্ত একান্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন।

যখন সামাজিকবৃন্দ বিরহিণী হংসপদিকার বিষাদ-সঙ্গীত শ্রবণ করেন, তখন তাহার স্বরকারুণ্যে তাঁহাদের হৃদয়ে ত আঘাত লাগিয়া ছিলই. পরন্তু সেই সঙ্গে বিরহিণী শকুন্তলার বিষয়ও মনে পড়িয়াছিল। ভ্রমর নবীন মকরন্দের

(উপগম্য) জয়তু দেবঃ। এতে খলু হিমবতো গিরেরুপত্যকারণ্যবাসিনঃ কাশ্যপ-সন্দেশমাদায় স-স্ত্রীকাস্তপস্বিনঃ সংপ্রাপ্তাঃ। শ্রুত্বা দেবঃ প্রমাণম্ ॥ ১১-ঘ ॥

রাজা।— (সাদরম্) কিং কাশ্যপ-সন্দেশহারিণঃ। ॥ ১২ ॥

কঞ্চুকী।— অথকিম্। ॥ ১৩ ॥

রাজা।— তেন হি মদ্বচনাৎ বিজ্ঞাপ্যতাম্ উপাধ্যায়ঃ সোমরাতঃ—অমূন্ আশ্রম-বাসিনঃ শ্রৌতেন বিধিনা সংকৃত্য স্বয়মেব প্রবেশয়িতুমর্হতীতি। অহমপি অত্র তপস্বি-দর্শনোচিতে প্রদেশে স্থিতঃ প্রতিপালয়ামি। ॥ ১৪ ॥

কঞ্চুকী।— যথা আজ্ঞাপয়তি দেবঃ। [নিষ্ক্রান্তঃ ॥ ১৫ ॥

রাজা।— (উত্থায়) বেত্রবতি! অগ্নি-শরণমার্গমাদেশয় ॥ ১৬ ॥

প্রতীহারী।—ইদো ইদো দেও। ॥ ১৭ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—প্রতীহারী।—ইতঃ ইতঃ দেবঃ ॥ ১৭ ॥

বঙ্গার্থ।—(কাছে গিয়ে) মহারাজের জয় হউক। মহারাজ! হিমালয় পর্ব্বতের উপত্যকায় যে গহন অরণ্য আছে, সেই অরণ্যবাসী কতিপয় ঋষি কয়েকটি স্ত্রীলোক লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। শুনিলাম, মহর্ষি কাশ্যপ-প্রেরিত কি সংবাদ তাঁহারা লইয়া আসিয়াছেন। কি কর্ত্তব্য উপদেশ করুন ॥ ১১—ঘ ॥

রাজা।—(আদরের সহিত) কি বল্লে? কাশ্যপের প্রেরিত সংবাদ লইয়া আসিয়াছেন? ॥ ১২ ॥

কঞ্চুকী।—আজ্ঞে হাঁ ॥ ১৩ ॥

রাজা।—তা' হ'লে তুমি আমার নাম ক'রে উপাধ্যায় সোমরাত ঠাকুরকে বল গিয়ে যে, ঐ সকল আশ্রমবাসীদিগকে বৈদিক বিধানমতে অভ্যর্থনা করিয়া, তিনি নিজেই সঙ্গে করিয়া আনুন্। এ দিকে আমিও তপস্বীদিগের সন্দর্শনের নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়ে প্রতীক্ষা কচ্ছি ॥ ১৪ ॥

কঞ্চুকী।—যে আজ্ঞে মহারাজ। [প্রস্থান। ॥ ১৫ ॥

রাজা।—(উঠিয়া) বেত্রবতি! অগ্নিহোত্র-গৃহের পথটা দেখিয়ে দাও ত ॥ ১৬ ॥

প্রতীহারী।—এই দিকে এই দিকে, রাজন্ ॥ ১৭ ॥

আস্বাদ গ্রহণে লোলুপ হইয়া নবচূতমঞ্জরীকে প্রগাঢ় চুম্বনে কত ভুলাইয়াছিল আর এখন পদ্মের পর্ণে শুধু একটু বসিবার হুকুম পাইয়াই, একপদে সেই অত আদরের চূতকলিকাকে ভুলিয়া গেল!—সঙ্গীতের এই মর্ম্মের স্বচ্ছ দর্পণে যে কণ্বদুহিতার ছায়াই ভাসিয়া উঠিতেছে,—"সকৃৎ-কৃতপ্রণয়া" শকুন্তলার হৃদয়বেদনাই স্পষ্টীকৃত হইতেছে, ইহা সামাজিকগণের হৃদয়ঙ্গম করিতে বিলম্ব ঘটে নাই; তাই—এখন সস্ত্রীক কণ্ব-শিষ্যের আগমন ও সেই সঙ্গে মহর্ষি কণ্বের সংবাদ প্রেরণ তাঁহাদিগের আকূতি শতগুণ বৃদ্ধি করিয়া তুলিল।

উপেক্ষিতা হংসপদিকার সঙ্গীতে আরও একটা জিনিস বুঝা গেল যে, এই রাজার অভিনব মধুতে প্রথম প্রথম বড়ই অনুরাগ জন্মিয়া থাকে, শেষে কিন্তু সব ভুলিয়া যান, যেমন পদ্মিনী-দীর্ঘিকার শুধু পাড়ে গিয়া দাঁড়ান, জলে নামা বা পদ্মিনী-সংস্পর্শ ত দূরের কথা, অমনিই রাজা আত্মবিস্মৃত হন। রাজধানীতেই যখন ইঁহার এই অবস্থা, তখন অন্তত্র,—যেখানে ইহ-জগতের, জটিল সংসারের জনমানবের পঙ্কিল স্পর্শও কোনদিন পৌঁছিতে পারে না, তাদৃশ নির্জ্জন স্থানের নবীন চূতকলিকার কথা যে বিস্মৃত হইবেন, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি?—ইত্যাদি ভাবনাও নিপুণ দর্শকশ্রেষ্ঠের হৃদয়ে জাগিবার কথা। রাজা নিজেই হংসপদিকার গানের মল্লিনাথব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন—সকৃৎ-কৃতপ্রণয়া হংসপদিকাকে ছাড়িয়া তিনি পাটরাণী বসুমতীর মন্দিরেই দিনযামিনী যাপন করেন,—কাজটা ঠিক হয় নাই, এ ব্যাখ্যা রাজাই করিয়াছেন। বিনা শাপেই যাঁহার এই অবস্থা, দুর্ব্বাসার শাপে তাঁহার যে আরও কি ঘোরতর এবং শোচনীয় অবস্থা ঘটিতে পারে, তাহা চিন্তা করিয়া কোন কোন দর্শক হয় ত শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন।

অচিরেই যে ভয়ঙ্কর দৃশ্য অভিনীত হইবে, শকুন্তলার সেই প্রত্যাখ্যান-বজ্রের ভীষণ আঘাত সহ্য করিবার জন্য কবি সামাজিক-চিত্ত দৃঢ় করিতে লাগিলেন ॥১—১১-ঘ ॥

রাজা।— (পরিক্রামতি, অধিকারখেদং নিরূপ্য) সর্ব্বঃ প্রার্থিতম্ অর্থমধিগম্য সুখী সম্পদ্যতে

জন্তুঃ। রাজ্ঞাং তু চরিতার্থতা দুঃখোত্তরৈব।

ঔৎসুক্যমাত্রমবসায়য়তি প্রতিষ্ঠা ক্লিশ্নাতি লব্ধ-পরিপালনবৃত্তিরেব।

নাতিশ্রমাপনয়নায় যথা শ্রমায় রাজ্যং স্বহস্ত-ধৃতদণ্ডমিবাতপত্রম্॥ ॥ ১৮ ॥

বৈতালিকৌ।—বিজয়তাং দেবঃ। ॥ ১৯ ॥

প্রথমঃ।— স্ব-সুখ-নিরভিলাষঃ খিদ্যসে লোকহেতোঃ প্রতিদিনমথবা তে সৃষ্টিরেবংবিধৈব।

অনুভবতি হি মূর্দ্ধ্না পাদপস্তীব্রমষ্ণং শময়তি পরিতাপং ছায়য়া সংশ্রিতানাম্ ॥ ২০ ॥

দ্বিতীয়ঃ।— নিয়ময়সি বিমার্গপ্রস্থিতানাত্তদণ্ডঃ প্রশময়সি বিবাদং কল্পসে রক্ষণায়।

অতনুষু বিভবেষু জ্ঞাতয়ঃ সন্তু নাম ত্বয়ি তু পরিসমাপ্তং বন্ধুকৃত্যং প্রজানাম্ ॥ ২১ ॥

অন্বয়।—(রাজন্! ত্বং) স্ব-সুখ-নিরভিলাষঃ (সন্) লোকহেতোঃ প্রতিদিনং খিদ্যসে। অথবা তে সৃষ্টিঃ এব এবং-বিধা। হি (তথাহি) পাদপঃ মূর্দ্ধ্না তীব্রম্ উষ্ণম্ অনুভবতি (কিন্তু) ছায়য়া সংশ্রিতানাং পরিতাপং শময়তি ॥ ২০ ॥

(রাজন্! ত্বং) আত্ত-দণ্ডঃ (সন্) বিমার্গ-প্রস্থিতান্ (কুপথগামিনঃ জনান্) নিয়ময়সি, বিবাদং প্রশময়সি, রক্ষণায় কল্পসে (চ)। প্রজানাম্ অতনুষু বিভবেষু (প্রভূতেষু বিত্তেষু সৎসু) জ্ঞাতয়ঃ সন্তু নাম (বিদ্যন্তাং নাম), তাসাং (প্রজানাং) বন্ধুকৃত্যং তু ত্বয়ি পরিসমাপ্তম্ (সম্পদি বিপদি চ মঙ্গলানুধ্যানং, হিতানুষ্ঠানমিত্যর্থঃ ত্বয়ি এব প্রতিষ্ঠিতম্) ॥ ২১ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—(অগ্রগমন করিতে করিতে রাজ্য-পালন-শ্রমের অভিনয় পূর্ব্বক) সকল প্রাণীই অভিলষিত বস্তু লাভ করিয়া সুখী হয়, কিন্তু রাজার ভাগ্যে তাহার ফল বিপরীত। রাজার প্রার্থিত-প্রাপ্তি অনন্ত দুঃখেরই কারণ হইয়া দাঁড়ায়। কেন না :—

কোন অভিপ্রেত বস্তুর প্রাপ্তির নিমিত্ত যে একটা বিষম উৎকণ্ঠা জন্মে, ঐ বস্তুর প্রাপ্তিতে সেই উৎকণ্ঠাটাই দূর হয় মাত্র, কিন্তু সেই প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কি ক্লেশই ভোগ করিতে হয়! একটি বৃহৎ রাজচ্ছত্র স্বহস্তে ধারণ করিলে যেমন আতপের কষ্টের চেয়ে সেই দুর্ব্বহ ছত্রধারণের কষ্টটাই অধিকতর হয়, তদ্রূপ রাজ্যও, লাভের জন্য উৎকণ্ঠার চেয়ে পালনের জন্য যন্ত্রণা অনেক বেশী হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

বৈতালিকদ্বয়।—দেব! আপনার জয় হোক ॥ ১৯ ॥

প্রথম।—মহারাজ! আপনি আত্ম-সুখে উদাসীন থাকিয়া সর্ব্বদা প্রজাপুঞ্জের মঙ্গলের জন্য কি কষ্টই না পাইতেছেন! অথবা আপনার জন্মই এই প্রকার পরের হিত-সাধনের নিমিত্ত। পাদপ যেমন নিজে মাথা পাতিয়া প্রখর সৌরকর ধারণ করে এবং তাহার তলে যাহারা আশ্রয় লয়, তাহাদিগকে ছায়া দ্বারা ঢাকিয়া রাখে, গাত্রে একটুও তাত লাগিতে দেয় না, আপনিও ঠিক তদ্রূপ ॥ ২০ ॥

দ্বিতীয়।—রাজন্, তুমি স্বহস্তে ন্যায়ের দণ্ড ধারণ পূর্ব্বক কুপথগামীদিগকে সুপথে পরিচালিত করিতেছ, প্রজা-পুঞ্জের যত প্রকার আত্মকলহ, বিবাদ-বিসম্বাদ, তাহার নিবারণ করিতেছ এবং নিরলসভাবে সকলকে রক্ষা করিতেছ। প্রজাদিগের আত্মীয়স্বজন, জ্ঞাতিকুটুম্বরা শুধু তাহাদের বিপুল বিভবের বেলায়ই আসিয়া দেখা দেয়, নতুবা প্রজাগণের প্রকৃত হিতসাধন তুমিই করিয়া থাক ॥ ২১ ॥

তাৎপর্য্য।—দর্শকগণের চিত্ত অন্তঃপুর-সমাগত রাজার বিষয় চিন্তা করিয়া যে বড়ই সংশয়াকুল হইয়াছিল, এ কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। রাণী বসুমতীর আকর্ষণে সকৃৎকৃতপ্রণয়া হংসপদিকার রাজ-কৃত উপেক্ষা স্মরণে সম্প্রতি সমাগতা সকৃৎ-কৃতপ্রণয়া শকুন্তলার অদৃষ্টে কি ঘটিবে, সেই চিন্তায় সামাজিকগণ যখন আকুল, তখন "কিং কাশ্যপ-সন্দেশ-হারিণঃ"—(১২) বলিয়া রাজার সাদরে কঞ্চুকীকে জিজ্ঞাসা করায় মহর্ষি কণ্বের এবং কণ্বাশ্রমের বিষয় যে তিনি ভোলেন নাই, প্রত্যুত বিশেষ আগ্রহের সহিত তত্রত্য সংবাদ জানিবার নিমিত্ত তিনি উদ্‌গ্রীব, ইহা

রাজা।— এতে ক্লান্ত-মনসঃ পুনর্নবীকৃতাঃ স্মঃ। (পরিক্রামতি) ॥ ২২ ॥

প্রতীহারী।—অহিণঅসম্মজ্জণ-সস্সিরীঅো সন্নিহিঅ-হোমধেণু অগ্গি-সরণলিন্দো। আরোহউ দেঅো। ॥ ২৩ ॥

রাজা।— (আরুহ্য পরিজনাংসাবলম্বী তিষ্ঠন্) বেত্রবতি! কিমুদ্দিশ্য ভগবতা কাশ্যপেন মৎ-সকাশম্ ঋষযঃ প্রেষিতাঃ স্যুঃ।

কিং তাবদ্ ব্রতিনামুপোঢ়তপসাং বিঘ্নৈস্তপো দূষিতম্ ধর্ম্মারণ্যচরেষু কেনচিদুত প্রাণিষ্বসচ্চেষ্টিতম্।
আহোস্বিৎ প্রসবো মমাপচরিতৈর্বিষ্টম্ভিতো বীরুধাম্ ইত্যারূঢ়-বহু-প্রতর্কমপরিচ্ছেদাকুলং মে মনঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়।—কিং তাবৎ ব্রতিনাম্ উপোঢ-তপসাং তপঃ বিঘ্নৈঃ দূষিতম্। উত ধর্ম্মারণ্যচরেষু প্রাণিষু কেনচিৎ অসৎ চেষ্টিতম্। আহোস্বিৎ মম অপচরিতৈঃ (অপকার্য্যৈঃ) বীরুধাং প্রসবঃ বিষ্টম্ভিতঃ (কিম্)?—ইতি আরূঢ় বহু-প্রতর্কং মে মনঃ অপরিচ্ছেদাকুলং (অনির্ণয়বিক্লবং জাতম্) ॥ ২৪ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—অভিনব-সম্মার্জ্জন-সশ্রীকঃ সন্নিহিতহোমধেনুঃ অগ্নি-শরণালিন্দঃ। আরোহতু দেবঃ ॥ ২৩ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—সাধারণের এই সব উক্তিতেই ত আমাদের সার্থকতা। এই সকল কথায় আমাদের অবসন্ন হৃদয়ে নূতন উৎসাহের সঞ্চার করিয়া দেয় ॥ ২২ ॥

প্রতীহারী।—এই যে সম্মুখেই অগ্নিহোত্রগৃহের সুপরিষ্কৃত ও সুমার্জ্জিত তোরণদ্বারের সংলগ্ন প্রকোষ্ঠ। ঐ তাহার নিকটেই হোমধেনু বাঁধা রহিয়াছে দেব! আপনি ঐ স্থানে উঠুন ॥ ২৩ ॥

রাজা।—(উচ্চ অলিন্দে আরোহণপূর্ব্বক পরিজনের স্কন্ধে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া)—বেত্রবতি! কি উদ্দেশ্যে ভগবান্ কাশ্যপ ঋষিদিগকে আমার নিকটে পাঠাইলেন?—ব্রতপরায়ণ তপস্বীদিগের তপঃকার্য্যাদিতে কেহ কি কোনরূপ বাধাবিঘ্ন জন্মাইতেছে? না—শমপ্রধান ধর্ম্মারণ্যের মৃগাদি প্রাণীর হিংসায় কেহ প্রবৃত্ত হইয়াছে? অথবা আমারই অপকর্ম্মের ফলে তপোবনের তরু-লতাদিতে ফুলফল একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে কি?—কিছুই ত ঠিক করিতে পারিতেছি না। বেত্রবতি! কেমন যেন একটা ঘোর সংশয়ে আমার মন বড়ই আকুল হইতেছে ॥ ২৪ ॥

বুঝিতে পারিয়া দর্শকগণের তবুও কতকটা স্বস্তি হইল। আবার যখন দুষ্যন্ত কঞ্চুকীর মুখে রাজ-পুরোহিতকে, সস্ত্রীক কণ্ব-শিষ্যদিগের বিশিষ্টভাবে সংবর্দ্ধনার উপদেশ পাঠাইলেন, এবং স্বয়ং "তপস্বি-দর্শনোচিত" প্রদেশে তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করিবেন,—বলিলেন, তখন, তাঁহার হৃদয় কণ্বাশ্রম, কণ্বশিষ্য প্রভৃতি বিষয়ে যে কত জাগরূক, তাহা জানিয়া দর্শকবৃন্দের বড়ই আনন্দ হইল।

হংসপদিকার সঙ্গীতে ভ্রমরবৃত্তি রাজার সম্বন্ধে দর্শকগণের চিত্তে যে বিরুদ্ধভাব জন্মিয়াছিল, এখন কণ্বাশ্রম-বাসীদের প্রতি এই সম্মান প্রদর্শনে সে ভাব তিরোহিত হইল —এমনই সময়ে, রাজ্যপালন-জনিত খেদ, অবসাদ, ঔৎসুক্য এবং নিরন্তর কত পরিশ্রম, রাজা যখন নিজে নিজে বলিতে লাগিলেন (১৮), সম্পদের সময়ে সুখ-ভোগের অংশীর অভাব নাই, কিন্তু দুঃখ-কষ্ট-ভোগের বেলায় তিনি একান্ত একাকী, নিতান্ত নিঃসহায়, ইত্যাদি অবসাদ-ক্লান্ত রাজার মুখে শুনিলেন, তখন সামাজিকগণের হৃদয় ধীরে ধীরে আবার শ্রমকাতর দুষ্যন্তের দিকে হেলিতে আরম্ভ করিল, সহানুভূতির অমৃত নির্ঝরে সে হৃদয় ক্রমেই অভিষিক্ত হইয়া উঠিল।

প্রেক্ষাগৃহ যখন এইরূপ রাজানুকূল চিন্তা-ধারায় ভরপূর, তখন "মহারাজের জয় হউক" বলিয়া দুইজন বৈতালিক গান আরম্ভ করিল। সে গান আর কিছুই নহে, রাজ্য-ভারাক্রান্ত নৃপতি দুষ্যন্তের খেদাকুল অবস্থার, বিষাদ-পূর্ণ জীবনের ছবি। পরের জন্য দিনযামিনী পরিশ্রম, কত যন্ত্রণা, কত ব্যথা, ন্যায়ের তুলাদণ্ড হস্তে লইয়া রাজ্য-শাসন, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন,—এক কথায়—প্রজাপুঞ্জের সর্ব্ববিধ হিতসাধনে, শিক্ষা দীক্ষা বিধানে—উৎসৃষ্ট-সর্ব্বস্ব রাজার প্রকৃত স্বরূপের জলন্ত প্রতিকৃতি সেই বৈতালিক-সঙ্গীতের অমল দর্পণে যেন জ্বল্‌জ্বল্ করিতেছে। (২০—২১)

রাজ-কার্য্য পর্য্যবেক্ষণান্তে শ্রমক্লান্ত নৃপতির চিত্তে যে অবসাদ আসিয়াছিল, বৈতালিকদ্বয়ের এই সঙ্গীতে, এই স্বরূপ-বর্ণনে তাহা দূর হইল এবং সেই রাজ-হৃদয়ে নবীন উৎসাহের স্রোত বহিল। (২২)

প্রতীহারী।—সুচরিঅণন্দিণো ইসীও দেঅং সভাঅয়িদুং আঅদ ত্তি তক্কেমি ॥ ২৫ ॥

(ততঃ প্রবিশতি গৌতমী-সহিতাং শকুন্তলাং পুরস্কৃত্য মুনয়ঃ পুরশ্চৈষাং কঞ্চুকী পুরোহিতশ্চ) ॥ ২৬ ॥

কঞ্চুকী।— ইতো ইতো ভবন্তঃ। ॥ ২৭ ॥

শার্ঙ্গরব।— শারদ্বত !

মহাভাগঃ কামং নরপতিরভিন্নস্থিতিরসৌ ন কশ্চিদ্বর্ণানামপথমপকৃষ্টোঽপি ভজতে।

তথাপীদং শশ্বৎ-পরিচিত-বিবিক্তেন মনসা জনাকীর্ণং মন্যে হুতবহপরীতং গৃহমিব ॥ ২৮ ॥

শারদ্বত।— জানে ভবান্ পুরপ্রবেশাদিত্থম্ভূতঃ সংবৃত্তঃ। অহমপি—

অভ্যক্তমিব স্নাতঃ শুচিরশুচিমিব প্রবুদ্ধ ইব সুপ্তম্।

বদ্ধমিব স্বৈরগতির্জনমিহ সুখ-সঙ্গিনমবৈমি ॥ ॥ ২৯ ॥

শকুন্তলা — (নিমিত্তং সূচয়িত্বা) অম্মহে কিং মে বামেঅরং ণঅণং বিপ্ফুরই ॥ ৩০ ॥

গৌতমী।— জাদে পড়িহদং অমঙ্গলং। সুহাইং দে ভত্তুকুলদেবদাও বিতরন্তু (পরিক্রামতি) ॥ ৩১ ॥

অন্বয়।—অভিন্নস্থিতিঃ অসৌ নরপতিঃ মহাভাগঃ (ভবতি), বর্ণানাম্ অপকৃষ্টঃ অপি কশ্চিৎ অপথং ন ভজতে—কামম্। তথাপি জনাকীর্ণং ইদং (স্থানং) শশ্বৎ-পরিচিত-বিবিক্তেন (নিয়ত-নির্জ্জন-স্থান-সেবিনা) মনসা (অহং) হুতবহপরীতং (অনলপরিবেষ্টিতং) গৃহম্ ইব মন্যে ॥ ২৮ ॥

অহম্ অপি ইহ সুখ-সঙ্গিনং জনং, স্নাতঃ অভ্যক্তম্ ইব, শুচিঃ অশুচিম্ ইব, প্রবুদ্ধঃ সুপ্তম্ ইব, স্বৈরগতিঃ বদ্ধম্ ইব অবৈমি ॥ ২৯ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—সুচরিতনন্দিনঃ ঋষয়ঃ দেবং সভাজয়িতুম্ আগতাঃ—ইতি তর্কয়ামি ॥ ২৫ ॥

অহো! কিং মে বামেতরং নয়নং বিস্ফুরতি ॥ ৩০ ॥

জাতে! প্রতিহতম্ অমঙ্গলম্। সুখানি তে ভর্তৃকুল-দেবতাঃ বিতরন্তু ॥ ৩১ ॥

বঙ্গার্থ।—প্রতীহারী।—মহারাজ! আমার মনে হয়, আপনার নানাবিধ সৎকার্য্যে একান্ত আনন্দিত হইয়া ঋষিরা আপনাকে অভিনন্দিত করিতে আসিয়া থাকিবেন ॥ ২৫ ॥

(শকুন্তলাকে পুরোভাগে লইয়া গৌতমী ও ঋষিগণের প্রবেশ। সর্ব্বাগ্রে কঞ্চুকী এবং পুরোহিত) ॥ ২৬ ॥

কঞ্চুকী। এই দিকে আসুন আপনারা ॥ ২৭ ॥

শার্ঙ্গরব।—শারদ্বত! (এই নৃপতি দুষ্মন্ত যথার্থই একজন মহাপুরুষ, কেহ বলিতে পারে না যে, ইনি কোনদিন স্বীয় মানমর্য্যাদার হানিকর কোনরূপ কার্য্য করিয়াছেন। উচ্চ বর্ণের ত কথাই নাই, অতি হীন বর্ণের কোন ব্যক্তিও ইঁহার রাজ্যে কোনরূপ অপথে কখনও যায় না, এ সবই সত্য, কিন্তু ভাই! চিরদিন নির্জ্জন-স্থানে বাস করিয়া আমার মন এমনই হইয়াছে যে, এই জনকোলাহলপূর্ণ রাজবাড়ী আমার নিকট অগ্নিপরিবেষ্টিত গৃহের ন্যায় ভয়ঙ্কর বোধ হইতেছে ॥ ২৮ ॥)

শারদ্বত।—সে আমি আগেই বুঝতে পেরেছি। দেখ্‌ছি—রাজপুরীতে ঢোকা অবধিই তোমার ঐ দশা ঘটিয়াছে। আমারও ভাই এই রাজবাড়ীর সুখসাগর-মগ্ন লোকগুলিকে কেমন মনে হইতেছে জানো?—স্নানোত্তীর্ণ ব্যক্তির সর্ব্বাঙ্গে তেলমাখা লোককে যেমন লাগে, কিংবা অতি পবিত্র ব্যক্তির নিতান্ত অপবিত্রকে যেমন লাগে, অথবা জাগরিত ব্যক্তির নিদ্রিত ব্যক্তিকে যেমন লাগে, কিংবা স্বাধীন ব্যক্তির শৃঙ্খলিত অর্থাৎ পরাধীন ব্যক্তিকে যেমন লাগে,—ঠিক সেইরূপ ॥ ২৯ ॥

শকুন্তলা।—(দুর্লক্ষণ লক্ষ্য করিয়া) এ কি? আমার ডান চোখ নাচ্‌ছে কেন? ॥ ৩০ ॥

গৌতমী।—জাদু, অমঙ্গল দূর হউক। তোমার পতির কুলদেবতারা তোমাকে সুখ-সম্পদ দান করুন।

(অগ্রসর হইতে লাগিলেন) ॥ ৩১ ॥

পুরোহিত। —(রাজানং নির্দ্দিশ্য) ভোস্তপস্বিনঃ! অসাবত্রভবান্ বর্ণাশ্রমাণাং রক্ষিতা প্রাগেব
মুক্তাসনো বঃ প্রতিপালয়তি। পশ্যত এনম্। ॥ ৩২ ॥

শার্ঙ্গরব। — ভো মহাব্রাহ্মণ! কামম্ এতদ্ অভিনন্দনীয়ম্। তথাপি বয়ম্ অত্র মধ্যস্থাঃ। কুতঃ—

ভবন্তি নম্রাস্তরবঃ ফলাগমৈঃ নবাম্বুভির্দূর-বিলম্বিনো ঘনাঃ।
অনুদ্ধতাঃ সৎপুরুষাঃ সমৃদ্ধিভিঃ স্বভাব এবৈষ পরোপকারিণাম্ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়।—তরবঃ ফলাগমৈঃ নম্রা ভবন্তি, ঘনাঃ নবাম্বুভিঃ দূর-বিলম্বিনঃ ভবন্তি, সৎপুরুষাঃ (চ) সমৃদ্ধিভিঃ অনুদ্ধতাঃ ভবন্তি,—পরোপকারিণাম্ এষঃ এব স্বভাবঃ ॥৩৩॥

বঙ্গার্থ।—পুরোহিত।—(রাজাকে দেখাইয়া) ওহে তপস্বিগণ! চাতুর্ব্বর্ণ্য এবং চতুরাশ্রমের রক্ষাকর্ত্তা, পূর্ব্ব হইতেই আসন ছাড়িয়া উঠিয়া আপনাদিগের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। একবার ইঁহার দিকে তাকান্॥৩২॥

শার্ঙ্গরব।—ওহে মহাব্রাহ্মণ! অতবড় রাজার পক্ষে, গরীব আমরা, আমাদের উদ্দেশে উঠিয়া দাড়ানো খুব প্রশংসার কথা বটে, কিন্তু তা হ'লেও আমরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন, ইহাতে তুমি যেরূপ গর্ব্ব করিতেছ, তাহার তেমন কোন কারণ খুঁজিয়া পাইতেছি না। কেন না—

(ফল-সমাগমে তরুরাজি স্বতই নত হইয়া থাকে, নবজলদ-সমাগমে মেঘমালা আপনিই কত নীচুতে নামিয়া আসে, আবার যাঁহারা প্রকৃত সাধু পুরুষ, অভ্যুদয়-সম্পদে তাঁহারা অতীব বিনীত হইয়া থাকেন। ঠাকুর! পরোপকারীদের এইটাই হইল প্রকৃত স্বভাব। তাই বলিতেছিলাম, তুমি যে জন্য রাজার অত তোষামোদ করিতেছ, আমরা তাহাতে সজ্জন-চরিত্রের অতিরিক্ত তেমন কিছুই দেখিতেছি না॥৩৩॥)

শকুন্তলাকে লইয়া শার্ঙ্গরব, শারদ্বত ও গৌতমী পিসী রাজার অগ্নিহোত্র গৃহপ্রাঙ্গণে পৌঁছিয়াছেন, সঙ্গে রাজ-পুরোহিত। কেহ কোন কথা কহিবার পূর্ব্বেই শকুন্তলা চমকিয়া উঠিল।

"বামেতর অক্ষি তার কাঁপিল সঘনে" (মাইকেল) "এ আবার কি?"—বলিতে-না-বলিতেই গৌতমী সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন—"ষাট্, বাছা! ষাট্, দুঃখের দিন ত কাটিয়া গিয়াছে। তোমার পতিকুলদেবতা মঙ্গল করিবেন।" শকুন্তলা নিশ্চিন্ত হইল ভাবিল, পিসীমার কথা কি মিথ্যা হইতে পারে?

রাজার সম্মুখে ঢুকিতেই কণ্বদুহিতার ডান চোখ কাঁপিল,—এ কি হ'লো,—ভাবিয়া সামাজিকরাও চম্‌কাইলেন। — নিমেষের জন্য সম্মেলন-চত্বরে একটি নিশ্বাসের শব্দ পর্য্যন্ত শ্রুত হইল না। সব নীরব; এমন সময়ে পুরোহিত ঠাকুর রাজাকে দেখাইয়া তপস্বীদিগকে কহিলেন, আসমুদ্র পৃথিবীর অধীশ্বর, ঐ দেখ তাপসগণ! তোমাদের আগমনের সংবাদ পাইয়া কত পূর্ব্ব হইতেই আসন ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া আছেন। অর্থাৎ বিনয়ের এমন প্রতিমূর্ত্তি কি আর কোথাও দেখিয়াছ —পুরোহিতের আকাশ প্রকম্পী স্বরে সকলেরই দৃষ্টি সেই দিকে পড়িল। সত্যই চোখ জুড়াইয়া গেল। তপস্বীদিগের অভ্যর্থনার অনুকূল সাত্ত্বিক বেশে দীর্ঘবপুঃ নরেন্দ্র পবিত্র হোমগৃহের তোরণ-কক্ষের দ্বারে দাঁড়াইয়া,—সম্মুখে আজন্ম সাত্ত্বিক ঋষি-শিষ্যদ্বয় ও তপোবনের মূর্ত্তিমতী পবিত্রতার ন্যায় বর্ষীয়সী তাপসী গৌতমী, সঙ্গে সেই শকুন্তলা, দর্শকগণের ক্ষণকালের নিমিত্ত যেন কেমন উদ্‌ভ্রান্তি জন্মিল—সেই শকুন্তলা এবং সেই রাজাকে বহুকাল পরে আজ অন্যোন্যের সম্মুখীন দেখিয়া তাঁহাদের হৃদয়ের যে ভাবান্তর ঘটিল, যে অপূর্ব্ব অবস্থা জন্মিল, তাহার সামান্য ভগ্নাংশমাত্রও প্রকাশ করিবার মত ভাষা এ দীন লেখকের নাই। সে স্থানের তদানীন্তন অবস্থা কেবল সহৃদয়গণেরই সম্বেদ্য।

কবি-শব্দের অর্থ—"ক্রান্তদর্শী," যাহা হইয়া থাকে, হয়, হইতে পারে বা হইবে,—তাহা যাঁহাদের নয়নে পরিস্ফূর্ত্ত ও হৃদয়ে অনুভূত হয়, তাঁহারাই প্রকৃত কবি। কালিদাস যখন আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার পূর্ব্ব হইতেই প্রকৃত ব্রাহ্মণ্য তেজের,—ব্রাহ্মণ-হৃদয়ের প্রকৃত ব্রাহ্মণোচিত স্বাতন্ত্র্যের ক্রমশঃ ক্ষয় হইতে আরম্ভ হইয়াছে।— বিশেষতঃ রাজ-রাজড়াদের বৃত্তিভোগী ব্রাহ্মণদের দশা তখনও যে খুব বেশী উন্নত ছিল, তাহা কবির লেখায় মনে হয় না। বাড়ীতে আর্য অতিথি আসিয়াছেন,—কোন প্রার্থনা লইয়া তাঁহারা আসেন নাই, ভিক্ষায় নিমিত্ত—

প্রতীহারী।—দেঅ! পসন্ন-মুহবণ্ণা দীসন্তি। জাণামি বীসদ্ধ-কজ্জাও ইসীও ॥ ৩৪ ॥

রাজা।— (শকুন্তলাং দৃষ্ট্বা) অথাত্রভবতী—

কা স্বিদবগুণ্ঠনবতী নাতি-পরিস্ফুট-শরীর-লাবণ্যা।
মধ্যে তপোধনানাং কিসলয়মিব পাণ্ডুপত্রাণাম্ ॥ ॥ ৩৫ ॥

প্রতীহারী।—দেঅ! কুতূহল-গব্ভো পহিও ণ মে তক্কো পসরই। দংসণীআ উণ সে আকিদী লক্খীঅই। ॥ ৩৬ ॥

রাজা। — ভবতু। অনির্বর্ণনীয়ং খলু পর-কলত্রম্ ॥ ৩৭ ॥

শকুন্তলা। — (হস্তমুরসি কৃত্বা আত্মগতম্) হিঅঅ কিং এব্বং বেবসি। অজ্জউত্তস্স ভাবং ওহারিঅ ধীরং দাব হোহি। ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়।—তপোধনানাং মধ্যে, পাণ্ডুপত্রাণাং মধ্যে কিসলয়ম্ ইব, অবগুণ্ঠনবতী, নাতিপরিস্ফুটশরীর লাবণ্যা অত্রভবতী কা স্বিৎ? ॥ ৩৫ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—দেব! প্রসন্ন-মুখ-বর্ণাঃ দৃশ্যন্তে। জানামি—বিস্রব্ধকার্য্যাঃ ঋষয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

দেব! কুতূহলগর্ভঃ ন মে তর্কঃ প্রসরতি। দর্শনীয়া পুনরস্যাঃ আকৃতিঃ লক্ষ্যতে ॥ ৩৬ ॥

হৃদয়! কিম্ এবং বেপসে? আর্য্যপুত্রস্য ভাবম্ অবধার্য্য ধীরং তাবৎ ভব ॥ ৩৮ ॥

বঙ্গার্থ।—প্রতীহারী।—দেব! ঋষিদের মুখচ্ছবি যেরূপ প্রসন্নতাপূর্ণ দেখা যাচ্ছে, তাহাতে মনে হয়, কোন একটা বিশেষ আনন্দকর কার্য্যের জন্যই তাঁহারা আসিয়াছেন ॥ ৩৪ ॥

রাজা।—(শকুন্তলাকে দেখিয়া) এই অবগুণ্ঠনবতী কামিনী কে? এখনও ইঁহার দেহলতার লাবণ্য সম্যক্‌প্রকারে ফোটে নাই, তবুও ইনি এত সুন্দরী! তপস্যা ছাড়া যাহাদের অন্য কোন কাজ নাই, সেই ঋষিদিগের মধ্যেই বা ইনি কেন? দেখিয়া মনে হইতেছে, যেন পাণ্ডুবর্ণের পত্রের মধ্যে একটি নবীন ও নধর পল্লব ফোট-ফোট হইয়া রহিয়াছে। ব্যাপার কি? ॥ ৩৫ ॥

প্রতীহারী।—দেব! আমার জান্‌তে বড়ই কৌতূহল হচ্ছে যে, এই স্ত্রীলোকটি কে, কিন্তু জিজ্ঞাসা কর্‌তে পেরে উঠ্‌ছি না। কিন্তু এটা বল্‌তেই হবে যে, ইহার চেহারাটা দেখার মতনই বটে, খুব সুন্দরী ॥ ৩৬ ॥

রাজা।—তা হোক্ সুন্দরী, পরস্ত্রী দেখতে নাই ॥ ৩৭ ॥

শকুন্তলা।—(বুক হাত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া মনে মনে) হৃদয়, এত কাঁপছ কেন? আর্য্যপুত্রের সেই মিলন-কালের অবস্থা স্মরণ পূর্ব্বক স্থির হও, অত ভালোবাসা কি ভুলে গেলে ॥ ৩৮ ॥

কাতর অঞ্জলি-বদ্ধ করে তাঁহারা উপস্থিত হন নাই। রাজারই অধিকৃত ধন, রাজাকে প্রত্যর্পণ করিতে আসিয়াছেন। স-সাগরা ধরণীর অধিপতির পক্ষে বিনয়-প্রকাশ তদীয় চারিত্র্য-মাহাত্ম্যেরই পরিজ্ঞাপক, তাঁহার বিধিদত্ত পদের ও বিশ্ববিশ্রুত বংশের উপযুক্ত, রাজা তাহাই করিয়াছেন মাত্র। ঋষিদিগের অভ্যর্থনার জন্য পূর্ব্ব হইতেই উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন—বলিয়া রাজ-পুরোহিতের পক্ষে অতটা প্রশংসা, রাজাকে অতটা উঁচু করিয়া তোলা এবং আকাশ-পাতাল কাঁপাইয়া ঘোষণা করা—বনবাসীদিগের কাণে বড়ই বাজিল। তাঁহারা সহিতে পারিলেন না। সংসারী লোক হইলে হজম করিত, পুরোহিতের উক্তিতে 'তা' ঠিক' বলিয়া সায় দিতে পারিত,—কিন্তু ঋষিরা তাহা দিলেন না। বেদাচার-সম্পন্নবৎ রাজ-সংসারে লব্ধপ্রতিষ্ঠ পুরোহিত ব্রাহ্মণের তাদৃশ চাটুকারিতা দর্শনে তাঁহারা ব্যথিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ শৃঙ্গবৎ উদাত্ত-কণ্ঠে শার্ঙ্গরব কহিলেন, "ওহে মহাব্রাহ্মণ, রাজাধিরাজচক্রবর্ত্তীর পক্ষে দীনহীন বনবাসী আমাদের জন্য আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়ানোটা খুবই প্রশংসার কথা বটে, কিন্তু আমরা ইহাতে তেমন কিছু বিশিষ্টতা দেখিতেছি না।" "মহাব্রাহ্মণ"—সম্বোধনটা ঋষিরা বৃথা করেন নাই। উহা নিরর্থক প্রযুক্ত হয় নাই। প্রকৃত ব্রাহ্মণকে কোন বিশেষণে বিশেষিত করিবার প্রয়োজন হয় না। ব্রাহ্মণ—এইটুকুই যথেষ্ট। যাহারা

পুরোহিত।—(পুরোগত্বা) এতে বিধিবদর্চ্চিতাঃ তপস্বিনঃ। কশ্চিদ্ এষাং উপাধ্যায়সন্দেশঃ।
তং দেবঃ শ্রোতুমর্হতি। ॥ ৩৯ ॥

রাজা।— অবহিতোঽস্মি। ॥ ৪০ ॥

ঋষয়ঃ।— (হস্তমুদ্যম্য) বিজয়স্ব রাজন্! ॥ ৪১ ॥

রাজা।— সর্ব্বান্ অভিবাদয়ে। ॥ ৪২ ॥

ঋষয়ঃ।— ইষ্টেন যুজ্যস্ব। ॥ ৪৩ ॥

রাজা।— অপি নির্ব্বিঘ্ন-তপসো মুনয়ঃ। ॥ ৪৪ ॥

বঙ্গার্থ।—পুরোহিত।—(রাজার সম্মুখে গিয়া) এই তপস্বীদিগকে যথাবিধি সংকৃত করা হইয়াছে। ইঁহাদের উপাধ্যায় মহর্ষি কণ্বের নিকট হইতে ইঁহারা যেন কি সংবাদ লইয়া আসিয়াছেন। মহারাজ সেই সংবাদ শ্রবণ করুন ॥ ৩৯ ॥

রাজা।—বলুন,—শুনছি ॥ ৪০ ॥

ঋষিরা।—রাজন্! সর্ব্বত্র বিজয়ী হউন ॥ ৪১ ॥

রাজা।—আপনাদের সকলকে অভিবাদন করিতেছি ॥ ৪২ ॥

ঋষিরা।—অভিলষিত লাভ করুন ॥ ৪৩ ॥

রাজা।--মুনিগণের তপঃকার্য্যের কোনরূপ বাধাবিঘ্ন জন্মে নাই ত? ॥ ৪৪ ॥

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মবর্জ্জিত, যজ্ঞসূত্র-সার, জাতিমাত্র সম্বল ব্রাহ্মণরূপে পরিচিত, তাহাদেরই বিশেষণের প্রয়োজন। কিন্তু তাই বলিয়া "মহৎ" শব্দ ব্রাহ্মণ-শব্দের পূর্ব্বে প্রয়োগ করিতে নাই, অন্যভাবে বিশেষিত কর, ও শব্দটা দিও না। উহা ব্রাহ্মণ-শব্দের পূর্ব্বে বসিলে—ব্রাহ্মণকে অতি হীনজাতীয় বলিয়াই বুঝায়। শঙ্খ, তৈল, মাংস, বৈদ্য, জ্যোতিষিক এবং দ্বিজবাচক শব্দের পূর্ব্বে মহৎ শব্দের ব্যবহার শব্দ-শাস্ত্র-বিগর্হিত। পুরোহিতের ব্রাহ্মণ-বিগর্হিত ব্যবহারে বিরক্ত হইয়াই স্বাধীন-বৃত্তিক তাপস শাঙ্গর্রব ঐ শাস্ত্রবিগর্হিত শব্দ ব্যবহার পূর্ব্বক পুরোহিতকে সমজাইয়া দিয়াছিলেন যে, তোমার কতটা অধঃপতন ঘটিয়াছে। কোথায় তোমরা ছিলে, আর রাজ-সেবার ফলে আজ কোথায় আসিয়া পৌঁছিয়াছ। ৩৩

শকুন্তলাকে দেখিয়া রাজা ঠাহর করিতে পারেন নাই যে, উনি কে?—প্রতীহারীও পারে নাই, কিন্তু স্ত্রীলোক, সুতরাং অপরিচিতা অনিন্দ্য-সুন্দরী যুবতীকে কতিপয় নবীন ব্রহ্মচারীর মধ্যে অকপটভাবে চলাফেরা করিতে দেখিয়া তাহার বড়ই কৌতূহল হইতেছে যে, জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু পরিচারিকা সে, ততটা সাহসে কুলাইতেছে না। অথচ সেই অনবদ্য সৌন্দর্য্য হইতে চোখ ফিরাইতেও ইচ্ছা হইতেছে না। তাই সরলা প্রতীহারী রাজার প্রশ্নে, কে ঐ সুন্দরী কথায় জবাব দিয়া বসিল। কহিল, সুন্দরী বটে, কি রূপ! আ মরি! রাজা অমনিই তাড়া দিলেন, বলিলেন--হোক না রূপসী, পরের স্ত্রী দেখিতে নাই, ছিঃ!

দর্শকবৃন্দ রুচিমান্ রাজার এই উক্তিতে শিহরিয়া উঠিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিলেন, এখনও বোধ হয়, চিনিতে পারেন নাই, অনেক দিন ছাড়াছাড়ি কি না, এখনই সকল গোল মিটিয়া যাইবে। অত ব্যাপার, অমন ভালোবাসা, এও কি সম্ভব!—ইত্যাদি প্রকারে তাঁহারা কথঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হইলেন বটে, কিন্তু শকুন্তলার বুক কাঁপিয়া উঠিল। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সে অন্ধকার দেখিল। ক্ষণকালের জন্য সব যেন তাহার গোলমাল হইয়া গেল। দুঃখিনী তখন উদ্বেল বক্ষঃস্থল চাপিয়া ধরিয়া কোনমতে স্থির হইতে চেষ্টা করিল ও মনে মনে কহিল—হৃদয়, অত অধীর হইও না, প্রিয়তমের সেই তপোবন-সংবৃত্ত ঘটনাগুলি মনে করিয়া শান্ত হও। অমন প্রণয়সিন্ধু কি কখনো- শুকাইতে পারে?

রঙ্গমঞ্চের যখন এমনই সংশয়াকুল অবস্থা, তখন পুরোহিত তপস্বীদিগকে, রাজবাড়ীর আদব-কায়দার সহিত রাজার নিকট পরিচয় করিয়া দিলেন এবং আশ্রমপতি মহর্ষি কণ্বের প্রেরিত সংবাদ শুনিবার নিমিত্ত রাজাকে অনুরোধ করিলেন। রাজাও তৎক্ষণাৎ কহিলেন—বলুন, আমি শুনিবার জন্য প্রস্তুত।—রাজার এই "প্রস্তুত" কথায় সমগ্র রঙ্গ-মঞ্চ প্রতিধ্বনিত হইল। দর্শকগণ উক্ত কথোপকথন শুনিবার নিমিত্ত একান্ত নিবিষ্ট-হৃদয়ে ও উন্নমিত-কণ্ঠে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। আর শকুন্তলা?—আলেখ্য-লিখিতার ন্যায় নিস্পন্দ ও বুঝি বা নিরুদ্ধ-নিশ্বাস অবস্থায় কাণ পাতিয়া রহিল ॥ ৪০

ঋষয়ঃ ।— কুতো ধর্ম্মক্রিয়াবিঘ্নঃ সতাং রক্ষিতরি ত্বয়ি ।
তমস্তপতি ঘর্ম্মাংশৌ কথমাবির্ভবিষ্যতি ॥ ॥ ৪৫ ॥

রাজা ।— অর্থবান্ খলু মে রাজ-শব্দঃ । অথ ভগবান্ লোকানুগ্রহায় কুশলী কাশ্যপঃ ॥ ৪৬ ॥

ঋষয়ঃ ।— স্বাধীন-কুশলাঃ সিদ্ধিমন্তঃ । স ভবন্তম্ অনাময়-প্রশ্নপূর্ব্বকং ইদম্ আহ ॥ ৪৭ ॥

রাজা ।— কিম্ আজ্ঞাপয়তি । ॥ ৪৮ ॥

শার্ঙ্গরব ।— যন্মিথঃ সময়াদ্ ইমাং মদীয়াং দুহিতরং ভবান্ উপায়ংস্ত । তন্ময়া প্রীতিমতা যুবয়োরনুজ্ঞাতম্ । কুতঃ—

ত্বমর্হতাং প্রাগ্রহরঃ স্মৃতোঽসি নঃ শকুন্তলা মূর্ত্তিমতী চ সৎক্রিয়া ।
সমানয়ংস্তুল্য-গুণং বধূ-বরং চিরস্য বাচ্যং ন গতঃ প্রজাপতিঃ ॥
তদিদানীম আপন্ন-সত্ত্বা প্রতিগৃহ্যতাং সহধর্ম্মচরণায় ইতি ॥ ৪৯ ॥

অন্বয় ।—রাজন্ ! ত্বয়ি সতাং রক্ষিতরি (সতি) ধর্ম্ম-ক্রিয়াবিঘ্নঃ (যজ্ঞাদি-ধর্ম্ম-কর্ম্ম-বিপত্তিঃ) কুতঃ (সম্ভবেৎ ?), ঘর্ম্মাংশৌ (সূর্য্যে) তপতি সতি তমঃ কথম্ আবির্ভবিষ্যতি ? (নহি সূর্য্যে উদিতে ধ্বান্তস্য অবসরঃ ইত্যর্থঃ) ॥ ৪৫ ॥

রাজন্ ! ত্বং অস্মাকং (অস্মাভিঃ) অর্হতাং (পূজার্হাণাং) প্রাগ্রহরঃ (শ্রেষ্ঠঃ) স্মৃতঃ অসি । ইয়ং শকুন্তলা চ মূর্ত্তিমতী সংক্রিয়া, প্রজাপতিঃ তুল্যগুণং বধূবরং সমানয়ন্ (সংযোজয়ন্) চিরস্য (চিরায়) বাচ্যং ন গতঃ (নিন্দনীয়তাং ন প্রাপ্তবান্) ॥ ৪৯ ॥

বঙ্গার্থ ।—ঋষিরা ।—রাজন্ ! সূর্য্যদেব যখন আকাশ-মণ্ডলে উদিত থাকেন, তখন যেমন অন্ধকার সম্ভবিতে পারে না, তদ্রূপ আপনি যেখানে সাধু সজ্জনের রক্ষাকর্ত্তা, তথায় যাগযজ্ঞাদি ধর্ম্মকার্য্যে বাধাবিঘ্নের সম্ভাবনা কোথায় ? ॥ ৪৫ ॥

রাজা ।—এত দিনে আমার "রাজা" নাম সার্থক হইল । ভগবান্ কাশ্যপ ভালো আছেন ত ? জগতের মঙ্গলের জন্যই তাঁহাদের শরীর-ধারণ, সুতরাং তাঁহাদের ভালো থাকা মানে জগতের প্রতি অনুগ্রহ-প্রকাশ ॥ ৪৬ ॥

ঋষিরা ।—যাঁহাদের মানসী সিদ্ধি আছে, তাঁহাদের নিজের মঙ্গলামঙ্গল নিজেরই হাতে । যতদিন প্রয়োজন—সুস্থভাবে বিরাজ করিয়া কার্য্য শেষ হইলেই তাঁহারা লীলাসংহার করেন । আমাদের সেই গুরুদেব আপনার সম্বাধান কুশল জিজ্ঞাসার পর এই কথা বলিয়াছেন ॥ ৪৭ ॥

রাজা ।—কি আদেশ করিয়াছেন তিনি ? ॥ ৪৮ ॥

শার্ঙ্গরব ।—(রাজন্ ! মহর্ষি বলিয়াছেন যে,) অতি সঙ্গোপনে শপথপূর্ব্বক আমার এই কন্যাকে আপনি যে বিবাহ করিয়াছেন, আপনাদের উভয়ের সেই পরিণয় আমি সন্তুষ্টচিত্তে অনুমোদন করিয়াছি । কেন না,—আমরা আপনাকে সম্মানভাজন পূজার্হদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি । আবার আমার এই শকুন্তলাও যেন শরীর-ধারিণী সৎক্রিয়া । সুতরাং পূজার্হ ব্যক্তিকে সৎকার সহকারেই অর্চ্চনা করা সর্ব্বপ্রকারে বিধেয় । আপনার ন্যায় গুণবানের সহিত শকুন্তলার ন্যায় গুণবতীকে মিলিত করিয়া প্রজাপতি চিরকালের জন্য প্রশংসনীয় হইলেন । আপনাদের উভয়ের এই মিলন না হইলে বিধাতার ঘোর নিন্দা হইত । অতএব আপনি ধর্ম্মাচরণের নিমিত্ত আপনার এই সহধর্ম্মিণীকে গ্রহণ করুন,—রাজন্ ! ইনি এখন স-সত্ত্বা ॥ ৪৯ ॥

গৌতমী।— অজ্জ। কিং বি বত্তুকাম হ্মি, ণ মে বঅণাবসরো অত্থি। কহং ত্তি—

ণাবেক্খিথো গুরুঅণো ইমাএ ণ তুএ পুচ্ছিঅো বন্ধূ।

এক্কক্কমেব্বং চরিএ ভণামি কিং এক্কমেক্কস্স ॥ ৫০ ॥

শকুন্তলা।— (আত্মগতম্) কিং ণু ক্খু অজ্জউত্তো ভণই। ॥ ৫১ ॥

রাজা।— কিমিদমুপন্যস্তম্। ॥ ৫২ ॥

শকুন্তলা।— (আত্মগতম্) পাবঅো ক্খু বঅণোবন্নাসো ॥ ৫৩ ॥

শার্ঙ্গরব।— কথমিদং নাম? ভবন্তঃ এব সুতরাং লোকবৃত্তান্ত-নিষ্ণাতাঃ ॥

সতীমপি জ্ঞাতি-কুলৈক-সংশ্রয়াং জনোঽন্যথা ভর্তৃমতীং বিশঙ্কতে।

অতঃ সমীপে পরিণেতুরিষ্যতে তদপ্রিয়াপি প্রমদা স্ববন্ধুভিঃ ॥ ৫৪ ॥

রাজা।— কিং চাত্রভবতী ময়া পরিণীতপূর্ব্বা? ॥ ৫৫ ॥

শকুন্তলা।— (সবিষাদম্ আত্মগতম্) হিঅঅ! সংপদিঅা দাণিং দে আসঙ্কা ॥ ৫৬ ॥

অন্বয়।—অনয়া গুরুজনঃ ন অপেক্ষিতঃ, ত্বয়া (চ) বন্ধুঃ (পিত্রাদিঃ) ন পৃষ্টঃ। একৈকম্ (অন্যোন্যম্) এবং চরিতে একস্মৈ (কৃতে) একং কিং ভণামি ॥ ৫০ ॥

ভর্তৃমতীং (পতিবত্নীং) জ্ঞাতিকুলৈকসংশ্রয়াং (নিরন্তর-পিতৃগৃহবাসিনীং) সতীং (সাধ্বীং) অপি (কামিনীং) জনঃ অন্যথা বিশঙ্কতে (অসতী ইয়ম্ ইতি সম্ভাবয়তি)। অতঃ (হেতোঃ) তদপ্রিয়া অপি (তস্য পত্যুঃ অপ্রিয়া) প্রমদা স্ববন্ধুভিঃ (পিত্রাদিভিঃ) পরিণেতুঃ সমীপে ইষ্যতে (ভবতু ইয়ং পত্যুরপ্রিয়া, তথাপি তৎ-সকাশে এব অস্যাঃ স্থিতিঃ সমীচীনা এবং অভিলষ্যতে) ॥ ৫৪ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—আর্য্য! কিমপি বক্তুকামা অস্মি। ন মে বচনাবসরঃ অস্তি, কথমিতি।

নাপেক্ষিতঃ গুরুজনঃ অনয়া ন ত্বয়া পৃষ্টঃ বন্ধুঃ।

একৈকং এবং চরিতে ভণামি কিম্ একম্ একস্মৈ ॥৫০॥

কিং নু খলু আর্য্যপুত্রঃ ভণতি ॥ ৫১ ॥

পাবকঃ খলু বচনোপন্যাসঃ ॥ ৫৩ ॥

হৃদয়! সম্পতিতা ইদানীং তে আশঙ্কা ॥ ৫৬ ॥

বঙ্গার্থ।—গৌতমী।—আর্য্য! আমারও দু'একটা কথা বল্‌বার ছিল, কিন্তু বল্‌তে যেয়ে দেখ্‌ছি,—বল্‌বার আর পথ নাই। কেননা,—এই শকুন্তলা আপনাকে আত্মদান করিবার সময়ে গুরুজনের কোনই অপেক্ষা রাখে নাই এবং আপনিও ইহার স্বজনবর্গকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করেন নাই। আপনারা দুই জনই স্ব-ইচ্ছায় যখন এইরূপ কাজ করিয়া ফেলিয়াছেন, তখন আপনাদের একের জন্য অন্যকে কি বল্‌বো—বলুন। এরূপ স্থলে তৃতীয় ব্যক্তির কোন কথাই মানায় না বা সাজেও না ॥ ৫০ ॥

শকুন্তলা।—(মনে মনে) দেখি, আর্য্যপুত্র কি জবাব দেন ॥ ৫১ ॥

রাজা।—এ কি অদ্ভুত ব্যাপার! যেন একটা উপন্যাস ॥ ৫২ ॥

শকুন্তলা।—(মনে মনে) উঃ, ইঁহার কথাগুলি যেন জলন্ত অগ্নি ॥ ৫৩ ॥

শার্ঙ্গরব।—কি! এতদূর! বলি আপনারাই না লৌকিক ব্যবহার-জ্ঞান বিষয়ে পরম পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত? আপনি কি জানেন না যে,—সধবা কামিনী যতবড় সতীই হউক-না-কেন, সে যদি নিয়ত পিতৃগৃহেই বাস করে, তবে লোকে তার সম্বন্ধে কত অকথা-কু-কথা বলে, এই কারণে, স্বামী ভালো বাসুন আর নাই বাসুন, কন্যার পিতামাতা চান্ যে, সে পতিগৃহেই বাস করুক ॥ ৫৪ ॥

রাজা।—কি বল্লেন? ইনি কি আমার পরিণীতা? ॥ ৫৫ ॥

শকুন্তলা।—(সবিষাদে মনে মনে) হৃদয়, যে আশঙ্কা করিয়াছিলে, এতক্ষণে তাহা উপস্থিত হইল ॥ ৫৬ ॥

শার্ঙ্গরব।— কিং কৃতকার্য্যদ্বেষাদ ধর্ম্মং প্রতি বিমুখতা উচিতা রাজ্ঞঃ ॥ ৫৭ ॥

রাজা।— কুতোঽয়মসংকল্পনাপ্রশ্নঃ। ॥ ৫৮ ॥

শার্ঙ্গরব। – মূর্চ্ছন্ত্যমী বিকারাঃ প্রায়েণৈশ্বর্য্য-মত্তেষু। ॥ ৫৯ ॥

রাজা।— বিশেষেণাধিক্ষিপ্তোঽস্মি! ॥ ৬০ ॥

গৌতমী।— জাদে, মুহুত্তঅং মা লজ্জস্‌সু। অবণইস্‌সং দাব দে ওউণ্ঠণং, তদো তুমং ভত্তা অহিজাণিস্‌সই। (যথোক্তং করোতি)। ॥ ৬১ ॥

রাজা। – (শকুন্তলাং নির্বর্ণ্য আত্মগতম্)—

ইদমুপনতমেবং রূপমক্লিষ্ট-কান্তি প্রথম-পরিগৃহীতং স্যান্ন বেতি ব্যবস্যন্।
ভ্রমর ইব বিভাতে কুন্দমন্তস্তুষারং ন চ খলু পরিভোক্তুং নৈব শক্নোমি হাতুম্॥

(বিচারয়ন্ স্থিতঃ) ॥ ৬২ ॥

প্রতীহারী।—অহো ধম্মাবেক্খিতা ভট্টুণো। এরিসং ণাম সুহোবণঅং রূবং দেক্খিঅ কো অণ্ণো বিচারেই। ॥ ৬৩ ॥

শার্ঙ্গরব। – ভো রাজন্! কিমিতি জোষমাস্যতে ॥ ৬৪ ॥

অন্বয়।—প্রথম-পরিগৃহীতং স্যাৎ ন বা ইতি ব্যবস্যন্ (পর্য্যালোচয়ন্ অহং), এবং (অনেন প্রকারেণ, যদৃচ্ছয়া ইত্যর্থঃ) উপনতম্ ইদং অক্লিষ্ট কান্তি (অম্লান-সৌন্দর্য্যং) রূপং, বিভাতে (প্রাতঃ) ভ্রমরঃ অন্তস্তুষারং (হিমগর্ভং) কুন্দং (কুন্দ-কুসুমম্) ইব, ন চ পরিভোক্তুং ন এব হাতুং (পরিত্যক্তুং) শক্নোমি ॥ ৬২ ॥

প্রাকৃত-অনুবাদ।—জাতে! মুহূর্ত্তং মা লজ্জস্ব। অপনেষ্যামি তাবৎ তে অবগুণ্ঠনং ততঃ ত্বাং ভর্ত্তা অভিজ্ঞাস্যতি ॥ ৬১ ॥

অহো ধর্ম্মাবেক্ষিতা ভর্ত্তুঃ। ঈদৃশং নাম সুখোপনতং রূপং দৃষ্ট্বা কঃ অন্যঃ বিচারয়তি ॥ ৬৩ ॥

বঙ্গার্থ।—শার্ঙ্গরব।—আত্মকৃত কার্য্যের অস্বীকার পূর্ব্বক এই প্রকার ধর্ম্মদ্রোহিতা কি আপনার ন্যায় রাজার কর্ত্তব্য? ॥ ৫৭ ॥

রাজা।—এইরূপ একটা অলীক প্রশ্নই ত উঠিতে পারে না ॥ ৫৮ ॥

শার্ঙ্গরব।—তা বটে! ঐশ্বর্য্যমদান্ধদের এই প্রকার প্রকৃতিবিপর্য্যয়ই ঘটিয়া থাকে ॥ ৫৯ ॥

রাজা।—আপনাদের এবংবিধ তীব্রবাক্যে আমি বড়ই আহত হচ্ছি ॥ ৬০ ॥

গৌতমী।—বাছা! নিমেষের জন্য লজ্জা পরিত্যাগ কর। আমি তোমার ঘোম্‌টাটা খুলিয়া দেখাই, তা হ'লেই তোমার পতি তোমায় চিন্‌তে পারবেন।

(অবগুণ্ঠন উন্মোচন) ॥ ৬১ ॥

রাজা—(শকুন্তলাকে ভালো করিয়া দেখিয়া আ মরি মরি! কি রূপ! এমন অম্লান সৌন্দর্য্য আপনিই আসিয়া উপস্থিত, অথচ আমি পূর্ব্বে ইহা আমার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি কি না, এই আলোচনায় আকুল হইয়া ইহাকে উপভোগ করিতে পারিতেছি না, বা প্রত্যাখ্যান করিতেও মন সরিতেছে না। তুষারবর্ষি রজনীর অবসানে, হিমাচ্ছন্ন কুন্দকুসুমকে ভ্রমর যেমন না পারে ভোগ করিতে, না পারে ছাড়িয়া যাইতে, আজ এই গর্ভিণী মুনিকন্যার সম্বন্ধেও আমার ঠিক সেই দশা ঘটিয়াছে। (মনে মনে নানা বিচার করিতে লাগিলেন) ॥ ৬২ ॥

প্রতীহারী।—আহা! আমাদের কর্ত্তার কি ধর্ম্মভয়। বিনা আয়াসে আসিয়া উপস্থিত, এমন রূপ দেখিয়া আর কেহ হইলে কি আর বিচার-বিতর্ক করে ॥ ৬৩ ॥

শার্ঙ্গরব।—মহারাজ! চুপ করিয়া রহিলেন যে? ॥ ৬৪ ॥

রাজা।— ভোস্তপোধনাঃ, চিন্তয়ন্নপি ন খলু স্বীকরণমত্রভবত্যাঃ স্মরামি। তৎ কথমিমাম্ অভিব্যক্ত-সত্ত্ব-লক্ষণাম্ প্রতি আত্মানং ক্ষেত্রিণম্ আশঙ্কমানঃ প্রতিপৎস্যে ॥ ৬৫ ॥

শকুন্তলা।—(অপবার্য্য) অজ্জউত্তস্স পরিণএ এব্ব সন্দেহো। কুদো দাণিং মে দূরারোহিণী আসা। ॥ ৬৬ ॥

শার্ঙ্গরব।— মা তাবৎ— কৃতাভিমর্শামনুমন্যমানঃ সুতাং ত্বয়া নাম মুনির্বিমান্যঃ।
মুষ্টং প্রতিগ্রাহয়তা স্বমর্থং পাত্রীকৃতো দস্যুরিবাসি যেন ॥ ৬৭ ॥

শারদ্বত।— শার্ঙ্গরব! বিরম ত্বমিদানীম্। শকুন্তলে! বক্তব্যমুক্তমস্মাভিঃ। সোঽয়মত্রভবানেবমাহ। দীয়তামস্মৈ প্রত্যয়প্রতিবচনম্। ॥ ৬৮ ॥

অন্বয়।—কৃতাভিমর্ষাং সুতাম্ অনুমান্যমানঃ মুনিঃ ত্বয়া মা তাবৎ বিমান্যঃ নাম, (ন কেনাপি কারণেন ত্বয়া অবমন্তব্যঃ)। মুষ্টম্ (অপহৃতং) স্বম্ অর্থং (শকুন্তলাখ্যং দুহিতৃধনং) প্রতিগ্রাহয়তা (প্রতিগৃহ্যতামিয়ম্ ইতি উপচ্ছন্দয়তা) যেন (মুনিনা) ত্বং দস্যুঃ ইব পাত্রীকৃতঃ (সম্প্রদানীয়তয়া কল্পিতঃ) ॥ ৬৭ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—আর্য্যপুত্রস্য পরিণয়ে এব সন্দেহঃ। কুতঃ ইদানীং মে দূরাধিরোহিণী আশা ॥ ৬৬ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—তপোধনগণ! বহু চিন্তা করিয়াও এই রমণীর পরিণয়াদির কথা আমি মনে করিতে পারিতেছি না। এরূপ স্থলে, আপনারাই বলুন ত, কি করিয়া আমি গর্ভবতী কামিনীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করি? আপনাদের অবিদিত নহে যে, অন্য সহযোগে যাহার পত্নী গর্ভবতী হয়েন, তাদৃশী ললনার পতিকে ক্ষেত্রী কহে, আমি জানিয়া শুনিয়া কি প্রকারে অত বড় একটা কলঙ্কের ভার মাথায় লই? ॥ ৬৫ ॥

শকুন্তলা।—(অপবার্য্য) তাই ত! আর্য্যপুত্রের দেখছি, পরিণয়ে পর্য্যন্ত ঘোর সন্দেহ জন্মিয়াছে! রাজমহিষী হইয়া কত সুখ-সম্পদের উপভোগে কালাতিপাত করিব,—বলিয়া যে ধামাভরা আশা করিয়াছিলাম, তাহাতে দেখছি কুলো-ভরা ছাই পড়িল! ॥ ৬৬ ॥

শার্ঙ্গরব।—রাজন্! নানা প্রলোভনে বশীভূত করিয়া তুমি কণ্বের দুহিতাকে উপভোগ করিয়াছ, তবুও দয়াময় মহর্ষি কণ্ব তোমার সে কার্য্য অনুমোদন করিয়াছেন, এমন যে ক্ষমাশীল ঋষি, তাঁহাকে কোন কারণেই তুমি অপমানিত করিতে পার না। করা উচিত নয়। ভাবিয়া দেখ ত, যে মহর্ষির কন্যারূপ অনর্ঘ রত্ন তুমি অপহরণ করিয়াছিলে, সেই মহর্ষিই সেই হৃতসর্ব্বস্ব কন্যারত্নকে দস্যুরূপী তোমাকে অর্পণ করিতে প্রস্তুত, আর তুমি এইরূপ হীনোচিত ব্যবহার করিতেছ? ॥ ৬৭ ॥

শারদ্বত।—শার্ঙ্গরব, তুমি এখন বিরত হও। শকুন্তলে! যা বল্‌বার, আমরা বলিলাম। আর রাজাও এইরূপ বলিতেছেন। এখন ইঁহার বিশ্বাসের উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দাও ॥ ৬৮ ॥

তাৎপর্য্য।—রাজা ও ঋষিদিগের মধ্যে পরস্পরের মঙ্গলাদি জিজ্ঞাসার পর, কণ্বশিষ্য, তপোবন হইতে বিদায়কালে, মহর্ষি কণ্বের সেই উপদেশ-সংবলিত সংবাদগুলি একে একে রাজাকে শুনাইলেন এবং পরিশেষে কহিলেন, "রাজন্! আপনার এই সহধর্ম্মিণী আসন্ন-সত্ত্বা, আপনি ইহাকে গ্রহণ করুন।"

ঋষিদিগের উপর রাজার অগাধ বিশ্বাস, অসীম ভক্তি। ঋষিদিগের মাহাত্ম্য তিনি বিশেষরূপে বিদিত আছেন। "স্পর্শানুকূল সূর্য্যকান্তের" ন্যায় ঋষিগণের তেজও যে অন্যকৃত অভিভবে দাহাত্মক হয়, ইহা তিনি বিলক্ষণরূপেই জানিতেন। ঋষিগণ স্ব স্ব কৃচ্ছ্র-সাধ্য তপস্যার ষষ্ঠাংশ যে রাজাকে দান করেন, এবং সেই ষষ্ঠাংশের ফল যে অক্ষয়, ইহাও তিনি জ্ঞাত ছিলেন। ঋষিগণের সত্যনিষ্ঠা, ন্যায়-পরায়ণতা, শমপ্রধান চরিত্র, ধর্ম্মভাব,—কিছুই তাঁহারা অবিদিত ছিলেন না, সুতরাং তাদৃশ ঋষিরা যে অযথাভাবে শকুন্তলাকে সাজাইয়া পাঠান নাই বা আনেনও নাই, বরং রাজার ভুল হইতে পারে, কিন্তু ঋষিরা যে ভ্রমপ্রমাদের অতীত, এ সকল কথা রাজা বুঝিয়াছিলেন, তবুও কিন্তু আত্মচরিত্রের উপর তাঁহার যে অটল বিশ্বাস ও অপরিমিত আস্থা, তৎপ্রণোদিত হইয়া, রাজা কিছুতেই শকুন্তলাকে গ্রহণ করিতে পারিলেন না। আত্ম-সত্তায়

শকুন্তলা।— (অপবার্য্য) ইমং অবত্থন্তরং গত্তে তারিসে অণুরাএ কিং বা সুমরাবিএণ। অত্তা দাণিং মে মোঅনীও ত্তি ববসিঅং এদং। (প্রকাশম্) অজ্জউত্ত। (অর্দ্ধোক্তে) সংসইএ পরিণএ ণ এসো সমুদাআরো। পোরব, জুত্তং নাম দে তহ পুরা অস্সমপদে সহাবুত্তাণহিঅং ইমং জণং সমঅপুব্বং পআরিঅ এরিসেহিং অক্খরেহিং পচ্চাক্খাউং। ॥ ৬৯ ॥

রাজা।— শান্তং পাপম্।

ব্যপদেশমাবিলয়িতুং কিমীহসে জনমিমং চ পাতয়িতুম্।
কূলঙ্কষেব সিন্ধুঃ প্রসন্নমম্ভস্তটতরুঞ্চ ॥ ৭০ ॥

শকুন্তলা।— হোউ। জই পরমত্থদো পর-পরিগ্গহ-সঙ্কিণা তুএ এব্বং পউত্তং তা অহিণ্ণাণেণ তুহ আসঙ্কং অবণইস্সং। ॥ ৭১ ॥

রাজা।— উদারঃ কল্পঃ। ॥ ৭২ ॥

অন্বয়।—কূলঙ্কষা (কূলমুদ্রুজা) সিন্ধুঃ প্রসন্নং অম্ভঃ তটতরুং চ ইব (যথা পাতয়িতুম্ ঈহতে, তদ্বৎ) ব্যপদেশং (স্বকীয়পিতৃকুলং) আবিলয়িতুং (কলঙ্কিতং কর্ত্তুং) ইমং জনং চ (মাং চ) পাতয়িতুং কিং (কথং) ঈহসে? ॥ ৭০ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—ইদম্ অবস্থান্তরং গতে তাদৃশে অনুরাগে কিং বা স্মারিতেন। আত্মা ইদানীং মোচনীয় ইতি ব্যবসিতম্ এতৎ। আর্য্যপুত্র!—সংশয়িতে পরিণয়ে ন এষ সমুদাচারঃ। পৌরব! যুক্তং নাম তে তথা পুরা আশ্রমপদে স্বভাবোত্তান-হৃদয়ম্ ইমং জনং সময়পূর্ব্বং প্রতার্য্য ঈদৃশৈঃ অক্ষরৈঃ প্রত্যাখ্যাতুম্ ॥ ৬৯ ॥

ভবতু। যদি পরমার্থতঃ পরপরিগ্রহশঙ্কিনা ত্বয়া এবং প্রবৃত্তং তৎ অভিজ্ঞানেন তব আশঙ্কাম্ অপনেষ্যামি ॥ ৭১ ॥

বঙ্গার্থ।—শকুন্তলা।—(কতিপয়ের অগোচরে) সেই অত অনুরাগ, অত ভালোবাসারই যখন এই পরিণাম, তখন স্মরণ করাইয়া দেওয়ায় আর লাভ কি? তবে, আমার আত্মাকে কলঙ্ক-মুক্ত করা প্রয়োজন বলিয়াই দু'একটি কথা বলিব। (প্রকাশ্যে) আর্য্যপুত্র! (এইটুকু বলিয়াই) যেখানে পরিণয়েই সংশয়, সেখানে এ সম্বোধন আর খাটে না। পৌরব! সেই নির্জ্জন তপোবনে কত প্রতিজ্ঞা, কত প্রলোভনের জাল পাতিয়া এই আজন্ম-সরলা হতভাগিনীকে প্রতারণা পূর্ব্বক, এখন এই সব উক্তি দ্বারা প্রত্যাখ্যান করা আপনার ন্যায় পুরুষশ্রেষ্ঠের পক্ষে যুক্তিযুক্তই বটে! ॥ ৬৯ ॥

রাজা।—ছিঃ! এমন আচরণ যেন কোন দিন না করি। ভদ্রে! তুমি এ সব আরম্ভ করিলে কি? কূলভঙ্গকারিণী স্রোতস্বিনী যেমন তাহার জলকে পঙ্কিল করে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তটস্থিত তরুবরকেও পাতিত করিয়া থাকে, তুমিও দেখিতেছি তদ্রূপ, নিজের ব্যবহারের দ্বারা, তোমার পিতৃকুল কলঙ্কিত এবং আমাকেও অনন্ত কালিমায় নিপাতিত করিতেছ ॥ ৭০ ॥

শকুন্তলা।—ভালো! যদি সত্য সত্য আমাকে পরস্ত্রী শঙ্কা করিয়াই আপনি এইরূপ ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, তবে আমি স্মৃতিচিহ্নের দ্বারা আপনার সব আশঙ্কা দূর করিছি ॥ ৭১ ॥

রাজা।—খুব ভাল কথা। কর ॥ ৭২ ॥

তাঁহার কি অসীম বিশ্বাস ও অপরিমিত নির্ভর ছিল, এই প্রত্যাখ্যান তাহারই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। তিনি আর্য্য নৃপতি। সিংহাসন তাঁহার বিলাসের সামগ্রী নহে। সে সিংহাসনের নামান্তর "ধর্ম্মাসন," আর তিনি স্বয়ং ধর্ম্মের প্রতিমূর্ত্তি। ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য, তিনি ঋষিদিগের রোষানলে ভস্মীভূত হওয়াকেও তুচ্ছ মনে করেন। তাই তিনি বার বার কণ্বশিষ্য কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়াও অতি বিনয়ের সহিত বলিয়াছিলেন, "আমার ত কিছুই মনে পড়ে না। আমি জানিয়া শুনিয়া কি করিয়া, বলুন, আমার আত্মাকে ক্ষেত্রিত্ব-দোষাপন্ন করিব?" এই উক্তি অস্থিমাংসময় পার্থিব রাজা দুষ্যন্তের নহে,

শকুন্তলা।— (মুদ্রাস্থানং পরামৃশ্য) হদ্ধী হদ্ধী অঙ্গুলীঅঅসুণ্ণা মে অঙ্গুলী। (সবিষাদং গৌতমীমীক্ষতে)। ॥ ৭৩ ॥

গৌতমী।— ণূণং দে সক্কাবআরব্ভন্তরে সচীতিত্থ-সলিলং বন্দমাণাএ পব্ভট্ঠং অঙ্গুলীঅঅং। ॥ ৭৪ ॥

রাজা।— (সস্মিতম্) ইদং তৎ প্রত্যুৎপন্নমতি স্ত্রৈণমিতি যদুচ্যতে ॥ ৭৫ ॥

শকুন্তলা।— এত্থ দাব বিহিণা দংসিঅং পহুত্তণং। অবরং দে কহিস্সং। ॥ ৭৬ ॥

রাজা।— শ্রোতব্যমিদানীং সংবৃত্তম্। ॥ ৭৭ ॥

শকুন্তলা।— ণং একস্সিং দিঅহে ণোমালিআমণ্ডবে ণলিণীপত্তভাঅণগঅং উদঅং তুহ হত্থে সন্নিহিঅং আসি। ॥ ৭৮ ॥

রাজা।— শৃণুমস্তাবৎ। ॥ ৭৯ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—হা ধিক্ হা ধিক্, অঙ্গুরীয়ক-শূন্যা মে অঙ্গুলী ॥ ৭৩ ॥

নূনং তে শক্রাবতারাভ্যন্তরে শচীতীর্থ-সলিলং বন্দমানায়াঃ প্রভ্রষ্টম্ অঙ্গুরীয়কম্ ॥ ৭৪ ॥

অত্র তাবৎ বিধিনা দর্শিতং প্রভুত্বম্। অপরং তে কথয়িষ্যামি ॥ ৭৬ ॥

ননু একস্মিন্ দিবসে নব-মালিকামণ্ডপে নলিনী-পত্র-ভাজন-গতম্ উদকং তব হস্তে সন্নিহিতম্ আসীৎ ॥ ৭৮ ॥

বঙ্গার্থ।—শকুন্তলা।—(অঙ্গুরীয়স্থানে হাত দিয়া) কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! আমার আঙ্গুলের আংটি কি হ'লো? (সবিষাদে গৌতমীর দিকে চাহিলেন) ॥ ৭৩ ॥

গৌতমী।—নিশ্চয়ই, শক্রাবতার নামক স্থানের শচীতীর্থ-নামধেয় জলাশয়ের জলে যখন তুমি বন্দনা করিতেছিলে, তখন আংটিটি আঙ্গুল হইতে খসিয়া পড়িয়াছে ॥ ৭৪ ॥

রাজা।—বাঃ! খুব সমাধান বটে! ইহাকেই বলে স্ত্রীলোকের সেই প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, ইহা ঐ জাতিরই একচেটে ॥ ৭৫ ॥

শকুন্তলা।—কি আর বলবো? বিধাতাই আপনাকে বল্‌বার সুযোগ করিয়া দিয়াছেন, বলুন। আচ্ছা, আর একটা নিদর্শন আপনাকে বল্‌ছি, শুনুন ॥ ৭৬ ॥

রাজা।—এখন শুন্‌বার পালা পড়িয়াছে, যত পারো বল, শুনিয়া যাই ॥ ৭৭ ॥

শকুন্তলা।—মনে পড়ে?—এক দিন নব-মালিকামণ্ডপের মধ্যে পদ্মপত্রে বিরচিত পাত্রে জল লইয়া তুমি হাতে তুলিয়া ধরিয়াছিলে ॥ ৭৮ ॥

রাজা।—বল, শুনে যাই ॥ ৭৯ ॥

ইহা সেই অপার্থিব আর্য্যধর্ম্মের প্রতিনিধির উক্তি, শকুন্তলা যখন অবগুণ্ঠন উন্মোচন পূর্ব্বক, রাজাকে কত পুরাতন কথা, পুরাতন ঘটনা স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিল, তখন রাজা স্বীয় অকলঙ্ক কুলের সর্ব্বনাশ ভয়ে একান্ত ভীত হইয়া, কাতরকণ্ঠে বলিয়াছিলেন,—"ভদ্রে! তুমি কূলঙ্কষা তটিনীর মত কেন আমার কুল ও আমাকে নিরয়ে পাতিত করিতে চেষ্টা করিতেছ? কেন তোমার এ প্রয়াস?" ঋষিগণ যখন রোষকম্পিত কণ্ঠে কহিলেন যে, "হে সত্যবাদিন্, এই যে আজ শকুন্তলাকে বঞ্চনা করিলে, ইহার ফলে তোমাকে 'বিনিপাতে' যাইতে হইবে," তখন সত্যের সুদৃঢ় বর্ম্মে আবৃতবক্ষ নৃপতি উদাত্তস্বরে জবাব দিলেন, "পৌরবদিগের বিনিপাত অসম্ভব, এরূপ উক্তি একান্ত অশ্রদ্ধেয়।" তাঁহার হৃদয় যে কত দৃঢ়, কত সহিষ্ণু এবং কত ধীর, এই উক্তি তাহারই—পরিচায়িকা।"

এক দিন সেই মালিনী-তীরের তপোবনে বৃক্ষবাটিকাগত, পাদপান্তরিত মুগ্ধমূর্ত্তি দুষ্মন্তকে দর্শকবৃন্দ দেখিয়াছেন, আর আজ আবার এই প্রশান্তমূর্ত্তি প্রশান্ত-বারিধিবৎ অকম্পিত-হৃদয় ধীর দুষ্মন্তকে দেখিলেন। তাঁহারা একবার তাঁহার মোহময়ী অবস্থা দেখিয়াছেন, এইক্ষণে আবার তাঁহার জ্ঞানময়ী মূর্ত্তি দেখিলেন। তাঁহারা দেখিলেন যে, যখন মোহ, তখন যেমন তাহা জগতে অতুল, তেমনি আবার যখন জ্ঞান, তখন তাহাও জগতে অতুল। একই আধারে মোহ এবং জ্ঞানের এই অতুলত্ব দর্শনে তাঁহারা অবাক্ হইলেন। তাঁহারা বুঝিলেন যে, যিনি মহান্, তাঁহার সকলই মহৎ, সকলই বিচিত্র। সম্পদ্, বিপদ্—তাঁহার সবই অদ্ভুত।

যখন ঋষিগণ রোরুদ্যমানা শকুন্তলাকে রাজার সমীপে নিক্ষিপ্ত করিয়া, জোর করিয়া রাখিয়া চলিয়া গেলেন, তখন সত্য

শকুন্তলা। — তক্‌খণং সো মে পুত্তকিঅও দীহাপঙ্গো ণাম মঅপোদও উবঠ্‌ঠিদো, তুএ অঅং দাব পঢমং পিঅউ-ত্তি অনুঅম্পিণা উবচ্ছন্দিদো উঅএণ। ণ উণ দে অপরিচআদো হত্থব্ভাসং উবগদো। পচ্ছা তস্‌সিং এব্ব মএ গহিএ সলিলে ণেণ কিদো পণও। তদা তুমং ইত্থং পহসিদো সি সব্বো সগন্ধেসু বিস্‌সসই, দুবে বি এত্থ আরণ্যআ ত্তি। ॥ ৮০ ॥

রাজা।— এবমাদিভিরাত্মকার্য্য-নির্বর্ত্তিনীনামনৃতময়বাঙ্মধুভিরাকৃষ্যন্তে বিষয়িণঃ। ॥ ৮১ ॥

গৌতমী। — মহাভাঅ! ণ অরিহসি এব্বং মন্তিউং। তবোবণসংবড্‌ঢিদো অণভিণ্ণো অঅং জণে কইতবস্‌স। ॥ ৮২ ॥

রাজা। -- তাপস-বৃদ্ধে!

স্ত্রীণামশিক্ষিতপটুত্বমমানুষীষু সংদৃশ্যতে কিমুত যাঃ প্রতিবোধবত্যঃ।
প্রাগন্তরিক্ষ-গমনাৎ স্বমপত্য-জাতম্‌ অন্যৈর্দ্বিজৈঃ পরভৃতাঃ খলু পোষয়ন্তি ॥ ৮৩ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—তৎক্ষণং সঃ মে পুত্র-কৃতকঃ দীর্ঘাপাঙ্গঃ নাম মৃগপোতঃ উপস্থিতঃ। ত্বয়া —অয়ং তাবৎ প্রথমং পিবতু —ইতি অনুকম্পিনা উপচ্ছন্দিতঃ উদকেন। ন পুনঃ তে অপরিচয়াৎ হস্তাভ্যাসম্‌ উপগতঃ। পশ্চাৎ তস্মিন্‌ এব ময়া গৃহীতে সলিলে অনেন কৃতঃ প্রণয়ঃ। তদা ত্বম্‌ ইত্থং প্রহসিতঃ অসি,—সর্ব্বঃ সগন্ধেষু বিশ্বসিতি,—দ্বৌ অপি অত্র আরণ্যকৌ—ইতি ॥ ৮০ ॥

মহাভাগ! ন অর্হসি এবং মন্ত্রয়িতুম্‌। তপোবন-সংবর্দ্ধিতঃ অনভিজ্ঞঃ অয়ং জনঃ কৈতবস্য ॥ ৮২ ॥

অন্বয়।—অয়ি তাপস-বৃদ্ধে! অমানুষীষু (মানুষীতরাসু তির্য্যগ্‌জাতিষু অপি) স্ত্রীণাম্‌ অশিক্ষিতপটুত্বং (স্বভাবসিদ্ধং চাতুর্য্যং) সংদৃশ্যতে, কিমুত যাঃ প্রতিবোধবত্যঃ (বুদ্ধি-বৃত্তি-শালিন্যঃ নার্য্যঃ, মানুষীণাম্‌ স্বভাবসিদ্ধে চতুরত্বে কিমু বক্তব্যম্‌ ইতি ভাবঃ) (তথাহি) পরভৃতাঃ (কোকিলাঃ) অন্তরিক্ষ-গমনাৎ প্রাক্‌ স্বং (স্বকীয়ম্‌) অপত্যজাতম্‌ অন্যৈঃ দ্বিজৈঃ (পক্ষিভিঃ, কাকাদিভিরিত্যর্থঃ) পোষয়ন্তি খলু ॥ ৮৩ ॥

মর্ম্মার্থ।—শকুন্তলা।—ঠিক সেই সময়ে দীর্ঘাপাঙ্গ নামক এক মৃগশিশু —তাহাকে আমি পুত্রের মত দেখিতাম,—এসে উপস্থিত হ'লো। তখন,—এই শিশুই অগ্রে পান করুক—বলিয়া কত আদরে তুমি তাহাকে জল পান করাইতে গেলে। কিন্তু তোমাকে সে চিনিত না,—তাই তোমার হাতের ত্রিসীমায়ও যখন গেল না, তখন আমি গিয়ে যেমন ঐ জলপূর্ণ পাত্রটি ধর্‌লুম্‌, অমনি মৃগশিশু এসে জলটুকু খেয়ে নিলে। তাই দেখে তখন তুমি ঠাট্টা ক'রে বল্লে যে, সকলেই আপনার জনকে বিশ্বাস করে, তোমরা দুই জনেই বনবাসী কি না, তাই তোমার সাথে অত ভাব ॥ ৮০ ॥

রাজা।—তা বটে! স্ব-কার্য্য সাধনোদ্যত রমণীরা এই প্রকার মধুমাখা বাগ্‌জালের দ্বারাই বিষয়-বিমূঢ় লোকদিগকে নিজের মতলবমত টানিয়া লইয়া বেড়ায় ॥ ৮১ ॥

গৌতমী।—মহাভাগ! এরূপ কথা বলা আপনার ঠিক হচ্ছে না। এই শকুন্তলা তপোবনেই মানুষ হইয়াছে, সুতরাং সংসারের ছল-চাতুরীর লেশও এ জানে না। শিখে নাই ॥ ৮২ ॥

রাজা। —ওগো তপস্বিনী ঠাকরোণ! স্ত্রীলোকের আর শেখার দরকার হয় না। যাদের কোন জ্ঞান নাই, সেই পশুপক্ষীদের স্ত্রীরাও না শিখেই ঢের চতুরতার পরিচয় দিয়া থাকে, আর যাদের—নাড়ীজ্ঞান টন্‌টনে, সেই নারী-জাতির সম্বন্ধে আর কথা কি? তুমি দেখ নাই কি যে, আকাশে উড়তে শিখ্‌বার পূর্ব্বেই, নিজের কচি কচি ছানাগুলিকে, কোকিলারা কেমন অপর পাখীর বাসায় রেখে মানুষ করে। ও সব শেখা-না-শেখার কথা আর তলো না বাছা ॥ ৮৩ ॥

সত্যই রাজা মহা বিপদে পড়িলেন। অশরণা অবলার অপরাধ কি? সে অবলাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে তিনি প্রাণান্তেও প্রস্তুত নহেন সত্য, কিন্তু তাহাকে তাড়াইয়া দিবার মত আসুর বলে ত তাঁহার হৃদয় বলীয়ান্‌ নহে, তাই সেই

শকুন্তলা।— (স-রোষম্) অণজ্জ অত্তণো হিঅআণুমাণেণ পেক্‌খসি। কো দাণিং অণ্ণো ধম্ম-কঞ্চুঅপ্‌পবেসিণো তিণচ্ছণ্ণকূবোবমস্‌স তব অণুকিইং পড়িবজ্জিস্‌সই। ॥ ৮৪ ॥

রাজা।— (আত্মগতম্) সন্দিগ্ধ-বুদ্ধিং মাং কুর্ব্বন্ অকৈতব ইব অস্যাঃ কোপো লক্ষ্যতে। তথাহি অনযা—

ময্যেব বিস্মরণ-দারুণ-চিত্ত-বৃত্তৌ বৃত্তং রহঃ প্রণযমপ্রতিপদ্যমানে।
ভেদাদ্ ভ্রুবোঃ কুটিলযোরতিলোহিতাক্ষ্যা ভগ্নং শরাসনমিবাতিরুষা স্মরস্য ॥ ৮৫ ॥

পুরোহিতঃ।— ভদ্রে! প্রথিতং দুষ্যন্তস্য চরিতং, তথাপীদং ন লক্ষ্যযে ॥ ৮৬ ॥

শকুন্তলা।— সুট্‌ঠু দাব, অত্ত সচ্ছন্দচারিণী কিঅ ম্হি, জা অহং ইমস্‌স পুরুবংসপ্পচ্চযেণ মুহমহুণো হিঅঅট্‌ঠিঅবিসস্‌স হত্থব্ভাসং উপগআ। (পটান্তেন মুখমাবৃত্য রোদিতি। ॥ ৮৭ ॥

অন্বয়।—বিস্মরণ-দারুণ চিত্তবৃত্তৌ, রহঃ বৃত্তং প্রণয়ম্ অপ্রতিপদ্যমানে (অস্বীকুর্ব্বতি) ময়ি (বিষয়ে) অতিরুষা অতিলোহিতাক্ষ্যা (আরক্তনয়নয়া) (অনয়া) কুটিলয়োঃ ভ্রুবোঃ ভেদাৎ (ভঙ্গাৎ) স্মরস্য শরাসনং ভগ্নম্ ইব ॥ ৮৫ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—শকুন্তলা।—অনার্য্য! আত্মনঃ হৃদয়ানুমানেন প্রেক্ষসে? কঃ ইদানীম্ অন্যঃ ধর্ম্মকঞ্চুক-প্রবেশিনঃ তৃণচ্ছন্ন কূপোপমস্য তব অনুকৃতিং প্রতি-পৎস্যতে? ॥ ৮৪ ॥

সুষ্ঠু তাবৎ। অত্র স্বচ্ছন্দচারিণী কৃতা অস্মি যা অহম্ অস্য পুরুবংশপ্রত্যয়েন মুখমধোঃ হৃদয়স্থিতবিষস্য হস্তাভ্যাসম্ উপগতা ॥ ৮৭ ॥

বঙ্গার্থ। শকুন্তলা।—(সক্রোধে) অনার্য্য! তুমি নিজের হৃদয়ের ওজনে জগৎ ওজন কর্ত্তে চাও। এমন আর কে আছে যে,—তোমার মত বাহিরে ধর্ম্মের আবরণে গা ঢেকে, তৃণাবৃতমুখ কূপের ন্যায় হ'তে পারে? ওরূপ ব্যবহার এক তোমাতেই সম্ভবে ॥ ৮৪ ॥

রাজা।—(মনে মনে) এই ললনার যেরূপ অকৃত্রিম ক্রোধ দেখ্‌ছি, তাহাতে আমার বুদ্ধিশুদ্ধি— স—ব গুলিয়ে যাচ্ছে, বিষম সন্দেহ হচ্ছে যে,—আমি ঠিক, না, ও-ই ঠিক। কেন না—সেই অতি নির্জ্জনে আমাদের উভয়ের যে প্রণয় হইয়াছিল,—আজ সে সমস্তই আমি ভুলিয়া গিয়াছি, সে প্রণয়ের কোন কথাই আমি স্বীকার করিতেছি না—বলিয়া আমি যে নৃশংস-হৃদয়তার পরিচয় দিচ্ছি, তজ্জন্য এই শকুন্তলার এতই ক্রোধ জন্মিয়াছে, এবং রোষারুণনয়নে এমনই ভ্রূকুটী করিতেছে যে মনে হইতেছে যেন, যে কন্দর্পের ফুল-ধনুকের অত্যাচারে এই বিপদ্, সেই ধনুই ঐ ভ্রূভঙ্গের ছলে ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছে ॥ ৮৫ ॥

পুরোহিত।—ভদ্রে! দুষ্যন্তের চরিত্র বিশ্ববিশ্রুত, গোপনে কোন কাজ করিবার পাত্র তিনি নন্ ॥ ৮৬ ॥

শকুন্তলা।—ভালো! তুমি আমায় স্বেচ্ছাচারিণী প্রমাণ করিলে? পুরুবংশীয়গণ অতি উদারপ্রকৃতিক এবং সরল-হৃদয় ভাবিয়া, মধুপূর্ণমুখ এবং বিষপূর্ণ হৃদয় তোমাকে যেমন আত্মসমর্পণ করিয়াছিলাম, আজ তেমনই হাতে হাতে ফল পাইলাম। (আঁচলের দ্বারা মুখ ঢাকিয়া রোদন) ॥ ৮৭ ॥

কাতর-নয়নার নয়ন-জলে, তাঁহার দয়ার্দ্র-হৃদয় চঞ্চল হইল। তাঁহার হৃদয়বৃত্তি 'পর'-পরিগ্রহ-সংশ্লেষ-পরাঙ্মুখী সত্য, তবুও কিন্তু সে হৃদয় গলিল। তিনি অনন্যোপায় হইয়া, কাতরহৃদয়ে ও যুক্তকরে, পুরোবর্ত্তী পুরোহিতের শরণাপন্ন হইলেন। "আপনিই উপদেশ দিন, এখন কি কর্ত্তব্য" বলিয়া কুলপুরোহিতের চরণতলে লুটাইয়া পড়িলেন। হায় ব্রাহ্মণ! এক দিন ভারতসম্রাটও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া, তোমার নিকটে কর্ত্তব্যের উপদেশ ভিক্ষা করিতেন, দীনহীন হইয়াও তোমার এত ক্ষমতা, এত আধিপত্য ছিল। আর কর্ম্মদোষে আজ তুমি কোথায় গিয়া ধসিয়া পড়িয়াছ!

শার্ঙ্গরব।— ইত্থমাত্মকৃতং চাপলং দহতি—

অতঃ পরীক্ষ্য কর্ত্তব্যং বিশেষাৎ সঙ্গতং রহঃ।
অজ্ঞাতহৃদয়েষ্বেবং বৈরীভবতি সৌহৃদম্ ॥ ৮৮ ॥

রাজা।— অয়ি ভোঃ! কিমত্রভবতীপ্রত্যযাদেব অস্মান্ সংযুতদোষাক্ষরৈঃ ক্ষিণুথ ॥ ৮৯ ॥

শার্ঙ্গরব।— (সাসূয়ম্)

আ জন্মনঃ শাঠ্যমশিক্ষিতো যঃ
তস্যাপ্রমাণং বচনং জনস্য।
পরাতিসন্ধানমধীয়তে যৈঃ
বিদ্যেতি তে সন্তু কিলাপ্তবাচঃ ॥ ॥ ৯০ ॥

রাজা।— ভোঃ সত্যবাদিন্! অভ্যুপগতং তাবদস্মাভিরেবম্। কিং পুনরিমামতিসন্ধায় লভ্যতে। ॥ ৯১ ॥

শার্ঙ্গরব।— বিনিপাতঃ ॥ ৯২ ॥

রাজা।— বিনিপাতঃ পৌরবৈঃ প্রার্থ্যতে—ইতি ন শ্রদ্ধেয়ম্ এতৎ। ॥ ৯৩ ॥

অন্বয়।—অতঃ রহঃ সঙ্গতং বিশেষাৎ পরীক্ষ্য কর্ত্তব্যম্। অজ্ঞাত-হৃদয়েষু (জনেষু বিষয়ে) সৌহৃদং (মৈত্রী) এবং বৈরীভবতি (বিদ্বেষে পরিণমতি) ॥ ৮৮ ॥

যঃ আ-জন্মনঃ শাঠ্যম্ অশিক্ষিতঃ, তস্য জনস্য বচনং অপ্রমাণম্; (কিন্তু) পরাতি-সন্ধানং—বিদ্যা ইতি যৈঃ অধীয়তে, তে কিল আপ্তবাচঃ (সত্যবাদিনঃ) সন্তু ॥ ৯০ ॥

বঙ্গার্থ।—শার্ঙ্গরব।—পূর্ব্বাপশ্চাৎ না ভাবিয়া কাজ করিলে এইরূপেই শেষে পুড়িতে হয়। এই নিমিত্ত, সকল কর্ম্মই, বিশেষতঃ যাহা নির্জ্জনে করা যায়, সবিশেষ পরীক্ষা না করিয়া করা কর্ত্তব্য নহে। পরস্পরের মন না জানিয়া বন্ধুতা করিলে, সেই বন্ধুতা পরিশেষে এইরূপ শত্রুতাতেই পর্য্যবসিত হয় ॥ ৮৮ ॥

রাজা।—মহাশয়! কেবল এই ললনার কথায় বিশ্বাস করিয়া, কেন আপনি উৎকট দোষারোপণপূর্ব্বক আমার চরিত্র কলঙ্কিত করিতেছেন? ॥ ৮৯ ॥

শার্ঙ্গরব। (সক্রোধে) বটে! যে জীবনে কখনো শঠতা কাহাকে বলে জানে না, শেখে নাই, তাহার কথা হইল বিশ্বাসের অযোগ্য, আর কি করিয়া পরকে প্রতারিত করিতে হইবে, এই কৌশল নীতিবিদ্যা বলিয়া যাহারা শিক্ষা করে, তাহারা হইল সত্যবাদী? না? ॥ ৯০ ॥

রাজা।—বলি ও সত্যবাদিন্ মহাশয়! আচ্ছা, স্বীকার করিয়া লইলাম যে, আমরা পরপ্রতারণা শিক্ষা করি, কিন্তু বলুন্ ত, এই কামিনীকে প্রতারণা করিয়া আমার কি লাভ? ॥ ৯১ ॥

শার্ঙ্গরব।—লাভটা বুঝ্‌তে পারেন না,—উৎসন্ন যাবেন, সমূলে নির্ম্মূল হবেন,—এই লাভ ॥ ৯২ ॥

রাজা।—পুরুবংশীয়েরা উৎসন্ন হইবে,—বা উৎসন্ন হইতে চায়,—এ কথাটা বড়ই অশ্রদ্ধেয়। অর্থাৎ আপনি বলিতে পারেন, কিন্তু কেহই বিশ্বাস করবে না ॥ ৯৩ ॥

কবি, পুরোহিতের নিকটে ভারতেশ্বরকে কর্ত্তব্যজিজ্ঞাসু করিয়া, রাজচরিত্রের আর একটি সম্পন্ন কক্ষের দ্বার উন্মুক্ত করিলেন।

অবসর পাইলেই, কবি, স্বীয় নায়ক-নায়িকার, অথবা শুধু নায়ক-নায়িকা কেন, বর্ণনীয় পাত্রাবলীর চরিত্রের গুরু-লাঘব, দোষ-গুণ, নিরপেক্ষভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। ঋষিরা কহিলেন, ভগবান্ কণ্ব এই কথা বলিয়াছেন; রাজা প্রত্যুত্তরে জিজ্ঞাসিলেন, কি আদেশ করিয়াছেন? (৪৭—৪৮)। সংসারবিরাগী ঋষি-শ্রেষ্ঠ কণ্বের সামান্য কথাও সংসার-জালবদ্ধ তাঁহার পক্ষে আদেশতুল্য।

শারদ্বত।— শার্ঙ্গরব! কিমুত্তরেণ? অনুষ্ঠিতো গুরোঃ সন্দেশঃ প্রতিনিবর্ত্তামহে বয়ম্
(রাজানং প্রতি)

তদেষা ভবতঃ কান্তা ত্যজ বৈনাং গৃহাণ বা।
উপপন্না হি দারেষু প্রভুতা বিশ্বতোমুখী॥

গৌতমি! গচ্ছাগ্রতঃ। [প্রস্থিতা। ॥ ৯৪ ॥

শকুন্তলা।— কহং ইমিনা কিদবেণ বিপ্পলদ্ধহ্মি তুহ্মে বি মং পরিচ্চঅহ। (অনুপ্রতিষ্ঠতে) ॥ ৯৫ ॥

গৌতমী।— (স্থিত্বা) বচ্ছ সঙ্গরব, অনুগচ্ছই ইঅং কখু ণো করুণপরিদেইণী সউন্তলা।
পচ্চাদেসপরুসে ভত্তুণি কিং বা মে পুত্তিআ করউ। ॥ ৯৬ ॥

শার্ঙ্গরব।— (সরোষং সন্নিবৃত্য) কিং পুরোভাগে! স্বাতন্ত্র্যম্ অবলম্বসে? ॥ ৯৭ ॥
(ভীতা বেপতে)। ॥ ৯৮ ॥

অন্বয়।—তৎ (তস্মাৎ) এষা (শকুন্তলা) ভবতঃ কান্তা, এনাং ত্যজ বা গৃহাণ, (যাদৃক্ তে রোচতে)। হি (যতঃ) দারেষু (পত্নীষু বিষয়ে) বিশ্বতোমুখী (সর্ব্বতোমুখী) প্রভুতা (পত্যুঃ কর্তৃতা) উপপন্না (অবিরুদ্ধা পত্নীবিষয়ে পত্যুঃ যাদৃচ্ছিকঃ প্রভুত্বম্ অস্তি)॥ ৯৪ ॥

বঙ্গার্থ।—শারদ্বত।—শার্ঙ্গরব! উত্তর-প্রত্যুত্তরে আর প্রয়োজন কি? গুরুদেবের আদেশ আমরা পালন করিয়াছি। শকুন্তলাকে আনিয়া পৌঁছাইয়া দিয়াছি। চল, এখন ফিরিয়া যাই। (রাজার দিকে ফিরিয়া) শোন মহারাজ! এই তোমার পত্নী, চাই রাখ, চাই তাড়াইয়া দাও,—যাহা ইচ্ছা কর। কেননা, পত্নীর উপর পতির অসীম কর্তৃত্ব আছে।—এখন সেই কর্তৃত্ব সার্থক কর। গৌতমি, চল, আগে চল। (সকলের প্রস্থান)॥ ৯৪ ॥

শকুন্তলা।—একেই ত এই কপট কর্তৃক আমি প্রতারিত হইয়াছি। আবার তোমরাও আমাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিলে? (অনুগমন)॥ ৯৫ ॥

গৌতমী।—(দাঁড়াইয়া) বৎস শার্ঙ্গরব! আহা! কি করুণ বিলাপ করিতে করিতে শকুন্তলা আমাদের অনুগমন করিতেছে। যে পতি তাড়াইয়া দিল, সেই নির্ম্মম পাষাণের নিকট থেকে বাছা আমার কি-ই বা করবে? ৯৬ ॥

শার্ঙ্গরব।—(ক্রোধের সহিত ফিরিয়া দাঁড়াইয়া) একবার অন্যায় কার্য্যে তোমার শিক্ষা হয় নি! আবার স্বাধীনতা? ৯৭ ॥

শকুন্তলা।—(ভয়ে থর্ থর্ কাঁপিতে লাগিল)॥ ৯৮ ॥

রাজার সহিত ঋষি-শিষ্যদের বার্ত্তালাপ, তর্কবিতর্ক, কটুস্বতিক্ত উক্তি-প্রত্যুক্তির চরম হইয়া গিয়াছে। স্বাধীনবৃত্তি শার্ঙ্গরব প্রত্যাখানপর রাজার ব্যবহারে একান্ত বিরক্ত হইয়া শৃঙ্গধ্বনির ন্যায় জলদগম্ভীর স্বরে যথার্থই বলিয়াছেন যে, বন্ধুতা, বিশেষতঃ পরিণয়, ইহ-পরলোকের অচ্ছেদ্য বন্ধন, কদাচ গোপনে করণীয় নহে। পরিণয় যে কেবল দম্পতিরই সুখের কারণ, তাহা নহে; সমাজেরও অশেষ সুখ, অশেষ মঙ্গল ও স্বাস্থ্য ব্যক্তিগত দাম্পত্য সুখের উপর নিহিত এবং দাম্পত্য-মঙ্গলের সহিত একসূত্রে গ্রথিত। পরিণয় মানবজীবনের একটি প্রধান সংস্কার, সমাজের অশেষ হিতজনক কার্য্য। যাহা সমাজের হিতজনক, যাহার মঙ্গলামঙ্গলের ফলভোগ শেষে সমাজকেই করিতে হইবে, তাহা, তুমি একাকী, নির্জ্জনে, অপ্রবুদ্ধভাবে করিবার কে? তুমি ভুলিও না যে, তুমি স্বতন্ত্র হইয়াও সমাজ হইতে সম্পূর্ণরূপে অস্বতন্ত্র। তুমি সমাজেরই অন্যতম অঙ্গ। অপরিহার্য্য ব্যষ্টি তুমি কদাচ সমষ্টি হইতে দূরে যাইও না, যাইতে চেষ্টা করিও না, উহার ফল বিষময়, ঐ বিষময় ফলে শুধু তুমি নহ, সমাজদেহও জর্জ্জরিত ও পূতিগন্ধময় হইবে। সুতরাং যাহাতে সমাজের অঙ্গহানি বা অঙ্গগ্লানি ঘটিবার সম্ভাবনা, এরূপ কার্য্য তোমার কদাচ কর্ত্তব্য নহে, তুমি করিতে পারো না। লোকতঃ ধর্ম্মতঃ তোমার করা উচিত নহে। তোমার নিজের মঙ্গলামঙ্গল তুমি স্বয়ং যতটা বুঝিবে, তোমার উপর যাঁহারা স্নেহশীল, তোমার সুখে যাঁহাদের সুখ, তোমার দুঃখে যাঁহাদের দুঃখ, তাঁহারা তদপেক্ষা অনেক অধিক বুঝিতে পারেন। সুতরাং তুমি

শার্ঙ্গরব।— শকুন্তলে! শৃণোতু ভবতী—

যদি যথা বদতি ক্ষিতিপস্তথা ত্বমসি —কিং পিতুরুৎকুলয়া ত্বয়া।
অথ তু বেৎসি শুচিব্রতমাত্মনঃ পতিগৃহে তব দাস্যমপি ক্ষমম্॥

তিষ্ঠ। সাধয়ামো বয়ম্। ॥ ৯৯ ॥

রাজা।— ভোঃ তপস্বিন্! কিমত্রভবতীং বিপ্রলভসে!—

কুমুদান্যেব শশাঙ্কঃ সবিতা বোধয়তি পঙ্কজান্যেব।
বশিনাং হি পর-পরিগ্রহ-সংশ্লেষ-পরাঙ্মুখী বৃত্তিঃ।। ॥ ১০০ ॥

শার্ঙ্গরব।— যদা তু পূর্ব্ববৃত্তমন্য-সঙ্গাদ্ বিস্মৃতো ভবান্ তদা কথমধর্ম্মভীরুঃ। ॥ ১০১ ॥

রাজা।— ভবন্তমেবাত্র গুরুলাঘবং পৃচ্ছামি —

মূঢ়ঃ স্যামহমেষা বা বদেন্ মিথ্যেতি সংশয়ে।
দারত্যাগী ভবাম্যাহো পরস্ত্রী-স্পর্শ-পাংশুলঃ। ॥ ১০২ ॥

পুরোহিত।—(বিচার্য্য) যদি তাবদেবং ক্রিয়তাম্। ॥ ১০৩ ॥

রাজা। — অনুশাস্তু মাং ভবান্। ॥ ১০৪ ॥

অন্বয় —ক্ষিতিপঃ যথা বদতি, যদি ত্বং তথা অসি (তর্হি), উৎকুলয়া (কুল ত্যাগিন্যা, কুল-নাশিন্যা ইত্যর্থঃ) ত্বয়া পিতুঃ কিম্? (ন কিম্ অপি প্রয়োজনম্)। অথ তু (প্রত্যুত) যদি আত্মনঃ শুচিব্রতং জানাসি, (তর্হি) পতিগৃহে দাস্যম্ অপি তব ক্ষমম্॥ ৯৯ ॥

শশাঙ্কঃ কুমুদানি এব বোধয়তি, সবিতা পঙ্কজানি এব (বোধয়তি), বশিনাং (জিতেন্দ্রিয়াণাং) বৃত্তিঃ পর-পরিগ্রহ-সংশ্লেষ-পরাঙ্মুখী। পর-কলত্র-স্পর্শবিমুখী ভবতি)॥ ১০০ ॥

অহং মূঢ়ঃ স্যাম্ এষা বা মিথ্যা বদেৎ—ইতি সংশয়ে অহং দারত্যাগী ভবামি আহো (উতবা) পরস্ত্রীস্পর্শপাংশুলঃ ভবামি॥ ১০২ ॥

বঙ্গার্থ। শার্ঙ্গরব।—শকুন্তলে! শোন তুমি,—রাজা যে কথা বলছেন, সত্যই যদি তুমি তাদৃশী ব্যভিচারিণী হও, তবে তোমার ন্যায় কুল-কলঙ্কিনী কন্যার দ্বারা তোমার পিতার কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে? আর যদি সত্য সত্যই তুমি জানো যে, তোমার দেহে কোনরূপ পাপ-স্পর্শ হয় নাই, তুমি রাজার যথার্থই ধর্ম্মপত্নী, তবে পতির গৃহে থাকিয়া দাসীপনা করাও তোমার পক্ষে শ্লাঘাজনক। সুতরাং থাকো এখানে। আমরা চল্লুম॥৯৯

রাজা।—তপস্বিন্! বৃথা এই ললনাকে বঞ্চনা করিতেছেন কেন? আপনারা ত জানেন যে,—কুমুদনাথ চন্দ্র একমাত্র কুমুদিনীকেই বিকসিত করিয়া থাকেন এবং সবিতৃদেবও কেবল কমলিনীকেই বিকসিত করেন, এইপ্রকার, যাহারা জিতেন্দ্রিয়, তাঁহাদের চিত্তবৃত্তি কদাচ পরস্ত্রী-স্পর্শ-দোষে দূষিত হয় না॥ ১০০ ॥

শার্ঙ্গরব।—আচ্ছা মহারাজ! অন্য কামিনীর সংসর্গে আপনি যখন পূর্ব্ববৃত্ত সমস্ত ঘটনাই বিস্মৃত হইয়াছেন, তখন আবার একটা অধর্ম্মের ভয় হইতেছে কেন? ১০১ ॥

রাজা।—আচ্ছা গুরুদেব! আপনাকেই ইহার ভালো-মন্দ জিজ্ঞাসা করিতেছি;—আমিই বিস্মৃত হইয়াছি, বা এই কামিনীই মিথ্যা বলিতেছে, এইরূপ সংশয়িত স্থলে, আমার কি করা উচিত? স্ত্রীত্যাগের পাপ এবং পরস্ত্রী-স্পর্শের পাপ—ইহার কোন্‌টাতে আমি পড়িব? ॥ ১০২ ॥

পুরোহিত।—(চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, এতই যদি ভাবিবার বিষয় হয়, তবে একটা কাজ করা যাক্॥ ১০৩ ॥

রাজা।—আমায় পথ দেখাইয়া দিন গুরুদেব॥ ১০৪ ॥

নিজের জন্য নিজেই অত উদ্বিগ্ন হইও না। নিজকে পৃথক করিয়া সরাইয়া লইও না; উহাতে সুফল অপেক্ষা কুফলের সম্ভাবনাই অধিক।

পুরোহিত।—অত্রভবতী তাবৎ আ প্রসবাদ্ অস্মদ্‌গৃহে তিষ্ঠতু। কুতঃ ইদমুচ্যতে—ইতি চেৎ, ত্বং সাধুভিঃ উদ্দিষ্টঃ—প্রথমমেব চক্রবর্ত্তিনং পুত্রং জনয়িষ্যসি ইতি। স চেৎ মুনি-দৌহিত্রঃ তল্লক্ষণোপপন্নঃ ভবিষ্যতি, অভিনন্দ্য শুদ্ধান্তম্ এনাং প্রবেশয়িষ্যসি। বিপর্য্যয়ে তু পিতুরস্যাঃ সমীপনয়নম্ অবস্থিতম্ এব। ॥ ১০৫ ॥

রাজা।— যথা গুরুভ্যো রোচতে। ॥ ১০৬ ॥

পুরোহিত।—বৎসে অনুগচ্ছ মাম্। ॥ ১০৭ ॥

শকুন্তলা।— ভঅবই বসুহে! দেহি মে বিঅরং (রুদতী প্রস্থিতা) ॥ ১০৮ ॥

(নিষ্ক্রান্তা সহ পুরোধসা তপস্বিভিশ্চ) ॥ ১০৯ ॥

রাজা।— (শাপ-ব্যবহিতস্মৃতিঃ শকুন্তলাগতমেব চিন্তয়তি)। ॥ ১১০ ॥

(নেপথ্যে)।—আশ্চর্য্যম্! আশ্চর্য্যম্! ॥ ১১১ ॥

রাজা।— (আকর্ণ্য) কিং নু খলু স্যাৎ। ॥ ১১২ ॥

(প্রবিশ্য)

পুরোহিত।—দেব! পরাবৃত্তেষু কণ্বশিষ্যেষু—

সা নিন্দন্তী স্বানি ভাগ্যানি বালা বাহূৎক্ষেপং ক্রন্দিতুং চ প্রবৃত্তা। ॥ ১১৩ ॥

রাজা।— কিঞ্চ? ॥ ১১৪ ॥

পুরোহিত।— স্ত্রী-সংস্থানং চাপ্সরস্তীর্থমারাদ্ উৎক্ষিপ্যৈনাং জ্যোতিরেকং জগাম। ॥ ১১৫ ॥

(সর্ব্বে বিস্ময়ং রূপয়ন্তি)। ॥ ১১৬ ॥

অন্বয়।—সা বালা স্বানি ভাগ্যানি নিন্দন্তী (সতী) বাহূৎক্ষেপং ক্রন্দিতুং প্রবৃত্তা চ। স্ত্রী-সংস্থানং একং জ্যোতিঃ আরাৎ (দূরাৎ) এনাম্ উৎক্ষিপ্য অপ্সরস্তীর্থং, (অপ্সরোভিঃ পরিবেষ্টিতং গঙ্গায়াঃ জলাবতারবিশেষং) জগাম চ ॥ ১১৩ ১১৫ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—ভগবতি বসুধে! দেহি মে বিবরম্ ॥ ১০৮ ॥

বঙ্গার্থ।—পুরোহিত।—প্রসবকাল পর্য্যন্ত এই ভদ্র-মহিলা আমার গৃহে থাকুন। কেন এমন বলিতেছি, যদি জানিতে চান্, শুনুন, মহাপুরুষরা বলিয়াছেন, আপনার একটি চক্রবর্ত্তিচিহ্ন-যুক্ত পুত্র প্রথম জন্মিবে। মহর্ষি কাশ্যপের দৌহিত্র (শকুন্তলার পুত্র) যদি সেই লক্ষণাক্রান্ত হয়, তাহা হইলে ইহাকে অভিনন্দিত করিয়া ঘরে তুলিবেন। আর যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে ইহার পিতার কাছে পাঠাইয়া দেওয়া ত স্থিরই আছে। ॥ ১০৫ ॥

রাজা।—যেমন গুরুদেবের অভিরুচি ॥ ১০৬ ॥

পুরোহিত।—বাছা, আমার অনুসরণ কর ॥ ১০৭ ॥

শকুন্তলা।—ভগবতি বসুন্ধরে! বিদীর্ণ হও, তোমাতে প্রবেশ করি। [কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান ॥ ১০৮ ॥

[পুরোহিত ও তপস্বীদের সহিত শকুন্তলার প্রস্থান ॥ ১০৯ ॥

(দুর্ব্বাসার অভিসম্পাতে বিস্মৃত-পূর্ব্ববৃত্তান্ত রাজা শকুন্তলার কথাই ভাবিতেছেন) ॥ ১১০ ॥

(নেপথ্য হইতে) আশ্চর্য্য! অতি আশ্চর্য্য! ॥ ১১১ ॥

রাজা।—(শুনিয়া) কি হয়েছে? ॥ ১১২ ॥

(প্রবেশ পূর্ব্বক)

পুরোহিত।—মহারাজ! কণ্ব-শিষ্যগণ ফিরিয়া গেলেই—সেই বালিকা নিজের দুরদৃষ্টকে শত ধিক্কার দিতে দিতে যেমন হাত ছুড়িয়া কাঁদ্‌তে প্রবৃত্ত হলো ॥ ১১৩ ॥

রাজা।—কি? কি? ॥ ১১৪

পুরোহিত।—স্ত্রীলোকের মত আকৃতিবিশিষ্ট একটা অনলময় জ্যোতিঃ দূর হইতে নামিয়া উহাকে (শকুন্তলাকে) একেবারে উঁচু করিয়া, অপ্সরাবেষ্টিত গঙ্গার এক সোপানের দিকে লইয়া গেল ॥ ১১৫ ॥

(সকলেই বিস্ময়ে অবাক্ হইলেন) ॥ ১১৬ ॥

শকুন্তলা গহন বনে একাকিনী আত্মবিস্মৃত হইয়া, গুরুজনের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া অবিজ্ঞাত-হৃদয়ে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছিল, ক্ষুদ্র আপনার জন্য বিরাট বিশ্বকে বিস্মৃত হইয়াছিল, তাই আজ তাহার এই দুঃখের দিনে, নারী-জীবনের

রাজা।— ভগবন্! প্রাগপি সোঽস্মাভিরর্থঃ প্রত্যাদিষ্ট এব। কিং বৃথা তর্কেণান্বিষ্যতে। বিশ্রাম্যতু ভবান্। ॥ ১১৭ ॥

পুরোহিত।—(বিলোক্য) বিজয়স্ব। [নিষ্ক্রান্তঃ। ॥ ১১৮ ॥

রাজা।— বেত্রবতি! পর্য্যাকুলোঽস্মি, শয়নভূমিমার্গমাদেশয়। ॥ ১১৯ ॥

প্রতীহারী। ইদো ইদো দেও। (প্রস্থিতা) ॥ ১২০ ॥

রাজা।— কামং প্রত্যাদিষ্টা স্মরামি ন পরিগ্রহং মুনেস্তনয়াম্।
বলবত্তু দূয়মানং প্রত্যায়য়তীব মে হৃদয়ম্॥ (নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে) ॥ ১২১ ॥

পঞ্চমাঙ্ক সমাপ্ত

অন্বয়।—কামং (সত্যং) প্রত্যাদিষ্টাং (প্রত্যাখ্যাতাং) মুনেঃ তনয়াং (শকুন্তলাং) পরিগ্রহং (পত্নীং) ন স্মরামি, (ইয়ং বালা ময়া পূর্ব্বং পরিণীতা ইতি ন কথমপি মম স্মৃতৌ উদেতি,) তু (কিন্তু) বলবৎ (অত্যাকৃতং) দূয়মানং (পরিতপ্যমানং) মে হৃদয়ং (কর্ত্তৃ) প্রত্যায়য়তি ইব, (ইয়ং তে পরিণীত-পূর্ব্বা ইতি বিশ্বাসং বলাদ্ উৎপাদয়তি ইব॥ ২১॥

প্রাকৃতানুবাদ।—ইতঃ ইতঃ দেবঃ॥ ১২০॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—ভগবন্! আর ও বিষয়ের অনুসন্ধানে লাভ কি? পূর্ব্বেই ত উহা উপেক্ষা করিয়াছি। আপনি যান্, বিশ্রাম করুন্ গিয়া॥ ১১৭॥

পুরোহিত।—(রাজার মুখের দিকে চাহিয়া) জয় হউক। [প্রস্থান॥ ১১৮॥

রাজা।—বেত্রবতি! প্রাণে কেমন একটা আকুলতা জন্মিতেছে, শয়ন-গৃহের পথ কোন্ দিকে?॥ ১১৯॥

প্রতীহারী।—এই দিকে, এই দিকে মহারাজ! [প্রস্থান।॥ ১২০॥

রাজা।—যত দূর কঠিন হইতে হয়—হইয়া কণ্ব-দুহিতাকে তাড়াইয়া দিয়াছি বটে, এবং তাহাকে যে কোন দিন পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলাম, কিছুতেই ত তাহা মনে পড়িতেছে না সত্য, কিন্তু তবুও মন আমার এতই পরিতপ্ত ও আকুল হইয়াছে যে, আমি কিছুতেই বুঝিতে না চাহিলেও, মন যেন আমাকে জোর করিয়া বুঝাইতে চাহিতেছে যে, শকুন্তলাকে আমি এক দিন সত্যই বিবাহ করিয়াছিলাম। এ কি বিড়ম্বনা! [সকলের প্রস্থান॥ ১২১॥

ইতি পঞ্চম অঙ্ক।

এমন সর্ব্বনাশের দিনে আর কেহই আসিল না। যাহারা সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিল, তাহারাও ফেলিয়া চলিয়া গেল! ভারবাহী যেমন মস্তকের ভার অবতীর্ণ করিয়া আপনাকে লঘু বোধ করে, তদ্রূপ, তাহারাও যেন শকুন্তলারূপী দুর্ব্বহভার নামাইয়া পরিত্রাণ পাইল। সুখের সময়ে শকুন্তলা একাকিনী ছিল। তাহার সুখ দেখিলে যাহাদের সুখ, শকুন্তলা তাহাদিগকে ঘুণাক্ষরেও জানিতে দেয় নাই। আজ দুঃখের সময়েও সে একাকিনীই সমস্ত দুঃখটা ভোগ করিল। একটি সমবেদনার কথাও বলিতে পারে, এমন এক জন লোকও উপেক্ষিতা, অসহায়া এবং রোরুদ্যমানা শকুন্তলার ত্রিসীমায়ও আসিল না। যাহারা বা আসিয়াছিল, তাহারা সত্য প্রকাশ করিয়া চলিয়া গেল, বলিল, "একপ ব্যাপারের পরিণাম এই-রূপই হইয়া থাকে।" অভাগিনী শকুন্তলার ক্রন্দন ব্যতিরেকে আর গতি রহিল না। সেই বনতোষিণী-মূলের অনুরাগের, সেই মালিনীতটবৃত্ত মহাযজ্ঞের পরিণাম যে এই প্রকার হইতে পারে, ইহা সে স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই। ব্রহ্মাণ্ডের সে কিছুই চিনিত না বা কিছুই জানিত না। তাহার কিছুই ছিল না। সম্বলের মধ্যে ছিল কেবল একখানি অগাধ প্রেমময় হৃদয়। সেখানিও সে পূর্ব্বেই অপ্রবুদ্ধভাবে দান করিয়া ফেলিয়াছে। এখন সে সম্পূর্ণরূপে নিঃসম্বল। মহর্ষি কণ্বের আদরের কন্যা, আশ্রমের অধিদেবতারূপিণী শকুন্তলা নিঃসম্বলে ও নিরাশ্রয়ে কোথায় অন্তর্হিত হইল! আগুনে যাহার বুক নিরন্তর জ্বলিতেছিল, সেই দুঃখিনীকে অগ্নিময়ী মূর্ত্তি আসিয়া কোথায় লইয়া গেল? তাহার এই আকস্মিক অন্তর্ধানে সামাজিকবৃন্দ বজ্রাহতের ন্যায়, ভূতাবিষ্টের ন্যায় যেন কেমন হইয়া পড়িলেন। ভালো করিয়া কেহই কিছু বুঝিতে বা ধরিতে পারিলেন না।

ষষ্ঠঃ অঙ্কঃ

(ততঃ প্রবিশতি নাগরিকঃ শ্যালঃ পশ্চাৎ বদ্ধ-পুরুষম্ আদায় রক্ষিণৌ চ) ॥ ১ ॥

রক্ষিণৌ।— (তাড়য়িত্বা) অলে কুম্ভিলআ কহেহি, কহিং তুএ এশে মণিবন্ধণুক্কিন্ন-ণামহেএ লাঅকীএ অঙ্গুলীঅএ শমাশাদিএ। ॥ ২ ॥

পুরুষঃ।— (ভীতি-নাটিতকেন) পশীদন্তে ভাবমিশ্শে। অহকে ণ এরিশকম্মকালী। ॥ ৩ ॥

প্রথমঃ।— কিং কখু শোহণে বম্হণে ত্তি কলিঅ রন্না পড়িগ্গহে দিন্নে। ॥ ৪ ॥

পুরুষঃ।— শুণহ দাণিং। অহকে শক্কাবদালব্ভন্তলবাশী ধীবলে। ॥ ৫ ॥

দ্বিতীয়ঃ।— পাটচ্চলা, কিং অম্হেহিং জাদী পুচ্ছিদে। ॥ ৬ ॥

শ্যালঃ।— সূঅঅ, কহেউ সব্বং অণুক্কমেণ। মা ণং অন্তরা পডিবন্ধহ। ॥ ৭ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।— অরে কুম্ভিলক! কথয়, কুতঃ ত্বয়া এতৎ মণি-বন্ধনোৎকীর্ণ-নামধেয়ং রাজকীয়ম্ অঙ্গুরীয়কং সমাসাদিতম্ ॥ ২ ॥

প্রসীদন্তু ভাবমিশ্রাঃ, অহং ন ঈদৃশ-কর্ম্মকারী ॥ ৩ ॥

কিং খলু শোভনঃ ব্রাহ্মণঃ ইতি কৃত্বা রাজ্ঞা প্রতিগ্রহঃ দত্তঃ ॥ ৪ ॥

শৃণুত ইদানীম্। অহং শক্রাবতারাভ্যন্তরবাসী ধীবরঃ ॥ ৫ ॥

পাটচ্চর! কিম্ অস্মাভিঃ জাতিঃ পৃষ্টা ॥ ৬ ॥

সূচক! কথয়তু সর্ব্বম্ অনুক্রমেণ। মা এনম্ অন্তরা প্রতিবধান ॥ ৭ ॥

বঙ্গার্থ।—(সহর-কোতোয়াল রাজ-শ্যালকের এবং এক জন হাতকৌড়ি-দেওয়া লোককে লইয়া দুই জন নগররক্ষকের প্রবেশ) ॥ ১ ॥

রক্ষিদ্বয়।—(আঘাত করিয়া) ওরে বেটা চোর, বল্ খুলে শীগ্‌গির, কোথায় তুই রাজার নামাঙ্কিত এই রত্নাঙ্গুরী পেয়েছিস্ ॥ ২ ॥

বদ্ধ-পুরুষ।—(সভয়ে) হুজুরগণ, মার্‌বেন না। আমি পরদ্রব্য অপহরণ করি না ॥ ৩ ॥

প্রথম রক্ষক।—না, তা করবে কেন? সদ্‌ব্রাহ্মণ জানিয়া রাজাই বুঝি তাঁহার হাতের আংটিটি তোমাকে দান করিয়াছেন ॥ ৪ ॥

বদ্ধ-পুরুষ।—শুনুন্ তবে আপনারা। জাতিতে আমি জেলে।—শক্রাবতার নামক পল্লীতে আমার বাস ॥ ৫ ॥

দ্বিতীয় রক্ষক।—বেটা চোর! আমরা তোর জাতি বা কুলের পরিচয় জিজ্ঞেস কর্চ্ছি না কি? ॥ ৬ ॥

শ্যাল।—সূচক! সবটা উহাকে বল্‌তে দাও। কথার মাঝখানে ও প্রকার বাধা দিও না ॥ ৭ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্ব-দৃশ্যের শেষে, রাজার উক্তিতে, "মুনিতনয়ার পাণিগ্রহণ ত কিছুতেই মনে পড়িতেছে না, অথচ মন যেন জোর করিয়া আমাকে বিশ্বাস করাইতে চাহিতেছে যে, এক দিন শকুন্তলাকে 'আমার' বলিয়া লইয়াছিলাম," এই কথায় দর্শকবৃন্দ, বিপন্ন রাজার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া আছেন। আর,—শকুন্তলা কোথায় গেল, কোথা হইতে ঐ জ্যোতির্ম্ময়ী স্ত্রী আসিল, গেলই বা কোথায়? শকুন্তলাকে লইয়া গেল কেন? কি হবে তার, কণ্বের আদরের প্রতিমার এরূপ বিষাদান্তক বিসর্জ্জন হইবে, ইহা ত কেহ মনেও ভাবে নাই, ইত্যাদি নানা চিন্তায়, নানা আলোচনায় দর্শকগণের হৃদয় যখন আলোড়িত, সকলেই শকুন্তলার সংবাদ জানিতে সমুৎসুক, তেমনই সময়ে রঙ্গমঞ্চে এক জালুককে বাঁধিয়া লইয়া কোতোয়াল ও দুই জন প্রহরী উপস্থিত হইল।

চিন্তাকুল দর্শক-হৃদয় ক্ষণকালের জন্য, এই অচিন্তিতপূর্ব্ব ব্যাপারে অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইল। দুশ্চিন্তার স্থলে একটা কৌতূহল আসিয়া দেখা দিল। নির্ম্মল আনন্দভোগের জন্যই সৎকাব্য। তাহাতে এমন কোন বিষয়ের অবতারণা করা উচিত নহে, যাহার পরিণাম সামাজিকগণের, কাব্যামোদিগণের চিত্তে স্থায়ী অবসাদের সৃষ্টি করা। নিরবচ্ছিন্ন

উভৌ।— জং আবুত্তে আণবেদি। কহেহি। ॥ ৮ ॥

ধীবর।— অহকে জালুগ্গালাদিভিঃ মচ্ছবন্ধণোবাএহিং কুটুম্বভলণং কলেমি। ॥ ৯ ॥

শ্যালঃ।— (বিহস্য) বিসুদ্ধো দাণিং আজীবো। ॥ ১০ ॥

ধীবর।— ভট্টা—

শহজে কিল জে বিণিন্দিএ নহু শে কম্ম বিবজ্জণীঅএ।
পশু-মালণ-কম্মদালুণে অনুকম্পামিদুএ বি শোত্তিএ॥ ॥ ১১ ॥

শ্যালঃ।— তদো তদো। ॥ ১২ ॥

ধীবর।— একস্মিং দিঅশে খণ্ডশো লোহিঅমচ্ছে মএ কপ্পিদে, জাব তশ্শ উদলব্ভন্তলে এদং লদণভাশুলং অঙ্গুলীঅঅং দেক্খিঅং। পচ্ছা অহকে শে বিক্কআঅ দংশঅন্তে গহিদে ভাবমিশ্শেহিং। মালেহ বা মুঞ্চেহ বা অঅং শে আঅমবুত্তন্তে ॥ ১৩ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—যৎ আবুত্তঃ আজ্ঞাপয়তি। কথয় ॥ ৮ ॥

অহং জালোদ্গালাদিভিঃ মৎস্যবন্ধনোপায়ৈঃ কুটুম্বভরণং করোমি ॥ ৯ ॥

বিশুদ্ধঃ ইদানীম্ আজীবঃ ॥ ১০ ॥

ভর্ত্তঃ!

সহজং কিল যদ্ বিনন্দিতং
ন হি তৎ কর্ম্ম বিবর্জ্জনীয়কম্।
পশুমারণকর্ম্মদারুণঃ
অনুকম্পামৃদুকো হি শ্রোত্রিয়ঃ ॥ ১১

ততঃ ততঃ ॥ ১২ ॥

একস্মিন্ দিবসে খণ্ডশঃ রোহিতমৎস্যঃ ময়া কল্পিতঃ যাবৎ তস্য উদরাভ্যন্তরে এতৎ রত্নভাস্বরং অঙ্গুরীয়কং দৃষ্টম্। পশ্চাৎ অহম্ অস্য বিক্রয়ায় দর্শয়ন্ গৃহীতঃ ভাবমিশ্রৈঃ। মারয়ত বা মুঞ্চত বা, অয়মস্য আগমবৃত্তান্তঃ ॥ ১৩ ॥

বঙ্গার্থ।—রক্ষকদ্বয়।—হুজুর যা বলেন। বল্ রে বল ॥ ৮ ॥

ধীবর।—আমি জাল এবং বঁড়শী প্রভৃতির দ্বারা মাছ ধরিয়া কোনমতে পরিবার পালন করি ॥ ৯ ॥

শ্যাল।—(হাসিয়া) কি পরিশুদ্ধ জীবিকা ॥ ১০ ॥

ধীবর।—প্রভো!

যে কুলে যার জন্ম, সেই কুলের কাজ তাহার পক্ষে কদাচ পরিত্যাজ্য নহে। বেদপারগ ব্রাহ্মণ বড়ই দয়ার্দ্র-হৃদয়, কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা কি তাঁহাদের কুলধর্ম্ম বৈধ পশুহিংসা কর্ম্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা নির্দ্দয়তার পরিচয় দেন না? ॥ ১১ ॥

শ্যাল।—তার পর, তার পর? ॥ ১২ ॥

ধীবর।—এক দিন রোহিতমৎস্য খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিতে গিয়া দেখি, সেই মাছটার উদরের মধ্যে এই অঙ্গুরীটা ঝক্ ঝক্ কচ্ছে এবং ইহাতে খচিত ঐ রত্ন জ্বল-জ্বল্ করিয়া জ্বলছে। তার পর, এইটকে বিক্রয় কর্‌বার নিমিত্ত আসি যেমন দশ জনকে দেখাচ্ছিলুম, অমনি আপনারা এসে পাকড়ালেন। এখন মারিতে হয় মারুন, বা ছাড়িতে হয় ছাড়ুন, যে ভাবে এই আংটিটি পেয়েছি, তা বল্লুম ॥ ১৩ ॥

মেঘ বা নিরন্তর রৌদ্র, কোনটাই কাব্যের দেহে একান্ত প্রযোজ্য নহে, মেঘ ও রৌদ্র উভয়ের সংমিশ্রণেই কাব্য-শরীর গঠিত করিতে হইবে। সামাজিকদিগের হৃদয়ে বেদনার প্রবাহ বহাইতে পার, বহাইয়া যাও, কিন্তু মনে রাখিও, সে বেদনা স্থায়ী করিও না। তোমার নিরপরাধ পাঠক বা দর্শকদিগকে, তোমার শক্তি আছে বলিয়াই, ক্লেশ দিও না। তাই কবি ষষ্ঠাঙ্কে এই নগররক্ষকদ্বয়, সহর-কোতোয়াল ও অঙ্গুরীয়ক-তস্করের অবতারণা পূর্ব্বক, দর্শকগণের খিন্ন হৃদয় অনেকটা প্রকৃতিস্থ করিয়া লইলেন। তাহা ছাড়া, যে জন্য তাঁহাদের খেদ, দুঃখ, সেই অভাগিনী শকুন্তলার সংবাদও এই প্রসঙ্গে অনেকটা পাওয়া যাইতে পারে, অথবা তাহা না পাওয়া গেলেও, যাঁহার ব্যবহারের ফলে সেই সোনার প্রতিমা

শ্যালঃ।— জাণুআ, বিস্সগন্ধী গোহাদী মচ্ছবন্ধো এব্ব নিস্সংসঅং। অঙ্গুলীঅঅদংসণং সে বিমরিসিদব্বং। রাঅউলং এব্ব গচ্ছামো। ॥ ১৪ ॥

রক্খিণৌ।— তহ। ॥ ১৫ ॥

শ্যালঃ।— গচ্ছ অলে গণ্ঠিভেদঅ। ॥ ১৬ ॥

(সর্ব্বে পরিক্রামন্তি)। ॥ ১৭ ॥

শ্যালঃ।— সূচঅ, ইমং পুবদুআরে অপ্পমত্তা পড়িবালেহ জাব ইমং অঙ্গুলীঅঅং জহাগমণং ভট্টিণো নিবেদিঅ তদো সাসণং পড়িচ্ছিঅ ণিক্কমামি। ॥ ১৮ ॥

উভৌ।— প্রবিশউ আবুত্তে শামিপ্পশাদশ্শ। (নিষ্ক্রান্তঃ শ্যালঃ) ॥ ১৯ ॥

প্রথমঃ।— জাণুঅ, চিলাঅই ক্খু আবুত্তে। ॥ ২০ ॥

দ্বিতীয়ঃ।— ণং অবশলোবশপ্পণীআ লাআণো। ॥ ২১ ॥

প্রথমঃ।— জাণুঅ, ফুলন্তি মে হত্থা ইমশ্শ বহশ্শ সুমণো পিণদ্ধুং। (পুরুষং নির্দ্দিশতি) ॥ ২২ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—জালুক! বিস্রগন্ধী গোধাদী মৎস্যবন্ধঃ এব নিঃসংশয়ম্। অঙ্গুরীয়কদর্শনমস্য বিমৃষ্টব্যম্। রাজকুলম্ এব গচ্ছামঃ ॥ ১৪ ॥

রক্ষিণৌ।—তথা ॥ ১৫ ॥

শ্যালঃ।—গচ্ছ অরে গ্রন্থিভেদক ॥ ১৬ ॥

শ্যালঃ।—সূচক। ইমং পুরদ্বারে অপ্রমত্তৌ প্রতিপালয়তং যাবৎ ইদম্ অঙ্গুরীয়কং যথাগমনং ভর্ত্রে নিবেদ্য তস্মাৎ শাসনং প্রতীক্ষ্য নিষ্ক্রমামি ॥ ১৮ ॥

উভৌ।—প্রবিশতু আবুত্তঃ স্বামি-প্রসাদায় ॥ ১৯ ॥

প্রথমঃ।—জালুক! চিরায়তে খলু আবুত্তঃ ॥ ২০ ॥

দ্বিতীয়ঃ।—ননু অবসরোপসর্পণীয়াঃ রাজানঃ ॥ ২১ ॥

প্রথমঃ। জালুক! স্ফুরতঃ মে হস্তৌ অস্য বধস্য সুমনসঃ পিনদ্ধুম্ ॥ ২২ ॥

বঙ্গার্থ।—শ্যাল।—জালুক! (প্রথম রক্ষকের নাম) লোকটার গায়ে যেরূপ কাঁচা মাংসের গন্ধ বেরুচ্ছে, তাতে মনে হয়, এ নিশ্চয়ই গোসাপখেকো জেলে। তবে আংটিটা কি ক'রে পেলো, এইটাই দেখতে হবে। রাজবাড়ী যাওয়া যাক ॥ ১৪ ॥

রক্ষিদ্বয়।—তা হবে ॥ ১৫ ॥

শ্যাল।—চল রে গাটকাটা, চল ॥ ১৬ ॥

(সকলের পরিক্রমণ) ॥ ১৭ ॥

শ্যাল।—সূচক! এই সদরদরজায় তোমরা সাবধানে লোকটাকে আটকে রাখ, আমি রাজবাড়ী গিয়ে, যে ভাবে আংটিটি এ পেয়েছে, মহারাজকে ব'লে তাঁর হুকুম নিয়ে আসি ॥ ১৮ ॥

রক্ষিদ্বয়।—যান্ হুজুর, রাজবাড়ীতে এ খবর দিলে কত বকসিস্ পাবেন। (শ্যালকের নিষ্ক্রমণ) ॥ ১৯ ॥

প্রথম রক্ষী।—জালুক! আমাদের বড় কর্ত্তা বড়ই দেরী কর্চ্ছেন ॥ ২০ ॥

দ্বিতীয় রক্ষী।—বলিস কি? রাজারাজড়াদের কাছে ত আর যখন তখন গিয়ে হাজির হওয়া যায় না। রাজার ফুরসুৎ বুঝে হাজ্‌রে দিতে হয় ॥ ২১ ॥

প্রথম রক্ষী।—ভাই জালুক! আমার কিন্তু লোকটাকে শূলে চড়ানোর জন্য মন অস্থির হয়েছে। কতক্ষণে ইহার গলায়,—বধ করবার সময়ের মালা গাঁথতে পাবর ভেবে, আমার হাত সুড়্‌সুড়্ কচ্ছে, জানিস্? (জেলেকে দেখাইতে লাগিল) ॥ ২২ ॥

শকুন্তলা বিসর্জ্জিত হইয়াছে, কণ্বাশ্রমের অধিদেবতা অন্তর্হিত হইয়াছেন, সেই কঠিন-হৃদয় রাজাই বা এখন কি করিতেছেন, কি ভাবিতেছেন, ইত্যাদি বিষয়ও অনেকটা প্রকাশ করা প্রয়োজন, আর সেই সঙ্গে দর্শকগণের হৃদয়ের জিজ্ঞাসা, তার পর কি হইল, কি হইবে, ইত্যাদি জানিবার বাসনাও সম্পূর্ণরূপে না হউক, অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণেও চরিতার্থ করা কবির কর্ত্তব্য, তাই ষষ্ঠাঙ্কের প্রারম্ভেই এই ঘটনার অবতারণা। ষষ্ঠাঙ্কে যে যে বিষয় প্রকাশিত হইবে, ইহা তাহারই

ধীবরঃ।— ণ অলুহই ভাবে অআলণে মালণে ভবিউং। ॥ ২৩ ॥

দ্বিতীয়রক্ষী।—(বিলোক্য) এশে অহ্মাণং শামী পত্তহত্থে লাঅ-শাশণং পড়িচ্ছিঅ ইদোমুহে দেক্খীঅই। গিদ্ধবলী হুবিশশ্‌শি, শুণো মুহং বা দেক্খিশশ্‌শি। ॥ ২৪ ॥

(প্রবিশ্য)

শ্যালঃ।— সূঅঅ! মুঞ্চীঅউ এসো জালোবজীবী। উপবণ্ণো কিল সে অঙ্গুলীঅস্‌স আঅমো। ॥ ২৫ ॥

সূচকঃ।— জহ আবুত্তে ভণাই। ॥ ২৬ ॥

দ্বিতীয়ঃ। — এশে জমশদণং পবিশিঅ পড়িনিউত্তে। (পুরুষং বন্ধনমুক্তং করোতি) ॥ ২৭ ॥

ধীবরঃ।— (শ্যালকং প্রণম্য) ভট্টা অহ কেলিশে মে আজীবে। ॥ ২৮ ॥

শ্যালঃ। — এসো ভট্টিণা অঙ্গুলীঅঅমুল্লসম্মিদো পসাদো বি দাবিদো। ॥ ২৯ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—ন অর্হতি ভাবঃ অকারণে মারণং ভবিতুম্॥ ২৩ ॥

এষঃ অস্মাকং স্বামী পত্রহস্তঃ রাজশাসনং প্রতীক্ষ্য ইতোমুখো দৃশ্যতে॥ ২৪ ॥

সূচক! মুচ্যতাম্ এষঃ জালোপজীবী। উপপন্নঃ কিল অস্য অঙ্গুরীয়কস্য আগমঃ॥ ২৫ ॥

যথা আবুত্তঃ ভণতি॥ ২৬ ॥

এষঃ যমসদনং প্রবিশ্য প্রতিনিবৃত্তঃ॥ ২৭ ॥

ভর্ত্তঃ! অথ কীদৃশঃ মে আজীবঃ॥ ২৮ ॥

এষঃ ভর্ত্রা অঙ্গুরীয়ক-মূল্য-সম্মিতঃ প্রসাদঃ অপি দাপিতঃ॥ ২৯ ॥

বঙ্গার্থ।-ধীবর।—মশায়! শুধুশুধি আমাকে হত্যা করাটা ঠিক হবে না॥ ২৩ ॥

দ্বিতীয় রক্ষক।—(দূরে দেখিয়া) ঐ যে আমাদের বড় কর্ত্তা রাজার হুকুমনামা হাতে নিয়ে এই দিকে আসছেন, দেখা যাচ্ছে॥ ২৪ ॥

(শ্যালকের প্রবেশ)

শ্যাল।—সূচক! এই জেলেকে শীগ্‌গির ছেড়ে দাও। এই আংটির একটা হদিশ পাওয়া গেছে॥ ২৫ ॥

সূচক।—যমন হুজুরের আদেশ॥ ২৬ ॥

দ্বিতীয় রক্ষক।—উঃ, লোকটার কি কপালজোর! যমের বাড়ী ঢুকে ফিরে এলো। (ধীবরের বন্ধনমোচন)॥ ২৭ ॥

ধীবর।—(রাজশ্যালককে প্রণাম পূর্ব্বক) প্রভো! আমার সবই ত আপনারা নিলেন, এখন আমার, বলুন ত, দিন গুজরান হবে কেমন ক'রে॥ ২৮ ॥

শ্যাল।—মহারাজ সেই দাম হিসেব ক'রে এই এত অর্থ খুসী হয়ে তোমাকে দিয়েছেন। (ধীবরকে অজস্র অর্থ দান)॥ ২৯ ॥

সূচক বা প্রবেশক। তাই এই অংশের নামও "প্রবেশক।" কালো বলিতে চিরদিন কালোকেই বুঝায়, আবার সাদা বলিতে চিরদিন সাদাকেই বুঝায়। রাম-যুধিষ্ঠিরাদির সময়ে যেমন বুঝাইত, এখনও তেমনই সাদা সাদা, কালো কালো। কালিদাসের সময়ে, মতভেদানুসারে খৃঃ পূর্ব্ব ৫৬ অব্দে খৃষ্টীয় ৩য়, ৪র্থ, ৫ম বা ৬ষ্ঠ শতকে, যখনই তিনি আবির্ভূত হইয়া থাকুন না কেন, তখনও পুলিস যেমন ছিল, এখনও তেমনই আছে। কিছু বদলায় নাই। জগতের রীতি-নীতি, যান-বাহন, পোষাক-পরিচ্ছদ, আকার-প্রকার, সবারই কিছু না কিছু অদল-বদল হইয়াছে, কিন্তু পুলিস আবহমানকাল সেই একই রকমের। নশ্বর জগতে, ভঙ্গুর সংসারে উহা যেন বিধাতার সনাতন সৃষ্টি, অপরিবর্ত্তনীয় কীর্ত্তি। রাজা দুষ্যন্তের নগররক্ষীরা ও তাহাদের বড় কর্ত্তা এক চোর ধরিয়াছেন। চোরের অপরাধ এখনও সাব্যস্ত হয় নাই, দোষী কি নিরপরাধ সে, তাহা ঠিক করিবেন যিনি, তিনি এখনও ঘুণাক্ষরে জানেন না যে, এ চুরিটা কি প্রকারের, ইহার শাস্তি কি প্রকার হইবে ইত্যাদি; তবুও কিন্তু রাজ-পুলিসের আর ধৈর্য্য থাকিতেছে না। কাহারও হাত সুড়্-সুড়্ কচ্ছে বেচারীকে শূলে চড়াবার জন্য, কাহারও গা মস্-মস্ কচ্ছে হতভাগ্যকে একটু আপ্যায়িত করবার জন্য।

ধীবরঃ।—	(সপ্রণামং পরিগৃহ্য) ভট্টকেণ অনুগ্‌গহিদহ্মি।	॥ ৩০ ॥
সূচকঃ।—	এশে নাম অণুগ্‌গহে জে শূলাদো অবদালিঅ হত্থিক্কন্ধে পড়িঠ্ঠাবিদে।	॥ ৩১ ॥
জানুকঃ।—	আবুত্ত! পলিজোশে কহেই তেণ অঙ্গুলীঅএণ ভট্টিণো শম্মদেণ হোদব্বং।	॥ ৩২ ॥
শ্যালঃ।—	ণ তসিসং মহারুহং রদণং ভট্টিণো বহুমদং ত্তি তক্কেমি। তস্স দংসণেণ ভট্টিণো অভিমদো জণো সুমরাবিদো। মুহুত্তঅং পকিদিগম্ভীরো বি পস্সুঅ-ণঅণো আসি।	॥ ৩৩ ॥
সূচকঃ।—	শেবিদং ণাম আবুত্তেণ।	॥ ৩৪ ॥
জানুকঃ।—	ণং ভণাহি ইমশ্‌শ কএ মচ্ছিআভত্তুণোত্তি (ধীবরম্ অসূয়য়া পশ্যতি)।	॥ ৩৫ ॥
ধীবরঃ।—	ভট্টালকে, ইদো অদ্ধং তুম্হাণং শুমণোমুল্লং হোউ।	॥ ৩৬ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—ভর্ত্রা অনুগৃহীতঃ অস্মি ॥ ৩০ ॥

এষঃ নাম অনুগ্রহঃ যৎ শূলাৎ অবতার্য্য হস্তিস্কন্ধে প্রতিষ্ঠাপিতঃ ॥ ৩১ ॥

আবুত্ত! পরিতোষঃ কথয়তি, তেন অঙ্গুরীয়কেণ ভর্ত্তুঃ সম্মতেন ভবিতব্যম্ ॥ ৩২ ॥

ন তস্মিন মহার্ঘং রত্নং ভর্ত্তুঃ বহুমতম্ ইতি তর্কয়ামি। তস্য দর্শনেন ভর্ত্তুঃ অভিমতঃ জনঃ স্মারিতঃ। মুহূর্ত্তং প্রকৃতি-গম্ভীরঃ অপি প্রস্রুত নয়নঃ আসীৎ ॥ ৩৩ ॥

সেবিতং নাম আবুত্তেন ॥ ৩৪ ॥

নমু ভণ—অস্য কৃতে মাৎস্যিকভর্ত্তুরিতি ॥ ৩৫ ॥

ভট্টারকাঃ, ইতঃ অর্দ্ধং যুষ্মাকং সুমনোমূল্যং ভবতু ॥ ৩৬ ॥

বঙ্গানুবাদ।—ধীবর।—প্রভো, যথেষ্ট অনুগৃহীত হলুম ॥ ৩০ ॥

সূচক।—অনুগ্রহ আবার বলতে? এ এমন অনুগ্রহ যে, শূলে থেকে নামিয়ে হাতীর পিঠে উঠিয়ে দেওয়া ॥ ৩১ ॥

জালুক।—হুজুর! মহারাজের পরিতোষ হয়েছে, শুনে, মনে হচ্ছে, আংটিটা তাঁহার খুব পছন্দসই হয়ে থাক্‌বে ॥ ৩২ ॥

শ্যাল।—সেই আংটিতে যে বহুমূল্য রত্ন আছে, সেই রত্নটি মহারাজের খুব পছন্দসই হয়েছে, বা তাহার উপর খুব নজর পড়েছে ব'লে আমার মনে হয় না। সেই আংটিটি দেখিয়া মহারাজের যেন কোন্ মনের মানুষের কথা স্মরণ হয়েছে ব'লে বোধ হচ্ছে। কেন না, মহারাজ আমাদের স্বভাবতই অতি গম্ভীরপ্রকৃতির লোক, তবুও কিন্তু ক্ষণকালের জন্য তাঁহার চোখে জল এসেছিল ॥ ৩৩ ॥

সূচক।—মহারাজের সন্তোষ জন্মিয়ে, হুজুর, আপনি তাঁর মস্ত সেবা করেছেন, বল্‌তে হবে ॥ ৩৪ ॥

জালুক।—না, না, শুধু তাঁর সেবা নহে, আমাদের এই ধীবর-রাজের জন্যই এই সেবা, কেন না, সেবা করার ফলস্বরূপ পারিতোষিকটা পেলেন এই জেলে মহাশয়, আর সেবা ক'রে মর্লেন, হুজুর আপনি। (সরোষ-নয়নে ধীবরের দিকে দৃষ্টি) ॥ ৩৫ ॥

ধীবর।—কর্ত্তামশায়রা, আংটির মূল্য বাবদে আমি যা পেয়েছি, এর অর্দ্ধেক আপনাদের পূজার জন্য ফুলের দাম বলিয়া আপনারা নিন্। অর্থাৎ আমি ছোট জাত, ফুল টুলের ধার ধারি না, অথচ আপনাদের দয়াতেই এত ধনদৌলত পেলাম, সুতরাং আপনাদের পূজা করা আমার উচিত, সেই পূজার প্রধান উপকরণ ফুল কিন্‌বার নিমিত্ত এই অর্দ্ধেক গ্রহণ করুন ॥ ৩৬ ॥

আর গালাগালি মন্দ, তাহা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম। কেন না, ও কালীঘাটের চণ্ডীপাঠ ঐ প্রকারেই। লোকটা প্রাণভয়ে যত থর্‌থর্ কাঁপিতেছে, প্রভুদের আনন্দের মাত্রা ততই বৃদ্ধি পাইতেছে। অপরাধ তার, জেলের ছেলে সে, মাছ ধরিয়া কেটে কেটে যখন ভাগ দিতে যাচ্ছিল, তখন সেই কর্ত্তিত মৎস্যের উদর হইতে একটা আংটি পাওয়া যায় এবং

জালুকঃ।— এত্তকে জুজ্জই। ॥ ৩৭ ॥

শ্যালঃ।— ধীবর, মহত্তরো তুমং পিঅবঅস্সও দাণিং মে সংবুত্তো। কাদম্বরী-সক্খিঅং অম্মাণং পরমসোহিদং ইচ্ছীঅই তা সোণ্ডিআপণং এব্ব গচ্ছামো। (নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে)। ॥ ৩৮ ॥

ইতি প্রবেশকঃ।

প্রাকৃতানুবাদ।—এতাবৎ যুজ্যতে ॥ ৩৭ ॥

ধীবর! মহত্তরঃ ত্বং প্রিয়বয়স্যঃ ইদানীং মে সংবৃত্তঃ। কাদম্বরী-সাক্ষিকম্ অস্মাকং প্রথম-সৌহৃদম্ ইষ্যতে, তৎ শৌণ্ডিকাপণম্ এব গচ্ছামঃ। [সকলে নিষ্ক্রান্ত ॥ ৩৮ ॥

বঙ্গার্থ। —জালুক।—এতক্ষণে একটা কথার মত কথা বল্লে বটে। ঠিকই ত। ঠিক বলেছ ॥ ৩৭ ॥

শ্যাল। ধীবর! তুমি এক জন বড় লোক, উদারপ্রাণ ব্যক্তি। এখন হতে তুমি আমার প্রিয় বন্ধু হ'লে। আমার সাধ, আমাদের উভয়ের এই বন্ধুত্ব সুরা-দেবীকে সাক্ষী করিয়া প্রথম স্থাপিত হোক্। অতএব চল বন্ধু, আমরা সকলে শুঁড়ির দোকানে যাই ॥ ৩৮ ॥

তাহাতে আবার রাজার নাম ক্ষোদিত; বেচারী সত্য কথা বলিয়াছে, তবুও নিস্তার নাই। এমন সময়ে, সেই অঙ্গুরী দেখিয়া রাজা সুখী হইয়া অনেক বকসিস্ দিয়াছেন, টাকা-কড়ি দিয়াছেন, জেলেকে এক কথায় বড মানুষ করিয়া দিয়াছেন, এই সংবাদ এবং সেই ধনদৌলত যেমন রাজবাডী হইতে আসিয়া পৌছিল, অমনি যেন কোন যাদুমন্ত্রে রাজরক্ষীদের মেজাজ বদ্‌লাইয়া গেল। সরল হৃদয় ধীবর আজন্ম দরিদ্র, সে একা অত অর্থ লইয়া কি করিবে, যাহারা তাহাকে পাক্‌ড়াইয়া রাজবাড়ীতে আনিয়াছিল, প্রকৃতপক্ষে তারাই ত এত ধন পাওয়াইবার কারণ, সুতরাং তাহা-দিগকে সে অর্দ্ধেক যেমন দিতে চাহিল, অমনি কোতোয়াল মহাশয় তাহাকে "উদার" "মহান" "প্রিয় বয়স্য" প্রভৃতি বিশেষণে বিমণ্ডিত করিয়া প্রমোশন দিয়া লইলেন। ও সব শ্রেণীর যেটা পরমতীর্থ, সেই শুঁডির দোকানে ধীবরকে লইয়া কোতোয়াল রওনা হইলেন। এই চিত্রটিতে তদানীন্তন নগররক্ষীদের যে মূর্ত্তি কবি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে বেশ বুঝিতেছি যে, তত পূর্ব্বেও ও বিভাগের অবস্থা কি প্রকার ছিল।

রাজা কোতোয়ালের মারফতে অঙ্গুরী পাইয়া যেন কেমন হইয়া পড়িয়াছেন, অমন গম্ভীর প্রকৃতি যাঁর, তিনিও আত্মসংবরণ করিতে পারেন নাই, চক্ষুতে জল দেখা দিয়াছে। কোন্ বিস্মৃত কথা যেন মানসপটে উদিত হইয়া রাজাধিরাজকে পর্য্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে। এতটা খবর কোতোয়ালের মুখে আমরা জানিতে পারিয়াছি।

দর্শকগণের যে কৌতূহল,—শকুন্তলাকে বিদায় দিয়া শকুন্তলাবল্লভ কেমন আছেন, কি ভাবে তাঁহার দিনগুলি কাটিতেছে,—ইত্যাদি জানিবার বাসনা, তাহাও কথঞ্চিৎ এই ঘটনায় চরিতার্থ হইয়াছে। কাঁদিতে কাঁদিতে দুঃখিনী শকুন্তলা চলিয়া গিয়াছে, এখন আবার দুষ্যন্তও কাঁদিতেছেন, কান্নার একটা বন্যা বুঝি আসিতেছে বা আসিয়া গিয়াছে। দেখা যাক্, কি যাইয়া দাঁড়ায় ॥ ১-৩৮।

(ততঃ প্রবিশতি আকাশযানেন সানুমতী নাম অপ্সরাঃ)

সানুমতী।— নিব্বত্তিঅং মএ পজ্জায়নিব্বত্তণিজ্জং অচ্ছরাতিত্থ-সন্নিজ্ঝং জাব সাহুজণস্স অভিসেঅকালো ত্তি। সংপদং ইমস্স রাএসিণো উদন্তং পচ্চক্খীকরিস্সং। মেণআসম্বন্ধেণ সরীরভূদা দাণিং মে সউন্তলা। তাএ অ দুহিউ-ণিমিত্তং আদিট্ঠপুব্ব ম্হি। (সমন্তাদবলোক্য) কিং ণু ক্খু উদুস্সবে বি ণিরুস্সবারম্ভং বিঅ এদং রাঅউলং দীসই। অত্থি মে বিহবো পণিহাণেণ সব্বং পরিণ্ণাদুং। কিন্তু সহীএ আঅরো মএ মাণইদব্বো। হোউ ইমাণং এব্ব উজ্জাণ-পালিআণং তিরক্খরণী-পড়িচ্ছন্না পস্স-পরিবত্তিণী ভবিঅ উবলহিস্সং। (নাট্যেনাবতীর্য্য স্থিতা) ॥১॥

(ততঃ প্রবিশতি চূতাঙ্কুরম্ অবলোকয়ন্তী চেটী অপরা চ পৃষ্ঠতঃ তস্যাঃ)

প্রথমা।— আতম্ব-হরিঅ-পণ্ডুর বসন্তমাসস্স জীঅ-সব্বস্স।
দিট্ঠো সি চূঅ-কোরঅ উদুমঙ্গল! তুমং পসাএমি। ॥২॥

প্রাকৃতানুবাদ।—নির্বর্ত্তিতং ময়া পর্য্যায়নির্বর্ত্তনীয়ম্ অপ্সরস্তীর্থ-সান্নিধ্যং যাবৎ সাধুজনস্য অভিষেককালঃ ইতি। সাম্প্রতম্ অস্য রাজর্ষেঃ উদন্তং প্রত্যক্ষীকরিষ্যামি। মেনকা-সম্বন্ধেন শরীরভূতা ইদানীং মে শকুন্তলা। তয়া চ দুহিতৃ-নিমিত্তম্ আদিষ্ট-পূর্ব্বা অস্মি। (সমন্তাদ্ অবলোক্য) কিং নু খলু ঋতূৎসবে অপি নিরুৎসবারম্ভম্ ইব এতৎ রাজকুলং দৃশ্যতে। অস্তি মে বিভবঃ প্রণিধানেন সর্ব্বং পরিজ্ঞাতুম্। কিন্তু সখ্যাঃ আদরঃ ময়া মানয়িতব্যঃ। ভবতু— অনয়োঃ এব উদ্যান-পালিকয়োঃ তিরস্করণী-প্রতিচ্ছন্না পার্শ্বপরিবর্ত্তিনী ভূত্বা উপলপ্স্যে ॥ ১ ॥

আতাম্র-হরিত-পাণ্ডুর! বসন্তমাসস্য জীব-সর্ব্বস্ব!
দৃষ্টঃ অসি চূতকোরক! ঋতুমঙ্গল! ত্বাং প্রসাদয়ামি ॥২॥

বঙ্গার্থ।—(আকাশগামী রথযোগে সানুমতী নামক অপ্সরার প্রবেশ)। (অপ্সরারা পালা করিয়া এক একজনে, গঙ্গার যে সোপান-বদ্ধ ঘাটে, স্নানার্থী সাধুদিগের পরিচর্য্যা করে, সেই ঘাটেরই নামান্তর অপ্সরস্তীর্থ।)

সাধুসজ্জনের অভিষেক যতক্ষণ হইতে থাকে, ততক্ষণ আমাদের এক এক জনের পালা করিয়া তথায় থাকার নিয়ম। তা' আমার থাকার পালায় আমি ঠিকমত থাকিয়াছি। এখন একটু সময় যখন আছে, এই রাজর্ষি দুষ্মন্তের ব্যাপারটা একবার নিজের চোখে দেখিয়া লই। মেনকার সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ, তাহাতে শকুন্তলা আমার দেহের এক অংশ বলিলেও হয়। আর সেই মেনকাও তাহার মেয়ে শকুন্তলার বিষয়ে একটু আধটু খোঁজখবর লইতে আমাকে বলিয়াছে; সুতরাং একবার দেখাই যাক্ না।

এ কি? এখন নব বসন্তের সমাগমে রাজবাড়ীর আস্তত আমোদ-আহ্লাদে, কত উৎসবাদিতে দিনরাত মুখরিত থাকার কথা, তা না হয়ে এ যে দেখ্ছি সব চুপ্-চাপ্। আমোদ-প্রমোদ ত দূরের কথা, কোথাও টুঁ শব্দটি পর্য্যন্ত নাই। ব্যাপার কি? অবশ্য দৈবশক্তিবলে আমি সমস্তই জানিতে পারি, কিন্তু সখী মেনকার অনুরোধ আমার সর্ব্বথা পালনীয়। আচ্ছা বেশ!—আমাকে কেহ দেখ্বে না, আর আমি সবাইকে দেখতে পাবো, এই যে তিরস্করণী বিদ্যা আমি জানি, তাই দিয়ে গা ঢাকা দিয়ে এই দুই উদ্যান-পালিকার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে রাজবাড়ীর এই বিষণ্ণতার কারণটা জানিতে চেষ্টা করি ॥ ১ ॥

(আমের মুকুল দেখিতে দেখিতে সহচরীর সহিত একটি উদ্যানপালিকা বালিকার প্রবেশ)

প্রথমা।—ঈষৎ তাম্র, হরিত এবং পাণ্ডুবর্ণ-বিশিষ্ট হে মধুমাসের জীবনসর্ব্বস্ব!—হে বসন্ত-ঋতুর মঙ্গলস্বরূপ রসাল-মুকুল! তোমায় অর্চ্চনা করি, তুমি প্রসন্ন হও ॥ ২ ॥

দ্বিতীয়া।— পরহুইএ কিং এআইণী মন্তেসি। ॥ ৩ ॥

প্রথমা।— মহুঅরিএ চূঅ-কলিঅং দেক্খিঅ উম্মত্তিআ পরহুইআ হোই। ॥ ৪ ॥

দ্বিতীয়া।— (সহর্ষং ত্বরয়া উপগম্য) কহং উবট্ঠিও মহুমাসো। ॥ ৫ ॥

প্রথমা।— মহুঅরিএ তব দাণিং কালো এসো মদ বিব্ভম-গীদাণং। ॥ ৬ ॥

দ্বিতীয়া।— সহি! অবলম্বস্সু মং জাব অগ্গপাঅট্ঠিআ হুবিঅ চূঅকলিঅং গেণ্হিঅ কামদেঅচ্চণং করেমি। ॥ ৭ ॥

প্রথমা।— জই মম বি কৃখু অদ্ধং অচ্চণফলস্স। ॥ ৮ ॥

দ্বিতীয়া। অকহিএ বি এদং সংবজ্জই জদো একং এব্ব ণো জীবিদং দুহাট্ঠিঅং সরীরং। (সখীমবলম্ব্য স্থিতা চূতাঙ্কুরম্ গৃহ্ণতী)। অএ! অপ্পডিবুদ্ধো বি চূঅপ্পসবো এত্থ বন্ধণ-ভঙ্গ- সুরহী হোই। (কপোতহস্তকং কৃত্বা)। ॥ ৯ ॥

তুমং সি মএ চূঅঙ্কুর দিণ্ণো কামস্স গহিঅধণুঅস্স।
পহিঅজণজুবই-লক্খো পঞ্চঅহিও সরো হোহি ॥

(চূতাঙ্কুরং ক্ষিপতি)। ॥ ১০ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—পরভৃতিকে! কিম্ একাকিনী মন্ত্রয়সে ॥ ৩ ॥

মধুকরিকে! চূত-কলিকাং দৃষ্ট্বা উন্মত্তা পরভৃতিকা ভবতি ॥ ৪ ॥

কথম্ উপস্থিতঃ মধুমাসঃ ॥ ৫ ॥

মধুকরিকে! তব ইদানীং কালঃ এষঃ মদবিভ্রম-গীতানাম্ ॥ ৬ ॥

সখি! অবলম্বস্ব মাং যাবৎ অগ্রপাদস্থিতা ভূত্বা চূত-কলিকাং গৃহীত্বা কামদেবার্চ্চনং করোমি ॥ ৭ ॥

যদি মম অপি খলু অর্দ্ধম্ অর্চ্চনফলস্য ॥ ৮ ॥

অকথিতে অপি তৎ সম্পদ্যতে, যতঃ একম্ আবয়োঃ জীবিতং দ্বিধাস্থিতং শরীরম্। অয়ে অপ্রতিবুদ্ধঃ অপি চূত-প্রসবঃ অত্র বন্ধন-ভঙ্গ-সুরভিঃ ভবতি ॥ ৯ ॥

ত্বমসি ময়া চূতাঙ্কুর! দত্তঃ কামস্য গৃহীতধনুষঃ।
পথিকজন যুবতিলক্ষ্যঃ পঞ্চাভ্যধিকঃ শরঃ ভবঃ ॥ ১০ ॥

বঙ্গার্থ।—দ্বিতীয়া।—পরভৃতিকে! একা একা কি বিড়্‌বিড়্ কর্চ্ছিস্? ॥ ৩ ॥

প্রথমা।—মধুকরিকে! নূতন আমের মুকুল দেখ্‌লে পর-ভৃতিকা (কোকিলা) ত পাগল হয়েই থাকে ॥ ৪ ॥

দ্বিতীয়া।—(সহর্ষে তাড়াতাড়ি কাছে গিয়া) সে কি? বসন্তকাল এসেছে না কি? ॥ ৫ ॥

প্রথমা।—মধুকরিকে! মদ-মত্ত হয়ে গুণ্ গুণ্ ক'রে গান গেয়ে বেড়াবার এই তোর ঠিক সময় উপস্থিত ॥ ৬ ॥

দ্বিতীয়া।—সখি! আমাকে একটু ধর্ দেখি, আমি পায়ের ডগায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে গোটাকতক মুকুল তুলি এবং তাই দিয়ে কন্দর্পদেবের পুজো করি ॥ ৭ ॥

প্রথমা।—রাজি আছি, যদি তোর পুজোর আদ্দেক পুণ্যি আমাতে বর্ত্তায় ॥ ৮ ॥

দ্বিতীয়া।—তুই না বল্লেও এটা আপনিই হতো। কেননা, শরীর আলাদা হলেও আমাদের উভয়ের প্রাণ কিন্তু এক। (সখীকে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আমের মুকুল তোলা) আহা! এখনো ভালো ক'রে ফোটেনি, তবুও বোঁটা ভাঙ্গায় কি সুন্দর গন্ধ বেরিয়েছে। (প্রণামকালবৎ হাত যোড় করিয়া) ॥ ৯ ॥

হে চূতমুকুল! বসন্তঋতুতে যুদ্ধপ্রিয় ধনুর্দ্ধর কাম-দেবের উদ্দেশে তোমাকে আমি দান কর্চ্ছি। যাও, তুমি সেই পঞ্চবাণের বাণ পাঁচটির মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হও গিয়া। এই উন্মাদকর বসন্তকালেও যাহারা ঘর ছাড়িয়া পথে পথে বেড়ায়, তাহাদের বিরহিণী পত্নীরা যেন তোমার লক্ষ্য হয়। (বলিয়া মুকুল ছড়াইয়া দিল) ॥ ১০ ॥

(প্রবিশ্য অপটীক্ষেপেণ কুপিতঃ)

কঞ্চুকী।— মা তাবদনাত্মজ্ঞে! দেবেন প্রতিষিদ্ধে বসন্তোৎসবে ত্বমাম্রকলিকাভঙ্গং কিমারভসে ॥ ১১ ॥

উভে।— (ভীতে) পসীদউ অজ্জো। অগ্গহীঅত্থা বয়ং। ॥ ১২ ॥

কঞ্চুকী।— ন কিল শ্রুতং যুবাভ্যাং যৎ বাসন্তিকৈস্তরুভিঃ অপি দেবস্য শাসনং প্রমাণীকৃতং তদাশ্রয়িভিঃ পতত্রিভিশ্চ। তথাহি—

চূতানাং চিরনির্গতাপি কলিকা বধ্নাতি ন স্বং রজঃ
সন্নদ্ধং যদপি স্থিতং কুরুবকং তৎ কোরকাবস্থয়া।
কণ্ঠেষু স্খলিতং গতেঽপি শিশিরে পুংস্কোকিলানাং রুতং
শঙ্কে সংহরতি স্মরোঽপি চকিতস্তূণার্দ্ধকৃষ্টং শরম্। ॥ ১৩ ॥

উভে।— ণত্থি সংদেহো। মহাপ্পহাওো রাএসী। ॥ ১৪ ॥

প্রথমা।— অজ্জ কই দিঅহাইং অহ্মানং মিত্তাবসুণা রট্ঠিয়েণ ভট্টিণো পাঅমূলং পেসিদাণং। এত্থ অ ণো পমদবণস্স পালণকম্ম সমপ্পিঅং। তা আঅন্তুঅদাএ অসুদ্ঠঅ-পূব্বো অহ্মেহিং এসো বুত্তন্তো। ॥ ১৫ ॥

অন্বয়।—চূতানাং কলিকা চিরনির্গতা অপি স্বং রজঃ ন বধ্নাতি। যৎ কুরু-বকং সন্নদ্ধং, তৎ অপি কোরকাবস্থয়া স্থিতং (বিকাশোন্মুখং কুরুবকং অপি মুকুলরূপেণ এব স্থিতম্)। পুংস্কোকিলানাং রুতং শিশিরে গতে অপি (হিমাবসানে অপি) কণ্ঠেষু স্খলিতম্ (কণ্ঠপর্য্যন্তং আগতং, নহি বহির্নির্গতং রাজ-ভয়াৎ ইত্যর্থঃ)। শঙ্কে—স্মরঃ অপি (অন্যে পরে কা কথা) চকিতঃ (রাজাদেশশ্রবণাৎ ভীত-ভীতঃ সন্) তূণাৎ অর্দ্ধকৃষ্টং (প্রায়েণ নিষ্কাশিতং) শরং সংহরতি (রাজাদেশশ্রবণাৎ পুনরেব তূণে স্থাপয়তি) ॥ ১৩ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—প্রসীদতু আর্য্যঃ। অগৃহীতার্থে আবাম্ ॥ ১২ ॥

নাস্তি সন্দেহঃ। মহাপ্রভাবঃ রাজর্ষিঃ ॥ ১৪ ॥

আর্য্য! কতি দিবসানি আবয়োঃ মিত্রাবসুনা রাষ্ট্রিয়েণ ভর্ত্তুঃ পাদমূলং প্রেষিতয়োঃ। অত্র চ নৌ প্রমদবনস্য পালন-কর্ম্ম সমর্পিতম্। তৎ আগন্তুকতয়া অশ্রুতপূর্ব্বঃ আবাভ্যাম্ এষঃ বৃত্তান্তঃ ॥ ১৫ ॥

বঙ্গার্থ।—(পটক্ষেপ না করিতেই ব্যস্তভাবে ক্রুদ্ধ কঞ্চুকীর প্রবেশ).

কঞ্চুকী।—নিজের ওজন বোঝ না? থামো। মহারাজের হুকুমে রাজ্যের সর্ব্বত্র বসন্তোৎসব নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও কেন তুমি আমের মুকুল ভাঙ্তে সুরু করেছ? ১১ ॥

উভয়ে।—(ভয় পেয়ে) ক্ষমা করুন মহাশয়! চট্বেন না। আমরা এ সংবাদের কিছুই জানি না ॥ ১২ ॥

কঞ্চুকী।—বটে! তোমরা কি শোন নাই যে, বসন্তকালে যাদের ফুল ফোটে, সেই সমুদয় তরু এবং তাদের উপরেই যাহাদের বসবাস, সেই সমুদয় পাখীরা পর্য্যন্ত মহারাজের শাসন মেনে চল্‌ছে। কেননা, আমের মুকুল সেই কবে বেরিয়েছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তার পরাগ বাঁধ্‌লো না। কুরুবকের ফুল ফোটো-ফোটো হইয়াও ফুট্‌লো না, কুঁড়িতেই থেকে গেল। সেই কবে হিমকাল চ'লে গেছে তবুও কিন্তু আজতক্ কোকিলগুলির কুহরব কর্ত্তে সাহসে কুলুচ্ছে না, তাদের স্বর তাদের নিজের নিজের কণ্ঠেই থেকে গেল! এমন কি, আমার মনে হয়,—এমন যে ত্রিজগদ্‌বিজয়ী কন্দর্পদেব, তিনিও রাজ-আদেশ শ্রবণের পূর্ব্বে তূণ হইতে যে বাণ প্রায় নিষ্কাশিত করিয়াছিলেন আদেশ শ্রবণমাত্রে চমকিত হইয়া শশব্যস্তভাবে, সেই বাণ আবার তূণীরে ঢুকাইয়া দিয়াছেন ॥ ১৩ ॥

উভয়ে।—সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? দুষ্মন্তের অসীম প্রভাব ॥ ১৪ ॥

প্রথমা।—আর্য্য! অল্প কয়েকদিন হইল রাজশ্যালক মহাশয় কর্ত্তৃক আমরা উভয়ে মহারাজের চরণপ্রান্তে প্রেরিত হইয়াছি। এখানে এই উপবনের রক্ষণাবেক্ষণের ভার আমাদের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। তাই নবাগত বলিয়া এ সকল কথা কিছুই পূর্ব্বে শুনিতে পাই নাই ॥ ১৫ ॥

কঞ্চুকী।— ভবতু। ন পুনরেবং প্রবর্ত্তিতব্যম্। ॥ ১৬ ॥

উভে।— অজ্জ! কোউহলং ণো। জই ইমিণা জণেণ সোদব্বং কহেহি অত্তং কিং ণিমিত্তং ভট্টিণা বসন্তুসসবো পড়িসিদ্ধো। ॥ ১৭ ॥

সানুমতী।— উস্সবপ্‌পিআ ক্‌খু মণুস্সা। গরুণা কারণেণ হোদব্বং ॥ ১৮ ॥

কঞ্চুকী।— বহুলীভূতমেতৎ কিং ন কথ্যতে? কিমত্রভবত্যোঃ কর্ণপথং নায়াতং শকুন্তলা-প্রত্যাদেশ-কৌলীনম্। ॥ ১৯ ॥

উভে।— সুতং রট্ঠিঅমুহাদো জাব অঙ্গুলীঅঅদংসণং। ॥ ২০ ॥

কঞ্চুকী।— তেন হি অল্পং কথয়িতব্যম্। যদৈব খলু স্বাঙ্গুলীয়কদর্শনাৎ অনুস্মৃতং দেবেন সত্যমূঢ়পূর্ব্বা ময়া তত্রভবতী রহসি শকুন্তলা মোহাৎ প্রত্যাদিষ্টা ইতি তদা প্রভৃত্যেব পশ্চাত্তাপমুপগতো দেবঃ। ॥ ২১ ॥

তথাহি—

রম্যং দ্বেষ্টি যথা পুরা প্রকৃতিভির্ন প্রত্যহং সেব্যতে
শয্যাপ্রান্ত-বিবর্ত্তনৈঃ বিগময়ত্যুন্নিদ্র এব ক্ষপাঃ।
দাক্ষিণ্যেন দদাতি বাচমুচিতামন্তঃপুরেভ্যো যদা
গোত্রেষু স্খলিতস্তদা ভবতি চ ব্রীড়া-বিলক্ষশ্চিরম্ ॥ ॥ ২২ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—আর্য্য! কৌতূহলম্ আবয়োঃ। যদি অনেন জনেন শ্রোতব্যং কথয়তু অত্র কিং নিমিত্তং ভর্ত্রা বসন্তোৎসবঃ প্রতিষিদ্ধঃ ॥ ১৭ ॥

উৎসবপ্রিয়া খলু মনুষ্যাঃ। গুরুণা কারণেন ভবিতব্যম্ ॥ ১৮ ॥

শ্রুতং রাষ্ট্রিয়মুখাৎ যাবৎ অঙ্গুরীয়কদর্শনম্ ॥ ২০ ॥

বঙ্গার্থ।—কঞ্চুকী।—আচ্ছা—বেশ! পুনরায় এরূপ কাজ আর করিও না ॥ ১৬ ॥

উভয়ে।—আর্য্য! বড়ই কৌতূহল হচ্ছে, যদি আমাদের শুনবার মত হয়, তবে কৃপাপূর্ব্বক বলুন, কি কারণে মহারাজ এই বসন্তোৎসব বন্ধ করিয়া দিয়াছেন ॥ ১৭ ॥

সানুমতী।—মানুষমাত্রেই উৎসবপ্রিয়। সেই মানুষেই যখন উৎসব বন্ধ করিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই কোন গুরুতর কারণ আছে ॥ ১৮ ॥

কঞ্চুকী।—সবাই যখন জানতে পেরেছে, তখন বলায় আর বাধা কি? আচ্ছা—তোমরা শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান-

উভয়ে।—হাঁ, রাজ-শ্যালকের মুখে—শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান এবং অঙ্গুরীয়কদর্শনে মহারাজের বৈমনস্য পর্য্যন্ত শুনিয়াছি ॥ ২০ ॥

কঞ্চুকী।—তা হ'লে আর সামান্যই বলতে হবে। নিজের অঙ্গুরীয় দর্শনে যেমন রাজার মনে পড়িল, "সত্যই শকুন্তলাকে আমি নির্জ্জনে বিবাহ করিয়াছিলাম, কিন্তু মোহবশতঃ প্রত্যাখ্যান করিয়াছি," তদবধি তিনি অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছেন ॥ ২১ ॥

কেন না, মহারাজ এখন সকল প্রিয় পদার্থই বিষের মত দেখেন, পূর্ব্বের ন্যায় প্রতিদিন প্রজাপুঞ্জের সহিত আর মেলামেশা করেন না। বিছানার একধারে পড়িয়া ছটফট করিতে করিতে, সারা রাত্রি কাটান। উদার এবং সরলভাবে যখন অন্তঃপুর-সুন্দরীদের সহিত কথাবার্ত্তা কহেন, তখন হঠাৎ হয় ত কাহার নাম ধরিয়া ডাকিবার সময়ে শকুন্তলা বলিয়াই ডাকিয়া বসেন এবং লজ্জায় মরিয়া

সানুমতী।—পিঅং মে। ॥ ২৩ ॥

কঞ্চুকী।—অস্মাৎ প্রভবতো বৈমনস্যাৎ উৎসবঃ প্রত্যাখ্যাতঃ। ॥ ২৪ ॥

উভে।—জুজ্জই। ॥ ২৫ ॥

(নেপথ্যে)—এদু এদু ভবং। ॥ ২৬ ॥

কঞ্চুকী।— (কর্ণং দত্ত্বা) অয়ে ইত এবাভিবর্ত্ততে দেবঃ। স্বকর্ম্মানুষ্ঠীয়তাম্। ॥ ২৭ ॥

উভে।— তহ। ॥ ২৮ ॥

(ততঃ প্রবিশতি পশ্চাত্তাপসদৃশবেশঃ রাজা বিদূষকঃ প্রতীহারী চ)

কঞ্চুকী।— (রাজানম্ অবলোক্য) অহো সর্ব্বাস্ববস্থাসু রমণীয়ত্বম্ আকৃতিবিশেষাণাম্। এবমুৎসুকোঽপি প্রিয়দর্শনো দেবঃ। তথাহি—

"প্রত্যাদিষ্টবিশেষমণ্ডনবিধির্বামপ্রকোষ্ঠার্পিতং বিভ্রৎ কাঞ্চনমেকমেব বলয়ং শ্বাসাপরক্তাধরঃ।
চিন্তা-জাগরণ-প্রতান্ত-নয়নস্তেজোগুণাদাত্মনঃ সংস্কারোল্লিখিতো মহামণিরিব ক্ষীণোঽপি নালক্ষ্যতে ॥ ২৯ ॥

সানুমতী।— (রাজানং দৃষ্ট্বা) ঠাণে ক্খু পচ্চাদেসবিমাণিআ বি ইমস্স কএ সউন্তলা কিলম্মই। ॥ ৩০ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—প্রিয়ং মে ॥ ২৩ ॥

যুজ্যতে ॥ ২৫ ॥

এতু এতু ভবান্ ॥ ২৬ ॥

তথা ॥ ২৮ ॥

স্থানে খলু প্রত্যাদেশবিমানিতা অপি অস্য কৃতে শকুন্তলা ক্লাম্যতি ॥ ৩০ ॥

অন্বয়।—দেবঃ রম্যং দ্বেষ্টি, যথা পুরা প্রত্যহং প্রকৃতিভিঃ ন সেব্যতে। উন্নিদ্রঃ এব শয্যাপ্রান্তবিবর্ত্তনৈঃ ক্ষপাঃ বিগময়তি। যদা দাক্ষিণ্যেন অন্তঃপুরেভ্যঃ উচিতাং বাচং দদাতি, তদা গোত্রেষু স্খলিতঃ সন্ চিরং ব্রীড়া-বিলক্ষঃ ভবতি চ ॥২২॥

দেবঃ প্রত্যাদিষ্ট-বিশেষ-মণ্ডন-বিধিঃ, বামপ্রকোষ্ঠার্পিতম্ একম্ এব কাঞ্চনবলয়ং বিভ্রৎ, শ্বাসাপরক্তাধরঃ, চিন্তাজাগরণ-প্রতান্ত-নয়নঃ (চ সন্) সংস্কারোল্লিখিতঃ মহামণিঃ ইব, আত্মনো তেজোগুণাৎ ক্ষীণঃ অপি ন লক্ষ্যতে ॥ ২৯ ॥

বঙ্গার্থ।—সানুমতী।—বাঃ, কি আনন্দ আমার! ॥২৩॥

কঞ্চুকী।—এই ভয়ঙ্কর চিত্ত-বৈকল্যের জন্যই উৎসব-আমোদ সব বন্ধ করিয়া দিয়াছেন ॥ ২৪ ॥

উভয়ে।—ঠিকই বটে ॥ ২৫ ॥

(নেপথ্যে)—এই দিকে আসুন মহারাজ ॥ ২৬ ॥

কঞ্চুকী।—(কাণ পাতিয়া) তাই ত, মহারাজ যে এই দিকেই আসছেন। নিজের কাজে যাওয়া যাক ॥ ২৭ ॥

উভয়ে —বেশ ॥ ২৮ ॥

(অনুতাপ দাহের অনুরূপ পরিচ্ছদে, প্রতীহারী ও বিদূষকের সহিত রাজার প্রবেশ)

কঞ্চুকী। (রাজাকে দেখিয়া) আহা! সুন্দর আকৃতির কি অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য! সকল অবস্থাতেই,—সুখ, দুঃখ সব সময়েই তাহা সুন্দর! অসীম রমণীয়। এত জ্বালা-যন্ত্রণাতেও মহারাজের আকৃতি কি মধুর! দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়। কেন না, মহারাজের সেই আগেকার সাজগোজ পোষাক-পরিচ্ছদ, কিছুই নাই, সব ছাড়িয়াছেন, বাঁ হাতের মণিবন্ধে একগাছি সোণার বালা নড়্‌নড়্ করিতেছে, ডান হাতের গাছটা কখন্ কোথায় যেন খুলিয়া পড়িয়া গিয়াছে, কেন না, পূর্ব্বের সে হৃষ্টপুষ্ট দেহ ত আর নাই! নিরন্তর উষ্ণ ও দীর্ঘ নিশ্বাসে অধর লাল হইয়া উঠিয়াছে, সারানিশি দুশ্চিন্তায় ও জাগরণে চোখ দুইটি কত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, এক কথায় আগেকার কিছুই এখন এ চেহারায় নাই সত্য, তবুও কিন্তু শাণ-যন্ত্রে উল্লিখিত (অর্থাৎ চাঁচিয়া চাঁচিয়া পরিষ্কৃত) মহামণির ন্যায়, নিজের প্রভাবের মহিমায়, মহারাজ যে এত কৃশ হইয়াছেন, তাহা ধরাই যাচ্ছে না ॥ ২৯ ॥

সানুমতী।—(কৃশকায় রাজাকে দেখিয়া) এই রাজা কর্তৃক তাদৃশভাবে প্রত্যাখ্যাত ও অবমানিত হইয়াও যে শকুন্তলা ইহার জন্য প্রাণ দিতে বসিয়াছে, তাহা ঠিকই বটে ॥ ৩০ ॥

রাজা।— (ধ্যানমন্দং পরিক্রম্য)

প্রথমং সারঙ্গাক্ষ্যা প্রিয়য়া প্রতিবোধ্যমানমপি সুপ্তম্। অনুশয়দুঃখায়েদং হত-হৃদয়ং সম্প্রতি বিবুদ্ধম্ ॥ ৩১ ॥

সানুমতী।—ণং এরিসাণি তবস্‌সিণীএ ভাঅহেআণি। ॥ ৩১-ক ॥

বিদূষকঃ।— (অপবার্য্য) লঙ্ঘিদো এসো ভূও বি সউন্তলা-বাহিণা ণ আণে কহং চিকিচ্ছিদব্বো হোহিই ত্তি। ॥ ৩২ ॥

কঞ্চুকী।— (উপগম্য) জয়তু দেবঃ। মহারাজ! প্রত্যবেক্ষিতাঃ প্রমদবন-ভূময়ঃ। যথাকামমধ্যাস্তাং বিনোদ-স্থানানি মহারাজঃ। ॥ ৩৩ ॥

রাজা।— বেত্রবতি! মদ্বচনাদমাত্যমার্য্যপিশুনং ব্রূহি চিরপ্রবোধাৎ ন সম্ভাবিতমস্মাভিরদ্য ধর্ম্মাসনমধ্যাসিতুম্। যৎ প্রত্যবেক্ষিতং পৌরকার্য্যমার্য্যেণ তৎ পত্রমারোপ্য দীয়তামিতি। ॥ ৩৪ ॥

প্রতীহারী।—জং দেও আণবেই। ॥ ৩৫ ॥

রাজা।— বাতায়ন! ত্বমপি স্বং নিয়োগমশূন্যং কুরু। ॥ ৩৬ ॥

কঞ্চুকী।— যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ। (নিক্রান্তঃ) ॥ ৩৭ ॥

বিদূষক।— কিদং ভবদা ণিম্মচ্ছিঅং। সংপদং সিসিরাতবচ্ছেঅরমণীএ ইমস্সিং পমদবণুদ্দেশে অত্তাণং রমইস্‌সসি। ॥ ৩৮ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—ননু ঈদৃশানি তপস্বিন্যাঃ ভাগধেয়ানি ॥ ৩১-ক ॥

লঙ্ঘিতঃ এষঃ ভূয়ঃ অপি শকুন্তলাব্যাধিনা। ন জানে কথং চিকিৎসিতব্যো ভবিষ্যতি ইতি ॥ ৩২ ॥

যৎ দেবঃ আজ্ঞাপয়তি ॥ ৩৫ ॥

কৃতং ভবতা নির্মক্ষিকম্। সাম্প্রতং শিশিরাতপচ্ছেদরমণীয়ে অস্মিন্ প্রমদবনোদ্দেশে আত্মানং রময়িষ্যসি ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়।—প্রথমং সারঙ্গাক্ষ্যা (চকিতমৃগনেত্রয়া) (শকুন্তলয়া) প্রতিবোধ্যমানম্ (বারং বারং স্মার্য্যমাণম্) অপি সুপ্তং (তদানীং স্মর্ত্তুমশক্তং) ইদং (মম) হতহৃদয়ং সম্প্রতি অনুশয়-দুঃখায় বিবুদ্ধম্ ॥ ৩১ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—(চিন্তিতভাবে ও মন্থরচরণে চলিতে চলিতে) সেই চকিতমৃগনেত্রা প্রিয়া শকুন্তলা বার বার কত প্রকারে মনে করাইয়া দিলেও আমার যে হৃদয় যেন কালনিদ্রায় অভিভূত ছিল, কিছুই স্মরণ করিতে পারে নাই, এখন অনুতাপানলে পুড়িবার নিমিত্তই বুঝি সেই দগ্ধ হৃদয়ের একে একে সেই স—ব স্মৃতিপথে উদিত হইতেছে ॥ ৩১ ॥

বিদূষক।—(অপবার্য্য) সেই দুঃসাধ্য শকুন্তলা-রোগে আবার দেখছি, ইনি আক্রান্ত হলেন, জানি না, কি উপায়ে আবার চিকিৎসা হবে ॥ ৩২ ॥

কঞ্চুকী।—মহারাজ! উপবন বিশেষরূপে পরীক্ষিত হইয়াছে ইচ্ছানুসারে প্রীতিকর স্থানে উপবেশন করুন ॥ ৩৩ ॥

রাজা।—বেত্রবতি! আমার নাম করিয়া মাননীয় অমাত্য পিশুনকে বল গিয়া, রাত্রিতে অনিদ্রা নিবন্ধন আজ আমি সিংহাসনে বসিয়া রাজকার্য্য করিতে পারিব না; আপনি যে সমুদয় বিচার্য্য বিষয়ের পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তাহা পত্র দ্বারা আমাকে জ্ঞাপন করিবেন ॥ ৩৪ ॥

প্রতীহারী।—যে আজ্ঞা মহারাজ ॥ ৩৫ ॥

রাজা।—বাতায়ন! (কঞ্চুকীর নাম) তুমিও নিজের কাজে যাও ॥ ৩৬ ॥

কঞ্চুকী। যেমন আদেশ মহারাজের (প্রস্থান) ॥ ৩৭ ॥

বিদূষক।—বাঃ! মাছিটি পর্য্যন্ত তাড়ালে! শীতের দাপট বা রৌদ্রের তাপ কিছুই না থাকায়, দেখ দেখি, বসন্তকালে প্রমদবনের কি অপূর্ব্ব রমণীয়তা জন্মেছে। এর যেখানে সাধ, ব'সে সুখ উপভোগ

রাজা।— বয়স্য! রন্ধ্রোপনিপাতিনোঽনর্থা ইতি যদুচ্যতে তৎ অব্যভিচারি বচঃ, কুতঃ—
মুনিসুতাপ্রণয়স্মৃতিরোধিনা মম চ মুক্তমিদং তমসা মনঃ।
মনসিজেন সখে! প্রহরিষ্যতা ধনুষি চূত-শরশ্চ নিবেশিতঃ॥ ॥ ৩৯ ॥

বিদূষকঃ।— চিট্ঠ দাব জাব ইমিণা দণ্ডকট্ঠেণ কন্দপ্প-বাণং ণাসয়িস্সং। (দণ্ডকাষ্ঠমুদ্যম্য চূতাঙ্কুরং পাতয়িতুমিচ্ছতি)। ॥ ৪০ ॥

রাজা।— (সস্মিতম্) ভবতু দৃষ্টং ব্রহ্মবর্চসম্। সখে ক্ব উপবিষ্টঃ—প্রিয়ায়াঃ কিঞ্চিদনুকারিণীষু লতাসু দৃষ্টিং বিলোভয়ামি। ॥ ৪১ ॥

বিদূষকঃ।— ণং আসণ্ণপরিআরিআ চদুরিআ ভৱদা সংদিট্ঠা মাহবীমণ্ডবে ইমং বেলং অতিবাহিস্সং, তহিং অ মে চিত্তফলঅগদং সহত্থলিহিদং তত্তহোদাএ সউন্তলাএ পড়িকিদিং আণেহি ত্তি ॥ ৪২ ॥

রাজা।— ঈদৃশং হৃদয়বিনোদস্থানং, তৎ তমেব মার্গম্ আদেশয়। ॥ ৪৩ ॥

বিদূষকঃ।— ইদো ইদো ভৱং। (উভৌ পরিক্রামতঃ সানুমতী অনুগচ্ছতি) ॥ ৪৪ ॥

বিদূষকঃ।— এসো মণিসিলাপট্টসণাহো মাহবীমণ্ডবো উবহাররমণিজ্জদাএ নিস্সংসঅং সাঅদেণ বিঅ ণো পড়িচ্ছই। তা পবিসিঅ ণিসীদদু ভৱং। (উভৌ তথা কৃত্বা উপবিষ্টৌ)। ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়।—সখে! মুনিসুতা-প্রণয়স্মৃতি-রোধিনা মম [illegible]ঃ মনঃ তমসা মুক্তং চ, মনসিজেন প্রহরিষ্যতা (সতা) [illegible]ষি চূত শরঃ নিবেশিতঃ চ ॥ ৩৯ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—তিষ্ঠ তাবৎ, যাবৎ অনেন [illegible]ণ্ডকাষ্ঠেন কন্দর্পবাণং নাশয়িষ্যামি ॥ ৪০ ॥

ননু আসন্ন-পরিচারিকা চতুরিকা ভবতা সন্দিষ্টা মাধবী-[illegible]ণ্ডপে ইমাং বেলাং অতিবাহয়িষ্যামি, তত্র চ মে চিত্রফলক-[illegible]তাং স্বহস্তলিখিতাং তত্রভবত্যাঃ শকুন্তলায়াঃ প্রতিকৃতিম্ [illegible]ানয় ইতি ॥ ৪২ ॥

ইতঃ ইতঃ ভবান্ ॥ ৪৪ ॥

এষঃ মণিশিলাপট্টক-সনাথঃ মাধবীমণ্ডপঃ উপহার-[illegible]মণীয়তয়া নিঃসংশয়ং স্বাগতেন ইব নৌ প্রতীচ্ছতি। [illegible]ৎ প্রবিশ্য নিষীদতু ভবান্ ॥ ৪৫ ॥

বঙ্গার্থ। রাজা।—সখে! "ছিদ্রেষ্বনর্থা বহুলীভবন্তি" বিপদের সময়েই বিপদ আসে, কথাটা বর্ণে বর্ণে সত্য। কেন না, এই দেখ—যে মোহে আমি কণ্ব-দুহিতার প্রণয় একেবারে বিস্মৃত হইয়াছিলাম, সেই মোহ যেমন আমার কাটিল, আর অমনিই আমাকে প্রহার করিবার জন্যই যেন পঞ্চবাণ স্বীয় ধনুকে চূতমুকুলের শর যোজনা করিলেন ॥ ৩৯ ॥

[illegible]দূষক।—তুমি দাঁড়াও একটু, আমি আমার এই ত্রিভঙ্গ লাঠি দিয়ে কন্দর্পের বাণের দফা রফা কর্‌চ্ছি (ল[illegible] উঠাইয়া মুকুল ঠেঙ্গাইতে উদ্যম) ॥ ৪০ ॥

রাজা।—(সহাস্যে) ঢের হয়েছে! ব্রহ্মতেজ দেখা গেছে! ভ[illegible] বল ত, কোথায় একটু বসিয়া প্রিয়তমা শকুন্তলার ত[illegible] কতকটা অনুরূপ লতাসমূহের দিকে চাহিয়া চে[illegible] জুড়াই ॥ ৪১ ॥

বিদূষক।—কেন সখে, চতুরিকা নাম্নী যে পরিচারিক[illegible] নিয়ত তোমার কাছে কাছে থাকে, তাকে তুমিই ব'লে দিয়েছ যে, মাধবীমণ্ডপে এই সময়ে তুমি থাক্[illegible] সে যেন তোমার নিজ হাতে আঁকা শকুন্তলার ছবিখ[illegible] নিয়ে আসে ॥ ৪২ ॥

রাজা।—হাঁ, এখন এই রকম বস্তুতেই বুক জুড়োতে হ[illegible] বেশ, সেই মাধবীমণ্ডপের পথটা দেখিয়ে দাও ॥ ৪৩ ॥

বিদূষক।—এই দিকে ভাই, এই দিকে (দুই জনের গ[illegible] ছায়াময়ী সানুমতীরও অনুসরণ) ॥ ৪৪ ॥

বিদূষক।—এই যে সম্মুখেই মাধবীলতার কুঞ্জ, উহার ম[illegible] মণিময় প্রস্তরের অতি সুখকর আসন রহিয়াছে। ঐ [illegible] কত মনোহর কুসুম-সম্ভারে লতাকুঞ্জের কি অপূর্ব্ব [illegible]ণীয়তা জন্মিয়াছে! মনে হচ্ছে, যেন আমাদের উভ[illegible] কুসুমোপহারে অভ্যর্থিত করিতেছে। অতএব ভি[illegible] গিয়ে উপবেশন কর। (উভয়ের প্রবেশ ও উপবেশন)।

সানুমতী।—লদাসংস্সিদা দেক্খিস্সং দাব সহীএ পড়িকিদিং। তদো সে ভত্তুণো বহুমুহং অণুরাঅং নিবেদইস্সং। (তথা কৃত্বা স্থিতা)। ॥ ৪৬ ॥

রাজা।— সখে! সর্ব্বমিদানীং স্মরামি শকুন্তলায়াঃ প্রথমবৃত্তান্তং কথিতবানস্মি ভবতে চ। স ভবান্ প্রত্যাদেশ-বেলায়াং মৎ-সমীপগতো নাসীৎ। পূর্ব্বমপি ন ত্বয়া কদাচিৎ সঙ্কীর্ত্তিতং তত্রভবত্যা নাম। কচ্চিদহমিব বিস্মৃতবানসি ত্বম্ ॥ ৪৭ ॥

বিদূষকঃ।—ণ বিস্মরামি কিন্তু সব্বং কহিঅ অবসাণে উণ তুএ পরিহাসবিঅপ্পঞো এসো ণ ভূদত্থো ত্তি আচক্খিদং। মএ বি মিপ্পিণ্ডবুদ্ধিণা তহ এব্ব গহীদং। অহবা ভবিদব্বদা বলবতী। ॥ ৪৮ ॥

সানুমতী।— এব্বং এদং। ॥ ৪৯ ॥

রাজা।— (ধ্যাত্বা) সখে! ত্রায়স্ব মাম্। ॥ ৫০ ॥

বিদূষকঃ।— ভোঃ কিং এদং। অনুববন্নং কৃখু এরিসং তুই। কদা বি সপ্পুরিসা সোঅবত্তব্বা ণ হোন্তি। ণং পবাদে বি ণিক্কম্পা গিরীঞো। ॥ ৫১ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—লতা-সংশ্রিতা প্রেক্ষিষ্যে তাবৎ সখ্যাঃ প্রতিকৃতিম্। ততঃ তস্যৈ ভর্ত্তুঃ বহুমুখম্ অনুরাগং নিবেদয়িষ্যামি ॥ ৪৬ ॥

ন বিস্মরামি। কিন্তু সর্ব্বং কথয়িত্বা অবসানে পুনঃ ত্বয়া পরিহাস-বিজল্পঃ এষঃ ন ভূতার্থঃ ইতি আখ্যাতম্। ময়া অপি মৃৎপিণ্ডবুদ্ধিনা তথা এব গৃহীতম্। অথবা ভবিতব্যতা বলবতী ॥ ৪৮ ॥

এবম্ এতৎ ॥ ৪৯ ॥

ভোঃ! কিম্ এতৎ? অনুপপন্নং খলু ঈদৃশং ত্বয়ি। কদা অপি সৎপুরুষাঃ শোকবক্তব্যাঃ ন ভবন্তি। ননু প্রবাতে অপি নিষ্কম্পাঃ গিরয়ঃ ॥ ৫১ ॥

বঙ্গার্থ।—সানুমতী।—লতায় আড়াল দিয়ে দাঁড়িয়ে সখী শকুন্তলার ছবিখানা ভালো ক'রে একটু দেখি; পরে গিয়ে তার বল্লভের এই নানাবিধ অনুরাগের কথা তাকে বল্‌বো (লতাময়ী হইয়া দাঁড়ানো) ॥ ৪৬ ॥

রাজা।—সখে, আজ একে একে শকুন্তলার সমস্ত মনে পড়্‌ছে; প্রথমকার ঘটনাসমূহ তোমাকে অনেকটা বলিয়াছিও। ভাই রে, প্রত্যাখ্যানের সময়ে তুমি ত কাছে ছিলে না, কিন্তু তার পূর্ব্বেও কখনো তার নাম পর্য্যন্ত তোমার মুখে শুনি নাই। আমার মত তুমিও তাকে ভুলে গেলে না কি? ॥ ৪৭ ॥

বিদূষক।—না ভাই, কিছু ভুলি নাই। কিন্তু তুমিই ত গোল বাধিয়েছ। মনে আছে, সেই—সমস্ত বৃত্তান্ত আমাকে ব'লে শেষকালে বলেছিলে যে, এ কথাগুলো কিন্তু সত্য নয়, পরিহাসপূর্ব্বক একটা গল্প তৈরি ক'রে তোমায় বল্লুম। আমারও এমন মাটীর ঢিপির মত বুদ্ধি যে, তাই বিশ্বাস করলুম। অথবা তোমার দোষ কি? যেটা হবার, তা হবেই ॥ ৪৮ ॥

সানুমতী।—ঠিক বটে, ভবিতব্যতা খণ্ডন করে—কার সাধ্য ॥ ৪৯ ॥

রাজা।—(কিছুক্ষণ ধ্যানস্থবৎ থেকে) সখে! আমায় রক্ষা কর ॥ ৫০ ॥

বিদূষক।—ছিঃ, এ কি? তোমাতে ত এ সব শোভা পায় না। সাধু-সজ্জনরা কখনও শোকের অধীন হন না। হাজার ঝঞ্ঝাবাতেও কিন্তু মহীধর কম্পিত হয় না ॥ ৫১ ॥

রাজা।— বয়স্য! নিরাকরণবিক্লবায়াঃ প্রিয়ায়াঃ সমবস্থাম্ অনুস্মৃত্য বলবৎ অশরণঃ অস্মি। সা হি—

ইতঃ প্রত্যাদেশাৎ স্বজনমনুগন্তুং ব্যবসিতা মুহুস্তিষ্ঠেত্যুচ্চৈর্বদতি গুরুশিষ্যে গুরুসমে।
পুনর্দৃষ্টিং বাষ্প-প্রসর-কলুষামর্পিতবতী ময়ি ক্রূরে যৎ তৎ সবিষমিব শল্যং দহতি মাম্ ॥ ৫২ ॥

সানুমতী।— অম্মহে এরিসী সকজ্জ পরদা ইমস্স সন্তাবেণ অহং রমামি। ॥ ৫৩ ॥

বিদূষকঃ।— ভোঃ অত্থি মে তক্কো কেণ তত্তহোদী আআস-চারিণা নীদ ত্তি। ॥ ৫৪ ॥

রাজা।— কঃ পতিদেবতামন্যঃ পরামর্ষ্টুমুৎসহেত। মেনকা কিল সখ্যাস্তে জন্ম-প্রতিষ্ঠা ইতি শ্রুতবান্ অস্মি। তৎ-সহচারিণীভিঃ সখী তে হৃতা ইতি মে হৃদয়মাশঙ্কতে। ॥ ৫৫ ॥

সানুমতী।— সম্মোহো ক্খু বিম্হঅণিজ্জো ণ পড়িবোহো। ॥ ৫৬ ॥

বিদূষকঃ।— জই এব্বং অত্থি ক্খু সমাগমো কালেণ তত্তহোদীএ। ॥ ৫৭ ॥

রাজা।— কথমিব? ॥ ৫৮ ॥

বিদূষকঃ।— ণ ক্খু মাদাপিদরা ভত্তুবিওঅদুক্খিদং দুহিদরং দেক্খিদুং পারেন্তি। ॥ ৫৯ ॥

অন্বয়।—ইতঃ (মৎসকাশাৎ) প্রত্যাদেশাৎ স্বজনম্ অনুগন্তুং ব্যবসিতা সা (শকুন্তলা) গুরুসমে গুরুশিষ্যে—তিষ্ঠ—ইতি উচ্চৈঃ মুহুঃ বদতি সতি, পুনঃ বাষ্পপ্রসর-কলুষাং দৃষ্টিং ক্রূরে ময়ি অর্পিতবতী—(ইতি) যৎ, তৎ সবিষং শল্যম্ ইব মাং দহতি ॥ ৫২ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—অম্মহে ঈদৃশী স্বকার্য্য-পরতা, অস্য সন্তাপেন অহং রমে ॥ ৫৩ ॥

ভোঃ অস্তি মে তর্কঃ, কেন তত্রভবতী আকাশচারিণা নীতা—ইতি ॥ ৫৪ ॥

সম্মোহঃ খলু বিস্ময়নীয়ঃ, ন প্রতিবোধঃ ॥ ৫৬ ॥

যদি এবং, অস্তি খলু সমাগমঃ কালেন তত্রভবত্যাঃ ॥ ৫৭ ॥

ন খলু মাতাপিতরৌ ভর্তৃবিয়োগ-দুঃখিতাং দুহিতরং দ্রষ্টুং পারয়তঃ ॥ ৫৯ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—সখে! পরিত্যাগকাতরা প্রিয়ার তখনকার অবস্থা মনে ক'রে কিছুতেই ধৈর্য্য-ধারণ করিতে পারিতেছি না। চারিদিক যেন অন্ধকার দেখ্‌ছি। সেই যে,—যখন আমি তাড়িয়ে দেই, তখন শকুন্তলা তাহার আত্মীয়দের অনুগমন কর্ত্তে চাচ্ছিল আর গুরুর তুল্য মাননীয় গুরুশিষ্যরা, "দাঁড়াও" বলিয়া বার বার উচ্চৈঃস্বরে তাড়া দিচ্ছিল, আর তখন নিরুপায় হইয়া, শকুন্তলা সজল-নয়নে পুনঃ পুনঃ এই নৃশংস দুষ্যন্তের দিকে তাকাচ্ছিল,—সেই সব এখন বিষমাখা বাণের মত আমাকে দগ্ধ করিতেছে ॥ ৫২ ॥

সানুমতী।—হায় রে স্বার্থপরতা! রাজার এই এত দুঃখেও আমার সুখ হচ্ছে ॥ ৫৩ ॥

বিদূষক।—ভাই, আমার একটা বড় খট্‌কা লাগ্‌ছে, আচ্ছা, হঠাৎ আকাশ থেকে কে এসে তাকে নিয়ে গেল—বল ত ॥ ৫৪ ॥

রাজা।—তার মত পতিব্রতাকে অপর কে স্পর্শ কর্ত্তেও ভরসা পায়? তোমার সেই সখী শকুন্তলার মা হলো মেনকা। মেনকা থাকেও আকাশে। সুতরাং নিশ্চয় মেনকারই আকাশবিহারিণী সহচারিণীরা তাকে হরণ ক'রে নিয়ে গেছে;—ইহাই আমার ধ্রুব বিশ্বাস ॥ ৫৫ ॥

সানুমতী।—বাঃ, কি চমৎকার অনুভব-শক্তি! এ রকম সজ্ঞান লোকের বিস্মৃতিটাই বিস্ময়ের বিষয়, মনে পড়াটা বিস্ময়াবহ নহে ॥ ৫৬ ॥

বিদূষক।—তাহাই যদি হয়, তা হ'লে তার সাথে তোমার মিলন কালে নিশ্চয় হবেই হবে ॥ ৫৭ ॥

রাজা।—কি ক'রে বুঝ্‌লে? ॥ ৫৮ ॥

বিদূষক।—দেখ, মাতাপিতা কখনো পতিবিচ্ছেদ-কাতরা মেয়েকে দেখে স্থির থাকতে পারে না ॥ ৫৯ ॥

রাজা।— বয়স্য !

স্বপ্নো নু মায়া নু মতিভ্রমো নু ক্লিষ্টং নু তাবৎ-ফলমেব পুণ্যম্।
অসন্নিবৃত্ত্যৈ তদতীতমেতে মনোরথা নাম তটপ্রপাতাঃ॥ ॥ ৬০ ॥

বিদূষকঃ।— মা এব্বং। ণং অঙ্গুলীঅঅং এব্ব ণিদংসণং। অবস্সম্ভাই অচিন্তণিজ্জ-সমাঅমো হোই। ॥ ৬১ ॥

রাজা।— (অঙ্গুলীয়কং বিলোক্য) অয়ে ইদং তাবদসুলভ-স্থানভ্রংশি শোচনীয়ম্—

তব সুচরিতমঙ্গুলীয় নূনং প্রতনু মমেব বিভাব্যতে ফলেন।
অরুণ-নখ-মনোরমাসু তস্যাশ্চ্যুতমসি লব্ধ-পদং যদঙ্গুলীষু॥ ॥ ৬২ ॥

সানুমতী।— জই অন্নহত্থগদং হোদু সচ্চং এব্ব সোঅণিজ্জং হোদু। ॥ ৬৩ ॥

অন্বয়।—শকুন্তলা-সমাগমঃ স্বপ্নঃ নু, মায়া নু, মতিভ্রমঃ নু? (অথবা) তাবৎফলং এব পুণ্যং ক্লিষ্টং নু? তৎ (শকুন্তলারূপং বস্তু) অসন্নিবৃত্ত্যৈ অতীতম্। এতে মনোরথা নাম তট-প্রপাতাঃ॥ ৬০॥

ভোঃ অঙ্গুলীয়! তব সুচরিতং নূনং মম ইব ফলেন প্রতনু বিভাব্যতে। যৎ (যস্মাৎ) অরুণ-নখ-মনোরমাসু তস্যাঃ (শকুন্তলায়াঃ) অঙ্গুলীষু লব্ধপদং (সৎ) চ্যুতম্ অসি॥ ৬১॥

প্রাকৃতানুবাদ।—মা এবম্। ননু অঙ্গুলীয়কম্ এব নিদর্শনম্। অবশ্যম্ভাবী অচিন্তনীয়-সমাগমঃ ভবতি॥ ৬১॥

যদি অন্যহস্তগতং ভবেৎ, সত্যমেব শোচনীয়ং ভবেৎ॥ ৬৩॥

মর্মার্থ।—রাজা।—বয়স্য! সেই যে শকুন্তলার সহিত কতিপয় দিনের জন্য আমার মিলন হইয়াছিল, এখন মনে হইতেছে যে, সে কি সত্য, না স্বপ্ন না কোন ইন্দ্রজালের প্রভাব, অথবা আমারই কোন আকস্মিক উন্মাদের ফলে ঐরূপ একটা সংস্কার আমার মনে জন্মিয়াছিল। সে মিলন কদাচ বাস্তব হইতেই পারে না। যদি হইত, তবে তাহা কি এমন ভাবে আজ নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া যাইত? অথবা হয় ত কোন জন্মান্তরীণ পুণ্যের ফলে তাহার সহিত আমার সমাগম ঘটিয়াছিল, যে পুণ্যের ফল ঐ সমাগমমাত্রেই ক্ষয় হইয়া গিয়াছে, তাই তাহাও সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হইয়াছে। বঞ্চিত হইব কেন? হায়, সেই শকুন্তলা আর ফিরিবে না, চিরদিনের মত তাহার আশা ঘুচিয়া গিয়াছে! এখন আমার যত কিছু বাসনা, শকুন্তলার পুনঃপ্রাপ্তি-বিষয়ে অভিলাষ, তাহা ঠিক খরস্রোতা নদীর তট-পতনের ন্যায়, অর্থাৎ তটের যেমন অংশের পর অংশান্তর ভাঙ্গিয়া পড়ে, তদ্রূপ আমার আশাও এক একটার পর এক একটা ভাগিয়া আপনিই বিলীন হইবে॥ ৬০॥

বিদূষক।—এমন কথা বলো না। এই আংটিই তাহার পূর্ব্ব-লক্ষণ। ইহার ন্যায় সেও এসে তোমার হস্তগত হইবে। যেটা নিশ্চয় হবার, সে যে কি ভাবে এসে জুটিয়া যায়, তাহা কি বলা যায়॥ ৬১॥

রাজা।—(আংটির দিকে চেয়ে) হায় রে! অতি দুর্ল্লভ স্থান হইতে স্খলিত হওয়ায় এই আংটি যথার্থই অতি শোকের ভাজন হইয়াছে। অঙ্গুলীয়ক! আমার পুণ্যের ন্যায় তোমারও পুণ্য বোধ হয়, ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। যত দিন পুণ্য ছিল, তত দিন তাহারই ফলে শকুন্তলার দুর্ল্লভ অঙ্গুলীতে স্থান পাইয়াছিলে। যেমন সেই পুণ্যের জোর কমিয়াছে, অমনি তুমিও, তার সেই আরক্ত নখ-রাজি-বিরাজিত মনোহর অঙ্গুলীতে স্থান পাইয়াও, স্খলিত হইয়া পড়িয়াছ॥ ৬২॥

সানুমতী।—তা বটে! যদি রাজন্! তোমার হাতে না পড়িয়া অপরের হাতে পড়িত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পরম পরিতাপের বিষয় হইত, সন্দেহ নাই॥ ৬৩॥

বিদূষকঃ।— ভো ইঅং ণামমুদ্দা কেণ উদ্দেসেণ তত্তহোইএ হত্থব্ভাসং পাবিতা। ॥ ৬৪ ॥

সানুমতী।— মম বি কোউহলেন আআরিআে এসো। ॥ ৬৫ ॥

রাজা।— শ্রূয়তাম্। স্বনগরায় প্রস্থিতং মাং প্রিয়া সবাষ্পম্ আহ—কিয়চ্চিরেণ আর্য্যপুত্রঃ প্রতিপত্তিং দাস্যতি ইতি। ॥ ৬৬ ॥

বিদূষকঃ।— তদো তদো। ॥ ৬৭ ॥

রাজা।— পশ্চাদিমাং মুদ্রাং তদঙ্গুলৌ নিবেশয়তা ময়া প্রত্যভিহিতা—

একৈকমত্র দিবসে দিবসে মদীয়ং নামাক্ষরং গণয় গচ্ছসি যাবদন্তম্।
তাবৎ প্রিয়ে মদবরোধ-গৃহ-প্রবেশং নেতা জনস্তব সমীপমুপৈষ্যতীতি॥

তচ্চ দারুণাত্মনা ময়া মোহান্নানুষ্ঠিতম্। ॥ ৬৮ ॥

সানুমতী।— রমণীআে ক্খু অবহী বিহিণা বিসংবাইদো। ॥ ৬৯ ॥

বিদূষকঃ।— কহং ধীবলকপ্পিঅস্স লোহিঅমচ্ছস্স উদলব্ভন্তলে আসি। ॥ ৭০ ॥

রাজা।— শচীতীর্থং বন্দমানায়া সখ্যাস্তে হস্তাদ্ গঙ্গাস্রোতসি পরিভ্রষ্টম্। ॥ ৭১ ॥

বিদূষকঃ।— জুজ্জই। ॥ ৭২ ॥

সানুমতী।— অদো এব্ব তবস্সিণীএ সউন্দলাএ অধম্মভীরুণো ইমস্স রাএসিণো পরিণএ সন্দেহো আসি। অহবা এরিসো অণুরাআে অহিণ্ণাণং অবেক্খই কহিং বিঅ এদং। ॥ ৭৩ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—ভোঃ ইয়ং নামমুদ্রা কেন উদ্দেশেন তত্রভবত্যাঃ হস্তাভ্যাসং প্রাপিতা॥ ৬৪॥

মমাপি কৌতূহলেন আকারিতঃ এষঃ॥ ৬৫॥

ততঃ ততঃ॥ ৬৭॥

রমণীয়ঃ খলু অবধিঃ বিধিনা বিসংবাদিতঃ॥ ৬৯॥

কথং ধীবরকল্পিতস্য রোহিতমৎস্যস্য উদরাভ্যন্তরে আসীৎ॥ ৭০॥

যুজ্যতে॥ ৭২॥

অতঃ এব তপস্বিন্যাঃ শকুন্তলায়াঃ অধর্ম্মভীরোঃ অস্য রাজর্ষেঃ পরিণয়ে সন্দেহঃ আসীৎ। অথবা ঈদৃশঃ অনুরাগঃ অভিজ্ঞানম্ অপেক্ষতে কথমিব এতৎ॥ ৭৩॥

বঙ্গার্থ।—বিদূষক।—সখে! তোমার নামাঙ্কিত অঙ্গুরী কি নিমিত্ত তার হাতে গেল?॥ ৬৪॥

সানুমতী।—আমারও জানবার সাধ হচ্ছে, লোকটা দেখছি, আমার অভিলষিত প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিতেছে॥ ৬৫॥

রাজা।—শোন ভাই! যখন আমি নিজের রাজধানীতে ফিরিয়া আসি, তখন কাঁদিতে কাঁদিতে প্রেয়সী আমায় জিজ্ঞাসা কর্লে যে,কত দিনে প্রাণবল্লভ,তোমার সংবাদ পাবো॥৬৬॥

বিদূষক।—তার পর, তার পর?॥ ৬৭॥

রাজা।—শেষে এই আংটিটি প্রেয়সীর অঙ্গুলীতে পরাইতে পরাইতে বলিলাম, "প্রিয়ে! এতে আমার নামের অক্ষরগুলি প্রত্যহ এক একটি করিয়া গণিয়া যাইও, যে দিন দেখিবে, অক্ষর-গণনা শেষ হইয়াছে, সেই দিনই তোমাকে আমার অন্তঃপুরে পৌঁছাইয়া দিতে পারে এমন বিশ্বস্ত ব্যক্তি আসিয়া তোমার সকাশে উপস্থিত হইবে।" হায় রে! এত নৃশংস আমি যে, মোহ বশত তাহা আর করিয়া উঠিতে পারি নাই॥ ৬৮॥

সানুমতী।—আহা! কি সুন্দর শেষকালটা হতবিধি বিগ্‌ড়াইয়া দিয়াছেন॥ ৬৯॥

বিদূষক।—জেলে কর্ত্তৃক খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাগ দেওয়া রোহিতমৎস্যের পেটের ভিতর ঢুকিল কি করিয়া?॥ ৭০॥

রাজা।—শচীতীর্থে যখন তোমার সখী পূজা অর্চ্চনা করিতেছিলেন,তখন তাঁহার হাত হইতে খসিয়া পড়িয়া থাকিবে॥৭১॥

বিদূষক।—তা হ'তে পারে॥ ৭২॥

সানুমতী।—তাই বল? এই কারণেই পাপ-ভয়ে ভীত হইয়া রাজর্ষি দুষ্মন্ত হতভাগিনী শকুন্তলার পরিণয়-বিষয়ে অ সন্দিহান হইয়াছিলেন। নতুবা, এমন অকপট অনুরাগ আবার একটা প্রমাণ বা স্মারক চিহ্ন না হ'লে মনে পড়বে না, এটা কি সম্ভব? হতেই পারে না॥ ৭৩॥

রাজা।— উপালপ্স্যে তাবদিদমঙ্গুলীয়কম্। ॥ ৭৪ ॥

বিদূষকঃ।— (আত্মগতম্) গহীও ণেণ পন্থা উম্মত্তআণং। ॥ ৭৫ ॥

রাজা।— কথং নু তং বন্ধুরকোমলাঙ্গুলিং করং বিহায়াসি নিমগ্নমম্ভসি।
অথবা—অচেতনং নাম গুণং ন লক্ষয়েৎ ময়ৈব কস্মাদবধীরিতা প্রিয়া॥ ॥ ৭৬ ॥

বিদূষকঃ।— (আত্মগতম্) কহং বুহুক্খাএ খাইঅব্বো ম্হি। ॥ ৭৭ ॥

রাজা।— অকারণ-পরিত্যক্তে! অনুশয়তপ্তহৃদয়স্তাবদ্ অনুকম্প্যতাময়ং জনঃ পুনর্দ্দর্শনেন। ॥ ৭৮ ॥

(প্রবিশ্য অপটীক্ষেপেণ চিত্রফলকহস্তা)

চতুরিকা।— ইঅং চিত্তগআ ভট্টিণী। (চিত্রফলকং দর্শয়তি) ॥ ৭৯ ॥

বিদূষকঃ।— সাহু বঅস্স মহুরাবত্থাণদংসণিজ্জো ভাবাণুপ্পবেসো খলই বিঅ মে দিট্ঠি ণিণ্ণুণ্ণঅপ্পদেসেসু। ॥ ৮০ ॥

সানুমতী।— অম্মো এসা রাএসিণো ণিউণদা জাণে সহী অগ্গদো মে বট্টই ত্তি। ॥ ৮১ ॥

রাজা।— যদ যৎ সাধু ন চিত্রে স্যাৎ ক্রিয়তে তৎ তদন্যথা।
তথাপি তস্যা লাবণ্যং রেখয়া কিঞ্চিদন্বিতম্॥ ॥ ৮২ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—গৃহীতঃ অনেন পন্থাঃ উন্মত্তানাম্॥ ৭৫ ॥

কথং বুভুক্ষয়া খাদিতব্যঃ অস্মি॥ ৭৭ ॥

ইয়ং চিত্রগতা ভট্টিণী॥ ৭৯ ॥

সাধু বয়স্য! মধুরাবস্থানদর্শনীয়ঃ ভাবানুপ্রবেশঃ। স্খলতি ইব মে দৃষ্টিঃ নিম্নোন্নতপ্রদেশেষু॥ ৮০ ॥

অম্মো এষা রাজর্ষেঃ নিপুণতা, জানে সখী অগ্রতঃ মে বর্ত্ততে ইতি॥ ৮১ ॥

অন্বয়।—অয়ি অঙ্গুলীয়ক! ত্বং (সুচিরমনোহরং) বন্ধুর-কোমলাঙ্গুলিং করং বিহায় (ত্বং) কথং অম্ভসি নিমগ্নম্ অসি? অথবা অচেতনং (বস্তু) গুণং ন লক্ষয়েৎ (ইতি সত্যম্), ময়া (সচৈতন্যেন সতা) কস্মাৎ প্রিয়া অবধীরিতা॥ ৭৭ ॥

চিত্রে যৎ যৎ সাধু (সম্যক্ পরিস্ফুটং) ন স্যাৎ, তৎ তৎ অন্যথা (অন্যপ্রকারং) ক্রিয়তে। তথাপি (তথা অন্যথা কৃতে অপি) তস্যাঃ লাবণ্যং রেখয়া কিঞ্চিৎ অন্বিতম্॥ ৮২ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—আজ এই অঙ্গুরীকে আমি খুব তিরস্কার করবো॥ ৭৪ ॥

বিদূষক।—(মনে মনে) আবার দেখছি, রাজা বেচারি পাগলের পথ ধরলো॥ ৭৫ ॥

রাজা।—হে অঙ্গুরীয়ক! সেই চির-সুন্দর, ঈষদুন্নতানত অঙ্গুলি-শোভিত প্রিয়তমার কর পরিত্যাগ পূর্ব্বক, কি করিয়া তুমি জলে নিমগ্ন হইলে? অথবা তুমি অচেতন, কোন্ বস্তুর কি গুণ, কি মাহাত্ম্য, তাহা তোমার না জানিবারই কথা, কিন্তু আমি এক জন চৈতন্যসম্পন্ন লোক হইয়া কি করিয়া প্রিয়তমাকে উপেক্ষা করিলাম?॥৭৬॥

বিদূষক। তাই ত! ক্ষুধায় আমাকে খেয়ে ফেল্লে দেখছি॥৭৭॥

রাজা।—শকুন্তলে! বিনা কারণে তোমায় পরিত্যাগ করিয়াছি, আজ অনুতাপে আমার বুক পুড়িয়া যাইতেছে, দয়া কর, একবার এসে দেখা দিয়ে বাঁচাও॥ ৭৮ ॥

(পটক্ষেপ না হইতেই আলেখ্য-পট-হস্তে পরিচারিকার প্রবেশ)

চতুরিকা।—এই নিন্ মহারাজ! আলেখ্য-লিখিত রাজ-মহিলা। (চিত্রফলক প্রদর্শন) ॥ ৭৯ ॥

বিদূষক।—বাঃ, উত্তম এঁকেছ বন্ধু; অঙ্গ এমনই সমাবেশ করেছ যে,হৃদয়ের ভাব যেন শকুন্তলার ফুটে বেরুচ্ছে। উঁচু-নীচু জায়গায় আমার চোখ ঠাহরই কর্ত্তে পাচ্ছে না॥৮০॥

সানুমতী।—বাঃ! রাজর্ষির চিত্রবিদ্যায় কি অদ্ভুত নিপুণতা! আমার মনে হচ্ছে, সখী শকুন্তলা যেন আমার সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়েছেন॥ ৮১ ॥

রাজা।—চিত্রে যে যে বিষয় ঠিক আঁকা যায় না, তার একটু আধটু এদিক ওদিক আমাকে কর্ত্তে হয়েছে বটে, তবুও কিন্তু অঙ্কনের দ্বারা প্রিয়ার সৌন্দর্য্য কতকটা ফলাতে পেরেছি বলিয়া বোধ হয়॥ ৮২ ॥

সানুমতী।— সরিসং এদং পচ্ছাদাবগরুণো সণেহস্স অণবলেবস্স অ। ॥ ৮৩ ॥

বিদূষকঃ।— ভো দাণিং তিণ্ণি তত্তহোদিআো দীসন্তি। সব্বাআো অ দংসণীআআো কদমা এত্থ তত্তহোই সউন্তলা। ॥ ৮৪ ॥

সানুমতী। — অণহিণ্ণো ক্খু এরিসস্স রূবস্স মোহদিট্ঠী অঅং জণো। ॥ ৮৫ ॥

রাজা।— ত্বং তাবৎ কতমাং তর্কয়সি। ॥ ৮৬ ॥

বিদূষকঃ।— তক্কেমি জা এসা সিঢিল-কেস-বন্ধুব্বন্ত কুসুমেণ কেসন্তেণ উব্ভিণ্ণসেঅবিন্দুণা বঅণেণ বিসেসদো ওসরিআহিং বাহাহিং অবসেঅ-সিণিদ্ধতরুণ-পল্লবস্স চূঅ-পাঅবস্স পাসে ঈসি পরিস্সন্তা বিঅ আলিহিআ এসা সউন্তলা, ইদরাআো সহীআো ত্তি ॥ ৮৭ ॥ ॥ ৮৭ ॥

রাজা। — নিপুণো ভবান্। অস্ত্যত্র মে ভাব-চিহ্নম্।

স্বিন্নাঙ্গুলিবিনিবেশো রেখাপ্রান্তেষু দৃশ্যতে মলিনঃ।

অশ্রু চ কপোলপতিতং দৃশ্যমিদং বর্ণিকোচ্ছ্বাসাৎ॥

চতুরিকে! অর্দ্ধলিখিতমেতদ্বিনোদ-স্থানম্। গচ্ছ বর্ত্তিকাং তাবদ্ আনয়। ॥ ৮৮ ॥

প্রাকৃতানুবাদঃ।—সদৃশম্ এতৎ পশ্চাত্তাপগুরোঃ স্নেহস্য অনবলেপস্য চ ॥ ৮৩ ॥

ভোঃ ইদানীং তিস্রঃ তত্রভবত্যঃ দৃশ্যন্তে। সর্ব্বাঃ চ দর্শনীয়াঃ। কতমা অত্র তত্রভবতী শকুন্তলা ॥ ৮৪ ॥

অনভিজ্ঞঃ খলু ঈদৃশস্য রূপস্য মোঘদৃষ্টিরয়ং জনঃ ॥ ৮৫ ॥

তর্কয়ামি যা এষা শিথিল-কেশোদ্বান্ত-কুসুমেন কেশান্তেন উদ্ভিন্ন-স্বেদ বিন্দুনা বদনেনবিশেষতঃ অপসৃতাভ্যাং বাহুভ্যাম্ অবসেক-স্নিগ্ধ-তরুণ-পল্লবস্য চূতপাদপস্য পার্শ্বে ঈষৎ পরিশ্রান্তা ইব আলিখিতা, এষা শকুন্তলা ইতরে সখ্যৌ ইতি ॥ ৮৭ ॥

অন্বয়।—রেখাপ্রান্তেষু মলিনঃ স্বিন্নাঙ্গুলিবিনিবেশঃ দৃশ্যতে। কপোল-পতিতম্ ইদম্ অশ্রু চ বর্ণিকোচ্ছ্বাসাদ্ দৃশ্যম্ ॥ ৮৮ ॥

বঙ্গার্থ।—সানুমতী।—এ রকম অনুতাপ বৰ্দ্ধনশীল স্নেহের মতই বটে! ॥ ৮৩ ॥

বিদূষক।—ওগো ভায়া! এখানে যে তিনটি শ্রীমতীকে দেখছি; উহাদের প্রত্যেকেই "এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমার দেখ", খুব সুন্দরী। এদের মধ্যে তোমার সেই শকুন্তলাটি কে? ॥ ৮৪ ॥

সানুমতী।—এ লোকটা দেখছি চোখ থেকেও অন্ধ। এই প্রকার রূপের মাহাত্ম্যই এ ব্যক্তি বোঝে না ॥ ৮৫ ॥

রাজা।—তোমার কোন্‌টিকে মনে হয়? ॥ ৮৬ ॥

বিদূষক।—আমার মনে হয়, ঐ যে জলসেচনে কচি কচি পল্লবগুলি কেমন নধর হয়ে উঠেছে, ঐ আমগাছের পাশে দাঁড়িয়ে যেন কত পরিশ্রান্তা, বাহু দু'টি শিথিল হয়ে ঝুলে পড়েছে, সারা মুখখানি বিন্দু বিন্দু ঘামে ছেয়ে গেছে, কবরী খুলে চুলগুলি মুখের উপর এসে এলিয়ে পড়েছে, আর কবরীর ফুলের মালা খ'সে প'ড়ে গেছে, ঐ চিত্রটিই হচ্ছে শকুন্তলার, আর বাকি দুটি দুই সখীর ॥ ৮৭ ॥

রাজা।—খুব নিপুণ বটে! এই ছবিখানিতে আমার মনের অবস্থার অনেকটা লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। ঐ দেখ, ছবির ধারের রেখাগুলি যেখানে যেখানে শেষ হয়েছে, তথায় তথায়, আমার ঘর্ম্মাক্ত অঙ্গুলীর স্পর্শ হওয়ায়, কেমন এক একটা চিহ্ন থেকে গেছে। আর যখন ছবি আঁকি, তখন আমার চোখ হ'তে টপ্-টপ্ ক'রে চিত্রিতা শকুন্তলার গণ্ডস্থলে যে যে অশ্রুবিন্দু পড়েছিল, তাহাতে, চিত্রপটের উপরি-ভাগে চিত্র-কার্য্যের সৌষ্ঠব-সম্পাদনের নিমিত্ত যে প্রথম প্রলেপ দেওয়া হয়, তাহা কেমন ফেঁপে উঠিয়াছে ॥ ৮৮ ॥

চতুরিকা। — অজ্জ মাঠব্য অবলম্বস্থ চিত্তফলঅং জাব আগচ্ছামি। ॥ ৮৯ ॥

রাজা।— অহমেব এতদবলম্বে। (যথোক্তং করোতি। নিষ্ক্রান্তা চেটী) ॥ ৯০ ॥

রাজা।— সাক্ষাৎ প্রিয়ামুপগতামপহায় পূর্ব্বং চিত্রার্পিতামহমিমাং বহু মন্যমানঃ।
স্রোতোবহাং পথি নিকামজলামতীত্য জাতঃ সখে! প্রণয়বান্ মৃগতৃষ্ণিকায়াম্ ॥ ৯১ ॥

বিদূষকঃ।— (আত্মগতম্) এসো অত্তভবং ণইং অদিক্কামিঅ মঅতিণ্হিআএ সংকন্তো।
(প্রকাশম্) ভো অবরং কিং এত্থ লিহিদব্বং! ॥ ৯২ ॥

সানুমতী।— জো জো পদেসো সহীএ মে অহিরূবো তং তং আলিহিদুকামো হোউ। ॥ ৯৩ ॥

রাজা।— শ্রূয়তাম্ — কার্য্যা সৈকত-লীন-হংস-মিথুনা স্রোতোবহা মালিনী
পাদাস্তামভিতো নিষণ্ণ-হরিণা গৌরীগুরোঃ পাবনাঃ।
শাখালম্বিতবল্কলস্য চ তরোর্নির্ম্মাতুমিচ্ছাম্যধঃ
শৃঙ্গে কৃষ্ণমৃগস্য বামনয়নং কণ্ডূয়মানাং মৃগীম্॥ ॥ ৯৪ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—আর্য্য মাঠব্য! অবলম্বস্ব চিত্রফলকং, যাবদ্ আগচ্ছামি॥ ৮৯॥

এষঃ অত্রভবান্ নদীম্ অতিক্রম্য মৃগতৃষ্ণিকায়াম্ সংক্রান্তঃ। ভোঃ! অপরম্ কিম্ অত্র লেখিতব্যম্॥ ৯২॥

যঃ যঃ প্রদেশঃ সখ্যাঃ মম অভিরূপঃ তাং তাম্ আলিখিতুকামঃ ভবেৎ॥ ৯৩॥

অন্বয়।—পূর্ব্বং সাক্ষাদ্ উপগতাং প্রিয়াম্ অপহায় (অধুনা) চিত্রার্পিতাম্ ইমাং বহু মন্যমানঃ অহং, সখে! পথি নিকাম-জলাং স্রোতোবহাম্ অতীত্য মৃগতৃষ্ণিকায়াম্ প্রণয়বান্ জাতঃ॥ ৯১॥

সৈকত-লীন-হংস-মিথুনা স্রোতোবহা মালিনী কার্য্যা (আলেখ্যা)। তাম্ অভিতঃ নিষণ্ণহরিণাঃ পাবনাঃ গৌরীগুরোঃ (হিমালয়স্য) পাদাঃ (প্রত্যন্তপর্ব্বতাঃ কার্য্যাঃ ইত্যর্থঃ)। শাখা-লম্বিত-বল্কলস্য তরোঃ অধঃ কৃষ্ণমৃগস্য শৃঙ্গে বাম-নয়নং কণ্ডূয়মানাং মৃগীং নির্ম্মাতুম্ ইচ্ছামি চ॥ ৯৩॥

বঙ্গার্থ।—চতুরিকা।—আর্য্য মাঠব্য! ছবিখানা একটু ধরুন্ না, আমি এখনি ফিরে আসছি॥ ৮৯॥

রাজা।—আমিই ধর্চ্ছি। [ধারণ ও চতুরিকার প্রস্থান॥৯০॥

রাজা।—যখন প্রিয়তমা আপনি এসে সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিল, তখন তাকে পরিত্যাগ করেছি, আর এখন সেই প্রিয়তমাকে ছবিতে একটিবার দেখার জন্য পাগল হয়ে উঠেছি, কত কিই না কচ্ছি। হায় রে! আমি যেন তৃষিত পান্থবৎ পথিমধ্যে প্রাপ্ত স্বচ্ছসলিলা স্রোতস্বিনীকে এড়াইয়া গিয়া শেষকালে প্রাণনাশিনী মরীচিকায় প্রলুব্ধ হইয়া ঘুরিতেছি॥ ৯১॥

বিদূষক।—(মনে মনে) সত্যিই, রাজা দেখছি, নদী ছাড়াইয়া গিয়া শেষে মৃগ-তৃষ্ণিকার আবর্ত্তে ঘুরিতেছেন। (প্রকাশ্যে) ভাই! আর কি এই পটে লিখবে ব'লে ভেবেছ॥ ৯২॥

সানুমতী।—যে যে স্থান আমার শকুন্তলা বড় ভালবাসতো, বোধ হয়, সেই সেই স্থান চিত্র করবার সাধ হয়েছে॥৯৩॥

রাজা।—তবে শোন, কি কি এখনও আঁকা বাকি। স্রোতস্বিনী মালিনী নদীকে আঁকতে হবে, তার সিকতাময় চড়ায় এমন ভাবে জোড়ায় জোড়ায় হাঁস শুইয়ে রাখতে হবে যে, যেন সহসা চেনা যায় না, বালির সাথে তারা এমনই মিশে থাকবে। আর সেই মালিনীর দুই তীরে পার্ব্বতীর পিতা হিমালয়ের ছোট ছোট প্রত্যন্তপর্ব্বত আঁকতে হবে, এবং সেই সকল পাহাড়ের এখানে সেখানে, হরিণের পাল শুয়ে আছে, বসাতে হবে; এবং ঐ মালিনীরই তীরে একটি তরু এবং তাহার ডালে স্নানোত্তীর্ণ ঋষিদের পরিধেয় সিক্ত বাকল শুকাতে দেওয়া ও তাহার তলায় কৃষ্ণসারের শৃঙ্গে নিঃশঙ্কভাবে বামনয়ন চুল্‌কচ্ছে,—এমন ধারা একটি মৃগীকে আঁকতে হবে॥ ৯৩॥

বিদূষকঃ।— (আত্মগতম্) জহ অহং দেক্খামি—পূরিঅব্বং ণেণ চিত্তফলঅং লম্বকুচ্চাণং তাবসাণং কঅম্বেহিং। ॥ ৯৫ ॥

রাজা।— বয়স্য! অন্যচ্চ শকুন্তলায়াঃ প্রসাধনমভিপ্রেতম্, অত্র বিস্মৃতমস্মাভিঃ। ॥ ৯৬ ॥

বিদূষকঃ।- কিং বিঅ। ॥ ৯৭ ॥

সানুমতী।- বণবাসস্স সোউমারস্স অ জং সরিসং হোহিই। ॥ ৯৮ ॥

রাজা।— কৃতং ন কর্ণার্পিত-বন্ধনং সখে শিরীষমাগণ্ড-বিলম্বি-কেসরম্।
ন বা শরচ্চন্দ্র-মরীচি-কোমলং মৃণালসূত্রং রচিতং স্তনান্তরে॥ ॥ ৯৯ ॥

বিদূষকঃ।— ভো কিন্নু তত্তহোই রত্তকুঅলঅসোহিণা অগ্গহত্থেণ মুহং ওবারিঅ চইঅচইআ বিঅ ঠিআ। (সাবধানং নিরূপ্য) আঃ এসো দাসীএ পুত্তো কুসুমরসপাড়চ্চরো তত্তহোইএ বঅণং অহিলঙ্ঘই মহুঅরো। ॥ ১০০ ॥

রাজা।— নন্বু বার্য্যতামেষ ধৃষ্টঃ। ॥ ১০১ ॥

বিদূষকঃ। ভবং এব্ব অবিণীআণং সাসিআ ইমস্স বারণে পহবিস্সই। ॥ ১০২ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—যথা অহং পশ্যামি, পূরয়িতব্যমনেন চিত্রফলকং লম্বকূর্চ্চানাং তাপসানাং কদম্বৈঃ ॥৯৫॥

কিমিব ॥ ৯৭ ॥

বনবাসস্য সৌকুমারস্য চ যৎ সদৃশং ভবিষ্যতি ॥ ৯৮ ॥

ভোঃ কিন্নু তত্রভবতী রক্তকুবলয়-পল্লব-শোভিনা অগ্রহস্তেন মুখম্ অপবার্য্য চকিত-চকিতা ইব স্থিতা। আঃ এষঃ দাস্যাঃ পুত্রঃ কুসুম-রস-পাটচ্চরঃ তত্রভবত্যাঃ বদনম্ অভিলঙ্ঘতে মধুকরঃ ॥ ১০০ ॥

ভবান্ এব অবিনীতানাং শাসিতা অস্য বারণে প্রভবিষ্যতি ॥ ১০২ ॥

অন্বয়।—সখে! আগণ্ড বিলম্বি-কেসরং শিরীষং কর্ণার্পিতবন্ধনং ন কৃতম্, শরচ্চন্দ্র-মরীচি-কোমলং মৃণালসূত্রং স্তনান্তরে ন রচিতং বা (চ) ॥ ৯৯ ॥

বঙ্গার্থ—বিদূষক।—(মনে মনে) যা দেখতে পাচ্ছি, তাতে, এমন পটখানা লম্বা লম্বা দাড়ি-চুলওয়ালা ঋষিদের পালে ভ'রে ফেলবে মনে হচ্ছে ॥ ৯৫ ॥

রাজা।—বন্ধু! আর যে অলঙ্কার আমার শকুন্তলার বড়ই আদরের, সেটা একদম ভুলে গেছি ॥ ৯৬ ॥

বিদূষক।—কি সেইটা? ॥ ৯৭ ॥

সানুমতী।—বনবাস এবং সখী শকুন্তলার সৌন্দর্য্য, এই উভয়ের পক্ষে যেটা খাটে, তেমন একটা কিছু নিশ্চয় ॥ ৯৮ ॥

রাজা।—সখে! প্রিয়ার কাণে বোঁটাটি গোঁজা আছে, আর কেসরগুলি এসে স্বচ্ছগণ্ডস্থলে লুটোপুটি খাচ্ছে, এমন ভাবে একটি শিরীষ-ফুল আঁকা হয় নি; আর শরতের জ্যোৎস্নার ন্যায় কোমল ভগ্ন মৃণালের সূত্রও প্রিয়ার স্তনদ্বয়ের মাঝখানে ফুটিয়ে তোলা হয় নি। গলার মত ছোট ছোট খণ্ডে মৃণাল ভেঙ্গে গলায় তার হার পরেছে আর সেই ভগ্ন মৃণালের সূতো এসে প্রিয়ার পীনোন্নত স্তনযুগলের মধ্যে পড়েছে, এই সুন্দর দৃশ্যটাও আঁকতে ভুল হয়েছে রে ভাই ॥ ৯৯ ॥

বিদূষক।—ও কি মহারাজ! বকুলের লাল পল্লবের মতন টকটকে হাতের ডগা দিয়ে মুখ ঢেকে অমন চমকিতভাবে শকুন্তলা ঠাকুরাণী দাঁড়িয়ে কেন? বটে! এই দাসীর বাচ্চা ভ্রমর, ফুলের মধু চুরি ক'রে পান করা যার ব্যবসায়, সে দেখছি, ঠাকুরাণীর মুখের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে ॥ ১০০ ॥

রাজা।—সখে! এই বর্ব্বরকে থামাও ত ॥ ১০১ ॥

বিদূষক।—ভাই, যারা ও রকম অবিনীত, তুমিই ত তাদের শাসনকর্ত্তা, সুতরাং ও কাজটা তুমিই কর ॥ ১০২ ॥

রাজা।— যুজ্যতে। অয়ি ভোঃ কুসুম-লতাপ্রিয়াতিথে! কিমত্র পরিপতনখেদম্ অনুভবসি—

এষা কুসুমনিষণ্ণা তৃষিতাপি সতী ভবন্তমনুরক্তা।
প্রতিপালয়তি মধুকরী ন খলু মধু বিনা ত্বয়া পিবতি॥ ॥ ১০৩ ॥

সানুমতী।— অজ্জ! অহিজাঅং ক্খু এসো বারিঅো ॥ ১০৪ ॥

বিদূষকঃ।— পড়িসিদ্ধা বি বামা এসা জাদী। ॥ ১০৫ ॥

রাজা।— এবং ভোঃ, ন মে শাসনে তিষ্ঠসি। শ্রূয়তাং তর্হি—সম্প্রতি,—

অক্লিষ্ট-বাল-তরু-পল্লব-লোভনীয়ং পীতং ময়া সদয়মেব রতোৎসবেষু।
বিম্বাধরং স্পৃশসি চেদ্ ভ্রমর! প্রিয়ায়াঃ ত্বাং কারয়ামি কমলোদরবন্ধনস্থম্॥ ১০৬

বিদূষকঃ।— এব্বং তিক্খণদণ্ডস্স কিং ণ ভাইস্সই। (প্রহস্য আত্মগতম্) এসো দাব উম্মত্তো। অহং বি এদস্স সংগেণ এরিস-বণ্ণো বিঅ সংবুত্তো। (প্রকাশম্) ভো চিত্তং ক্খু এদং। ১০৭

রাজা।— কথং চিত্রম্? ১০৮

প্রাকৃতানুবাদ।—আর্য্য! অভিজাতং খলু এষ বারিতঃ॥ ১০৪॥

প্রতিষিদ্ধা অপি বামা এষা জাতিঃ॥ ১০৫॥

এবং তীক্ষ্ণদণ্ডাৎ কথং ন ভেষ্যতি। এষঃ তাবৎ উন্মত্তঃ। অহমপি এতস্য সঙ্গেন ঈদৃশ-বর্ণঃ ইব সংবৃত্তঃ। ভোঃ চিত্রং খলু এতৎ॥ ১০৭॥

অন্বয়।—এষা কুসুমনিষণ্ণা অনুরক্তা মধুকরী তৃষিতা অপি সতী ভবন্তং প্রতিপালয়তি ত্বয়া বিনা মধু ন পিবতি খলু॥ ১০৩॥

অয়ি ভ্রমর! অক্লিষ্টবালতরুপল্লব-লোভনীয়ং প্রিয়ায়া (যং) বিম্বাধরং রতোৎসবেষু ময়া সদয়ম্ এব পীতম্, (তং বিম্বাধরং ত্বং) যদি স্পৃশসি, (তর্হি) ত্বাং কমলোদর-বন্ধনস্থং কারয়ামি॥ ১০৬॥

মর্ম্মার্থ।—রাজা।—ঠিক। বলি ওহে কুসুমিত-লতাবলীর অন্তরঙ্গ, যখন পেয়াল চাপে, তখনই ত যারা কুসুমিতা, তাদের কাছে গিয়ে অতিথি হও, সুতরাং আবার এখানে আমার সখীর গায়ে পড়িবার জন্য বৃথা শ্রম করিতেছ কেন? এই যে অত্যন্ত পিপাসার্ত্ত হইয়া তোমার অনুরাগিণী ভ্রমরী গিয়া ফুলের উপর পড়িয়া তোমার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, কিছুতেই তোমাকে ছাড়িয়া সে একা একা মধু পান করিতেছে না, উহার দিকে যাও না॥ ১০৩॥

সানুমতী।—আর্য্য! খুব সুন্দরভাবে বারণ কল্লে ত?॥১০৪॥

বিদূষক।—দেখ বন্ধু, এই যে ভ্রমর জাতিটা, ওরা কখনও কারো বারণ মানে না। ও জাতির ধরণই আলাহিদা॥ ১০৫॥

রাজা।—সত্য না কি ভ্রমর! আমার আদেশ মান্‌বে না? যদি না মানো, তবে শোন,—ফের যদি তুমি আমার প্রিয়তমার বিম্বাধর স্পর্শ কর, তবে তোমাকে আমি কমলিনীর মধ্যে আবদ্ধ ক'রে রাখবো, টের পাবে তখন। জানো কি তুমি, প্রেয়সীর ঐ অধর আমার কত যত্নের, কত সুখ-স্মৃতির! তরুণ তরুর নবোদ্গত নধর পল্লব, যাহা পূর্ব্বে কেহ কখনও ছোঁয় নি, তাহারই মত স্পৃহণীয় ঐ অধর, আমাদের মিলন-মহোৎসবেও কত সন্তর্পণে, কত সাবধানে আমি ঐ অধরসুধা পান করিয়াছি, তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিলেও প্রাণ ভরিয়া তৃষ্ণা মিটাই নাই, আর আজ তুমি চাও তাহাকে উপভোগ করতে?॥ ১০৬॥

বিদূষক।-উঃ, এত ভীষণ কঠিন দণ্ড দেবে? তবে তোমাকে ভয় না করবে কেন? (হেসে মনে মনে) রাজাটি ত দেখছি পাগল হলো, কেন না, সেই রকমই বকছে। আমিও এর সঙ্গে সঙ্গে প্রলাপ বকতে সুরু কর্ল্লু‌ম, সুতরাং আমারও বড় বেশী দেরি নাই। (প্রকাশ্যে) ওগো মহাশয়, তোমার হলো কি? এ যে ছবি, ছবি, সত্যি নয়॥ ১০৭॥

রাজা।—কি বল্লে? চিত্র?॥ ১০৮॥

সানুমতী।— অহং বি দাণিং অবগআত্থা কিং উণ জহালিহিদাণুভাবী এসো। ॥ ১০৯ ॥

রাজা।— বয়স্য! কিমিদমনুষ্ঠিতং পৌরভাগ্যম্।—

দর্শন-সুখমনুভবতঃ সাক্ষাদিব তন্ময়েন হৃদয়েন।
স্মৃতিকারিণা ত্বয়া মে পুনরপি চিত্রীকৃতা কান্তা॥

(বাষ্পং বিহরতি)। ১০৯-ক ॥

সানুমতী।— পুব্বাবরবিরোহী অপুব্বো এসো বিরহমগ্‌গো। ॥ ১১০ ॥

রাজা।— বয়স্য! কথমেবমবিশ্রান্তং দুঃখমনুভবামি—

প্রজাগরাৎ খিলীভূতস্তস্যাঃ স্বপ্নে সমাগমঃ।
বাষ্পস্তু ন দদাত্যেনাং দ্রষ্টুং চিত্রগতামপি॥ ১১১ ॥

সানুমতী।— সব্বহা পমজ্জিঅং তুএ পচ্চাদেসদুক্খং সউন্তলাএ। ১১২ ॥

(প্রবিশ্য)

চতুরিকা।— জেদু ভট্টা। বট্টিআ-করণ্ডঅং গেণ্হিঅ ইদোমুখং পত্থিঅম্হি। ১১৩ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—অহমপি ইদানীং অবগতার্থা—কিং পুনঃ যথালিখিতানুভাবী এষঃ॥ ১০৯ ॥

পূর্ব্বাপরবিরোধী অপূর্ব্বঃ এষঃ বিরহমার্গঃ॥ ১১০ ॥

সর্ব্বথা প্রমৃষ্টং ত্বয়া প্রত্যাদেশদুঃখং শকুন্তলায়াঃ॥ ১১২ ॥

জয়তু ভর্ত্তা। বর্ত্তিকাকরণ্ডকং গৃহীত্বা ইতোমুখং প্রস্থিতা অস্মি॥ ১১৩ ॥

অন্বয়।—তন্ময়েন হৃদয়েন সাক্ষাৎ ইব দর্শন-সুখম্ অনুভবতঃ মে স্মৃতিকারিণা ত্বয়া কান্তা পুনঃ অপি চিত্রীকৃতা॥ ১০৯-ক ॥

প্রজাগরাৎ স্বপ্নে (অপি) তস্যাঃ সমাগমঃ খিলীভূতঃ। বাষ্পঃ তু চিত্রগতাম্ অপি এনাং দ্রষ্টুং ন দদাতি॥ ১১১ ॥

বঙ্গার্থ।—সানুমতী।—আমিও ত ভাবছিলুম যে, এ বুঝি সত্যি শকুন্তলা; আমারই যখন এই দশা, তখন চিত্রিত মূর্ত্তি-দর্শনে একেবারে শকুন্তলাময় রাজার যে অমন বাস্তব জ্ঞান হবে, ইহা সত্যই শকুন্তলা, এই ধারণা জন্মিবে, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি? ॥ ১০৯ ॥

রাজা।—বয়স্য, কর্লে কি সর্ব্বনাশ আমার? একেবারে প্রেয়সীময় হৃদয় হইয়া আমি এতক্ষণ চিত্রগতা শকুন্তলাকে সত্য শকুন্তলা জ্ঞানে দেখিয়া কত সুখ পাইতেছিলাম; আর তুমি কি না, "ইহা সত্য নহে, ছবি" বলিয়া মনে করাইয়া দিয়া আমার প্রিয়তমাকে সত্যই ছবি বানাইয়া দিলে? আমি মিথ্যাকে সত্য ভাবিয়া আনন্দ-সাগরে ডুবিতেছিলাম, আর তুমি সেই মিথ্যাভূত সত্যকে প্রকৃত মিথ্যা বুঝাইয়া দিয়া আমার মোহ ভাঙ্গিয়া দিলে? মোহই যে আমার সুখের ছিল। (কাঁদিতে লাগিলেন)॥ ১০৯-ক ॥

সানুমতী।—বাঃ! এই বিরহ-ব্যাপারটা কি অপূর্ব্ব! প্রথমতঃ চিত্রকে চিত্রজ্ঞানে কত কথা, শেষে দেখিতে দেখিতে একেবারে তন্ময় হইয়া গিয়া সেই চিত্রকেই সত্য জ্ঞানে কত কথা, পরে আবার ভুল ভাঙ্গার পর, সেই চিত্রকেই চিত্রজ্ঞানে কত দুঃখ! এ বিরহের আদ্যন্তই মনোহর॥ ১১০ ॥

রাজা।—ভাই! কি করিয়া বল ত, অনবরত এত দুঃখ সহ্য করি? অনিদ্রা নিবন্ধন রাত্রিতে স্বপ্নে যে একটু দেখবো, সে পথ বন্ধ, ছবি দেখারও যো-ও নাই, ছবির দিকে চাহিবার পূর্ব্বেই চোখ জলে ভরিয়া যায়। এখন করি কি? ॥ ১১১ ॥

সানুমতী।—রাজন্! শকুন্তলাকে পরিত্যাগ করিয়া যত দুঃখ দিয়াছিলে, আজ তাহার সে সমস্ত তুমিই দূর কর্লে॥ ১১২ ॥

চতুরিকা।—মহারাজের জয় হোক্। রং, তুলি প্রভৃতির ঝাঁপি নিয়ে এই দিকে আস্‌ছিলুম॥ ১১৩ ॥

রাজা।— কিঞ্চ। ॥ ১১৪ ॥

চতুরিকা।— সো মে হত্থাদো অন্তরা তরলিআদুদিআএ দেইএ বসুমদীএ অহং এব্ব অজ্জউত্তস্‌স উবণইস্‌সং ত্তি সবলক্কারং গহিদো। ॥ ১১৫ ॥

বিদূষকঃ।— দিট্ঠিআ তুমং মুক্কা। ॥ ১১৬ ॥

চতুরিকা।—জাব দেইএ বিডবলগ্‌গং উত্তরীঅং তরলিআ মোচেই তাব মএ নিব্বাহিদো অত্তা ॥ ১১৭ ॥

রাজা।— বযস্য। উপস্থিতা দেবী বহুমান-গর্ব্বিতা চ। ভবানিমাং প্রতিকৃতিং রক্ষতু ॥ ১১৮ ॥

বিদূষকঃ।— অত্তানং ত্তি ভণাহি। (চিত্রফলকমাদায উত্থায চ) জই ভবং অন্তেউরকালকূডাদো মুঞ্চীঅই, তদো মং মেহপ্‌পড়িচ্ছন্দে পাসাদে সদ্দাবেহি। [দ্রুতপদং নিষ্ক্রান্তঃ ॥ ১১৯ ॥

সানুমতী। অন্নসংকন্তহিঅও বি পঢম-সংভাবণং অবেক্‌খই। সিঢ়িল-সোহদো দাণিং এসো ॥ ১২০ ॥

(প্রবিশ্য পত্রহস্তা)

প্রতীহারী।—জেদু দেও। ॥ ১২১ ॥

রাজা।— বেত্রবতি! ন খলু অন্তরা দৃষ্টা ত্বযা দেবী। ॥ ১২২ ॥

প্রতীহারী।—অথই। পত্তহত্থং মাং দেক্‌খিঅ পডিণিউত্তা। ॥ ১২৩ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—স মে হস্তাদ অন্তরা তরলিকা-দ্বিতীয়য়া দেব্যা বসুমত্যা অহম্ এব আর্য্যপুত্রস্য উপনেষ্যামি ইতি সবলাংকারং গৃহীতঃ ॥ ১১৫ ॥

দিষ্ট্যা ত্বং মুক্তা ॥ ১১৬ ॥

যাবং দেব্যা বিটপলগ্নম্ উত্তরীয়ং তরলিকা মোচয়তি, তাবং ময়া নির্ব্বাহিতঃ আত্মা ॥ ১১৭ ॥

আত্মানম্ ইতি ভণ। যদি ভবান্ অন্তঃপুরকাল-কূটাং মুচ্যতে ততঃ মাং মেঘপ্রতিচ্ছন্দে প্রাসাদে শব্দায়স্ব ॥ ১ ॥

অন্যসংক্রান্ত-হৃদয়ঃ অপি প্রথম-সম্ভাবনাম অপেক্ষতে। শিথিলসৌহৃদঃ ইদানীম্ এষঃ ॥ ১২০ ॥

জয়তু দেবঃ ॥ ১২১ ॥

অথ কিম। পত্র হস্তাং মাং দৃষ্ট্বা প্রতিনিবৃত্তা ॥ ১২৩ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—কি রকম? তার পর? ॥ ১১৪ ॥

চতুরিকা।—আসতে আসতে পথের মাঝখানে তরলিকাকে লইয়া দেবী বসুমতী আসিয়া উপস্থিত এবং "আমিই আর্য্যপুত্রকে দেবো এখন" ব'লে সবলে আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিলেন ॥ ১১৫ ॥

বিদূষক।—যা হোক, তুমি ত বেঁচে গেছ ॥ ১১৬ ॥

চতুরিকা।—এর মধ্যে দেবীর গায়ের চাদরখানা একটা গাছের ডালে জড়িয়ে গেল এবং তরলিকা যেমন ছাড়াতে লাগলো, আমিও অমনিই পৃষ্ঠপ্রদর্শন কর্ল্লুম ॥ ১১৭ ॥

রাজা।—বয়স্য। পাটরাণী এসে উপস্থিতপ্রায়। তিনি বড় অভিমানিনী, আমার কিন্তু ভাই ভয় হচ্ছে। তুমি এই ছবিখানা রাখো। দেখলে আর নিস্তার নাই ॥ ১১৮

বিদূষক।—শুধুই ছবিখানা? তোমাকেও রাখতে হবে—বল। (ছবি লইয়া উত্থান), অন্তঃপুরবাসিনীদের হাতে পড়া মানে ফণিনীর মুখে পড়া, যদি তার থেকে এ যাত্রা রেহাই পাও, তা হ'লে ঐ আকাশভেদী "মেঘপ্রতিচ্ছন্দ" নামক প্রাসাদে আমাকে ডেকো। আমি তথায় রইলুম ॥ ১১৯ ॥

সানুমতী। প্রথম বয়সের প্রণয় কি না, তাই রাজার অন্যের প্রতি আসক্ত হলেও পাটরাণীর উপর সেই প্রথমবার অনুরাগ এখনও কতকটা মানিয়া চালতে হয়। তবুও কিন্তু পূর্ব্বের সে টান যে এখন খানিক কমেছে, তাতে সন্দেহ নাই ॥ ১২০ ॥

(পত্র হস্তে প্রতীহারীর প্রবেশ)

প্রতীহারী।—মহারাজের জয় হউক ॥ ১২১ ॥

রাজা।—বেত্রবতি! তুমি আসতে আসতে পথে মহারাণীকে দেখলে কি? ॥ ১২২ ॥

প্রতীহারী।—হাঁ মহারাজ। আমি পত্র নিয়ে আসছি, দেখে ফিরে গেলেন ॥ ১২৩ ॥

রাজা।— কার্য্যজ্ঞা কার্য্যোপরোধং মে পরিহরতি। ॥ ১২৪ ॥

প্রতিহারী।—দেঅ! অমচ্চো বিণ্ণবেই—অত্থজাদস্স গণণাবহুলদাএ একং এব্ব পোরকজ্জং অবেক্খিদং, তং দেও পত্তারূঢ়ং পচ্চক্খীকরেউ। ॥ ১২৫ ॥

রাজা।— ইতঃ পত্রিকাং দর্শয়। (প্রতীহারী উপনয়তি) ॥ ১২৬ ॥

রাজা।— (অনুবাচ্য) কথং সমুদ্রব্যবহারী সার্থবাহো ধনমিত্রো নাম নৌব্যসনে বিপন্নঃ। অনপত্যশ্চ কিল তপস্বী! রাজগামী তস্য অর্থ-সঞ্চয়ঃ ইত্যেতদমাত্যেন লিখিতম্। কষ্টং খলু অনপত্যতা। বেত্রবতি! বহুধনত্বাৎ বহুপত্নীকেন তত্রভবতা ভবিতব্যম্। বিচার্য্যতাম্—যদি কাচিদাপন্ন-সত্ত্বা তস্য ভার্য্যাসু স্যাৎ। ॥ ১২৭ ॥

প্রতীহারী।—দেঅ! দাণিং এব্ব সাকেদস্স সেট্‌ঠিণো দুহিআ নিবুত্ত-পুংসবণা জায়া সে সুণীঅই ॥ ১২৮ ॥

রাজা।— ননু গর্ভঃ পিত্র্যং রিক্‌থম্ অর্হতি। গচ্ছ—এবমমাত্যং ব্রূহি। ॥ ১২৯ ॥

প্রতীহারী।—জং দেও আণবেই। [প্রস্থিতা ॥ ১৩০ ॥

রাজা।— এহি তাবৎ। ॥ ১৩১ ॥

প্রতীহারী।—ইঅম্হি। ॥ ১৩২ ॥

রাজা।—কিমনেন সন্ততিরস্তি নাস্তীতি—যেন যেন বিযুজ্যন্তে প্রজাঃ স্নিগ্ধেন বন্ধুনা।
স স পাপাদৃতে তাসাং দুষ্যন্ত ইতি ঘুষ্যতাম্॥ ॥ ১৩৩ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—দেব! অমাত্যঃ বিজ্ঞাপয়তি—অর্থজাতস্য গণনাবহুলতয়া একম্ এব পৌরকার্য্যম্ অবেক্ষিতং, তৎ দেবঃ পত্রারূঢ়ং প্রত্যক্ষীকরোতু ॥ ১২৫ ॥

দেব! ইদানীম্ এব সাকেতস্য শ্রেষ্ঠিনঃ দুহিতা নির্ব্বৃত্ত-পুংসবনা জায়া অস্য শ্রূয়তে ॥ ১২৮ ॥

যৎ দেবঃ আজ্ঞাপয়তি ॥ ১৩০ ॥

ইয়মস্মি ॥ ১৩২ ॥

অন্বয়।—প্রজাঃ যেন যেন স্নিগ্ধেন বন্ধুনা বিযুজ্যন্তে পাপাৎ ঋতে তাসাং সঃ সঃ (বন্ধুঃ) দুষ্যন্তঃ—ইতি ঘুষ্যতাম্ (পটহাদি-বাদ্যপুরঃসরং প্রখ্যাপ্যতাম্) ॥ ১৩৩ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—তা বটে। রাণী নিজে কাজের মূল্য বোঝেন,তাই আমার কাজেও বাধা জন্মান না ॥ ১২৪ ॥

প্রতীহারী।—দেব! মন্ত্রী মহাশয় ব'লে পাঠিয়েছেন যে, অনেক রাজস্ব এসে পড়েছে, তাই হিসাব ক'রে নিতেই দিনটা প্রায় কেটে গেল, সুতরাং একটিমাত্র রাজকার্য্য, অর্থাৎ প্রজা-সংক্রান্ত ব্যাপার পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক পত্রে লিখিয়া মহারাজের নিকট পাঠান যাচ্ছে, দেখিয়া কর্ত্তব্য উপদেশ করুন ॥ ১২৫ ॥

রাজা।—দেখি,পত্রখানা দাও ত। (প্রতীহারীর পত্রার্পণ)॥১২৬

রাজা।—(পড়িতেছেন) কি? বাণিজ্যের নিমিত্ত সাগরে গমনাগমনকারী ধনমিত্র নামক বণিক নৌকা-ডুবিতে মারা গেছেন? ছেলে-পিলে নাই দুর্ভাগ্যের? তাঁর ধন-দৌলত রাজার প্রাপ্য? এই কথা মন্ত্রী মহাশয় লিখেছেন? আহা! নিঃসন্তান হওয়া কি পরিতাপের বিষয়! বেত্রবতি! অত অর্থের মালিক ধনমিত্র, নিশ্চয় তাঁর আরও অনেক পত্নী আছে। দেখতে হবে, তার ভিতর যদি কোনটি গর্ভবতী থাকেন ॥ ১২৭ ॥

প্রতীহারী।—দেব! এই সম্প্রতি অযোধ্যানগরনিবাসী এক জন বণিকশ্রেষ্ঠের কন্যার পুংসবন-সংস্কার সম্পন্ন হইয়াছে, সে না কি ঐ ধনমিত্রেরই পত্নী ॥ ১২৮ ॥

রাজা।—বটে! তা হ'লে ত সেই পাবে। গর্ভস্থ অপত্যই পিতার সম্পত্তি পায়,এই কথা তুমি আমাত্যকে গিয়ে বল ॥১২৯॥

প্রতীহারী।—যে আজ্ঞা মহারাজ (প্রস্থান) ॥ ১৩০ ॥

রাজা।—যেও না, এই দিকে এসো ॥ ১৩১ ॥

প্রতীহারী।—এই এসেছি মহারাজ ॥ ১৩২ ॥

রাজা।—সন্তান থাকুক আর নাই থাকুক, কি প্রয়োজন ও কথায়? তুমি নগরে গিয়ে ঘোষণা ক'রে দাও যে,আমার প্রজাপুঞ্জের মধ্যে যে কেহ যে কোন অন্তরঙ্গহারা হইবে, যদি সেই ব্যক্তি পাপী না হয়, তবে আজ থেকে, তার সেই অন্তরঙ্গের অভাব দুষ্যন্ত পূরণ করিবেন ॥ ১৩৩ ॥

প্রতীহারী।—এব্বং ণাম ঘোসইদব্বং। (নিষ্ক্রম্য পুনঃ প্রবিশ্য) কালে পবুট্ঠং বিঅ অহিণন্দিঅং দেঅস্‌স সাসণং। ॥ ১৩৪ ॥

রাজা।— (দীর্ঘম্‌ উষ্ণঞ্চ নিশ্বস্য) এবং ভোঃ সন্ততি-চ্ছেদ-নিরবলম্বানাং কুলানাং মূলপুরুষাবসানে সম্পদঃ পরমুপতিষ্ঠন্তি। মমাপ্যন্তে পুরুবংশ-শ্রীঃ অকালে ইব উপ্ত-বীজা ভূরেবং বৃত্তা। ॥ ১৩৫ ॥

প্রতীহারী।—পড়িহঅং অমঙ্গলং। ॥ ১৩৬ ॥

রাজা।— ধিঙ্‌ মামুপস্থিতশ্রেয়োঽবমানিনম্‌। ॥ ১৩৭ ॥

সানুমতী।—অসংসঅং সহিং এব্ব হিঅএ করিঅ নিন্দিদো ণেণ অপ্পা। ॥ ১৩৮ ॥

রাজা।— সংরোপিতেঽপ্যাত্মনি ধর্ম্মপত্নী ত্যক্তা ময়া নাম কুল-প্রতিষ্ঠা।
কল্পিষ্যমাণা মহতে ফলায় বসুন্ধরা কাল ইবোপ্ত-বীজা ॥ ॥ ১৩৯ ॥

সানুমতী।—অপড়িচ্ছিণ্ণা দাণিং দে সন্তই হোহিই। ॥ ১৪০ ॥

চতুরিকা।—(জনান্তিকম্‌) অএ ইমিণা সত্থবাহবুত্তন্তেণ দিউণুব্বেগো ভট্টা। ণং অস্‌সাসিউং মেহ-পড়িচ্ছন্দাদো অজ্জং মাঠব্বং গেণ্‌হিঅ আঅচ্ছেহি। ॥ ১৪১ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—এবং নাম ঘোষয়িতব্যম্‌? কালে প্রবৃষ্টম্‌ ইব অভিনন্দিতং দেবস্য শাসনম্‌॥ ১৩৪ ॥

প্রতিহতম্‌ অমঙ্গলম্‌॥ ১৩৬ ॥

অসংশয়ং সখীমেব হৃদয়ে কৃত্বা নিন্দিতঃ অনেন আত্মা॥ ১৩৮॥

অপরিচ্ছিন্না ইদানীং তে সন্ততিঃ ভবিষ্যতি॥ ১৪০ ॥

অয়ে! অনেন সার্থবাহবৃত্তান্তেন দ্বিগুণোদ্বেগঃ ভর্ত্তা। এনম্‌ আশ্বাসয়িতুম্‌ মেঘপ্রতিচ্ছন্দাৎ আর্য্যং মাঠব্যং গৃহীত্বা আগচ্ছ॥ ১৪১ ॥

অন্বয়।—কালে উপ্ত-বীজা বসুন্ধরা ইব মহতে ফলায় কল্পিষ্যমাণা ধর্ম্মপত্নী, আত্মনি সংরোপিতে অপি ময়া ত্যক্তা নাম॥ ১৩৯ ॥

বঙ্গার্থ।—প্রতীহারী।—এই সংবাদ প্রচার করিতে হইবে? বড়ই সুখের বিষয়। (প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ) যথাকালে বর্ষণের ন্যায় মহারাজের এই ঘোষণায় সকলেই একান্ত আনন্দিত হইয়াছে॥ ১৩৪ ॥

রাজা।—(দীর্ঘ এবং উষ্ণ নিশ্বাস ছাড়িয়া) হায় রে! বংশ লোপের দ্বারা অবলম্বন-রহিত কুলের শেষ ব্যক্তির মৃত্যুর পর, এই ভাবেই ধন-সম্পত্তি অপর ব্যক্তির করগত হয়! আমার মৃত্যুর পরও কুরুবংশের রাজলক্ষ্মী, অসময়ে বীজ-বপনে নিষ্ফলা ভূমির ন্যায় বিফল এবং নিরাশ্রয় হইয়া অপরের হাতে গিয়া পড়িবে॥ ১৩৫ ॥

প্রতীহারী।—ষাট! ও কি কথা? আপদ্‌-বালাই দূর হোক্‌॥ ১৩৬ ॥

রাজা।—হায়! লক্ষ্মী স্বয়ং এসে উপস্থিত হইয়াছিলেন, আর আমি সেই হাতের লক্ষ্মীকে বিদায় দিয়েছি, ধিক্‌ আমাকে, শত ধিক্‌॥ ১৩৭ ॥

সানুমতী।—নিশ্চয় আমার সখীকে লক্ষ্য করেই রাজা এইরূপ আত্মনিন্দা করিতেছেন॥ ১৩৮ ॥

রাজা।—যথাসময়ে বীজবপন করিলে, ধরণী যেমন প্রচুর শস্যশালিনী হন, তদ্রূপ আমার নিজের আত্মা যথাকালে গর্ভরূপে প্রবিষ্ট হওয়ায় অচিরকালমধ্যেই যে অপত্য-রত্নের সম্ভাবনা ছিল, সেই রত্নগর্ভা সহধর্ম্মচারিণী শকুন্তলাকে আমি তাড়াইয়া দিয়াছি, ধিক্‌ আমাকে! আমার কুলের নাম যে রাখিত, তাহাকে হতভাগ্য আমি হেলায় হারাইয়াছি॥ ১৩৯ ॥

সানুমতী।—তা কেন হবে? তোমার সন্তানবিচ্ছেদ কদাচ ঘটিবে না॥ ১৪০ ॥

চতুরিকা।—(জনান্তিকে) তাই ত! এই নিঃসন্তান বণিকের বৃত্তান্তে মহারাজের উদ্বেগ, দেখিতেছি, দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল। যাও, মেঘপ্রতিচ্ছন্দগৃহ হইতে বিদূষককে ডেকে নিয়ে এসো। তিনি এলে রাজাকে কতকটা আনমনা কর্ত্তে পার্ব্বেন এখন॥ ১৪১ ॥

প্রতীহারী।—সুষ্ঠু ভণাসি। ॥ ১৪২ ॥

রাজা।— অহো দুষ্যন্তস্য সংশয়মারূঢ়াঃ পিণ্ডভাজঃ, কুতঃ—

অস্মাৎ পরং বত যথাশ্রুতি-সম্ভৃতানি কো নঃ কুলে নিবপনানি নিযচ্ছতীতি।

নূনং প্রসূতি-বিকলেন ময়া প্রসিক্তং ধৌতাশ্রুশেষমুদকং পিতরঃ পিবন্তি॥

(মোহমুপগতঃ) ১৪৩ ॥

চতুরিকা।—(সসম্ভ্রমম্ অবলম্ব্য) সমস্সসউ ভট্টা। ১৪৪ ॥

সানুমতী। –হদ্ধী হদ্ধী। সদি কৃখু দীবে ববহাণদোসেণ এসো অন্ধআরদোখং অণুহোই। অহং দাণিং এবব নিব্বুদং করেমি। অহবা সুদং মএ সউন্তলং সমস্সাসঅন্তীএ মহেন্দজণণীএ মুহাদো জণ্ণভাআসুস্সুআ দেবা এবব তহ অণুচিট্ঠিস্সন্তি, জহ অইরেণ ধম্মপইণিং ভট্টা অহিণন্দিস্সই ত্তি। তা ণ জুত্তং কালং পড়িপালিউং জাব ইমিণা বুত্তন্তেণ পিঅসহিং সমস্সাসেমি। [উদ্‌ভ্রান্তকেন নিষ্ক্রান্তা। ॥ ১৪৫

প্রাকৃতানুবাদ।—সুষ্ঠু ভণসি ॥ ১৪২ ॥

সমাশ্বসিতু ভর্ত্তা ॥ ১৪৪ ॥

হা ধিক্ হা ধিক্! সতি খলু দীপে ব্যবধানদোষেণ এষঃ অন্ধকারদোষম্ অনুভবতি। অহম্ ইদানীম্ এব নির্ব্বৃতং করোমি। অথবা শ্রুতং ময়া শকুন্তলাং সমাশ্বাসয়ন্ত্যাঃ মহেন্দ্রজননাঃ মুখাৎ যজ্ঞভাগোৎসুকাঃ দেবাঃ এব তথা অনুষ্ঠাস্যন্তি যথা অচিরেণ ধর্ম্মপত্নীং ভর্ত্তা অভিনন্দিষ্যতি ইতি। তৎ ন যুক্তং কালং প্রতিপালয়িতুং, যাবদনেন বৃত্তান্তেন প্রিয়সখীং সমাশ্বাসয়ামি ॥ ১৪৫ ॥

অন্বয়।—অস্মাৎ পরং যথাশক্তি-সম্ভৃতানি (অনুষ্ঠিতানি) নিবপনানি (পিণ্ডোদকক্রিয়ারূপাণি পিতৃভ্যঃ দেয়ানি) নঃ (অস্মাকং) কুলে কঃ (দুষ্যন্তাৎ পরম্ অপরঃ) নিযচ্ছতি (দদাতি) ইতি (এবং সন্দিহ্য) নূনং পিতরঃ প্রসূতি বিকলেন (সন্ততি রহিতেন) ময়া প্রসিক্তং (দত্তং) ধৌতাশ্রু-শেষং (তর্পণ-সলিলস্য কিয়তা অংশেন অশ্রুসিক্তং হস্তং প্রক্ষাল্য অবশিষ্টমিত্যর্থঃ) পিবন্তি (উপভুঞ্জতে) ॥ ১৪৩ ॥

বঙ্গার্থ।—প্রতীহারী।—ভালো কথা বলেছ, তাই যাই ॥ ১৪২ ॥

রাজা।—হায়! হায়! দুষ্যন্তের প্রদেয় পিণ্ডার্থী পিতৃপুরুষগণ পিণ্ডপ্রাপ্তি-বিষয়ে ঘোর সন্দিহান হইয়াছেন নিশ্চয়। এই নিঃসন্তান দুষ্যন্তের তিরোধানের পর, আমাদের উদ্দেশে, অস্মদ্‌বংশের কে আর বৈদিক বিধি অনুসারে পিণ্ড, উদক প্রভৃতি দান করিবে, কেহই ত রহিবে না, নিশ্চয় এই সংশয়বিষে জর্জ্জর হইয়া, আমার পিতৃপুরুষগণ, অপুত্রক আমি, আমার প্রদত্ত তর্পণ সজল-নয়নে পান করিবেন। নিরন্তর অশ্রুক্ষালনে তাঁহাদের করও অশ্রুময় হইয়া পড়িবে, আর তাঁহারা মৎপ্রদত্ত তর্পণ-জলের কিয়দংশের দ্বারা সেই অশ্রুদিগ্ধ করপ্রক্ষালন পূর্ব্বক, অবশিষ্ট যেটুকু থাকবে, সেইটুকুই পান করবেন। উঃ! (মূর্চ্ছা) ॥ ১৪৩ ॥

চতুরিকা।—(তাড়াতাড়ি মূর্চ্ছিত রাজাকে ধরিয়া) আশ্বস্ত হউন স্বামী ॥ ১৪৪ ॥

সানুমতী।—হায়! হায়! প্রদীপ জ্বলছে, তবুও শুধু একটা আবরণের দোষে রাজা অন্ধকারে কষ্ট পাচ্ছেন। আমি এখনই ইঁহাকে সান্ত্বনা দিচ্ছি। অথবা—থাক। বিচ্ছেদ-কাতরা শকুন্তলাকে সে দিন যখন মহেন্দ্র-জননী প্রবোধ দিচ্ছিলেন, তখন তাঁর মুখ হতেই শুনেছিলাম যে, রাজা যাগযজ্ঞ বন্ধ করিয়া রাত-দিন শকুন্তলার দুঃখে ডুবে আছেন, তাই যজ্ঞভাগের নিমিত্ত উৎসুক দেবগণ সত্বরই এমন একটা ব্যবস্থা কর্‌বেন, যাহাতে অতি সত্বর রাজা তাঁহার ধর্ম্মপত্নী শকুন্তলাকে আদর ক'রে গছিয়া লইবেন। সুতরাং আর কালক্ষেপ কর্ত্তব্য নহে, যাই,—রাজার এই বিরহ-কাতর অবস্থার বিষয় জানাইয়া প্রিয়-সখীকে সান্ত্বনা করি গিয়া। (সনৃত্যে আকাশপথে প্রস্থান) ॥ ১৪৫ ॥

(নেপথ্যে) অববম্হণ্ণং। ॥ ১৪৬ ॥

রাজা।— (প্রত্যাগতঃ কর্ণং দত্ত্বা) অযে মাধবস্য এব আর্ত্তস্বরঃ! কঃ কোঽত্র ভোঃ! ॥ ১৪৭ ॥

(প্রবিশ্য সসম্ভ্রমম্)

প্রতীহারী।—পরিত্তাঅউ দেওো সংসঅগঅং বঅস্সং। ॥ ১৪৮ ॥

রাজা।— কেন আত্ত-গন্ধো মাণবকঃ। ॥ ১৪৯ ॥

প্রতীহারী।—অদিট্ঠরূবেণ কেণ বি সত্তেণ অদিক্কমিঅ মেহপ্পড়িচ্ছন্দস্স পাসাদস্স অগ্গভূমিং আরোবিদো। ॥ ১৫০ ॥

রাজা।— (উত্থায়) মা তাবৎ। মমাপি সত্ত্বৈঃ অভিভূয়ন্তে গৃহাঃ। অথবা—

অহন্যহন্যাত্মনঃ এব তাবৎ জ্ঞাতুং প্রমাদস্খলিতং ন শক্যম্।
প্রজাসু কঃ কেন পথা প্রয়াতীত্যশেষতো বেদিতুমস্তি শক্তিঃ ॥ ॥ ১৫১ ॥

(নেপথ্যে) ভো বঅস্স! অবিহা অবিহা। ॥ ১৫২ ॥

রাজা।— (গতিভেদেন পরিক্রামন্) সখে! ন ভেতব্যং ন ভেতব্যম্। ॥ ১৫৩ ॥

(নেপথ্যে পুনস্তদেব পঠিত্বা) কহং ণ ভাইস্সং। এস মং কো বি পচ্চবণদ-সিরোহরং উক্খুং বিঅ তিণ্ণভঙ্গং করেই। ॥ ১৫৪ ॥

রাজা।— (সদৃষ্টি-ক্ষেপম্) ধনুস্তাবৎ ॥ ১৫৫ ॥

যবনিকা।— (প্রবিশ্য শার্ঙ্গহস্তা) ভট্টা এদং হত্থাবাপ-সহিদং সরাসণং। (রাজা সশরং ধনুরাদত্তে) ॥ ১৫৬ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—অবহ্মণ্যম্ ॥ ১৪৬ ॥

পবিত্রায়তাং দেবঃ সংশয়গতং বয়স্যম্ ॥ ১৪৮ ॥

অদৃষ্টরূপেণ কেন অপি সত্ত্বেন অতিক্রম্য মেঘপ্রতিচ্ছন্দস্য প্রাসাদস্য অগ্রভূমিম্ আরোপিতঃ ॥ ১৫০ ॥

ভোঃ বয়স্য! অবিহা অবিহা ॥ ১৫২ ॥

কথং ন ভেষ্যামি। এষঃ মাং কঃ অপি প্রত্যবনত-শিরোধরম্ ইক্ষুম্ ইব ত্রিভঙ্গং করোতি ॥ ১৫৪ ॥

ভর্ত্তঃ! এতৎ হস্তাবাপ-সহিতং শরাসনম্ ॥ ১৫৬ ॥

বঙ্গার্থ।—(নেপথ্যে) আমি অবধ্য, আমি অবধ্য, আমি ব্রাহ্মণ, আমায় বাঁচাও গো ॥ ১৪৬ ॥

রাজা।—(সংজ্ঞালাভ পূর্ব্বক কাণ পাতিয়া শুনিয়া) এ কি! বয়স্য বিদূষকের কাতর কণ্ঠ যেন? কে আছ গো এখানে? ॥ ১৪৭ ॥

প্রতীহারী। (তাড়াতাড়ি ঢুকিয়া) দেব! বয়স্যের প্রাণ গতপ্রায়, রক্ষা করুন ॥ ১৪৮ ॥

রাজা।—আহা, গরীব ব্রাহ্মণকে কে আক্রমণ করিল? ॥১৪৯॥

প্রতীহারী।—দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, কি রকম একটা অরূপ দানব এসে বিদূষককে পেড়ে ফেলে একেবারে মেঘপ্রতিচ্ছন্দগৃহের চূড়ায় নিয়ে উঠিয়েছে ॥ ১৫০ ॥

রাজা। সে কি? তা' হতে দেবো না। আমার গৃহেও ভূতের উপদ্রব? অথবা—প্রতি মুহূর্ত্তে অজ্ঞাতসারে নিজেই হয় ত কত অকার্য্য করিতেছি, কিছুই বুঝিতেছি না, আর আমার অসংখ্য প্রজাদের মধ্যে কখন্ কে কোন্ গর্হিত পথে যাচ্ছে, তাহা কে জান্‌বে বল? প্রজার পাপও ত রাজাকেই ভুগ্‌তে হয় ॥ ১৫১ ॥

(নেপথ্যে)।—ওগো বন্ধু, গেলাম, গেলাম ॥ ১৫২ ॥

রাজা।—(উদ্ধত এবং ত্বরিতচরণে চলিতে চলিতে) সখে! ভয় নাই, ভয় নাই ॥ ১৫৩ ॥

(নেপথ্যে, পুনরায় পূর্ব্বোক্তি এবং) কেন ভয় করবো না? এই যে কে যেন আমার ঘাড়টা নীচের দিকে মুচড়ে ধ'রে, আকের মত মড় মড় ক'রে ত্রিভঙ্গভাবে ভেঙ্গে ফেল্‌ছে ॥ ১৫৪ ॥

রাজা।—(নিরীক্ষণ পূর্ব্বক) আমার ধনুক কৈ? ॥ ১৫৫ ॥

যবনী বালিকা।—(ধনুক হাতে প্রবেশ পূর্ব্বক) প্রভো! হস্তাবরণ এবং ধনুক নিন্। (রাজার ধনুক গ্রহণ) ॥ ১৫৬ ॥

(নেপথ্যে) এষ ত্বামভিনবকণ্ঠশোণিতার্থী শার্দ্দূলঃ পশুমিব হন্মি বিচেষ্টমানম্।
আর্ত্তানাং ভয়মপনেতুমাত্তধন্বা দুষ্যন্তস্তব শরণং ভবত্বিদানীম্॥ ॥ ১৫৭ ॥

রাজা।— (সরোষম্) কথং মাম্ উদ্দিশতি? তিষ্ঠ কুণপাশন! ত্বমিদানীং ন ভবিষ্যসি।
(শার্ঙ্গমারোপ্য) বেত্রবতি! সোপানমার্গম্ আদেশয়। ॥ ১৫৮ ॥

প্রতীহারী। ইদো ইদো দেও। (সর্ব্বে সত্বরমুপসর্পন্তি)। ॥ ১৫৯ ॥

রাজা।— (সমন্তাদ্বিলোক্য) শূন্যং খলু ইদম্। ॥ ১৬০ ॥

(নেপথ্যে)।—অবিহা, অবিহা, অহং অত্তভবন্তং পেক্খামি তুমং মং ণ পেক্খসি।
বিড়ালগ্‌গহিদো মূসও-বিঅ ণিরাসোম্হি জীবিএ সংবুত্তো। ॥ ১৬১ ॥

রাজা।— ভোঃ তিরস্করণী-গর্ব্বিত! মদীয়ং শস্ত্রং ত্বাং দ্রক্ষ্যতি। এষঃ তমিষুং সন্দধে—
যো হনিষ্যতি বধ্যং ত্বাং রক্ষ্যং রক্ষিষ্যতি দ্বিজম্।
হংসো হি ক্ষীরমাদত্তে তন্মিশ্রা বর্জ্জয়ত্যপঃ॥
(শরক্ষ সন্ধত্তে,) ততঃ প্রবিশতি বিদূষকমুৎসৃজ্য মাতলিঃ)। ॥ ১৬২ ॥

অন্বয়।—অভিনবকণ্ঠশোণিতার্থী শার্দূলঃ পশুম্ ইব এষঃ (অহং) বিচেষ্টমানং ত্বাং হন্মি। আর্ত্তানাং ভয়ম্ অপনেতুম্ আত্তধন্বা দুষ্যন্তঃ ইদানীং তব শরণং ভবতু॥ ১৫৭ ॥

যঃ বাণঃ বধ্যং ত্বাং হনিষ্যতি, রক্ষ্যং দ্বিজং রক্ষিষ্যতি (এষোঽহং তমিষুং সন্দধে—ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ), হি (তথাহি) হংসঃ ক্ষীরং আদত্তে, তন্মিশ্রাঃ অপঃ বর্জ্জয়তি॥ ১৬২ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—ইতঃ ইতঃ দেবঃ॥ ১৫৯ ॥

অবিহা, অবিহা, অহম্ অত্রভবন্তং প্রেক্ষে ত্বং মাং ন প্রেক্ষসে? বিড়ালগৃহীতঃ মূষকঃ ইব নিরাশঃ অস্মি জীবিতে সংবৃত্তঃ॥ ১৬১ ॥

বঙ্গার্থ।—(নেপথ্যে) টাটকা গরম গরম রক্ত পানের জন্য উন্মত্ত হইয়া ব্যাঘ্ররাজ যেমন প্রাণভয়ে চঞ্চল পশুকে বধ করে, তেমনই ভাবে এই আমি তোর দফা রফা করিতেছি। বিপন্নদিগের ভয়-নিবারণের উদ্দেশ্যে ধনুক ধরেন বলিয়া যিনি আস্ফালন করেন, তোর সেই দুষ্যন্ত এখন তোকে রক্ষা করুক॥ ১৫৭ ॥

রাজা।—(সরোষে) কি? আমাকে উদ্দেশ ক'রে গর্ব্ব কচ্ছে? আচ্ছা, দাঁড়া তুই পিশাচ, তোর শেষ হ'লো ব'লে। (বাণ যোজনা পূর্ব্বক) বেত্রবতি! কোন্ দিকে সিঁড়ি?॥ ১৫৮ ॥

প্রতীহারী।—এই দিকে দেব! (সকলের দ্রুত গমন)॥ ১৫৯ ॥

রাজা।—(চারিদিকে চেয়ে) কৈ? এ স্থান ত শূন্য, কেউ কোথাও নেই॥ ১৬০ ॥

(নেপথ্যে)—গেলাম গো গেলাম। আমি তোমাকে দেখছি, আর তুমি আমাকে দেখতে পাচ্ছো না? বিড়ালের মুখে পতিত ইন্দুরের মত আমার জীবনে আর এক তিলও আশা নাই॥ ১৬১ ॥

রাজা।—বটে! শোন্ ওরে অন্তের অদৃশ্যতাবিদ্যার জোরে গর্ব্বিত পামর! শোন্—হাঁস যেমন জলটুকু ফেলে দুধটুকু খায়, তেমনই রক্ষণীয় ব্রাহ্মণ-সন্তানকে ছেড়ে বধ্য তোকে যে বধ করবে, আমি সেইরূপ বাণ যোজনা কর্লুম। (যেমন রাজার ধনুতে বাণ যোজনা করা, অমনি বিদূষককে ছেড়ে মাতলির আবির্ভাব)॥ ১৬২ ॥

মাতলিঃ।— কৃতাঃ শরব্যং হরিণা তবাসুরাঃ শরাসনং তেষু বিকৃষ্যতামিদম্।
প্রসাদ-সৌম্যানি সতাং সুহৃজ্জনে পতন্তি চক্ষূংষি ন দারুণাঃ শরাঃ॥ ॥ ১৬৩ ॥

রাজা।— (শস্ত্রমুপসংহরন্) অয়ে মাতলিঃ! স্বাগতং মহেন্দ্র-সারথে! ॥ ১৬৪ ॥

বিদূষকঃ।— (প্রবিশ্য) অহং জেণ ইট্ঠি পসুমারং মারিদো সো ইমিণা সাঅএণ আইণন্দিঅই ॥ ১৬৫ ॥

মাতলিঃ।— (সস্মিতম্) আয়ুষ্মন্! শ্রূয়তাং যদর্থমস্মি হরিণা ভবৎ-সকাশং প্রেষিতঃ। ॥ ১৬৬ ॥

রাজা।— অবহিতোঽস্মি। ॥ ১৬৭ ॥

মাতলিঃ।— অস্তি কালনেমিপ্রসূতির্দুর্জয়ো দানবগণঃ। ॥ ১৬৮ ॥

রাজা।— অস্তি। শ্রুতপূর্ব্বং ময়া নারদাৎ। ॥ ১৬৯ ॥

মাতলিঃ।— সখ্যুস্তে স কিল শতক্রতোরজয্যঃ তস্য ত্বং রণশিরসি স্মৃতো নিহন্তা।
উচ্ছেত্তুং প্রভবতি যন্ন সপ্ত-সপ্তিঃ তন্নৈশং তিমিরমপাকরোতি চন্দ্রঃ॥

স ভবানাত্তশস্ত্র এব ইদানীং তমৈন্দ্ররথমারুহ্য বিজয়ায় প্রতিষ্ঠতাম্। ॥ ১৭০ ॥

রাজা।— অনুগৃহীতোঽহমনয়া মঘবতঃ সম্ভাবনয়া। অথ মাধব্যং প্রতি ভবতা কিমেবং প্রযুক্তম্ ॥ ১৭১ ॥

অন্বয়।—(রাজন্!) হরিণা অসুরাঃ তব শরব্যং কৃতাঃ, তেষু (অসুরেষু) ইদং শরাসনং বিকৃষ্যতাম। সুহৃজ্জনে সতাং প্রসাদ-সৌম্যানি চক্ষূংষি পতন্তি, দারুণাঃ শরাঃ ন (পতন্তি)॥ ১৬৩॥

সঃ দানবগণঃ তে সখ্যুঃ শতক্রতোঃ অজয্যঃ, রণশিরসি ত্বং তস্য নিহন্তা স্মৃতঃ অসি। সপ্ত-সপ্তিঃ যৎ নৈশং তিমিরং উচ্ছেত্তুং ন প্রভবতি, তৎ তিমিরং চন্দ্রঃ অপাকরোতি॥ ১৭০॥

প্রাকৃতানুবাদ।—অহং যেন পশুবৎ মারিতো-ঽস্মি সঃ অনেন সাদরেণ অভিনন্দ্যতে॥ ১৬৫॥

বঙ্গার্থ।—মাতলি।—রাজন্! দেবরাজ ইন্দ্র ও অসুর-কুলকেই আপনার বধ্য নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, অতএব আপনার অমোঘ বাণ তাহাদের উপরেই নিক্ষেপ করুন। বন্ধু-বান্ধবের উপর সুহৃজ্জনের আনন্দ-মধুর দৃষ্টিই পতিত হয়, দারুণ বাণ কখনও নিক্ষিপ্ত হয় না॥ ১৬৩॥

রাজা।—(শস্ত্র সংবরণ পূর্ব্বক) এ কি! মাতলি! আসুন দেবরাজ-সারথি, আসতে আজ্ঞা হয়॥ ১৬৪॥

বিদূষক।—(প্রবেশ পূর্ব্বক) যজ্ঞের বধ্য পশুর মত যে আমাকে মড়মড় ক'রে মাচ্ছিল, তাকে দেখছি, ইনি আবার আসুন আসুন কচ্ছেন। আ মলো যা॥ ১৬৫॥

মাতলি।—(সহাস্যে) দীর্ঘজীবিন্! যে জন্য আপনার নিকট দেবরাজ আমাকে পাঠিয়েছেন, তাহা শ্রবণ করুন॥ ১৬৬॥

রাজা।—বলুন, শুনছি॥ ১৬৭॥

মাতলি।—কালনেমির কতকগুলি অতি দুর্দ্ধর্ষ সন্তান আছে। সেই দানবগুলির সঙ্গে কিছুতেই পেরে উঠবার যো নাই॥ ১৬৮॥

রাজা।—আছে, নারদের মুখে পূর্ব্বেই তাদের বিষয় শুনেছি॥ ১৬৯॥

মাতলি।—সেই দুর্জ্জয় দানবরা আপনার বন্ধু দেবরাজের পক্ষে অপরাজেয়, তাই সমরভূমিতে তাহাদিগকে আপনিই বধ করিবেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছে। রাজন্, স্বয়ং সূর্য্যদেব যে নৈশ অন্ধকার দূর করিতে অপারগ, তাহা কিন্তু সুধাকরই নাশ করিয়া থাকেন। অতএব শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক, ইন্দ্র-প্রেরিত এই রথে আরোহণ করিয়া এখনই যাত্রা করুন॥ ১৭০॥

রাজা।—দেবরাজের এত গৌরবসূচক অনুরোধে আমি কৃতার্থ হইলাম। কিন্তু আমার বিদূষকের এ শাস্তি আপনি কেন করিলেন? ॥ ১৭১॥

মাতলিঃ।— তদপি কথ্যতে। কিঞ্চিন্নিমিত্তাদপি মনঃ সন্তাপাদায়ুষ্মান্ ময়া বিক্লবঃ দৃষ্টঃ। পশ্চাৎ কোপয়িতুমায়ুষ্মন্তং তথা কৃতবান্ অস্মি। কুতঃ—

জ্বলতি চলিতেন্ধনোঽগ্নির্বিপ্রকৃতঃ পন্নগঃ ফণং কুরুতে।
প্রায়ঃ স্বং মহিমানং ক্ষোভাৎ প্রতিপদ্যতে হি জনঃ॥ ॥ ১৭২ ॥

রাজা।— (জনান্তিকম্) বয়স্য! অনতিক্রমণীয়া দিবস্পতেরাজ্ঞা। তদত্র পরিগতার্থং কৃত্বা মদ্বচনাৎ অমাত্যপিশুনং ব্রূহি—

ত্বন্মতিঃ কেবলা তাবৎ পরিপালয়তু প্রজাঃ।
অধিজ্যমিদমন্যস্মিন্ কর্ম্মণি ব্যাপৃতং ধনুঃ॥ ॥ ১৭৩ ॥

বিদূষকঃ।— জং ভবং আণবেই। [নিষ্ক্রান্তঃ। ॥ ১৭৪ ॥

মাতলিঃ।— আয়ুষ্মন্ রথমারোহতু (রাজ্ঞঃ রথারোহণম্, সর্ব্বে নিষ্ক্রান্তাঃ। ॥ ১৭৫ ॥

ষষ্ঠাঙ্ক সমাপ্ত

অন্বয়।—অগ্নিঃ চলিতেন্ধনঃ (সন্) জ্বলতি, পন্নগঃ বিপ্রকৃতঃ (সন্) ফণং কুরুতে, জনঃ প্রায়ঃ ক্ষোভাৎ স্বং মহিমানং প্রতিপদ্যতে হি॥ ১৭২॥

কেবলা ত্বন্মতিঃ প্রজাঃ পরিপালয়তু, অন্যস্মিন্ কর্ম্মণি অধিজ্যম্ ইদং ধনুঃ ব্যাপৃতং (ভবতু চ)॥ ১৭৩॥

প্রাকৃতানুবাদ।—যৎ ভবান্ আজ্ঞাপয়তি॥ ১৭৭॥

বঙ্গার্থ।—মাতলি।—তাহাও বলিতেছি! দেখলুম, কি জন্য যেন আপনি বড়ই বিষণ্ণ, তাই আপনাকে একটু রোষোদ্দীপ্ত করিতেই ঐরূপ করিয়াছি। কেন না, নির্ব্বাপিতপ্রায় কাষ্ঠখণ্ডকে যদি নাড়াচাড়া যায়, তবে তাহা জ্বলিয়া উঠে, ফণীর শিরে আঘাত করিলেই সে ফণা ধরে, সেইরূপ প্রায় সবাই একটু ক্রুদ্ধ হইলে নিজের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকে॥ ১৭২॥

রাজা।—(জনান্তিকে) বয়স্য! স্বর্গাধিপতির আদেশ অপরিহার্য্য। অতএব এই ঘটনা বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিয়া অমাত্য পিশুনকে বলিবে যে, আপনি এখন কয়েক দিন একান্ত-হৃদয়ে প্রজাপালনে রত থাকুন, আমার এই আরোপিত-গুণ ধনু অন্য একটা বিশেষ কাজে ব্যাপৃত রহুক॥ ১৭৩॥

বিদূষক।—যেমন আজ্ঞা। ১৭৪॥ [নিষ্ক্রান্ত।

মাতলি।—রথে আরোহণ করুন মহারাজ। (রাজার রথারোহণ ও সকলের প্রস্থান॥ ১৭৫॥

ইতি ষষ্ঠ অঙ্ক

ষষ্ঠাঙ্কের তাৎপর্য্য—শেষ

অন্তঃপুরের অতি পুরাতন, বিশ্বস্ত ও বয়োবৃদ্ধ কর্ম্মচারীর সহিত উদ্যানপালিকাদ্বয়ের কথোপকথনে সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, রাজবাড়ী, রাজোদ্যান, রাজপরিজনবর্গ, সর্ব্বত্রই কি বিষাদের ছায়াপাত হইয়াছে। কাহারও মুখে হাসি নাই, কেহ বুঝি প্রাণ ভরিয়া নিশ্বাসটিও ছাড়িতে শঙ্কিত হয়। বসন্ত আসিয়াছে, জগৎ হাসিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু রাজার উপবনে মুকুল মুকুলাবস্থাতেই আছে, ফোটে না। গাছের ডালে পাতার আড়ালে কোকিলদম্পতি মূকের ন্যায় চুপ করিয়া বসিয়া, সে কণ্ঠস্বর কণ্ঠেই মিলাইয়া যাইতেছে। রাজবাড়ীর চিরাচরিত বসন্তোৎসব রাজাদেশে বন্ধ হইয়াছে। কেমন যেন একটা শোকের ঝড়, অথচ নিঃশব্দে সারা রাজধানীটার উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে, আর রাজবাড়ীর সব তাহাতে ওলটপালট হইয়া গিয়াছে। ভারতেশ্বর সংসার-ত্যাগী বিরাগীর ন্যায় মাছ, মাংস, অথবা যত কিছু আমিষ ভোগ্য বস্তু, সমস্তই বুঝি ত্যাগ করিয়াছেন। ধর্ম্মাসনরূপী রাজসিংহাসনে আর পূর্ব্ববৎ দেখা দেন না, বা বসেন না। একা একা গুম্‌ হইয়া দিনের বেলায় কোনও এক স্থানে পড়িয়া থাকেন, আর রাত্রিতে ছটফট্ ছটফট্ করিয়া বিছানার এক পাশে পড়িয়া এ-পাশ ও পাশ করেন। ভিতরে যেমনই থাকুক, বাহিরটা অন্ততঃ কতক সাম্‌লাইয়া চলিতে যদিও তিনি সর্ব্বদা চেষ্টা করেন এবং সেই উদ্দেশ্যে যেন কিছুই হয় নাই, দেখাইতে গিয়া রাণীমহলে এর ওর নাম ধরিয়া আগের মত ডাকিতে যান, কিন্তু ভুলিয়া শকুন্তলা বলিয়া ডাকিয়া বসেন ও লজ্জায় মরিয়া যান। অঙ্গুরীয়ক দর্শনের পর হইতেই তাঁহার এই দুরবস্থা, না, না, এই সুখের অবস্থা ঘটিয়াছে। দর্শকবৃন্দ শকুন্তলার নিমিত্ত রাজার এইরূপ অবস্থা দর্শনে অবাক্ হইয়া শুধু যে আনন্দিত হইয়াছেন, তাহা নহে, প্রেমময় রাজার সাগরতুল্য হৃদয়ের প্রেমতরঙ্গ দর্শনে তাঁহার প্রতি একান্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন। গর্ভভারালসা শকুন্তলা কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গিয়াছে, অথবা বুঝি চিরদিনের মত বিদায় হইয়াছে। তাহার বিদায়-কালীন দুঃখময়, অশ্রুময় দৃশ্য এখনও দর্শকগণের চোখের উপর ভাসিতেছে, হৃদয়ের পরতে পরতে জড়াইয়া আছে। সাশ্রুনয়না শকুন্তলার—নিরাশ্রয়া, উপেক্ষিতা, কম্পিতকায়া শকুন্তলার সেই সরল মধুর মুখখানি সর্ব্বদা সকল কাজেই তাঁহাদের হৃদয়-মুকুরে প্রতিবিম্বিত হয়, কিছুতেই তাঁহারা ভুলিতে পারেন না। কি হইল তার, কোথায় গেল সে, কেমন আছে সে, অথবা বুঝি এত দিনে সে সরলার নাম-গন্ধ পর্য্যন্ত সংসার হইতে মুছিয়া গিয়াছে, ইত্যাদি দুর্ভাবনায় সামাজিকগণ বিপন্ন, সমাকুল। সেই লাঞ্ছিতা, অপমানিতা, পরিত্যক্তা কণ্ব-দুহিতার তাদৃশ দুঃখের, তাদৃশ কষ্টের যিনি হেতু, যাঁহার দোষে আজ তার এই দুর্দ্দশা, শকুন্তলার জন্য সেই ভারতেশ্বরের এই অবস্থা দেখিয়া তবুও দর্শকবৃন্দের হৃদয়-নিহিত শকুন্তলা-ঘটিত দুঃখের একটু লাঘব হইতেছে। যাহাকে যে লাঞ্ছনা দেয়, সেই লাঞ্ছিতের জন্য সে যদি আবার ততোধিক লাঞ্ছনা পায়, তবে পূর্ব্ব-লাঞ্ছিতের দুঃখে দুঃখিত-দিগের মনোবেদনা অনেকটা কমে। আজ তাই দর্শক-দিগের মনোবেদনাও অনেক মন্দীভূত হইয়াছে। আহা! রাজার এই অবস্থা যদি আজ শকুন্তলা দেখিত, অথবা দেখা ত দূরের কথা, ঘুণাক্ষরেও শুনিতে পাইত, তাহা হইলে তার সকল দুঃখ-কষ্টের অবসান হইত। দুষ্মন্তের পরিত্যাগরূপী যে দুর্ভর শিলাখণ্ড তাহার বুকের উপর চাপিয়া পড়িয়া আছে, তাহা নিমেষে সরিয়া যাইত, দুষ্মন্ত-প্রেরিত যে বিষদিগ্ধ উপেক্ষা-শল্য তাহার বক্ষঃস্থল শতধা খণ্ডিত জীর্ণ-শীর্ণ করিয়াছে এবং করিতেছে, তাহা উদ্ধৃত হইত। কিন্তু সে সম্ভাবনা কৈ? তাই কবি পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ কৌতূহল, দর্শক হৃদয়ের জিজ্ঞাসার সমাধান করিতে, অর্থাৎ শকুন্তলার সংবাদ এবং বিচ্ছেদ-বিষজীর্ণ রাজার সংবাদ শকুন্তলার সমীপে প্রদানের পন্থা, এই দুই কৌতূহল-নিবৃত্তি করিবার নিমিত্তই ছায়াময়ী সানুমতীর অবতারণা করিয়াছেন। রাজা যত উন্মত্তবৎ আর্ত্তনাদ করিতেছেন, শকুন্তলার সখীস্থানীয়া সানুমতীর ততই আনন্দ হইতেছে। তাহার প্রিয়সখী শকুন্তলার জন্য রাজার এত ক্লেশ, ইহা ভাবিতেও সানুমতীর কত সুখ! অথবা শুধু কি সানুমতীর? দর্শকমাত্রেরই কত আনন্দ, কত অসীম তৃপ্তি! যদি শকুন্তলা জীবিত থাকে, তবে এই সংবাদ, তাহার জন্য রাজার এই উন্মাদ যদি সে জানিতে পারে, তবে তার বুক জুড়াইয়া যাইবে। যখন শকুন্তলা শার্ঙ্গরবাদির সহিত মালিনীতীর হইতে হস্তিনাপুরে রাজবাড়ীতে আসিয়াছিল, তখন, বিনা বাধায়, আর দশ জায়গায় যেমন হইয়া থাকে, সেই ভাবে যদি সে রাজসংসারে, পতির গৃহে পতি কর্ত্তৃক বিনা বাধায় গৃহীত হইত, তবে তাহাতে যতটা সুখ, সেই প্রত্যাখ্যানের পর সেই প্রত্যাখ্যানকারী রাজার সেই প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলার নিমিত্ত এই যে পরিবেদনা, বৈমনস্য, উন্মাদ, ইহা তদপেক্ষা অনেক অধিক সুখকর, তৃপ্তিকর, নিয়তদহ্যমান হৃদয়ের চিরনির্ব্বাণকর, যদি ইহা শকুন্তলা জানিতে পারে। চিত্রকর কালিদাস তাই এক সানুমতীর চিত্রে সেই সমস্ত বিষয়ের সমাধান করিয়াছেন। দর্শকবৃন্দ হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছেন। তাঁহাদের শকুন্তলা মরে নাই, তাঁহাদের শকুন্তলা তাহার মাতা মেনকার জ্ঞাতসারে বোধ হয়, তাহারই কোন সখীর সঙ্গে আছে, তাঁহাদের শকুন্তলা অচিরে রাজার এই বিচ্ছেদ-বার্ত্তার সুমধুর সঙ্গীত সানুমতীর কণ্ঠে শুনিয়া বুক জুড়াইতে পারিবে, ইত্যাদি সম্ভাবনায় কল্পনায় দর্শকগণের হৃদয়ে একটা অনির্ব্বচনীয় স্বস্তি আসিয়াছে। আর কিছু পরেই, সপ্তম অঙ্কে শকুন্তলার সহিত

রাজার মিলন ঘটিবে, সেই মিলনের মধুর উৎসব, সেই পুত্রিণী শকুন্তলার নির্ব্বাপিত-কামাগ্নি স্বর্গীয় হৃদয়ের দিব্য-স্বরূপ দেখাইবার উপযুক্ত করিয়া, কবি-কেশরী তাঁহার সামাজিকদিগের চিত্তমুকুর নির্ম্মাণ করিলেন। তাঁহারা একবার রাজবাড়ীতে সকলের সম্মুখে, রাজা কর্ত্তৃক শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান দর্শন করিয়াছেন। নিরুপায় হইয়া শকুন্তলা কাঁদিতেছে, গুরুশিষ্যদের সঙ্গে প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলা ফিরিয়া যাইতে চাহিতেছে, পতি গ্রহণ করিলেন না, গর্ভবতী দেখিয়া ভয়ে ছায়া পর্য্যন্ত মাড়াইতেও নারাজ, সুতরাং বাপের বাড়ীতে ফিরিয়া যাওয়া এরূপ ক্ষেত্রে অন্তর্বত্নী কন্যার পক্ষে মৃত্যু অপেক্ষা অধিকতর ক্লেশকর হইলেও, নিরুপায়া শকুন্তলা তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, কথাপ্রসঙ্গে ফিরিয়া যাইতে চাহিতেছে,—আর ঋষি-শিষ্যরা ধমক দিয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিতেছে, সে দরদরিত নয়নধারে ভাসিয়া যাইতেছে, এ করুণ দৃশ্য দর্শকবৃন্দ পূর্ব্বেই দেখিয়াছেন। এখন আবার রাজার মুখ দিয়া সেই হৃদয়বিদারী দৃশ্যের অবতারণা-পূর্ব্বক, কবি, সেই অতীত বেদনা, বিস্মৃত ব্যথা যেন নবীভূত করিয়া লইলেন। "সবিষমিব শল্যং দহতি মাম্" বিষদিগ্ধ শল্যের ন্যায় সেই বিষাদিনী ছবি আমাকে দগ্ধ করিতেছে,—বলিয়া বিচ্ছেদ-কাতর রাজা যখন বিদূষকের নিকট কাঁদিতেছেন, তখন দর্শকগণের চিত্তমুকুরেও সেই ছবি ভাসিয়া উঠিল, তাঁহারাও কাঁদিয়া পড়িলেন। কবি যেন, সংসারে সকলের চেয়ে মধুর ও স্পৃহণীয় যে রস, সমবেদনার সেই করুণ ও সঞ্জীবন রসে দর্শকহৃদয় অভিষিক্ত করিলেন। বর্ষার নববারিসিক্ত শ্যামা বনভূমির ন্যায় সে হৃদয় স্নিগ্ধ এবং সুফল-প্রকাশের উপযোগী হইল। অচিরেই চিরদিনের মত শকুন্তলার দুঃখ-কষ্ট মিটিয়া যাইবে, জলন্ত আগুনে জল পড়িবে, ধরিত্রীদেবী শীতল হইবেন, সে সময়ে কোনো স্থানে কোনরূপ আধিব্যাধি, ব্যথা-কষ্ট কিছুই থাকিবে না, থাকিতে দেওয়া উচিত নহে, তাই পূর্ব্ব হইতেই ভাস্কর্য্য-নিপুণ কবিকুলপতি ক্ষেত্র, চিত্রের 'জমিন' তৈরি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

আমাদের বৈদিক সাহিত্যে দুহিতার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,—"কৃপণং হি দুহিতা"—স্নেহ-নির্ঝরিণী দুহিতা নিরন্তর করুণার উৎস, কৃপার চক্ষে সতত দ্রষ্টব্য। দর্শকবৃন্দ সংসারের জীব, আবদ্ধ প্রাণী, দয়ামায়ার, স্নেহমমতার দুশ্ছেদ্য শৃঙ্খলে তাঁহারা বিজড়িত, আজ শকুন্তলার দুঃখদর্শনে তাঁহাদের অনেকের হৃদয়েই নিজের নিজের ঘরের ছবি জাগিয়া উঠিল। এমনই সময়ে বিদূষক রাজাকে প্রবোধচ্ছলে বলিল, "মা-বাপ কদাচ কন্যাকে পতি-বিচ্ছেদ-কাতরা দেখিতে পারেন না। তাহাতে জনক-জননীর বুক ভাঙ্গিয়া যায়।" তারে সংবাদ-প্রেরণের কলের ন্যায় বিদূষকের ঐ কথা,—ঐ ভাবের আঘাত তৎক্ষণাৎ দর্শকদিগের হৃদয়ে গিয়া লাগিল, আর অমনিই সারা রঙ্গভূমি কম্পিত হইল এবং সেই কম্পনে বিদূষকের বাণী প্রতি হৃদয়ের অতি নিভৃত মর্ম্মস্থলে গিয়া পৌঁছিল।

যত দিন দাঁত থাকে, দাঁতের মর্য্যাদা লোকে বোঝে না। যখন শকুন্তলা ছিল, উপযাচিকা হইয়া, আত্মবিসর্জ্জনের ভিক্ষার্থিনী হইয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়াছিল, তখন দুষ্মন্ত বুঝিতে পারেন নাই, হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিয়াছেন, আর আজ মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতেছেন যে, কি হারাইয়াছেন, তাঁহার কত বড় ইন্দ্রত্ব, অথবা তদপেক্ষাও বুঝি বৃহত্তর, স্পৃহণীয়তর এবং রমণীয়তর সাম্রাজ্য নিজের বুদ্ধিতে বিসর্জ্জন দিয়াছেন। শুধু তাঁহার নহে, যাহার যাহার এইরূপ প্রিয়বিচ্ছেদ ঘটে, চিরদিনের মত লক্ষ্মী ছাড়িয়া যায়,—তাহারাই এই প্রকার হইয়া পড়ে। বর্ত্তমান তাহাদের পক্ষে অনন্ত দুঃখকর, ভবিষ্যৎ তাহাদের অনন্ত অন্ধকারে আচ্ছন্ন,সুতরাং তাহাদের বর্ত্তমান-ভবিষ্যৎ-বিহীন জীবনে থাকে শুধু নৈরাশ্য, থাকে শুধু তপ্ত নিশ্বাস। তাহাদের বিড়ম্বনাময় সেই জীবনে তখন অনুক্ষণ অনুরণিত হয়—

"অব সব বিষসম লাগয়ে মোই,
হরি হরি পীরিতি না কোরি জনি কোই।"

তাহারা তখন গত জীবনের তত্তৎসুখের স্মৃতির জলন্ত চিতা বুকে লইয়া পাগলের মত, ভূতগ্রস্তের মত বিমূঢ়-হৃদয়ে কালাতিপাত করিতে থাকে। আজ ধরার অধীশ্বর দুষ্মন্তেরও সেই অবস্থা। তিনি আজ ঠাহর করিতেই পারিতেছেন না যে, জীবনে সত্যই কি তেমন এক দিন ছিল, যখন শকুন্তলা তাঁহার ছায়ারূপে, না না, তাঁহার অন্তরের অন্তরতমার রূপে, ভিতরে-বাহিরে সর্ব্বত্র বিরাজ করিত! বিধাতার নিরঙ্কুশ বিধানে সংসারের অনেক দুষ্মন্তই এই প্রকার, অন্তরতমাবিচ্ছেদে উন্মত্তবৎ চিন্তা করেন যে, তেমন দিন কি সত্যই এক সময় ছিল।—না, উহা আমার এই স্বপ্নবহুল জীবনের অন্যতম একটা স্বপ্নমাত্র। সামাজিকগণের হৃদয়ে কাতর দুষ্মন্তের ঐ উক্তির—

'স্বপ্নো নু মায়া নু মতিভ্রমো নু
ক্লিষ্টং নু তাবৎ ফলমেব পুণ্যম্।'—

এর প্রতিধ্বনি গিয়া লাগিয়াছে, সকলেই বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ ভুলিয়া স্ব স্ব অতীত জীবনের চিত্রপটের দিকে আন্তর-নয়নে তাকাইতেছেন, যাঁহারা মিলিত, প্রিয়-সমাগমরূপ অমৃতে সঞ্জীবিত; তাঁহারা এবং যাঁহারা প্রিয়-বিচ্ছিন্ন, এমন কোন বিশেষণ নাই, যদ্দ্বারা সেই দুর্ভাগ্য-দিগকে বিশেষিত করিতে পারা যায়, তাঁহারা, উভয় সম্প্রদায়ই স্ব স্ব অতীত জীবনের দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিয়া নিজের মধ্যে ভুলিয়া যাইতেছেন। আজ কবির চিত্রণ-শক্তির নৈপুণ্যে একই ছবি, মধুর এবং ভয়ঙ্কররূপে দুই সম্প্রদায়ের চক্ষে দ্বিবিধ প্রতিবিম্বিত হইতেছে। সম্মিলিত জীবন যাঁদের, তাঁহারা আনন্দের অমৃতহ্রদে, বিচ্ছিন্ন জীবন

যাঁদের, তাঁহারা দুঃখের অপার সাগরতলে ক্রমে তলাইয়া যাইতেছেন। যাঁহারা মিলিত, তাঁহাদের পক্ষে, পূর্ব্বজন্মের সমস্ত পুণ্যের ফলে যে অনর্ঘ রত্ন পাইয়াছেন, তাহাতে জীবন ধন্য হইয়াছে, মরদেহ অমরতার আস্বাদ পাইয়াছেন, তা' হয় হোক না সে গতজন্মের সঞ্চিত পুণ্যরাশি, গচ্ছিত ধনের গর্ব্ব অপেক্ষা ধনলব্ধ উপভোগ অনেক অধিক স্পৃহণীয়। সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে "ক্লিষ্টং নু তাবৎ ফলমেব পুণ্যম্"— পরম অনুকূলই হইয়াছে। জন্মে জন্মে যেন এইরূপই হয়, যাগযজ্ঞ-সাধ্য স্বর্গও এই স্বর্গাধিক বস্তুর সহিত তুলনায় নহে। আর যাঁহারা বিচ্ছিন্ন হৃদয়, সংসারে যাঁহারা একের অভাবে সর্ব্বস্বহারা, তাঁহাদের পক্ষে ঐ "ক্লিষ্টং নু তাবৎ ফলমেব পুণ্যম্" উক্তিই একটা অসহ্য বেদনার, ক্ষতস্থানে লবণক্ষেপবৎ যন্ত্রণা জন্মাইয়াছে। যেটুকু পুণ্য জন্মান্তরে সঞ্চিত ছিল, তাহার শেষ হইতেই তৎপুণ্যলব্ধ পুণ্য-প্রতিমা বিসর্জ্জিত হইয়াছে, জীবনের শারদোৎসবের শেষ বিজয়া হইয়া গিয়াছে, সংসারে এক বিজয়ার পর আবার বিজয়া আসে, "সংবৎসর ব্যতীতে তু পুনরাগমনায় চ"—প্রার্থনাপূর্ব্বক লোকে বিজয়ায় বিসর্জ্জন দেয়, কিন্তু তাহাদের এ বিজয়া লোকাতীত, ইহা আর আসিবে না। তাই করুণ কবি—'অসন্নিবৃত্ত্যৈ তদতীতম্"—"চিরদিনের মত যে চলিয়া গিয়াছে,আর ফিরিবে না" বলিয়া একটা বিরাট্ ব্যথার নির্ঝর বহাইয়া দিয়াছেন। সামাজিকগণের মধ্যে যখন এই প্রকার দ্বিবিধ ভাবের প্রবাহ বহিতেছে, লোকালোক পর্ব্বতের ন্যায় কিয়দংশ সুখস্মৃতির এবং বর্ত্তমান সুখের সৌরকিরণে উদ্ভাসিত আর কিয়দংশ অতীতের দুঃখময়ী স্মৃতির ঘনান্ধতমসে আচ্ছন্ন, তখনই বিদূষকের মুখ দিয়া কবি আশ্বাস দিলেন যে, না, আবার মিলন হইবে। আবার তোমার সেই স্মরণীয় সুখের মাহেন্দ্রক্ষণ ফিরিয়া আসিবে। তোমার আমার সামান্য,— অতি অকিঞ্চিৎকরী চিন্তাশক্তিতে সেই পুনঃ সমাগমের উপায় খুঁজিয়া না পাইলেও, তাহা ঘটিবে, অধীর হইও না।

রাজা বিরহদিগ্ধ-হৃদয়ে শকুন্তলার ছবি আঁকিয়াছেন। সারা হয় নাই, আরও ঢের আঁকিতে হইবে। এখনও অনেক বাকি। অথবা যাহারা ছবি আঁকে, তাহাদের কোন দিনই সারা হয় না, সারা জীবন, নিশিদিন, অনিমেষে বসিয়া আঁকিলেও বোধ হয় তাহাদের আঁকার সাধ মেটে না। রাজারও মেটে নাই। তাই সেই অসমাপ্ত ছবিখানি আনিতে বলিয়াছেন, বাসনা, যেটুকু বাকি, তাহা শেষ করিবেন। ছবি আসিল, রাজা দেখিলেন, সামাজিকগণও দেখিলেন, তাঁহারা রাজার চিত্রনৈপুণ্যে অবাক্ হইয়া গেলেন। যেন সত্যি শকুন্তলা জল্-জল্ করিতেছে। কি আবার বাকি যে, এখনও আঁকিতে হইবে? এমন নিখুঁত ছবিতে আবার তুলিকা-স্পর্শ কেন? তাই বিদূষকই যেন সকলের প্রতিধ্বনি করিয়া কহিল—"আবার কি আঁক্‌বে?"

রাজা মৃগয়া করিতে যাইয়া, রাজ-বেশ পরিহার পূর্ব্বক পান্থবেশে যখন বৈখানস কর্ত্তৃক প্রদর্শিত তপোবনে প্রবেশ করেন, গ্রীষ্মের দিবাবসানে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে যখন প্রশান্তগম্ভীর মালিনীর তীর বাহিয়া যান, তখন যে সমুদয় দৃশ্য তাঁহাকে কেমন একটা উদ্‌ভ্রান্তভাবে বিভোর করিয়াছিল, যাহার স্মৃতি তিনি কখনও ভুলিতে পারিবেন না, কেহ পারে না, সেই সকল দৃশ্যের কিয়দংশ আজ আঁকার ইচ্ছা। জীবনের সেই সুখের শুভক্ষণ ও তাহার পারিপার্শ্বিক দৃশ্যাবলী যে রাজার হৃদয় ভিত্তিতে চিরদিনের তরে ক্ষোদিত হইয়া রহিয়াছে। কে এমন আছে যে, জীবনের ঐ প্রকার মিলন-মুহূর্ত্তের ছোট বড় সমস্ত বিষয় মনে গাঁথিয়া না রাখে এবং অবসন্ন হৃদয়ে মনে না করে। তাই আজ রাজার আবার চিত্রণের সাধ। সুখের দিনের সেই সকল চিত্র এই দুঃখের দিনে একবার ভালো করিয়া আঁকিবেন ও প্রাণ ভরিয়া দেখিবেন। একা একা যখন আশ্রমের উদ্দেশে মালিনীর তীরে তীরে যাইতেছিলেন, তখন স্থানমাহাত্ম্যে তপোবনের একটা অভূতপূর্ব্ব পবিত্রভাবে তাঁহার হৃদয় ক্রমে পরিপূর্ণ হইয়া আসিতেছিল, তিনি ত জানেন না যে, তাঁহার মাথায় স্বাতীনক্ষত্রের জল পড়িয়াছে, তাঁহার জীবনের সুখের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইতেছে,—তিনি শঙ্কাবিলোড়িত চিত্তে ক্রমে যতই অগ্রসর হইতেছেন, ততই চারিদিকে মনোহর দৃশ্যের অপূর্ব্ব রমণীয়তায় তাঁহার হৃদয় কাণায় কাণায় ভরিয়া উঠিতেছে। তখন তাঁহার নয়নে সমস্তই সুন্দর। প্রকৃতই যাহা অতি বড় অসুন্দর, তাহাও, সে দিন হয় ত, অতি সুন্দর বলিয়া মনে হইতেছিল। বিবাহের সাজ-সজ্জায় বিভূষিত হইয়া বর যখন ভাবী আনন্দমন্দিরে যাইতে থাকেন, তখন কৃষ্ণতম কাকের ডাকও কোকিল-কূজনের ভ্রান্তি জন্মাইয়া দেয়, পেচকের ঘুৎকারধ্বনিতেও একটা মধুর গাম্ভীর্য্য-সুধা ক্ষরিত হয়। সে দিন, অজ্ঞাতসারেই প্রজাপতির অনুগ্রহে রাজার ভাগ্যে বুঝি বা সেইরূপ ঘটিয়াছিল। তা ছাড়া তপোবনের সংস্পর্শে তত্রত্য সমুদয়ই ত স্বভাবতঃ মধুর, সুন্দর, সুতরাং তাহাদের বৈচিত্র্যদর্শনে তিনি যে আত্মবিস্মৃত হইবেন, তাহাতে আর বক্তব্য কি আছে? প্রাণে যখন স্ফূর্ত্তি থাকে, উন্মাদ থাকে, তখন তটিনীতটচারী উল্লসিত-হৃদয় ব্যক্তির চক্ষে নদীবক্ষে ভাসমান মরালীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গভরে নর্ত্তনই পড়িয়া থাকে,' কাক-গৃধিনী-কর্ষিত শবদেহ চোখ এড়াইয়া যায়। রাজা মালিনীর তীরে চলিবার সময়ে দেখিয়াছিলেন, জোড়ায় জোড়ায় হংস-মিথুন, এখানে এক জোড়া, ওখানে এক জোড়া, সৈকত-শয্যায় নির্ভয়ে শুইয়া আছে, কোথাও বা চরিতেছে, বালুর রংএর সঙ্গে হংসদম্পতিদের রং অনেকটা মিশিয়া গিয়াছে, তাই ভালো করিয়া প্রথমে ঠাহরই হইতেছে না। পরে, যখন মদবিকল স্বরে সৈকতভূমি মুখরিত করিয়া তুলিতেছে, তখন বুঝা যাইতেছে যে, হংসদম্পতির ঝাঁক ঐ বালুর মধ্যে

বিচরণ করিতেছে। রাজা তাহা দেখিয়াছিলেন। তখন সে দৃশ্য বড়ই তৃপ্তিপ্রদ হইয়াছিল; আজ তাহা আঁকিতে হইবে, নতুবা আশ্রমবাসিনী শকুন্তলার মূর্ত্তি সম্পূর্ণ হইবে না। তাদৃশ সৈকত চুম্বন পূর্ব্বক, মালিনী তব্‌তব্ বেগে বহিয়া চলিয়াছে, যেন খরগামিনী তটিনী সুন্দরীর দ্রুতগমন নিবন্ধন রশনার চন্দ্রকান্ত মণিরাজির মধুর নিক্কণ ঐ হংসরবচ্ছলে শ্রুত হইতেছিল, রাজা তাহা শুনিয়াছেন, সেই দৃশ্যও আঁকিতে হইবে, নতুবা তাঁহার প্রেয়সী বনবালা শকুন্তলার ছবি নিখুঁত হইবে না। আর ঐ মালিনীর দুই তীরে ছোট ছোট পাহাড়, এবং তাহার এখানে সেখানে অহিংসতপোবন-চারী এবং অহিংসবনচারী কত হরিণ-হরিণী সুখে শয়ন করিয়া আছে, রাজা দেখিয়াছেন, তাহা অঙ্কন না করিলে হরিণাক্ষী বধূদুহিতার মূর্ত্তির অঙ্গহানি ঘটিবে। নদীতে স্নান করিয়া ঋষিরা তটতরুর শাখায় সিক্ত বল্কল শুকাইতে দিয়াছেন, আর তাহার তলে হরিণী বিশ্বস্ত-হৃদয়ে তাহার প্রাণবল্লভ হরিণের শৃঙ্গে বাম নয়ন কণ্ডূয়ন করিতেছে, সে জানে, হিমালয়ও নড়িতে পারে, কিন্তু তাহার নেত্র-কণ্ডূয়নের সময়ে তাহার প্রাণেশ্বরের শৃঙ্গ কদাচ নড়িবে না, নড়িতে পারে না,—রাজা তাহা দেখিয়াছেন, এবং দেখিয়া, দেখিয়া দেখিয়া আপনার রসে আপনিই মজিয়াছেন, আজ সেই ছবিও আঁকিতে হইবে, নতুবা আলেখ্যই বৃথা। তাহা ছাড়া, গ্রীষ্মের প্রধান সম্পদ শিরীষ-কুসুমের অবতংস পরিতে শকুন্তলা বড়ই ভালোবাসিত, কাণে পরিত, আর তাহার দর্পণবৎ স্বচ্ছ কপোল-ফলকের উপর সেই দোদুল্যমান শিরীষের কেশরগুলি আসিয়া পড়িত ও লটোপুটি খাইত, সলিল-সেচন-পরিশ্রান্তা শকুন্তলার ঘর্ম্মবিন্দুর শতমুক্তা-খচিত সেই কপোলতলে কেশরদাম যখন জড়াইয়া যাইত, শিরীষ পরাগে রক্তাভ কপোল ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিত, তখনকার সৌন্দর্য্য রাজা কোন দিন ভুলিতে পারিবেন না। সে সৌন্দর্য্য বাদ পড়িয়াছে, আজ মূল ছবিতে, শকুন্তলার প্রতিকৃতিতে তাহা ফুটাইতে না পারিলে প্রকৃতির বিকৃতি ঘটিবে। সুতরাং তাহার অঙ্কন অবশ্য কর্ত্তব্য। আর সর্ব্বোপরি, পীনোন্নত-পয়োধরার পীনস্তনযুগলের মধ্যে কণ্ঠাশ্রিত ভঙ্গুর মৃণালের হার আপনি ভাঙ্গিয়া পড়ায়, তাহার সূতোর মত সূক্ষ্ম তার আসিয়া পড়িয়াছে, তীক্ষ্ণদৃষ্টি চক্ষুষ্মান্ দুষ্যন্ত তখন গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া সে সৌন্দর্য্য-সুধা আকণ্ঠ পান করিয়া চরিতার্থ হইয়াছিলেন, আজ তাহা আঁকিতে হইবেই হইবে। সে যে রাজার জালে পড়িবার একটা প্রধান প্রলোভন। ইত্যাদি ভাবে রাজা বিদূষককে ছবির কথা বুঝাইতেছেন, আর সাধারণে বুঝিতেছে যে, কোন্ কোন্ মন্ত্র এবং ঔষধের বলে দুষ্যন্তের ন্যায় অজগর বশীভূত হইয়াছিলেন এবং আহিতুণ্ডিকের হাতের ন্যায়, তাপসতনয়াদের হাতে পড়িয়া নাচিয়াছিলেন। যখন তপোবনে ঢুকিয়া জলসেচনরতা তাপস-দুহিতাদিগকে প্রথমে দেখেন এবং শকুন্তলাকে ক্রমে চিনিতে পারেন ও তাহার প্রতি অঙ্গ-ভঙ্গিতে নূতন নূতন সৌন্দর্য্য অনুভব করিয়া তপোবনমধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলেন, রাজার বর্ণিত তখনকার সৌন্দর্য্যরাশি ত সামাজিক-গণ রাজারই মুখে তখনই দেখিয়াছেন ও শুনিয়াছেন, কিন্তু সমস্ত সৌন্দর্য্য ত রাজা বলিয়া উঠিতে পারেন নাই। কেহই পারে না, ভোগের সময়ে ভোগ্যবস্তুর গুণ-গরিমা, মনোহারিতা যতটা বুঝিতে পারা যায়, ভোগাবসানে, তাহার অভাবে, তদপেক্ষা অনেক অধিক ক্রমে হৃদয়ে ভাসিতে থাকে। ভোগ্য তখন ভোগ্য, আর পরে সে ভুক্ত, ভোগ্য অপেক্ষা ভুক্তের মাহাত্ম্যে হৃদয় অধিকতর আকৃষ্ট হয়। আজ শকুন্তলার অভাবে তাই রাজার মনে, তখন যাহা পড়ে নাই, বা পড়িলেও ধরিবার অবকাশ ঘটে নাই, সেই সমস্ত খুঁটি-নাটি আসিয়া উদিত হইতেছে। সামাজিকগণ সেই পূর্ব্বদৃষ্ট শকুন্তলার এই অদৃষ্ট রূপরাশি এখন চিন্তার দর্পণে দেখিয়া বুঝিতেছেন যে, দুষ্যন্ত কত বড় ভাগ্যবান্ পুরুষ, আর দুষ্যন্ত কত বড় দুর্ভাগ্য, কত বড় কৃপার পাত্র। শকুন্তলাকে বিনা দোষে পরিত্যাগ করিয়া রাজা যে অপরাধ করিয়াছিলেন এবং নিরপরাধা শকুন্তলার হৃদয়ে যে আঘাত দিয়াছিলেন, তাহার উপযুক্ত অথবা বুঝি তদপেক্ষা অনেক অধিক প্রায়শ্চিত্ত এখন তাঁহার হইতেছে। রাজার সহিত গর্ভিণী শকুন্তলার অবাধ মিলন ঘটিলে যতটা তৃপ্তির কারণ হইত, রাজকৃত পরিত্যাগের পর, সেই রাজার তাহারই জন্য এই শোচনীয়, হৃদয় বিদারী উন্মাদে তদপেক্ষা তৃপ্তি যে কম, তাহা ত নহেই, বরঞ্চ মনে হয়, অনেক বেশী। তখন মিলনকালে শকুন্তলা কেবল রাজার নয়নের সম্মুখেই থাকিত, এখন এই বিচ্ছেদে—শকুন্তলা রাজার ভিতরে, বাহিরে, চারিদিকে জুড়িয়া বিরাজ করিতেছে। তখন রাজার ভোগ্য হইত কেবল শকুন্তলা, এখন রাজার ভোগ্য—সারা কণ্ব-তপোবন, সারা মালিনীর তীর, সারা তত্রত্য যৎকিছু মনোহর পদার্থ-জাত। সুতরাং সে মিলন অপেক্ষা এই বিচ্ছেদ অধিকতর স্পৃহণীয়। বিনিদ্র রজনীতে যে একবার স্বপ্নে দেখিয়া একটু বুক জুড়াইবেন, সে সম্ভাবনা নাই, ছবিতে একটু দেখিয়া যে বুকের জ্বলন্ত আগুন নিবাইবেন, সে সম্ভাবনাও নাই, ছবির দিকে চোখ দিতে-না-দিতেই তাহা জলে ভরিয়া অন্ধ হইয়া যায়। যাহার ইচ্ছা হয়, সে বলে বলুক ইহা দুঃখের অবস্থা, বড়ই কষ্টের অবস্থা, কিন্তু যাহার প্রাণ আছে, সে বলিবে, বহু তপস্যায় এমন সুখের অবস্থা কদাচিৎ কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। তাই সামাজিকগণ যখন পশ্চাত্তাপ-কাতর, বিচ্ছেদ-দহন-ক্লিষ্ট রাজার দিকে চাহিতেছেন, তখন শুধু রাজাই যে ভাগ্যবান্, তাহা নহে, শকুন্তলাও যে কত বড় ভাগ্যবতী, তাহা ভাবিয়া তাঁহাদের পরম আনন্দ জন্মিতেছে; এবং তাহাই প্রকাশ করিবার জন্য, কবি, সানুমতীর মুখ দিয়া বলাইয়াছেন যে, হায় রে স্বকার্য্যপরতা! এক জন মরে, আর অন্য জন হরি হরি বলে। দুষ্যন্তের হৃদয়ের কবাট খুলিয়া গিয়াছে,

প্রিয়তমার সুখ-স্মৃতির অমৃত-ধারায়, অঙ্গুরীয়ক দর্শনের পর হইতেই সে মর্ত্ত্য হৃদয় অমর্ত্ত্য অলঙ্কারে,দিব্য বিভূষণে বিভূষিত হইযাছে। শকুন্তলার স্মৃতিকর্পূরে শুধু তাঁহার হৃদয়খানিই নহে, স্বর্গ-মর্ত্ত-রসাতল, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সুবাসিত হইয়া উঠিয়াছে। সে হৃদয় হইতে আত্মার্থমূলক সর্ব্ববিধ মালিন্য তিরোহিত হইয়াছে। এখন তাহা সাগরবক্ষের ন্যায় বিশাল, হিমাচলের ন্যায় দুর্লঙ্ঘ্য এবং প্রভাতের ন্যায় নির্ম্মল। প্রিয় সংস্পর্শের এমনই মাহাত্ম্য !

যখন রাজ হৃদয়ের এই প্রকার অবস্থা, স্বর্গীয় সম্পদে এমনই সম্পন্ন, তখন প্রতীহারী আসিয়া মন্ত্রীর নাম করিয়া বলিল, অমুক বৈশ্য নিঃসন্তান, অনেক টাকা-কড়ি তার, সে মারা গিয়াছে, তাহার সমস্ত ধন-দৌলত মহারাজের প্রাপ্য। তচ্ছ্রবণে রাজা ঘোষণা করিতে বলিয়া দিলেন যে, আজ হইতে প্রজাপুঞ্জ জানিয়া রাখুক যে, যাহার যে আত্মীয়-স্বজনের অভাব ঘটবে, দুষ্যন্ত স্বয়ং তাহার সেই আত্মীয়-স্বজনের স্থান পূরণ করিবেন। আজ হইতে রাজা দুষ্যন্ত পুত্রহীন প্রজার পুত্র, পিতৃহীন প্রজার পিতা, ভ্রাতৃহীনের ভ্রাতৃতুল্য ; আজ হইতে দুষ্যন্ত অনাথের বন্ধু, দীনের সহায়, নিঃস্বের ধন। কালে পর্য্যাপ্ত বর্ষণ হইলে প্রজাকুল যেমন আনন্দিত হয়, রাজার এই ঘোষণায় তাহারা সেইরূপ উল্লসিত হইল। রাজ্যমধ্যে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। এই ঘোষণায়, ভারতের আর্য্য নরপতির প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশিত হইল। তাঁহার হৃদয়ের অভ্যন্তরভাগের চিরকাম্য রত্ন কক্ষের দ্বার উন্মোচিত হইল। দর্শকগণ সে কক্ষের চির ভাস্বর রত্নরাজির জ্যোতিতে উষার স্বর্ণচ্ছটায় প্রকৃতির ন্যায় জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিলেন। দুষ্যন্তের বিশাল হৃদয়ের বিরাট্ মূর্ত্তি দর্শনে স্তম্ভিত হইলেন ; তখন তাঁহাদের হৃদয়-বীণায় আপনিই বাজিয়া উঠিল—

"নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ॥
পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎ-সমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো
লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব॥ ১১।৪৩
গীতা ১১।৪০,

ভারতভূমির অধীশ্বর যে কেবল সশৈলকাননা ধরণীরই অধিপতি নহেন, প্রকৃতিপুঞ্জের হৃদয়েরও তিনি রাজাধিরাজ-চক্রবর্ত্তী, ইহা কবি প্রদর্শন করিলেন। প্রকৃত রাজার হৃদয়ের স্বরূপ যে কত বড়, কত বিশাল, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিলেন। হায় রে ভারতবর্ষ !

"মাতৃভিশ্চিন্ত্যমানানাং তে হি নো দিবসা গতাঃ।"

আর একবার কবি, তদীয় প্রাণপ্রিয় কীর্ত্তিস্তম্ভ, সংস্কৃত সাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রব্য কাব্য, সংস্কৃত-ভারতীর কমনীয় কণ্ঠহারের দ্যুতিময় মধ্যমণি রঘুবংশে, সৌর নরপতিদিগের অন্যতমের প্রসঙ্গে রাজচরিত্রের অতি মনোজ্ঞতম অংশ প্রদর্শন করিয়াছেন। রাজাকে লোকে সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ মনে করিয়া আশ্বস্তহৃদয়ে বাস করিত। এক কথায় রাজা তখন প্রজার যথাসর্ব্বস্ব ছিলেন। রঘুবংশের সেই রাজ-চিত্রের সৌন্দর্য্য যিনি একবার দর্শন করিয়াছেন, তিনি জীবনে কখনও তাহা বিস্মৃত হইবেন না। কালিদাসের সেই—

"তেনার্থবান্ লোভপরাঙ্মুখেন
তেন ঘ্নতা বিঘ্নভয়ং ক্রিয়াবান্।
তেনাথ লোকঃ পিতৃমান্ বিনেত্রা
তেনৈব শোকাপনুদেন পুত্রী॥"

উক্তি সংস্কৃত সাহিত্যের বক্ষে কৌস্তভবৎ চিরদিন শোভা পাইবে।

নিঃসন্তান বণিকের যত কিছু ধনসম্পত্তি রাজায় আসিয়া অর্শিবে, বণিকের পিতৃ-পিতামহের এত কালের সঞ্চিত অর্থ, কষ্টার্জ্জিত অর্থ এবং সেই সঙ্গে ঐ বণিক-বংশের নাম পর্য্যন্ত ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া যাইবে, ইত্যাদি ভাবিতে ভাবিতে, ক্রমে নিঃসন্তান ভারত-সম্রাট্ নিজের বংশের পরিণাম-চিন্তায় ডুবিয়া গেলেন। পুরুবংশের বিলোপ অবশ্যম্ভাবী ভাবিয়া অধীর হইয়া পড়িলেন। আর্য্য নৃপতি তিনি, নিয়ম-সংযম, ধর্ম্ম-কার্য্য, বৈধ অনুষ্ঠান প্রভৃতি তাঁহার কুলের নিত্য ব্রত-স্বরূপ। সনাতন ধর্ম্মের পরিপন্থী কোনরূপ কর্ম্ম তাঁহার বংশে কখনও অনুষ্ঠিত হয় নাই। সর্ব্বদা সর্ব্ববিধ সদনুষ্ঠানের জন্য তাহার বংশ জগদ্বিখ্যাত। পাপের ছায়াও তাহারা মাড়ান না। পাপানুষ্ঠান ত পরের কথা। এত বড় সং-কর্ম্মান্বিত কুল তাঁহা হইতেই নির্ম্মূল হইল, কি পাপে, কোন্ অপকর্ম্মের পরিণামে, কাহার অভিশাপে এত বড় পুরুকুল ধ্বংস হইতে বসিয়াছে, ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার হৃদয় একান্ত কাতর হইয়া পড়িল। কিছু কালের জন্য সে হৃদয় হইতে, কণ্ব, কণ্বাশ্রম, কণ্বদুহিতা সমস্তই অন্তর্ধান করিল। যত কিছু আত্মভাবনা, আপনার ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, স্বস্তি-অস্বস্তি, সমুদয় তিরোহিত হইল, এবং তৎপরিবর্ত্তে ঐ নির্ব্বংশ হওয়ার চিন্তা আসিয়া সে হৃদয় জুড়িয়া বসিল। সম্ভাবিতপুত্রা শকুন্তলার বল্লভ আজ ঐ দুশ্চিন্তায় চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। হায় ! এমন দিনে শকুন্তলা কোথায় ? সে যদি থাকিত, রাজ-সংসারের লক্ষ্মীরূপিণী তাহাকে সসত্ত্বা জানিয়াও রাজা তাহাকে ত্যাগ করিয়াছেন, তীক্ষ্ণ, অতি কঠোর বাক্যবাণে জর্জ্জরিত করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছেন, উপস্থিত, উপযাচিকা হইয়া উপস্থিত মঙ্গলময়ীকে বিদায় করিয়াছেন, এখন আর সে অতীতের অনুশোচনায় লাভ কি ? কত বড় অভাগ্য তিনি ! তাঁহার পিতৃপুরুষরা, তাঁহার অভাবে এক গণ্ডূষ জলও পাইবেন না। তৃষ্ণায় তাঁহারা অমৃতধামে থাকিয়াও মৃতকল্প হইবেন, হায় ! এত দিনে পুরুবংশীয়দের বংশধারা

বিলুপ্ত হইল, যাহা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল, তাহা কার্য্যে পরিণত হইল! ভাবিতে ভাবিতে এবং বিলাপ করিতে করিতে দুষ্মন্ত মোহপ্রাপ্ত হইলেন। সামাজিকগণও রাজাকে তথাবিধ বিলপমান এবং তদবস্থায় মূর্চ্ছিত দেখিয়া ... উঠিলেন, "কি হইল, এ আবার কি নূতন বিপদ" ভাবিতে ভাবিতে আকুল হইয়া পড়িলেন। এমন সময়ে নেপথ্য হইতে ধ্বনি হইল—"অব্রহ্মণ্যম্।" অব্রহ্মণ্য শব্দের প্রকৃত অর্থ হইল অবধ্যতার প্রার্থনা। অর্থাৎ যাহাতে আমি নিহত না হই, তাহাই তোমরা কর, এইরূপ অর্থ ... করা। ইন্দ্রসারথি মাতলি কর্ত্তৃক আক্রম্যমাণ ...ক ঐ কাতর ও প্রার্থনা-বাচক 'অব্রহ্মণ্য' শব্দ ...। কিন্তু সামাজিকগণ ত তাহা জ্ঞাত ছিলেন ...াপ করিতে করিতে রাজা যেমন মূর্চ্ছিত হইলেন, নেপথ্য হইতেও ঐ "অব্রহ্মণ্য" অর্থাৎ "রক্ষা কর" ...রিত হওয়ায়, সমবেত দর্শকমণ্ডলীর হৃদয় রাজার ... জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। কি উপায়ে মুমূর্ষু ...চানো যাইতে পারে, চিন্তায় দর্শকবৃন্দ সমাকুল ...

...ইরূপ রোমাঞ্চকর ঘটনা-বৈচিত্র্যের সমাবেশপূর্ব্বক, ...স, শকুন্তলা নাটকখানাকে যতই সমাপ্তির দিকে ...াইতেছেন, ততই যেন কেমন একটা অপূর্ব্ব বিস্ময়রসে ...ত করিয়া তুলিতেছেন। শারদচন্দ্র যেন ক্রমে পূর্ণিমার নিশিতে উদিত হইতেছেন।

রাজার এই প্রকার দুঃখময়ী অবস্থায় সানুমতী আনন্দিত হৃদয়ে নাচিতে নাচিতে চলিয়া গিয়াছে। স্বর্গবাসিনী শকুন্তলাকে, তাহার পরিত্যাগকারীর এই দশা বলিয়া দুঃখিনীর দুখের লাঘব করিবে। দর্শকগণ জানিয়াছেন, সানুমতীই যাওয়ার সময়ে বলিয়া গিয়াছে যে, নিশিদিন শকুন্তলা কাঁদিয়া কাটাইতেছে, এখন এই সংবাদে, তাহার ন্যায়, তাহার জন্য রাজাও যে কাঁদিয়া দিনযাপন করিতেছেন, এই সুখের সংবাদে শকুন্তলার বুক জুড়াইবে, আগুনে ...ড়িবে।

...র অবস্থা ত দর্শকবৃন্দ প্রত্যক্ষই করিলেন, আর ...বর্ত্তিনী শকুন্তলার অবস্থাও সানুমতীর মুখে তাঁহারা শুনিয়াছেন। উভয়ের জন্য উভয়ের যে একই প্রকার দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, তাহা তাঁহারা ভালো করিয়াই বুঝিয়াছেন। রাজকৃত পরিত্যাগে শকুন্তলার যত দুঃখ, অজ্ঞাতসারে, মোহের বশে, শকুন্তলার পরিত্যাগরূপ আত্মকৃত অকার্য্যের জন্য রাজা ততোধিক দুঃখিত, অনুতাপের সহস্র বৃশ্চিক-দংশনে উন্মত্তপ্রায়। নিরপেক্ষ সামাজিকগণ দুই জনের জন্যই ব্যথিত, রাজা এবং শকুন্তলা, উভয়ের জন্যই আকুল। তবে স্বস্তির বিষয় এই যে, রাজার এতাদৃশ বিরহ-কাতর দশার সংবাদ যখন প্রত্যক্ষদর্শিনী সানুমতীর মুখে শকুন্তলা শুনিবে, তখন সে অনেকটা সান্ত্বনা পাইবে। আপাততঃ এইটুকুই আশাতীত লাভ। আর মিলন হউক না হউক, এইরূপ সংবাদেও বিচ্ছেদকাতর প্রিয়তমের তাদৃশী অবস্থা শ্রবণেও বিচ্ছিন্না কণ্বদুহিতার তাপিত হৃদয় শীতল হইবে। মিলন অপেক্ষা এ সংবাদ শুনিয়া বিরহিণীর যে অবস্থা ঘটে, তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর নহে।

বিষণ্ণ-হৃদয় সামাজিকবৃন্দের যখন এইরূপ নানা চিন্তায়, আত্মানুকূল ভাবনায় স্ব স্ব অন্তঃকরণ কতকটা প্রকৃতিস্থ, "তবুও মন্দের ভালো" ভাবিয়া তাহারা কতকটা দুর্ভাবনা-বিমুক্ত, এমনই সময়ে ইন্দ্রসারথি মাতলি আসিয়া, দেব-কার্য্যের জন্য, দেবরাজ ইন্দ্রেরও অজেয় দানবগণের ধ্বংস-সাধনের উদ্দেশ্যে পুরোত্তম দুষ্যন্তকে মহা খাতির করিয়া স্বর্গে লইয়া গেল। অমরলোক বিপন্ন, মরলোকের অধীশ্বর তাহার রক্ষার জন্য ছুটিলেন। সামাজিকগণ এবার চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহাদের দুষ্যন্ত কত বড় বীর, কত বড় শক্তিধর পুরুষ, তাঁহারা যাঁহাকে কত কি রঙ্গে বিচিত্র করিয়াছিলেন, যাঁহার সম্বন্ধে কত কি ভাবিয়াছিলেন ও এখনও ভাবিতেছেন, সেই রাজাধিরাজ-চক্রবর্ত্তীর মহনীয়ত্ব, বিশালত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাঁহারা অবাক্ হইলেন। তাঁহারা তখন তার-কণ্ঠে ও সমস্বরে কহিলেন:—

"তব বর্ত্মনি বর্ত্ততাং শিবং
পুনরস্তু ত্বরিতং সমাগমঃ॥"

(নৈষধ) ১—১০॥

সপ্তমঃ অঙ্কঃ

(ততঃ প্রবিশতি আকাশযানেন রথাধিরূঢ়ো রাজা মাতলিশ্চ)

রাজা।— মাতলে! অনুষ্ঠিত-নিদেশোঽপি মঘবতঃ সৎক্রিয়াবিশেষাৎ অনুপযুক্তমিবাত্মানং সমর্থয়ে ॥ ১ ॥

মাতলিঃ।— (সস্মিতম্) আয়ুষ্মন্! উভয়মপি অপরিতোষং সমর্থয়ে—

প্রথমোপকৃতং মরুত্বতঃ প্রতিপত্ত্যা লঘু মন্যতে ভবান্।
গণয়ত্যবদানবিস্মিতো ভবতঃ সোঽপি ন সৎক্রিয়াগুণান্ ॥ ॥ ২ ॥

রাজা।— মাতলে! মা মা এবম্। স খলু মনোরথানামপ্যভূমিঃ বিসর্জনাবসর-সৎকারঃ।
মম হি দিবৌকসাং সমক্ষমর্দ্ধাসনোপবেশিতস্য
অন্তর্গতপ্রার্থনমন্তিকস্থং জয়ন্তমুদ্বীক্ষ্য কৃতস্মিতেন।
আমৃষ্ট-বক্ষো হরিচন্দনাঙ্কা মন্দারমালা হরিণা পিনদ্ধা ॥ ॥ ৩ ॥

অন্বয়।—ভবান মরুত্বতঃ প্রতিপত্ত্যা (সৎকারেণ) প্রথমোপকৃতং লঘু মন্যতে, সঃ (ইন্দ্রঃ) অপি ভবতঃ অবদান বিস্মিতঃ (সৎকৃত ভুজিয়মানকল্পরূপ ভবৎ কর্মণা চমৎকৃতঃ সন্) সৎক্রিয়াগুণান ন গণয়তি (ময়া ন কশ্চিৎ সৎকৃত ইতি মন্যতে) ॥ ২ ॥

অন্তর্গতপ্রার্থনম্ অন্তিকস্থং জয়ন্তম্ উদ্বীক্ষ্য কৃতস্মিতেন হরিণা আমৃষ্টবক্ষো হরিচন্দনাঙ্কা মন্দারমালা দিবৌকসাং সমক্ষম্ অর্দ্ধাসনোপবেশিতস্য মম পিনদ্ধা ॥ ৩ ॥

বঙ্গার্থ।— (আকাশপথে রথে চড়িয়া রাজা দুষ্মন্ত এবং ইন্দ্রসারথি মাতলির প্রবেশ)

রাজা।—মাতলি! নিজ দেবরাজের আদেশ আমি যথাসাধ্য পালন করিয়াছি তথাপি, তিনি যেরূপ আদর-যত্ন করিয়াছেন, আমার বিশ্বাস, তাহার আমি উপযুক্ত নই ॥ ১ ॥

মাতলি।—(সহাস্যে), আয়ুষ্মন্! সত্য সত্য বটে। আপনারা উভয়েই অপরিতৃপ্ত বলিয়া আমার ধারণা। কেননা, দেবরাজের আদর-যত্ন দেখিয়া আপনি দানব-বিজয়ের দ্বারা তাঁহার যে মহান উপকার করিয়াছেন, তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর ভাবিতেছেন; আবার আপনার অলৌকিক বীরত্ব দর্শনে চমৎকৃত হইয়া দেবরাজও আপনাকে যে আদর যত্ন করিয়াছেন, তাহা কিছুই হয় নাই, মনে করিতেছেন। ২ ॥

রাজা।—না না মাতলি, তা নয়। বিদায়কালে তিনি যে আতিথ্য করিয়াছেন, তাহা আমি চিন্তাও করিতে পারি না। সমস্ত দেবতার সমক্ষে তিনি আমাকে তাঁহার সিংহাসনের একাংশে বসাইয়া তাঁহার নিজের কণ্ঠের মন্দার-কুসুমের মালা স্বহস্তে মদীয় কণ্ঠে পরাইয়া দিয়াছেন। নিকটেই তৎপুত্র জয়ন্ত দাঁড়াইয়া লোলুপ নয়নে সেই মালাগাছটির দিকে চাহিয়াছিল, বাসনা, পিতা পুত্রকেই মালাছড়া দিবেন, কিন্তু দেবরাজ একবার সস্মিতমুখে পুত্রের দিকে তাকাইলেন মাত্র, মালা দিলেন না। ঐ হাসির অর্থ কি জানো? 'তুমি পুত্রই হও, আর যেই হও, এ মালা দুষ্মন্তেরই প্রাপ্য, তোমার নহে"—এই অর্থই ঐ হাসিতে খ্যাপন করিতেছিল। ভাই! সে কি যে-সে মালা! দেবরাজের বক্ষঃস্থল দুর্লভ হরিচন্দনে চর্চ্চিত ছিল, এবং সেই চন্দন ঐ মালায় লিপ্ত হইয়া তাহার শ্রী ও সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত করিতেছিল, এমন মালা কিনা আমাকে তিনি পরাইলেন! ॥ ৩ ॥

তাৎপর্য্য।—ইন্দ্র স্বর্গ হইতে মাতলিকে দিয়া নিজের রথ পাঠাইয়াছিলেন, দানবযুদ্ধ উপস্থিত, দুষ্মন্তকে স্বর্গে যাইতে হইবে। দুষ্মন্ত, অঙ্গুরীয়ক দর্শনের পর হইতেই শকুন্তলার চিন্তায় একটু বিমনায়মান ছিলেন। কিন্তু মাতলি কর্ত্তৃক বিদূষকের প্রাণসঙ্কট বিড়ম্বনে এবং স্বর্গাধিপতি দেবরাজের আহ্বান-গৌরবে, তাঁহার সে বৈমনস্য তিরোহিত হইয়াছে। "নবীভূত-বীর্য্য" হইয়া তিনি স্বর্গলোকে যাত্রা করিয়াছেন। শুভযাত্রার সময়ে, বীরচূড়ামণি বীরোত্তমের

মাতলিঃ।— কিমিব নাম আয়ুষ্মান্ অমরেশ্বরান্ নাহতি। পশ্য—

সুখ-পরস্য হরেরুভয়ৈঃ কৃতং ত্রিদিবমুদ্ধৃত-দানব-কণ্টকম্।
তব শরৈরধুনানতপর্ব্বভিঃ পুরুষকেশরিণশ্চ পুরা নখৈঃ॥ ॥ ৪ ॥

রাজা।— অত্র খলু শতক্রতোরেব মহিমা স্তুত্য।

সিধ্যন্তি কর্ম্মসু মহৎস্বপি যন্নিয়োজ্যাঃ সম্ভাবনাগুণমবেহি তমীশ্বরাণাম্।
কিংবাভবিষ্যদরুণস্তমসাং বিভেত্তা তং চেৎ সহস্রকিরণো ধুরি নাকরিষ্যৎ॥ ॥ ৫ ॥

অন্বয়।—অধুনা আনতপর্ব্বভিঃ তব শরৈঃ, পুরা (আনতপর্ব্বভিঃ) পুরুষকেশরিণঃ নখৈঃ চ—(ইতি) উভয়ৈঃ, সুখপরস্য হরেঃ ত্রিদিবম্ উদ্ধৃতদানবকণ্টকং কৃতম্॥ ৪॥

নিযোজ্যাঃ (অধিকৃতাঃ ভৃত্যাঃ ইত্যর্থঃ) মহৎসু (অতিদুষ্করেষু) অপি কর্ম্মসু সিধ্যন্তি (ইতি) যৎ, তম্ ঈশ্বরাণাং সম্ভাবনা-গুণম্ (অয়মেব এতৎ কার্য্যং কর্ত্তুং সমর্থঃ ইত্যেবংরূপস্য নির্দ্ধারণস্য মহিমানম্) অবেহি। অরুণঃ (সূর্য্যসারথিঃ) তমসাং বিভেত্তা অভবিষ্যৎ কিম্—চেৎ (যদি) সহস্রকিরণঃ তম্ (অরুণং) ধুরি ন অকরিষ্যৎ॥৫॥

বঙ্গানুবাদ।—মাতলি।—আয়ুষ্মন্! এমন কি বস্তু আছে, যাহা অমরনাথ ইন্দ্রের আপনাকে অদেয় হইতে পারে? এই দেখুন, স্বর্গাধিপতি ইন্দ্র চিরকাল যে নিশ্চিন্ত মনে বিষয় সম্ভোগ-সুখে নিমগ্ন রহিয়াছেন, ইহার দুইটি মাত্র কারণ। একটি নরসিংহরূপে পূর্ব্বে একবার উপেন্দ্র আকুঞ্চিত খর নখরাজির দ্বারা স্বর্গলোকের বক্ষ হইতে দানবরূপ তীক্ষ্ণ কণ্টককুল উৎপাটিত করিয়াছিলেন, আর এখন বক্রগ্রন্থি সুতীক্ষ্ণ শরজালের দ্বারা আপনি আবার অপর দানবকুল নির্ম্মূল করিলেন, তাই ত ইন্দ্র নিরুদ্বেগে ভোগসুখে রত॥ ৪॥

রাজা।—ইহাতে আমার কোনই কৃতিত্ব নাই, ইহা অমরনাথেরই মাহাত্ম্য। কেন না, অত্যন্ত দুঃসাধ্য দুঃসাধ্য কর্ম্মে অধীনস্থ ব্যক্তিরা যে সাফল্য লাভ করে, তাহাতে তাহাদের প্রভুরই মাহাত্ম্য খ্যাপিত হয়। যেহেতু, প্রভু যদি তত্তৎ ভৃত্যের দ্বারা সেই সেই কার্য্য সম্পন্ন হইবে, ইহা না বুঝিতেন, তবে তাহাদিগকে কখনও তাদৃশ কার্য্যে নিযুক্তই করিতেন না। সুতরাং প্রভুর নিয়োগবলেই তাহারা সেই সেই কর্ম্মে সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হয়। এই দেখুন, সূর্য্যদেব অরুণকে সারথিপদে নিয়োগ পূর্ব্বক সৌর রথের পুরোভাগে বসাইয়াছিলেন বলিয়াই ত অরুণ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই অন্ধকাররাশি দূর করিতে সমর্থ হন, নতুবা কি হইতেন?॥ ৫॥

ভাষায়, 'অমাত্য পিশুনকে' বলিয়া গিয়াছেন,—'তুমি অনন্যমনে রাজকার্য্য পর্য্যালোচন করিতে থাক, আমি ধনুককে ছিলা বাঁধিয়া অন্য কার্য্যে চলিলাম। রাজকার্য্য আপাততঃ আমি দেখিতে পারিব না।" ভারত-সম্রাটের এই বীরোক্তি-বিদ্যুৎ-প্রভায়, তদীয় সাম্রাজ্য লক্ষ্মীর কিরীটমণি যেন ঝলসিয়া উঠিল। বাহু সম্ভ ক্ষণকালের জন্য, সগৌরবে দুষ্মন্তের উৎসাহ-সূর্য্যদীপ্ত মুখের দিকে চাহিয়াই সসম্মানে চক্ষু নামাইয়া লইল। তাহাদের চিরপ্রিয় রাজরাজেশ্বর বিপন্ন স্বর্গাধিপতির বিপন্নিবারণের জন্য ছুটিয়াছেন, মর্ত্তের রাজা স্বর্গের রাজার সম্মানরক্ষার জন্য ধনুর্ব্বাণ হস্তে ছুটিয়াছেন,—ভাবিয়া সভাসদ্গণের মুখ একটা অনির্ব্বচনীয় আত্মসম্মানে ও আত্মগৌরবে দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

সানুমতীর মুখে, সামাজিকগণ পূর্ব্বেই জ্ঞাত হইয়াছেন যে, শকুন্তলা তাহার মাতা মেনকার তত্ত্বাবধানে অথবা ঐ রকম একটা কোন নিরুদ্বেগ স্থানে আছে। তাহার বিচ্ছেদে রাজার যে কি শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা তাড়াতাড়ি বলিবার জন্য—বলিয়া দুঃখিনী, পরিত্যক্তা শকুন্তলার দুঃখের কথঞ্চিৎ লাঘব করিবার জন্য, সানুমতী আকাশপথে ছুটিয়া গিয়াছে। তাহার নিকট বিচ্ছেদকাতর ও অনুতাপদগ্ধ প্রিয়তমের অবস্থা শুনিলে অভাগিনীর হৃদয়ের দুঃসহ দুঃখ অন্ততঃ কথঞ্চিৎ মন্দীভূত হইবে,—সে কতকটা সান্ত্বনা পাইবে,—ভাবিয়া পূর্ব্বেই সামাজিকবৃন্দ আশ্বস্ত হইয়াছেন। সানুমতী যাওয়ার সময়ে আপন মনে বলিয়া গিয়াছে যে,—মহেন্দ্রজননী অদিতি বিষাদিনী শকুন্তলাকে আশ্বাস দিয়া বলিয়াছেন যে, আর বেশী দিন এ কষ্ট থাকিবে না, অচিরেই দেবতারা এমন একটা কৌশল করিবেন যে, দুষ্মন্ত তাড়াতাড়ি আসিয়া স্বীয় সহধর্ম্মিণীকে লইয়া মর্ত্তে যাইবেন ও পূর্ব্বের মত রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিবেন। সুতরাং শকুন্তলার দুঃখের

মাতলিঃ।— সদৃশমিবেতৎ। (স্তোকমন্তরমতীত্য) আয়ুষ্মন্! ইতঃ পশ্য নাক-পৃষ্ঠ-প্রতিষ্ঠিতস্য সৌভাগ্যমাত্মযশসঃ—

বিচ্ছিত্তি-শেষৈঃ সুরসুন্দরীণাং বর্ণৈরমী কল্পলতাংশুকেষু।
বিচিন্ত্য গীতক্ষমমর্থজাতং দিবৌকসস্ত্বচ্চরিতং লিখন্তি॥ ॥ ৬ ॥

রাজা।—মাতলে! অসুর-সম্প্রহারোৎসুকেন পূর্ব্বেদ্যুর্দিবমধিরোহতা ন লক্ষিতঃ স্বর্গমার্গঃ। কতমস্মিন্ মরুতাং পথি বর্ত্তামহে। ॥ ৭ ॥

মাতলি - ত্রিস্রোতসং বহতি যো গগন-প্রতিষ্ঠাং জ্যোতীংষি বর্ত্তয়তি চ প্রবিভক্তরশ্মিঃ।
তস্য দ্বিতীযহরিবিক্রম-নিস্তমস্কং বাযোবিমং পরিবহস্য বদন্তি মার্গম্॥ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ।—অমী দিবৌকসঃ (দেবাঃ) গীতক্ষমম্ অর্থজাতং বিচিন্ত্য (ত্বচ্চরিতাৎ গানার্হং বিষয়ং নিশ্চিত্য নিশ্চিত্য) সুরসুন্দরীণাং বিচ্ছিত্তি-শেষৈঃ (অঙ্গরাগাবশিষ্টৈঃ) বর্ণৈঃ (পীত শুক্ল হরিৎ-লোহিতাদিভিঃ) কল্প-লতাংশুকেষু (কল্পলতাপল্লবেষু) ত্বচ্চরিতং লিখন্তি ॥ ৬ ॥

যঃ গগন-প্রতিষ্ঠাং ত্রিস্রোতসং বহতি, (যঃ) প্রবিভক্তরশ্মিঃ (সন্) জ্যোতীংষি বর্ত্তয়তি চ, ইমং তস্য পরিবহস্য বায়োঃ দ্বিতীয়হরিবিক্রমনিস্তমস্কং মার্গং বদন্তি ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ।—মাতলি।—ইহা আপনার উপযুক্ত উক্তিই বটে। বিনয়ের ইহ পরাকাষ্ঠা। আয়ুষ্মন্! একবার এই দিকে চাহিয়া দেখুন, স্বর্গেও আপনার কি অতুল যশঃ। ঐ দেখুন, দেবগণ আপনার উদার চরিত্রের হৃদয়হারী বিষয়গুলির গান-যোগ্য অংশ-সমূহ চিন্তা করিয়া করিয়া কেমন গান বাঁধিতেছেন এবং সেই গান, সুর-কামিনী-গণের অঙ্গরাগের পর শুক্ল, পীত, লোহিত প্রভৃতি যে রং অবশিষ্ট ছিল, তদ্দ্বারা কেমন কল্পলতাপল্লবে লিখিতে-ছেন। ক্ষিতীশ্বর! আপনি কত বড় ভাগ্যবান্ পুরুষ ॥৬॥

রাজা। মাতলি! অসুরদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে বলিয়া, মন বড়ই উৎসুক হইয়াছিল, তাই কাল যখন স্বর্গে আরোহণ করি, তখন বিচিত্র স্বর্গ পথ ভালো করিয়া দেখিতে পারি নাই। বলুন ত, আবহ, প্রবাহ, উদ্বহ, সংবহ, সুবহ, পরিবহ এবং পরাবহ—এই সাতটি বায়ু, ইহাদের কোন্ বায়ুর অধিকারবর্ত্তী পথে আমরা এখন চলিতেছি ॥ ৭ ॥

মাতলি। - শুনুন্ মহারাজ! বিষ্ণুর অঙ্গুষ্ঠমূল হইতে নিঃসৃত হইয়া মন্দাকিনী, অলকানন্দা এবং ভোগবতী নামে যে ত্রিপথগা গঙ্গা আছেন, তন্মধ্যে আকাশবর্ত্তিনী মন্দাকিনী যে বায়ুর অধিকারে প্রবাহিতা, নক্ষত্র-রাজির মরীচিমালা সম্যক্‌রূপে বিভাগ পূর্ব্বক যে বায়ু নক্ষত্রমণ্ডলকে আবর্ত্তিত করিয়া থাকে, আমরা যে পথে চলিতেছি, ইহা সেই পরিবহ নামক ষষ্ঠ বায়ুর পথ; বলিকে ছলনা করিবার সময়ে বামনরূপী ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর পদন্যাসের মাহাত্ম্যে এই পথ সর্ব্ববিধ কল্মষ হইতে বিমুক্ত ও পুণ্যাত্মক ॥ ৮ ॥

অমানিশার অবসান যে অদূরবর্ত্তী, ইহাও তাহারা বুঝিতে পারিয়াছেন। তবে কি করিয়া, কোন্ দিক্ দিয়া কেমন ভাবে এবং কখন যে সেই শুভ সম্মিলন সংঘটিত হইবে, তাহা কেহই জানে না বা বলিতেও পারে না।

আজ দর্শকদিগের কত কথা মনে পড়িতেছে। সেই কবে, একদিন গ্রীষ্মের দিবাবসানে, সর্ব্বপ্রথম তাঁহারা দুষ্মন্তকে যখন দেখেন, তখনও তাঁহার অদ্যকার মতনই সাজগোজ ছিল। তিনি "স-শর-চাপ-হস্ত" ছিলেন। (১ম অঙ্ক, ১৩) মৃগয়া করিতে গিয়া নিজেই মৃগ হইয়া পড়িয়াছিলেন, শকুন্তলার নব সঙ্কলিত প্রেম-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। আর আজ আবার সেই দুষ্মন্তই "স-শর-চাপ-হস্ত" হইয়া লোকান্তরে অনেক দূরে, অনেক ঊর্দ্ধে চলিলেন। বহু দিন, সেই শকুন্তলার সহিত মিলনের পর হইতে অদ্য পর্য্যন্ত দীর্ঘকাল রাজার এ রূপ তাঁহারা দেখেন নাই। নবীন প্রেমের দুর্নিবার তরঙ্গে ভাসমান দুষ্মন্তকে, দুর্ব্বাসার শাপবিমূঢ় কর্ত্তব্যপ্রিয় কঠোর-কর্কশ দুষ্মন্তকে, লব্ধস্মৃতি অনুতপ্ত ও বিরহক্ষাম বিধুর দুষ্মন্তকে তাঁহারা দেখিয়াছেন, কিন্তু অদ্যকার মত এমন উৎসাহের প্রতিমূর্ত্তিকে তাঁহারা বহুদিন দেখেন নাই; তাই তাঁহাদের আজ আনন্দের সীমা নাই। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়াছে, সুতরাং ঘর-সংসারই যাহাদের সর্ব্বস্ব, তাহারা আনন্দিত হইবেই ত। সামাজিকগণও হইয়াছেন।

রাজা।— মাতলে! অতঃ খলু স-বাহ্যান্তঃকরণো মমান্তরাত্মা প্রসীদতি। (রথাঙ্গমবলোক্য) মেঘপদবীম্ অবতীর্ণৌ স্বঃ। ॥ ৯ ॥

মাতলিঃ।— কথমবগম্যতে। ॥ ১০ ॥

রাজা।— অয়মরবিবরেভ্যশ্চাতকৈর্নিষ্পতদ্ভির্হরিভিরচিরভাসাং তেজসা চানুলিপ্তৈঃ।
গতমুপরি ঘনানাং বারিগর্ভোদরাণাং পিশুনয়তি রথস্তে শীকর-ক্লিন্ন-নেমিঃ॥ ॥ ১১ ॥

মাতলিঃ।— ক্ষণাদায়ুষ্মান্ স্বাধিকারভূমৌ বর্ত্তিষ্যতে। ॥ ১২ ॥

অন্বয়।—শীকর-ক্লিন্ন-নেমিঃ অয়ং তে রথঃ অর-বিবরেভ্যঃ নিষ্পতদ্ভিঃ চাতকৈঃ অচিরভাসাং তেজসা অনুলিপ্তৈঃ হরিভিঃ চ বারিগর্ভোদরাণাং ঘনানাম্ উপরি গতং (গমনং) পিশুনয়তি (সূচয়তি) ॥ ১১ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—মাতলি! এই জন্যই আমার বহিরিন্দ্রিয়রাজি, মন এবং দেহান্তর্ব্বর্ত্তী চেতন পুরুষ, সমস্তই যেন কেমন একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে আপ্লুত হইতেছে। (রথের চাকার দিকে চাহিয়া) এতক্ষণে আমরা বোধ হয়, মেঘসঞ্চরণের পথে আসিয়া নামিলাম ॥ ৯ ॥

মাতলি।—কি করিয়া বুঝিলেন? ॥ ১০ ॥

রাজা।—এই দেখুন, মেঘনিঃসৃত জলকণায় আপনার এই রথের চক্রপ্রান্তগুলি কেমন সিক্ত হইয়া গিয়াছে, আর চক্রশলাকাবলীর ফাঁক দিয়া চাতকগুলি কেমন বাহির হইয়া আসিতেছে, এবং সৌদামিনীর চঞ্চল দীপ্তিমালায়, রথের অশ্বসমূহের কলেবর কেমন যেন মাঝে মাঝে লেপিয়া যাইতেছে, এই সমুদয় দেখিয়া মনে হয়, নিশ্চয়ই জলপূর্ণ জলদমালার উপর দিয়া আমাদের রথ চলিতেছে ॥ ১১ ॥

মাতলি।—আর অতি অল্পকালের মধ্যেই, মহারাজ! আপনার নিজের রাজ্য পৃথিবীতে পৌঁছিতে পারিবেন ॥ ১২ ॥

ব্যাপাদ্যমান (বিপন্ন) বিদূষককে ছাড়িয়া মাতলি যখন হাসিতে হাসিতে আসিয়া বাণক্ষেপোদ্যত রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তখন দেবসারথির সেই সুপ্রসন্ন মূর্ত্তি-দর্শনে সমগ্র দর্শকসম্মিলনেরও হৃদয় প্রসন্নতায় ভরিয়া গেল। রাজাও তাড়াতাড়ি বাণ প্রতিসংহার করিলেন। তূণীরের বাণ তূণীরেই রাখিলেন। মাতলি যখন বলিলেন—"আমার উপর কেন? কত দৈত্য দানব এখনও অত্যাচার করিয়া বেড়াইতেছে, তাহারাই আপনার বধ্য, তাহাদিগকে ছাড়িয়া এ গরীবের উপর—আপনার একজন পুরাতন বন্ধুর উপর বাণক্ষেপে কি পৌরুষ বাড়িবে? রাজন্, সজ্জনের প্রসাদস্নিগ্ধ নয়নই সুহৃদের উপর পতিত হয়, রোষোদ্দীপ্ত নেত্র কদাপি পড়ে না", তখন বীরশ্রেষ্ঠ দুষ্যন্ত লজ্জায় এতটুকু হইয়া গেলেন। মাতলির উক্তিতে রাজার প্রাণের সেই শকুন্তলার প্রণয়ের ছিন্ন তারে ঘা লাগুক-না-লাগুক, দর্শকগণের কিন্তু লাগিল। তাঁহারা দেবেন্দ্র-সারথির ঐ উক্তিতে কেমন যেন উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিলেন। "সজ্জন"-চূড়ামণি দুষ্যন্তের সুহৃত্তমা কণ্বদুহিতা শকুন্তলার সহিত রাজার সেই প্রত্যাখ্যানকালের ব্যবহার, সেই রোষকলুষ কুটিল দৃষ্টিক্ষেপ,—সেই কত কি, তাঁহাদের হৃদয়ে উঁকিঝুঁকি মারিতে লাগিল। কিয়ৎকালের জন্য, তাঁহারা ঈষৎ বিমনা হইয়া পড়িলেন। কিন্তু মাতলির সহিত কথোপকথনে ক্রমে যখন স্বর্গের দানবের ব্যাপার প্রকাশ পাইল, এবং দুষ্যন্তের দেহ, আকার-প্রকার, ক্রমেই দেহান্তর্বাহী উত্তপ্ত ক্ষাত্র শোণিতের আভায় আলোহিত হইয়া উঠিল, তখন দর্শকবৃন্দও রসান্তরে আপ্লুত হইলেন।

আর একবারও ঠিক এইরূপ ব্যাপার দর্শকবৃন্দের প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে। সে বহুদিনের কথা। প্রাণভয়ে পলায়মান মৃগকে মারিবার উদ্দেশ্যে রাজা কত বন্ধুর পার্ব্বত্যপথে ছুটিয়াছিলেন এবং বাণ যোজনাপূর্ব্বক, "এই দেখ সারথি, মৃগটাকে মারিলাম"—বলিয়া বাণক্ষেপ করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা আর হইল না, অরণ্যচারী তাপসরা আসিয়া মাঝখানে দাঁড়াইল, বাধা দিল। আর ধনুর্দ্ধর রাজাও বাণটি খুলিয়া তূণীরে পুরিলেন। সেবারেও হয় নাই, এবারেও হইল না, দুইবারই হাতের বাণ হাতে রহিল। সেবারের ফল সকলেই বিদিত আছেন, এবারের ফল অবিজ্ঞেয়। তাই সামাজিকগণ উৎকণ্ঠিত-হৃদয়ে ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সেবার অরণ্যবাসীর বাধা, এবার স্বর্গবাসীর বাধা। সেবার অরণ্যে রত্নলাভ, এবার কোথায়?

সামাজিকদিগকে এইভাবে উৎকণ্ঠার সমুদ্রের তীরে বসাইয়া রাখিয়া, কবির কবি—কালিদাস, তদীয় প্রিয় নায়ককে মাতলির সহিত স্বর্গে পাঠাইয়া দিয়াছেন। অভিজ্ঞান-শকুন্তলের ষষ্ঠাঙ্কের শেষাংশ এইভাবে বুঝিয়া লইয়া সপ্তমাঙ্ক

রাজা।— (অধোঽবলোক্য) মাতলে! বেগাবতরণাদাশ্চর্য্যদর্শনঃ সংলক্ষ্যতে মনুষ্য-লোকঃ।

তথাহি—শৈলানামবরোহতীব শিখরাদুন্মজ্জতাং মেদিনী
পর্ণাভ্যন্তরলীনতাং বিজহতি স্কন্ধোদয়াৎ পাদপাঃ।
সন্তানৈস্তনুভাব নষ্ট-সলিলা ব্যক্তিং ভজন্ত্যাপগাঃ
কেনাপ্যুৎক্ষিপতেব পশ্য ভুবনং মৎপার্শ্বমানীয়তে॥ ॥ ১৩ ॥

মাতলিঃ।— সাধু দৃষ্টম। (সবহুমানং বিলোক্য) অহো উদাররমণীয়া পৃথিবী। ॥ ১৪ ॥

অন্বয়।—মেদিনী উন্মজ্জতাং শৈলানাং শিখরাৎ অবরোহতি (অধঃপততি) ইব, পাদপাঃ স্কন্ধোদয়াৎ (প্রকাণ্ডভাগানাং আবির্ভাবাৎ) পর্ণাভ্যন্তরলীনতাং (পত্রাবলীস্বারূপ্যং) বিজহতি, তনুভাবনষ্টসলিলাঃ (দূরত্বাৎ অতিসূক্ষ্মতয়া প্রতীয়মানাঃ) আপগাঃ (নদ্যঃ) ব্যক্তিং (সমীপবর্ত্তিতয়া বিস্তৃতিং) ভজন্তি, পশ্য—উৎক্ষিপতা (উর্দ্ধম্ উত্তোলয়তা) কেন অপি ভুবনং মৎপার্শ্বম আনীয়তে ইব ॥১৩॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—(নিম্নদিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক) মাতলি! সবেগে অবতরণ হেতু, নরলোকের কি বিস্ময়াবহ চিত্র দেখা যাইতেছে। ঐ দেখুন, পৃথিবী যেন পর্ব্বতের শিখরদেশ হইতে ক্রমে অধঃপতিত হইতেছে, পূর্ব্বে যখন আমরা অতি উচ্চে ছিলাম, তখন কিন্তু পর্ব্বতশীর্ষ এবং পৃথিবী একাকার বলিয়া মনে হইতেছিল। এখন পর্ব্বতের মাথাগুলি ক্রমে যতই জাগিয়া উঠিতেছে, ধরণী যেন ততই পর্ব্বতশীর্ষ হইতে নামিয়া পড়িতেছে। বৃক্ষাবলীর কাণ্ড-প্রকাণ্ডভাগগুলিও ক্রমে দৃষ্টির বিষয়ীভূত হইতেছে বলিয়া, পত্ররাশির মধ্য হইতে বৃক্ষসমূহ যেন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে। পূর্ব্বে এ ভাব ছিল না। পূর্ব্বে অতিদূরস্থ নিম্নস্থান নদ নদী সমূহের জল দেখাই যাইতেছিল না। এখন কিন্তু যত নীচে নামিতেছি, উহাদের জলরাশিও ততই স্পষ্টতররূপে পরিদৃষ্ট হইতেছে। মনে হইতেছে, কে যেন পৃথিবীটাকে সহসা উঁচু করিয়া আমাদের পাশে তুলিয়া ধরিতেছে ॥ ১৩ ॥

মাতলি।—বাঃ, মহারাজের কি নিপুণ দৃষ্টিশক্তি! (সগৌরবে ও সম্মানে দর্শন পূর্ব্বক) আহা! পৃথিবীর কি মহান্ এবং রমণীয় আকার! ॥ ১৪ ॥

দেখিতে আরম্ভ করিলেই কবির শিল্প-চাতুর্য্য এবং মাতলির আবির্ভাব প্রভৃতি বিষয়ের—কাব্যের উপযোগিতা বুঝিবার পথ অনেকটা সুগম হইতে পারে বলিয়া মনে হয়।

স্বর্গের দানব-যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া, শকুন্তলার প্রত্যাখ্যাতা দুষ্যন্ত মহেন্দ্রকর্ত্তৃক অত্যধিক সম্মানিত ও আদৃত হইয়াছেন এবং মাতলি-পরিচালিত ইন্দ্ররথে তাঁহার নিজরাজ্যে মর্ত্তে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন। সমরজয়ের উল্লাসে,—চরিতার্থতার চিরনবীন উৎসাহে দুষ্যন্ত হৃদয় সমুল্লসিত ও উৎসাহিত, তাহাতে আবার, মাতলি সে উল্লাস উৎসাহের মাত্রা আরও বর্দ্ধিত করিতেছেন। স্বর্গরাজ্য নিরাপদ হইল, ইন্দ্রের সম্মান রক্ষিত হইল, তাই ইন্দ্র-সারথি মাতলির আনন্দের সীমা নাই। দুই জনে উন্মুক্ত-হৃদয়ে কত কথা কহিতেছেন, কত বিশ্রব্ধ আলাপ করিতেছেন, আর মহেন্দ্র রথ সেই নির্ম্মল অসীম আকাশপথ-বাহিয়া চলিতেছে। দানব-যুদ্ধ বিজয়ী দুষ্যন্তের বিক্রম কাহিনী স্বর্গরাজ্যের প্রত্যেকের হৃদয়ে জাগরূক। দেবগণ সুরসুন্দরীদের অঙ্গরাগান্তে, অবশিষ্ট বর্ণিকার দ্বারা, কল্পতরুর নবীন বসনের পত্রে দুষ্যন্ত-চরিতের—দুষ্যন্ত কীর্ত্তির গীতযোগ্য পদাবলী রচনা-পূর্ব্বক লিখিয়া রাখিতেছেন, অবসরমত গান করিবেন। মাতলি অঙ্গুলি সঙ্কেতে দুষ্যন্তকে তাহা দেখাইলেন। বিনয়ভূষিত দুষ্যন্ত অমনি "এখন আমরা কোন বায়ুর অধিকার পথে চলিতেছি"—বলিয়া প্রসঙ্গান্তরে সে আত্মপ্রশংসা অন্তরিত করিলেন। যে দিন স্বর্গে আসেন,—অসুর যুদ্ধের জন্য মন অতিশয় উৎসুক ছিল, তাই স্বর্গপথের অতুল শোভা, রাজা সে দিন ভাল করিয়া দেখিতে পারেন নাই। আজ চিত্ত প্রসন্ন, জয়োল্লাসের নির্ম্মল প্রভায় সমুদ্ভাসিত, দুষ্যন্তের সেই দিকে দৃষ্টি পড়িল। তিনি স্থির নয়নে, স্বর্গপথের সেই অনুপম সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলেন। মেঘের উপর দিয়া রথ চলিয়াছে, মধ্যে মধ্যে জলদ গাত্রে সৌদামিনী খেলা করিতেছে, আর তাহার সেই চিরচঞ্চল দেহজ্যোতিঃ আসিয়া রথের অশ্বগাত্রে পড়িতেছে, অমনি অশ্বরাজি এক একবার জ্যোতির্ধারায় স্নাত হইয়া উঠিতেছে, সৌন্দর্য্য দর্শনপটু রাজা মাতলিকে তাহা দেখাইতেছেন। রথ অনেক উর্দ্ধে, পৃথিবী তাহার নিম্নে পড়িয়া আছে। মাটির ক্ষিতির কোনো গন্ধ ততদূর উঠিতেই পারে না। মর্ত্তের ভাবনা, মর্ত্তের হর্ষ বিষাদ, প্রণয়-বিরহ, দুঃখ-দারিদ্য—মর্ত্তের আত্মার্থ প্রবৃত্তি, পরার্থ বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতিতে যাহার হৃদয় কণ্টকিত, তাদৃশ ব্যক্তি বুঝি,

রাজা।— মাতলে! কতমোঽয়ং পূর্ব্বাপরসমুদ্রাবগাঢ়ঃ কনকরসনিস্যন্দী সান্ধ্য ইব মেঘ-পরিঘঃ সানুমানালোক্যতে। ॥ ১৫ ॥

মাতলিঃ।— আয়ুষ্মন্! এষ খলু হেমকূটো নাম কিম্পুরুষপর্ব্বতস্তপসাং সিদ্ধিক্ষেত্রম্। পশ্য—

স্বায়ম্ভুবান্ মরীচের্যঃ প্রবভূব প্রজাপতিঃ। সুরাসুর গুরুঃ সোঽত্র সপত্নীকস্তপস্যতি ॥ ১৬ ॥

অন্বয়। যঃ প্রজাপতিঃ স্বায়ম্ভুবাৎ (স্বয়ম্ভুবঃ ব্রহ্মণঃ তনয়াৎ) মরীচেঃ প্রবভূব (উৎপন্নঃ অভূৎ), সুরাসুর-গুরুঃ (সুরাণাং অসুরাণাং চ পিতা) সঃ (কশ্যপঃ প্রজাপতিঃ) অত্র (হেমকূটগিরৌ) সপত্নীকঃ (সন্) তপস্যতি (তপঃ করোতি) ॥১৬॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—মাতলি! সায়ংকালীন মেঘপঙ্ক্তির ন্যায় স্বর্ণবর্ণ-স্রাবী, পূর্ব্বসমুদ্র হইতে পশ্চিমসমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ঐ যে বিরাট মহীধর দেখা যাইতেছে, উহার নাম কি? ॥ ১৫ ॥

মাতলি।—আয়ুষ্মন্! ঐ পর্ব্বতের নাম হেমকূট, হরিবর্ষ হইতে কিম্পুরুষবর্ষকে ঐ পর্ব্বতেই পৃথক্ করিয়া দিতেছে, অর্থাৎ কিম্পুরুষবর্ষের সীমানা ঐ পর্ব্বত। তপস্যার এমন সিদ্ধিক্ষেত্র আর নাই। ওখানে তপস্যা করিলে, তাহাতে সিদ্ধি সুনিশ্চিত। দেখুন রাজন্! ব্রহ্মার মানসপুত্র মরীচি হইতে যে প্রজাপতি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, যিনি সুর এবং অসুরগণের পিতা, সেই প্রজাসৃষ্টি-কর্ত্তা কশ্যপ এই পর্ব্বতে সস্ত্রীক তপস্যা করিতেছেন ॥১৬॥

সেই নির্ম্মল শান্ত আকাশ পথের পথিক হইতে পায় না, তাই দুষ্যন্তের হৃদয় হইতে মর্ত্তের সমস্ত ভাবনা তিরোহিত হইয়াছে। মর্ত্তের কথা তিনি একেবারে ভুলিয়াই গিয়াছেন। সাক্ষাৎ চৈতন্যময় পুরুষরূপে উর্দ্ধে, অনেক উর্দ্ধে উঠিয়া তিনি আকাশ-পথ বাহিয়া চলিয়াছেন, আর অচৈতন্য জড় জগৎ তাঁহার নিম্নে,—অনেক নিম্নে পড়িয়া আছে। ইহা এক বিরাট্ দৃশ্য! কবির কল্পনা যে কত ব্যাপিনী, কত শক্তিশালিনী, ইহা তাহারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নিবিষ্ট মনে ভাবিলে মনে হয়, কালিদাসের শক্তিমতী কল্পনাসুন্দরী যেন স্বর্গমর্ত্ত্য জুড়িয়া বসিয়া আছেন, স্বর্গমর্ত্ত্য ব্যাপিয়া, সুন্দরীর অনবদ্য সৌন্দর্য্যের মণি-মাণিক্য-খচিত চন্দ্রাতপ প্রলম্বিত, আর বিশ্বস্থ সকল পদার্থ, জীব-জন্তু, কল্পনাসুন্দরীর সেই স্নিগ্ধ, কিরণমালী নয়ন-তর্পণ চন্দ্রাতপের অধোদেশে থাকিয়া উদ্‌ভ্রান্তভাবে ও উর্দ্ধ-নেত্রে তাহার বিরাট্ মহিমা দর্শন করিতেছে। দেখিতে দেখিতে, কখনো পুলকিত, কখনো স্তম্ভিত, বিস্মিত, কখনো বা বিমুগ্ধ ও আত্মবিস্মৃতির অতলতলে নিমগ্ন হইতেছে। কবির স্বর্গমর্ত্ত্যব্যাপিনী কল্পনার মোহনমন্ত্রপ্রভাবে দর্শকগণের হৃদয়ও ক্রমে স্বর্গীয়ভাবে আবিষ্ট হইয়া উঠিতেছে। সে হৃদয় হইতে মর্ত্তের ভাবনা, মর্ত্তের সুখ-দুঃখের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জল্পনা-কল্পনা দূর হইয়া যাইতেছে। মর্ত্তে থাকিয়া এবং মর্ত্ত্যবাসী হইয়াও ক্ষণকালের জন্য তাহারা স্ব স্ব ভাবে অনুপ্রাণিত হইতেছেন। এই প্রকারে, যখন দর্শকগণের হৃদয় স্বর্গের বিমলদীপ্তিতে দীপ্তিময়, সেই সময়ে, সেই নির্ম্মল-শান্ত হৃদয়ে, কবি, স্বীয় প্রভাব, আধিপত্য বিস্তার করিয়া লইতেছেন, মনের মত শিক্ষা-দীক্ষায়, ভাব-সম্পদে, সে হৃদয় শিক্ষিত, দীক্ষিত এবং সম্পন্ন করিয়া তুলিতেছেন। অংশু পরন্তু দর্শক বুঝিতেছেন না, যে, তাহার সেই মর্ত্ত্য-হৃদয়, কবির অনুকম্পায় তখন স্বর্গ্য-হৃদয়ে পরিণত। তাই বলিতেছিলাম, ইহা মহাকবির এক বিরাট্ দৃশ্য, অমর ভাস্কর-চূড়ামণির এক বিরাট্ চিত্রপট, এবং শক্তিমতী কল্পনাসুন্দরীর এক বিরাট্ ও প্রাঞ্জল মূর্ত্তি।

একবার রঘুবংশে, লঙ্কা-সমর-বিজয়ের পর রামসীতা যখন পুষ্পকারোহণে আকাশ-পথে অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হন, তখন কবি-কল্পনার এই প্রাঞ্জলমূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম। শত্রু-ক্ষয় হইয়াছে, দারাপহারী অজেয় রাবণের কুল নির্ম্মূল হইয়াছে, রামসীতার পুনর্ম্মিলন ঘটিয়াছে। অযোনিসম্ভবা সীতা—সাধ্বী, পতিব্রতা, আর তাঁহার রামও নিষ্কলঙ্ক-চরিত, দয়াময়,—উভয়ে এক হইয়া, একপ্রাণ হইয়া, মর্ত্তের শোভা দেখিতে দেখিতে, স্বর্গপথে নিজ রাজ্যের দিকে চলিয়াছেন। তাঁহারা উর্দ্ধে, অনেক উর্দ্ধে,—আর পৃথিবী তাহাদের নিম্নে,—অনেক নিম্নে পড়িয়া আছে। সেই একবার দেখিয়াছিলাম, নিম্নে জড় জগৎ, আর উর্দ্ধে চৈতন্যময় পুরুষ, আর এই আর একবার দেখিলাম,—নিম্নে জড় জগৎ, এবং উর্দ্ধে—অনেক উর্দ্ধে চৈতন্যময় পুরুষ।

দেখিতে দেখিতে রথ অনেক দূরে আসিল। মর্ত্তের অস্পষ্ট ছায়া দুষ্যন্তের নয়ন-গোচর হইল। ধরণীপতি দুষ্যন্ত, সেই দূরবর্ত্তিনী, "ঈষৎপ্রতীয়মানাবয়বা" ধরণীর "উদার রমণীয়া" মূর্ত্তি মাতলিকে দেখাইলেন। নিমেষমধ্যে অদূরে, "কনক-রস-নিস্যন্দী" "পূর্ব্বাপরসমুদ্রাবগাহী," "সান্ধ্যমেঘ-পরিঘবৎ" এক রক্তবর্ণ পর্ব্বত দৃষ্ট হইল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "উহার নাম কি?" মাতলি কহিলেন, "আয়ুষ্মন্! ঐ পর্ব্বতের নাম হেমকূট, উহা কিম্পুরুষবর্ষের সামান্তবর্ত্তী। ঐ পর্ব্বত তপস্বিগণের প্রধান সিদ্ধিক্ষেত্র। ভগবান্ কশ্যপ দেবমাতা অদিতির সহিত ঐ পর্ব্বতে তপস্যা করেন।" রাজা কহিলেন, "পূজ্যের পূজাব্যতিক্রম অবিধেয়, রথ স্থির কর, ভগবান্ ও ভগবতীকে প্রণাম করিয়া যাই।" রথ স্থির হইল। রাজা অবতীর্ণ হইয়া মাতলির সহিত অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

রাজা।— তেন হি অনতিক্রমণীয়ানি শ্রেয়াংসি। প্রদক্ষিণীকৃত্য ভগবন্তং গন্তুমিচ্ছামি ॥ ১৭ ॥

মাতলিঃ।— প্রথমঃ কল্পঃ। (নাট্যেন অবতীর্ণৌ)। ॥ ১৮ ॥

রাজা।—(সবিস্ময়ম্) উপোঢ়-শব্দা ন রথাঙ্গ-নেময়ঃ প্রবর্ত্তমানং ন চ দৃশ্যতে রজঃ।
অভূতল-স্পর্শতয়া নিরুদ্ধতস্তবাবতীর্ণোঽপি রথো ন লক্ষ্যতে ॥ ॥ ১৯ ॥

মাতলিঃ।— এতাবানেব শতক্রতোরায়ুষ্মতশ্চ বিশেষঃ। ॥ ২০ ॥

রাজা।— মাতলে! কতমস্মিন্ প্রদেশে মারীচাশ্রমঃ। ॥ ২১ ॥

মাতলিঃ।—(হস্তেন দর্শয়ন্)—
বল্মীকাগ্র-নিমগ্ন-মূর্ত্তিরুরসা সন্দষ্ট-সর্প-ত্বচা কণ্ঠে জীর্ণ-লতা-প্রতান-বলয়েনাত্যর্থ-সম্পীড়িতঃ।
অংসব্যাপিশকুন্তনীড়নিচিতং বিভ্রজ্জটা-মণ্ডলং যত্র স্থাণুরিবাচলো মুনিরসাবভ্যর্কবিম্বং স্থিতঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়।— অভূতল-স্পর্শতয়া রথাঙ্গনেময়ঃ উপোঢ়-শব্দাঃ ন (ভবন্তি), রজঃ চ প্রবর্ত্তমানং ন দৃশ্যতে। নিরুদ্ধতঃ তব রথঃ অবতীর্ণঃ অপি ন লক্ষ্যতে ॥ ১৯ ॥

যত্র অসৌ বল্মীকাগ্রনিমগ্নমূর্ত্তিঃ সন্দষ্টসর্পত্বচা উরসা (উপলক্ষিতঃ) জীর্ণ-লতা-প্রতান-বলয়েন কণ্ঠে অত্যর্থ-সম্পীড়িতঃ, অংসব্যাপিশকুন্তনীড়নিচিতং জটামণ্ডলং বিভ্রৎ, স্থাণুঃ ইব অচলঃ মুনিঃ অভ্যর্কবিম্বং স্থিতঃ ॥ ২২ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—তা হ'লে এত বড় একটা শুভ সুযোগ উপেক্ষা করিতে নাই। চলুন, ভগবান্ কশ্যপকে প্রদক্ষিণ করিয়া যাই ॥ ১৭ ॥

মাতলি —খুব ভালো প্রস্তাব, চলুন। (অবতরণের অভিনয়) ॥ ১৮ ॥

রাজা।—(সবিস্ময়ে) মাতলি! কি আশ্চর্য্য! তোমার রথ চলিতেছে, অথচ চাকার কোনরূপ শব্দ নাই, চাকার ঘর্ষণে বা অশ্বখুরের আঘাতে ধূলি দেখা যাইতেছে না, তুমি রথ থামাইলেও, ভূতলে স্পর্শ না হওয়ায়, থামিয়াছে বলিয়া বোঝাই যাইতেছে না ॥ ১৯ ॥

মাতলি। দেবরাজ ইন্দ্রের এবং আপনার রথের মধ্যে এইটুকুই প্রভেদ ॥ ২০ ॥

রাজা —মাতলি, কোন্ দিকে মারীচের আশ্রম? ॥ ২১ ॥

মাতলি।—(হাত দিয়া দেখাইয়া) রাজন্! ঐ যেখানে পত্র-পল্লব-বিহীন, শাখা-প্রশাখা-বিরহিত বৃক্ষবৎ নিশ্চল মুনি প্রখর সূর্য্যমণ্ডলের দিকে চাহিয়া আছেন, ঐ স্থানই হইল মারীচের আশ্রম। একবার ঐ তপস্বীর অবস্থা নিরীক্ষণ করুন। সেই কত কাল যুগ-যুগান্ত ধরিয়া তপস্যার রত আছেন, তাই উইএর মাটির ঢিপিতে মূর্ত্তির অনেকটা একেবারে ঢুবিয়া গিয়াছে। আর ঐ দেখুন, মাংসহীন বক্ষের উপর কত বড় সাপের খোলস জড়াইয়া রহিয়াছে, সাপে খোলস ছাড়িয়া গিয়াছে, জ্ঞান নাই, মুনি টেরও পান নাই, সাপও ভাবিয়াছে, উহা কোন একটা জড় পদার্থ। আর কণ্ঠদেশে বহুকালের কঠিন কঠিন লতায় কেমন গাঢ়ভাবে বেষ্টন করিয়া আছে, যেন শ্বাস ফেলিতেও বুঝি পারিতেছেন না। দুই স্কন্ধে আসিয়া জটা ঝুলিয়া পড়িয়াছে এবং তাহাতে কত পাখীতে কত নীড় বাঁধিয়াছে। কি কৃচ্ছ্রসাধ্য তপস্যাতেই ঐ মুনি ডুবিয়া আছেন, একটুও নড়াচড়া নাই, বা নড়িবার চড়িবার যো-ও নাই ॥ ২২ ॥

কালিদাস আর একবার 'পূর্ব্বাপর" অর্থাৎ পূর্ব্ব-সমুদ্র হইতে পশ্চিম-সমুদ্র পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হিমাচলের বর্ণন করিয়াছেন। কুমার-সম্ভবের সে বর্ণনার তুলনা নাই। এখন আবার প্রসঙ্গান্তরে "পূর্ব্বাপরসমুদ্রাবগাহী" বলিয়া সেই হিমালয়েরই নামান্তরে খ্যাত অংশান্তরের কথা তুলিয়াছেন।—হিমালয়কে তিনি বড়ই ভালবাসিতেন। আর একটি বস্তুও তাঁহার বড় প্রিয় ছিল। ভূপৃষ্ঠ হইতে আকাশের শোভা, এবং আকাশ হইতে ভূতলের শোভা, কতবার কত রকমে তিনি, তাঁহার প্রিয় পাঠক ও দর্শকদিগকে কতভাবে দেখাইয়াছেন। মেঘদূত, রঘুবংশ, শকুন্তলা, বিক্রমোর্ব্বশী প্রভৃতি ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আলোচ্যস্থলে, ভারতেশ্বরকে উর্দ্ধে—অনেক উর্দ্ধে উঠাইয়া তদীয় অধোবর্ত্তিনী সাম্রাজ্য-সমৃদ্ধি প্রদর্শনের ছলে দর্শকবৃন্দকে অপরূপ দৃশ্য উপহার দিলেন। ইহা আচন্দ্র-দিবাকর অক্ষয় হইয়া রহিবে। আর সমস্ত পুস্তক বাদ দিলেও, এই এক শকুন্তলা নাটকে অথবা ইহার এই এক চতুর্থাঙ্কে তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। সংস্কৃত-সাহিত্যে ইহা কৌস্তুভতুল্য, কোন দিন ম্লান হইবার নহে ॥ ১-১৮ ॥

রাজা।— নমস্তে কষ্ট-তপসে। ॥ ২৩ ॥

মাতলিঃ।—(সংযতপ্রগ্রহং রথং কৃত্বা) মহারাজ, এতৌ অদিতি-পরিবর্দ্ধিতমন্দারবৃক্ষং প্রজাপতেরাশ্রমং প্রবিষ্টৌ স্বঃ। ॥ ২৪ ॥

রাজা।— স্বর্গাদধিকতরং নির্বৃতিস্থানম্। অমৃতহ্রদমিব অবগাঢোঽস্মি। ॥ ২৫ ॥

মাতলিঃ।—(রথং স্থাপয়িত্বা) অবতরতু আয়ুষ্মান্। ॥ ২৬ ॥

রাজা।— (অবতীর্য্য) মাতলে, ভবান্ কথমিদানীম্। ॥ ২৭ ॥

মাতলিঃ।— সংযন্ত্রিতো ময়া রথঃ। বয়মপ্যবতরামঃ। (তথা কৃত্বা) ইত আয়ুষ্মান। (পরিক্রম্য) দৃশ্যন্তামত্রভবতাং ঋষীণাং তপোবন-ভূময়ঃ। ॥ ২৮ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—ওহে কঠোরতপা ঋষি, তোমাকে নমস্কার ॥ ২৩ ॥

মাতলি।—(অশ্বের রাশ টানিয়া ধরিয়া) মহারাজ! এই আমরা প্রজাপতি মারীচের আশ্রমে প্রবেশ করিলাম। ঐ যে মন্দারবৃক্ষ-সকল দেখিতেছেন, দেবমাতা অদিতি স্বহস্তে উহাদিগকে আদর-যত্ন করিয়া অত বড় করিয়া তুলিয়াছেন ॥ ২৪ ॥

রাজা।—এ যেন স্বর্গ হইতেও অধিকতর শান্তিময় স্থান। মনে হইতেছে, যেন অমৃতের হ্রদে অবগাহন করিতেছি ॥ ২৫ ॥

মাতলি।—(রথ থামাইয়া) এইবার নামুন দীর্ঘজীবিন্! ॥ ২৬ ॥

রাজা।—(রথ হইতে নামিয়া) মাতলি! তুমি কোথায় থাকিবে? ॥ ২৭ ॥

মাতলি।—রথ ঠিক করিয়া রাখিয়াছি, এখন আমিও নামিতেছি। আপনি এই দিকে আসুন। (একটু এগিয়ে) মহারাজ! জগৎপূজ্য ঋষিদিগের তপোবন-ভূমির অনির্ব্বচনীয় শোভা একবার নিরীক্ষণ করুন ॥ ২৮ ॥

তাৎপর্য্য।—রাজা দুষ্যন্ত অবতরণপূর্ব্বক, যতই চারিদিকে চাহিতেছেন, ততই অপার বিস্ময়-সাগরে ডুবিয়া যাইতেছেন। যে রথে আসিলেন, তাহা এক অপূর্ব্ব বিস্ময়কর, যে স্থানে আসিলেন, তাহা এক অদ্ভুত বিস্ময়কর,—যে পথ দিয়া আসিলেন, তাহার আদ্যন্তই বিস্ময়পূর্ণ; চারিদিক দিয়া নানারূপ,—কল্পনারও অগম্য বিস্ময়রাশি আসিয়া রাজাকে যেন ঘিরিয়া ফেলিল। তিনি মর্ত্তের রাজা, মর্ত্তেও বিস্ময় আছে বটে, কিন্তু তাহা সসীম। আর এই স্থান—মর্ত্তের অনেক উর্দ্ধে, অনেক উচ্চে,—অসীমের অনন্ত মহিমায় মহত্তম; এ স্থানের বিস্ময়ও অসীম। স-সীম ধরণীর অধিপতি তাই এই অসীমের রাজত্বে আসিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। রথ চলিতেছে, কিন্তু শব্দ নাই; চাকা ঘুরিতেছে, কিন্তু মাটিতে লাগিতেছে না; ঘোড়া ছুটিতেছে, কিন্তু ধূলি উড়িতেছে না। এ কি স্বপ্ন! এ সব কি করিয়া সম্ভব হয়? স্থান-মাহাত্ম্যে সারল্য-রস-বিধৌত-হৃদয় দুষ্যন্ত মাতলিকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মাতলিও এক কথায় রাজার সন্দেহ নিরাস করিলেন। "আর কতদূর" রাজার এই প্রশ্নে মাতলি যখন অঙ্গুলি-সঙ্কেতে রাজাকে দেখাইলেন যে, ঐ মারীচাশ্রম, তখন বিস্ময়-বিমুগ্ধ রাজা একেবারে স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। এরূপ স্থান, এরূপ ব্যাপার ত তিনি জীবনেও দেখেন নাই। মর্ত্তের রাজা তিনি স্বর্গের রাজার অমরাবতী দেখিয়াছেন, নন্দনবন দেখিয়াছেন, মর্ত্তস্থিত হইয়াও স্বর্গবৎ সুখ-শান্তিময় মালিনীতটের তপোবন দেখিয়াছেন, কিন্তু এমন মনোহর স্থান ত আর চোখে পড়ে নাই, এমন নির্বৃতিময় স্থান ত আর দেখেন নাই। এ যে স্বর্গ হইতেও মনোহরতর, শান্তিময়তর। তাঁহার মনে হইল, যেন তিনি অমৃতের হ্রদে অবগাহন করিতেছেন। যে হ্রদে অবগাহন করিলে, নর অমর হয়, দানব দেবতা হয়; ক্ষয়শীল অক্ষয়তা লাভ করে, যেন তেমনই কোনো অমৃত-হ্রদে তিনি ক্রমে ডুবিয়া যাইতেছেন। তাঁহার দেহ-মনঃ-প্রাণ কেমন যেন একটা অভূতপূর্ব্ব ও অশ্রুতচর প্রসন্নতায় ভরিয়া গেল। মাতলি রাজাকে কঠোরতপস্যামগ্ন ঋষিদিগের তপোবন-ভূমি দেখাইলেন। রাজা অনিমেষ-নয়নে ও বিস্ময়বিহ্বলহৃদয়ে দেখিলেন;—দেখিলেন,—শ্রেণীবদ্ধভাবে কল্পপাদপরাজি দণ্ডায়মান, কাহারো কোন অভিলাষই তাহারা অপূর্ণ রাখে না, অভিলাষ উদিত হইতেই যতটুকু বিলম্ব, পূরিত হইতে বিলম্ব হয় না; তবুও তাহাদের নিম্নে বসিয়া, কৃচ্ছ্রতপাঃ ঋষিগণ অনিলাশনে প্রাণযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন, কাঞ্চন-পদ্ম-পরাগ-বাসিত সলিলে স্নানাদি এবং রত্নশিলাতলে বসিয়া ধ্যান-ধারণাদি করিতেছেন, স্থিরযৌবনা অপ্সরোমণ্ডলীর মধ্যবর্ত্তী থাকিয়াও অভেদ্য সংযম-কবচে দেহ আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। দেখিলেন, অপরাপর মুনিগণ, যাদৃশ নির্বৃতিময়, সুখশান্তিময়, পবিত্র

রাজা।— নমু বিস্ময়াদবলোকয়ামি—

প্রাণানামনিলেন বৃত্তিরুচিতা সৎকল্পবৃক্ষে বনে
তোয়ে কাঞ্চন-পদ্ম-রেণুকপিশে পুণ্যাভিষেকক্রিয়া।
ধ্যানং রত্নশিলাতলেষু বিবুধস্ত্রী-সন্নিধৌ সংযমো
যৎ কাঙ্ক্ষন্তি তপোভিরন্যমুনয়স্তস্মিংস্তপস্যন্ত্যমী ॥ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়।—সৎ-কল্প-বৃক্ষে বনে উচিতা প্রাণানাং বৃত্তিঃ অনিলেন (সম্পাদ্যতে)। কাঞ্চন-পদ্ম-রেণু-কপিশে তোয়ে পুণ্যা অভিষেক-ক্রিয়া (সম্পাদ্যতে)। রত্ন-শিলা-তলেষু ধ্যানং (সম্পাদ্যতে)। বিবুধস্ত্রী-সন্নিধৌ সংযমঃ (সম্পদ্যতে)। অন্য-মুনয়ঃ তপোভিঃ যদ্ কাঙ্ক্ষন্তি, অমী (মুনয়ঃ) তস্মিন্ তপস্যন্তি ॥ ২৯ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—আমি যতই দেখিতেছি, ততই আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি, এ কি? অন্যান্য মুনি-ঋষিরা যেরূপ স্থান লাভ করিবার জন্য প্রাণ-পাতিনী তপস্যা করেন, ইঁহারা দেখিতেছি, তাদৃশ স্বপ্নেরও অগোচর স্পৃহণীয়তম স্থানে থাকিয়াও তপস্যা করিতেছেন! ইহার চেয়ে স্পৃহণীয় আর কি থাকিতে পারে? মাতলি! কল্পতরুর বনে থাকিয়াও ইঁহারা কেবল বায়ু-ভক্ষণের দ্বারা জীবন রক্ষা করিতেছেন, নতুবা এ বনে যিনি যাহা চান, তিনি ত তাহাই পাইতে পারেন। ঐ দেখুন, বাপীদীর্ঘিকার জলে কত সোনার পদ্ম বিকশিত এবং তাহার পরাগে জল কেমন পিঙ্গলবর্ণ, আর ঐ জলেই উঁহারা স্নানাহ্নিক প্রভৃতি করিয়া থাকেন। মণিশিলার উপর বসিয়া ইঁহারা সমাধিতে মগ্ন হন, আর অপ্সরামণ্ডলীর মধ্যে থাকিয়াও দুর্দ্দম ইন্দ্রিয়-সমূহের নিগ্রহ করেন। জন্ম-জন্মান্তরের কত কঠোর তপস্যার ফলে, হয় ত কেহ এতাদৃশ মনোহর স্থানে কদাচিৎ আসিতে পারেন, আর ইঁহারা এই স্থানের অধিবাসী হইয়াও, কি কামনায় পুনরায় তপস্যা করিতেছেন? ॥ ২৯ ॥

স্থান তিলেকের জন্য লাভ করিবার বাসনায়, অনন্ত কাল যাবৎ, কত কঠোর তপস্যায় শরীরপাত করেন, তাদৃশ স্থানে থাকিয়াও এই সকল ঋষি তপস্যায় রত। "কেনাপি কামেন তপশ্চচার।" রাজা আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। ভোগের যাবতীয় উপাদান অযাচিতভাবে উপনত থাকিলেও এই স্থান ভোগ-সুখ-পরাঙ্মুখ মহাপ্রাণ মহাজনে অলঙ্কৃত, সমৃদ্ধ। চরিত্রের দৃঢ়তায় এখানকার অধিবাসীরা অতুলনীয়। এখানে বিলাসের নাম-গন্ধও নাই, অথচ বিলাসের সমস্ত উপকরণ বিদ্যমান। ভোগভূমির অধিবাসী তিনি, ভোগ-বিমুখ এই মহাত্মাদিগের দর্শনলাভে কৃতকৃতার্থ হইলেন। মানব-জীবন ধন্য মনে করিলেন। বিস্ময়বিমূঢ় নৃপতিকে ইন্দ্র-সারথি বুঝাইয়া দিলেন যে, মহাপুরুষ যাঁহারা, তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা উত্তরোত্তর-পরিবর্দ্ধিনী, ক্রমবিসারিণী, সে আকাঙ্ক্ষার শেষ নাই। রাজা বুঝিলেন যে, তিনি কত ক্ষুদ্র, আর এই স্থানের অধিবাসীরা কত মহান্। সেই মর্ত্তে, মালিনীতটে এক দিন কণ্বাশ্রম দেখিয়াছিলেন, গ্রীষ্মের বনতোষিণী দেখিয়াছিলেন, অথবা শুধু বনতোষিণী কেন, তথায় যাহা যাহা দেখিয়াছিলেন, সে সমস্তই নশ্বর, মরণধর্ম্মা, আর এখানে যাহা যাহা দেখিলেন, সে সমস্তই অবিনশ্বর, অমর। সেখানকার সবই ক্ষুদ্র, স-সীম, আর এখানকার সমস্তই বিরাট্, অসীম, মাহাত্ম্যে অনন্য-সামান্য। রাজার হৃদয় এক অনির্ব্বচনীয় নিরাবিল শান্তির রসে আপ্লুত হইল! তিনি এক মহান্ আবেশময় ভাবের স্রোতে ভাসিয়া চলিলেন।

মাতলি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন,—ভগবান্ কশ্যপ, মহর্ষিপত্নীগণ-পরিবেষ্টিতা দাক্ষায়ণীকে পতিব্রতাধর্ম্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছেন। রাজা শুনিলেন,—এবং বুঝিলেন যে, পতিব্রতার মাহাত্ম্য কি অদ্ভুত। স্বয়ং 'দেবমাতা অদিতিও পতিব্রতা-ধর্ম্ম-শুশ্রূষু, আর দেবপিতা ভগবান্ মারীচ সেই ধর্ম্মের ব্যাখ্যাতা! এই স্বর্গাধিক পবিত্রতর আশ্রমেও পাতিব্রত্যের এত আদর, এত পূজা! রাজার মনে হইল, পতিব্রতা কামিনী ধন্যা, স্বর্গমর্ত্তরসাতলেরও পূজনীয়া। ক্রমে এক অশোকবৃক্ষের মূলে রাজা দাঁড়াইলেন, আর মাতলি ভগবান্ মারীচের সন্দর্শন-লাভের শুভ অবসর খুঁজিতে গেলেন।

বহুকাল পূর্ব্বে, মর্ত্তে সেই কণ্বাশ্রমে একদিন এমনইভাবে একাকী এক বৃক্ষমূলে দাঁড়াইয়া রাজা শকুন্তলার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন। সে অনেক দিনের কথা। তার পর কত কি হইয়া গিয়াছে। দুষ্মন্ত-শকুন্তলার সুখদুঃখময় জীবনের কত স্বপ্ন অতীত হইয়াছে। আজ কোথায় সেই শকুন্তলা! সেই বনতোষিণী, সেই সপ্তপর্ণবেদিকা, সেই মালিনী-সৈকতের নিভৃত লতাকুঞ্জ,—জীবনের সে সোনার স্বপন আর আসিবে না। আজ কোথায় সেই সব! রাজা সেই

মাতলিঃ।— উৎসর্পিণী খলু মহতাং প্রার্থনা। (পরিক্রম্য আকাশে) অয়ে বৃদ্ধশাকল্য! কিমনুতিষ্ঠতি ভগবান্ মারীচঃ। কিং ব্রবীষি?—দাক্ষায়ণ্যা পতিব্রতাধর্ম্মমধিকৃত্য পৃষ্টস্তস্যৈ মহর্ষি-পত্নী-সহিতায়ৈ কথয়তীতি। ॥ ৩০ ॥

রাজা।— (কর্ণং দত্ত্বা) অয়ে প্রতিপাল্যাবসরঃ প্রস্তাবঃ। ॥ ৩১ ॥

মাতলিঃ।— (রাজানম্ অবলোক্য) অস্মিন্ অশোকবৃক্ষমূলে তাবৎ আস্তাম্ আয়ুষ্মান্, যাবৎ ত্বামিন্দ্রগুরবে নিবেদয়িতুমন্তরান্বেষী ভবামি। ॥ ৩২ ॥

বঙ্গার্থ—মাতলি।—মহারাজ! যাঁহারা মহান্, তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষাও উত্তরোত্তর উৰ্দ্ধগামিনী হয়। তাঁহারা আরও বড় হইতে চান। (একটু এগিয়ে শূন্যে লক্ষ্য করিয়া) ওহে বৃদ্ধ শালক্য! (মারীচের পরিচারক) ভগবান্ মারীচ কি করিতেছেন? কি বলিলে? তৎপত্নী দেবমাতা দাক্ষায়ণী কর্তৃক পতিব্রতার ধর্ম্ম-বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া, তাঁহাকে সেই বিবরণ কহিতেছেন, আর অন্যান্য অনেক মহর্ষিপত্নী-বেষ্টিত হইয়া দেবমাতা তাহা শুনিতেছেন? ॥ ৩০ ॥

রাজা।—(কাণ দিয়া) এরূপ প্রসঙ্গে বাধা দেওয়া ঠিক নহে। একটু দেরী করা যাক্ ॥ ৩১ ॥

মাতলি।—দীর্ঘজীবিন্! আপনি একটু এই অশোকতরুর মূলে দাঁড়ান, আমি ততক্ষণ গিয়া,ইন্দ্রের পিতার নিকট আপনার আগমনবার্ত্তা নিবেদন করিবার সুযোগ খুঁজি ॥৩২॥

একদিন দাঁড়াইয়াছিলেন, আর আজ আবার, ঠিক তেমনভাবে একাকী এক আশ্রমপাদপের মূলে দাঁড়াইয়াছেন! তবে তখন ছিলেন তিনি অনাহত-হৃদয়, আর আজ তাঁহার হৃদয় দুঃখময় সংসারের নিষ্পীড়নে চূর্ণ-বিচূর্ণ। একাকী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া রাজা চারিদিকে চাহিতেছেন, আর তাঁহার হৃদয়ে যেন কেমন একটা পুরাতনী ছায়া আসিতেছে, সরিতেছে, ডুবিতেছে। রাজা ভাল করিয়া কিছুই ধারণা করিতে পারিতেছেন না, উদ্‌ভ্রান্তভাবে একাকী দাঁড়াইয়াই আছেন। এমন সময়ে হঠাৎ আবার সেই দুষ্ট দক্ষিণ বাহু কাঁপিয়া উঠিল। সেই যখন কণ্ব-তপোবনে দাড়াইয়া ছিলেন, তখনও এই বাহু, এমনইভাবে কম্পিত হইয়াছিল! রাজার হৃদয়ে নিমেষমধ্যে যেন একটা তড়িৎ খেলিয়া গেল। সে তড়িদ্-বিলাসে, তিনি প্রথমে চকিত, পরে একান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। ভগ্ন হৃদয়ে কহিলেন, "বাহু, আর কেন? কি পূর্ণ করিবে তুমি? যাহার অভিলাষ ছিল, তাহাকে ত হারাইয়াছি। তবে আর বৃথা কাঁপিতেছ কেন?" রাজা এইভাবে যখন সেই প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলাকে স্মরণ করিয়া কম্পমান বাহুকে তিরস্কার করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে অন্তরাল হইতে কে যেন বিরক্তি-কর্কশ-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ছিঃ! চপলতা করিও না, ইহারই মধ্যে আপন স্বভাব পাইয়া বসিলে?" রাজা অবাক্ হইলেন! কে চপলতা করে? কে আপন স্বভাব পাইয়া বসিল? কে কাহাকে শাসন করিতেছে? ইহা ত শান্ত আশ্রম, এ স্থানে ত কাহারও প্রকৃতি চপল হইতে পারে না, তবে কে কাহাকে এমন কথা কহিল?—ইত্যাকার নানা চিন্তায় রাজা একান্ত উন্মনা হইলেন।

দুষ্মন্ত! তুমি পৃথিবীর রাজা, জ্ঞানবান্ পুরুষশ্রেষ্ঠ, তুমি বহু পুণ্যফলে আজ জগতের আদিজনক জননীর পবিত্র আশ্রমে উপস্থিত। তোমার বাহু স্পন্দিত হইল, তাহাতে অত বিস্মিত হও কেন? চাপল্য-প্রযুক্ত বাহুকে দোষারোপ করিতেছ কেন? প্রকৃতির নিয়মে যাহা ঘটিতেছে, তাহাতে কটাক্ষ কেন? স্বর্গে আসিয়াছ, মর্ত্তের রীতিনীতি, সুখদুঃখ ভুলিয়া যাও, মর্ত্তের কথা চিত্ত হইতে দূর কর। আসিতে-না-আসিতেই মর্ত্তের প্রকৃতি পাইয়া বসিলে কেন?—এইভাবে যেন অন্তরালের ঐ বাক্যধ্বনি আকাশে প্রতিধ্বনিত হইল।

দর্শকগণ চমকিয়া উঠিলেন। দক্ষিণ বাহু কম্পনের ফলাফল তাঁহাদের খুব ভালোই জানা আছে, এই নাটকেরই প্রথমাঙ্কে রাজার বাহু একবার কাঁপিয়াছিল, আর এখন আর একবার কাঁপিল এই শেষ অঙ্কে।—কম্পনে নাটকের প্রারম্ভ, কম্পনে দুষ্মন্ত-শকুন্তলার মিলন, পরে যখন কম্পন ছিল না, দুর্ব্বাসার শাপে সব অসাড় হইয়া পড়িয়াছিল,—তখন উভয়ের ছাড়া-ছাড়ি, আর আজ আবার কম্পন,—না জানি ইহারই বা ফল কত মধুময় হইবে,—এ চিন্তাও কচিৎ,—চিন্তাশীল দর্শকের হৃদয়ে উদিত হইতে লাগিল। কিন্তু পরক্ষণেই আবার, রাজার নৈরাশ্যব্যঞ্জক বিলাপে 'কেন বৃথা কাঁপিতেছ'—কথায় আবার পরমুহূর্ত্তেই তাঁহাদের সেই আশা-মরীচিকা কোথায় লুকাইল!

মালিনীতটে, পরমতপাঃ কশ্যপবংশীয় কণ্বের আশ্রমে বাহুস্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গেই রাজা শুনিয়াছিলেন, "ইদো ইদো সহীয়ো", সেই হইল শকুন্তলার প্রথম কণ্ঠধ্বনি, তখন তাহা বীণাধ্বনির ন্যায় অন্তরালবর্ত্তী দুষ্মন্তের কর্ণে মধুধারা বর্ষণ করিয়াছিল।

রাজা।— যথা ভবান্ মন্যতে (স্থিতঃ)। ॥ ৩৩ ॥

মাতলিঃ।—আয়ুষ্মন্! সাধয়াম্যহম্। (নিষ্ক্রান্তঃ) ॥ ৩৪ ॥

রাজা।—(নিমিত্তং সূচয়িত্বা)—মনোরথায় নাশংসে কিং বাহো স্পন্দসে বৃথা।

পূর্ব্বাবধীরিতং শ্রেয়ো দুঃখং হি পরিবর্ত্ততে ॥ ॥ ৩৫ ॥

(নেপথ্যে)—মা ক্খু চাপলং করেহু। কহং গদো এব্ব অত্তণো পইদিং ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়।—রাজা! হি (যতঃ) পূর্ব্বাবধীরিতং শ্রেয়ঃ (পূর্ব্বম্ উপেক্ষিতং সুখং) দুঃখং (সৎ) পরিবর্ত্ততে (দুঃখরূপেণ পরিণমতি), (অতঃ) মনোরথায় (অহম্) ন আশংসে, (ন প্রার্থয়ে)। কিং বৃথা স্পন্দসে (কম্পসে ?) ॥ ৩৫ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—মা খলু চাপলং কুরু, কথং গত এব আত্মনঃ প্রকৃতিম্ ॥ ৩৬ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—যেমন আপনার ইচ্ছা। (দাঁড়াইলেন) ॥ ৩৩ ॥

মাতলি।—আয়ুষ্মন্! চলুম। (প্রস্থান) ॥ ৩৪ ॥

রাজা।—(বাহুকম্পন লক্ষ্য করিয়া) বাহু! কেন বৃথা কাঁপিতেছ ? তোমার কম্পনের যে ফল, তাহার কোনো সম্ভাবনা আমার ভাগ্যে আর নাই, সে প্রার্থনা চিরদিনের মত সারা হইয়া গিয়াছে। কেন না, পূর্ব্বে উপনত সুখকে যে উপেক্ষা করে, সেই সুখ দুঃখরূপে পরিণত হইয়া সেই হতভাগ্যের সমক্ষে উপস্থিত হয়। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিলে তাহার পরিণাম দুঃখ, দুঃখ, অনন্ত দুঃখ ॥ ৩৫ ॥

(অন্তরাল হইতে হঠাৎ)

ছিঃ! চপলতা ক'রো না। এখানেও নিজের স্বভাব পেয়ে বস্‌লে! ॥ ৩৬ ॥

বাহুকম্পনের ফল, হাতে হাতে পাইয়াছিলেন। আর আজও সেই কশ্যপ-বংশীয় কণ্বের উর্দ্ধতন মূলপুরুষ কশ্যপের আশ্রমে বাহুস্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গেই শুনিলেন, 'মা খলু চাপলং কুরু,' চপলতা করিও না। ইহাও শকুন্তলা-পুত্রের প্রথম পরিচয়ধ্বনি। সেবারেও প্রথমে রমণীর কণ্ঠ, এবারেও প্রথমে রমণীর কণ্ঠ। তবে প্রভেদ এই, সেবারের সে স্বর মধুর হইতেও মধুরতর, আর এবার এ স্বর অতি কঠোর, রমণীর কণ্ঠস্বর হইয়াও তীব্রতায় পরিপূর্ণ। আরও একটু প্রভেদ আছে। সেবারকার সে মধুর স্বরলহরী স্বয়ং শকুন্তলার, আর এবারকার এ কর্কশধ্বনি শকুন্তলা-তনয়ের পরিচারিকার, শকুন্তলার বা শকুন্তলার পরিচারিকারও নহে, তাহার পুত্রের দাসীর। ভারতেশ্বরকে এত বড় তাড়া, 'ছি! ছাড়ো তোমার বদভ্যাস' বলিয়া এত বড় ধমক ইতিপূর্ব্বে বুঝি আর কেহ কখনো দেয় নাই, দিতে পারেও নাই। সেবার প্রথমোত্তমেই শকুন্তলা-সন্দর্শন, আর এবার, প্রথম শকুন্তলা-তনয়ের পরিচারিকার, পরে শকুন্তলা-তনয়ের, তার পর, অনেক দূরে, শকুন্তলার পুনঃসন্দর্শন-লাভ। সেবার সাক্ষাৎকার মর্ত্তে কশ্যপ-বংশীয় কণ্বের আশ্রমে, আর এবার সাক্ষাৎকার স্বর্গাধিক পবিত্রতর ও শান্তিময়তর, স্বয়ং কশ্যপ-মারীচের আশ্রমে। মহর্ষি কণ্ব কশ্যপের অর্থাৎ মারীচের সগোত্র, অধস্তন পুরুষ। সেবার যে বংশের অধস্তন পুরুষের আশ্রমে শকুন্তলা-প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল, এবার সেই বংশের আদি ও প্রধান পুরুষের আশ্রমে প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলার পুনঃপ্রাপ্তি ঘটিবে। দুইবারেই আশ্রম বটে। তবে উভয়ে অনেক প্রভেদ। সে আশ্রমের শকুন্তলা নিজে রাজার কাছে গিয়াছিলেন, রাজা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। আর এবার এ আশ্রমে শকুন্তলাকে, পায়ে পড়িয়া, ক্ষমা ভিক্ষা মাগিয়া, সাদরে গ্রহণ করিবার জন্য রাজা আসিয়াছেন। প্রত্যাখ্যানের স্থান মর্ত্ত, মিলনের স্থান স্বর্গ। সতীর সন্দর্শন করিতে হইলে, সতী-হৃদয়ের প্রকৃত মাহাত্ম্য বুঝিতে হইলে, স্বর্গীয় ভাব-সম্পদে আপন হৃদয় পরিপূর্ণ করিতে হয়, নতুবা, সতীর প্রকৃত স্বরূপ, যথাযথ মূর্ত্তি উপলব্ধি করা যায় না। মর্ত্তের বিষয়-বাসনা-জটিল এবং লালসার তীব্র হলাহল-কুটিল নয়ন সতী-দর্শনের অযোগ্য। লালসা-বিরহরূপ দিব্য অঞ্জনে যে নয়ন সুরঞ্জিত নহে, তাহার সতীসন্দর্শনের যোগ্যতা নাই। যাহারা সৌভাগ্যক্রমে সতী-হৃদয়-দর্শনে সমর্থ হন, তাঁহারা মর্ত্তবাসী হইয়াও অমরদুর্লভ শুভাদৃষ্ট-সম্পদে সম্পন্ন। তাঁহারা ধন্য, কৃত-কৃতার্থ। রাজা দুষ্মন্ত মারীচাশ্রমের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, প্রাকৃতিক মহত্ত্ব পূর্ব্বেই অনুভব করিয়াছেন, এখন তাহার আন্তর সৌন্দর্য্যও দর্শন করিলেন। সেখানকার চেতন অচেতন—সমস্তই মহৎ, পবিত্র, সেখানকার কথাবার্ত্তা, আলাপ-আপ্যায়ন সমস্তই নিষ্কলুষ, যাহা নীচ, ঘৃণিত, পঙ্কিল, তেমন কোনো বস্তু বা ভাব তথায় নাই, থাকিতে পারে না, এ সংসার ক্রমেই তাঁহার হৃদয়পটে স্থায়িভাবে আলিখিত হইল। সেখানকার পুরুষ যাঁহারা, পরমানন্দ চিন্ময়ের সাযুজ্যলাভে তাঁহারা ধন্য, ভাবমুক্ত, সেখানকার রমণীরূপিণী দেবী যাঁহারা, পাতিব্রত্যের অক্ষয় কবচে তাঁহারা আবৃত, হৃদয় তাঁহাদের

রাজা।— (কর্ণং দত্ত্বা) অভূমিরিয়মবিনয়স্য। কো নু খল্বেষ নিষিধ্যতে। (শব্দানুসারেণ অবলোক্য সবিস্ময়ম্) অয়ে! কো নু খলু অয়ম্ অনুবধ্যমানস্তপস্বিনীভ্যাম্ আবাল-সত্ত্বো বালঃ—

অর্দ্ধ-পীত-স্তনং মাতুরামর্দ্দক্লিষ্ট-কেশরম্।
প্রক্রীড়িতুং সিংহশিশুং বলাৎকারেণ কর্ষতি॥ ॥ ৩৭ ॥

(ততঃ প্রবিশতি যথানির্দ্দিষ্ট-কর্ম্মা তপস্বিনীভ্যাং বালঃ)

বালঃ।— জিম্ভ সিংহ, দন্তাইং দে গণইস্সং। ॥ ৩৮ ॥

প্রথমা।— অবিণীদ কিং ণো অবচ্চ ণিব্বিসেসাণি সত্তাণি বিপ্পঅরেসি। হন্ত বড্ঢই দে সংরম্ভো। ঠাণে কৃখু ইসিজণেণ সব্বদমণো ত্তি কিদ-ণামহেঅোসি। ॥ ৩৯ ॥

রাজা।— কিং নু খলু বালেঽস্মিন্ ঔরস ইব পুত্রে স্নিহ্যতি মে মনঃ। নূনম্ অনপত্যতা মাং বৎসলয়তি ॥ ৪০ ॥

দ্বিতীয়া।— এষা কৃখু কেসরিণী তুমং লঙ্ঘেই জই সে পুত্তঅং ণ মুঞ্চেসি। ॥ ৪১ ॥

বালঃ। – (সস্মিতম্) অম্হহে বলিঅং কৃখু ভীদো। (অধরং দর্শয়তি) ॥ ৪২ ॥

অন্বয়।—(অয়ং বালঃ) মাতুঃ অর্দ্ধপীত-স্তনং আমর্দ্দ-ক্লিষ্ট-কেশরং সিংহশিশুং প্রক্রীড়িতুং বলাৎকারেণ কর্ষতি॥ ৩৭ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—জৃম্ভস্ব সিংহ! দন্তান্ তে গণয়িষ্যামি॥ ৩৮ ॥

অবিনীত! কিং নঃ অপত্যনির্ব্বিশেষাণি সত্ত্বানি বিপ্রকরোষি। হন্ত বর্দ্ধতে তে সংরম্ভঃ। স্থানে খলু ঋষিজনেন সর্ব্বদমনঃ ইতি কৃত-নামধেয়ঃ অসি॥ ৩৯ ॥

এষা খলু কেশরিণী ত্বাং লঙ্ঘয়তি, যদি এতস্যাঃ পুত্রকং ন মুঞ্চসি॥ ৪১ ॥

অম্হহে বলীয়ং খলু ভীতঃ অস্মি॥ ৪২ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—(কাণ পাতিয়া শুনিয়া) কাহাকে এ ভাবে নিষেধ করা হইতেছে? (শব্দানুসারে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক সবিস্ময়ে) কি আশ্চর্য্য! যুবকের ন্যায় বলশালী এ বালকটি কে? দুই দুই জন তাপসীও ইহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিতেছে না। দুর্দ্ধর্ষ সিংহের শাবক তাহার মাতার স্তন্য-পান করিতেছিল, আর ঐ বালক দেখিতেছি, শাবকের কচি কচি জটগুলি টানিয়া, খেলা করিবার জন্য সবলে উহাকে আকর্ষণ করিতেছে! কি অদ্ভুত বালক! কে এ? ॥ ৩৭ ॥

(পূর্ব্বোক্তরূপে সিংহ-শাবক আকর্ষণকারী বালক ও দুইটি তাপসীর প্রবেশ)

বালক।—সিংহ, হাই তোল ত, তোর দাতগুলি গুণিয়া দেখি॥ ৩৮ ॥

প্রথমা।—অসভ্য শিশু, কেন আমাদের সন্তান-তুল্য জন্তুগুলিকে জ্বালাতন কচ্ছো? বটে! আমার কথায় আবার রাগ আরও বাড়ালো দেখ্‌ছি। ঋষিরা যে তোমার সর্ব্বদমন নাম রেখেছেন, তা, দেখছি, ঠিকই হয়েছে, নামটা বর্ণে বর্ণে ফলেছে॥ ৩৯ ॥

রাজা।—এ কি? এই বালককে দেখা অবধি ইহার উপর পুত্র-স্নেহ জন্মিতেছে কেন? আমি নিঃসন্তান, তাই বোধ হয় ইহাকে দেখিয়া মন বিগলিত হইতেছে॥ ৪০ ॥

দ্বিতীয়া।—শোনো সর্ব্বদমন! এই সিংহীর পুত্রকে যদি না ছাড়ো, তবে এ তোমাকে গিয়ে এখনি ধরবে॥ ৪১ ॥

বালক।—(হাসিয়া) ও বাবা! আমার বড্ড ভয় কচ্ছে। (ব'লেই অধর প্রদর্শন)॥ ৪২ ॥

চিদানন্দময়। দুষ্মন্ত—মর্ত্ত্যবাসী দুষ্মন্ত এইরূপ সংস্কারে প্রভাবিত হইয়া সেই অশোকপাদপমূলে দাঁড়াইয়া রহিলেন, আর ঐ আকস্মিক নারী-কণ্ঠধ্বনি, "চপলতা ছাড়ো"—শাসনবাক্য তাঁহার হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে নিরন্তর বাজিতে লাগিল।

প্রথমাঙ্কের "কুতঃ কলমিহাস্ত"র পর "ইদো ইদো সহীয়ো"র ন্যায় এই সপ্তমাঙ্কেও কালিদাস "কিং বাহো, স্পন্দসে মুধা"র পর "মা কৃখু চাপলং করেহ" এই অলঙ্কারশাস্ত্রসম্মত "পতাকাস্থানকের" বিন্যাস পূর্ব্বক, কাব্যের এই অংশটা একেবারে উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছেন। রসিক, ভাবগ্রাহী সহৃদয় সামাজিক এই কবি-কৌশলের চমৎকারিতায় বিমুগ্ধ হইয়াছেন॥ ২৫-৩৬ ॥

রাজা। — মহতস্তেজসো বীজং বালোঽয়ং প্রতিভাতি মে। স্ফুলিঙ্গাবস্থয়া বহ্নিরেধাপেক্ষ ইব স্থিতঃ ॥ ৪৩ ॥

প্রথমা। - বচ্ছ! এদং বালমইন্দঅং মুঞ্চস্সু, অবরং দে কীলণঅং দাইস্সং। ॥ ৪৪ ॥

বালঃ।— কহিং দেহু ণং (হস্তং প্রসারয়তি)। ॥ ৪৫ ॥

রাজা।— কথং চক্রবর্ত্তি-লক্ষণমপ্যনেন ধার্য্যতে? তথাহি অস্য -

প্রলোভ্য-বস্তু-প্রণয়-প্রসারিতো বিভাতি জাল-গ্রথিতাঙ্গুলিঃ করঃ।
অলক্ষ্য-পত্রান্তরমিদ্ধ-রাগয়া নবোষসা ভিন্নমিবৈক-পঙ্কজম্ ॥ ॥ ৪৬ ॥

দ্বিতীয়া। - সুব্বদে! ণ সক্কো এসো বাআমেত্তেণ বিরমাবেদুং। গচ্ছ তুমং মমকেরএ উড়এ মক্কণ্ডেঅস্স ইসিকুমারঅস্স বণ্ণচিত্তিদো মিত্তিআমোরও চিট্ঠই, তং সে উবহরসু। ॥ ৪৭ ॥

প্রথমা। — তহ। (নিষ্ক্রান্তা) ॥ ৪৮ ॥

বালঃ। — ইমিণা এব্ব দাব কীলিস্সং। (তাপসীং বিলোক্য হসতি)। ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়।—মহতঃ তেজসঃ বীজম্ অয়ং বালঃ স্ফুলিঙ্গাবস্থয়া স্থিতঃ এধাপেক্ষঃ বহ্নিঃ ইব মে প্রতিভাতি ॥ ৪৩ ॥

প্রলোভ্য-বস্তু-প্রণয়-প্রসারিতঃ জাল-গ্রথিতাঙ্গুলিঃ অস্য করঃ ইদ্ধ-রাগয়া নবোষসা ভিন্নম্ এক-পঙ্কজম্ ইব বিভাতি ॥ ৪৬ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—বৎস! এতং বালমৃগেন্দ্রং মুঞ্চ, অপরং তে ক্রীড়নকং দাস্যামি ॥ ৪৪ ॥

কুত্র? দেহি এতৎ ॥ ৪৫ ॥

সুব্রতে! ন শক্যঃ এষ বাচামাত্রেণ বিরময়িতুম্। গচ্ছ ত্বং মদীয়ে উটজে মার্কণ্ডেয়স্য ঋষিকুমারকস্য বর্ণ-চিত্রিতঃ মৃত্তিকাময়ূরঃ তিষ্ঠতি। তম্ অস্য উপহর ॥ ৪৭ ॥

তথা ॥ ৪৮ ॥

অনেন তাবৎ ক্রীড়িষ্যামি ॥ ৪৯ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—কি ভয়ানক বালক! একটা স্ফুলিঙ্গ যেন কাষ্ঠের অপেক্ষায় রহিয়াছে, যেমন কাষ্ঠখণ্ড পাইবে, অমনিই দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে, এখন শিশুকাল, তাই এখনও এই ভাবে আছে, যখন যৌবন আসিবে, দুর্দ্দমনীয় তেজে তখন শিশু জগতের অসহ্য হইয়া উঠিবে, আমার মনে হয়, এই বালকে অপ্রমিত প্রভাব লুকাইয়া আছে, সময় আসিলেই জ্বলিয়া উঠিবে ॥ ৪৩ ॥

প্রথমা।—বৎস! এই সিংহ-শিশুটিকে ছাড়ো, তোমাকে অন্য খেল্না দেবো ॥ ৪৪ ॥

বালক।—কৈ? আগে দাও। (হস্ত প্রসারণ) ॥ ৪৫ ॥

রাজা।—এ কি! এই শিশুর হাতে, দেখিতে পাইতেছি, চক্রবর্ত্তীর লক্ষণ রহিয়াছে। কেন না, লোভনীয় খেলনার আকাঙ্ক্ষায় হাতখানি যেমন বাড়াইয়াছে, আর অমনি তাহাতে রাজচক্রবর্ত্তীর চিহ্ন দেখা যাইতেছে। আঙ্গুলগুলি কেমন পরস্পর সংশ্লিষ্ট থাকিয়া শোভা পাইতেছে। দেখিলে মনে হয়, অতিপ্রত্যূষে যেন একটি পদ্ম ফোট-ফোট হইয়াছে, উষার অরুণিমায় স্ফুটনোন্মুখ কোমল কোরকও লাল হইয়া উঠিয়াছে, এখনও পাপ্ড়িগুলি ভালো করিয়া খোলে নাই, তবুও শোভায় ভরিয়া গিয়াছে ॥ ৪৬ ॥

দ্বিতীয়া।—সুব্রতে! শুধু কথায় ইহাকে থামানো যাবে না, তুমি আমার কুটীরে একবার যাও, গিয়া দেখ, ঋষি-কুমার মার্কণ্ডেয়ের শুক্ল-পীতাদি নানা বর্ণে চিত্রিত একটি মাটির ময়ূর আছে, তাহা এনে একে দাও ॥ ৪৭ ॥

প্রথমা।—আচ্ছা। (প্রস্থান) ॥ ৪৮ ॥

বালক।—যতক্ষণ সেইটা না পাই, ততক্ষণ এই সিংহ-শিশুকে নিয়াই খেলি। (বলিয়া তাপসীদের দিকে চেয়ে হাস্য) ॥ ৪৯ ॥

তাৎপর্য্য।—সেবারেও (প্রথমাঙ্ক ৪৪) 'ইদো ইদো সহীও' শুনিয়া সেই শব্দের অনুসরণে রাজা অগ্রসর হইয়াছিলেন, এবারেও 'মা কখু চাপলং করহ' (৩০) শব্দানুসরণে অগ্রসর হইয়া রাজা দেখিলেন,—এক সিংহ-শাবকের সহিত বিমর্দ্দনরত একটি বলিষ্ঠ বালক। মিলনের পথ চিরদিনই এক প্রকার, সনাতন, তবে পথিকের পাদ-বিন্যাস-কৌশলে সে পথের সুগম-দুর্গমতার ইতরবিশেষ ঘটিয়া থাকে।

রাজা।— স্পৃহয়ামি খলু দুর্ললিতায় অস্মৈ—

আলক্ষ্য-দন্ত-মুকুলাননিমিত্ত-হাসৈরব্যক্ত-বর্ণ-রমণীয়-বচঃপ্রবৃত্তীন্।

অঙ্কাশ্রয়-প্রণয়িনস্তনয়ান্ বহন্তো ধন্যাস্তদঙ্গরজসা মলিনীভবন্তি॥ ॥ ৫০ ॥

তাপসী। হোউ। ণ মং অঅং গণেই (পার্শ্বমবলোকয়তি)। কো এত্থ ইসিকুমারাণং। (রাজানমবলোক্য) ভদ্দমুহ এহ্ণ দাব মোচেহ্ণ ইমিণা দুম্মোঅহত্থগ্গহেণ ডিম্ভলীলাএ বাহীঅমাণং বালমইন্দঅং। ॥ ৫১ ॥

অন্বয়।—ধন্যাঃ অনিমিত্ত-হাসৈঃ আলক্ষ্য-দন্তমুকুলান্ অব্যক্তবর্ণরমণীয়বচঃপ্রবৃত্তীন্ অঙ্কাশ্রয়প্রণয়িনঃ তনয়ান্ বহন্তঃ (ক্রোড়ে দধতঃ) তদঙ্গরজসা মলিনীভবন্তি (ধূসরদেহাঃ ভবন্তি)॥ ৫০॥

প্রাকৃতানুবাদ।—ভবতু। ন মাম্ অয়ং গণয়তি। কঃ অত্র ঋষিকুমারাণাম্। ভদ্রমুখ! এহি তাবৎ, মোচয় অনেন দুর্মোচহস্তগ্রহেণ ডিম্ভলীলয়া বাধ্যমানং বালমৃগেন্দ্রম্॥ ৫১॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—আহা! এই দুরন্ত ছেলেটিকে আমার বড়ই ভালো লাগছে। বিনা কারণে যখন ফিক্ ফিক্ ক'রে হেসে উঠছে, তখন কচি কচি ফুলের কুঁড়ির মতন দাঁতগুলি ঈষৎ দেখা যাচ্ছে, একে আধো আধো কথা, তাতে অস্ফুট উচ্চারণ, শুনিতে কি মধুর, কাণ জুড়াইয়া যায়, কোলে আসবার জন্য কত উৎসুক, সমস্ত গায়ে ধূলি, শিশুর সবটুকুই মধুর, কত তপস্যা থাক্‌লে এমন সকল শিশুকে কোলে করা যায়, কত পুণ্য থাক্‌লে এমন সকল শিশুর গায়েব ধূলিতে নিজের দেহ ধূসর করা যায়॥ ৫০॥

তাপসী।—আচ্ছা, এ দুরন্ত শিশু, দেখছি, আমাকে মান্‌ছেই না। (পাশের দিকে চেয়ে) ঋষিকুমারদের কে এখানে আছ গো! (রাজাকে দেখিয়া) হে মহাশয়! একবার এই দিকে আসুন ত, এই নাছোড়বান্দা শিশুর হাত থেকে সিংহ-শাবকটিকে বাঁচান মহাশয়, আমরা ছাড়াতে পার্লুম না। এর ছেলেখেলায় সিংহ-শিশুটি মারা যেতে বসেছে॥ ৫১॥

শিশুদর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই লৌহবৎ দুষ্যন্তহৃদয় চুম্বকের আকর্ষণে টলিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু জ্ঞানী তিনি, জ্ঞানবলে চিত্তের স্থৈর্য্য-সম্পাদনে চেষ্টা করিতেছেন। শিশুকে দেখিয়াই মনে কেমন একটা অপত্যস্নেহের আবির্ভাব হইয়াছে,—হৃদয় যেন সৌরকরস্পর্শে তুষাররাশির ন্যায় বিগলিত হইয়া আসিতেছে, আর রাজাও ক্রমে দৃঢ়, দৃঢ়তর, দৃঢ়তম হইতে প্রয়াস পাইতেছেন। দুর্ব্বলতাকে দূরে ঠেলিয়া দিতেছেন। 'অপুত্রক আমি, তাই একে দেখে এমন ঠেকিতেছে নিশ্চয়;'—ভাবিয়া হৃদয়কে প্রবোধ দিতেছেন। কিন্তু স্নেহের ধর্ম্ম এড়ায় কাহার সাধ্য। দেবতাও পারেন না, রাজা ত কোন্ ছার। রাজা ক্রমেই নরম হইয়া পড়িতে লাগিলেন। শিশুর এক একটা শিশুত্ব-সুলভ ক্রিয়ায় রাজার হৃদয় দ্রবীভূত হইতে লাগিল। যখন প্রথমে শকুন্তলার সন্দর্শনে মজিয়াছিলেন, তখনও ঠিক এই প্রকার, তাহার এক একটা ক্রিয়ায় রাজা ক্রমেই তর্ তর্ করিয়া সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন, এখনও বালকের এক একটা ক্রিয়ায় রাজা অতর্কিতে ছুটিয়া চলিলেন।

অন্য খেলনা লইবার জন্য বালক হাতখানা যেমন বাড়াইয়া দিল, অমনি রাজাও দেখিয়া লইলেন যে, সে হাতে রাজাধিরাজচক্রবর্ত্তীর লক্ষণ অঙ্কিত। এত বড় ভাগ্যবান্ শিশুর যে পিতা, সে যে কত বড় ভাগ্যবত্তর, তাহা ভাবিয়া দুষ্যন্ত যেন একটু বিমনায়মান হইলেন। অপুত্রক তিনি, যদি আজ শকুন্তলা থাকিত, তবে এত দিনে কবে তাহার সন্তান প্রসূত হইত। ঋষিরা রাজাকে জীবনের প্রভাতে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন—'তোমার পুত্র রাজচক্রবর্ত্তী হইবে,' (১ম অঙ্ক ২৫), নিজের দোষে সে হাতের লক্ষ্মী রাজা পায়ে ঠেলিয়াছেন, এখন আর সে চিন্তায় লাভ কি? তবুও মনটা স্নেহের রসে ভিজিয়া উঠিতেছে। আধো আধো স্বরে শিশু যখন সিংহ-শাবকের সঙ্গে কথা কহিতেছে, হাসিতেছে, খেলিতেছে, কেশর ধরিয়া টানাটানি করিতেছে, তখন রাজার অন্তঃকরণের ভাব যে কিরূপ হইতেছে, তাহা অপুত্রক দুর্ভাগ্য পুরুষ ব্যতিরেকে অন্যের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। ধূলি-ধূসর বালকটিকে একটিবার কোলে লইবার নিমিত্ত, হয় ত, রাজার হৃদয়ের কোণে স্পৃহার কিঞ্চিৎ উন্মেষ হইতেছিল, কিন্তু সে সম্ভাবনা কোথায়? কাহার ছেলেকে কে কোলে

হৃষ্টপুষ্ট চারত শিশুকে দেখিয়া কোন্ কোন্ দ্রবীভূত কাহার

না কোলে লইয়া একটিবার বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিতে সাধ যায়? কত সৌভাগ্য তাহাদের, যাহারা এমন সব শিশুকে

রাজা।— (উপগম্য সস্মিতম্) অয়ি ভো মহর্ষিপুত্র।
এবমাশ্রমবিরুদ্ধবৃত্তিনা সংযমঃ কিমিতি জন্মতস্ত্বয়া।
সত্ত্ব-সংশ্রয়-সুখোঽপি দূষ্যতে কৃষ্ণসর্পশিশুনেব চন্দনম্॥ ॥ ৫২ ॥

তাপসী।— ভদ্দমুহ, ণহু অঅং ইসি-কুমারও। ॥ ৫৩ ॥

রাজা।— আকার-সদৃশং চেষ্টিতমেবাস্য কথয়তি। স্থানপ্রত্যযাত্তু বয়মেবংতর্কিণঃ
(যথাভ্যর্থিতমনুতিষ্ঠন্ বালস্পর্শমুপলভ্য আত্মগতম্)
অনেন কস্যাপি কুলাঙ্কুরেণ স্পৃষ্টস্য গাত্রেষু সুখং মমৈবম্।
কাং নির্বৃতিং চেতসি তস্য কুর্য্যাদ্ যস্যায়মঙ্গাৎ কৃতিনঃ প্ররূঢ়ঃ॥ ॥ ৫৪

অন্বয়।—আশ্রমবিরুদ্ধ-বৃত্তিনা ত্বয়া সত্ত্বসংশ্রয়-সুখঃ অপি সংযমঃ কৃষ্ণসর্প-শিশুনা চন্দনম্ ইব কিমিতি জন্মতঃ (আশৈশবাৎ) এবম্ (উক্তপ্রকারেণ) দূষ্যতে॥ ৫২॥

কস্য অপি কুলাঙ্কুরেণ অনেন (বালেন) গাত্রেষু স্পৃষ্টস্য মম এবং সুখং (ভবতি), যস্য কৃতিনঃ অঙ্গাৎ অয়ং প্ররূঢ়ঃ, (গাত্রেষু স্পৃষ্টস্য) তস্য চেতসি কাং (অনির্ব্বচনীয়াং) নির্বৃতিং অয়ং কুর্য্যাৎ॥ ৫৪॥

প্রাকৃতানুবাদ।—ভদ্রমুখ! ন হি অয়ম্ ঋষি-কুমারকঃ॥ ৫৩॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—(কাছে গিয়ে হেসে) বলি ও মহর্ষি-পুত্র! তোমার এরূপ আশ্রম-বিরুদ্ধ ব্যবহার কেন? এখানে ত কেহ কাহাকেও হিংসা-দ্বেষ করে না! জীব জন্তুকে আশ্রয় দেওয়ায়, রক্ষণাবেক্ষণ করায়, তপোবন-বাসীদিগের যে আচার-ব্যবহার কত সুখের আকর, সেই সর্ব্বহিংসা-নিবৃত্তিরূপ সংযমকে, তুমি দেখ্‌ছি, এই শিশুকাল হতেই কলঙ্কিত কর্ত্তে বসেছ। কালসর্পের শাবক যেমন চন্দনতরুকে বিষাক্ত ক'রে তোলে, সুখ-শান্তির আকর সংযমকেও তুমি তেমনি পঙ্কিল ক'রে তুল্‌ছ কেন? ॥৫২॥

তাপসী।—মহাশয়! এই বালক ঋষিকুমার নহে॥ ৫৩॥

রাজা।—ইহার আকৃতির অনুরূপ দুঃসাহসের কাজ দেখেও তাই মনে হচ্ছে বটে। তবে এই স্থানটা আশ্রম, তাই আমার ঐরূপ সন্দেহ হচ্ছিল। (তাপসীর অনুরোধমতে শিশুর হাত হইতে সিংহ-শাবককে মুক্ত করিয়া বালকের অঙ্গস্পর্শ পূর্ব্বক মনে মনে কহিলেন) জানি না, এই শিশু কাহার বংশের অঙ্কুর, তবুও ইহার অঙ্গস্পর্শ করিয়া আমার এত সুখ—এত তৃপ্তি হইতেছে, আর যে ভাগ্যবানের এ আত্মজ, ইহার স্পর্শে তাহার না জানি কি অনির্ব্বচনীয় সুখই জন্মে॥ ৫৪॥

কোলে করিয়া তাহার অঙ্গের ধূলিতে নিজ অঙ্গ চর্চ্চিত করিতে পারে? হায়! রাজার কি দুর্ভাগ্য, এমন সুখের শুভক্ষণ ত আর তাঁহার জীবনে কখনও আসিবে না, সে-পথে ত তিনিই স্বহস্তে কাঁটা দিয়াছেন। ইত্যাদি কত কি ভাবনা রাজ-হৃদয়ে প্রাবৃট্-গগনে নব জলদখণ্ডের ন্যায় উঠিতে লাগিল॥ ৫০॥

সেবারে শকুন্তলাকে যখন অসভ্য ভ্রমর উদ্বাস্ত করিয়া তুলিয়াছিল, তখন 'রক্ষা কর, রক্ষা কর,' বলিয়া কাতর কণ্ঠে শকুন্তলা সখীদিগকে ডাকায়, তাহারা জবাব দিয়াছিল যে, 'যার রাজ্য, সেই দুষ্মন্ত রাজাকে ডাক্, সে এসে রক্ষা করুক,' আর অমনি রাজাও তালমাফিক গিয়া হাজির হইয়াছিলেন, এবারেও অনেকটা সেইরূপ হইয়া দাঁড়াইল। দুরন্ত শিশুর হাতে তপোবনের পশু শাবকটা মারা যাবার উপক্রম দেখিয়া, পরিচারিকা তাপসী যখন এদিক সেদিক চাহিলা, অদূরে অশোকতরুমূলে দণ্ডায়মান একটি লোককে দেখিল, অমনি ডাকিল, 'আসুন ত মহাশয়, মেরে ফেল্লে সিংহ-শাবকটিকে, আমাকে মানছে না, আপনি এসে রক্ষা করুন।' রাজাও অমনি গিয়া ঋষি-শিশুর নিকটে হাজির হইলেন। সেবারে ভ্রমরের হাত হইতে শকুন্তলাকে রক্ষার নিমিত্ত, আর এবারে শকুন্তলার ছেলের হাত হইতে একটা বন-পশুকে রক্ষার নিমিত্ত। তফাৎ অনেক। তবে ভাবটা প্রায় সমান॥ ৫১॥

রাজার ধ্রুব ধারণা জন্মিয়াছে যে, ছেলেটি ঋষির পুত্র। তাই তাহাকে কোলে লইয়া গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে কত হিতোপদেশ দিলেন, আশ্রমে জন্মিয়াছ, ছিঃ, অমন দুরন্তপণা কর্ত্তে নাই। এই সবে তোমার বাল্যকাল, এখনই যদি এমন ধারা হও, তবে পরে, তোমাকে যে সামলানো দায় হইবে, ইত্যাদি উপদেশ-লহরীর প্রবল উচ্ছ্বাসে সর্ব্বদমনকে রাজা

তাপসী।— (উভৌ নির্ব্বর্ণ্য) অচ্ছরিঅং অচ্ছরিঅং ! ॥ ৫৫ ॥

রাজা।— আর্য্যে ! কিমিব। ॥ ৫৬ ॥

তাপসী।— ইমস্‌স বালঅস্‌স রূব-সংবাদিণী দে আইদি-ত্তি বিম্হাবিঅ ম্হি। অবরিইদস্‌স বি দে অপ্পড়িলোমো সংবুত্তো। ॥ ৫৭ ॥

রাজা।— (বালকমুপলালয়ন্) ন চেন্মুনিকুমারোঽয়ম্ অথ কোঽস্য ব্যপদেশঃ ॥ ৫৮ ॥

তাপসী।— পুরুবংসো। ॥ ৫৯ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—আশ্চর্য্যম্ আশ্চর্য্যম্ ॥ ৫৫ ॥

অস্য বালকস্য রূপ-সংবাদিনী তে আকৃতিঃ ইতি বিস্মাপিতা অস্মি। অপরিচিতস্য অপি তে অপ্রতি-লোমঃ সংবৃত্তঃ ॥ ৫৭ ॥

পুরুবংশঃ ॥ ৫ ॥

বঙ্গার্থ।—তাপসী।—(উভয়কে দেখিয়া) আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য !! ॥ ৫৫ ॥

রাজা।—আর্য্যে ! কি ব্যাপার ॥ ৫৬ ॥

তাপসী।—মহাশয়, আপনার আকৃতি দেখিতেছি, এই বালকের আকৃতিরই মত, তাই বড়ই বিস্মিত হইয়াছি। আপনি সম্পূর্ণ অপরিচিত, তবুও আপনার কাছে গিয়া এই দুরন্ত ছেলে যেন লক্ষ্মীটির মত হইয়া আছে। যেন কত ভালো মানুষটি ॥ ৫৭ ॥

রাজা।—(বালকের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে) এ যদি মুনিকুমারই না হয়, তবে এ শিশু কোন্ বংশের সন্তান ? ॥ ৫৮ ॥

তাপসী।—পুরুবংশের ॥ ৫৯ ॥

ভাসাইয়া লইয়া গেলেন। তাপসী যখন বলিল, না মহাশয়, এটি ঋষিকুমার নহে, তখন রাজার ভুল ভাঙ্গিল, তিনি অবাক্ হইলেন, এই স্থান ত মানুষের অগম্য, এখানে তবে এ ছেলে আসিল কোথা হইতে ? কার বংশের তিলক এ ছেলে, কোলে তুলিয়া আমারই যখন এত শান্তি-বোধ হইতেছে, এমন ভাবে বুক জুড়াইয়া যাইতেছে, তখন যে ভাগ্যবানের আত্মা হইতে ইহার উদ্ভব, সে কোলে করিয়া, না জানি, কত তৃপ্তিই ভোগ করে, কত বড় সৌভাগ্যশালী সেই মহাত্মা ; ইত্যাদি নানা চিন্তায় ক্রমেই বালকটির উপর তাঁহার অজ্ঞাতসারে অপত্যস্নেহের উদয় হইতে লাগিল। ধীরে ধীরে শিশুর দিকে তাঁহার হৃদয় হেলিতে আরম্ভ করিল। প্রথমাঙ্কে, মালিনীতীরে, জলসেচনতৎপরা শকুন্তলা প্রভৃতিকে দেখিয়াও এই ভাবের প্রশ্ন রাজার মনে উদিত হইয়াছিল। ভাবিয়াছিলেন, এই সব রূপসী যদি তাপসকন্যা হন, তবে দেখিতেছি, অযত্ন-বর্দ্ধিতা বন-লতার কাছে সযত্ন-রক্ষিতা উদ্যান-লতার পরাজয় ঘটিল। সেবারে রাজার অনাহত হৃদয়ে তাপস-দুহিতাদের সৌন্দর্য্য দর্শনে যে প্রথম আঘাত লাগে, তাহাতে সর্ব্বপ্রথমে নিজের ভোগ-মন্দিরের ছবির কথাই মনে পড়ে এবং তাহার অকিঞ্চিৎকরত্ব স্মরণ পূর্ব্বক, তাপস-বালিকাদের দিকে ঝুঁকিতে আরম্ভ করেন। আজ এখানেও ঋষিকুমার ভ্রমে এই বালকের প্রতি ক্রমেই নিঃসন্তান দুষ্যন্ত আকৃষ্ট হইতেছিলেন, শেষে যখন শুনিলেন যে, শিশু ঋষির আত্মজ নহে, তখন এমন শিশুর জনকের সৌভাগ্য স্মরণ পূর্ব্বক, অভাগ্য দুষ্যন্ত বিষণ্ণ-হৃদয়ে সেই জনকের অদৃষ্টের প্রশস্তিখ্যাপনচ্ছলে নিজের মন্দ ভাগ্যেরই দোষখ্যাপন করিতে লাগিলেন। এখন হৃদয় রাজার শত আঘাতে দীর্ণ-শীর্ণ, এখন অতি অল্পেই চক্ষুতে জল আসে, এখন সামান্য তুলনাতেও বুক ভাঙ্গিয়া পড়ে, তাই অপুত্রক দুষ্যন্ত এমন পুত্রের পিতার সৌভাগ্য মনে করিয়া, কত পুণ্যে এমন পুত্রের পিতা হওয়া যায়, চিন্তা করিয়া, ক্রমেই অবসন্ন হইতে লাগিলেন ॥ ৫৪ ॥

রাজার কোলে শিশুটিকে দেখিয়া, 'আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য' বলিয়া পরিচারিকা তাপসীরা যখন আনন্দে চেঁচাইয়া উঠিল, তখন প্রথমে রাজা কিছু অপ্রতিভ হইলেন, হঠাৎ এত আনন্দ কি জন্য, ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হইয়াছে ? তাপসীরা বলিল, 'আপনার আকারের সঙ্গে বালকের আকার কেমন মিলিয়া গিয়াছে, দেখিতে দুই জনে ঠিক একই রকমের, তাই আমরা অবাক্ হইয়াছি, আরও দেখুন, দুরন্ত শিশুর শিরোমণি হইয়াও, শিশুটি আপনার কোলে উঠিয়া কেমন ঠাণ্ডা হইয়া রহিয়াছে, অথচ অত ঠাণ্ডা হওয়া উহার কোষ্ঠীতে নাই।' এ কথার কি জবাব দিবেন, রাজা খুঁজিয়া পাইলেন না। শুধু নীরবে বালকের গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। এ ভাবে ত বেশীক্ষণ চলে না, রাজাই নীরবতা ভঙ্গ করিলেন ; জিজ্ঞাসিলেন, "তবে বালকটি কোন্ বংশের ছেলে ?" তাপসীদের জবাবে রাজা যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। তাপসীরা ত মিথ্যা বলিতে পারে না, "পুরুবংশ," সে যে তাঁহারই বংশ। তা হবে। এক বংশের কত লোক কত স্থানে কত ভাবে কতরূপে থাকিতে পারে, থাকিয়া থাকেও, কে কাহার খবর রাখে ? এক বংশ বলিয়াই

রাজা।— (আত্মগতম্) কথমেকান্বয়ো মম। অতঃ খলু মদনুকারিণমেনমত্রভবতী মন্যতে। অস্ত্যেতৎ পৌরবাণামন্ত্যং কুলব্রতম্।

ভবনেষু রসাধিকেষু পূর্ব্বং ক্ষিতিরক্ষার্থমুশন্তি যে নিবাসম্।
নিয়তৈক-যতি-ব্রতানি পশ্চাৎ তরুমূলানি গৃহীভবন্তি তেষাম্॥

(প্রকাশম্) ন পুনরাত্মগত্যা মানুষাণামেষ বিষয়ঃ। ॥ ৬০ ॥

তাপসী।— জহ ভদ্দমুহো ভণই। অচ্ছরাসম্বন্ধেণ ইমস্স জণণী এত্থ দেঅগুরুণো তবোবণে পসূদা ॥ ৬১ ॥

অন্বয়।—যে (পৌরবাঃ) পূর্ব্বং ক্ষিতি রক্ষার্থং রসাধিকেষু ভবনেষু নিবাসম্ উশন্তি, পশ্চাৎ নিয়তৈকযতি-ব্রতানি তরুমূলানি তেষাং গৃহীভবন্তি ॥ ৬০ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—যথা ভদ্রমুখঃ ভণতি। অপ্সরঃ-সম্বন্ধেন অস্য জননী অস্মিন্ দেবগুরোঃ তপোবনে প্রসূতা ॥৬১॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—(আত্মগত) এ কি? এ যে আমার একই বংশ দেখছি। এই জন্যই রক্ষিকা তাপসী এই শিশুকে আমার অনুরূপ বলিয়া মনে কচ্ছিলেন। তা হবে। পুরুবংশীয় রাজাদের শেষ বেলাটা এইরূপই ছিল বটে; তাঁহারা প্রথম বয়সে পৃথিবীর পালনের নিমিত্ত নানা সুখ-সমৃদ্ধিপূর্ণ সংসারে বাস করতেন সত্য, কিন্তু যেমন জীবনের দিন ঘনাইয়া আসিত, অমনি তাঁহারা বনে গিয়া তরুমূল আশ্রয় করতেন এবং সন্ন্যাস-ধর্ম্মে দীক্ষিত হতেন। (প্রকাশ্যে) কিন্তু মানুষ ত স্ব-ইচ্ছায় এখানে আসতে পারে না ॥ ৬০ ॥

তাপসী।—মহাশয়! আপনি ঠিকই বল্ছেন। এই বালকের মাতা অপ্সরার সম্পর্কে এই দেবগুরু মারীচের তপোবনে আসিয়া এখানেই প্রসব করিয়াছেন ॥ ৬১ ॥

তাপসীরা অনুমান করিয়াছিলেন যে, রাজা ও শিশুর একই প্রকার আকৃতি। পুরুবংশীয়েরা পরিণতবয়সে রাজসিংহাসন ছাড়িয়া বনবাসব্রত অবলম্বন করিয়া থাকেন, এই হইল ঐ বংশের কুলপ্রথা। সেইরূপ সংসারত্যাগী পুরুবংশীয়ের হয় ত এ শিশু সন্তান। এই বলিয়া দুষ্যন্ত স্বীয় হৃদয়গুহানিহিত নবীন আশার পথে এক বিরাট্ প্রাচীর তুলিয়া পথ রুদ্ধ করিয়া দিলেন। তাপসীরা যখন বলিল, শিশুর জননীর সহিত অপ্সরাদের সম্বন্ধ থাকায়, দেবগুরুর আশ্রমেই ইহার মাতা প্রসব করিয়াছেন, তখন দুষ্যন্তের দুরাশ হৃদয় আবার দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠিল; মনে মনে কহিলেন, এ যে আর একটা আশার কথা। ১ম পুরুবংশ, ২য় শিশুর জননীর অপ্সরার সহিত সম্পর্ক আছে। রাজা একটু অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন। তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিলেন, ইহার জননী কোন্ রাজর্ষির পত্নী? এই প্রশ্ন ও তাপসীদের প্রত্যুত্তর এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী নিমেষমাত্র কাল আজ দুষ্যন্তের নিকট দীর্ঘ যুগ-যুগান্তরবৎ প্রতীত হইতেছিল, নিশ্বাস নিরুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, দেহ স্পন্দনবিহীন হইয়া পড়িতেছিল। এমন ভয়ানক অবস্থায় ভারতেশ্বর জীবনে কখনও পড়েন নাই। তাপসীরা যেন কি উত্তরই দিয়া বসে! এমন সময়ে এক তাপসী কহিল, সেই ধর্ম্মপত্নী-পরিত্যাগকারী পাষণ্ডের নাম করা ত পরের কথা, নাম উচ্চারণ করার চিন্তাও কেহ করে না, সুতরাং তাহার নাম বলিতে পারিবে না। তাপসীদের এই উৎকট তিরস্কার রাজার শিরে পুরস্কারের ন্যায় প্রীতির শীতলধারা ঢালিয়া দিল। রাজা ভাবিলেন যে, এ সমস্তই যেন বর্ণে বর্ণে তাঁহার অভিপ্রায়ের সহিত মিলিয়া যাইতেছে। আর বিলম্ব অসহ্য, রাজা শিশুর জননীর নামটা জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইলেন। কিন্তু, না জানিয়া, না শুনিয়া, হঠাৎ এক জন পরস্ত্রীর নাম জিজ্ঞাসা করাটা নীতিমান নৃপতির ভালো মনে হইল না। তিনি বাধ্য হইয়া বিরত হইলেন। মনের ভিতর যত বড় ঝড়ই উঠুক না কেন, বলিষ্ঠ-হৃদয় নরনাথ তাহা হৃদয়েই চাপিয়া রাখিয়া অনুত্তরঙ্গ জলনিধির ন্যায়, নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায়, বর্ষণোন্মুখ, অন্তরবরুদ্ধবাষ্প জলধরের ন্যায় নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

এমন সময়ে একটি মাটির ময়ূর হস্তে লইয়া এক তাপসী আসিল এবং কহিল, 'সর্ব্বদমন! শকুন্তলাবণ্য দর্শন কর।' 'শকুন্তলা' এইটুকু শুনিয়াই মাতৃবৎসল শিশুর প্রাণ কেমন করিয়া উঠিল, 'কই, মা কই', বলিয়া শিশু চারিদিকে চাহিতে লাগিল। তখন তাপসী খুলিয়া বলিল যে, এই মাটির ময়ূরটার রমণীয়তা দেখ, বলিয়াছি, তুমি মা মা করিতেছ কেন? আহা, নামের সাদৃশ্যে বালকের হৃদয় উচ্ছল হইয়া উঠিয়াছে। রাজা শুনিলেন। শকুন্তলার নাম তাঁহার সমস্ত হৃদয়টা এক নিমিষে ওলট-পালট করিয়া দিল। কিন্তু মনীষী তিনি দুর্দ্দম হৃদয়াশ্বের বল্গা সবলে আকর্ষণ করিয়া রহিলেন। এক নামের কি দুই জন থাকিতে নাই, ভাবিয়া কথঞ্চিৎ সুস্থ হইতে প্রয়াস পাইলেন।

রাজা।— (অপবার্য্য) হন্ত দ্বিতীয়মিদমাশাজননম্। (প্রকাশম্) সা তত্রভবতী কিমাখ্যস্য রাজর্ষেঃ পত্নী? ॥ ৬২ ॥

তাপসী।— কো তস্স ধম্মদারপরিচ্চাইণো ণাম সংকিত্তিদুং চিন্তিস্সদি। ॥ ৬৩ ॥

রাজা।— (স্বগতম্) ইয়ং খলু কথা মামেব লক্ষ্যী-করোতি। যদি তাবদস্য শিশোর্মাতরং পৃচ্ছামি। অথবা অনার্য্যঃ পরদারব্যবহারঃ। ॥ ৬৪ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—কঃ তস্য ধর্ম্মদারপরিত্যাগিনঃ নাম সঙ্কীর্ত্তয়িতুং চিন্তয়িষ্যতি ॥ ৬৩ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—(অপবার্য্য) তাই ত! এই যে আর একটা আমার আশার সূত্র দেখছি। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, বলুন ত, সেই মহিলা কোন্ রাজর্ষির পত্নী, তাঁর নাম কি? ॥ ৬২ ॥

তাপসী।—ছিঃ! সেই ধর্ম্মপত্নীর পরিত্যাগকারী অকার্য্যপর রাজার নাম উচ্চারণ ত পরের কথা, উচ্চারণের চিন্তাও কেহ করে না। কে তার নাম কর্ব্বে? ॥ ৬৩ ॥

রাজা—(স্বগত) "ধর্ম্মপত্নী-পরিত্যাগীর নাম?" এ যে দেখছি, আমারই সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে। আচ্ছা, এই শিশুর মার নামটাই জিজ্ঞাসা করি না কেন, অথবা কাজ নাই, পরের স্ত্রীর সম্বন্ধে অতটা কৌতূহল ঠিক নহে ॥ ৬৪ ॥

বন্যার ন্যায় ঘটনার স্রোত আসিয়াছে, একটা মিটিতে না মিটিতেই অন্য একটা ঘটনা আসিয়া পড়িতেছে, রাজা এবং দর্শকবৃন্দ তাহাতে ভাসিয়া চলিলেন। তাপসীরা কিন্তু এ সব ঝড়-বাদলের কোন খবরই রাখিল না। শুধু এক একটা নূতন নূতন আশ্চর্য্যজনক ব্যাপারে তাহারা বিস্ময়াভিভূত হইতে লাগিল। হঠাৎ তাপসীদের মুখ শুকাইয়া গেল। ছেলের হাতে, ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্রেই দেবগুরু মারীচ স্বহস্তে রাখী বাঁধিয়া দিয়াছিলেন, সে রক্ষাসূত্র কোথায় খুলিয়া পড়িয়াছে, এখন উপায়? পরিচারিকাদের প্রাণ উড়িয়া গেল! এ আবার কি একটা নূতন বিপদ, সামাজিকগণও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। বেশ সুন্দরভাবে ঘটনার মনোহর পারম্পর্য্যে রঙ্গস্থল যখন মশগুল, তখন এই শঙ্কাজনক ব্যাপারে সব একেবারে বেসুরা করিয়া দিল। এভাবে অধিকক্ষণ সামাজিকদিগকে রাখিতে নাই, তাহাতে নাটকীয় কৌতূহলের অপচয় ঘটে এবং সামাজিকগণের উপরেও অবিচার করা হয়। তুমি যাহাদিগকে প্রীত করিবার নিমিত্ত অভিনয় সৃষ্টি করিতেছ, তাহাদের উপর নির্ম্মম হইও না। প্রীতি উৎপাদন করিতে যাইয়া তাহার বিপরীত ভাবের অবতারণা করিয়া বসিও না। কি লেখক, কি বক্তা, কি চিত্রকর, সকলেরই সে দিকে সাবধান থাকা দরকার। লিখিতে, বলিতে বা চিত্র করিতে বসিয়া তুমি নিজে খেই হারাইয়া বসিও না, আত্মবিস্মৃত হইও না। শিল্পিচূড়ামণি কালিদাস তাই একটু অম্লরসের দ্বারা, রসান্তরের সৃষ্টির দ্বারা, দর্শকবৃন্দের রুচিবর্দ্ধন করিয়া লইলেন। ছেলের হাতের রাখী খসিয়া নিকটেই পড়িয়াছিল, রাজা তাহা তুলিতে যাইতেছিলেন, তাপসীরা কিছুতেই তুলিতে দিবে না, ছেলে নিজে, আর তার মা-বাপ ছাড়া অন্য কেহ যদি ঐ রাখী স্পর্শ করে, তবে সাপ হইয়া রাখী তাহাকে দংশন করে, তাই তাপসীরা রাজি হইল না। তাহারা বহুবার এরূপ দংশন দর্শন করিয়াছে, এ কথা রাজাকে ভালো করিয়া বুঝাইয়া দিল। তবুও পুত্রবাৎসল্যাকৃষ্ট, 'অনপত্য' দুষ্যন্ত সে রাখী তুলিয়া আনিলেন! সর্ব্বনাশ হইল! মারীচাশ্রমে অতিথির হত্যা হইতে চলিল, তাপসীরা ভয়ে, বিষাদে যেন আড়ষ্ট হইয়া হায় হায় করিতে লাগিল। দর্শকগণও প্রমাদ গণিলেন, সব মাটি হইল, দুঃখিনী শকুন্তলার দুরদৃষ্টময়ী তামসী রজনীর বুঝি আর অবসান ঘটিল না! সকলেই মর্ম্মাহত হইলেন। তাপসীরা বহুবার স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছে, এ ক্ষেত্রে তাহার ব্যত্যয় হইবে কেন? এ যে সত্যের আকর, অসত্যের লেশও এ আশ্রমের ত্রিসীমায় আসিতে পারে না। সর্ব্বনাশ হইল! না জানি কি বিপদ দেখিতে হয়, ভাবিয়া, ভরসা করিয়া কেহ রক্ষাসূত্র-উত্তোলনকারী রাজার দিকে চাহিতেও পারিলেন না। ক্ষণকালের জন্য একটা বিষম উল্কালোকে রঙ্গস্থল যেন ঝলসিয়া গেল!

রাখী তুলিয়াছেন, কিন্তু রাজাকে সে সাপ হইয়া দংশন করে নাই। বিষাদ-মগ্ন তাপসীরা আনন্দাতিশয়ে রাজার দিকে বার বার চাহিতে লাগিল। দর্শকবৃন্দ হর্ষোৎফুল্ল-লোচনে শকুন্তলা-বল্লভের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে একটা অপূর্ব্ব প্রসন্নতার অমৃতধারায় রঙ্গভূমি আপ্লুত হইল! প্রবল বর্ষার অবসানে প্রকৃতির মুখে শরতের হাসি ফুটিয়া উঠিল। সকলেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন। আর রাজা দুষ্যন্ত? এমন শুভ মুহূর্ত্ত তিনি বৃথায় যাইতে দিবার পাত্র নন। কোন দিন কোন সুযোগ তিনি ছাড়েন নাই, আজও ছাড়িলেন না, এতক্ষণ যেটা দুরাশা বলিয়া ভাবিতেছিলেন, এখন সেই দুরাশাই তাঁহার ফলোন্মুখী আশায় পরিণত হইল দেখিয়া, তাড়াতাড়ি, কোন দিকে না চাহিয়া, কাহারও অপেক্ষা না

(প্রবিশ্য মৃণ্ময়ূর-হস্তা)

তাপসী।— সব্বদমণ! সউন্তলাবণ্ণং পেক্খস্থ। ॥ ৬৫ ॥

বালঃ।— (সদৃষ্টিক্ষেপম্) কহিং বা মে অজ্জূ? ॥ ৬৬ ॥

উভে।— ণাম-সারিস্সেণ বঞ্চিও মাউবচ্ছলো। ॥ ৬৭ ॥

রাজা।— (আত্মগতম্) কিংবা শকুন্তলেতি অস্য মাতুরাখ্যা। সন্তি পুনর্নামধেয়-সাদৃশ্যানি অপি নাম মৃগতৃষ্ণিকেব নামমাত্রপ্রস্তাবো মে বিষাদায কল্পতে। ॥ ৬৮ ॥

বালঃ। অজ্জুএ! রোঅই মে এসো ভদ্দমোরও। (ক্রীড়নকমাদত্তে)। ॥ ৬৯ ॥

প্রাকৃতভাষানুবাদ।— সর্ব্বদমন! শকুন্ত-লাবণ্যং প্রেক্ষস্ব ॥ ৬৫ ॥

কুত্র বা মে মাতা ॥ ৬৬ ॥

নাম-সাদৃশ্যেন বঞ্চিতঃ মাতৃবৎসলঃ ॥ ৬৭ ॥

মাতঃ! রোচতে মে এষঃ ভদ্রময়ূরঃ ॥ ৬৯ ॥

বঙ্গার্থ।—(মৃত্তিকায় গঠিত ময়ূর হস্তে তাপসীর প্রবেশ)

তাপসী।—সর্ব্বদমন! শকুন্ত-লাবণ্য (পাখীটি কি সুন্দর) দর্শন কর ॥ ৬৫ ॥

বালক।—(তাড়াতাড়ি চাহিয়া) কৈ, আমার মা কৈ? ॥৬৬॥

উভয় তাপসী।—আহা! এক রকম নাম শুনে মা-গত-প্রাণ বালক প্রতারিত হয়েছে ॥ ৬৭ ॥

রাজা।—(আত্মগত) এ কি? এর মার নামও দেখছি শকুন্তলা। তা হতেও বা পারে। এক নামের কি দু'জন থাকে না? হায়! মরীচিকার ন্যায় এই অক্ষরে অক্ষরে নামের মিল কি শেষে আমার দুঃখেরই কারণ হবে না কি? ॥ ৬৮ ॥

বালক।—মা! সুন্দর ময়ূরটি, আমার খুব পছন্দ হয়েছে। (খেলনাটি গ্রহণ) ॥ ৬৯ ॥

করিয়া, শকুন্তলাবল্লভ শকুন্তলা-তনয়কে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন। সে আনন্দ-পূর্ণ দৃশ্যে রঙ্গস্থলী উষার স্বর্ণচ্ছটায় প্রকৃতির ন্যায় হাসিয়া উঠিল। শুধু রাজার নহে, দর্শকগণেরও বুক জুড়াইয়া গেল। এই শুভ সংবাদ, বিরহ-কৃশা ও মলিন-বেশা শকুন্তলাকে দিবার জন্য তাপসীরা ছুটিয়া গেল, শিশুও তাহাদের সঙ্গে মা'র কাছে যাইবার জন্য রাজার কোল হইতে জোর করিয়া নামিতে চেষ্টা করিতে লাগিল, 'ছাড়ো আমাকে' 'মার কাছে যাই' বলিয়া ধ্বস্তাধ্বস্তি আরম্ভ করিল। কিন্তু রাজা ছাড়িলেন না, বুকের মধ্যে যে বুক, তাহার মধ্যে দুরন্ত শিশুকে চাপিয়া ধরিয়া রাখিলেন ও যখন কহিলেন, 'পুত্র! আমার সঙ্গেই তোমার মা'র কাছে যেও'খন', তখন আহত সর্প-শিশুর ন্যায় সর্ব্বদমন বক্রীকৃত কণ্ঠে গর্জ্জিয়া উঠিল ও কহিল, 'আমার পিতা দুষ্যন্ত, তুমি নও।' রাজা এবার আর হাসি রাখিতে পারিলেন না। সামাজিকগণও শিশুর এই শৈশবসুলভ অমৃতবর্ষী তর্জ্জনে হাসিয়া ফেলিলেন। রাজার যদিও বা একটু সংশয় ছিল, এই বিবাদে তাহা একেবারেই মিটিয়া গেল। তিনি এক অননুভূতপূর্ব্ব সুখাস্বাদে যেন তন্দ্রালস হইয়া পড়িলেন। রাজা দুষ্যন্ত দানব-যুদ্ধে আহূত হইয়া স্বর্গে আসিয়াছিলেন; পাপী প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পাপক্ষালন পূর্ব্বক, অভীষ্টলোক লাভ করে, দুষ্যন্তকেও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছে। তবে ইতর-সাধারণের ন্যায় প্রায়শ্চিত্ত নহে, প্রায়শ্চিত্তনাশ্য পাপের অবসানে যে সুফল-লাভ ঘটে, সেই লভ্য সুফলের সমক্ষে দাঁড়াইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছে।

গর্ভিণী শকুন্তলা, মহর্ষি কণ্বের আশীর্ব্বাদামৃতে অভিষিক্ত হইয়া তাঁহার সম্মুখে যখন আসিয়াছিলেন, কত প্রমাণ-প্রয়োগ দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, তিনি ভারতেশ্বরের ধর্ম্মপত্নী, তখন বহুজনসমক্ষে নৃপতি তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, আদৌ চিনিতেই পারেন নাই, না চিনিতে বা ভুলিতে অনেকেই পারে, সাময়িক হৃদয়-দৌর্ব্বল্যের হাত অনেকেই এড়াইতে পারে না, যাঁহারা পারেন, তাঁহারা মানুষ নন, তাঁহারা দেবতা। মানুষ দুষ্যন্ত সে হাত এড়াইতে না পারিয়া নিজে যেমন বিষম বিপদে জড়াইয়া পড়িয়াছিলেন, অপ্সরার নন্দিনী শকুন্তলাকেও তেমনই দুস্তর বিপৎসাগরে ফেলিয়াছিলেন। আজ দুষ্যন্তের সেই কৃত কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইল। শকুন্তলার প্রত্যাখ্যানের প্রতিপ্রসব করিতে হইল।

তাঁহার নিজের পুত্র, শকুন্তলা-গর্ভজ শিশু সর্ব্বদমনের কাছে, আত্ম-পিতৃত্ব স্থাপনের নিমিত্ত তাঁহাকে কত দলীলপত্র প্রদর্শন করিতে হইল, কত প্রমাণ-প্রয়োগ দিতে হইল, কিন্তু তবুও শিশু গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিল, 'তুমি আমার পিতা নও, আমার পিতা দুষ্যন্ত।'

প্রথমা।— (বিলোক্য সোদ্বেগম্) অম্মহে রক্খাকরণ্ডঅং মণিবন্ধে সে ণ দীসই। ॥ ৭০ ॥

রাজা।— অলমাবেগেন। নন্বিদমস্য সিংহশাবকবিমর্দ্দাৎ পরিভ্রষ্টম্। (আদাতুমিচ্ছতি) ॥ ৭১ ॥

উভে।— মা ক্খু এদং অবলম্বিঅ। কহং গহীদং ণেণ। (বিস্ময়াৎ উরোনিহিতহস্তে পরস্পরমবলোকয়তঃ)। ॥ ৭২ ॥

রাজা।— কিমর্থং প্রতিষিদ্ধাঃ স্মঃ। ॥ ৭৩ ॥

প্রথমা।— সুণাদু মহাভাও। এসো অবরাইদা ণাম ওসহী ইমস্স জাদকম্ম-সমএ ভঅবদা মারীএণ দিন্না। এদং কিল মাতাপিতরো অপ্পাণং অবজ্জিঅ-ভূমি-পড়িদং ণ গেণ্হই ॥ ৭৪ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—অহো! রক্ষা-করণ্ডকং মণিবন্ধে অস্য ন দৃশ্যতে ॥ ৭০ ॥

মা খলু তাবৎ অবলম্ব্য। কথং গৃহীতম্ অনেন ॥ ৭২ ॥

শৃণোতু মহাভাগঃ। এষা অপরাজিতা নাম ওষধিঃ অস্য জাতকর্ম্মসময়ে ভগবতা মারীচেন দত্তা। এতাং কিল মাতাপিতরৌ আত্মানং চ বর্জ্জয়িত্বা অপরঃ ভূমি-পতিতাং ন গৃহ্লাতি ॥ ৭৪ ॥

বঙ্গার্থ।—প্রথম তাপসী।—(দেখিয়া উদ্বিগ্নভাবে) কি সর্ব্বনাশ! এর হাতের কব্জিতে ত রাখী দেখছি না! খুলে পড়ল কোথায়? ॥ ৭০ ॥

রাজা।—ব্যস্ত হবেন না। সিংহ-শাবকের সঙ্গে ধস্তাধস্তির সময়ে বালকের হাত থেকে এই যে খুলে পড়েছে। (তুলতে যাওয়া) ॥ ৭১ ॥

উভয় তাপসী।—(সমস্বরে) ধরবেন না, ধরবেন না! এ কি? রাখীটা ধ'রে ফেলেছেন? (সবিস্ময়ে বুকে হাত দিয়া উভয়ের মুখ চাওয়াচায়ি) ॥ ৭২ ॥

রাজা।—রাখী তুলতে আমাকে নিষেধ কচ্ছিলেন কেন? ॥ ৭৩ ॥

প্রথমা।—শুনুন মহাশয়! এই লতার নাম অপরাজিতা, এই বালকের জাতকর্ম্মের সময়ে ভগবান্ মারীচ স্বহস্তে ইহা পরাইয়াছেন। মা-বাপ এবং নিজে ছাড়া অন্য কেহ ভূমিতে পতিত এই লতাকে স্পর্শ কর্ত্তে পারে না ॥ ৭৪ ॥

কলিকাতার, অথবা শুধু কলিকাতা কেন, আরও অনেক বড় বড় সহরের আশে-পাশে যে সমুদয় বর্দ্ধিষ্ণু পল্লী আছে, তাহার অনেক অধিবাসী ডেলি প্যাসেঞ্জারি করিয়া সহরের চাকরী বজায় রাখেন, ভোরে অরুণোদয়ে, কোনমতে জঠরানলে একটু কিছু আহুতি দিয়া ট্রেণে বাহির হইয়া পড়েন, আর রাত্রি দেড় প্রহরের সময়ে ক্লান্তকায়ে ও ক্লান্ত-হৃদয়ে ঘরে ফিরিয়া কোনমতে দু'গ্রাস অধঃকরণপূর্ব্বক, দিবসের দুর্দ্দৈব, আফিসের বড় কর্ত্তার ব্যবহার প্রভৃতি ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়েন। অনেকে আবার ঘড়িতে এলার্ম্ম দিয়া রাখেন, সাড়ে চারিটায় উঠিয়া গৃহিণীকে রান্না-বান্না চড়াইতে হইবে, আর বাবুকেও ঝটিতি স্নান-আহার সারিয়া প্রথম ট্রেণ ধরিতে হইবে, নতুবা আপিসের বকেয়া কাজ সারা কঠিন হইবে, তাই এলার্ম্ম দিয়া রাখেন। গৃহিণী কোলের শিশুকে মানুষ করেন, শিশু মাকেই জানে, বাবা নামক অভাগ্য প্রাণীটির সঙ্গে তার বড় তেমন একটা আলাপ-পরিচয় ঘটিবার সুযোগ হয় না। আধ আধ স্বরে শিশুর মধুমাখা কথা শোনা বাবার ভাগ্যে বড় ঘটে না। যদি ঘুমন্ত শিশুকে বাৎসল্যাকৃষ্ট পিতা কখনো আদর-আহ্লাদ করেন, এবং শিশু জাগিয়া উঠে, তখন ঐ নূতন মূর্ত্তি মা'র নিকট দেখিয়া বালক তাড়া করে, মধুমাখা স্বরে বলিয়া উঠে, "ভাগো।" জনক-জননী শিশু-কৃত সেই উপেক্ষা দর্শনে হাসিয়াই আকুল হন। বাবাকে বালক যতই আমল দিতে নারাজ হয়, বাবার আনন্দ ততই উথলিয়া উঠে। আজ দুষ্যন্তেরও সেই দশা। সর্ব্বদমনের 'তুমি আমার বাবা নও' কথায় রাজার হৃদয়-নিহিত বাৎসল্যরস সিন্ধুর আকার ধারণ করিতেছে। আর সেই সঙ্গে শকুন্তলার প্রত্যাখ্যানকৃত পাপেরও প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে। তিনি শকুন্তলাকে চিনিতে পারেন নাই, গর্ভবতী শকুন্তলাকে ঘরে তুলিয়া বংশে কলঙ্ক লেপন করিতে ভয় পাইয়াছিলেন, আজ সেই শকুন্তলার সেই গর্ভজাত সন্তান তাঁহাকে পিতা বলিয়া স্বীকার করিতেছে না, রাজা যত চেষ্টা করিতেছেন পিতৃত্বের দাবী স্থাপন করিতে, পুত্র ততই 'তুমি নও, তুমি নও' করিয়া রাজাকে বিলক্ষণ শিক্ষা দিতেছে। যে গর্ভ দেখিয়া চমকাইয়াছিলে, সেই গর্ভের শিশুকেই পুত্ররূপে গ্রহণ করিতে এবং তুমি যে তাহার পিতা, ইহা প্রমাণ করিতে তোমার আজ গলদ্ঘর্ম্ম উপস্থিত। তোমার কৃত পাপের অনুপাতে এ প্রায়শ্চিত্ত অনেক বেশী। কোথায় লাগে ইহার নিকট হিন্দুর 'চরম-চতুর্ব্বিংশতি-বার্ষিক প্রায়শ্চিত্ত।' শকুন্তলার দুর্দ্দম পুত্র সর্ব্বদমনের সহিত রাজার এই স্পৃহণীয় কলহের অমৃতধারায় সারা রঙ্গস্থল ভাসিয়াছে, সকলেই একটা কেমন অনাস্বাদিতপূর্ব্ব আনন্দরসে বিভোর। ক্ষণকালের জন্য সামাজিকগণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভুলিয়াছেন,

রাজা।— অথ গৃহ্লাতি ? ॥ ৭৫ ॥

প্রথমা।— তদো তং সপ্পো হোইঅ দংসই। ॥ ৭৬ ॥

রাজা।— ভবতীভ্যাং কদাচিদস্যাঃ প্রত্যক্ষীকৃতা বিক্রিয়া। ॥ ৭৭ ॥

উভে।— অণেঅসো। ॥ ৭৮ ॥

রাজা।— (সহর্ষম্ আত্মগতম্) কথমিব সম্পূর্ণমপি মে মনোরথং নাভিনন্দামি। (বালং পরিষ্বজতে) ॥ ৭৯ ॥

দ্বিতীয়া।— সুব্বদে! এহু ইমং বুত্তন্তং ণিঅমব্বাবুআএ সউন্তাএ ণিবেদেহ্ম। [নিষ্ক্রান্তে ॥ ৮০ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—ততঃ সর্পো ভূত্বা দশতি ॥ ৭৬ ॥ অনেকশঃ ॥ ৭৮

সুব্রতে! এহি, ইমং বৃত্তান্তং নিয়মব্যাপৃতায়ৈ শকুন্তলায়ৈ নিবেদয়াবঃ ॥ ৮০ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—যদি করে ? ॥ ৭৫ ॥

প্রথমা।—তা হ'লে সাপ হয়ে তাকে ছোবল মারে ॥ ৭৬ ॥

রাজা।—আপনারা স্বচক্ষে এরূপ ছোবল মার্ত্তে কখনও দেখেছেন কি ? ॥ ৭৭ ॥

উভয়ে।—ঢের ঢের ॥ ৭৮ ॥

রাজা।—(আনন্দে মনে মনে) তবে দেখছি, আমার বাসনা পূর্ণপ্রায়, সুতরাং আর বিলম্ব কেন ? (বালককে আলিঙ্গন) ॥ ৭৯ ॥

দ্বিতীয়া।—সুব্রতে! চল, ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণা শকুন্তলাকে এই ব্যাপারটা বলি গিয়ে ॥ ৮০ ॥

আপনাকে ভুলিয়াছেন, এক সর্ব্বদমন তাঁহাদের সকলের সকল ইন্দ্রিয়ের আলম্বন হইয়া সম্মুখে বিরাজ করিতেছে। অতীত ঘটনাবলীর স্মৃতি কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে, ভবিষ্যতের চিন্তা বিলুপ্ত হইয়াছে, কেবল বর্ত্তমান তাঁহাদের সম্মুখে অতীত ও ভবিষ্যৎ জুড়িয়া বসিয়াছে। দর্শকগণের হৃদয় এমন কেন্দ্রাকৃষ্ট বুঝি নাটকের আর কোথাও হয় নাই। যখন রঙ্গভূমির এমনই অবস্থা, তখন অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁহাদের সমক্ষে এক অপরূপ দিব্য মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। সে অনবদ্য মূর্ত্তির বিষাদোজ্জ্বল সৌন্দর্য্যে রঙ্গস্থল সহসা যেন আলোকিত ও চমকিত হইয়া উঠিল। একটা অনির্ব্বচনীয় স্বর্গীয় ভাবে সভাস্থল বিভাবিত হইল। প্রথমে কেহই বুঝিতে পারেন নাই যে, এ কি মূর্ত্তি, মানুষী না দেবী, সত্য না স্বপ্ন, সকলেই অবাক্ হইয়া চাহিলেন। ব্রহ্মচারিণী-বেশা একবেণীধরা শকুন্তলার পবিত্র মূর্ত্তির সহসাবির্ভাবে, নিমেষের জন্য সকলেরই চক্ষু অবনত হইল। পবিত্র চরিত্রের একটা মহনীয়তম মাহাত্ম্যে হৃদয় সকলের ভরিয়া গেল। পরে পবিত্রতা বিধৌত নয়নে সকলে যেন একটু দম লইয়া, একযোগে সেই যোগিনীরূপা বিয়োগিনী শকুন্তলার দিকে তাকাইলেন। রুক্ষকেশা মলিনবেশা কণ্ব-দুহিতাকে দেখিয়াই শকুন্তলাবল্লভ চমকিয়া উঠিলেন; 'এই কি সেই শকুন্তলা' বলিয়া হৃদয়ভার লঘু করিতে প্রয়াস পাইলেন। এক দিন যাহার অকৈতব ও অনাহৃত সৌন্দর্য্যে তাঁহার চক্ষে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সুন্দর ঠেকিয়াছিল, চিরদিন যাহাদিগকে সুন্দরতার অবতারসদৃশী ভাবিয়া পূজা করিয়া আসিয়াছেন, তাহারাও নিতান্ত নগণ্য, অকিঞ্চিৎকর মনে হইয়াছিল, যাহার সন্দর্শন-লাভে জীবন ধন্য, কৃতার্থ ও পরিপূর্ণ মনে করিয়াছিলেন, যাহার অভাবে, জীবন বিড়ম্বিত, নিষ্ফল, দুর্ব্বহ ও বিরক্তিকর এবং সংসার জীর্ণ, দাবদগ্ধ বনের ন্যায় ভীষণ ও হৃদয়ঘাতী মনে হইয়াছিল, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিনিময়ে একটিবারমাত্র, এক নিমেষের জন্য যাহাকে দেখিতে, দূর হইতে এক পলক দেখিতে পাগল হইয়াছিলেন, জ্যোতির্ম্ময়ী এক আকাশচারিণী স্ত্রীমূর্ত্তি—যাহাকে কোথায়, কোন্ চিন্তারও অগম্য লোকে লইয়া অন্তর্হিত হইয়াছে, যে এখন শুধু চিন্তায় বিষয়ীভূত, কথার, আলোচনার বিষয়ীভূত, এই কি সেই শকুন্তলা, ভাবিয়া দুষ্যন্ত যে কেমন একটা ভাবে আবিষ্ট হইয়া পড়িলেন, তাহা তিনি নিজেই ভালো করিয়া বুঝিতে পারিলেন না। যখন সেই মলিন-বসনা ও দীন-নয়না শকুন্তলা, 'কে আমার পুত্রকে স্পর্শ করিয়া কলঙ্কিত করিল' বলিতে বলিতে আসিয়া রাজার সম্মুখে দাঁড়াইলেন, আর তাঁহার কৃচ্ছ্রসাধ্য নিয়মপালনে বিশুষ্ক মুখকমল কেমন একটা ব্যথার, সমবেদনার প্রবাহ বহাইয়া রঙ্গস্থল প্লাবিত করিল, এক দিন আগুল্ফ-বিলম্বিত কেশদামে যাহার সৌন্দর্য্য উথলিয়া উঠিত, আজ তার মাথায় একটি রুক্ষ বেণী মাত্র দুলিতেছে, বসন্তের প্রফুল্ল লতিকা যেন দুঃসহ নিদাঘের প্রখর তাপে একেবারে ঝলসিয়া পুড়িয়া গিয়াছে, রাজা দেখিলেন, তখন বুঝিলেন যে, তিনি স্বয়ং কত বড় অকরুণ কত বড় কঠোর। সেই দীর্ঘ বিচ্ছেদব্রতধারিণীর তদানীন্তন পবিত্র মূর্ত্তি-দর্শনে দুষ্যন্তের হৃদয় গলিয়া গেল, দুষ্যন্ত যে কত বড় সৌভাগ্যশালী পুরুষ, শুধু বৃহৎ পৃথিবীর নহে, তদপেক্ষাও কত বৃহত্তর ও কমনীয়তর সাম্রাজ্যের যে রাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তী, তাহা চিন্তা করিয়া ভারতেশ্বর যেন কেমন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন ॥ ৬৩-৮০ ॥

বালঃ।— মুঞ্চস্সু মং জাব অজ্জূএ সআসং গমিস্সং। ॥ ৮১ ॥

রাজা।— পুত্রক! ময়া সহৈব মাতরমভিনন্দিষ্যসি। ॥ ৮২ ॥

বালঃ।— মম ক্খু তাদো দুস্সন্তো ণ তুমং। ॥ ৮৩ ॥

রাজা।— (সস্মিতম্) এষ বিবাদ এব প্রত্যায়য়তি। ॥ ৮৪ ॥

(ততঃ প্রবিশতি একবেণীধরা শকুন্তলা)

শকুন্তলা।— বিআরকালে বি পইদিত্থং সব্বদমণস্স ওসহিং সুণিঅ ণ মে আসা আসি অত্তণো ভাঅহেএসু। অহবা জহ সাণুমইএ আচক্খিদং তহ সংভাবীঅই এদং ॥ ৮৫ ॥

রাজা।— (শকুন্তলাং বিলোক্য) অয়ে সেয়মত্রভবতী শকুন্তলা—যৈষা

বসনে পরিধূসরে বসানা নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবেণিঃ।
অতিনিষ্করুণস্য শুদ্ধশীলা মম দীর্ঘং বিরহব্রতং বিভর্ত্তি ॥ ॥ ৮৬ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—মুঞ্চ মাং, যাবৎ মাতুঃ সকাশং গমিষ্যামি ॥ ৮১ ॥

মম খলু তাতঃ দুষ্মন্তঃ, ন ত্বম্ ॥ ৮৩ ॥

বিকারকালে অপি প্রকৃতিস্থাং সর্ব্বদমনস্য ওষধিং শ্রুত্বা ন মে আশা আসীৎ আত্মনঃ ভাগধেয়েষু। অথবা যথা সানুমত্যা আখ্যাতং তথা সম্ভাব্যতে এতৎ ॥ ৮৫ ॥

অন্বয়।—পরিধূসরে বসনে বসানা নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবেণিঃ শুদ্ধশীলা যা এষা অতিনিষ্করুণস্য মম দীর্ঘং বিরহব্রতং বিভর্ত্তি ॥ ৮৬ ॥

বঙ্গার্থ।—বালক।—ছাড়ো আমাকে, মার কাছে যাই ॥ ৮১ ॥

রাজা।—পুত্র! আমার সাথেই তোমার মার কাছে যেও'খন ॥ ৮২ ॥

বালক।—আমার বাবা দুষ্মন্ত, তুমি নও ॥ ৮৩ ॥

রাজা।—(সহাস্যে) এই ঝগড়াতেই আরও বেশী খুলে যাচ্ছে ॥ ৮৪ ॥

(একবেণীধরা শকুন্তলার প্রবেশ)

শকুন্তলা।—যে সময়ে সাপ হইয়া দংশন করিবার কথা, তখনও সর্ব্বদমনের রাখীর লতা পূর্ব্ববৎ ঠিকই আছে—শুনে আমার দুরদৃষ্টের উপর কোনরূপ আশা হচ্ছে না। অথবা হয় ত বা, সানুমতী যা বলেছিল, তাই বুঝি ফল্‌তে বসেছে ॥ ৮৫ ॥

রাজা।—(শকুন্তলাকে দেখিয়া) আহা! এই সেই শকুন্তলা! পরিধানে ধূলিধূসর-বসন-যুগল, নিয়ত কঠোর নিয়মপালনে মুখখানি একেবারে বিশুষ্ক, মাথায় সেই কবে নিবদ্ধ একটিমাত্র বেণী, দেখিলে মনে হয়, যেন পবিত্র চরিত্র-সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা! হায় রে! নির্দ্দয় পাষাণ আমি, এইভাবে শকুন্তলা আমার সুদীর্ঘ ও কৃচ্ছ্রসাধ্য বিরহব্রত পালন কর্চ্ছেন ॥ ৮৬ ॥

অঙ্গুরীয়কদর্শনের পর শকুন্তলার বৃত্তান্ত মনে পড়া অবধি রাজাও অনুতাপের প্রবল প্রদাহে একেবারে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিলেন, সেই দুষ্মন্ত বলিয়া সহসা চেনা দুষ্কর হইয়াছিল। আজ শকুন্তলা আসিয়াও দেখা মাত্রেই ঠিক ধরিতে পারিলেন না, আর্য্যপুত্রের মতন ঠেকিতেছে, শুধু এইটুকুর বেশী কিছু আর তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। যদিই তিনি না হন, তবে কে এ ব্যক্তি আমার পুত্রের অঙ্গস্পর্শ পূর্ব্বক অপবিত্র করিল, বলিয়া যেমন শকুন্তলা বিরক্তি প্রকাশ করিলেন, অমনি বিরহক্ষীণ রাজাও অগ্রসর হইয়া "প্রিয়ে" বলিয়া সম্বোধন করিলেন। দুঃখিতা, উপেক্ষিতা, বিড়ম্বিতা শকুন্তলার আহত হৃদয় যেন মানিতেই চাহে না যে, ইনিই সেই চিরধ্যেয় দেবতা দুষ্মন্ত, শকুন্তলার ইহ-পরকালের উপাস্য দুষ্মন্ত, তাই শকুন্তলা তাঁহাকে প্রবোধচ্ছলে কহিলেন, 'হৃদয়, আশ্বস্ত হও, এত দিনে দেবতা প্রসন্ন হইয়াছেন, অদৃষ্ট মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন, আমার আর্য্যপুত্রই বটে।' রাজার দু একটা মার্জ্জনা-ভিক্ষার কথার পর 'আর্য্যপুত্রের জয় হউক' বলিতে গিয়া শকুন্তলার গলা ধরিয়া আসিল, আনত-মস্তকে নীরবে শুধু তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। কিছু পূর্ব্বে, শকুন্তলার উপস্থিতিমাত্রেই সর্ব্বদমন যখন তাঁহার নিকট নালিশ করিল, 'মা! কোত্থেকে একটা পুরুষ এসে আমাকে পুত্র ব'লে আলিঙ্গন কচ্ছে, দেখ,' তখন শকুন্তলার বুক ফাটিয়া কান্না আসিতেছিল, তখন যদিও কোনমতে তাহা চাপিয়াছিলেন, এখন

শকুন্তলা।—(পশ্চাত্তাপবিবর্ণং রাজানং দৃষ্ট্বা) ণ কৃখু অজ্জউত্তো বিঅ। তদো কো এসো দাণিং কিঅরক্খামঙ্গলং দারঅং মে গত্তসংসগ্‌গেণ দূসেই ॥ ৮৭ ॥

বালঃ।— (মাতরমুপেত্য) অজ্জএ এসো কো বি পুরিসো মং পুত্ত ত্তি আলিঙ্গই ॥ ৮৮ ॥

রাজা।— প্রিয়ে! ক্রৌর্য্যমপি মে ত্বয়ি প্রযুক্তম্ অনুকূলপরিণামং সংবৃত্তং যদহমিদানীং ত্বয়া প্রত্যভিজ্ঞাতমাত্মানং পশ্যামি। ॥ ৮৯ ॥

শকুন্তলা।—(আত্মগতম্) হিঅঅ! অস্‌সসহু। পরিচ্চত্তমচ্ছরেণ অণুঅম্পিআ ম্হি দেবেণ অজ্জউত্তো কৃখু এসো। ॥ ৯০ ॥

রাজা।— প্রিয়ে! স্মৃতি-ভিন্ন-মোহতমসো দিষ্ট্যা প্রমুখে স্থিতাসি মে সুমুখি।
উপরাগান্তে শশিনা সমুপগতা রোহিণী যোগম্॥ ॥ ৯১ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—ন খলু আর্য্যপুত্রঃ ইব। ততঃ কঃ এষঃ ইদানীং কৃতরক্ষা-মঙ্গলং দারকং মে গাত্র সংসর্গেণ দূষয়তি॥ ৮৭ ॥

মাতঃ এষঃ কঃ অপি পুরুষঃ মাং পুত্রঃ ইতি আলিঙ্গতি॥ ৮৮ ॥

হৃদয়! আশ্বসিহি। পরিত্যক্তমৎসরেণ অনুকম্পিতা অস্মি দৈবেন। আর্য্যপুত্রঃ খলু এষঃ॥ ৯০ ॥

অন্বয়।—অয়ি সুমুখি! দিষ্ট্যা (আনন্দেন) স্মৃতি-ভিন্নমোহতমসঃ মে প্রমুখে স্থিতা অসি। তথাহি—রোহিণী উপরাগান্তে শশিনা (সহ) যোগং সমুপগতা॥ ৯১ ॥

বঙ্গার্থ।—শকুন্তলা।—(অনুতাপদাহে মলিনমূর্ত্তি রাজাকে দেখিয়া) কে এ? আর্য্যপুত্র নয়? তবে কে এ ব্যক্তি রক্ষা-কবচে সুরক্ষিত আমার শিশুকে গাত্রসংস্পর্শে দূষিত কর্চ্ছে?॥ ৮৭ ॥

বালক।—(মাতার নিকট গিয়ে) মা, এই দেখ না, কোথাকার একটা লোক পুত্র ব'লে আমাকে আলিঙ্গন কর্চ্ছে॥ ৮৮ ॥

রাজা।—প্রিয়ে! তোমার উপর আমি কি দুর্ব্যবহারই না করেছি, কিন্তু এখন দেখ্‌ছি, সে সমস্তই শেষে আমার পরম সুখের কারণ হয়ে দাঁড়ালো। কেন না, এতদিন পরেও তুমিই আমাকে আগে চিন্‌তে পার্লে॥ ৮৯ ॥

শকুন্তলা।—(মনে মনে) হৃদয়! আশ্বস্ত হও। এতদিন পরে অদৃষ্ট প্রসন্ন হয়েছেন, আমার দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন, এই ত আমার আর্য্যপুত্র॥ ৯০ ॥

রাজা।—প্রিয়ে! আজ বড়ই আনন্দের দিন! যে বিস্মৃতিমোহে আমার হৃদয় আচ্ছন্ন ছিল, সে মোহ কাটিয়া গিয়াছে, প্রসন্নবদনা তুমি আসিয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছ, এ কি কম ভাগ্যের কথা! রোহিণী আজ যেন গ্রহণের অন্তে শশীর সহিত পুনরায় আসিয়া মিলিত হইলেন॥ ৯১ ॥

কিন্তু আর পারিলেন না, কাঁদিয়া ফেলিলেন। ফুলিয়া ফুলিয়া মা কাঁদিতেছেন, আর একটা লোক ক্রমেই কাছে, আরও কাছে ঘেঁসিয়া আসিয়া 'সুন্দরি! কেঁদো না' প্রভৃতি বলিতেছে, শিশু দেখিয়া মাকে আবার জিজ্ঞাসা করিল, 'মা, এ কে?' এবার মা আর নীরব থাকিতে পারিলেন না, জবাব দিলেন, 'বাছা! তোমার অদৃষ্টকে জিজ্ঞাসা কর।'

সে সময়ের সেই দৃশ্যে, রাজা, রোরুদ্যমানা শকুন্তলা ও প্রশ্ন-পর শিশু সর্ব্বদমন,—এবং তাঁহাদের ঐরূপ কথাবার্ত্তা প্রভৃতিতে সমগ্র রঙ্গক্ষেত্রে মর্ম্মবেদনার একটা প্রবল স্রোত প্রবাহিত হইল। সকলেরই চক্ষে জল আসিল। তখন অপ্রতিপন্ন স্বামীর একমাত্র যে কর্ত্তব্য, রাজা তাহাই করিলেন, নিমেষের মধ্যে ছিন্নতরুর ন্যায় কণ্বদুহিতার পায়ের উপর পড়িলেন। প্রিয়কৃত এই ব্যবহারে দুঃখিনীর হৃদয় একেবারে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল—অগ্নিদগ্ধ স্বর্ণের ন্যায় গলিয়া পড়িল।

আর কেন চাও ফুটাতে অঙ্কুর
চরণে দলিয়া আগে,
দানব-নন্দিনি! জান না যে তুমি,
দুখীরে পূজিলে লাগে।

শকুন্তলা।— জেদু অজ্জউত্তো। (অর্দ্ধোক্তে বাষ্পকণ্ঠী বিরমতি) ॥ ৯২ ॥

রাজা।— সুন্দরি! বাষ্পেণ প্রতিষিদ্ধেঽপি জয়শব্দে জিতং ময়া।
যত্তে দৃষ্টমসংস্কারপাটলোষ্ঠপুটং মুখম্ ॥ ॥ ৯৩ ॥

বালঃ।— অজ্জএ কো এসো। ॥ ৯৪ ॥

শকুন্তলা। – বচ্ছ! দে ভাঅহেআইং পুচ্ছস্সু। ॥ ৯৫ ॥

রাজা।— (শকুন্তলায়াঃ পাদয়োঃ প্রণিপত্য)

সুতনু! হৃদয়াৎ প্রত্যাদেশব্যলীকমপৈতু তে কিমপি মনসঃ সম্মোহো মে তদা বলবানভূৎ।
প্রবলতমসামেবংপ্রায়াঃ শুভেষু হি বৃত্তয়ঃ স্রজমপি শিরস্যন্ধঃ ক্ষিপ্তাং ধুনোত্যহি-শঙ্কয়া ॥ ৯৬ ॥

শকুন্তলা।— উঠ্‌ঠেদু অজ্জউত্তো! ণূণং মে সুঅরিঅপ্পড়িবন্ধঅং পুবাকিদং তেসু দিঅহেসু পরিণামমুহং আসি জেণ সানুক্কোসো বি অজ্জউত্তো মই বিরসো সংবুত্তো ॥ ৯৭ ॥

অন্বয়।—সুন্দরি! জয়-শব্দে বাষ্পেণ প্রতিষিদ্ধে অপি ময়া জিতম্ (এব)। যৎ (যস্মাৎ) অসংস্কার-পাটলোষ্ঠপুটং তে মুখং (ময়া) দৃষ্টম্ ॥ ৯৩ ॥

সুতনু! তে হৃদয়াৎ প্রত্যাদেশ-ব্যলীকম্ অপৈতু। তদা মে মনসঃ সম্মোহঃ কিমপি বলবান্ অভূৎ। হি (তথাহি) শুভেষু প্রবলতমসাং বৃত্তয়ঃ এবম্প্রায়াঃ (ভবন্তি)। অন্ধঃ শিরসি ক্ষিপ্তাং স্রজম্ অপি অহিশঙ্কয়া ধুনোতি ॥ ৯৬ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—জয়তু আর্য্যপুত্রঃ ॥ ৯২ ॥

মাতঃ! কঃ এষঃ ॥ ৯৭ ॥

বৎস! তে ভাগধেয়ানি পৃচ্ছ ॥ ৯৫ ॥

উত্তিষ্ঠতু আর্য্যপুত্রঃ। নূনং মে সুচরিতপ্রতিবন্ধকং পুরাকৃতং তেষু দিবসেষু পরিণামমুখম্ আসীৎ,যেন সানুক্রোশঃ অপি আর্য্যপুত্রঃ ময়ি বিরসঃ সংবৃত্তঃ ॥ ৯৭ ॥

বঙ্গার্থ।—শকুন্তলা।—আর্য্যপুত্রের জয় হোক্। (বলিতে বলিতেই কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইল) ॥ ৯২ ॥

রাজা।—সুন্দরি! তোমার উচ্চরিত জয়শব্দ বাষ্পভরে স্তম্ভিত হইলেও আমার কিন্তু সত্যই আজ জয়জয়কার! কেননা, এতদিন পরেও—সংস্কারের অভাবে তোমার পাটল-বর্ণ ওষ্ঠপুট দেখিতে পাইলাম। এই ওষ্ঠ দর্শনেই বুঝিতেছি যে, এতকাল কি কঠোর সংযমই তুমি পালন করিয়াছ ॥ ৯৩ ॥

বালক।—মা, কে এ লোকটা? ॥ ৯৪ ॥

শকুন্তলা।—বাছা, তোমার অদৃষ্টকে জিজ্ঞাসা কর ॥ ৯৫ ॥

রাজা।—(শকুন্তলার পদতলে পড়িয়া)। অয়ি শোভনাঙ্গি অনুরোধ, মৎকৃত-পরিত্যাগজনিত দুঃখ তোমার হৃদয় হইতে দূর হউক। তখন, আমার মনের যেন কেমন একটা ভয়ানক মোহ জন্মিয়াছিল। লক্ষ্মি! কল্যাণকর বিষয়ে মোহাচ্ছন্ন হতভাগ্যদের প্রায় এইরূপ ব্যাপারই ঘটিয়া থাকে। তুমি কি জান না যে, অন্ধের মাথায় যদি এক ছড়া সুরভি ফুলের মালাও ছুড়িয়া দেওয়া যায়, তবে সে তখনই সাপ ভেবে তাড়াতাড়ি তাহা দূরে নিক্ষেপ করে ॥ ৯৬ ॥

শকুন্তলা।—আর্য্যপুত্র! উঠ। তোমার দোষ কি? প্রত্যাখ্যান-সময়ে আমার পূর্ব্বজন্মকৃত দুষ্কার্য্য নিশ্চয়ই ফলোন্মুখ হইয়াছিল, এবং আমার যত কিছু পুণ্য, তাহা রোধ করিয়া আমাকে তাদৃশ বিপদে পাতিত করিয়াছিল, নতুবা তোমার ন্যায় দয়াময় তেমন নির্দ্দয় হইবে কেন? সমস্তই আমার কপালের লিখন, তুমি উঠ ॥ ৯৭ ॥

ইন্দুবালার সমক্ষে রতির এই উক্তির নীরব প্রতিধ্বনিতে সামাজিক হৃদয় ভরিয়া গেল। শকুন্তলা রাজাকে উঠাইলেন ও যতকিছু কষ্টভোগ, রমণীর চিরসাথী নিজের পোড়া কপালের উপর চাপাইয়া অনুতাপদগ্ধ নৃপতিকে সান্ত্বনা দিলেন। চোখের জল মুছাইবার সময়ে রাজার হাতের সেই অঙ্গুরীটির দিকে শকুন্তলা বার বার তাকাইতে লাগিলেন, রাজা পুনরায় শকুন্তলার অঙ্গুলীতে তাহা পরাইবার জিদ্ করিলেও তিনি রাজি হইলেন না। 'ও আংটী তোমার হাতেই থাকুক' বলিয়া রাজাকে প্রতিহত করিলেন। তখন রঙ্গস্থলবাসী, আলেখ্যবৎ নিস্পন্দ দর্শকগণের নয়নের সমক্ষে সেই আংটির কথা ও সেই সঙ্গে বিয়োগান্ত সমস্ত ব্যাপারটা জল্ জল্ করিয়া ভাসিয়া উঠিল। নিমেষমধ্যে, আলোকচিত্রের

রাজা।— (উত্তিষ্ঠতি)। ॥ ৯৮ ॥

শকুন্তলা।— অহ কহং অজ্জউত্তেণ সুমারিও দুক্‌খভাই অঅং জণো। ॥ ৯৯ ॥

রাজা।— উদ্ধৃত-বিষাদ-শল্যঃ কথয়ামি।

মোহান্ ময়া সুতনু পূর্বমুপেক্ষিতস্তে যো বাষ্পবিন্দুরধরং পরিধাবমানঃ।
তং তাবদাকুটিলপক্ষ্ম-বিলগ্নমদ্য বাষ্পং প্রমৃজ্য বিগতানুশয়ো ভবেয়ম্ ॥

(যথোক্তমনুতিষ্ঠতি) ॥ ১০০ ॥

শকুন্তলা।— (নামমুদ্রাং দৃষ্ট্বা) অজ্জউত্ত! এদং তং অঙ্গুলীঅঅং। ॥ ১০১ ॥

রাজা।— অস্যাঙ্গুলীয়স্যোপলম্ভাৎ খলু স্মৃতিরুপলব্ধা। ॥ ১০২ ॥

শকুন্তলা।— বিসমং কিঅং ণেণ জং তদা অজ্জউত্তস্‌স পচ্চাঅণকালে দুল্লহং আসি ॥ ১০৩ ॥

অন্বয়।—অয়ি সুতনু! ময়া মোহাৎ, অধরং পরিধাব-মানঃ তে যঃ বাষ্পবিন্দুঃ পূর্ব্বম্ উপেক্ষিতঃ, আকুটিল-পক্ষ্ম-বিলগ্নং তং বাষ্পং অদ্য প্রমৃজ্য বিগতানুশয়ঃ ভবেয়ম্ ॥ ১০০ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—অথ কথম্ আর্য্যপুত্রেণ স্মৃতঃ দুঃখভাগী অয়ং জনঃ ॥ ৯৯ ॥

আর্য্যপুত্র! এতৎ তৎ অঙ্গুলীয়কম্ ॥ ১০১ ॥

বিষমং কৃতমনেন যৎ তদা আর্য্যপুত্রস্য প্রত্যায়নকালে দুর্লভম্ আসীৎ ॥ ১০৩ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—(উঠিলেন) ॥ ৯৮ ॥

শকুন্তলা।—এই দুঃখিনীকে আর্য্যপুত্রের মনে পড়িল কেমন করিয়া? ॥ ৯৯ ॥

রাজা।-শকুন্তলে! আমার বুকে যে বিষাদের শেল বিদ্ধ রহিয়াছে, তাহা আগে উদ্ধৃত করি, পরে সেই বৃত্তান্ত বলিতেছি। মনে পড়ে প্রিয়ে! এক দিন তুমি আমার সমক্ষে দাঁড়াইয়া কতই না কাঁদিয়াছিলে, দরদরিতধারে প্রবাহিত অশ্রুর বিন্দু তোমার অধরপল্লব আপ্লুত করিয়াছিল, হায়! মোহ বশতঃ আমি তখন সে দিকে তাকাই নাই, উপেক্ষা করিয়াছিলাম. আজ আবার তেমনই ভাবে তোমার কুঞ্চিত-রোম-শোভিত নয়ন-পত্রে অশ্রুবিন্দু উদ্ভূত হইয়াছে, সে দিন যাহা করি নাই, আজ সর্ব্বাগ্রে তাহা করিয়া, তোমার নয়ন-জল মুছাইয়া দিয়া হৃদয়ের দুঃসহ অনুতাপানল নির্ব্বাপিত করি, পরে সমস্তই খুলিয়া বলিব। (অশ্রু প্রমার্জ্জন) ॥ ১০০ ॥

শকুন্তলা।—(নামাঙ্কিত অঙ্গুরী দেখিয়া) আর্য্যপুত্র! এই কি সেই অঙ্গুরীয়? ॥ ১০১ ॥

রাজা।—এই অঙ্গুরী প্রাপ্তির পর হইতেই ত আমার সব মনে পড়িল ॥ ১০২ ॥

শকুন্তলা।—কি ভয়ানক বিপদই না এই অঙ্গুরী ঘটাইয়াছিল! তোমায় প্রত্যয় জন্মাইবার সময়ে আর একে খুঁজে পেলাম না ॥ ১০৩ ॥

ছবির মত সমস্ত গত ঘটনাটা তাঁহারা যেন দেখিতে পাইলেন। প্রত্যাখ্যান-বিক্লবা শকুন্তলার তখনকার সেই বিষাদ-বিষণ্ণ জীর্ণ মূর্ত্তি আর পতি-বিচ্ছেদ-কাতরা কঠোর ব্রহ্মচর্য্যাব্রতধারিণী এখনকার পুত্রবতী শকুন্তলার এই দেবীমূর্ত্তি সম্মিলিত-ভাবে দর্শক-নয়নে এক নূতন চিত্রের মতন প্রতিভাত হইল।—সকলেই যেন কেমন নীরব,—ক্ষণকালের জন্য রঙ্গস্থল একটা অভূতপূর্ব্ব নীরবতায় যেন আচ্ছন্ন হইল। এমনই সময়ে দেবেন্দ্র সারথি মাতলি সস্মিতমুখে তথায় প্রবেশ করিলেন এবং কহিলেন,—'কি আনন্দ, কি আনন্দ! একে ধর্ম্মপত্নীর সহিত সমাগম, তাহার উপর আবার পুত্রের মুখ-সন্দর্শন,—মহারাজের আজ জয় জয়-কার! পরিপূর্ণতায়, সাফল্যে আজ মহারাজ কেমন বিমণ্ডিত! আপনার জয় হউক।' মাতলির জলদ-গম্ভীর ও প্রসন্ন-মধুর উক্তি যেন সমগ্র রঙ্গস্থলে প্রতিধ্বনিত হইল। সকলেই মুক্তপ্রাণে ঐ স-রব উক্তির নীরব পুনরুক্তি করিলেন।

ক্রমে মাতলির সুব্যবস্থায়, রাজা জগতের আদি জনক-জননীর পাদপদ্ম দর্শন করিতে চলিলেন, আজ পুত্রবতী শকুন্তলাকে আগে আগে লইয়া রাজার যাইতে বাসনা, যাহা বরাতে ছিল, গ্রহের ফেরে তাহা হইয়া গিয়াছে, এখন আর

রাজা।— তেন হি ঋতু-সমবায়চিহ্নং প্রতিপদ্যতাং লতা-কুসুমম্। ॥ ১০৪ ॥

শকুন্তলা।— ণ সে বিস্সসেমি। অজ্জউত্তো এব্ব ণং ধারেউ। ॥ ১০৫ ॥

(ততঃ প্রবিশতি মাতলিঃ)

মাতলিঃ। – দিষ্ট্যা ধর্ম্মপত্নী-সমাগমেন পুত্রমুখদর্শনেন চ আয়ুষ্মান্ বর্দ্ধতে ॥ ১০৬ ॥

রাজা।— অভূৎ সম্পাদিত-স্বাদু-ফলো মে মনোরথঃ। মাতলে! ন খলু বিদিতোঽয়মাখণ্ডলেন বৃত্তান্তঃ স্যাৎ। ॥ ১০৭ ॥

মাতলিঃ।— (সস্মিতম্) কিমীশ্বরাণাং পরোক্ষম্। এহি আয়ুষ্মন্! ভগবান্ মারীচস্তে দর্শনং বিতরতি। ॥ ১০৮ ॥

রাজা। – শকুন্তলে! অবলম্ব্যতাং পুত্রঃ। ত্বাং পুরস্কৃত্য ভগবন্তং দ্রষ্টুমিচ্ছামি ॥ ১০৯ ॥

শকুন্তলা। – হিরিআমি অজ্জউত্তেণ সহ গুরুসমীবং গন্তুম্। ॥ ১১০ ॥

রাজা।— অয়ি! আচরিতব্যমভ্যুদযকালেষু। এহি এহি।

[সর্ব্বে পরিক্রামন্তি ॥ ১১১ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—ন অস্য বিশ্বসিমি। আর্য্যপুত্রঃ এব এতদ্ ধারয়তু ॥ ১০৫ ॥

জিহ্রেমি আর্য্যপুত্রেণ সহ গুরুসমীপং গন্তুম্ ॥ ১১০ ॥

বঙ্গার্থ—রাজা।—তবে আর কেন? লতার ফুল ঋতুরাজ বসন্তের সহিত মিলনের চিহ্ন ধারণ করুক। (অর্থাৎ লতা-রূপিণী শকুন্তলা আজ ঋতুরাজ বসন্ত-প্রতিম দুষ্যন্তের সহিত মিলিত হইলেন, সুতরাং তাঁহার করকিশলয়ে অঙ্গুরীরূপী প্রসূন প্রস্ফুটিত হউক) ॥ ১০৪ ॥

শকুন্তলা।—এ অঙ্গুরীকে আর আমি বিশ্বাস করি না। তুমিই ধারণ কর ॥ ১০৫ ॥

(মাতলির প্রবেশ)

মাতলি।—কি আনন্দ! দীর্ঘজীবিন্! সহধর্ম্মচারিণীর সহিত মিলনে এবং পুত্রের মুখ সন্দর্শনে আজ আপনার জয়-জয়কার ॥ ১০৬ ॥

রাজা।—সত্যই তাই। আমার আশালতা কি সুস্বাদু ফলেই সম্পন্না হইয়াছে! মাতলি! দেবরাজ ইন্দ্র কি এ ব্যাপার জানিতে পারিয়াছেন? ॥ ১০৭ ॥

মাতলি।—(হাসিয়া) সর্ব্বজ্ঞদের আবার কি অবিদিত থাকে? চলুন রাজন্! ভগবান্ মারীচ আপনাকে দর্শনদান করিবেন ॥ ১০৮ ॥

রাজা।—শকুন্তলে! পুত্রকে কোলে লও। তোমাকে সম্মুখে করিয়া ভগবান্‌কে দেখতে যাব ॥ ১০৯ ॥

শকুন্তলা।—তোমার সঙ্গে গুরুজনের কাছে যেতে আমার লজ্জা হচ্ছে ॥ ১১০ ॥

রাজা।—প্রিয়ে! সম্পদের সময়ে এ সব করা দরকার! চল, চল। (সকলের প্রস্থান) ॥ ১১১ ॥

কেন, অকপটভাবে প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে।—'কুলঙ্কষা' শকুন্তলা এখন কুলের রাজলক্ষ্মী-রূপিণী, তাঁহার ছায়ায় ছায়ায় দুষ্যন্ত যাইবেন। তাই রাজা শকুন্তলাকে কহিলেন, 'পুত্রকে কোলে লইয়া আগে আগে চল।' সমাজ-রক্ষক কবি,—শকুন্তলার এক নূতন মূর্ত্তি একটি টানে আঁকিয়া দিলেন, তাঁহার দ্বারা বলাইলেন, 'তোমার সঙ্গে গুরুজনের সমক্ষে যাইতে আমার লজ্জা করে।' রাজার জিদে লজ্জানম্রমুখী শকুন্তলা চলিলেন!—যাইবার প্রোসেসনটাও বড় সুন্দর।—প্রথমে দেব-সারথি মাতলি, পরে পুত্র-পূর্ণোৎসঙ্গা শকুন্তলা,—তাঁর পিছনে ভারতেশ্বর—দুষ্যন্ত। ধীরে ধীরে—এই কয় মূর্ত্তি মারীচ-সন্নিধানে গিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৮১-১০৫ ॥

(ততঃ প্রবিশতি অদিত্যা সার্দ্ধমাসনস্থো মারীচঃ)

মারীচঃ।— (রাজানম্ অবলোক্য) দাক্ষায়ণি !

পুত্রস্য তে রণ-শিরস্যয়মগ্রযায়ী দুষ্মন্ত ইত্যভিহিতো ভুবনস্য ভর্ত্তা।
চাপেন যস্য বিনিবর্ত্তিত-কর্ম্ম জাতং তৎ কোটিমৎ কুলিশমাভরণং মঘোনঃ॥ ॥ ১১২ ॥

অদিতিঃ।— সম্ভাবনীয়ানুভাবা অস্য আকৃতিঃ। ॥ ১১৩ ॥

মাতলিঃ।— আয়ুষ্মন্ ! এতৌ পুত্র-প্রীতি-পিশুনেন চক্ষুষা দিবৌকসাং পিতরৌ আয়ুষ্মন্তমবলোকয়তঃ। তাবুপসর্প। ॥ ১১৪ ॥

রাজা।— মাতলে ! এতৌ—প্রাহুর্দ্বাদশধাস্থিতস্য মুনয়ো যত্তেজসঃ কারণং
ভর্ত্তারং ভুবনত্রয়স্য সুষুবে যদ্যজ্ঞ-ভাগেশ্বরম্।
যস্মিন্নাত্মভবঃ পরোঽপি পুরুষশ্চক্রে ভবায়াস্পদং
দ্বন্দ্বং দক্ষ-মরীচি-সম্ভবমিদং তৎ স্রষ্টুরেকান্তরম্॥ ॥ ১১৫ ॥

অন্বয়।—অয়ং দুষ্মন্তঃ ইতি অভিহিতঃ ভুবনস্য ভর্ত্তা তে পুত্রস্য রণশিরসি অগ্রযায়ী। যস্য চাপেন বিনিবর্ত্তিতকর্ম্ম (সৎ) কোটিমৎ তৎ কুলিশং মঘোনঃ আভরণং জাতম্॥ ১১২॥

মাতলে ! ইদং তৎ দক্ষ-মরীচি-সম্ভবং স্রষ্টুঃ একান্তরং দ্বন্দ্বং, যৎ (দ্বন্দ্বং) মুনয়ঃ দ্বাদশধা স্থিতস্য (ধাতৃপ্রভৃতি দ্বাদশ-মূর্ত্তিধরস্য আদিত্য-রূপস্য) তেজসঃ কারণং প্রাহুঃ, যৎ ভুবনত্রয়স্য ভর্ত্তারং যজ্ঞভাগেশ্বরং সুষুবে, যস্মিন্ আত্মভবঃ পরঃ পুরুষঃ অপি ভবায় আস্পদং চক্রে॥ ১১৫॥

(অদিতির সহিত আসনোপবিষ্ট মারীচের প্রবেশ)

বঙ্গার্থ।—মারীচ।—(রাজাকে দেখিয়া) দাক্ষায়ণি ! ইঁহাকে জানো ? ইনি পৃথিবীর পালনকর্ত্তা, নাম ইঁহার দুষ্মন্ত। তোমার পুত্র ইন্দ্রের যত কিছু বড় বড় যুদ্ধবিগ্রহ বাধে, ইনি সকলের অগ্রে ছুটিয়া সেই সব যুদ্ধে যান এবং তোমার পুত্রকে বিজয়ী করিয়া দেন। এক কথায়,— ইঁহারই ধনুকের মাহাত্ম্যে ইন্দ্রের বজ্রের আর কিছুই করিতে হয় না ! (অর্থাৎ ইনিই ধনুর্ব্বাণ লইয়া যুদ্ধাদি করেন, ইন্দ্রের বজ্র ব্যবহারের আর প্রয়োজনই হয় না।) সেই তীক্ষ্ণ অগ্রভাগযুক্ত ভীষণ বজ্র কেবল ইন্দ্রের শোভাই জন্মায়, অন্য কোন কাজে লাগে না॥ ১১২॥

অদিতি।—কি গুরুগম্ভীর আকৃতি, ইহার দ্বারাই ইঁহার যে কি অসীম ক্ষমতা, তাহা কতকটা অনুমান করা যায়॥ ১১৩॥

মাতলি।—দীর্ঘজীবিন্ ! স্বর্গবাসী দেবগণের জনক-জননী, ঐ দেখুন, অপত্যস্নেহবর্ষী নয়নে আপনার দিকে চাহিয়া আছেন। ইঁহাদের নিকটে যান॥ ১১৪॥

রাজা।—মাতলি ! এই কি সেই মিথুন ? সৃষ্টির আদিভূত পুরুষ এবং প্রকৃতি ? মুনিগণ এই মিথুনকেই না ধাতৃ, অর্য্যমা, মিত্র, বরুণ, অংশ, ভগ, ইন্দ্র, বিবস্বান্, পূষা, পর্জ্জন্য, ত্বষ্টা এবং বিষ্ণু এই দ্বাদশ আদিত্যের উৎপাদক বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ? স্বর্গ-মর্ত্ত-রসাতল— ত্রিভুবনের পালনকর্ত্তা দেবরাজ ইন্দ্র ইঁহাদেরই সন্তান। সেই পরম পুরুষ, জন্মমৃত্যু-বর্জ্জিত স্বয়ং বিষ্ণু, বামনরূপে, যে মিথুনের আশ্রয়ে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ব্রহ্মার পৌত্র পৌত্রীরূপী এই সেই পুরুষ এবং প্রকৃতি, এই সেই প্রজাপতি দক্ষ ও মরীচি হইতে উৎপন্ন জগতের আদি জনক-জননী। ব্রহ্মার পুত্র প্রজাপতি দক্ষের কন্যা অদিতি এবং ব্রহ্মার পুত্র মরীচের পুত্র এই কশ্যপ॥ ১১৫॥

তাৎপর্য্য।—শকুন্তলার সহিত রাজার মিলন হইয়াছে। যে শকুন্তলাকে একদিন 'আপন্ন-সত্ত্বা' বলিয়া রাজা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, আজ সেই শকুন্তলার অঙ্কে তাহারই সেই গর্ভের সন্তানকে দেখিবার নিমিত্ত রাজা কতই-না ব্যাকুল ! অধির আশঙ্কায় যাহাকে স্পর্শও করেন নাই, ভুজগী ভ্রমে যাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, অঙ্গুরীয়ক-দর্শনের পর হইতেই রাজা বুঝিয়াছিলেন যে, সে ভুজগী নহে, সুশীতল চন্দন-লতিকা, স্পর্শে মন-প্রাণ পুলকিত হয়, জুড়াইয়া যায় ; কিন্তু বুঝিলে কি হইবে ? পাশা তখন হস্তচ্যুত !

মাতলিঃ।— অথ কিম্। ॥ ১১৬ ॥

রাজা।— (উপগম্য) উভাভ্যামপি বাসবানুযোজ্যো দুষ্যন্তঃ প্রণমতি ॥ ১১৭ ॥

মারীচঃ।— বৎস! চিরং জীব। পৃথিবীং পালয়। ॥ ১১৮ ॥

অদিতিঃ।— বৎস! অপ্রতিরথঃ ভব। ॥ ১১৯ ॥

শকুন্তলা।— দারঅ-সহিআ বো পাদবন্দনং করেমি। ॥ ১২০ ॥

মারীচঃ।— বৎসে! আখণ্ডল-সমো ভর্তা জয়ন্ত-প্রতিমঃ সুতঃ।
আশীরন্যা ন তে যোগ্যা পৌলোমী-মঙ্গলা ভব ॥ ॥ ১২১ ॥

অদিতিঃ।— জাতে! ভর্ত্তুঃ অভিমতা ভব। অবশ্যং দীর্ঘায়ুঃ উভয়কুলনন্দনঃ ভবতু। উপবিশতম্। (সর্ব্বে প্রজাপতিমভিতঃ উপবিশন্তি)। ॥ ১২২ ॥

মারীচঃ।— (একৈকং নির্দ্দিশন্)—দিষ্ট্যা শকুন্তলা সাধ্বী সদপত্যমিদং ভবান্।
শ্রদ্ধা বিত্তং বিধিশ্চেতি ত্রিতয়ং তৎ সমাগতম্ ॥ ॥ ১২৩ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—দারক সহিতা বঃ পাদ-বন্দনং করোমি ॥ ১২০ ॥

অন্বয়।—বৎসে! তে ভর্তা আখণ্ডল সমঃ, তে সুতঃ জয়ন্ত-প্রতিমঃ, (অতঃ) অন্যা আশীঃ তে ন যোগ্যা, পৌলোমী-মঙ্গলা ভব (ত্বমিতি শেষঃ) ॥ ১২১ ॥

বঙ্গার্থ।—মাতলি।—ঠিক বটে ॥ ১১৬ ॥

রাজা।—(নিকটে গিয়া) বাসবের আজ্ঞাবহ দুষ্যন্ত আপনাদের উভয়কে প্রণাম করিতেছে ॥ ১১৭ ॥

মারীচ।—বৎস! দীর্ঘজীবী হও এবং পৃথিবী পালন কর ॥ ১১৮ ॥

অদিতি।—বাছা! অপ্রতিদ্বন্দ্বী হও ॥ ১১৯ ॥

শকুন্তলা।—পুত্রের সহিত শকুন্তলা আপনাদের উভয়েব চরণ বন্দনা করিতেছে ॥ ১২০ ॥

মারীচ।—বৎসে! কি বলিয়া তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিব? তোমার স্বামী ইন্দ্রের ন্যায় প্রতাপশালী, আর পুত্র তোমার ইন্দ্র-তনয় জয়ন্তের মত; সুতরাং অন্য কোন আশীর্ব্বাদ তোমার পক্ষে আর কি হইতে পারে? তবে আশীর্ব্বাদ করি, ইন্দ্র-পত্নী শচীর ন্যায় তোমার সীঁথির সিন্দুর চিরদিন বজায় থাকুক ॥ ১২১ ॥

অদিতি।—জাদু আমার, পতির মনের মত হও। আর তোমার পুত্র মাতৃ-পিতৃ উভয়কুল উজ্জ্বল করুক। বসো তোমরা। (সকলের উপবেশন) ॥ ১২২ ॥

মারীচ।—(এক এক জনকে অঙ্গুলী দ্বারা নির্দ্দেশ পূর্ব্বক)—আজ কি আনন্দের দিন! এই সাধ্বী শকুন্তলা, এই বিশুদ্ধজন্মা সন্তান সর্ব্বদমন এবং রাজন্! তুমি স্বয়ং—তোমাদের এই তিন জনের সম্মিলন আজ শ্রদ্ধা, বিত্ত এবং বিধির একত্র মিলনের ন্যায় বড়ই স্পৃহণীয় হইয়াছে। তাই বলিতেছিলাম,—আজ বড়ই আনন্দ! আনন্দ! ॥ ১২৩ ॥

জগতের আদি নর-নারী মারীচ এবং অদিতি, আজ সাধ্বী শকুন্তলাকে দুষ্যন্তের হস্তে প্রদান করিলেন। মালিনী-তটের মিলনে, আশ্রমপতির পরোক্ষে সেই সঙ্গোপনে মিলনে অনেক মালিন্য ছিল। কামাপহৃত-হৃদয়া শকুন্তলার সহিত কামবিমূঢ়-হৃদয় দুষ্যন্তের মিলন হইয়াছিল। প্রতপ্ত লৌহের সহিত প্রতপ্ত লৌহখণ্ডের সংযোগ ঘটিয়াছিল। যে মিলনের প্রধান ঘটক হইল কাম, যে প্রণয়ের প্রধান এবং প্রথম দূতী হইল ভোগ-লিপ্সা, সে প্রণয়ের ফল মধুর বা চিরন্তন হইতে পারে না। কামভোগের অবসানে, ভোগলিপ্সার চরিতার্থতায়,—পর্য্যুষিত পুষ্পের ন্যায় সে প্রণয় মলিন হইয়া পড়ে। প্রথমকার সেই নয়নরঞ্জন ও হৃদয়বিমোহন চাকচিক্য তখন আর তাহাতে থাকে না। তখন দৃষ্টিরোধী ও হৃদয়-বিদাহী তীব্রতেজের ন্যায় তাহা ক্রমেই নয়নের তৃপ্তির ও শান্তির বিরোধী হইয়া দাঁড়ায়। দুর্ব্বাসার শাপেই হউক বা অন্য যাহাতেই হউক, তাই কামবিমূঢ়-হৃদয় দুষ্যন্তের চক্ষে পরিভুক্ত-যৌবনা শকুন্তলা ভয়ঙ্করী কুলনাশিনীর ন্যায় প্রতিভাত হইয়াছিলেন। 'অনাঘ্রাত পুষ্পের বা নখাস্পৃষ্ট কিসলয়ে'র মোহ আর তখন ছিল না, তাই আঘ্রাত কুসুমবৎ, নখচ্ছিন্ন পল্লববৎ শকুন্তলা-কুসুম পরিত্যক্ত হইয়াছিল।

রাজা।— ভগবন্। প্রাগভিপ্রেত-সিদ্ধি, পশ্চাদ্দর্শনম্ অতঃ অপূর্ব্বঃ খলু বঃ অনুগ্রহঃ। কুতঃ—

উদেতি পূর্ব্বং কুসুমং ততঃ ফলং ঘনোদয়ঃ প্রাক্ তদনন্তরং পয়ঃ।
নিমিত্ত-নৈমিত্তিকয়োরয়ং ক্রমঃ তব প্রসাদস্য পুরস্তু সম্পদঃ॥ ॥ ১২৪ ॥

মাতলিঃ।— এবং বিধাতারঃ প্রসীদন্তি। ॥ ১২৫ ॥

রাজা।— ভগবন্। ইমাম্ আজ্ঞাকরীং বো গান্ধর্ব্বেণ বিবাহ-বিধিনা উপযম্য কস্যচিৎ কালস্য বন্ধুভিরানীতাং স্মৃতি-শৈথিল্যাৎ প্রত্যাদিশন্ অপরাদ্ধোঽস্মি যুষ্মৎ-গোত্রস্য কণ্বস্য। পশ্চাৎ অঙ্গুলীয়কদর্শনাৎ ঊঢ়-পূর্ব্বাং তদ্দুহিতরম্ অবগতোঽহম্। তৎ চিত্রমিব মে প্রতিভাতি।

যথা গজো নেতি সমক্ষরূপে তস্মিন্নতিক্রামতি সংশয়ঃ স্যাৎ।
পদানি দৃষ্ট্বা তু ভবেৎ প্রতীতিস্তথাবিধো মে মনসো বিকারঃ॥ ॥ ১২৬ ॥

মারীচঃ।— বৎস। অলমাত্মাপরাধ-শঙ্কয়া। সম্মোহোঽপি ত্বয়ি উপপন্নঃ। শ্রূয়তাম ॥ ১২৭ ॥

অন্বয়।—পূর্ব্বং কুসুমম্ উদেতি, ততঃ ফলম্ (আবির্ভবতি), প্রাক্ ঘনোদয়ঃ (ভবেৎ), তদনন্তরং পয়ঃ (পততি)। অয়ম্ (এব) নিমিত্ত নৈমিত্তিকয়োঃ ক্রমঃ (পৌর্ব্বাপর্য্যম্) তু (কিন্তু) তব প্রসাদস্য পুরঃ সম্পদ্ (জায়তে, অত্র তৎ পৌর্ব্বাপর্য্যবিরোধঃ দৃশ্যতে)॥ ১২৪ ॥

যথা সমক্ষ রূপে গজঃ ন ইতি, তস্মিন্ অতিক্রামতি (সতি) সংশয়ঃ স্যাৎ (তু পশ্চাৎ) পদানি দৃষ্ট্বা প্রতীতিঃ ভবেৎ, মে মনসঃ বিকারঃ তথাবিধঃ (জাতঃ)॥ ১২৬ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—ভগবন্! দেবদর্শনের পর অভিলাষ পূর্ণ হইয়া থাকে, কিন্তু আজ পূর্ব্বেই আমার অভিলাষ পূর্ণ হইল, পরে আপনার দর্শনলাভ ঘটিল, সুতরাং আপনার এই অনুগ্রহ এক অতি অপূর্ব্ব বস্তু। কেননা, প্রথমে ফুল ফোটে, পরে ফল ফলে, প্রথমে মেঘোদয় হয়, পরে জল দেখা দেয়। কারণ এবং কার্য্যের এই পারম্পর্য্য, কিন্তু আপনার অনুগ্রহের—দর্শনদানরূপ প্রসাদের পূর্ব্বেই শকুন্তলা-লাভরূপ ফল সিদ্ধি ঘটিল, ইহা এক অতি অদ্ভুত ব্যাপার॥ ১২৪ ॥

মাতলি।—বিধাতারা যখন প্রসন্ন হয়েন, তখন এইরূপই হইয়া থাকে॥ ১২৫ ॥

রাজা।—ভগবন্! আপনাদের দাসী এই শকুন্তলাকে গান্ধর্ব্ব-বিধি অনুসারে আমি বিবাহ করি, কিছুকাল পরে, ইঁহার আত্মীয়েরা যখন লইয়া আসেন, তখন বিস্মৃতি নিবন্ধন আমি ইঁহাকে প্রত্যাখ্যান করি, সেইজন্য আপনারই গোত্র-সম্ভূত কণ্বের নিকট আমি বড়ই অপরাধী আছি। শেষে, মদীয় অঙ্গুরীয়ক দর্শনে আমার স্মৃতি ফিরিয়া আসে এবং মনে পড়ে যে, শকুন্তলাকে আমি সত্যই বিবাহ করিয়াছিলাম। দেব! এ সমস্তই একটা বিস্ময়কর ব্যাপার বলিয়া মনে হইতেছে। কোন একটা হস্তী যখন সম্মুখে আসিল, তখন তাহাকে চিনিতে পারিলাম না, শেষে তাহার পদচিহ্ন দেখিয়া বুঝিলাম যে, ও একটা হাতীই বটে, তদ্রূপ আমার মনের এই বিপর্য্যয়ভাব। এ কি অদ্ভুত গুরুদেব!॥ ১২৬ ॥

মারীচ।—বৎস! ইহাতে তোমার নিজের কোনই দোষ নাই। তখন তোমার মনে একটা বিষম মোহ জন্মিয়াছিল। খুলিয়া বলিতেছি। শোন॥ ১২৭ ॥

পৌরাণিক রাজ-চরিত্র অক্ষত রাখিবার জন্য যদিও কালিদাস দুর্ব্বাসার শাপের আশ্রয় লইয়াছেন, তবুও কিন্তু যে বস্তুর যে ধর্ম্ম, যে কার্য্যের যে ফল, তাহা কবির চিত্র-মাহাত্ম্যে চিত্রিত মূর্ত্তি হইতে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। ইহা কবির ইচ্ছা-কৃত কি না জানি না, তবে ইহা যে সৎ সাহিত্যের নীরব বাণী, সৎকবির নীরব নিস্পন্দ ইঙ্গিত, এ কথা বলিতে বাধ্য। স্বর্গীয় প্রেমরত্ন লাভ করিতে হইলে, অনেক অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়, সমতল ভূমি হইতে, পার্থিব রঙ্গস্থল হইতে অনেক ঊর্দ্ধে, অনেক উর্দ্ধে উঠিতে হয়। এ মাটির স্থিতি, বড়ই স্থূল, কঠোর, কঙ্করময়, কণ্টকাকুল,—ইহা ছাড়িয়া লোকান্তরে যাইতে হয়। চিরস্নিগ্ধ, চিরশীতল মানস-সরোবরের স্বপ্নময় কোলে পৌছাইতে হইলে, অনেক পাহাড়-পর্ব্বত,

রাজা।— অবহিতোঽস্মি। ॥ ১২৮ ॥

মারীচঃ।— যদৈব অপ্সরস্তীর্থাবতরণাৎ মেনকা প্রত্যক্ষ-বৈক্লব্যাং শকুন্তলামাদায় দাক্ষায়ণী-মুপগতা, তদৈব ধ্যানাদবগতোঽস্মি—দুর্বাসসঃ শাপাদিয়ং তপস্বিনী সহধর্ম্মচারিণী ত্বয়া প্রত্যাদিষ্টা নান্যথা ইতি। স চায়ম্ অঙ্গুলীয়কদর্শনাবসানঃ। ॥ ১২৯ ॥

রাজা — (সোচ্ছ্বাসম্) এষ বচনীয়ানমুক্তোঽস্মি। ॥ ১৩০ ॥

শকুন্তলা।— (স্বগতম্) দিট্ঠিআ, অকালণপচ্চাদেসী ণ অজ্জউত্তো। ণহু সত্তং অত্তাণং সুমরেমি। অহবা পত্তো মএ স হি সাবো বিরহসুণ্ণহিঅআএ ণ বিদিদো জদো সহীহিং সংদিট্ঠ ম্হি ভত্তুণো অঙ্গুলীঅঅং দংসইদব্বং ত্তি। ॥ ১৩১ ॥

মারীচঃ।— বৎসে। বিদিতার্থাসি। তদিদানীং সহধর্ম্মচারিণং প্রতি ন ত্বয়া মন্যুঃ কার্য্যঃ। পশ্য—

> শাপাদসি প্রতিহতা স্মৃতিরোধ-রুক্ষে ভর্ত্তর্য্যপেততমসি প্রভুতা তবৈব।
> ছায়া ন মূর্চ্ছতি মলোপহত-প্রসাদে শুদ্ধে তু দর্পণ-তলে সুলভাবকাশা ॥ ॥ ১৩২ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—দিষ্ট্যা, অকারণপ্রত্যাদেশী ন আর্য্যপুত্রঃ। ন হি শপ্তমাত্মানং স্মরামি। অথবা প্রাপ্তঃ ময়া স হি শাপঃ বিরহ-শূন্য-হৃদয়য়া ন বিদিতঃ, যতঃ সখীভ্যাং সন্দিষ্টা অস্মি—ভর্ত্রে অঙ্গুলীয়কং দর্শয়িতব্যম্ ইতি ॥ ১৩১ ॥

অন্বয়।—ভর্ত্তরি শাপাৎ স্মৃতিরোধ-রুক্ষে (সতি) প্রতিহতা অসি, (অথ) অপেততমসি (বিগতমোহে) তস্মিন্ তব এব প্রভুতা, (দৃষ্টান্তেন দ্রঢয়তি) মলোপহতপ্রসাদে দর্পণ-তলে ছায়া (প্রতিবিম্বঃ) ন মূর্চ্ছতি (প্রসরতি), শুদ্ধে তু তস্মিন্ (সা ছায়া) সুলভাবকাশা (ভবতি) ॥ ১৩২ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—বলুন, শুনিতেছি ॥ ১২৮ ॥

মারীচ।—যখনই মেনকা অপ্সরস্তীর্থের সোপান হইতে রোরুদ্যমানা শকুন্তলাকে লইয়া দাক্ষায়ণীর নিকটে উপস্থিত হইল, তখনই ধ্যানযোগে আমি জানিতে পারিলাম যে, দুর্ব্বাসার অভিশাপ বশতই তোমার দুঃখিনী ধর্ম্মপত্নীকে তুমি প্রত্যাখ্যান করিয়াছ, নতুবা এমন হইত না। সেই অভিশাপ অঙ্গুরীয়ক-দর্শনমাত্রেই অবসিত হইয়াছে ॥ ১২৯ ॥

রাজা।—(উচ্ছ্বাসের সহিত) যা হোক্, একটা বিষম নিন্দার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইলাম ॥ ১৩০ ॥

শকুন্তলা।—(মনে মনে) আহা! আর্য্যপুত্র অকারণ আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই—এ কথা ভাবিতেও আমার কত সুখ! কিন্তু কখন্ আমি অভিশপ্ত হইলাম, তাহা ত কিছুই মনে পড়িতেছে না। অথবা হয় ত শাপ-গ্রস্ত হইয়া থাকিব, তবে তখন বিচ্ছেদ-দুঃখে আমার এমনই চিত্তবৈকল্য ঘটিয়াছিল যে, কিছুই শুনিতে বা বুঝিতে পারি নাই, কেননা, বিদায়কালে সখীরা বলিয়া দিয়াছিল,—'এই আংটিটা তোর স্বামীকে দেখাস্।' তা বল্‌বার হেতু কি? ॥ ১৩১ ॥

মারীচ।—বৎসে! সমস্তই ত এতক্ষণে বুঝিতে পারিলে, অতএব তোমার সহধর্ম্মচারী পতির প্রতি আর রাগ-রঙ্গ করিও না। দেখ মা! অভিশাপনিবন্ধনই তোমার স্বামীর স্মৃতি বিলুপ্ত হওয়ায় তিনি অত কঠোর হইয়া তোমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, এখন সে মোহ কাটিয়া গিয়াছে, সুতরাং তোমার স্বামীর উপর এখন তোমারই পূর্ণ প্রভুত্ব। যতক্ষণ দর্পণে কোনরূপ মালিন্য থাকে, ততক্ষণ তাহাতে প্রতিবিম্ব পড়ে না সত্য, কিন্তু মালিন্যমুক্ত হইলে তাহাতে প্রতিবিম্ববিকাশ ত হইয়াই থাকে। দুষ্মন্তের হৃদয়-দর্পণ এখন শাপরূপ মালিন্য-মুক্ত, সুতরাং তোমার প্রতিবিম্ববিকাশে তাহা এখন পরিপূর্ণ ॥ ১৩২ ॥

অনেক দুর্গম স্থান অতিক্রম করিতে হয়। ব্যবসায়-হিসাবে, আভিজাত্যের কঞ্চুকাবৃত-দেহে এবং কামভাবদুষ্ট হৃদয়ে ও স্বর্গীয় সম্পদ লাভ করা যায় না। যতদিন দুষ্মন্ত-শকুন্তলার হৃদয়ে সেই কামভাব, সেই বিষতুল্য ভোগলিপ্সা ছিল, ততদিন তাঁহাদের মিলন ঘটে নাই। হাতে চাঁদ পাইয়াও, উভয়ের কেহই ধরিতে পারেন নাই। পরে যখন তাঁহারা উভয়েই

রাজা ।— যথাহ ভগবান্ । ॥ ১৩৩ ॥

মারীচঃ ।— বৎস । কচ্চিদভিনন্দিতত্ত্বয়া বিধিবদস্মাভিঃ অনুষ্ঠিত-জাত-কর্ম্মা—পুত্র এষ শাকুন্তলেয়ঃ । ॥ ১৩৪ ॥

রাজা ।— ভগবন । অত্র খলু মে বংশপ্রতিষ্ঠা । ॥ ১৩৫ ॥

মারীচঃ ।— তথা ভাবিনমেনং চক্রবর্ত্তিনমবগচ্ছতু ভবান । পশ্য—

রথেনানুদঘাত-স্তিমিত-গতিনা তীর্ণজলধিঃ পুরা সপ্তদ্বীপাং জয়তি বসুধামপ্রতিরথঃ ।
ইহায়ং সত্ত্বানাং প্রসভদমনাৎ সর্ব্বদমনঃ পুনর্যাস্যত্যাখ্যাং ভরত ইতি লোকস্য ভরণাৎ ॥ ১৩৬ ॥

রাজা ।— ভগবতা কৃতসংস্কারে সর্ব্বমস্মিন্ বয়মাশাস্মহে । ॥ ১৩৭ ॥

অদিতিঃ ।— ভগবন । অস্যাঃ দুহিতৃমনোরথ-সম্পত্তেঃ কণ্বঃ অপি তাবৎ শ্রুতবিস্তারঃ ক্রিয়তাম্ । দুহিতৃবৎসলা মেনকা ইহ এব উপচরন্তী তিষ্ঠতি । ॥ ১৩৮ ॥

অন্বয় ।—অয়ং (তে পুত্রঃ) অপ্রতিরথঃ সন্ অনুদ্‌ঘাত স্তিমিত-গতিনা রথেন তীর্ণ জলধিঃ পুরা সপ্তদ্বীপাং বসুধাং জয়তি, ইহ সত্ত্বানাং প্রসভদমনাৎ সর্ব্বদমনঃ পুনঃ লোকস্য ভরণাৎ (পৃথিবীপালনাৎ) ভরতঃ ইতি আখ্যাং যাস্যতি ॥ ১৩৬ ॥

বঙ্গার্থ ।—রাজা ।—ভগবান্ ঠিকই বলিয়াছেন ॥ ১৩৩ ॥

মারীচ ।—বৎস দুষ্মন্ত । এই শকুন্তলা তনয়ের জাতকর্ম্মাদি আমাদের কর্তৃক যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইয়াছে, এখন তুমি ইহাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছ ত ? ॥ ১৩৪ ॥

রাজা ।—ভগবন্ । আমি মনে করি, এই শিশুই আমার বংশ উজ্জ্বল করিবে ॥ ১৩৫ ॥

মারীচ ।—দুষ্মন্ত । তবে শোন,—একদিন অপ্রতিহত-গতি রথের দ্বারা দুস্তর জলধি পর্য্যন্ত উত্তীর্ণ হইয়া, তোমার এই পুত্র সপ্তদ্বীপা পৃথিবীকে পর্য্যন্ত জয় করিবে । এই বনের সিংহাদি সর্ব্ববিধ জন্তুকে সবলে দমন করিয়াছে বলিয়া, এই শিশুর নাম আমরা 'সর্ব্বদমন' রাখিয়াছি । পরে, এই বিশাল পৃথিবীর ভরণ-পোষণ করিবে বলিয়া ইহার নাম হইবে ভরত ॥ ১৩৬ ॥

রাজা ।—ভগবন । আপনি যে বালকের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহাতে এ সমস্তই সম্ভব ॥ ১৩৭ ॥

অদিতি ।—ভগবন্ । কন্যার এই মনোরথ চরিতার্থতার সংবাদ কণ্ব যাহাতে আমূল জানিতে পারেন, তাহা করুন । শকুন্তলার দয়াময়ী জননী মেনকা আমাদের পরিচর্য্যার জন্য এখানেই উপস্থিত আছে, অনুমতি হইলে, সেই গিয়া বলিতে পারে ॥ ১৩৮ ॥

বিচ্ছিন্ন লালস, অথচ উভয়ের জন্য আকুল, কুজ্ঝটিকার অপসারণে যখন তাঁহাদের হৃদয়াকাশ নির্ম্মল, তখন তাঁহাদের মিলন হইল । স্বর্গ হইতেও সুখময় স্থানে স্বর্গীয় হৃদয়দ্বয়ের একীভাব সম্পন্ন হইল । মালিনীতটের সেই সবিলাসভাব, সে উপভোগ স্পৃহা আর নাই, একটা প্রবল শীতঋতুর অবসানে মধুর বসন্তের আবির্ভাব হইল এবং দুষ্যন্ত-শকুন্তলার শৈত্যক্লিষ্ট হৃদয় নিকুঞ্জ তাহাতে হাসিয়া উঠিল । যদি নির্বৃতির অমৃত-হ্রদে অবগাহন পূর্ব্বক বুক জুড়াইতে চাও, মর-জীবনে অমরতার আস্বাদ পাইতে চাও, তবে বুকের ভিতরের আবিলতা,—যত কিছু আবর্জ্জনা, তাহা দূর কর, বুক মাজিয়া নির্ম্মল কর, দেবতার অধিষ্ঠানের উপযুক্ত কর, নতুবা তাহাতে দেবতা আসিবেন কেন ? আসিলেই বা বসিবেন কেন ? তাই এতদিন দুষ্যন্ত শকুন্তলা বিরহানলে হৃদয়-ধাতু পোড়াইয়া, খাদ মারিয়া খাঁটি করিয়া লইলেন, মল-দূষিত দর্পণ কৃচ্ছ্রতার হীরকচূর্ণে মাজিয়া লইলেন, তাই ত তাহাতে প্রেমের প্রকৃত স্বরূপ প্রতিবিম্বিত হইল !

জগতের আদি নর-নারী মারীচ এবং অদিতি, আজ সাধ্বী শকুন্তলাকে দুষ্যন্তের হস্তে অর্পণ করিলেন । অনল-বিশুদ্ধা সীতার প্রাপ্তিতে সীতাপতি রামের হৃদয়বৎ শকুন্তলা-প্রাপ্তিতে শকুন্তলা-পতি দুষ্যন্তের হৃদয় পুণ্যে, আনন্দে, পবিত্রতায়, তৃপ্তিতে ভরিয়া গেল । সুবিশুদ্ধ প্রেমের —কাম-গন্ধবর্জ্জিত প্রেমের দিব্য প্রভায় এবং সতী-হৃদয়ের বিমল ও পুণ্য দ্যুতিমালায় দুষ্যন্তের শরীর পুলকিত ও হৃদয় আলোকিত হইল । তিনি যাহাকে অভিব্যক্ত-সত্ত্ব-লক্ষণা বলিয়া ঘৃণার সহিত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, আজ সেই সতীর সেই গর্ভের সেই সন্তানকেই কোলে লইয়া পবিত্র ও কৃত-কৃতার্থ হইলেন ।

শকুন্তলা।— (আত্মগতম্) মণোগঅং মে ভণিঅং ভঅবদীএ। ॥ ১৩৯ ॥

মারীচঃ।— তপঃপ্রভাবাৎ প্রত্যক্ষং সর্ব্বমেব তত্রভবতঃ। ॥ ১৪০ ॥

রাজা।— অতঃ খলু মম অনতিক্রুদ্ধো মুনিঃ। ॥ ১৪১ ॥

মারীচঃ।— তথাপ্যসৌ প্রিয়মস্মাভিরাপ্রষ্টব্যঃ। কঃ কোঽত্র ভোঃ। ॥ ১৪২ ॥

(প্রবিশ্য)

শিষ্যঃ।— ভগবন্, অয়মস্মি। ॥ ১৪৩ ॥

মারীচঃ।— গালব! ইদানীমেব বিহায়সা গত্বা মম বচনাৎ তত্রভবতে কণ্বায় প্রিয়মাবেদয়— যথা পুত্রবতী শকুন্তলা তচ্ছাপনিবৃত্তৌ স্মৃতিমতা দুষ্যন্তেন প্রতিগৃহীতা ইতি ॥ ১৪৪ ॥

শিষ্যঃ।— যদাজ্ঞাপয়তি ভগবান্। ॥ ১৪৫ ॥

মারীচঃ।— বৎস! ত্বমপি সাপত্যদারসহিতঃ সখ্যুরাখণ্ডলস্য রথমারুহ্য রাজধানীং প্রতিষ্ঠস্ব ॥ ১৪৬ ॥

রাজা।— যদাজ্ঞাপয়তি ভগবান্। ॥ ১৪৭ ॥

মারীচঃ।— তব ভবতু বিড়ৌজাঃ প্রাজ্যবৃষ্টিঃ প্রজাসু ত্বমপি বিততযজ্ঞঃ স্বর্গিণঃ প্রীণয়স্ব।
যুগ-শত পরিবর্ত্তানেবমন্যোন্যকৃত্যৈর্নয়তমুভয়লোকানুগ্রহশ্লাঘনীয়ৈঃ ॥ ॥ ১৪৮ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—মনোগতং মে ভণিতং ভগবত্যা ॥ ১৩৯ ॥

অন্বয়।—বিড়ৌজাঃ তব প্রজাসু প্রাজ্যবৃষ্টিঃ ভবতু ত্বমপি বিততযজ্ঞঃ (সন্ততযজ্ঞঃ সন্) স্বর্গিণঃ প্রীণয়স্ব। উভয়লোকানুগ্রহশ্লাঘনীয়ৈঃ এবম্ অন্যোন্যকৃত্যৈঃ যুগশত-পরিবর্ত্তান্ নয়তম্ (যুবাং পালয়তম্) ॥ ১৪৮ ॥

বঙ্গার্থ।—শকুন্তলা।—(মনে মনে) ভগবতী আমার প্রাণের কথাটা বলিয়াছেন ॥ ১৩৯ ॥

মারীচ।—তপোবনে তিনি সমস্তই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ॥ ১৪০ ॥

রাজা।—সেই জন্যই বুঝি, মহর্ষি কণ্ব আমার উপর তত ক্রুদ্ধ হন নাই? ॥ ১৪১ ॥

মারীচ।—তা' হলেও, এই সুখবরটা তাঁহাকে আমাদের দেওয়া উচিত। কে আছ এখানে? ॥ ১৪২ ॥

(শিষ্যের প্রবেশ)

শিষ্য।—ভগবন্, আমি আছি ॥ ১৪৩ ॥

মারীচ।—গালব! এখনই আকাশ-পথে তুমি মাননীয় মহর্ষি কণ্বের নিকটে গিয়া এই সুখবরটা বল যে, দুর্ব্বাসার শাপনিবৃত্তি হওয়ায় দুষ্মন্তের সমস্ত পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত মনে পড়িয়াছে, এবং তিনি পুত্রবতী শকুন্তলাকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন ॥ ১৪৪ ॥

শিষ্য।—যে আজ্ঞা ভগবন্ ॥ ১৪৫ ॥

মারীচ।—বৎস দুষ্মন্ত! তুমিও পুত্র এবং পত্নীকে লইয়া তোমার সখা ইন্দ্রের রথে নিজের রাজধানীতে প্রস্থান কর ॥ ১৪৬ ॥

রাজা।—ভগবানের যেমন আদেশ ॥ ১৪৭ ॥

মারীচ।—আর—অনন্ত-তেজঃসম্পন্ন সুরপতি ইন্দ্র তোমার প্রজাপুঞ্জকে যেন যথাকালে প্রচুর বর্ষণের দ্বারা শস্যশালী করেন, অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টিতে যেন তোমার প্রজাকুলের কোন ক্ষতি না হয়, এবং তুমিও বৎস! নিরন্তর যাগযজ্ঞাদির দ্বারা স্বর্গবাসীদিগকে পরিতৃপ্ত করিও। তোমরা উভয়ে, স্বর্গ এবং মর্ত্ত উভয় লোকের ঐ প্রকার উপকারের দ্বারা গর্ব্বজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক শত সহস্র যুগ স্ব স্ব রাজ্যপালন করিতে থাকহ। তুমি স্বর্গের এবং ইন্দ্র মর্ত্তের উপকারে আত্মনিয়োগ কর এবং করুন ॥ ১৪৮ ॥

মুক্তবেণী এতদিনে আবার যুক্তবেণীতে পরিণত হইল। আর কবিকুলোত্তম কালিদাস, সেই বিশুদ্ধ অনলপরীক্ষিত হেমবৎ সমুজ্জ্বল প্রেমের বর্ণন করিয়া, ভারতের অথবা ভারতীর মুখ উজ্জ্বল করিলেন। এমন আনন্দের শুভ মুহূর্ত্তে, তাঁহার কণ্ঠে কণ্ঠ মিশাইয়া আমরাও তারস্বরে বলি—

প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুত-মহতাং মহীয়তাম্।
মমাপি চ ক্ষপয়তু নীললোহিতঃ পুনর্ভবং পরিগত-শক্তিরাত্মভূঃ ॥

রাজা।— ভগবন্! যথাশক্তি শ্রেয়সে যতিষ্যে। ॥ ১৪৯ ॥

মারীচঃ। - কিং তে ভূয়ঃ প্রিয়মুপহরামি। ॥ ১৫০ ॥

রাজা।— অতঃ পরমপি প্রিয়মস্তি। যদি ভগবান্ প্রসন্নঃ, প্রিয়ং কর্তুমিচ্ছতি। তর্হীদমস্তু—

(ভরতবাক্যম্)

প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুত-মহতাং মহীয়তাম্।

মমাপি চ ক্ষপয়তু নীল-লোহিতঃ পুনর্ভবং পরিগত-শক্তিরাত্মভূঃ ॥ [নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে ॥১৫১॥

ইতি সপ্তমঃ অঙ্কঃ।

সম্পূর্ণম্ অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্।

অন্বয়ঃ।—পার্থিবঃ প্রকৃতি-হিতায় (প্রজানাং ক্ষেমায়) প্রবর্ত্ততাম্। শ্রুত মহতাং জ্ঞান বরিষ্ঠাণাং সরস্বতী (বাক্) মহীয়তাম্ (আদ্রিয়তাম্)। পরিগত-শক্তিঃ (সর্ব্বশক্তিমান্) আত্মভূঃ (অজঃ শাশ্বতঃ) নীললোহিতঃ (শিবঃ) মম অপি পুনর্ভবং (অত্র পুনরাগমনং) ক্ষপয়তু (নিবর্ত্তয়তু, নিবারয়তু ইত্যর্থঃ) ॥ ১৫১ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—ভগবন্! যথাসাধ্য আমি মঙ্গলের জন্য যত্ন করিব ॥ ১৪৯ ॥

মারীচ।—রাজন্! আর কি প্রিয়পদার্থ উপহার দিব, বল ॥ ১৫০ ॥

রাজা।—ইহার পরেও কি আমার আর কিছু প্রিয় থাকিতে পারে? তবে আপনি সর্ব্বশক্তিধর, প্রসন্ন হইয়া যদি অন্য কোনো প্রিয় কার্য্যসাধনে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে ইহাই হউক—

(ভরতবাক্য)

'রাজা প্রজাবৃন্দের মঙ্গলানুধ্যানে প্রবৃত্ত হউন। বেদ-প্রসিদ্ধা সরস্বতী সর্ব্বত্র পূজিতা হউন। আর শক্তিসম্পন্ন আত্মভূ, নীললোহিত শঙ্কর আমার ভবযন্ত্রণা দূর করুন।'—"(কালিদাস)" [সকলের প্রস্থান ॥ ১৫১ ॥

এই বর প্রভু, এই বর দাও জগন্নাথ,—যে, পার্থিব,—মাটির ক্ষিতির রাজা, প্রকৃতির, চিরন্তন, শাশ্বত প্রজাকুলের মঙ্গলের জন্য প্রাণ ঢালিয়া দিন, প্রজাদিগের অপার্থিব হৃদয়-রাজ্যের অক্ষয় সিংহাসনে বসিবার যোগ্যতা লাভ করুন। আর জ্ঞান-গরিষ্ঠ মনস্বীদিগের লোকহিতৈষিণী ভারতী চিরদিন পূজিতা হউন। ভারতবর্ষের যাহাতে বৈশিষ্ট্য, সেই ভারতীর যেন কোন অমর্য্যাদা কোন দিন না হয়। হে দেব! ইহার অধিক আমার কামনার কিছুই নাই, ভারতবাসীর পক্ষে ইহাই পরম শ্রেয়ঃ, ইহাই চরম প্রেয়ঃ। মা ভারতি! তোমার কৃপায় ভারত জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, তোমার বেদ উপনিষৎ প্রভৃতি, তোমার স্মৃতিদর্শন, কাব্যপুরাণ ইতিহাস প্রভৃতি যদি না থাকিত, তবে এতদিনে ভারতবাসীরা আরণ্যজন্তুর পর্য্যায়ে পরিগণিত হইত। তুমি তাহা হইতে দাও নাই। ভারতবাসী তোমার কৃপামৃতপান করিতে পাইলে অনশনকেও ভূরিভোজনাপেক্ষা তৃপ্তিকর মনে করে। তাহারা ঐশ্বর্য্যের ভিখারী নহে, তোমার কৃপার ভিক্ষাই তাহাদের চিরকাম্য, চির ধ্যেয়,—

"বাঞ্ছাকল্প-লতা তুমি, হেন ত্রিভুবনে
কে আছে মা! চায় না যে আশিস্ তোমার?
তব আশীর্ব্বাদে মা গো! তোমার কৃপায়,
পুণ্যবতি! ত্রিজগতে সকলি সম্ভবে।
দীন—অতি-দীন যে মা! পার্থিব সম্পদে,
তোমার কটাক্ষে লভি' অপার্থিব ধন
সুখী সে রাজেন্দ্র-সম। কিংবা বিশ্বময়ে।
কি হেন আছে এ বিশ্বে, রাজ-রাজেশ্বর-
ভাণ্ডারে বা হেন রত্ন, স্পৃহণীয় যাহা
তব কৃপা-বিনিময়ে বিনশ্বর ভবে?" —(আহুতি) ॥ ১১২-১৫১ ॥

সপ্তম অঙ্ক সম্পূর্ণ।

উপসংহার

এতক্ষণে কালিদাসের শ্রেষ্ঠ কাব্য, সংস্কৃত ভাষার শ্রেষ্ঠ নাটক অভিজ্ঞান-শকুন্তল সমাপ্ত হইল।—এই উপাদেয় গ্রন্থ যেরূপভাবে আলোচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়, হইলে সহৃদয়-হৃদয়ের তৃপ্তিপ্রদ হইত, আমি তাহা করিতে পারি নাই। আচার্য্য দণ্ডী বলিয়াছেন—

ইক্ষুক্ষীরগুড়াদীনাং মাধুর্য্যস্যান্তরং মহৎ।
তথাপি ন তদাখ্যাতুং সরস্বত্যাপি শক্যতে॥

ইক্ষু, ক্ষীর, গুড় প্রভৃতি রস্য পদার্থের মধুরতার অনেক প্রভেদ আছে সত্য, কিন্তু স্বয়ং সরস্বতীও তাহাদের সেই প্রভেদ ভাষায় ব্যক্ত করিতে অসমর্থ। কথাটা বর্ণে বর্ণে সত্য। যখন আচার্য্য দণ্ডীরই এই মত, তখন অস্মাদৃশ অজ্ঞ ব্যক্তির আর কি বক্তব্য থাকিতে পারে? গত ত্রিশ বৎসর অধ্যয়ন-অধ্যাপনার ফলে, স্থূলতঃ এইটুকু বুঝিতে পারিয়াছি যে,—হৃদয়ের অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করিবার সামর্থ্য আমার নাই। তাহা যদি থাকিত, তবে হয় ত বা বুঝাইতে পারিতাম যে, অভিজ্ঞান-শকুন্তল কি বস্তু, কি অপূর্ব্ব পদার্থ, ভারতীয় সাহিত্য-রত্নাকরের কি অবিদ্ধ রত্ন! ইহাই যে কালিদাসের শেষ কাব্য, ইহা বাণীর বরপুত্র নিজেই ভরতবাক্যের অবতারণায় একপ্রকার বলিয়া গিয়াছেন। শকুন্তলা লিখিয়া প্রেমিক কবির একটা যে পরম চরিতার্থতা জন্মিয়াছিল, নিজকে ধন্য, কৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন, তাহাও উক্ত ভরত-বাক্যের বর্ণে বর্ণে যেন প্রতিবিম্বিত হইতেছে। মানুষের যখন চরম সার্থকতা জন্মে, কোন বিষয়ে আশাতীত সাফল্য ঘটে, তখন তাহার সেই সাফল্যমণ্ডিত হৃদয় হইতে আপনিই ধ্বনিত হয়,—

"—মরি যদি সেও ভালো
সে মরণ স্বরগ-সমান।"

কবি তাঁহার সকল সামর্থ্য ব্যয় করিয়া শকুন্তলার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, ভারতীর অক্ষয় ভাণ্ডারের ভাণ্ডারী তিনি, মনে যত কিছু সাধ ছিল, সমস্ত দিয়া তাঁহার শকুন্তলাকে সাজাইয়াছিলেন। কবিগণ নিরপেক্ষভাবে কবিতা চিত্র করেন সত্য, তবুও কিন্তু কোন্ দিকে কবির সমবেদনার তুলাদণ্ড ঈষদানত, তাহা চিত্র দর্শনেই কিয়ৎপরিমাণে বুঝা যায়। কালিদাসেরও নিরপেক্ষ তূলিকা, বুঝিবা নিরপরাধা কণ্বদুহিতার দিকে একটু বেশী হেলিয়াছিল। নারীর নারীত্ব ফুটাইতে যতটুকু দরকার, তার চেয়েও অনেক কম কথা বলিয়া, তিনি যেন মনে হয়, শকুন্তলা সম্বন্ধে নীরব ভাষায় অনেক অধিক বলিয়াছেন। ভাব ও শব্দের অতুল সম্পদে সম্পৎ-শালিনী করিয়া যখন শকুন্তলাকে তিনি দেখিলেন, আপাদমস্তক অনিমেষনেত্রে নিরীক্ষণ করিলেন, তখন প্রেমিক ও মনস্বী কবি বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি কি অপূর্ব্ব প্রতিমা গঠন করিয়াছেন। তখন একটা অভূতপূর্ব্ব সার্থকতার অনাবিল নির্ঝরে তাঁহার হৃদয় আপ্লুত হইল, জীবন ধন্য মনে হইল, জীবনের কর্ত্তব্য সু-সমাপ্ত বলিয়া মনে হইতে লাগিল। আর কেন? এতবড় সার্থকতার অসীম আনন্দ মানুষ সসীম হৃদয়ে ধরিতে পারে না, তখন সে অবুদ্ধিপূর্ব্বক ভাবে, এমন দিনে মরণ কি সুখের। আজ—

"—মরি যদি সেও ভালো
সে মরণ স্বরগ-সমান॥"

তাই ভরতবাক্যের শেষার্দ্ধে তাঁহার হৃদয়-বীণায় ঝঙ্কার উঠিল—

"মমাপি চ ক্ষপয়তু নীল-লোহিতঃ
পুনর্ভবং পরিগতশক্তিরাত্মভূঃ॥"

হে শঙ্কর! হে সর্ব্বশক্তিধর শাশ্বত পুরুষ, আমাকে আর যেন আসিতে হয় না, তোমার পাদপদ্মে আমাকে স্থান দাও।

এ অংশে, শকুন্তলা তাঁহার শেষ কাব্য বলিয়াই মনে হয়। শ্রব্যকাব্যের মধ্যে তিনখানি—কুমার, মেঘদূত, রঘু,—অবিসংবাদে, কালিদাসের গ্রথিত বলিতে নিপুণ পাঠকমাত্রেই বাধ্য; এবং ঐ তিনখানির আবার রঘুই শেষ শ্রব্যকাব্য, রঘুর পূর্ব্বে কুমার ও মেঘদূত রচিত। আবার দৃশ্যকাব্য তিনখানি—বিক্রমোর্ব্বশী, মালবিকাগ্নিমিত্র এবং শকুন্তলার মধ্যে শকুন্তলাই শেষ রচিত, বিক্রমোর্ব্বশী ও মালবিকাগ্নিমিত্র অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীন বয়সের রচনা, শকুন্তলা তাঁহার পরিণত বয়সের অক্ষয় তুলিকায় চিত্রিত। পুনশ্চ—উক্ত শ্রব্য এবং দৃশ্য মিলাইয়া ছয়খানির মধ্যে শকুন্তলাই সর্ব্বশেষ কাব্য। ইহার পরে আর তিনি কাব্যনাটকাদি লিখেন নাই। তার পর, অন্য কতগুলি পুস্তক তাঁহার নামে প্রচলিত দেখা যায় সত্য, কিন্তু তাহারা কালিদাসের রচিত বলিয়া স্বীকার করা বড়ই কঠিন। কয়েকখানি ত একেবারেই তাঁহার নহে, ঋতুসংহার সম্বন্ধে কখনও কখনও একটু সন্দেহ জন্মে। নতুবা নলোদয়, পুষ্পবাণবিলাস, শৃঙ্গারতিলক, শৃঙ্গার-রসাষ্টক, দ্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিকা প্রভৃতির রচয়িতা যে শকুন্তলার নির্ম্মাতা কালিদাস নহেন, এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। তবে আরও দুই এক জন কালিদাসের সন্ধান যখন মেলে, তখন, তাঁহাদের কেহ বা কাহারা ঐ সব গ্রন্থ হয় ত রচনা করিয়া থাকিবেন। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আমার বক্তব্য প্রদর্শিত হইয়াছে।

কালিদাসের কি গদ্য কি পদ্য, উভয়ই অনুপম ও অননুকরণীয়। গদ্য পড়িতে পড়িতে ভুলিয়া যাই যে, ইহা গদ্য, একটা একটানা কবিতার সুরে সে গদ্য গাঁথা। একটিমাত্র কবিতাও না লিখিয়া, যদি তিনি, যেটুকু গদ্য লিখিয়াছেন, শুধু তাহাই লোক-সমাজে প্রচারিত হইত, তবে তবুও তিনি কালিদাসই থাকিয়া যাইতেন, কেবল পদ্য-রচয়িতা মাঘ বা শ্রীহর্ষ হইতেন না।

তাঁহার শকুন্তলাব কথা যখন ভাবি, তখন এই নাটকের বিশালতায়, ইহার চিত্রপটের বিপুলতায় এবং ইহার স্বর্গ-মর্ত্তব্যাপিনী কল্পনার বিরাট্ মূর্ত্তি দর্শনে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়ি। মর্ত্তের মালিনীতীর হইতে স্বর্গাধিপতিব রাজসভা পর্য্যন্ত এই নাটকের চিত্রপট প্রলম্বিত। কবিব করুণায় মর্ত্তভূমিও আজ স্বর্গে পরিণত হইয়াছে, অথবা বুঝি স্বর্গাপেক্ষাও অধিকতর শান্তিময়, সুখময়, নির্বৃতিময় হইয়া উঠিয়াছে। তাই রাজার মুখ দিয়া কবির ঝঙ্কার শুনিতেছি—"স্বর্গাদধিকতরং নির্বৃতি-স্থানম্।" এক কথায়, স্বর্গমর্ত্ত জুড়িয়া এই অপূর্ব্ব অভিজ্ঞান-শকুন্তলের রঙ্গভূমি। ইহার প্রভায় স্বর্গমর্ত্ত আজ এক হইয়া গিয়াছে। জড় ধরণীর জড়তাজনক ধূলি যিনি গাত্র হইতে ঝাড়িতে সমর্থ হন, তিনিই স্বর্গ দর্শনের অধিকারী। দুষ্যন্ত ভাগ্যবলে তাহা পারিয়াছিলেন। তাই স্বর্গ-সম্পদের অধিকারী হইলেন এবং জড়তাময়ী পৃথিবীকে স্বর্গে পরিণত করিতে পারিলেন। কালিদাসের কৃপায় আমরা স্বর্গমর্ত্তবিসারী এই বিরাট্ চিত্রপটে শকুন্তলারূপিণী চৈতন্যময়ী প্রতিমাব সাক্ষাৎকার পাইলাম। স-সীম ধরিত্রী হইতে ক্রমে বাড়িতে বাড়িতে এই চিত্রেব অধিদেবতার মুকুট গিয়া অসীমের পাদপীঠে ঠেকিয়াছে। স্বর্গতলের সহিত ধরাতল মিশাইয়া দিয়াছে। তাই ভাবুক সহৃদয়গণ বলিয়াছেন—

'কালিদাসস্য সর্ব্বস্বমভিজ্ঞান-শকুন্তলম্।'

একদিন সেই প্রথম যখন দেখিলাম—মালিনীতীরের এক উদ্যানবাটিকার নিকুঞ্জপ্রান্তে দুষ্যন্তের পার্শ্বে শকুন্তলা দাঁড়াইয়া, তখনকার সেই মূর্ত্তি, তখনকার সেই রসোচ্ছল নরনারীর হাস্যময়ী মূর্ত্তির সহিত আজ একবার এই বিবর্ণশীর্ণ, পবিত্রহৃদয় দুষ্যন্তের পার্শ্বে দণ্ডায়মানা ব্রতকর্শিতাঙ্গী মলিনবেশা পতিধ্যান-রতা যোগিনী শকুন্তলার মূর্ত্তি তুলনা করিলে বুঝিতে পারি যে, মর্ত্তের সেই পূর্ণকাম নর-নারী অপেক্ষা স্বর্গের এই নিষ্কাম নরনারীর মূর্ত্তি কত অনুপম, কত চমৎকারিতায় পরিপূর্ণ। মর্ত্তের সে মূর্ত্তি চেতন হইয়াও অচৈতন্য, স্বর্গে তাহার সবটুকুই পূর্ণ চৈতন্যে প্রদীপ্ত। তখনকার সে মূর্ত্তি অতি মনোহারিণী, এখনকার সেই দম্পতি-মূর্ত্তি ততোধিক তৃপ্তিদায়িনী ও দীপ্তিময়ী। স্থূলদেহে যাহা সুন্দর ছিল, আজ বিশীর্ণদেহে, স্থানমাহাত্ম্যে তাহা সুন্দরতম। তাই মনে হইতেছে যে, কি দেখিয়াছিলাম, আর এই-ত বা কি দেখিতেছি। মহাকবির এমনই সৃষ্টি-কৌশল যে, অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকের দর্শক কোন দিন এই বিস্ময়েব হাত এড়াইতে পারিবেন না। ইহা ত নাটক নহে, নাটকাকারে আদ্যন্ত একটা অপূর্ব্ব বিস্ময়ের লীলানৃত্য।

কবি, তাঁহার প্রিয় নায়কদিগকে পরিপূর্ণ হৃদয়ে কখনও অপূর্ণ পৃথিবীতে অবতারিত করেন না। এখানে সকলই স্থূল, সকলই স-সীম, তাই কবি, তাঁহার সফলকাম নায়কদিগকে এক নূতন পথে, কবির নিজের আবিষ্কৃত পথে লইয়া যান। সে পথে, মিলনে বিচ্ছেদ নাই, প্রণয়ে কলঙ্ক নাই, হর্ষে বিষাদ নাই, সে পথ চিরস্থির, চিরশান্ত, চিরতৃপ্তিতে পরিপূর্ণ। কবির সফলকাম রামসীতা পুষ্পকে আকাশপথে চলিয়াছেন, কবির সফলকাম পুরূরবা মেঘময়ী উর্ব্বশীর আশ্রয়ে আকাশপথে চলিয়াছেন, কবির দুষ্যন্ত-শকুন্তলাও ইন্দ্ররথে আকাশপথে চলিলেন। যেখানে মিলনের সঙ্গে সঙ্গেই বিচ্ছেদ, জন্মের পরই মৃত্যু, সে পথে আর তাঁহারা গেলেন না। সসীমহৃদয় আজ অসীম প্রেমের স্পর্শে ক্রমেই অসীমতার দিকে যেন ছুটিয়া চলিয়াছে। কি আশ্চর্য্য কল্পনা, কি অদ্ভুত চিত্রনৈপুণ্য, কি অলৌকিক ঘটনা-বিন্যাস।

অভিজ্ঞান-শকুন্তল সমাপ্ত

বিক্রমোর্ব্বশীয়ম্

(নাটক)

মহাকবি-কালিদাস-বিরচিত

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

শ্রীযুত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত

বিক্রমোর্ব্বশীয়ম্

প্রথমোঽঙ্কঃ

বেদান্তেষু যমাহুরেকপুরুষং ব্যাপ্য স্থিতং রোদসী
যস্মিন্নীশ্বর ইত্যনন্যবিষয়ঃ শব্দো যথার্থাক্ষরঃ।
অন্তর্যশ্চ মুমুক্ষুভির্নিয়মিতপ্রাণাদিভির্মৃগ্যতে
স স্থাণুঃ স্থিরভক্তিযোগসুলভো নিঃশ্রেয়সায়াস্তু বঃ ॥ ॥ ১ ॥

(নান্দ্যন্তে)

সূত্রধারঃ ! - অলমতিবিস্তরেণ। (নেপথ্যাভিমুখমবলোক্য) মারিষ, ইতস্তাবৎ। ॥ ২ ॥

(প্রবিশ্য)

পারিপার্শ্বিকঃ। ভাব, অয়মস্মি। ॥ ৩ ॥

সূত্রধারঃ।— মারিষ, পরিষদেষা পূর্ব্বেষাং কবীনাং দৃষ্টরসপ্রবন্ধা। অহমস্যাং কালিদাসগ্রথিতবস্তুনা নবেন ত্রোটকেনোপস্থাস্যে। তদুচ্যতাং পাত্রবর্গঃ স্বেষু স্বেষু পাঠেষবহিতৈর্ভবিতব্যমিতি ॥ ৪ ॥

পারিপার্শ্বিকঃ।—যদাজ্ঞাপয়তি ভাবঃ। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ) ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ।—রোদসী (দ্যাবাপৃথিব্যৌ) ব্যাপ্য স্থিতং যং (স্থাণুং) বেদান্তেষু একপুরুষং আহুঃ (তত্ত্বজ্ঞাঃ), ঈশ্বরঃ ইতি শব্দঃ অনন্যবিষয়ঃ (সন) যস্মিন্ যথার্থাক্ষরঃ (জাতঃ), নিয়মিত-প্রাণাদিভিঃ মুমুক্ষুভিঃ যঃ (স্থাণুঃ) অন্তঃ (হৃদয়ে) মৃগ্যতে চ, স্থির-ভক্তিযোগ-সুলভঃ (অচলয়া ভক্ত্যা লব্ধং শক্যঃ) সঃ স্থাণু বঃ (যুষ্মাকং) নিঃশ্রেয়সায় (মঙ্গলায়) অস্তু ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ।—যে চিৎস্বরূপ শিব স্বর্গমর্ত্ত ব্যাপিয়া বিরাজমান, যিনি অদ্বিতীয় পুরুষ বলিয়া তত্ত্বজ্ঞগণ কর্ত্তৃক বেদান্তাদিতে উক্ত হইয়া থাকেন, 'ঈশ্বর' বলিতে একমাত্র যাঁহাকেই বুঝায়, প্রাণাপানাদি বায়ু সংরোধ-পূর্ব্বক, মুক্তিকাম সাধকগণ হৃদয়ে যাঁহাকে অন্বেষণ করেন, একমাত্র অচলা ভক্তি দ্বারা লভ্য সেই নিবাত-নিষ্কম্প-প্রদীপকলিকাবৎ নিশ্চল ভগবান্ স্থাণু (মহাদেব) আপনাদের (রঙ্গপ্রেক্ষকদিগের) মঙ্গল করুন ॥ ১ ॥

(নান্দীশেষে সূত্রধারের প্রবেশ)

সূত্রধার।—বাহুল্য নিষ্প্রয়োজন। (সাজঘরের দিকে চেয়ে) মারিষ! এই দিকে এস ॥ ২ ॥

পারিপার্শ্বিক।—(প্রবেশ পূর্ব্বক) ভাব! এই ত আমি ॥ ৩ ॥

সূত্রধার।—মারিষ! এই সভা পূর্ব্বতন কবিগণের রসময় অনেক রচনা দর্শন করিয়াছেন। আমি আজ কালিদাস কর্ত্তৃক গ্রথিত (মালার ন্যায় ঘটনারাজি-সংবলিত) একখানি নূতন ত্রোটক-লক্ষণাক্রান্ত নাটকের দ্বারা এই সভাকে পরিতুষ্ট বা সেবা করিতে চাই; অতএব অভিনেতাদিগকে গিয়া বল যে, তাহারা যেন নিজের নিজের অভিনেয় পাঠে অবহিত থাকে ॥ ৪ ॥

পারিপার্শ্বিক।—যে আজ্ঞা। (নিষ্ক্রান্ত) ॥ ৫ ॥

সূত্রধারঃ।— যাবদিদানীমার্য্যবিদগ্ধমিশ্রান্বিজ্ঞাপয়ামি।

(প্রণিপত্য)—প্রণয়িষু বা দাক্ষিণ্যাদথবা সদ্বস্তুপুরুষবহুমানাৎ।

শৃণুত জনা অবধানাৎ ক্রিয়ামিমাং কালিদাসস্য॥ ॥ ৬ ॥

(নেপথ্যে) —অজ্জা পরিত্তাঅধ পরিত্তাঅধ। জো সুরপক্খবাদী, জস্স বা অম্বরঅলে গঈ অত্থি ॥ ৭ ॥

সূত্রধারঃ।— (কর্ণং দত্ত্বা) অয়ে, কিং নু খলু মদ্বিজ্ঞাপনানন্তরমার্ত্তানাং কুররীণামিবাকাশে শব্দঃ শ্রূয়তে। (বিচিন্ত্য) ভবতু। জ্ঞাতম্।

উরূদ্ভবা নরসখস্য মুনেঃ সুরস্ত্রী কৈলাসনাথমনুসৃত্য নিবর্ত্তমানা।

বন্দীকৃতা বিবুধশত্রুভিরর্দ্ধমার্গে ক্রন্দত্যতঃ করুণমপ্সরসাং গণোঽয়ম্॥ ॥ ৮ ॥

ইতি প্রস্তাবনা।

(ততঃ প্রবিশন্ত্যপ্সরসঃ)

অপ্সরসঃ। - অজ্জা, পরিত্তাঅধ, পরিত্তাঅধ। জো সুরপক্খবাদী, জস্স বা অম্বরঅলে গঈ অত্থি ॥ ৯ ॥

(ততঃ প্রবিশত্যপটীক্ষেপেণ রাজা রথেন সূতশ্চ)

রাজা। - অলমাক্রন্দিতেন। সূর্য্যোপস্থাননিবৃত্তং পুরূরবসং মামেত্য কথ্যতাং কুতো ভবত্যঃ পরিত্রাতব্যা ইতি। ॥ ১০ ॥

অন্বয়—নরসখস্য মুনেঃ উরূদ্ভবা সুরস্ত্রী (উর্ব্বশী) কৈলাসনাথম্ (কুবেরং) অনুসৃত্য (নৃত্যাদিভিঃ সন্তোষ্য) নিবর্ত্তমানা (সতী) অর্দ্ধমার্গে বিবুধশত্রুভিঃ বন্দীকৃতা, অতঃ অয়ম্ অপ্সরসাং গণঃ ক্রন্দতি। (বলিয়াই প্রস্থান)॥ ৮॥

প্রাকৃতানুবাদ।—আর্য্যাঃ! পরিত্রায়ধ্বং পরিত্রায়ধ্বং যঃ সুরপক্ষপাতী, যস্য বা অম্বরতলে গতিরস্তি॥ ৭॥

৯—পূর্ব্ববৎ।

বঙ্গার্থ।—সূত্রধার।—সভাস্থ পণ্ডিতবৃন্দকে এখন একটা কথা বলি,—(প্রণামপূর্ব্বক)—প্রণয়ীর উপর কৃপাবশতঃই হউক অথবা উত্তম অভিনেয় বস্তু এবং তদপেক্ষাও উত্তমতর কবির উপর সম্মানবুদ্ধিতেই হউক, হে সমবেত ভদ্রগণ! আপনারা অভিনিবেশ সহকারে কালিদাসের এই নাটক দর্শন করুন॥ ৬॥

নেপথ্যে।—আর্য্য! যদি কেহ দেবতাদের পক্ষপাতী থাকেন, আকাশমার্গে যদি তাঁহার গমনাগমনের সামর্থ্য থাকে, তবে আমাদিগকে রক্ষা করুন॥ ৭॥

সূত্রধার।—(কান দিয়া) অহো! আমার কথাটা শেষ হইতে না হইতেই, বাণবিদ্ধ উৎক্রোশী (মাছঠোকরা পাখী) পক্ষিণীর আর্ত্তস্বরের ন্যায় স্বর আকাশে শোনা যাইতেছে, ব্যাপার কি? (চিন্তাপূর্ব্বক) হাঁ, বুঝতে পেরেছি।

অর্জ্জুনের সখা নারায়ণের ঊরুদেশ হইতে উৎপন্না উর্ব্বশী-নাম্নী সুরকামিনী, কৈলাসপতি কুবেরের সম্মুখে নৃত্যাদি করিয়া ফিরিতেছিল, এমন সময়ে, সুরবিদ্বেষী দৈত্যদল কর্ত্তৃক আকাশে অর্দ্ধপথে অকস্মাৎ আক্রান্ত এবং বন্দিনী হইয়াছে, তাই তাহার সহচরী অপর অপ্সরারা ক্রন্দন করিতেছে॥ ৮॥

(অপ্সরাদের প্রবেশ)

বঙ্গার্থ। অপ্সরাগণ।—আর্য্য! যদি কেহ দেবতাদের পক্ষপাতী থাকেন, আকাশমার্গে যদি তাঁহার গমনাগমনের সামর্থ্য থাকে, তবে আমাদিগকে রক্ষা করুন॥ ৯॥

(তাড়াতাড়ি রাজার এবং সূতের প্রবেশ)

রাজা। কাঁদবেন না। সূর্য্যদেবের পূজা করিয়া আমি পুরূরবা ফিরিতেছি। আমার নিকট আসিয়া আপনারা বলুন, কোথা হইতে আপনাদিগকে পরিত্রাণ করিতে হইবে?॥ ১০॥

রম্ভা।— অসুরাবলেপাদো। ॥ ১১ ॥

রাজা।— কিং পুনরসুরাবলেপেন ভবতীনামপরাদ্ধম্। ॥ ১২ ॥

রম্ভা।— সুণাদু মহারাও। জা তবোবিসেসসঙ্কিদস্স সুউমারং পহরণং মহেন্দস্স, পচ্চাদেসো রূবগব্বিদাএ সিরিগোরিএ, অলংকারো সগ্গস্স, সা ণো পিঅসহী উব্বসী কুবেরভবণাদো ণিঅত্তমাণা কেণাবি দাণবেণ চিত্তলেহাদুদীআ অদ্ধপহং জ্জেব বন্দিগ্গাহং গিহীদা। ॥ ১৩ ॥

রাজা।— অপি জ্ঞায়তে কতমেন দিগ্বিভাগেন গতঃ স জাল্মঃ। ॥ ১৪ ॥

অপ্সরসঃ।— ইসাণীএ দিসাএ। ॥ ১৫ ॥

রাজা — তেন হি মুচ তাং বিষাদঃ। যতিষ্যে বঃ সখীপ্রত্যানয়নায়। ॥ ১৬ ॥

অপ্সরসঃ।— সরিসং এদং সোমবংসপদীপস্স। ॥ ১৭ ॥

রাজা।— ক পুনর্মাং ভবত্যঃ প্রতিপালয়িষ্যন্তি। ॥ ১৮ ॥

অপ্সরসঃ।— এদস্সিং হেমকূডসিহরে। ॥ ১৯ ॥

রাজা।— সূত, ঐশানীং দিশং প্রতি চোদযাশ্বানাশুগমনায়। ॥ ২০ ॥

সূতঃ।— যদাজ্ঞাপযত্যায়ুষ্মান্। (ইতি যথোক্তং করোতি)। ॥ ২১ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—অসুরাবলেপাৎ ॥ ১১ ॥

শৃণোতু মহারাজ! যা তপোবিশেষশঙ্কিতস্য সুকুমারং প্রহরণং মহেন্দ্রস্য, প্রত্যাদেশঃ রূপ-গর্ব্বিতয়োঃ শ্রীগৌর্য্যোঃ, অলঙ্কারঃ স্বর্গস্য, সা নঃ প্রিয়সখী উর্ব্বশী কুবেরভবনাৎ নিবর্ত্তমানা কেনাপি দানবেন চিত্রলেখা দ্বিতীয়া অর্দ্ধপথ এব বন্দিগ্রাহং গৃহীতা ॥ ১৩ ॥

ঐশান্যা দিশা ॥ ১৫ ॥

সদৃশমেতৎ সোমবংশপ্রদীপস্য ॥ ১৭ ॥

এতস্মিন্ হেমকূটশিখরে ॥ ১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ।—রম্ভা।—অত্যাচারী অসুরের হাত হইতে ১১

রাজা।—অত্যাচারী অসুর আপনাদের নিকট কি অপরাধ করিয়াছে? ॥ ১২ ॥

রম্ভা —তবে শুনুন্ মহারাজ! কাহারও কঠোর তপস্যায় ভীত হইয়া দেবরাজ যে সম্মোহন অস্ত্র দ্বারা সেই তপস্বীর সর্ব্বনাশ করেন, রূপগর্ব্বিতা লক্ষ্মী এবং গৌরীর যিনি দর্পহারিণী, স্বর্গের যিনি অলঙ্কাররূপিণী, আমাদের সেই প্রিয়সখী উর্ব্বশী কুবেরের বাড়ী হইতে ফিরিবার সময়ে, পথিমধ্যে একটা দানব কর্ত্তৃক ধৃত ও বন্দিনী হইয়াছেন, চিত্রলেখাও তাহার সঙ্গে ছিল, সেও ধরা পড়িয়াছে ॥ ১৩ ॥

রাজা —সেই চোর কোন দিকে গেল—বলিতে পারেন কি? ॥ ১৪ ॥

অপ্সরা।—ঈশান কোণের দিকে ॥ ১৫ ॥

রাজা।—তবে আর বিষণ্ণ হইবেন না, আপনাদের সখীকে ফিরিয়ে আন্‌তে যত্ন কর্‌ব ॥ ১৬ ॥

অপ্সরা।—চন্দ্রবংশ প্রদীপের উপযুক্ত কাজই বটে ॥ ১৭ ॥

রাজা।—আপনারা আমার জন্য কোথায় অপেক্ষা কর্‌বেন? ॥ ১৮ ॥

অপ্সরা। সেই হেমকূট পর্ব্বতের চূড়ায় ॥ ১৯ ॥

রাজা।—সারথি! তাড়াতাড়ি ঈশান দিকে অশ্বচালনা কর ॥ ২০ ॥

সূত।—যে আজ্ঞা দীর্ঘজীবিন্! (তাড়াতাড়ি রথ-চালনা) ॥ ২১ ॥

রাজা।— (রথবেগং রূপয়িত্বা) সাধু সাধু। অনেন রথবেগেন পূর্ব্বপ্রস্থিতং বৈনতেয়মপ্যা-
সাদয়েয়ম্, কিং পুনস্তমপকারিণং মঘোনঃ। মম

অগ্রে যান্তি রথস্য রেণুপদবীং চূর্ণীভবন্তো ঘনাশ্চক্রভ্রান্তিররান্তরেষু বিতনোত্যন্যামিবারাবলীম্
চিত্রারম্ভবিনিশ্চলং হরিশিরস্যায়ামবচ্চামরং যন্মধ্যে সমবস্থিতো ধ্বজপটঃ প্রান্তে চ বেগানিলাৎ

[নিষ্ক্রান্তঃ রথেন রাজা সূতশ্চ। ॥ ২২ ॥

সহজন্যা।— হলা, গদো রাএসী। তা অম্হে বি জধাসংদিট্ঠং পদেসং গচ্ছম্হ। ॥ ২৩ ॥

মেনকা।— সহি, এব্বং করেম্হ। (ইতি হেমকূটশিখরে নাট্যেনাধিরোহন্তি) ॥ ২৪ ॥

রম্ভা।— অবি ণাম সো রাএসী উদ্ধবদি ণো হিঅঅসল্লম্। ॥ ২৫ ॥

মেনকা।— সহি, মা দে সংসও ভোদু। ॥ ২৬ ॥

রম্ভা।— ণং দুজ্জআ দাণবা। ॥ ২৭ ॥

মেনকা।— উবট্ঠিদসংপরাও মহিন্দো বি মজ্ঝমলোআদো সবহুমাণং আণাবিঅ তং এব্ব
বিবুধবিজআঅ সেনামুহে ণিওজেদি। ॥ ২৮ ॥

অন্বয়।—যৎ (যস্মাৎ) ঘনাঃ চূর্ণীভবন্তঃ (সন্তঃ) রথস্য অগ্রে রেণুপদবীং যান্তি, চক্রভ্রান্তিঃ অরান্তরেষু অন্যাম্ আরাবলীং বিতনোতি ইব; হরিশিরসি চামরং আয়ামবৎ (সৎ) চিত্রারম্ভবিনিশ্চলং জাতম্, মধ্যে প্রান্তে চ বেগানিলাৎ ধ্বজপটঃ সমবস্থিতঃ (জাতঃ) ॥ ২২ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—হলা, গতো রাজর্ষিঃ। তদ্বয়মপি যথাসন্দিষ্টং প্রদেশং গচ্ছামঃ ॥ ২৩ ॥

সখি! এবং কুর্ম্মঃ। (হেমকূটশিখরে অবতরণের অভিনয়) ॥ ২৪ ॥

অপি নাম সঃ রাজর্ষিঃ উদ্ধরতি নঃ হৃদয়শল্যম্ ॥ ২৫ ॥

সখি! মা তে সংশয়ো ভবতু ॥ ২৬ ॥

নন্বু দুর্জ্জয়াঃ দানবাঃ ॥ ২৭ ॥

উপস্থিতসম্পরায়ো মহেন্দ্রঃ অপি মধ্যমলোকাৎ সবহুমানমানায্য তমেব বিবুধবিজয়ায় সেনামুখে নিযুঙ্‌ক্তে ॥ ২৮ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—(রথের বেগ দেখিয়া) বাঃ! বাঃ! যে ভাবে রথ ছুটেছে, তাহাতে মনে হয়, গরুড়ও যদি আগে গিয়া থাকেন, তবে তাঁহাকেও ধরিতে পারিব, আর আমার সখা ইন্দ্রের অপকারী দানবকে ত ধরিলাম বলিয়া। যেহেতু আমার রথের আগে আগে, ঐ দেখ, মেঘরাশি চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া ধূলির মত হইয়াছে, আর এত জোরে চাকাগুলি ঘুরিতেছে যে, চাকার শলাকাগুলির মধ্যে আর এক সারি চক্রশলাকার মত দেখা যাইতেছে, অশ্বগুলির ঘাড়ের চামর তারের মত সোজা ও লম্বা হইয়া চিত্রলিখিতের ন্যায় নিশ্চল রহিয়াছে, নিশানগুলির ধারে এবং মধ্যে জোরে বাতাস লাগায় তাহারাও যেন স্থির হইয়া রহিয়াছে, একটু কাঁপিবারও অবসর পাইতেছে না। [রাজা ও সারথির রথযোগে প্রস্থান ॥২২॥

সহজন্যা।—ওলো! রাজর্ষি ত চলিয়া গেলেন, চল্, আমরাও যথাস্থানে যাই ॥ ২৩ ॥

মেনকা।—হাঁ সখি, চল্, তাই করা যাক। (সকলের হেমকূটশিখরে অবতরণের অভিনয়) ॥ ২৪ ॥

রম্ভা।—ভাই! সেই রাজর্ষি আমাদের হৃদয়ের শল্য উদ্ধৃত করিতে পারিবেন ত? ॥ ২৫ ॥

মেনকা।—সখি! তোর কোন ভয় নেই, ঠিক পারবেন ॥২৬॥

রম্ভা।—তা ত বটে, কিন্তু দানবগুলো বড়ই ভয়ঙ্কর। সহজে জয় করা যায় না ॥ ২৭ ॥

মেনকা।—তুই কি জানিস্ নে যে, যখন দানবদের সাথে যুদ্ধ বাধে, তখন দেবরাজ ইন্দ্র কত আদর যত্ন করিয়া এই রাজাকে মর্ত্তলোক হইতে লইয়া আসেন, এবং দেবগণের পক্ষে বিজয়ের জন্য ইঁহারই হস্তে সৈনাপত্যের ভার দেন, (বা ইঁহাকেই বাহিনীর পুরোভাগে স্থাপন করেন) ॥ ২৮)

রম্ভা।— সব্বহা বিঅঈ ভোদু। ॥ ২৯ ॥

মেনকা।— (ক্ষণমাত্রং স্থিত্বা) হলা সমস্সসধ সমস্সসধ। এস উল্লসিদহরিণকেদণো তস্স রাএসিণো সোমদত্তো রহো দীসতি। ণ এসো অকিদথো পডিণিউত্তিস্সদি ত্তি তক্কেমি। (নির্মিত্তং সূচয়িত্বাবলোকয়ন্ত্যঃ স্থিতাঃ)। ॥ ৩০ ॥

(ততঃ প্রবিশতি রথারূঢো রাজা সূতশ্চ। ভয়নিমীলিতাক্ষী চিত্রলেখাদক্ষিণহস্তাবলম্বিতা উর্ব্বশী চ) ॥ ৩১ ॥

চিত্রলেখা। সহি, সমসসস সমসসস। ॥ ৩২ ॥

রাজা।—সুন্দরি, সমাশ্বসিহি। গতং ভয়ং ভীরু সুরারিসংভবং ত্রিলোকরক্ষী মহিমা হি বজ্রিণঃ।

তদেতদুন্মীলয চক্ষুরাযতং নিশাবসানে নলিনীব পঙ্কজম্॥ ॥ ৩৩ ॥

চিত্রলেখা।—অম্মহে, কহং উসসসিদমেত্তসংভাবিদজীবিদা অজ্জবি এসা সণ্ণং ণ পডিবজ্জদি। ॥ ৩৪ ॥

রাজা।— বলবদত্র তে সখী পরিত্রস্তা। তথাহি—

মন্দারকুসুমদাম্না গুরুবস্থাঃ সূচ্যতে হৃদয়কম্পঃ।

মুহুরুচ্ছ্বসতা মধ্যে পরিণাহবতোঃ পযোধরযোঃ॥ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়।—অয়ি ভীরু। সুরারিসম্ভবং ভয়ং গতম্। হি (যতঃ) বজ্রিণঃ মহিমা ত্রিলোকরক্ষী। তৎ নিশাবসানে নলিনী পঙ্কজম্ ইব, এতৎ আয়তং চক্ষু উন্মীলয়॥ ৩৩॥

প্রাকৃতানুবাদ।—সর্ব্বথা বিজয়ী ভবতু॥ ২৯॥

হলা, সমাশ্বসিত, সমাশ্বসিত। এষ উল্লসিত-হরিণ-কেতনস্তস্য রাজর্ষেঃ সোমদত্তঃ রথো দৃশ্যতে। নৈষঃ অকৃতার্থঃ প্রতিনিবর্ত্তিষ্যতে ইতি তর্কয়ামি॥ ৩০॥

সখি। সমাশ্বসিহি, সমাশ্বসিহি॥ ৩২॥

অহো। কথমুচ্ছ্বসিতমাত্রসম্ভাবিতজীবিতা অদ্যাপি এষা সংজ্ঞাং ন প্রতিপদ্যতে? । ৩৭॥

বঙ্গার্থ।—রম্ভা।—বেশ, সর্ব্বপ্রকারে ইনি জয়লাভ করুন, এই আমার কামনা॥ ২৯॥

মেনকা।—(ক্ষণকাল পরেই) ওলো, আশ্বস্ত হ, আশ্বস্ত হ। এই যে রথখানা দেখা যাচ্ছে, যার পতাকায় হরিণ আঁকা, এবং বায়ুবশে পতাকাটি পতপত করিয়া উড়িতেছে, উহাই সেই রাজর্ষির সোমদত্ত নামক (বা চন্দ্রক র্তৃক প্রদত্ত) রথ। তুই ঠিক জানিস, এই রাজর্ষি বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিবার পাত্র নন—নিশ্চয় আমাদের বাসনা পূর্ণ করেছেন, এই আমার ধ্রুব ধারণা।

(সকলেরই হয় ত শুভলক্ষণ—বাম নেত্র বা বাম অঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল, রাজার আগমনের নিমিত্তস্বরূপ নিশানের দিকে সকলে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছেন)॥ ৩০॥

(এ দিকে রথস্থ রাজা এবং সারথি ও ভয়ে মুদ্রিত-নয়না উর্ব্বশীর প্রবেশ, উর্ব্বশী চিত্রলেখার দক্ষিণ হস্তে ভর দিয়া আছেন)॥ ৩১॥

চিত্রলেখা।—সখি, আশ্বস্ত হ, আশ্বস্ত হ॥ ৩২॥

রাজা।—সুন্দরি। আশ্বস্ত হও, অয়ি ভয়শীলে। অসুর-জনিত ভয় তিরোহিত হইয়াছে। বজ্রধর পুরন্দরের সামর্থ্যই ত্রিজগৎকে রক্ষা করিয়া থাকে, আজও করিল। সুতরাং, প্রভাতে পদ্মিনী যেমন তাহার পদ্মটিকে প্রস্ফুটিত করে, তদ্রূপ, তোমার এই আকর্ণবিশ্রান্ত নয়ন উন্মীলন কর, ভয়ের কারণ যখন বিলুপ্ত, তখন কি আর তোমার এমন মনোহর নয়নকমল মুদ্রিত থাকা ভাল দেখায়? চোখ মেলিয়া একবার তাকাও॥ ৩৩॥

চিত্রলেখা।—হায়, হায়! শুধু বুকটা যেন তির তির্ করিয়া কাঁপিতেছে, এবং তাতেই মনে হচ্ছে যে, এখনও বুঝি প্রাণটা থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু কৈ? এখনও ত সাড়া দিল না।॥ ৩৪॥

রাজা।—তোমাদের সখী বড়ই ভয় পেয়েছেন। এই দেখ,—পীনপয়োধরযুগলের মধ্যস্থিত মন্দারমালা কেমন মাঝে মাঝে কাঁপিতেছে, ইহার দ্বারাই অনুমান হয় যে, ইঁহার হৃদয় খুব জোরেই স্পন্দিত হইতেছে॥ ৩৫॥

চিত্রলেখা।—(সকরুণম্) হলা উব্বসি, পজ্জবত্থাবেহি অত্তাণম্। অণচ্ছরা বিঅ পডিভাসি। ॥ ৩৬ ॥

রাজা।— মুঞ্চতি ন তাবদস্যা ভয়কম্পঃ কুসুমকোমলং হৃদয়ম্।
সিচয়ান্তেন কথংচিৎস্তনমধ্যোচ্ছ্বাসিনা কথিতঃ। (উর্ব্বশী প্রত্যাগচ্ছতি) ॥ ৩৭ ॥

রাজা।— (সহর্ষম্) চিত্রলেখে, দিষ্ট্যা বর্দ্ধসে। প্রকৃতিমাপন্না তে প্রিয়সখী। পশ্য—
আবির্ভূতে শশিনি তমসা রিচ্যমানেব রাত্রির্নৈশস্যার্চির্হুতভুজ ইব ছিন্নভূয়িষ্ঠধূমা।
মোহেনান্তর্বরতনুরিয়ং লক্ষ্যতে মুচ্যমানা গঙ্গা রোধঃপতনকলুষা গচ্ছতীব প্রসাদম্॥ ॥ ৩৮ ॥

চিত্রলেখা।—সহি উব্বসি, বীসদ্ধা ভব। আবণ্ণাণুকম্পিণা পডিহদা কখু দে তিদসপরিবন্থিণো
হদাসা দাণবা। ॥ ৩৯ ॥

উর্ব্বশী।— (চক্ষুষী উন্মীল্য) কিং পহাবদংসিণা মহিন্দেন অব্ভুববণ্ণম্হি। ॥ ৪০ ॥

চিত্রলেখা। ন মহিন্দে।। মহিন্দসরিসাণুভাবেণ রাএসিণা পুরূরবসেণ ॥ ৪১ ॥

উর্ব্বশী।— (রাজানমবলোক্য আত্মগতম্)। উবকিদং কখু দাণবেহিং। ॥ ৪২ ।

অন্বয়।—ভয়কম্পঃ অস্যাঃ কুসুমকোমলং হৃদয়ং ন তাবৎ মুঞ্চতি—(ইতি) স্তনমধ্যোচ্ছ্বাসিনা সিচয়াস্তেন কথঞ্চিৎ কথিতঃ ৩৭।

শশিনি আবিভূতে সতি তমসা রিচ্যমানা রাত্রিঃ ইব, ছিন্নভূয়িষ্ঠধূমাঃ নৈশস্য হুতভুজঃ অর্চিঃ ইব, ইয়ং বরতনুঃ মোহেন মুচ্যমানা লক্ষ্যতে ইব রোধঃপতনকলুষা গঙ্গা প্রসাদং গচ্ছতি ইব। ৩৮।

প্রাকৃতানুবাদ।—হলা উর্ব্বশি। পর্য্যবস্থাপয় আত্মানম্। অনপ্সরা ইব প্রতিভাসি। ৩৬।

সখি উর্ব্বশি। বিশ্রব্ধা ভব। আপন্নানুকম্পিনা প্রতিহতাঃ খলু তে ত্রিদশপরিপন্থিনো হতাশা দানবাঃ॥ ৩৯॥

কিং প্রভাবদর্শিনা মহেন্দ্রেণাভ্যুপপন্নাস্মি। ৪০॥

ন মহেন্দ্রেণ। মহেন্দ্রসদৃশানু-ভাবেন রাজর্ষিণা পুরূরবসা॥ ৪১॥

উপকৃতং খলু দানবৈঃ॥ ৪২॥

বঙ্গার্থ।—চিত্রলেখা।—ওলো উর্ব্বশি। প্রকৃতিস্থ হ। তুই দেখ্‌ছি, অপ্সরাদের মুখ হাসালি। কে একটু ধরেছিল, আর তাতেই অমন হয়ে পড়লি। ৩৬॥

রাজা।—ইঁহার ভয়জনিত কাঁপুনি, দেখ্‌ছি, কিছুতেই ইঁহার ফুলের মত কোমল হৃদয়খানিকে যে ছাড়্‌তে চাচ্ছে না, আহা, ইঁহার কুচদ্বয়ের মধ্যস্থিত আঁচলের ধারটার কম্পনেই বেশ বুঝতে পাচ্ছি। (উর্ব্বশীর সংজ্ঞালাভ)॥ ৩৭॥

রাজা।—(সানন্দে) চিত্রলেখে। তোমাদের জয়জয়কার। তোমার প্রিয়সখীর মূর্চ্ছা কাটিয়াছে। ঐ দেখ—সুধাকরের আবির্ভাবে রাত্রিকে যেমন অন্ধকার ছাড়িয়া যায়, নিশাকালের অগ্নির শিখা যখন জ্বলজ্বল্ করিয়া জ্বলে, তখন তার ধূমরাশি যেমন কোথায় পলায়, সেইরূপ এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীকে দেখা যাচ্ছে, ইঁহার মোহজাল ছিন্ন হইয়াছে, এতক্ষণে বুঝি তট পতন পঙ্কিলা জাহ্নবী আবার নির্ম্মল কান্তি ধারণ করিলেন॥ ৩৮॥

চিত্রলেখা।—সখি উর্ব্বশি। সুস্থ হ। বিপন্নের প্রতি যিনি সতত সদয়, তৎকর্ত্তৃক সেই দেবারি হতাশ দানবগণ প্রতিহত হইয়াছে॥ ৩৯॥

উর্ব্বশী।—(চক্ষু মেলিয়া) চিরদিন যিনি কৃপা করিয়া থাকেন, সেই দেবরাজই কি বীর্য্যবলে আমাকে অনুগ্রহ করিয়া উদ্ধার করিলেন?॥ ৪০॥

চিত্রলেখা।—না, মহেন্দ্র নন। মহেন্দ্রতুল্য-প্রভাবশালী রাজর্ষি পুরূরবা কর্ত্তৃক॥ ৪১॥

উর্ব্বশী।—(রাজাকে দেখিয়া মনে মনে) দানবরা বড় উপকারই করিয়াছে॥ ৪২॥

রাজা।— (উর্ব্বশীং বিলোক্য আত্মগতম্) স্থানে খলু নারায়ণমৃষিং বিলোভয়ন্ত্যস্তদূরুসম্ভবামিমাং বিলোক্য ব্রীড়িতাঃ সর্ব্বা অপ্সরস ইতি। অথবা নৈষ তপস্বিনঃ সৃষ্টি রত্যবৈমি। কুতঃ—

অস্যাঃ সর্গবিধৌ প্রজাপতিরভূচ্চন্দ্রো নু কান্তিপ্রদঃ
শৃঙ্গারৈকরসঃ স্বয়ং নু মদনো মাসো নু পুষ্পাকরঃ।
বেদাভ্যাসজড়ঃ কথং নু বিষয়ব্যাবৃত্তকৌতূহলো
নির্ম্মাতুং প্রভবেন্মনোহরমিদং রূপং পুরাণো মুনিঃ। ॥ ৪৩ ॥

উর্ব্বশী।— হলা চিত্তলেহে, সহীঅণো কহিং কখু ভবে। ॥ ৪৪ ॥

চিত্রলেখা।—সহি, অভঅপ্পদাঈ মহারাও জানাদি। । ৪৫ ॥

রাজা।— (উর্ব্বশীং বিলোক্য) মহতি বিষাদে বর্ত্ততে সখীজনঃ। পশ্যতু ভবতী।

যদৃচ্ছয়া ত্বং সকৃদপ্যবন্ধ্যযোঃ পথি স্থিতা সুন্দরি যস্য নেত্রযোঃ।
ত্বয়া বিনা সোঽপি সমুৎসুকো ভবেৎ সখীজনস্তে কিমুতার্দ্রসৌহৃদঃ। ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়।—অস্যাঃ (উর্ব্বশ্যাঃ) সর্গবিধৌ প্রজাপতিঃ কান্তিপ্রদঃ অভূৎ নু ? (কিম্ ?), শৃঙ্গারৈকরসঃ মদনঃ কান্তিপ্রদঃ অভূৎ নু ? পুষ্পাকরঃ মাসঃ (মধুমাসঃ) কান্তিপ্রদঃ অভূৎ নু ? (অন্যথা) বেদাভ্যাসজড়ঃ, বিষয়ব্যাবৃত্ত কৌতূহলঃ সঃ পুরাণঃ মুনিঃ ইদং মনোহরং রূপং নির্ম্মাতুং কথং প্রভবেৎ ? (ন কদাপি প্রভবেৎ ইতি মে মতিরিত্যর্থঃ) ॥ ৪৩ ॥

সুন্দরি! ত্বং সকৃৎ অপি যদৃচ্ছয়া অবন্ধ্যয়োঃ যস্য নেত্রয়োঃ পথি স্থিতা (ভবসি), সঃ জনঃ অপি ত্বয়া বিনা সমুৎসুকঃ ভবেৎ, আর্দ্রসৌহৃদঃ তে সখীজনঃ কিমুত ? ॥ ৪৬ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—হলা চিত্রলেখে! সখীজনঃ কুত্র খলু ভবেৎ ? ॥ ৪৪ ॥

সখি! অভয়প্রদায়ী মহারাজঃ জানাতি ॥ ৪৫ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—(উর্ব্বশীকে দেখিয়া মনে মনে) নারায়ণ ঋষিকে বিমুগ্ধ করিয়া গিয়া অপ্সরারা যখন বড়ই বাড়াবাড়ি জুড়িয়া দিয়াছিল,তখন তিনি স্বীয় উরু হইতে ইঁহাকে উৎপন্ন করিলে,—অপ্সরারা ইঁহার রূপ দেখিয়া যে লজ্জায় মরিয়া গিয়াছিল, ইহা যুক্তিযুক্তই হইয়াছিল, বলিতে হইবে। অথবা আমার মনে হয়, তপস্বি-সৃষ্টি কখনও এত রূপের আধার হইতে পারে না। কেন না—

এই উর্ব্বশীর সমুৎপাদনে সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতি নিজেই কি, যেখানে যেটি মানায়, সেইপ্রকার সৌন্দর্য্য ইঁহাকে দিয়াছিলেন ? অথবা আদিরসের একমাত্র পারাবার মদন কি স্বহস্তে ইঁহাকে কান্তিদান করিয়াছেন ? কিম্বা জগৎপ্রিয় মধুমাস কি তাহার সমস্ত সৌন্দর্য্য ইঁহার দেহে ঢালিয়া দিয়াছে! নতুবা, সংসারবিরক্ত, অহোরাত্র কঠোর বেদের কচ্‌মচি লইয়া ব্যতিব্যস্ত সেই পুরাতন, অতি সেকেলে, নারায়ণ মুনি যে এমন অনিন্দ্যকান্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, ইহা ত মনে হয় না ॥ ৪৩ ॥

উর্ব্বশী! ওলো চিত্রলেখে! সখীরা সকলে কোথায় ? ॥৪৪॥

চিত্রলেখা।—সখি! যিনি অভয় দিয়াছেন, সেই মহারাজ জানেন—তাহারা কোথায় ? ॥ ৪৫ ॥

রাজা।—(উর্ব্বশীকে দেখিয়া) তোমার সখীরা বড়ই বিষণ্ণ হইয়া পড়িয়াছে, এস, চেয়ে দেখ সুন্দরি! আর তা' হবেই বা না কেন ? তুমি হঠাৎ যদি একবারের জন্য কাহারও চোখে পড়, তবে তার চক্ষু সার্থক হয়, এবং আর তোমাকে ভুলিতে পারে না, আর যে সকল সখী তোমার চিরবন্ধু ও চিরপ্রিয়, তাহারা যে আকুল হইবে, তাহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে! ॥ ৪৬ ॥

উর্ব্বশী।— (আত্মগতম্) অমিঅং কখ্‌দে বঅণম্। অহবা চন্দাদো অমিঅং ত্তি কিং অচ্চরিঅম্। (প্রকাশম্) অদো এব্ব মে পেক্‌খিদুং তুবরদি হিঅঅম্। ॥ ৪৭ ॥

রাজা।— (হস্তেন দর্শয়ন্)—এতাঃ সুতনু মুখং তে সখ্যঃ পশ্যন্তি হেমকূটগতাঃ।
উৎসুকনয়না লোকাশ্চন্দ্রমিবোপপ্লবান্মুক্তম্॥

(উর্ব্বশী সাভিলাষং পশ্যতি) ॥ ৪৮ ॥

চিত্রলেখা।—হলা, কিং পেক্‌খসি। ॥ ৪৯ ॥

উর্ব্বশী।— ণং সমদুক্‌খগদো পিবীঅদি লোঅণেহিং। ॥ ৫০ ॥

চিত্রলেখা।—সস্মিতম্) অই, কো। ॥ ৫১ ॥

উর্ব্বশী। — ণং পণইঅণো! ॥ ৫২ ॥

রম্ভা।— (সহর্ষমবলোক্য) হলা, চিত্তলেহাদুদীঅং পিঅসহীং উব্বসীং গেণ্‌হিঅ বিসাহাসহিদো বিঅ ভঅবং সোমো সমুবট্ঠিদো রাএসী! ॥ ৫৩ ॥

মেনকা।— (নির্ব্বর্ণ্য) হলা, দুবে বি ণো এত্থ প্পিআ উবণদা। ইঅং পচ্চাণীদা পিঅসহী, অঅং চ অপরিক্‌খদসরীরো রাএসী। ॥ ৫৪ ॥

অন্বয়।—অয়ি সুতনু! হেমকূটগতাঃ এতাঃ তে সখ্যঃ উৎসুক-নয়নাঃ (সত্যঃ), লোকাঃ উপপ্লবাৎ মুক্তং চন্দ্রম্ ইব তে মুখং পশ্যন্তি॥ ৪৮॥

প্রাকৃতানুবাদ।—অমৃতং খলু তে বচনম্। অথবা চন্দ্রাৎ অমৃতম্ ইতি কিম্ আশ্চর্য্যম্? অতএব মে প্রেক্ষিতুং ত্বরতে হৃদয়ম্॥ ৪৭॥

হলা, কিং প্রেক্ষসি!॥ ৪৯॥

ননু সমদুঃখগতঃ পীয়তে লোচনাভ্যাম্॥ ৫০॥

অয়ি কঃ?॥ ৫১॥

ননু প্রণয়িজনঃ॥ ৫২॥

হলা! চিত্রলেখাদ্বিতীয়াং প্রিয়সখীমুর্ব্বশীং গৃহীত্বা বিশাখা-সহিতঃ ইব ভগবান্ সোমঃ সমুপস্থিতো রাজর্ষিঃ॥ ৫৩॥

সখি! দ্বে অপি নঃ অত্র প্রিয়ে উপনতে। ইয়ং প্রত্যানীতা প্রিয়সখী, অয়ং চ অপরিক্ষতশরীরঃ রাজর্ষিঃ॥ ৫৪॥

বঙ্গার্থ।—উর্ব্বশী।—(মনে মনে) আহা! তোমার কথাগুলি যে মধুতে মাখা। অথবা চাঁদ হইতে অমৃত নিঃসৃত হয়, ও মুখচন্দ্র হইতে এমন মধুমাখা কথা ছাড়া আর কি সম্ভবে? (প্রকাশ্যে) এই জন্যই দেখবার জন্য আমার হৃদয় উৎকণ্ঠিত হইয়াছে॥ ৪৭॥

রাজা।—(হাত দিয়ে দেখিয়ে) অয়ি শোভনাঙ্গি! ঐ দেখ, ঐ হেমকূট পর্ব্বতের শিখরে দাঁড়াইয়া, উৎসুকনেত্রে তোমার সখীরা তোমার মুখ দেখিতেছে, যেন রাহুগ্রাস হইতে মুক্ত চন্দ্রের দিকে প্রজাগণ তাকাইয়া আছে। (উর্ব্বশী সস্পৃহ নেত্রে দেখিল)॥ ৪৮॥

চিত্রলেখা।—ওলো, কি দেখছিস্?॥ ৪৯॥

উর্ব্বশী।—আমার ব্যথায় যে ব্যথিত, তাহাকে (সখীজনকে? না রাজাকে?) নয়নের দ্বারা পান করিতেছি॥ ৫০॥

চিত্রলেখা।—(সহাস্যে) অয়ি, কে তোর নয়নের দ্বারা পীত হইতেছে? (অর্থাৎ সখীজন না রাজা?)॥ ৫১॥

উর্ব্বশী।—ওলো, যে প্রণয়ী, সে॥ ৫২॥

রম্ভা।—(আনন্দে দেখিয়া) ওলো! চিত্রলেখার সহিত প্রিয়সখী উর্ব্বশীকে লইয়া রাজা আসিতেছেন,—দেখিতে কেমন হইয়াছে, জানিস্? যেন বিশাখা-তারাদ্বয়ের সহিত ভগবান্ চন্দ্র উপস্থিত হইলেন॥ ৫৩॥

মেনকা।—(দেখিয়া) ওলো! আমাদের পক্ষে দুইটিই অতিপ্রিয় হইয়াছে; একটি আমাদের প্রিয়সখী উর্ব্বশীর উদ্ধার, আর একটি রাজর্ষি পুরূরবাও অক্ষত-দেহে প্রত্যাবৃত্ত,—এ দুইটিই আমাদের অতিপ্রিয় হইয়াছে॥ ৫৪॥

সহজন্যা।— সহি, জুত্তং ভণাসি দুজ্জও দাণও ত্তি। ॥ ৫৫ ॥

রাজা।—সূত, ইদং তচ্ছৈলশিখরম্। অবতারয় রথম্। ॥ ৫৬ ॥

সূতঃ।— যদাজ্ঞাপয়ত্যায়ুষ্মান। (ইতি তথা করোতি)

(উর্ব্বশী রথাবতারক্ষোভং নাটয়ন্তী সত্রাসং রাজানমবলম্বতে) ॥ ৫৭ ॥

রাজা।— (স্বগতম্) হন্ত, সফলো মে বিষমাবতারঃ।

যদিদং রথসংক্ষোভাদঙ্গেনাঙ্গমায়তেক্ষণায়াঃ।

স্পৃষ্টং সরোমকণ্টকমঙ্কুরিতং মনসিজেনেব ॥ ॥ ৫৮ ॥

উর্ব্বশী।— হলা, কিং বি পরদো ওসর। ॥ ৫৯ ॥

চিত্রলেখা।— ণাহং সক্কেমি। ॥ ৬০ ॥

রম্ভা।— এত্থ পিঅআরিণং সংভাবেম্হ রাএসিম্। (সর্ব্বা উপসর্পন্তি) ॥ ৬১ ॥

রাজা।—সূত, উপশ্লেষয় রথম্—যাবৎ পুনরিয়ং সুভ্রূরুৎসুকাভিঃ সমুৎসুকা।

সখীভির্যাতি সংপর্কং লতাভিঃ শ্রীরিবার্ত্তবী ॥ (সূতো রথং স্থাপয়তি) ॥ ৬২ ॥

অপ্সরসঃ।— দিট্‌ঠিআ মহারাও বিজএণ বড্‌ঢসে। ॥ ৬৩ ॥

রাজা।— ভবত্যশ্চ সখীসমাগমেন। ॥ ৬৪ ॥

অন্বয়।—রথসংক্ষোভাৎ আয়তেক্ষণায়াঃ (উর্ব্বশ্যাঃ) সরোমকণ্টকং ইদং অঙ্গং মম অঙ্গেন স্পৃষ্টং ইতি যৎ, তৎ মনসিজেন অঙ্কুরিতম্ ইব ॥ ৫৮ ॥

সমুৎসুকা ইয়ং সুভ্রূঃ যাবৎ উৎসুকাভিঃ সখীভিঃ লতাভিঃ আর্ত্তবী শ্রীঃ ইব সম্পর্কং যাতি, তাবৎ রথম্ উপশ্লেষয় ইতি পূর্ব্বেণ অন্বয়ঃ ॥ ৬২ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—সখি! যুক্তং ভণসি—দুর্জ্জয়ঃ দানবঃ ইতি ॥ ৫৫ ॥

উর্ব্বশী।—হলা, কিমপি পরতঃ অপসর ॥ ৫৯ ॥

চিত্রলেখা।—নাহং শক্নোমি ॥ ৬০ ॥

রম্ভা।—অত্র প্রিয়কারিণং সম্ভাবয়ামো রাজর্ষিম্ ॥ ৬১ ॥

অপ্সরসঃ।—দিষ্ট্যা, মহারাজঃ বিজয়েন বর্দ্ধসে ॥ ৬৩ ॥

বঙ্গার্থ।—সহজন্যা।—সখি! ঠিক বলিয়াছিস্। দানবরা সত্যই অতি ভয়ঙ্কর, অপরাজেয় ॥ ৫৫ ॥

রাজা।—সারথি! এই সেই শৈলশিখর। রথ নামাও ॥ ৫৬ ॥

সূত। যে আজ্ঞা দীর্ঘজীবিন্! (রথের অবতরণ) (রথ নামবার সময় মাটীতে টক্কর খাওয়ায়, উর্ব্বশী সভয়ে গিয়া রাজাকে জড়াইয়া ধরিল, দানবের ধরায় সেই ভয়ে উর্ব্বশীর হৃদয়খানি কেমন যেন ভীতভীত হইয়া পড়িয়াছিল, তা সামান্য কিছুতেই চমকিত হইত) ॥ ৫৭ ॥

রাজা।—(মনে মনে) আহা! এই টক্কর খাওয়াটা আমার সার্থক হইল।

কেননা, রথসংক্ষোভ নিবন্ধন, আয়তলোচনা উর্ব্বশীর রোমাঞ্চিত অঙ্গ আমার অঙ্গের দ্বারা স্পৃষ্ট হওয়ায় মনে হইতেছে যেন, মদনতরুর অঙ্কুর উদ্গত হইয়াছে ॥ ৫৮ ॥

উর্ব্বশী।—ওলো, একটু ওদিকে সর।—(নইলে যে একজনের গায়ে ঘেঁষ লাগে) ॥ ৫৯ ॥

চিত্রলেখা।—পারবো না ॥ ৬০ ॥

রম্ভা।—চল্, আমরা সকলে গিয়া প্রিয়কারী রাজর্ষিকে অভিনন্দিত করি (সকলের রাজার নিকটে গমন) ॥ ৬১ ॥

রাজা।—সারথি! রথ স্থির কর, ঋতুকালীন শোভা যেমন ফুল্ললতারাজির সহিত মিলিত হয়, সেইরূপ এই উৎকণ্ঠিতা সুনয়না উর্ব্বশী যতক্ষণ ইঁহার উৎকণ্ঠিত সখীদের সহিত মিলিত না হচ্ছেন, ততক্ষণ সাবধানে রথ স্থির করিয়া রাখ। (সূত তাহাই করিলেন) ॥ ৬২ ॥

অপ্সরারা।—বাঃ! কি আনন্দ! মহারাজ এই দানবজয়ের দ্বারা কি বৃদ্ধিযুক্তই না হইলেন ॥ ৬৩ ॥

রাজা।—আপনারাও আপনাদের সখীসমাগমের দ্বারা বিজয়বতী হইলেন ॥ ৬৪ ॥

উর্ব্বশী।— (চিত্রলেখাদত্তহস্তাবলম্বা রথাদবতীর্য্য) হলা অধিঅং পরিস্সজহ। ন কখু মে আসী আসাসো জগ পুণো বি সহীঅণং পেক্খিস্সং ত্তি। (সখ্যঃ পরিষ্বজন্তে) ॥ ৬৫ ॥

মেনকা।— (সাশংসম্) সব্বহা কপ্পসদং মহারাও পুহবিং পালঅন্তো হোদু। ॥ ৬৬ ॥

সূতঃ।— আয়ুষ্মন্, পূর্ব্বস্যাং দিশি মহতা রথবেগেনোপদর্শিতঃ শব্দঃ।

অয়ং চ গগনাৎ কোঽপি তপ্তচামীকরাঙ্গদঃ। অধিরোহতি শৈলাগ্রং তড়িত্বানিব তোয়দঃ ॥ ৬৭ ॥

অপ্সরসঃ।—(পশ্যন্ত্যঃ) অম্মো, চিত্তরহো। ॥ ৬৮ ॥

(ততঃ প্রবিশতি চিত্ররথঃ)

চিত্ররথঃ।—(রাজানং দৃষ্ট্বা সবহুমানম্) দিষ্ট্যা মহেন্দ্রোপকারপর্য্যাপ্তেন বিক্রমমহিম্না বর্দ্ধতে ভবান ॥ ৬৯ ॥

রাজা।— অয়ে গন্ধর্ব্বরাজ। (রথাদবতীর্য্য) স্বাগতং প্রিয়সুহৃদে! (পরস্পরং হস্তৌ স্পৃশতঃ) ॥ ৭০ ॥

চিত্ররথঃ।— বয়স্য, কেশিনা হৃতামুর্ব্বশীং নারদাদুপশ্রুত্য প্রত্যাহরণার্থমস্যাঃ শতক্রতুনা গন্ধর্ব্বসেনা সমাদিষ্টা। ততো বয়মন্তরা চারণেভ্যস্ত্বদীয়ং জয়োদাহরণং শ্রুত্বা ত্বামিহস্থমুপাগতাঃ। স ভবানিমাং পুরস্কৃত্য সহাস্মাভির্ম্মঘবন্তং দ্রষ্টুমর্হতি। মহৎ খলু তত্রভবতো মঘোনঃ প্রিয়মনুষ্ঠিতং ভবতা। পশ্য—

পুরা নারায়ণেনেয়মতিসৃষ্টা মরুত্বতে। দৈত্যহস্তাদপাচ্ছিদ্য সুহৃদা সংপ্রতি ত্বয়া ॥ ৭১ ॥

অন্বয়—তড়িত্বান্ তোয়দঃ ইব তপ্তচামীকরাঙ্গদঃ অয়ং চ কঃ অপি গগনাৎ শৈলাগ্রং অধিরোহতি ॥ ৬৭ ॥

পুরা নারায়ণেন মরুত্বতে ইয়ং (উর্ব্বশী) অতিসৃষ্টা অধুনা ত্বয়া দৈত্যহস্তাৎ অপাচ্ছিদ্য মরুত্বতে অতিসৃষ্টা ॥ ৭১ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—উর্ব্বশী —হলা, অধিকং পরিষ্বজধ্ব! ন খলু মে আসীদ্ আশ্বাসো যথা পুনরপি সখীজনং প্রেক্ষিষ্যে ইতি ॥ ৬৫ ॥

সর্ব্বথা কল্পশতং মহারাজঃ পৃথিবীং পালয়ন্ ভবতু ॥ ৬৬ ॥

অয়ে চিত্ররথঃ ॥ ৬৮ ॥

বঙ্গার্থ।—উর্ব্বশী।—(চিত্রলেখার হাতে ভর দিয়া রথ হইতে নামিয়া) ওলো! তোরা প্রগাঢ়ভাবে আমাকে আলিঙ্গন কর, কেন না, আশা ছিল না যে, তোদের সঙ্গে আবার মিলতে পারবো (সখীরা তাহাই করিল) ॥ ৬৫ ॥

মেনকা।—(আশীর্ব্বাদের সুরে) শত শত কাল ধরিয়া মহারাজ পৃথিবী পালন করুন ॥ ৬৬ ॥

সূত।—দীর্ঘজীবিন্! পূর্ব্বদিকে একটা খুব বড় রকমের রথের শব্দ শোনা যাচ্ছে। ঐ দেখুন, উজ্জ্বল স্বর্ণের অঙ্গদ পরিয়া কে যেন আকাশ হইতে পর্ব্বতশীর্ষে অবতীর্ণ হইতেছে, মনে হয়, যেন বিদ্যুৎ বিলসিত জলদ গিরিশিরে অবতরণ করিতেছে ॥ ৬৭ ॥

অপ্সরারা। (দেখিয়া) তাই ত, এ যে চিত্ররথ ॥ ৬৮ ॥

(চিত্ররথের প্রবেশ)

চিত্ররথ।—(রাজাকে দেখিয়া সসম্মানে) কি আনন্দ। মহেন্দ্রের উপকারের দ্বারা আপনার এই পরাক্রম যেন শতগুণ বর্দ্ধিতাকারে অনুমিত হইতেছে, মহারাজ! আপনার জয়জয়কার ॥ ৬৯ ॥

রাজা।—তাই ত। এ যে গন্ধর্ব্বরাজ! (রথ হইতে নামিয়া) আসুন, আসুন প্রিয়সুহৃৎ। (পরস্পর হস্ত ধরাধরি) ॥৭০॥

চিত্ররথ।—বন্ধু! কেশিকর্ত্তৃক উর্ব্বশী অপহৃত হইয়াছে, এই কথা নারদের মুখে শুনিয়াই তাহার উদ্ধারের নিমিত্ত দেবরাজ কর্ত্তৃক গন্ধর্ব্বসেনা প্রেরিত হইয়াছিল এবং আমরা যখন পথের মাঝামাঝি আসিয়াছি, তখন শুনি, চারিদিকে আপনার বিজয়গীতি সংগীত হইতেছে, তাই আপনাকে দেখিবার জন্য এখানে আসিয়াছি। আমার ইচ্ছা, দানব-কর হইতে উদ্ধৃতা এই উর্ব্বশীকে লইয়া আপনি একবার দেবরাজকে দর্শনদান করুন, কেননা, আপনি শতক্রতুর একটা মহান্ উপকার করিয়াছেন। ভাবিয়া দেখুন্ না কেন,—

বহুপূর্ব্বে নারায়ণ স্বয়ং ইহাকে উৎপন্ন করিয়া দেবরাজকে অর্পণ করিয়াছিলেন, আর আজ আপনি আবার দানবের হস্ত হইতে উদ্ধারপূর্ব্বক এই উর্ব্বশীকে সেই দেবরাজের হস্তে পুনরর্পণ করিলেন। এ কি কম কথা? ॥৭১॥

রাজা।— সখে! মৈবম্।—নন্ব বজ্রিণ এব বীর্য্যমেতদ্বিজয়ন্তে দ্বিষতো যদস্য পক্ষ্যাঃ।
বসুধাধরকন্দরাবিসর্পী প্রতিশব্দো হি হরের্ভিনত্তি নাগান্ ॥ ॥ ৭২ ॥

চিত্ররথঃ।— যুক্তমেতৎ। অনুৎসেকঃ খলু বিক্রমালঙ্কারঃ। ॥ ৭৩ ॥

রাজা।— সখে, নায়মবসরো মম শতক্রতুং দ্রষ্টুম্। অতস্ত্বমেবাত্রভবতীং প্রভোরন্তিকং প্রাপয় ॥ ৭৪ ॥

চিত্ররথঃ। যথা ভবান্মন্যতে। ইত ইতো ভবত্যঃ।
[সর্ব্বাঃ প্রস্থিতাঃ। ॥ ৭৫ ॥

উর্ব্বশী।— (জনান্তিকম্) হলা চিত্তলেহে, উবআরিণং রাএসিং ণ সক্কণোমি আমন্তিদুম্।
তা তুমং এব্ব মে মুহং হোহি। ॥ ৭৬ ॥

চিত্রলেখা।—(রাজানমুপেত্য) মহারাঅ, উব্বসী বিণ্ণবেদি—মহারাএণ অব্ভণুণ্ণাদা ইচ্ছামি
পিঅসহিং বিঅ মহারাঅসস কিত্তিং সুরলোঅং ণেদুম্। (৭৭)

রাজা।— গম্যতাং পুনর্দর্শনায়। ॥ ৭৮ ॥
[সর্ব্বাঃ সগন্ধর্ব্বা আকাশোৎপতনং রূপয়ন্তি। ॥ ৭৯ ॥

অন্বয়।—অস্য (ইন্দ্রস্য) পক্ষ্যাঃ (পক্ষীয়াঃ) দ্বিষতঃ (শত্রূন্) বিজয়ন্তে—ইতি যৎ তৎ এতৎ বজ্রিণঃ (ইন্দ্রস্য) এব বীর্য্যম্। ননু! হি (যতঃ) হরেঃ (সিংহস্য) প্রতিশব্দঃ বসুধাধরকন্দরাবিসর্পী সন্ নাগান্ ভিনত্তি ॥ ৭২ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—হলা চিত্রলেখে! উপকারিণং রাজর্ষিং ন শক্নোমি আমন্ত্রয়িতুম্। তৎ ত্বমেব মে মুখং ভব ॥ ৭৬ ॥

মহারাজ! উর্ব্বশী বিজ্ঞাপয়তি—মহারাজেন অভ্যনুজ্ঞাতা ইচ্ছামি—প্রিয়সখীম্ ইব মহারাজস্য কীর্ত্তিং সুরলোকং নেতুম্ ॥ ৭৭ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—সখে! না না, এ কথা বল্বেন না,—দেবরাজের পক্ষীয় ব্যক্তিরা যে তাহার শত্রুদিগকে পরাজিত করিতে সমর্থ হয়, এটা সেই বজ্রধারী দেবরাজেরই বীর্য্যের ফল বলিতে হইবে। আপনি ত দেখিয়াছেন যে, সিংহের গর্জ্জন যখন পর্ব্বত-গুহায় গিয়া প্রতিধ্বনিত হয়, তখন সেই প্রতিধ্বনিতেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া, ভয়ে মাতঙ্গগুলি ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায় ॥ ৭২ ॥

চিত্ররথ।—ঠিকই বলিয়াছেন। অহঙ্কারশূন্যতাই হইল বিক্রমের প্রধান অলঙ্কার ॥ ৭৩ ॥

রাজা।—সখে! দেবরাজকে দর্শন কর্‌বার এ অবসর নয় অন্য সময় কবর। আপনিই উর্ব্বশীকে লইয়া প্রভুর নিকট গমন করিলে ভাল হয় ॥ ৭৪ ॥

চিত্ররথ।—যেমন আপনার অভিপ্রায়। তা হলে তোমরা সকলে এই দিকে এস।
[সকলের প্রস্থান ॥ ৭৫ ॥

উর্ব্বশী।—(জনান্তিকে) ওলো চিত্রলেখে! আমি নিজে আমার পরম উপকারী এই রাজর্ষিকে বলিতে পারিতেছি না, তুই একটু আমার মুখের কাজ কর্‌তে পারবি, দু' কথা বলবি ॥ ৭৬ ॥

চিত্রলেখা।—(রাজার কাছে ঘেঁসিয়া) মহারাজ! উর্ব্বশী বলছে,—মহারাজ যদি অনুমতি দেন, তবে আমি প্রিয়সখীর মত মহারাজের এই কীর্ত্তিকাহিনীকেও স্বর্গলোকে খ্যাপিত কর্‌তে চাই ॥ ৭৭ ॥

রাজা।—যাও তোমরা, যেন আবার দেখা হয় ॥ ৭৮ ॥
(সকলের আকাশপথে গমনের অভিনয় ॥ ৭৯ ॥

উর্ব্বশী।— (উৎপতনভঙ্গং রূপয়িত্বা) অম্মো লদাবিড়বে এসা এআবলী বৈজঅন্তিআ মে লগ্‌গা। (সব্যাজমুপসৃত্য রাজানং পশ্যন্তী) সহি চিত্তলেহে, মোআবেহি দাব ণম্‌। ॥ ৮০ ॥

চিত্রলেখা।- (বিলোক্য বিহস্য চ) আং, দিঢং ক্‌খু লগ্‌গা। অসক্কা মোআবিদুম। ॥ ৮১ ॥

উর্ব্বশী।— অলং পড়িহাসেণ। মোআবেহি দাব ণম্‌। ॥ ৮২ ॥

চিত্রলেখা।—আং, দুমমোআ বিঅ মে পড়িভাদি। তহ বি মোআবিসসং দাব। ॥ ৮৩ ॥

উর্ব্বশী।— (স্মিতং কৃত্বা) পিঅসহি, সুমরেহি ক্‌খু এদং অত্তণো বঅণম। ॥ ৮৪ ॥

রাজা।— (স্বগতম্‌)—প্রিয়মাচরিতং লতে ত্বয়া মে গমনেঽস্যাঃ ক্ষণবিঘ্নমাচরন্ত্যা।

যদিয়ং পুনরপ্যপাঙ্গনেত্রা পরিবৃত্তার্দ্ধমুখী ময়া হি দৃষ্টা॥ ॥ ৮৫ ॥

(চিত্রলেখা মোচয়তি। উর্ব্বশী রাজানমালোকয়ন্তী সনিশ্বাসং সখীজনমুৎপতন্তং পশ্যতি) ॥ ৮৬ ॥

সূতঃ।— আয়ুষ্মন—অদঃ সুরেন্দ্রস্য কৃতাপরাধান প্রক্ষিপ্য দৈত্যান্‌ লবণাম্বুরাশৌ।

বায়ব্যমস্ত্রং শরধিং পুনস্তে মহোরগঃ শ্বভ্রমিব প্রবিষ্টম্‌॥ ॥ ৮৭ ॥

অন্বয়।—অয়ি লতে! অস্যাঃ গমনে ক্ষণম (অপি) বিঘ্নম আচরন্ত্যা ত্বয়া মে প্রিয়ম্‌ আচরিতম্‌। যৎ (যস্মাৎ) পুনরপি পরিবৃত্তার্দ্ধমুখী ইয়ম্‌ অপাঙ্গনেত্রা ময়া দৃষ্টা হি ॥ ৮৫ ॥

সুরেন্দ্রস্য কৃতাপরাধান দৈত্যান লবণাম্বুরাশৌ প্রক্ষিপ্য অদঃ তে বায়ব্যম্‌ অস্ত্রং পুনঃ শরধিং (তে তূণং) মহোরগঃ শ্বভ্রম্‌ ইব প্রবিষ্টম্‌ ॥ ৮৭ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—অহো! লতাবিটপে এষা একাবলী বৈজয়ন্তিকা মে লগ্না। সখি! চিত্রলেখে! মোচয় তাবদেনাম্‌ ॥ ৮০ ॥

আং, দৃঢং খলু লগ্না। অশক্যা মোচয়িতুম্‌ ॥ ৮১ ॥

অলং পরিহাসেন। মোচয় তাবদেনাম্‌ ॥ ৮২ ॥

আং, দুর্মোচা ইব মে প্রতিভাতি। তথাপি মোচয়িষ্যামি তাবৎ ॥ ৮৩ ॥

প্রিয়সখি! স্মর খলু এতদ্‌ আত্মনঃ বচনম্‌ ॥ ৮৪ ॥

বঙ্গানুবাদ।—(আকাশে উঠিবার সময়ে যেন বাধা পাইল, এইরূপ অভিনয় করিয়া) উর্ব্বশী।—লতার ডালে আমার গলার একাবলী বৈজয়ন্তিকা হার যে জড়িয়ে গেল! (এই ছলে ঘাড় বাঁকাইয়া রাজাকে দেখিতে দেখিতে) সখি চিত্রলেখে! তুই ছাড়িয়ে দে না ॥ ৮০ ॥

চিত্রলেখা।—(দেখে সহাস্যে) তাই ত! বড্ড জড়িয়েছে (?) ছাড়ানো শক্ত ॥ ৮১ ॥

উর্ব্বশী।—ঠাট্টা ছাড়্‌। কোনমতে ছাড়িয়ে দে ॥ ৮২ ॥

চিত্রলেখা।—যেরূপ দেখছি, তা'ত আর ছাড়ানো যাবে কি না—সন্দেহ (?), তবুও একবার যত্ন ক'রে দেখ্‌ব ॥ ৮৩ ॥

উর্ব্বশী।—(একটু হেসে) প্রিয়সখি! এখন যা' বল্লি, ছাড়াতে যত্ন করবি—এ কথাটা মনে রাখিস কিন্তু ॥ ৮৪ ॥

রাজা।—(মনে মনে) লতে! যাবার সময়ে উর্ব্বশীর গমনে বাধা দিয়া তুমি আমার বড়ই প্রিয় কার্য্য করিয়াছ। কেননা, ঘাড় ফিরাইয়া উর্ব্বশী যখন চোখ বাঁকা করিয়া আমাকে দেখিতেছিল, তখন ত তাহার সে অবস্থা আমি আর একবার দেখিয়া লইয়াছি ॥ ৮৫ ॥

চিত্রলেখা একাবলী মোচন করিতে লাগিল, এই অবসরে উর্ব্বশী রাজাকে দেখিতে দেখিতে সখীদিগকে আকাশে উঠিতে দেখিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল ॥ ৮৬ ॥

সূত।—দীর্ঘজীবিন্‌! ঐ দেখুন, দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট অপরাধী দৈত্যদিগকে বিনাশ করত লবণ-সাগরে নিক্ষেপ করিয়া আপনার বায়বীয় অস্ত্র, বিবরমধ্যে কাল অজগর সর্পের মত আপনার তূণীরমধ্যে পুনরায় প্রবেশ করিতেছে ॥ ৮৭ ॥

রাজা।— তেন হ্যুপশেষয় রথম্, যাবদারোহামি।

(সূতস্তথা করোতি। রাজা নাট্যেন রথমারোহতি) ॥ ৮৮ ॥

উর্ব্বশী।— (সস্পৃহং রাজানমবলোকয়ন্তী) অবি ণাম পুণো বি উঅআরিণং এদং পেক্‌খিস্‌সম্। [ইতি সগন্ধর্ব্বা সহ সখীভির্নিষ্ক্রান্তা। ॥ ৮৯ ॥

রাজা। – (উর্ব্বশীবর্ত্মোন্মুখঃ) অহো দুর্লভাভিলাষী মদনঃ।

এষা মনো মে প্রসভং শরীরাৎ পিতুঃ পদং মধ্যমমুৎপতন্তী।

সুরাঙ্গনা কর্ষতি খণ্ডিতাগ্রাৎ সূত্রং মৃণালাদিব রাজহংসী ॥

[ইতি নিষ্ক্রান্তৌ] ॥ ৯০ ॥

ইতি প্রথমোঽঙ্কঃ

অন্বয়।—রাজহংসী খণ্ডিতাগ্রাৎ মৃণালাৎ সূত্রম্ ইব এষা সুরাঙ্গনা (উর্ব্বশী) মধ্যমং পিতুঃ পদম্ উৎপতন্তী (সতী) শরীরাৎ মে মনঃ প্রসভং কর্ষতি ॥ ৯০ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—অপি নাম পুনরপি উপকারিণম্ এনং প্রেক্ষিষ্যে ॥ ৮৯ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।— তা হ'লে রথ কাছে আন, আমি উঠি। (সূত তাহাই করিলেন, রাজা রথে চড়িলেন) ॥ ৮৮ ॥

উর্ব্বশী।—(সস্পৃহনয়নে রাজাকে দেখিতে দেখিতে) আবার কি কখনও এমন উপকারী মিত্রকে দেখিতে পাইব না ? (বলিতে বলিতে গন্ধর্ব্বগণের ও সখীদের সহিত নিষ্ক্রান্ত) ॥ ৮৯ ॥

রাজা।—(উর্ব্বশীর পথের দিকে, আকাশ পানে মুখ উঁচু করিয়া) উঃ, যাহা পাবার নয়, তাহাতেই মদন মানুষকে মজায় কেন ?

এই সুরকামিনী উর্ব্বশী স্বর্গে আরোহণ করিবার কালে আমার দেহ হইতে মনটাকে যেন জোর করিয়া ছিনাইয়া লইয়া গেল, ঠিক যেন একটি রাজহংসী মৃণালটিকে ভাঙ্গিয়া তাহা হইতে মৃণালের সূত্রগুলি কর্ষণ করিয়া লইল ॥ ৯০ ॥

[সকলের প্রস্থান

প্রথমাঙ্ক সমাপ্ত

দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ

(ততঃ প্রবিশতি বিদূষকঃ)

বিদূষকঃ।— অবিদ অবিদ ভোঃ! ণিমন্তণিঅো পবমণ্ণেণ বিঅ রাঅবহস্‌সেণ ফুট্টমাণেণ ণ সক্কণোমি জণাইণ্ণে অইত্তণেণ অত্তণো জীহং ধাবিদুম্‌। তা জাব সো বাআ ধম্মাসণগদো ইদো আঅচ্ছই দাব ইমস্‌সিং বিবলজণসংপাদে দেবচ্ছন্দঅপ্‌পাসাদে আরুহিঅ চিট্টিস্‌সম্‌। (পরিক্রম্যোপবিশ্য পাণিভ্যাং মুখং পিধায় স্থিতঃ)। ॥ ১ ॥

(ততঃ প্রবিশতি চেটী)

চেটী।— আণত্তহ্মি দেঈএ কাসিবাঅদুহিদাএ জধা হঞ্জে ণিউণিএ, জদো পহুদি ভঅবদো সুজ্জস্‌স উঅথাণং কদুঅ পডিণিউত্তো মহাবাও তদো পহুদি সুণ্ণহিঅঅো বিঅ লখ্‌খীঅদি। তা তুমং বি দাব অজ্জমাণবআদো জাণাহি সে উক্কণ্ঠাকারণং ত্তি। তা কহং সো বহ্মবন্ধু অদিসন্ধাদেবো। অহবা তণগ্‌গলগ্‌গং বিঅ অবস্‌সা-অসলিলং ণ তস্মিং বাঅবহস্‌সং চিবং চিট্‌ঠদি ত্তি তক্কেমি। তা জাব ণং অণ্ণেসামি। (পরিক্রম্যাবলোক্য চ) অহ্মো আলেক্‌খবাণবো বিঅ কিংপি মন্তঅন্তো ণিহুদো অজ্জমাণবঅো চিট্‌ঠদি। তা জাব ণং উবসপ্‌পামি। (উপসৃত্য) অজ্জ। বন্দামি। ॥ ২ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—অবিদ অবিদ ভোঃ, নিমন্ত্রিতঃ পবমান্নেনেব রাজরহস্যেন স্ফুটমানেন ন শক্নোমি জনাকীর্ণে অকীর্ত্তনেন আত্মনো জিহ্বাং ধাবয়িতুম্‌। তদ্‌যাবৎ স রাজা ধর্ম্মাসনগত ইত আয়াতি, তাবদেতস্মিন্‌ বিরলজনসম্পাতে দেবচ্ছন্দকপ্রাসাদে আরুহ্য স্থাস্যামি ॥ ১ ॥

আজ্ঞপ্তা অস্মি দেব্যা কাশিরাজদুহিত্রা যথা হঞ্জে নিপুণিকে! যতঃ প্রভৃতি ভগবতঃ সূর্য্যস্য উপস্থানং কৃত্বা প্রতিনিবৃত্তো মহারাজস্ততঃ প্রভৃতি শূন্যহৃদয় ইব লক্ষ্যতে। তৎ ত্বমপি তাবদার্য্যমাণবকাজ্জানীহি অস্য উৎকণ্ঠা-কারণমিতি। তৎ কথং স ব্রহ্মবন্ধুরতিসন্ধাতব্যঃ। অথবা তৃণাগ্রলগ্নমিব অবশ্যায়সলিলং ন তস্মিন্‌ রাজরহস্যং চিরং তিষ্ঠতি ইতি তর্কয়ামি। তদ্‌যাবদেনমন্বেষয়ামি। অহো আলেখ্য-বানর ইব কিমপি মন্ত্রয়মাণো নিভৃতে আর্য্যমাণবকস্তিষ্ঠতি। তদ্‌যাবদেনমুপসর্পামি। আর্য্য। বন্দে ॥ ২ ॥

বঙ্গার্থ।—(বিদূষকের প্রবেশ) বিদূষক।—বাপ্‌রে বাপ্‌! নিমন্ত্রিত লোলুপ ব্যক্তি যেমন পায়সের অপেক্ষায় জিহ্বা আর রাখিতে পারে না, তদ্রূপ, এই জনাকীর্ণ স্থানে রাজার গুপ্ত কথাটি আর পেটে আমি রাখ্‌তে পার্চ্ছি না, জিহ্বা তুবুতুবু কর্চ্ছে—ফুটে বাহির হইবার জন্য। অতএব, ধর্ম্মাসনস্থিত মহারাজ যতক্ষণ এই দিকে আসবেন, ততক্ষণ আমি ঐ জনপ্রচারশূন্য দেবচ্ছন্দক প্রাসাদে গিয়ে থাকি। নতুবা পেটে কথা রাখতে পার্ব্ব না ॥ ১ ॥

(চেটীর প্রবেশ)

চেটী।—পাটরাণী কাশিরাজ-নন্দিনী কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছি যে, নিপুণিকে। ভগবান্‌ সূর্য্যদেবের আরাধনা হইতে প্রতিনিবৃত্তির দিন হইতেই মহারাজকে যেন কেমন শূন্য-হৃদয় বলিয়া ঠেকিতেছে, সুতরাং তুই গিয়ে বিদূষকের নিকট হইতে কোন ফিকিরে জান্‌তে পারিস্‌ যে, কি জন্য মহারাজের এত উৎকণ্ঠা? এখন কি করিয়া সেই বামুনটাকে ঠকিয়ে তার পেটের কথাগুলো বের করা যায়? আচ্ছা, খুঁজে দেখি আগে, কোথায় সেটা আছে। বাঃ! এই যে চিত্রিত বানরের মত, মনে মনে কি যেন একটা মতলব এঁটে এক কোণে ব'সে আছে, ওর পেটে কি রাজার গুপ্ত কথা থাকতে পারে? শিশির বিন্দুর মত,তাহা আপনিই বেরিয়ে পড়ল ব'লে। থাক্‌, ওর কাছে যাই। (গিয়া) আর্য্য, প্রণাম ॥ ২ ॥

বিদূষকঃ।— সোত্থি ভোদীএ। (আত্মগতম্) এদং দুট্‌ঠচেড়িঅং পেক্‌খিঅ তং রাঅরহস্‌সং হিঅঅং ভিন্দিঅ নিক্কমদি বিঅ। (কিঞ্চিন্মুখং সংবৃত্য প্রকাশম্) ভোদি ণিউণিএ, সংগীদবাবারং উজ্‌ঝিঅ কহিং পত্থিদাসি। ॥ ৩ ॥

চেটী।— দেঈএ বঅণেণ অজ্জং এব্ব পেক্‌খিদুম্। ॥ ৪ ॥

বিদূষকঃ।— কিং তত্তভোদী আণবেদি। ॥ ৫ ॥

চেটী।— দেবী ভণাদি জধা—অজ্জস্‌স মম উঅরি অদক্‌খিণ্ণম্। ণ মং অণুইদবেঅণং দুক্‌খিদং অবলোঅদি ত্তি। ॥ ৬ ॥

বিদূষকঃ।— ণিউণিএ, কিং বা পিঅবঅস্‌সেণ তত্তভোদীএ পড়িউলং কিং বি সমাচরিদম্। ॥ ৭ ॥

চেটী।— জং নিমিত্তং উণ ভট্টা উক্কণ্ঠিদো তাএ ইত্থিআএ ণামেণ ভট্টিণী দেঈ আলবিদা। ॥ ৮ ॥

বিদূষকঃ।— (স্বগতম্) কহং সঅং এব্ব তত্তভোদা বঅস্‌সেণ রহস্‌সভেদো কিদো। কিং দাণীং অহং বম্হণো জীহং রক্‌খিদুং সমত্থোম্হি। (প্রকাশম্) কিং তত্তভোদা উব্বসী ণামধেএণ আমন্তিদা। ॥ ৯ ॥

চেটী।— অজ্জ, কা সা উব্বসী ?। ॥ ১০ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—স্বস্তি ভবত্যৈ। এতাং দুষ্ট-চেটিকাং প্রেক্ষ্য রাজ-রহস্যং হৃদয়ং ভিত্ত্বা নিষ্ক্রামতীব। ভবতি নিপুণিকে! সঙ্গীত ব্যাপারমুজ্‌ঝিত্বা কুত্র প্রস্থিতা অসি ॥ ৩ ॥

দেব্যাঃ বচনেন আর্য্যমেব প্রেক্ষিতুম্ ॥ ৪ ॥

কিং তত্রভবতী আজ্ঞাপয়তি ॥ ৫ ॥

দেবী ভণতি যথা—আর্য্যস্য মম উপরি অদাক্ষিণ্যম্। ন মামনুচিতবেদনাং দুঃখিতাম্ অবলোকয়তি ॥ ৬ ॥

নিপুণিকে! কিংবা প্রিয়বয়স্যেন তত্রভবত্যাঃ প্রতিকূলং কিমপি সমাচরিতম্ ॥ ৭ ॥

যন্নিমিত্তং পুনর্ভর্ত্তা উৎকণ্ঠিতঃ তস্যাঃ স্ত্রিয়াঃ নাম্না ভর্ত্রী দেবী আলপিতা ॥ ৮ ॥

কথং স্বয়মেব তত্রভবতা বয়স্যেন রহস্যভেদঃ কৃতঃ। কিমিদানীং অহং ব্রাহ্মণো জিহ্বাং রক্ষিতুং সমর্থোঽস্মি। কিং তত্রভবতা উর্ব্বশীনামধেয়েন আমন্ত্রিতা ॥ ৯ ॥

আর্য্য! কা সা উর্ব্বশী ? ॥ ১০ ॥

বঙ্গার্থ।—বিদূষক।—এস এস, (মনে মনে) এই দুষ্ট ছুঁড়ীটাকে দেখে রাজার গুপ্ত কথাটা আমার বুক ফেড়ে বেরুতে চাচ্ছে। (একটু সাম্‌লে, প্রকাশ্যে) আচ্ছা নিপুণিকে! গানের সময় গান ছেড়ে কোথায় চলেছ ? ॥ ৩ ॥

চেটী।—দেবীর অনুরোধে আপনাকে দর্শন কর্ত্তে ॥ ৪ ॥

বিদূষক।—দেবী কি আদেশ করেছেন ? ॥ ৫ ॥

চেটী।—দেবী বল্লেন যে, আর্য্য মাণবকের আমার উপর আর পূর্ব্ববৎ দয়া নেই, বৃথা বেদনায় আমি যে কষ্ট পাচ্ছি, তা কি তিনি দেখছেন না ? ॥ ৬ ॥

বিদূষক।—নিপুণিকে! প্রিয়বয়স্য কি পাটরাণীর মনে ব্যথা পাওয়ার মতন কোন অপ্রিয় ব্যবহার করেছেন না কি ? ॥ ৭ ॥

চেটী।—করেছেন বৈ কি! যার জন্য মহারাজের এত উৎকণ্ঠা, সেই স্ত্রীলোকটার নাম ক'রে মহারাণীকে ডেকে ফেলেছেন ॥ ৮ ॥

বিদূষক।—(মনে মনে) বটে ? রাজা নিজেই গোপন কথা ব্যক্ত কল্লে'ন ? তবে আর ব্রাহ্মণ আমি জিহ্বাকে আড়ষ্ট ক'রে কেন কষ্ট দেই ? (প্রকাশ্যে) মহারাজ কি উর্ব্বশী এই নাম ক'রে ডেকে বসেছেন ? ॥ ৯ ॥

চেটী।—আর্য্য! কে সে উর্ব্বশী ? ॥ ১০ ॥

বিদূষকঃ।— অত্থি উব্বসী ত্তি অচ্ছরা। তাএ দংসণেণ উম্মাদিদো ণ কেবলং তং আআসেদি, মং বি বম্হণং অসিদব্ববিমুহং দিঢ়ং পীড়েদি। ॥ ১১ ॥

চেটী।— (স্বগতম্) উব্বাদিদো মএ ভত্তুণো রহস্সদুগ্গস্স। তা গদুঅ দেঈএ এদং ণিবেদেমি। [ইতি প্রস্থিতা। ॥ ১২ ॥

বিদূষকঃ।— ণিউণিএ, বিণ্ণাবেহি মম বঅণেণ কাসিরাঅদুহিদরম্ পরিস্সন্তম্হি ইমাএ মিঅতিণ্‌হিআএ বঅস্সং ণিঅত্তাবেদুম্। জই ভোদীএ মুহকমলং পেক্‌খিস্সদি তদো ণিঅত্তিস্সদি ত্তি। ॥ ১৩ ॥

চেটী।— জং অজ্জো আণবেদি। [ইতি নিষ্ক্রান্তা। ॥ ১৪ ॥

(নেপথ্যে বৈতালিকঃ)। —জয়তু জয়তু দেবঃ।

আলোকান্তাৎ প্রতিহততমোবৃত্তিরাসাং প্রজানাং তুল্যোদ্যোগস্তব চ সবিতুশ্চাধিকারো মতো নঃ।
তিষ্ঠত্যেকঃ ক্ষণমধিপতির্জ্যোতিষাং ব্যোমমধ্যে ষষ্ঠে কালে ত্বমপি লভসে দেব বিশ্রান্তিমহ্নঃ ॥ ১৫ ॥

বিদূষকঃ।— (কর্ণং দত্ত্বা) এসো উণ পিঅবঅস্সো ধম্মাসণাদুত্থিদো ইদো এব্ব আঅচ্ছদি। তা জাব পাস্সপড়িবত্তী হোমি। | ইতি নিষ্ক্রান্তঃ (প্রবেশকঃ) ॥ ১৬ ॥

অন্বয়।—আলোকান্তাৎ আসাং প্রজানাং প্রতিহত-তমোবৃত্তিঃ তব সবিতুঃ চ অধিকারঃ নঃ তুল্যোদ্যোগঃ মতঃ। একঃ জ্যোতিষাম্ অধিপতিঃ ব্যোমমধ্যে ক্ষণং তিষ্ঠতি, (অয়ি) দেব! ত্বমপি অহ্নঃ ষষ্ঠে কালে বিশ্রান্তিং লভসে ॥ ১৫ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—অস্তি—উর্ব্বশী ইতি অপ্সরাঃ। তস্যা দর্শনেন উন্মাদিতো ন কেবলং তামায়াসয়তি, মামপি ব্রাহ্মণমশিতব্যবিমুখং দৃঢ়ং পীড়য়তি ॥ ১১ ॥

উৎপাদিতো ময়া ভেদো ভর্ত্তুঃ রহস্য-দুর্গস্য। তদ্ গত্বা এতদ্দেব্যৈ নিবেদয়ামি ॥১২ ॥

নিপুণিকে! বিজ্ঞাপয় মম বচনেন কাশিরাজদুহিতরম্—পরিশ্রান্তোঽস্মি এতস্যা মৃগতৃষ্ণিকায়াঃ বয়স্যং নিবর্ত্তয়িতুম্। যদি ভবত্যা মুখকমলং প্রেক্ষিষ্যতে ততো নিবর্ত্তিষ্যত ইতি ॥ ১৩ ॥

যদার্য্য আজ্ঞাপয়তি ॥ ১৪ ॥

এষঃ পুনঃ প্রিয়বয়স্যো ধর্ম্মাসনাদুত্থিত ইত এব আগচ্ছতি। তদ্ যাবৎ পার্শ্বপরিবর্ত্তী ভবামি ॥ ১৬ ॥

বঙ্গার্থ।—বিদূষক।—উর্ব্বশী নামে এক অপ্সরা আছে। তাকে দেখা অবধি, পাগল হয়ে শুধু তাঁকেই নয়, ব্রাহ্মণ আমি, আমাকে পর্য্যন্ত খাবার-দাবার বিষয়ে নিরাশ ক'রে কত কষ্টই না দিচ্ছেন ॥ ১১ ॥

চেটী।—(মনে মনে) ভর্ত্তার গোপনবিষয়রূপ দুর্ভেদ্য দুর্গেরও দফা-রফা করিয়াছি। এখন দেবীকে সমস্ত বলি। [প্রস্থানোদ্যতা ॥ ১২ ॥

বিদূষক।—নিপুণিকে! তুমি কাশিরাজপুত্রীকে আমার নাম ক'রে ব'ল,—যে, বয়স্যকে এই মৃগতৃষ্ণিকা হইতে নিবৃত্ত করিতে আমি হিম্‌সিম্ খেয়ে গেলম। আমার মনে হয়,—রাণি! তোমার মুখপদ্মখানি যদি একবার দেখতে পান এ সময়ে, তবে হয় ত ফিরলেও ফিরতে পারেন ॥ ১৩ ॥

চেটী।—বেশ, বল্‌ব। [প্রস্থান ॥ ১৪ ॥

(নেপথ্যে বৈতালিকদের সঙ্গীত)

মহারাজের মঙ্গল হউক—ভগবান্ সবিতৃদেব এবং আপনি আপনাদের উভয়েরই অধিকার এবং অধিকৃত রাজ্যরক্ষণে অধ্যবসায় সমান বলিয়াই আমাদের ধারণা। কেননা, জ্যোতিষ্কমণ্ডলের অধিপতি মার্ত্তণ্ডদেব ব্যোমতলে ক্ষণকাল অবস্থান করেন, আর আপনিও দিবসের ষষ্ঠভাগে সামান্য একটু বিশ্রাম করেন ॥ ১৫ ॥

বিদূষক।—(কাণ দিয়ে) এই বোধ হয়, প্রিয়বয়স্য ধর্ম্মাসন হইতে উঠিয়া এই দিকেই আসছেন। যাক্, আমিও গিয়ে জুটি। [প্রস্থান প্রবেশক সমাপ্ত] ॥ ১৬ ॥

(ততঃ প্রবিশত্যুৎকণ্ঠিতো রাজা বিদূষকশ্চ)

রাজা।— আদর্শনাৎ প্রবিষ্টা সা মে সুরলোকসুন্দরী হৃদযম্।
বাণেন মকরকেতোঃ কৃতমার্গ-মবন্ধ্যপাতেন। ॥ ১৭ ॥

বিদূষকঃ।— সপীড়া ক্খু জাদা তত্তভোদী কাসিরাঅদুহিদা। ॥ ১৮ ॥

রাজা — (নিরীক্ষ্য) রক্ষ্যতে ভবতা রহস্যনিক্ষেপঃ ? ॥ ১৯ ॥

বিদূষকঃ।— (আত্মগতম্) বঞ্চিদোম্হি দাসীএ ণিউণিআএ। অণ্ণধা কধং এববং পুচ্ছদি বঅস্সো। ॥ ২০ ॥

রাজা।— কিং ভবাংস্তূষ্ণীমাস্তে ? ॥ ২১ ॥

বিদূষকঃ।— ভো, এববং মএ জীহা সংজন্তিদা ! জেণ ভবদো বি ণত্থি পড়িবঅণম্। ॥ ২২ ॥

রাজা।— যুক্তম্। অথ কেনেদানীমাত্মানং বিনোদয়ামি। ॥ ২৩ ॥

বিদূষকঃ। ভো মহাণসং গচ্ছম্হ। ॥ ২৪ ॥

রাজা।— কিং তত্র ? ॥ ২৫ ॥

বিদূষকঃ। — তহিং পঞ্চবিহস্স অব্ভবহারস্স উবণদসংভারস্স জোঅণাং পেক্খমাণেহিং সক্কং উক্কণ্ঠাং বিণোদেদুম্। ॥ ২৬ ॥

রাজা।— তত্রেপ্সিতসন্নিধানাদ্ভবান্ রংস্যতে; মযা খলু দুর্লভপ্রার্থনঃ কথমাত্মা বিনোদযিতব্যঃ ? ॥ ২৭ ॥

অন্বয়।—সা সুরলোকসুন্দরী আদর্শনাৎ অবন্ধ্যপাতেন মকরকেতোর্বাণেন কৃতমার্গম্ মে হৃদয়ম্ প্রবিষ্টা ॥ ১৭ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—সপীডা খলু জাতা তত্রভবতী কাশিরাজদুহিতা ॥ ১৮ ॥

বঞ্চিতঃ অস্মি দাস্যা নিপুণিকয়া। অন্যথা কথং এবং পৃচ্ছতি বয়স্যঃ ॥ ২০ ॥

ভোঃ। এবং ময়া জিহ্বা সংযমিতা, যেন ভবতোঽপি নাস্তি প্রতিবচনম্ ॥ ২২ ॥

ভোঃ! মহানসং গচ্ছাবঃ ॥ ২৪ ॥

তত্র পঞ্চবিধস্য অভ্যবহারস্য উপনতসম্ভারস্য যোজনাং প্রেক্ষমাণাভ্যাং শক্যমুৎকণ্ঠাং বিনোদয়িতুম্ ॥ ২৬ ॥

বঙ্গার্থ।—(উৎকণ্ঠিত রাজার বিদূষকের সহিত প্রবেশ)

রাজা।—সেই স্বর্গরাজ্যের সুন্দরীতমা উর্ব্বশীকে,প্রথম যেদিন দেখিয়াছি,তখন হইতেই সে আমার হৃদয়-মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছে, কন্দর্প তাহার অমোঘ বাণের আঘাতে আমার হৃদয়কে সচ্ছিদ্র করিয়াছিল। সেই রন্ধ্রপথেই উর্ব্বশী আমার অন্তরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছে ॥১৭॥

বিদূষক।—কাশিরাজদুহিতা বড় ব্যথিতা হইয়াছেন ॥ ১৮ ॥

রাজা।–(বিদূষকের দিকে চেয়ে) বলি সখে! গোপন কথাটা কোথাও ভাঙ্গ নাই ত ? ॥ ১ ॥

বিদূষক।—(মনে মনে) ঐ দাসী ছুঁড়ীটা দেখ্‌ছি আমাকে ঠকিয়ে জেনে গেছে। নতুবা বয়স্য এমনভাবে জিজ্ঞাসা কর্ব্বেন কেন ? ॥ ২০ ॥

রাজা।—চুপ ক'রে রইলে যে ? সর্ব্বনাশ করেছ না কি ? ॥ ২১ ॥

বিদূষক।—সখে! এমন করেই জিহ্বাটাকে রুদ্ধ করেছি যে, তোমার কথাতেও প্রতিবচন দিচ্ছি না ॥ ২২ ॥

রাজা।—ঠিক করেছ! আচ্ছা, এখন কোথায় গিয়ে একটু প্রাণটা ঠাণ্ডা করি বল ত ? ॥ ২৩ ॥

বিদূষক।—কেন ? রন্ধনশালায় যাই চল ॥ ২৪ ॥

রাজা।—সেখানে কি ? ॥ ২৫ ॥

বিদূষক।—সেখানে পাঁচরকম ভোজনের জিনিসপত্র দেখলেও প্রাণের উৎকণ্ঠাটা কতক কম্‌বে ॥ ২৬ ॥

রাজা।—সেখানে তুমি যা চাও, পেয়ে সুখী হতে পার, কিন্তু আমার যে দুর্লভ বস্তুর ক্ষুধা,তাহা কিসে মিটবে ? ॥২৭॥

বিদূষকঃ।— ণং ভবং বি তত্তভোদীএ উব্বসীএ দংসণপধং গদো। ॥ ২৮ ॥

রাজা।— ততঃ কিম্ ? ॥ ২৯ ॥

বিদূষকঃ।— ণ কৃখু দে দুল্লহ ত্তি তক্কেমি। ॥ ৩০ ॥

রাজা।— পক্ষপাতোঽপি তস্যাং সদ্রূপস্যালৌকিক এব। ॥ ৩১ ॥

বিদূষকঃ। এব্বং মন্তঅন্তেণ মে বড্‌ঢিদং কোদূহলম্। কিং তত্তভোদী উব্বসী অদ্দুদীআ রূএণ, অহং বিঅ বিরূবদাএ। ॥ ৩২ ॥

রাজা।— মাণবক। প্রত্যবয়বমশক্যবর্ণনং তামবেহি। তেন হি সমাসতঃ শ্রূয়তাম্। ॥ ৩৩ ॥

বিদূষকঃ। — ভো, অবহিদোম্হি। ॥ ৩৪ ॥

রাজা।— আভরণস্যাভরণং প্রসাধনবিধেঃ প্রসাধনবিশেষঃ।
উপমানস্যাপি সখে প্রত্যুপমানং বপুস্তস্যাঃ ॥ ॥ ৩৫ ॥

বিদূষকঃ।— অদো দাব তুএ দিব্বরসাহিলাসিণা জাদঅব্বদং গহিদম্। তা দাব তুমং কহিং পত্থিদো। ॥ ৩৬ ॥

রাজা।— বিবিক্তাদৃতে নান্যদুৎসুকস্য শরণমস্তি, তদ্ভবান্ প্রমদবনমার্গমাদেশয়তু। ॥ ৩৭ ॥

বিদূষকঃ। — (আত্মগতম্) কা গদী। (প্রকাশম্) ইদো ইদো ভবম্।

(ইতি পরিক্রামতঃ) ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়।—সখে। তস্যাঃ বপুঃ (শরীরম্) আভরণস্য আভরণম্, প্রসাধনবিধেঃ প্রসাধনবিশেষঃ, উপমানস্যাপি প্রত্যুপমানম্ (ভবতি)॥ ৩৫ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—ননু ভবানপি তত্রভবত্যাঃ উর্ব্বশ্যা দর্শনপথং গতঃ ॥ ২৮ ॥

ন খলু তে দুর্লভা ইতি তর্কয়ামি ॥ ৩০ ॥

এবং মন্ত্রয়মাণেন মম বর্দ্ধিতং কৌতূহলম্, কিং তত্রভবতী উর্ব্বশী অদ্বিতীয়া রূপেণ, অহমিব বিরূপতয়া ॥ ৩২ ॥

ভোঃ, অবহিতোঽস্মি ॥ ৩৩ ॥

অতস্তাবত্ত্বয়া দিব্যরসাভিলাষিণা চাতকব্রতং গৃহীতম্। তৎ তাবৎ ত্বং কুত্র প্রস্থিতঃ ॥ ৩৬ ॥

কা গতিঃ। ইত ইতো ভবান্। (সম্মুখে গমন) ॥ ৩৮ ॥

বঙ্গার্থ।—বিদূষক।—আচ্ছা, উর্ব্বশী কি তোমায় দেখেছিল ? ॥ ২৮ ॥

রাজা।—নিশ্চয় ॥ ২৯ ॥

বিদূষক —তবে আর সে যায় কোথায় ? ধরা দেবে ॥ ৩০ ॥

রাজা।—প্রকৃত সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব পক্ষপাত সেই উর্ব্বশীর উপর। অর্থাৎ সৌন্দর্য্য যদি কোথাও থাকে, তবে তাহা একমাত্র তাহাতেই আছে ॥ ৩১ ॥

বিদূষক।—তোমার এই সব কথাবার্ত্তায় আমার ক্রমে জানতে ইচ্ছা হচ্ছে যে, আমি যেমন কুরূপের চরম, সেও সেই প্রকার স্বরূপের চরম ? ॥ ৩২ ॥

রাজা।—আরে ছেলেমানুষ, তার প্রতি অঙ্গ অসাধ্য, তবে সংক্ষেপে এই পর্য্যন্ত বল শুন ॥ ৩৩ ॥

বিদূষক।—কাণ খাড়া করে আছি ॥ ৩৪ ॥

রাজা।—অলঙ্কারের যে অলঙ্কার, সাজ-সজ্জার যে সাজসজ্জা, তাহার কলেবর উপমান পদার্থের উপমানস্থানীয়, অর্থাৎ চাঁদ তার মুখের মত, পদ্ম তার চোখের মত ॥৩৫॥

বিদূষক।—এতক্ষণে বুঝলুম যে, এইজন্যই তুমি স্বর্গ-অমৃতের লোভে দিব্যরসলোলুপ চাতকের ব্রত গ্রহণ করিয়াছ, আচ্ছা, কোথায় এখন যাবে বল ত ? ॥ ৩৬ ॥

রাজা। নির্জ্জন ছাড়া বিরহোৎসুক ব্যক্তির আর কি আশ্রয় থাকতে পারে ? অতএব প্রমদবনের পথটা দেখিয়ে দাও ॥ ৩৭ ।

বিদূষক।—(মনে মনে) কি উপায় ? (প্রকাশ্যে) এই দিকে এই দিকে, ভাই। (অগ্রসর) ॥ ৩৮ ॥

বিদূষকঃ।— এসো পমদবণপরিসবো। আণণিঅ পত্তুদগদে ভবংগাঅন্তুকো দক্খিণমারুদেণ ৩৯

রাজা।— (বিলোক্য) উপপন্নং বিশেষণমস্য বায়োঃ। অয়ং হি—

নিষিঞ্চন্মাধবীং লক্ষ্মীং লতাং কৌন্দীং চ নর্ত্তয়ন্।
স্নেহদাক্ষিণ্যয়োর্যোগাৎ কামীব প্রতিভাতি মে॥ ॥ ৪০

বিদূষকঃ।— সরিসো এব্ব মে অহিণিবেসো। (ইতি পরিক্রামন্।) এদং পমদবণম্। পবিসদু ভবম ॥ ৪১ ॥

রাজা।— বয়স্য, প্রবিশাগ্রতঃ। (উভৌ প্রবেশং নাটয়তঃ।) ॥ ৪২ ॥

রাজা।— (ত্রাসং রূপয়িত্বা। বয়স্য, সাধু মনসা সমর্থিত আপৎ-প্রতীকারঃ কিল মমোদ্যান-প্রবেশঃ। তচ্চান্যথৈবোপপন্নম্।
বিবিক্তোন্মাদিদং নূনমুদ্যানং তাপশান্তয়ে। স্রোতসেবোহ্যমানস্য প্রতীপতরণং হি তৎ ৪৩ ॥

বিদূষকঃ।— কহং বিঅ? ৪৪ ॥

রাজা।— ইদমসুলভবস্তুপ্রার্থনাদুর্নিবারং প্রথমমপি মনো মে পঞ্চবাণঃ ক্ষিণোতি।
কিমুত মলয়বাতোন্মূলিতাপাণ্ডুপত্রৈ- রুপবনসহকারৈর্দর্শিতেষঙ্কুরেষু ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ—অয়ং দক্ষিণমারুতঃ মাধবীং লক্ষ্মীং নিষিঞ্চন্ কৌন্দীং লতাং নর্ত্তয়ন্ চ স্নেহ-দাক্ষিণ্যয়োঃ যোগাৎ কামী ইব মে প্রতিভাতি ॥ ৪০ ॥

তাপশান্তয়ে ইদম্ উদ্যানং বিবিক্তোঃ মম যৎ (আবস্থানম্), তৎ নূনং স্রোতসা উহ্যমানস্য মম প্রতীপতরণম্ (তত্তুল্যম্)॥৪৩॥

অসুলভবস্তুপ্রার্থনাৎ দুর্নিবারম্ ইদং মে মনঃ পঞ্চবাণঃ প্রথমম্ এব ক্ষিণোতি। উপবন-সহকারৈঃ মলয়বাতোন্মূলিতা-পাণ্ডুপত্রৈঃ দর্শিতেষু অঙ্কুরেষু সৎসু কিমুত পুনঃ, (ক্ষিণোত্যেব) ॥ ৪৫ ॥

প্রাকৃতানুবাদঃ—এষঃ প্রমদবন-পরিসরঃ। আনম্য প্রত্যুদ্গতঃ ভবান্ আগন্তুকঃ দক্ষিণমারুতেন ॥ ৩৯ ॥

সদৃশঃ এব মে অভিনিবেশঃ। এতৎ প্রমদবনম্। প্রবিশতু ভবান্ ॥ ৪১ ॥

কথমিব? ॥ ৪৪ ॥

বঙ্গার্থঃ—রাজা।—নির্জন ছাড়া বিরহোৎসুক ব্যক্তির আর কি আশ্রয় থাকতে পারে? অতএব প্রমদ-বনের পথটা দেখিয়ে দাও ॥ ৩৭ ॥

বিদূষক।—(মনে মনে) কি উপায়? (প্রকাশ্যে) এই দিকে, এই দিকে ভাই। (অগ্রসর) ॥ ৩৮ ॥

এই ত প্রমদবনের সমীপে এলুম। দক্ষিণ-সমীর তোমায় আগন্তুক মনে ক'রে যেন লতা-বিটপ আনত করিয়া অভ্যর্থনা কর্চ্ছে ॥ ৩৯ ॥

রাজা।—(দেখিয়া) বসন্ত-সমীরণের "দক্ষিণ" এই বিশেষণটা সর্ব্বাংশে সার্থক বটে। কেন না, এই বাসন্তী শোভাকে একদিকে কত আদরে সমীরণ লালিত করিতেছে, অন্য-দিকে আবার ঐ কুন্দলতাকে কেমন নাচাইতেছে, সুতরাং স্নেহ এবং সমদর্শিতার দ্বারা বসন্ত-বায়ু আমার নিকট দক্ষিণ নায়কের পরিচয় দিতেছে ॥ ৪০ ॥

বিদূষক।—রাজার দেখ্‌বার নৈপুণ্য কি সুন্দর, যেটি যেমন, তাহাকে ঠিক সেই রূপই দেখিতে পান। এই ত প্রমদবন, ভাই, প্রবেশ কর ॥ ৪১ ॥

রাজা।—বয়স্য, তুমি আগে প্রবেশ কর।
(উভয়ের প্রবেশ) ॥ ৪২ ॥

রাজা।—(যেন কত ভয় পেয়ে) বয়স্য! উদ্যান-প্রবেশ আমার অস্থির হৃদয়ের শান্তির কারণ হবে ব'লে স্থির করেছিলাম; কিন্তু এখন যে তাহা একেবারে উল্টো হয়ে দাঁড়ালো দেখ্‌ছি। মনে ভাবলুম এক, হলো অন্য! খরস্রোতে যাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে, তার পক্ষে ঐ স্রোতের প্রতিকূলে যাওয়ার বৃথা চেষ্টার ন্যায়, আমার এই উদ্যান-প্রবেশ একেবারে নিরর্থক হলো! ॥ ৪৩ ॥

বিদূষক।—কেমন? ॥ ৪৪ ॥

রাজা।—যাকে পাবো না, তাকে পাবার নিমিত্ত পাগল আমার মনটাকে মদন তাঁর পাঁচটি বাণ দিয়ে সেই প্রথম দেখা অবধি খুঁড়ছেন্। আর এখন আবার হৃদয়োন্মাদক আমের গাছগুলিতে মুকুল দেখা দিয়েছে, এবং তাহা আবার দক্ষিণে হাওয়ায় দুলছে, এবং তার পাকা পাতাগুলি ঝ'রে পড়ছে,—এ সব দেখে মনের একগুণ আগুন যে শতগুণ জ্বলে উঠলো ভাই ॥ ৪৫ ॥

বিদূষকঃ।— অলং ভবদো পরিদেবিদেণ। অইরেণ ইট্টসংপাদইত্তো অণঙ্গো এব্ব দে সহাও ভবিস্সদি ॥ ৪৬ ॥

রাজা।— প্রতিগৃহীতং ব্রাহ্মণবচনম্। (ইতি পরিক্রামতঃ। ॥ ৪৭ ॥

বিদূষকঃ।— পেক্‌খদু ভবং বসন্তাবদারসূইদং সে অহিরামত্তণং পমদবণস্‌স ॥ ৪৮ ॥

রাজা। — ননু প্রতিপদমেব তাবদবলোকযামি। অত হি ঃ —

অগ্রে স্ত্রী-নখপাটলং কুরবকং শ্যামং দ্বয়োর্ভাগয়ো-
র্বালাশোকমুপোঢ়রাগসুভগং ভেদোন্মুখং তিষ্ঠতি।
ঈসদ্বদ্ধরজঃ-কণাগ্রকপিশা চূতে নবা মঞ্জরী
মুগ্ধত্বস্য চ যৌবনস্য চ সখে মধ্যে মধুশ্রীঃ স্থিতা ॥ ৪৯ ॥

বিদূষকঃ — এসো কসণমণিসিলাবট্টসণাহো অদিমুত্তলদামণ্ডবো ভমরসংঘবিহড়িদেহিং কুসুমেহিং কিদোবআরোবিঅ অত্তভবদো বট্টদি। তা অণুগ্‌গহীঅদু এসো ॥ ৫০ ॥

রাজা। যদভিরোচতে ভবতে। (ইত্যুপবিশতঃ।) ॥ ৫১ ॥

বিদূষকঃ।— দাণিং ইহাসীণো ললিদলদালোহিঅমাণলোঅণো উব্বসীগদং উক্কণ্ঠং বিণোদেদু ভবম্ ॥ ৫২ ॥

অন্বয়।—অগ্রে স্ত্রীনখপাটলং কুরবকং দ্বয়োর্ভাগযোঃ শ্যামম্ যৎ তিষ্ঠতি, বালাশোকম্ উপোঢ়রাগ-সুভগং (উৎকৃষ্ট-রক্তত্বাসুন্দরং যৎ) ভেদোন্মুখং তিষ্ঠতি। চূতে নবা মঞ্জরী ঈষদ্বদ্ধরজঃ-কণাগ্রকপিশা সতী তিষ্ঠতি, (এতাবতা) সখে, ইয়ং মধুশ্রীঃ মুগ্ধত্বস্য চ যৌবনস্য চ মধ্যে স্থিতা তিষ্ঠতি ॥ ৪৯ ॥

সখে, তদঙ্গনালোকদুর্ললিতং (মম) চক্ষুঃ নম্রবিটপাসু বহুকুসুমিতাসু অপি উপবনলতাসু ধৃতিং ন বধ্নাতি ॥ ৫২ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—অলং ভবতঃ পরিদেবিতেন। অচিরেণ ইষ্টসম্পাদয়িতা অনঙ্গ এব তে সহায়ো ভবিষ্যতি ॥ ৪৬॥

প্রেক্ষতাং ভবান্ বসন্তাবতারসূচিত মস্যাভিরামত্বং প্রমদ-বনস্য ॥ ৪৮ ॥

এষ কৃষ্ণমণিশিলাপট্টসনাথঃ অতিমুক্তলতামণ্ডপো ভ্রমরসঙ্ঘবিঘট্টিতৈঃ কুসুমৈঃ কৃতোপচার ইবাত্র ভবতো বর্ত্ততে। তদনুগৃহ্যতামেষঃ ॥ ৫০ ॥

ইদানীম্ ইহাসীনো ললিতলতালোভ্যমাননয়ন উর্ব্বশী-গতাম্ উৎকণ্ঠাং বিনোদয়তু ভবান্ ॥ ৫২ ॥

বঙ্গার্থ।—বিদূষক।—ভাই, বৃথা বিলাপ করিও না, সত্বর ঐ মদনই তোমার মনের মানুষকে মিলিয়ে দেবেন, তোমার সহায় হবেন ॥ ৪৬ ॥

রাজা।—ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য। (ভ্রমণ) ॥ ৪৭ ॥

বিদূষক।—ভাই, দেখ দেখ, নববসন্ত-সমাগমের চিহ্নস্বরূপ উদ্যানের কি অপূর্ব্ব শোভা জন্মিয়াছে ॥৪৮ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—আমি খুব ভাবিয়ে ভাবিয়েই দেখ্‌ছি,—সুন্দরীদের নখের ডগার মত লাল টুক্‌টুকে ডগাগুলি নিয়ে কুরবক ফুলগুলি কেমন দুই দিকে শ্যামবর্ণ হয়েছে! আবার ঐ সহকার তরুতে, দেখ, দেখ, কেমন নূতন মুকুল বেরিয়েছে এবং তাতে কি সুন্দর পরাগ বেঁধেছে ও তার যোগে ডগাগুলি কেমন লাল হয়ে উঠেছে। আর ঐ তরুণ অশোকপাদপের পল্লবগুচ্ছগুলি কি সুন্দর রক্তবর্ণে সজ্জিত হয়ে দেখ ভাই, কেমন ফোটো ফোটো ভাব ধ'রে চোখ জুড়িয়ে দিচ্ছে। আজ এই বসন্তের শোভা যেন মুগ্ধতা ও যৌবন—এই উভয়ের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে ॥ ৪৯ ॥

বিদূষক।—ভাই, এই দেখ, কেমন সুন্দর অতিমুক্তলতার কুঞ্জ, আর তার মধ্যে কত সুন্দর একখানি কালো কুচ্‌কুচে পাথর পাতা, ভ্রমরের তাড়নায় লতা হইতে পতিত ফুলভারে যেন ফুলশয্যা পাতা হয়েছে, আর ঝর্ ঝর্ ক'রে ফুল প'ড়ে যেন তোমায় অভ্যর্থনা করছে, এখানে দয়া ক'রে একটু বোস ভাই ॥ ৫০ ॥

রাজা।—তোমার যেমন অভিরুচি, তাই হ'ক।

(উপবেশন) ॥ ৫১ ॥

বিদূষক।—এখানে একটু ব'সে ঐ চোখ-জুড়নো লতাগুলির দিকে চেয়ে চেয়ে উর্ব্বশীর বিরহ কতকটা দূর কর—ভাই ॥ ৫২ ॥

রাজা।— (নিশ্বস্য।)

বহুকুসুমিতাস্বপি সখে নোপবনলতাসু নম্রবিটপাসু।
চক্ষুর্ব্বধ্নাতি ধৃতিং তদঙ্গনালোকদুর্ললিতম্॥
তদুপায়শ্চিন্ত্যতাং যথা সফলপ্রার্থনো ভবেয়ম্ ॥ ৫৩ ॥

বিদূষকঃ— (বিহস্য।) ভো অহল্লাকামুঅস্স ইন্দস্স বজ্জং সচিবো উব্বসীপত্থুসুঅস্স ভবদো বি অহম্। দুবেবি এত্থ উম্মত্তআ। ॥ ৫৪ ॥

রাজা।— ন খলু চিন্তয়তি ভবান্? ॥ ৫৫ ॥

বিদূষকঃ।– (চিন্তয়তি।) এসো চিন্তেমি। মা উণ পরিদেবিদেহিং সমাধিং ভঞ্জস্সসি। (নিমিত্তং সূচয়িত্বা। আত্মগতম্) অহো, অহং কজ্জদংসী। ॥ ৫৬ ॥

রাজা। – অসুলভা সকলেন্দুমুখী চ সা কিমপি চেদমনঙ্গবিচেষ্টিতম্।
অভিমুখীষ্বিব বাঞ্ছিতসিদ্ধিষু ব্রজতি নির্বৃতিমেকপদে মনঃ॥
(ইতি মদনোৎসুকস্তিষ্ঠতি।) ॥ ৫৭ ॥

(ততঃ প্রবিশত্যাকাশযানেনোর্ব্বশী চিত্রলেখা চ।)

চিত্রলেখা)—সহি উব্বসি, কহিং কখু অণিদ্দিট্ঠকারণং গচ্ছীঅদি ॥ ৫৮ ॥

অন্বয়।—সা সকলেন্দুমুখী (উর্ব্বশী) অসুলভা চ, ইদং কিম্ অপি অনঙ্গ-বিচেষ্টিতঞ্চ। (তথাপি) অভিমুখীষু বাঞ্ছিত-সিদ্ধিষু ইব একপদে মনঃ নির্বৃতিং ব্রজতি ॥ ৫৭ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—ভোঃ, অহল্যাকামুকস্য ইন্দ্রস্য বজ্রং সচিবঃ। উর্ব্বশী-পর্য্যুৎসুকস্য ভবতোঽপ্যহম্। দ্বৌ অপি অত্র উন্মত্তৌ ॥ ৫৩ ॥

এষ চিন্তয়ামি। মা পুনঃ পরিদেবিতৈঃ সমাধিং ভঙ্ক্ষ্যসি। অহো! অহং কার্য্য-দর্শী ॥ ৫৬ ॥

সখি উর্ব্বশি! কুত্র খলু অনির্দ্দিষ্টকারণং গম্যতে? ॥ ৫৮ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—(নিশ্বাস ছেড়ে) সখে, কিন্তু সত্য বল্‌তে কি,—উর্ব্বশীকে দেখা অবধি চোখের এমনই দুর্দ্দশা ঘটেছে যে, উপবনের কুসুমভারনত লতা, তাতে পর্য্যন্ত মন বসতে চাচ্ছে না। সুতরাং যা'তে আমার আশাটা মেটে, এমন একটা কিছু পথ ঠাওরাও ভাই ॥ ৫৩ ॥

বিদূষক।—ভাই, তার জন্য ভাবনা কি? অহল্যাকে পাবার নিমিত্ত ইন্দ্র যখন পাগল হয়েছিলেন, তখন তার সচিব হয়েছিল বজ্র, আর উর্ব্বশীর জন্য পাগল হয়েছ তুমি, তোমার সচিব হব আমি। কেন না,—এ ক্ষেত্রে তোমরা দুই জনেই সমান পাগল ॥ ৫৪ ॥

রাজা।—কৈ, একটু ভাবলে না তুমি? ॥ ৫৫ ॥

বিদূষক।—(চিন্তার ভাণ ক'রে) এই বসলুম ভাবতে, তুমি কিন্তু প্রলাপ ব'কে আমার সমাধি-ভঙ্গ করো না ভাই! (হঠাৎ সুলক্ষণ টের পেয়ে মনে মনে) তাই ত, আমি দেখছি, সত্যি সত্যিই একটা মস্ত জ্যোতিষী হয়ে দাড়ালুম্ ॥ ৫৬ ॥

রাজা।—সেই পূর্ণচন্দ্রবদনা উর্ব্বশী অতি দুর্ল্লভ জেনেছি, তবুও কন্দর্পদেবের আমার উপর এই অত্যাচার। অথচ—বাসনা পূর্ণ হয়—হয়—এমন সময়ে মনের যে অবস্থা ঘটে, আমার মনও তেমনি হঠাৎ যেন মিলন-সুখের শান্তি-সাগরে ডুবে যাচ্ছে। কি ব্যাপার এ!—(মদনাতুর অবস্থায় রইলেন) ॥ ৫৭ ॥

(আকাশযানে উর্ব্বশী ও চিত্রলেখার প্রবেশ)

চিত্রলেখা।—সখি উর্ব্বশি! বিনা কারণে কোথায় চল্লি—বল ত? ॥ ৫৮ ॥

উর্ব্বশী।—(মদনবেদনামভিনীয় সলজ্জম্।) সহি হেমউড়সিহরে লদাবিডবান্দরে লগ্গা বৈজঅন্তিআ মোআবেহি ত্তি মএ ভণিদা উবহসিঅ মং ভণাসি দিঢং কৃখু লগ্গা ণ সক্কা মো আবিদুম্। দাণিং পুচ্ছসি কহিং অনিদ্দিট্টকালণং গচ্ছীঅদি ত্তি? ॥ ৫৯ ॥

চিত্রলেখা।—কিং ণু তস্স রাএসিণো পুরূরবসস সআসং পত্থিদাসি। ॥ ৬০ ॥

উর্ব্বশী।— এসো মে অবহত্থিদলজ্জো ববসাও্যো। ॥ ৬১ ॥

চিত্রলেখা।—সহি, তধা বি সংপধারীঅদু দাব! কো উণ সহীএ তহিং পঢমং পেসিদো। ॥ ৬২ ॥

উর্ব্বশী। - ণং হিঅঅম্। ॥ ৬৩ ॥

চিত্রলেখা।—কো ণু তুমং ণিওোজেদি। ॥ ৬৪ ॥

উর্ব্বশী।— মঅণো কৃখু মং ণিওোজেদি। ॥ ৬৫ ॥

চিত্রলেখা।—অদো অবরং ণত্থি মে বঅণম্। ॥ ৬৬ ॥

উর্ব্বশী।— তেন আদেসদু মে সহী মগ্গং জেণ তহিং গচ্ছন্তীএ ণ অন্তরাও্যো ভবে। ॥ ৬৭ ॥

চিত্রলেখা।—সহি বিসসদ্ধা হোহি। ণং ভঅবদা দেবগুরুণা অবরাইদং ণাম সিহাবন্ধণং বিজ্জং উবদিসন্তেন তিদসপড়িবক্‌খস্‌স অলঙ্ঘণীআ কদেহ্মা। ॥ ৬৮ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—সখি! হেমকূটশিখরে লতাবিটপান্তরে লগ্না বৈজয়ন্তিকা, মোচয়—ইতি ময়া ভণিতা উপহস্য মাং ভণসি দৃঢ়ং খলু লগ্না ন শক্যা মোচয়িতুম্। ইদানীং পৃচ্ছসি—কুত্র অনিদ্দিষ্টকারণং গম্যতে—ইতি? ।৫৯॥

কিং নু তস্য রাজর্ষেঃ পুরূরবসঃ সকাশং প্রস্থিতা অসি ॥৬০॥

এবং মে অপহস্তিতলজ্জঃ ব্যবসায়ঃ ॥ ৬১ ॥

সখি, তথাপি—সংপ্রধার্য্যতাং তাবৎ। কঃ পুনঃ সখ্যা তত্র প্রথমং প্রেষিতঃ ॥ ৬২ ॥

ননু হৃদয়ম্ ॥ ৬৩ ॥

কো নু ত্বাং নিযোজয়তি ॥ ৬৪ ॥

মদনঃ খলু মাং নিয়োজয়তি ॥ ৬৫ ॥

অতঃ অপরং নাস্তি মে বচনম্ ॥ ৬৬ ॥

তেন আদিশতু মে সখী মার্গং যেন তত্র গচ্ছন্ত্যা নান্তরায়ো ভবেৎ ॥ ৬৭ ॥

সখি! বিস্রব্ধা ভব। ননু ভগবতা দেবগুরুণা অপরাজিতাং নাম শিখাবন্ধিনীং বিদ্যামুপদিশতা ত্রিদশপ্রতিপক্ষস্য অলঙ্ঘনীয়ে কৃতে স্বঃ ॥ ৬৮ ॥

বঙ্গার্থ।—উর্ব্বশী।—(মদন-কাতরভাবে ও সলজ্জ-হৃদয়ে) সেই হেম-কূট-শিখরে লতার শাখায় যখন আমার হার জড়িয়ে গিয়েছিল, তখন সখি! তোমায়—"ছাড়িয়ে দাও" বলায় "বড্ড জড়িয়েছে, একে ছাড়ানো আমার কর্ম্ম নয়"—ব'লে তুমিই না আমায় ঠাট্টা করেছিলে? আর এখন জিজ্ঞাসা কর্চ্ছ—কোথায় শুধু শুধু যাচ্ছি? ॥ ৫৯ ॥

চিত্রলেখা।—কি! সেই রাজর্ষি পুরূরবার নিকটে চলেছিস্ নাকি? ॥ ৬০ ॥

উর্ব্বশী।—সখি! লজ্জার মাথা খেয়ে তাঁর খোঁজেই বেরিয়েছি ॥ ৬১ ॥

চিত্রলেখা।—সখি! তা' হ'লেও একটু ভেবেচিন্তে কাজ করা উচিত। আচ্ছা বল্ তো,—আগে সেখানে কাকে পাঠিয়েছিস্? ॥ ৬২ ॥

উর্ব্বশী।—হৃদয়কে ॥ ৬৩ ॥

চিত্রলেখা।—আচ্ছা তা' না হয় হ'ল। তোকে পাঠালে কে ॥৬৪॥

উর্ব্বশী।—মদন আমাকে পাঠাচ্ছেন ॥ ৬৫ ॥

চিত্রলেখা।—এর উপর আমার আর কোনো কথা নাই ॥৬৬॥

উর্ব্বশী।—সখি! এখন সেই পথটা দেখিয়ে দে, যে পথে গেলে কোনরূপ বাধা-বিপত্তি ঘটবে না। কেউ দেখতে পাবে না ॥ ৬৭ ॥

চিত্রলেখা।—সখি! নিশ্চিন্ত হ'। দেবগুরু বৃহস্পতি আমাদের দু'জনকে যে অপরাজিতা বিদ্যা শিখিয়েছেন, সেই বিদ্যাবলে একবার শিখা বাঁধলে পরে,—কোনও দৈত্য-দানব আর আমাদিগকে দেখতে পাবে না। ॥ ৬৮ ॥

উর্ব্বশী।— (সলজ্জম্) তাএ পওোঅং সব্বং সুমরেসি ? । ৬৯ ॥

চিত্রলেখা। -সহি, হিঅঅং এদং সব্বং জাণাদি। (উভে ভ্রমণং রূপয়তঃ।) ॥ ৭০ ॥

চিত্রলেখা। সহি, পেক্‌খ পেক্‌খ। এদং ভঅবদীএ ভাঈরহীএ জমুণাসঙ্গপাবনেসু সলিলেসু পুণ্ণেসু অবলোঅন্তস্‌স বিঅ অত্তাণঅং পইট্‌ঠাণস্‌স সিহাভরণভূদং বিঅ তস্‌স রাএসিণো ভবণং উবগদম্হ। ॥ ৭১ ॥

উর্ব্বশী।— (সস্পৃহমবলোক্য) ণং বত্তব্বং ঠাণান্তরগদো সগ্‌গো ত্তি (বিচার্য্য।) হলা, কহিং কখু সো আবণ্ণাণুকম্পী ভবে। ॥ ৭২ ॥

চিত্রলেখা।— এদস্‌সিং ণন্দণবণেক্কপদেসে বিঅ পমদবণে ওোদরিঅ জাণিস্‌সামো (উভে অবতরতঃ) ॥ ৭৩ ॥

চিত্রলেখা।— (রাজানং দৃষ্ট্বা সহর্ষম্।) সহি, এসো পঢমোদিদো বিঅ ভঅবং চন্দো কোমুদিং বিঅ তুবেক্‌খদি তুমম্। ॥ ৭৪ ॥

উর্ব্বশী।— (বিলোক্য।) হলা, দাণিং পঢমদংসণাদো বি সবিসেসং পিঅদংসণো মে মহারাও পড়িভাদি। ॥ ৭৫ ॥

চিত্রলেখা।— জুজ্জদি। তা এহি। উবসপ্‌পম্হ। ॥ ৭৬ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—তস্যাঃ প্রয়োগং সর্ব্বং স্মরসি ॥ ৬৯ ॥

সখি! হৃদয়মেতৎ সর্ব্বং জানাতি ॥ ৭০ ॥

সখি! প্রেক্ষস্ব প্রেক্ষস্ব। এতদ্ভগবত্যা ভাগীরথ্যা যমুনাসঙ্গ-পাবনেষু সলিলেষু পুণ্যেষু অবলোকয়তঃ ইব আত্মানং প্রতিষ্ঠানস্য শিখাভরণভূতমিব তস্য রাজর্ষেঃ ভবনমুপগতে স্বঃ ॥ ৭১ ॥

নন্ বক্তব্যং স্থানান্তরগতঃ স্বর্গ ইতি। সখি, কুত্র খলু স আপন্নানুকম্পী ভবেৎ? ॥ ৭২ ॥

এতস্মিন্ নন্দনবনৈকপ্রদেশ ইব প্রমদবনে অবতীর্য্য জ্ঞাস্যাবঃ ॥ ৭৩ ॥

সখি! এষঃ প্রথমোদিত ইব ভগবান্ চন্দ্রঃ কৌমুদীমিব অপেক্ষতে ত্বাম্ ॥ ৭৪ ॥

সখি! ইদানীং প্রথমদর্শনাদপি সবিশেষং প্রিয়দর্শনো মে মহারাজঃ প্রতিভাতি ॥ ৭৫ ॥

যুজ্যতে। তৎ এহি। উপসর্পাবঃ ॥ ৭৬ ॥

বঙ্গার্থ।—উর্ব্বশী।—কি ভাবে সে বিদ্যা প্রয়োগ কর্ত্তে হয়, তাহা তোমার মনে আছে ত ॥ ৬৯ ॥

চিত্রলেখা।—সখি! সব আমার মনে গাঁথা আছে। (উভয়ের ভ্রমণ) ॥ ৭০ ॥

চিত্রলেখা।—সখি! দেখ দেখ, ঐ প্রতিষ্ঠান নগর গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে, জগৎপাবন স্বচ্ছ-সলিলরূপ দর্পণে যেন নিজের প্রতিবিম্ব দর্শন করিতেছে, আর ঐ তা'র শিরোভূষণতুল্য রাজপ্রাসাদ, ঐখানেই রাজর্ষি বাস করেন, এস আমরা উহাতে পৌঁছিলাম বলিয়া ॥ ৭১ ॥

উর্ব্বশী।—(সস্পৃহনয়নে দর্শনপূর্ব্বক) এ যে মর্ত্ত্যলোকে আগত স্বর্গ! সখি! সেই বিপন্নের রক্ষাকর্ত্তা মহানুভব রাজা কোথায়? ॥ ৭২ ॥

চিত্রলেখা।—স্বর্গের নন্দন-বনের মত এই প্রমদ-উদ্যানের মধ্যে নামিয়া দেখিতেছি,—কোথায় সেই রাজর্ষি। (উভয়ের অবতরণ) ॥ ৭৩ ॥ (রাজাকে দেখিয়া চিত্রলেখার সানন্দ উক্তি) সখি! দীর্ঘ কৃষ্ণপক্ষের পর, নবোদিত চন্দ্র যেমন জ্যোৎস্নার অপেক্ষা করেন, দেখ দেখ, এই রাজাও তেমনি তোমাকে পাইবার নিমিত্ত কত আকুল হইয়া রহিয়াছেন ॥ ৭৪ ॥

উর্ব্বশী।—(রাজাকে দেখিয়া) সখি! প্রথম যখন দেখেছিলাম, তার চেয়ে, এখন দেখছি, মহারাজের চেহারা আরও মধুর হইয়াছে, চোখ জুড়াইয়া যাইতেছে ॥ ৭৫ ॥

চিত্রলেখা।—ঠিক বলেছিস্, এখন চল্, কাছে যাই ॥ ৭৬ ॥

উর্বশী। — ণ দাব উবসপ্পিস্সম্। তিরক্করিণীপতিচ্ছন্না পাস্সবত্তিণী ভবিঅ সুণিস্সং দাব পাসবত্তিণা বঅস্সেণ সহ বিজণে কিং মন্তঅন্তো চিট্ঠদি ত্তি

চিত্রলেখা। — জহা দে রোঅদি। (উভে যথোক্তমনুতিষ্ঠতঃ) ॥ ৭৭ ॥

বিদূষকঃ। — ভো, চিন্তিদো মএ দুল্লহপ্পণইজণস্স সমাগমোবাও। ॥ ৭৮ ॥

(রাজা তূষ্ণীমাস্তে।) ॥ ৭৯ ॥

উর্বশী। — কা উণ ধন্না ইত্থিআ জা ইমিণা পড়িমগ্গমাণা অত্তাণঅং বিনোদেদি। ॥ ৮০ ॥

চিত্রলেখা। — ধাণস্স কিং বিলম্বীঅদি? ॥ ৮১ ॥

উর্বশী। — সহি, ভীআমি সহসা পহাবাদো বিণ্ণাদুম্। ॥ ৮২ ॥

বিদূষকঃ। — ভো, ণং ভণামি চিন্তিদো মএ দুল্লহপণইজণসমাগমোবাও। ॥ ৮৩ ॥

রাজা। — বয়স্য, কথ্যতাম্। ॥ ৮৪ ॥

বিদূষকঃ। — সিবিণসমাগমআরিণং ণিদ্দং সেবদু ভবম্। অহবা তত্তভোদীএ উব্বসীএ পডিকিদিং চিত্তফলএ অহিলিহিঅ আলোঅন্তো অত্তাণঅং বিনোদেহি। ॥ ৮৫ ॥

উর্বশী। — (সহর্ষম্।) হীণসত্ত হিঅঅ সমস্সস সমস্সস। ॥ ৮৬ ॥

প্রাকৃতানুবাদ। — ন তাবৎ উপসর্পিষ্যামি। তিরস্করিণী-প্রতিচ্ছন্না পার্শ্ববর্ত্তিনী ভূত্বা শ্রোষ্যে তাবৎ,— পার্শ্ববর্ত্তিনা বয়স্যেন সহ বিজনে কিং মন্ত্রয়ন্ তিষ্ঠতি—ইতি। "যথা তে রোচতে" ॥ ৭৭ ॥

ভোঃ, চিন্তিতো ময়া দুর্লভপ্রণয়িজনস্য সমাগমোপায়ঃ ॥ ৭৮ ॥

কা পুনর্ধন্যা স্ত্রী যা অনেন পরিমৃগ্যমাণা আত্মানং বিনোদয়তি ॥ ৮০ ॥

ধ্যায়ন্ কিং বিলম্ব্যতে ॥ ৮১ ।

সখি, বিভেমি সহসা প্রভাবতঃ বিজ্ঞাতুম্ ॥ ৮২ ॥

ভোঃ, ননু ভণামি—চিন্তিতঃ ময়া দুর্লভ-প্রণয়িজন-সমাগমোপায়ঃ ॥ ৮৩ ॥

স্বপ্ন-সমাগমকারিণীং নিদ্রাং সেবতাং ভবান্। অথবা তত্রভবত্যাঃ উর্ব্বশ্যাঃ প্রতিকৃতিং চিত্রফলকে অভিলিখ্য আলোকয়ন্ আত্মানং বিনোদয় ॥ ৮৫ ॥

হীন-সত্ত্ব হৃদয়, সমাশ্বসিহি সমাশ্বসিহি ॥ ৮৬ ॥

বঙ্গার্থ। — উর্ব্বশী। — না, হঠাৎ কাছে যা'ব না। তিরস্করিণী-বিদ্যাবলে, অন্যের অদৃশ্যা থেকে, আগে ইহার কাছে গিয়ে শুনি যে, নিকটবর্ত্তী বয়স্যের সাথে নিভৃতে কি কথাবার্ত্তা হচ্ছে, তার পর দেখা দেবো। চিত্রলেখা বলিল—যেমন ইচ্ছা—কর্। (উভয়ে তাই করিল) ॥ ৭৭ ॥

বিদূষক। — সখে, দুর্লভ জনের সহিত মিলনের প্রকৃষ্ট উপায় এতক্ষণে ঠাওরেছি ॥ ৭৮ ॥ (রাজা চুপ করিয়া আছেন ॥ ৭৯ ॥

উর্ব্বশী। — এমন ভাগ্যবতী কোন্ রমণী লো, যাকে ইনি খুঁজছেন? আত্মবিনোদনের এমন বস্তু কোন্ নারীর ভাগ্যে ঘটেছে লো ॥ ৮০ ॥

চিত্রলেখা। — একটু ধ্যান কর্‌লেই ত জানতে পারিস্, দেখ না চেষ্টা ক'রে ॥ ৮১ ॥

উর্ব্বশী। — সখি, সহসা ধ্যানবলে রাজার মনের মানুষকে জানতে ভরসা হচ্ছে না ॥ ৮২ ॥

বিদূষক। — ওহে, আমি বল্‌ছি ত, দুর্লভ প্রণয়ী জনের সহিত মিলনের একটা চমৎকার উপায় বাহির করিয়াছি ॥ ৮৩ ॥

রাজা — বল না ভাই ॥ ৮৪ ॥

বিদূষক। — একটু ঘুমুতে চেষ্টা কর, তা' হ'লে ঘুমের ঘোরে হয় ত স্বপ্নে তাকে পেয়ে যাবে। অথবা উর্ব্বশীর একখানা ছবি এঁকে সেই দিকে চেয়ে ব'সে থাকো, হৃদয় জুড়িয়ে যাবে ॥ ৮৫ ॥

উর্ব্বশী। — (সানন্দে) ছি হৃদয়, তুমি কত ছোট, কত তুচ্ছ যে, এমন লোকের প্রণয়ের সন্দেহ কর্‌ছিলে? শুনলে ত, এখন আশ্বস্ত হও ॥ ৮৬ ॥

রাজা।— তদুভয়মপ্যনুপপন্নম্।

হৃদয়মিষুভিঃ কামস্যান্তঃ সশল্যমিদং সদা কথমুপলভে নিদ্রাং স্বপ্নে সমাগমকারিণীম্।
ন চ সুবদনামালেখ্যেঽপি প্রিয়ামসমাপ্য তাং মম নয়নয়োরুদ্বাষ্পত্বং সখে ন ভবিষ্যতি ॥ ৮৭ ॥

চিত্রলেখা।— সহি, সুদং তুএ বঅণম্। ॥ ৮৮ ॥

উর্ব্বশী।— সুদম্। ণ উণ পজ্জত্তং হিঅঅস্স। ॥ ৮৯ ॥

বিদূষকঃ।— এত্তিও মে মদিবিহবো। ॥ ৯০ ॥

রাজা।— (সনিশ্বাসম।)—নিতান্তকঠিনাং রুজং মম ন বেদ সা মানসীং
প্রভাববিদিতানুরাগমবমন্যতে বাপি মাম্।
অলব্ধফলনীরসং মম বিধায় তস্মিঞ্জনে
সমাগমমনোরথং ভবতু পঞ্চবাণঃ কৃতী ॥ ॥ ৯১ ॥

চিত্রলেখা।— সুদং তুএ। ॥ ৯২

উর্ব্বশী।— হদ্ধী হদ্ধী। মং বি এব্বং অবগচ্ছদি। সহি, অসমত্থম্হি অগ্গদো ভবিঅ অত্তাণঅং দংসিদুম্। তা পহাবণিম্মিদেণ ভুজ্জপত্তেণ লেহং সংপাদিঅ অন্তরা খিবিদুমিস্সামি। ॥ ৯৩ ॥

অন্বয়।—ইদং হৃদয়ম্ অস্য সদা কামস্য ইষুভিঃ সশল্যম্। কথং স্বপ্নে সমাগমকারিণীং নিদ্রাম্ উপলভে? সখে! সুবদনাং তাং প্রিয়াম্ (উর্ব্বশীম্) আলেখ্যে অপি অসমাপ্য মম নয়নয়োঃ উদ্বাষ্পত্বং ন ভবিষ্যতি—ইতি ন, ভবিষ্যতি এব॥ ৮৭॥

নিতান্তকঠিনাং মম মানসীং রুজং (মনোবেদনাং) সা (উর্ব্বশী) ন বেদ, বা প্রভাববিদিতানুরাগম্ অপি মাম্ অবমন্যতে। (এবস্তুতে উদাসীনে) তস্মিন্ জনে অলব্ধফলনীরসং মম সমাগমমনোরথং বিধায় পঞ্চবাণং কৃতী ভবতু ॥ ৯১ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—সখি, শ্রুতং ত্বয়া বচনম্ ॥ ৮৮ ॥

শ্রুতম্, ন পুনঃ পর্য্যাপ্তং হৃদয়স্য ॥ ৮৯ ॥

এতাবান্ মম মতিবিভবঃ ॥ ৯০ ॥

শ্রুতং ত্বয়া ॥ ৯২॥

হা ধিক্! হা ধিক্! মাম্ অপি এবম্ অবগচ্ছতি? সখি, অসমর্থা অস্মি অগ্রতোভূত্বা আত্মানং দর্শয়িতুম্। তৎ প্রভাবনির্ম্মিতেন ভূর্জ্জপত্রেণ লেখং সম্পাদ্য অন্তরা ক্ষেপ্তুম্ ইচ্ছামি ॥ ৯৩ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—সখে, তোমার ঐ দুই উপায়ই অসম্ভব। পঞ্চবাণের বাণগুলির দ্বারা আমার হৃদয়মর্ম্ম যেন সর্ব্বদা শেলবিদ্ধ হয়ে আছে। এমন অবস্থায় ঘুমই বা যাবো কেমন ক'রে, আর ঘুমের ভিতর স্বপ্নই বা দেখ্‌বো কি উপায়ে? তার পর ছবি? তাও অসম্ভব। সেই সুমুখী উর্ব্বশীকে যদি পটে আঁক্‌তে বসি, অমনি দুই চোখ ভ'রে কি জল আসবে না—ভাবছ? নিশ্চয় আসবে, ছবি আর সারা করা হবে না ॥ ৮৭ ॥

চিত্রলেখা।—সখি! শুনলি ত রাজার কথা ॥ ৮৮ ॥

উর্ব্বশী।—শুনিচি, কিন্তু উহাতেই বুক জুড়ুচ্চে না ॥ ৮৯ ॥

বিদূষক।—এই পর্য্যন্তই আমার বুদ্ধিতে কুলাইয়াছে ॥ ৯০ ॥

রাজা।—(দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া) ভাই, আমার মনে যে কি ব্যথা তাহা সে জানিল না, বা নিজের প্রভাবের দ্বারাও সে বুঝিতে পারিত যে, কতটা তা'র প্রতি আমার অনুরাগ,—তাও সে বুঝিল না। সেই দুর্লভ—অতি দুষ্প্রাপ্য উর্ব্বশীরূপ-বস্তুতে আমাকে বৃথা অনুরক্ত করিয়া পঞ্চবাণের কি লাভ হইল? এমন করিয়া তাহার প্রাপ্তির আশায় আমাকে পাগল করিয়া, কন্দর্প যদি সুখী হয়, হউক ॥ ৯১ ॥

চিত্রলেখা।—শুনলি ত?

উর্ব্বশী।—হা ধিক্, হা ধিক্, আমাকেই এরূপ ভাবছেন? সখি! হঠাৎ ইহার সাম্‌নে যেতে আমার পা সর্‌ছে না। তাই ভাবছি,—দৈবক্ষমতাবলে একটুকরা ভূর্জ্জপত্র তৈরি ক'রে তাইতে একখানা চিঠি লিখে ইহার এবং আমাদের মাঝখানে ছুড়িয়া দেই, দেখি, কি দাঁড়ায় ॥৯৩॥

চিত্রলেখা।— অনুমদং মে। (উর্বশী নাট্যেনাভিলিখ্য ক্ষিপতি।) ॥ ৯৪ ॥

বিদূষকঃ।— অবিদ অবিদ ভো, কিং ণ্ এদম্। ভুঅঙ্গণিম্মোগো কিং মং খাদিদুং ণিবড়িদো। ॥ ৯৫ ॥

রাজা।— (দৃষ্ট্বা) নায়ং ভুজঙ্গনির্মোকঃ। ভূর্জপত্রগতোয়মক্ষরবিন্যাসঃ। ॥ ৯৬ ॥

বিদূষকঃ।— ণং কৃণ অদিট্‌ঠাএ উব্বসীএ ভবদো পরিদেবিদং সুণিঅ ভুজ্জবত্তে অণুরাঅসূঅআইং অক্খরাইং অহিলিহিঅ বিসজ্জিআইং ভবে। ॥ ৯৭ ॥

রাজা।— নাস্ত্যগতির্মনোরথানাম্। (গৃহীত্বানুবাচ্য চ সহর্ষম্।) সখে প্রসন্নস্তে তর্কঃ। ॥ ৯৮ ॥

বিদূষকঃ।— জং এত্থ অহিলিহিদং তং সুণিদুং ইচ্ছামি। ॥ ৯৯ ॥

উর্বশী।— সাহু সাহু। অজ্জ, ণাঅরোসি। ॥ ১০০ ॥

রাজা।— শ্রূয়তাম্। (ইতি বাচয়তি।)

সামিঅ সংভাবিতআ জহ অহং তুএ অমুণিআ
তহ অ অণরত্তস্স সুহঅ এঅমেঅ তুহ।
ণবরি ন মে ললিঅপারিআঅসঅণিজ্জম্মি
হোন্তি সুহা ণন্দণবণবাআ বি সিহিব্ব সরীরে॥ ॥ ১০১ ॥

অন্বয়ঃ।—স্বামিন্! যথা অহং ত্বয়া অজ্ঞাত্রাসম্ভাবিতা, অয়ি সুভগ! অনুরক্তস্য তব তথা এবম্ এব অনন্তরং চ (মাং প্রতি ত্বম্ অনুরক্তঃ ইতি অনুনাজ্ঞাতা) মে ললিত-পারিজাত-শয়নীয়ে সুখাঃ খরকরাঃ নন্দন-বন-বাতাঃ অপি শিখীব ন ভবন্তি (তবানুরাগজ্ঞানাৎ পূর্বং তে তু পরম-দুঃখকরা আসন্ ইতি ভাবঃ) ॥ ১০১ ॥

প্রাকৃতানুবাদঃ।—অবিদ অবিদ ভোঃ, কিং নু এতৎ? ভুজঙ্গনির্মোকঃ কিং মাং খাদিতুং নিপতিতঃ ॥ ৯৫ ॥

ন খলু অদৃষ্টয়া উর্বশ্যা ভবত পরিদেবিতং শ্রুত্বা ভূর্জপত্রে অনুরাগসূচকানি অক্ষরাণি অভিলিখ্য বিসৃষ্টানি ভবেযু ॥ ৯৭ ॥

যৎ অত্র অভিলিখিতং তৎ শ্রোতুম্ ইচ্ছামি ॥ ৯৯ ॥

সাধু সাধু। আর্য্য! নাগরঃ অসি ॥ ১০০ ॥

স্বামিন্। সম্ভাবিতা যথাহং ত্বয়া অজ্ঞাত্রী
তথা চানুরক্তস্য সুভগ! এবমেব তব।
অনন্তরং ন মে ললিত-পারিজাত-শয়নীয়ে
ভবন্তি সুখা নন্দন-বন-বাতা অপি শিখীব
শরীরে ॥ ১০১ ॥

বঙ্গার্থ।—চিত্রলেখা।—আমারও তাই মত। (উর্বশীর পত্রলেখ ও ক্ষেপণ) ॥ ৯৪ ॥

বিদূষক।—ও বাবা! এ কি এ কি? সাপের খোলস একটা আমায় খাবার জন্য হঠাৎ এখানে পড়লো কোত্থেকে ॥৯৫॥

রাজা।—(দেখিয়া দেখিয়া) না না, এ ত সাপের খোলস নয়, এ যে ভূর্জপত্রে লেখা কতগুলি অক্ষর ॥ ৯৬ ॥

বিদূষক।—তাই নাকি? তা' হ'লে নিশ্চয় তোমার বিলাপ শুনিয়া, অদৃশ্যা উর্বশী অনুরাগ-সূচক একখানা প্রণয়পত্র লিখে তোমার সামনে ফেলে দিয়ে থাক্‌বে ॥ ৯৭ ॥

রাজা।—মানুষের বাসনার কি অগম্য বিষয় কিছু আছে? হ'তেও পারে, তুমি যা বল্লে। (চিঠিখানা নিয়ে পড়ে ও আহ্লাদে আটখানা হয়ে)—সখে! ঠিক ধরেছ, তাই বটে, উর্ব্বশীর চিঠিই সত্য ॥ ৯৮ ॥

বিদূষক।—চিঠিতে যা-লেখা আছে, তাহা শুনতে চাই ॥ ৯৯ ॥

উর্ব্বশী।—বাঃ বাঃ! আর্য্য! তুমি সত্যি সত্যিই মনের মানুষ হইবার যোগ্য বটে। রসিক বটে ॥ ১০০ ॥

রাজা।—শোন সখে! (পড়িতেছেন) হে স্বামিন্! (হে আমার সর্ব্বস্ব!) তুমি যেমন ভেবেছ আমি তোমার মনের কথা বুঝ্‌তে পারি নি, আমিও তেমনিই ভেবেছি যে, আমার মনের কথা তুমি বুঝ্‌তে পার নি। তাই এখন পারিজাত-কুসুমের শয্যা এবং নন্দনকাননের সুরভিমৃদুমধুর বাতাস আমার নিকট অগ্নি আগুনের মত তাপদায়ক হয়েছিল, এখন সে সংশয় ঘুচেছে আর সে নন্দনবনের পারিজাত-শয্যার তাপ নাই, এখন হইতে তাহাতে প্রাণ জুড়াইবে। ॥ ১০১ ॥

উর্ব্বশী।— কিং ণু সংপদং ভণিস্সদি। ॥ ১০২ ॥

চিত্রলেখা।— কিং ণু? ভণিদং এব্ব এদেণ মলাণকমলাণালোবমেহিং অঙ্গেহিং। ॥ ১০৩ ॥

বিদূষকঃ।— দিট্ঠিআ মএ কখু বুভুক্খিদেণ সোত্থিবাঅণঅং বিঅ লদ্ধং ভবদো সমস্সাসণকালণম্। ॥ ১০৪ ॥

রাজা।— সমাশ্বাসনমিতি কিমুচ্যতে

তুল্যানুরাগপিশুনং ললিতার্থবন্ধং পত্রে নিবেশিতমুদাহরণং প্রিয়ায়াঃ।

উৎপক্ষ্মলং মম সখে মদিরেক্ষণায়াস্তস্যাঃ সমাগতমিবাননমাননেন ॥ ১০৫ ॥

উর্ব্বশী।— এত্থ ণো সমভাআ রদী। ॥ ১০৬ ॥

রাজা।— বয়স্য, অঙ্গুলীস্বেদেন মে লুপ্যন্তেঽক্ষরাণি, ধার্য্যতামযং স্বহস্তে নিক্ষেপঃ প্রিয়ায়াঃ। ॥ ১০৭ ॥

বিদূষকঃ।— (গৃহীত্বা) তদো কিং তত্তভোদী উব্বসী ভবদো মণোরহতরুকুসুমং দংসিঅ ফলে বিসংবদিস্সদি? ॥ ১০৮ ॥

অন্বয়।—সখে। তুল্যানুরাগপিশুনং ললিতার্থবন্ধং পত্রে নিবেশিতং (ইদং) প্রিয়ায়াঃ উদাহরণম্ (উক্তিঃ) মদিরেক্ষণায়াঃ তস্যাঃ (উর্ব্বশ্যাঃ) উৎপক্ষ্মলম্ আননং মম আননেন সমাগতম্ ইব (মন্যে)॥ ১০৫ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—কিং নু সাম্প্রতং ভণিষ্যতি॥ ১০২ ॥

কিং নু? ভণিতমেব এতেন ম্লান-কমলনালোপমৈঃ অঙ্গৈঃ॥ ১০৩ ॥

দিষ্ট্যা ময়া খলু বুভুক্ষিতেন স্বস্তিবাচনিকমিব লব্ধং ভবতঃ সমাশ্বাসনকারণম্॥ ১০৪ ॥

অত্র আবয়োঃ সমভাগা রতিঃ॥ ১০৬ ॥

ততঃ কিং তত্রভবতী উর্ব্বশী ভবতো মনোরথ-তরু-কুসুমং দর্শয়িত্বা ফলে বিসংবদিষ্যতি॥ ১০৮ ॥

বঙ্গার্থ।—উর্ব্বশী।—দেখি, এখন কি বলেন॥ ১০২ ॥

চিত্রলেখা।—বলবে আর কি? শুক্‌নো মৃণালের মত ঐ কৃশ শরীরই ত রাজার মনের অবস্থা ব'লে দিচ্ছে॥ ১০৩ ॥

বিদূষক।—বাঃ বাঃ, ক্ষুধার সময়ে আমার পক্ষে পিঠে পাওয়ার ন্যায়, তুমি তোমার মন জুড়াইবার জিনিষ পেয়েছ—রাজন্। এই নিয়ে এখন ঠাণ্ডা হয়ে থাকো॥ ১০৪ ॥

রাজা।—কি বল্‌ছ সখে—মনস্থির করিবার কথা?—প্রিয়তমার এই চিঠিখানা পেয়ে আমার মনে হচ্ছে, মত্ত খঞ্জনাক্ষী উর্ব্বশীর সেই কমলনিন্দী মুখখানির সাথে যেন আমার মুখ এত দিনে মিলিত হইল। কেন না, এ চিঠিতে ত সবই আছে ভাই, আমি যেমন তার জন্য, সেও তেমনি আমার জন্য কাতর, আমার মনে যেমন যেমন ভাবের উদয় হয়, তার মনেও ঠিক তেমন তেমন ভাব-বাসনার উদয় হইয়া থাকে, সে যে কি অবস্থায় আছে, তাহা সমস্তই ত সুন্দর করিয়া—এই চিঠিতে খুলিয়া দিয়াছে—তাই মনে হইতেছে যে, এ ত চিঠি নয়, এ যেন এবই সেই মুখখানি,—তৃষিত আমি,—আমার মুখের সহিত আসিয়া মিলিল॥ ১০৫ ॥

উর্ব্বশী।—এ বিষয়ে আমাদের মনের ভাব ঠিক একই রকম॥ ১০৬ ॥

রাজা।—সখে! আমার সর্ব্বাঙ্গ ঘামিতেছে, আঙ্গুলের ঘামে, হয় ত, চিঠিখানির অক্ষর লেপে যাইতে পারে। তুমি তোমার নিজের হাতে আমার প্রিয়ার এই অমূল্য রত্ন—গচ্ছিত রাখ॥ ১০৭ ॥

বিদূষক। (চিঠি হাতে লইয়া) তা' হ'লে কি উর্ব্বশী তোমার মনোরথরূপ তরুতে ফুল দেখাইয়া ফলের বেলায় নিরাশ করিবে? চিঠি দিয়াই সারিবে, নিজে ধরা দিবে না? ॥ ১০৮ ॥

উর্ব্বশী।— হলা, জাব উবথাণকাদরং অত্তাণঅং সমবথাবেমি, তাব তুমং অত্তাণঅং দংসিঅ জং মে অণুমদং তং ভণাহি। ॥ ১০৯ ॥

চিত্রলেখা।— তহ। (ইতি তিরস্করণীম নীয রাজানমুপসৃত্য।) জেদু জেদু মহারাও। ॥ ১১০ ॥

রাজা।— (সম্ভ্রমাদবগর্ভম।) স্বাগত ভবত্যৈ। (পার্শ্বমবলোক্য।) ভদ্রে।

ন তথা নন্দয়সি মাং সখ্যা বিরহিতা তয়া। সংগমে দৃষ্টপূর্ব্বৈব যমুনা গঙ্গযা যথা ॥ ১১১ ॥

চিত্রলেখা।— ণং পঢমং মেহরাই দীসদি, পচ্ছা বিজ্জুলদা। ॥ ১১২ ॥

বিদূষকঃ।—(অপবার্য্য) কহং ণ এসা উব্বসী উবগদা। তত্তভোদীএ উব্বসীএ সহঅরীএ এদাএ হোদব্বম্ ॥ ১১৩ ॥

রাজা।— এতদাসনমাস্যতাম ॥ ১১৪ ॥

চিত্রলেখা।— উব্বসী মহারাঅং সিরসা পণমিঅ বিণ্ণবেদি। ॥ ১১৫ ॥

রাজা।— কিমাজ্ঞাপয়তি? ॥ ১১৬ ॥

চিত্রলেখা।— মম তস্সিং সুরারিসংভবে দুণ্ণএ মহারাও এব্ব সরণং আসী। সংপদং সা অহং তুহ দংসণসমুত্থেণ আআসিণা বলিঅং বাধিঅমাণা মঅণেণ পুণোবি মহারাঅস্স অনুকম্পণীআ হোমি। ॥ ১১ ॥

অন্বয়।—ভদ্রে। সঙ্গমে দৃষ্টপূর্ব্বা যমুনা গঙ্গয়া বিরহিতা যথা এব ন শোভতে তথা সঙ্গমে দৃষ্টপূর্ব্বা (ত্বং) তয়া সখ্যা বিরহিতা (সতী) মাং ন নন্দয়সি ॥ ১১১ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—হলা, যাবৎ উপস্থানকাতরম্ আত্মানং সমবস্থাপয়ামি, তাবৎ ত্বম্ আত্মানং দর্শয়িত্বা যন্মে অনুমতং তদ্ভণ ॥ ১০৯ ॥

তথা, জয়তু জয়তু মহারাজঃ ॥ ১১০ ॥

ননু প্রথমং মেঘরাজিঃ দৃশ্যতে, পশ্চাদ্ বিদ্যুল্লতা ॥ ১১২ ॥

কথং ন এষা উর্ব্বশী উপগতা? তত্রভবত্যাঃ উর্ব্বশ্যাঃ সহচর্য্যা এতয়া ভবিতব্যম্ ॥ ১১৩ ॥

উর্ব্বশী মহারাজং শিরসা প্রণম্য বিজ্ঞাপয়তি ॥ ১১৫ ॥

মম তস্মিন্ সুরারিসম্ভবে দুর্নয়ে—মহারাজঃ এব শরণম্ আসীৎ। সাম্প্রতং সা অহং তব দর্শন-সমুত্থেন আয়াসিনা বলবৎ বাধ্যমানা মদনেন পুনরপি মহারাজস্য অনুকম্পনীয়া ভবামি ॥ ১১৭ ॥

বঙ্গার্থ।—উর্ব্বশী।—ওলো, প্রাণাধিকের কাছে যাবার জন্য প্রাণ চঞ্চল, অথচ তাঁর যেয়ে উঠ্‌তে পার্চ্ছিনে, প্রাণটা যেন কেমন হয়ে পড়ছে, দেহ—মন—কিছুতেই যেন বল পাচ্ছিনে, পা জড়িয়ে আস্‌ছে, আমার এ অবস্থাটা যতবেলা একটু সাম্‌লে নেই, ততবেলা তুই তাঁহার সম্মুখে যা, ও আমার যা বল্লে শোভা পায়, তাই বল্ গিয়ে ॥ ১০৯ ॥

চিত্রলেখা।—বেশ। (তিরস্করণী পরিহার পূর্ব্বক রাজার সাম্‌নে গিয়ে) মহারাজের জয় হোক ॥ ১১০ ॥

রাজা।—(স-সম্রমে ও সমাদরে) এস লক্ষ্মি। এস এস, (আশে পাশে চেয়ে,—উর্ব্বশীকে না দেখ্‌তে পেয়ে) দেখ সুমুখি। ত্রিবেণীসঙ্গমে গঙ্গার সহিত মিলিত যমুনাকে পূর্ব্বে যে একবার দেখিয়াছে, সে যদি পরে সেই গঙ্গাবিরহিত যমুনাকে দেখে, তবে তখন তাহার যেমন পূর্ব্বের মত আনন্দ জন্মে না, তদ্রূপ, আজ সখী উর্ব্বশীকে ছাড়িয়া একাকিনী উপস্থিত তোমাকে দেখিয়া আমার আর তেমন পূর্ব্বের মত আনন্দ জন্মিতেছে না ॥ ১১১ ॥

চিত্রলেখা।—কিন্তু রাজন্, প্রথমে জলদমালাকেই দেখা যায়, বিদ্যুৎ ত তারপর ঝল্‌কায় ॥ ১১২ ॥

বিদূষক।—(অন্যের অগোচরে) তাই ত! এ তবে উর্ব্বশী নয়? তার সহচরী? ॥ ১১৩ ॥

রাজা।—এই যে আসন। একটু উপবেশন কর ॥ ১১৪ ॥

চিত্রলেখা।—উর্ব্বশী আপনার চরণে মাথা নুইয়ে, দু'একটি কথা জানিয়েছে ॥ ১১৫ ॥

রাজা।—কি আজ্ঞা করেছেন তিনি? ॥ ১১৬ ॥

চিত্রলেখা।—বলেছে যে,—সেই কেশিদানবকৃত বিপদের সময়ে মহারাজই আমার একমাত্র আশ্রয় হয়েছিলেন। সেই সময়ে আপনাকে যে দেখেছিলাম, তদবধি দুরন্ত দানবরূপী মদন আমাকে বড়ই পীড়িত করিতেছে, সুতরাং আগের বারের ন্যায় এবারেও মহারাজের দয়া ভিক্ষা চাই ॥ ১১৭ ॥

রাজা।— অয়ি সখি,—

পর্য্যুৎসুকাং কথয়সি প্রিয়দর্শনাং তামার্ত্তিং ন পশ্যসি পুরূরবসস্তদর্থাম্।
সাধারণোঽয়মুভয়োঃ প্রণয়ো যতস্ব তাং কৌমুদামিব সমাগময়েন্দু বন্থে ॥ ১১৮ ॥

চিত্রলেখা।—(উর্ব্বশীমুপেত্য) হলা ইদো এহি। ণিভুঅদরং ভীসণং মঅণং পেক্খিঅ পিঅদমসস দে দদী ম্হি সংবুত্তা। ॥ ১১৯ ॥

উর্ব্বশী।— (তিরস্করণীমপনীয়) অয়ি অণবট্ঠিদে, লহু এব্ব তুএ পরিচ্চত্তাম্হি। ॥ ১২০ ॥

চিত্রলেখা।—(সস্মিতম্) এদস্সিং মুহুত্তে জাণিস্সামো কো কং তজিস্সদি ত্তি। আআরং দাব পডিবজ্জ ॥ ১২১ ॥

উর্ব্বশী।— (সসাধ্বসমুপগম্য সব্রীড়ম্) জেদু জেদু মহারাও। ॥ ১২২ ॥

রাজা।— (সহর্ষম্।) সুন্দরি,—ময়া নাম জিতং যস্য ত্বয়ায়ং সমুদীর্য্যতে।
জয়শব্দঃ সহস্রাক্ষাদাগতঃ পুরুষান্তরম্॥ (হস্তে গৃহীত্বা আসনে উপবেশয়তি।) ॥ ১২৩ ॥

অন্বয়।—অয়ি সখি। ত্বং প্রিয়দর্শনাং তাম্ উর্ব্বশীং (এব) পর্য্যুৎসুকাং কথয়সি, (কিন্তু) পুরূরবসঃ তদর্থাং (উর্ব্বশীজন্যাং) আর্ত্তিং ন পশ্যসি? অয়ং প্রণয়ঃ উভয়োঃ (আবয়োঃ) সাধারণঃ (উভয়নিষ্ঠঃ তুল্যঃ ঔৎসুক্যঃ) যতস্ব, ইন্দুবিম্বে কৌমুদীম্ ইব তাম্ উর্ব্বশীং (ময়ি) সমাগময়॥ ১১৮॥

ময়া জিতং নাম। যস্য মম ত্বয়া অয়ং জয়শব্দঃ সমুদীর্য্যতে, মন্যে—অয়ং জয়শব্দঃ (ইদানীং) সহস্রাক্ষাৎ পুরুষান্তরম্ (মাদৃশং) আগতঃ॥ ১২৩॥

প্রাকৃতানুবাদ।—হলা। ইতঃ এহি। নিভৃততরং ভীষণং মদনং প্রেক্ষ্য প্রিয়তমস্য তে দূতী অস্মি সংবৃত্তা॥ ১১৯॥

অয়ি অনবস্থিতে! লঘু এব ত্বয়া পরিত্যক্তা অস্মি॥ ১২০॥

এতস্মিন্ মুহূর্ত্তে জ্ঞাস্যামঃ, কঃ কং ত্যক্ষ্যতি ইতি। আচারং তাবৎ প্রতিপদ্যস্ব॥ ১২১॥

জয়তু জয়তু মহারাজঃ॥ ১২২॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—সখি চিত্রলেখে। তুমি শুধু সেই সুন্দরী উর্ব্বশীকেই মদনকাতরা মনে কর্চ্ছ, আর তার জন্য—এই অভাগ্য পুরূরবার যে কত কষ্ট, কত ব্যথা, তাহা একবারও দেখ্‌ছ না। আমাদের এ প্রণয় ত দুই জনেরই সমান,—আমি তার জন্য পাগল, সে আমার জন্য পাগল। সুতরাং আর দেরি করো না, যত সত্বর সম্ভব, চন্দ্রের সহিত জ্যোৎস্নার মিলনের ন্যায় আমার সহিত আমার জীবনের জ্যোৎস্না-রূপিণী উর্ব্বশীর মিলন করাইয়া দাও। কৌমুদীকে ছাড়িয়া চন্দ্র কি ক্ষণকালও থাকিতে পারে? ॥ ১১৮॥

চিত্রলেখা।—(উর্ব্বশীর কাছে গিয়া) ওলো, শীগ্‌গির আয়, তোর প্রিয়তমের ভয়ঙ্কর অবস্থা, মদনের প্রচণ্ড তাড়না দেখে, অগত্যা তাঁরই দূতী হয়ে তোর কাছে এলুম। শীগ্‌গির চল্। ॥ ১১৯॥

উর্ব্বশী।—(সহসা তিরস্করণী পরিহারপূর্ব্বক) তুই বড়ই চঞ্চল, এঁরি মধ্যে আমাকে ছেড়ে দূরে গেলি? ॥ ১২০॥

চিত্রলেখা।—(সহাস্যে) এখনই জানা যাবে যে, কে কাকে ছেড়ে দূরে যায়। যা হোক,—এখন রাজোচিত সম্মান প্রদর্শন কর॥ ১২১॥

উর্ব্বশী।—(সসঙ্কোচে রাজার কাছে গিয়ে সলজ্জভাবে) মহারাজের জয় হোক্। ॥ ১২২॥

রাজা।—(এক গাল হেসে পরমানন্দে) সুন্দরি! তা কি আর বল্‌তে? আমার জয় একশবার, হাজারবার, যার সম্বন্ধে তোমার মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে—"জয় হোক্"; প্রিয়ে! আজই বোধ হয় তোমার মুখে,—ইন্দ্রকে ছেড়ে অন্য পুরুষে জয়শব্দ প্রথম উচ্চারিত হ'ল! এ কি আমার কম সৌভাগ্যের কথা? (হাতে ধ'রে উর্ব্বশীকে বসাইলেন।) ॥ ১২৩॥

বিদূষকঃ। — কাদিসী খিদী ভোদীএ রজ্জে পিঅবঅস্সো বক্ষণো ণ বন্দীঅদি ?

(উর্ব্বশী সস্মিতং প্রণমতি) ॥ ১২৪ ॥

বিদূষকঃ।— সোত্থি ভোদীএ। ॥ ১২৫ ॥

দেবদূতঃ।— চিত্রলেখে, ত্বরয়োর্ব্বশীম্। মুনিনা ভরতেন যঃ প্রয়োগো ভবতাষ্টরসাশ্রয়ো নিবদ্ধঃ। ললিতাভিনয়ং তমদ্য ভর্ত্তা মরুতাং দ্রষ্টুমনাঃ সলোকপালঃ।

(সর্ব্বে আকর্ণয়ন্তি। উর্ব্বশী বিষাদং রূপয়তি।) ॥ ১২৬ ॥

চিত্রলেখা। — সুদং তুএ দেবদূঅস্স বঅণম্। তা অণুজাণাহি মহারাঅম্। ॥ ১২৭ ॥

উর্ব্বশী।-- (নিশ্বস্য।) ণত্থি মে বাআবিহবো। ॥ ১২৮ ॥

চিত্রলেখা।— মহারাঅ, উব্বসী বিন্নবেদি—পরবসো অঅং জণো। মহারাএণ অব্ভণুন্নাদা ইচ্ছামি দেবরাঅস্স অণবরদ্ধং অত্তাণঅং কাদুম্। ॥ ১২৯ ॥

রাজা। — (কথং-কথমপি বচনং সমাপ্য) নাস্মি ভবত্যোরীশ্বরনিয়োগপরিপন্থী। কিং তু স্মর্ত্তব্যস্ত্বয়ং জনঃ। ॥ ১৩০ ॥

(উর্ব্বশী বিয়োগদুঃখং রূপয়িত্বা রাজানং পশ্যন্তী সহ সখ্যা নিষ্ক্রান্তা।) ॥ ১৩১ ॥

রাজা।— (সনিশ্বাসম্) বৈয়র্থ্যমিব চক্ষুষঃ সংপ্রতি। ॥ ১৩২ ॥

অন্বয়।—অষ্টরসাশ্রয়ঃ যঃ প্রয়োগঃ মুনিনা ভরতেন নিবদ্ধঃ। অদ্য সলোকপালঃ মরুতাং (দেবানাং) ভর্ত্তা (ইন্দ্রঃ) ললিতাভিনয়ং তং দ্রষ্টুমনাঃ। ॥ ১২৬ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—কীদৃশী স্থিতির্ভবত্যা রাজ্যে? প্রিয়বয়স্যঃ ব্রাহ্মণঃ ন বন্দ্যতে? ॥ ১২৪ ॥

স্বস্তি ভবত্যৈ। ॥ ১২৫ ॥

শ্রুতং ত্বয়া দেবদূতস্য বচনম্। তদনুজানীহি মহারাজম্। ॥ ১২৭ ॥

নাস্তি মে বাগ্‌বিভবঃ। ॥ ১২৮ ॥

মহারাজ! উর্ব্বশী বিজ্ঞাপয়তি—পরবশঃ অয়ং জনঃ। মহারাজেন অভ্যনুজ্ঞাতা ইচ্ছামি দেবরাজস্য অনপরাদ্ধম্ আত্মানং কর্ত্তুম্। ॥ ১২৯ ॥

বঙ্গার্থ।—বিদূষক।—বলি ঠাকরুণ! তোমাদের রাজ্যের নিয়ম-কানুন ত মন্দ নয়? আমি হলুম একে রাজার প্রিয়বয়স্য তাতে আবার ব্রাহ্মণ, আমাকে কি একটা নমস্কারও কর্ত্তে নেই? (উর্ব্বশী হাস্‌তে হাস্‌তে প্রণাম করিলেন।) ॥ ১২৪ ॥

বিদূষক।—মঙ্গল হোক্ তোমার লক্ষ্মি! ॥ ১২৫ ॥

দেবদূত।—চিত্রলেখে! উর্ব্বশীকে সত্বর হ'তে বল,—কেন না,—ভরতমুনি আটটি রসে ভরপুর করিয়া যে অভিনেয় নাটক প্রণয়ন করিয়াছেন, আজ দেবরাজ ইন্দ্র লোকপালগণের সহিত একত্র হইয়া সেই নাটকের সুমধুর অভিনয় দর্শন করিবেন। (সকলে শুনিতে লাগিলেন, উর্ব্বশী বিষণ্ণ হইলেন।) ॥ ১২৬ ॥

চিত্রলেখা।—শুন্‌লি ত দেবদূতের কথা উর্ব্বশি! এখন মহারাজের অনুমতি নিয়ে চল্। ॥ ১২৭ ॥

উর্ব্বশী।—(দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে) আমি আর কি বল্‌বো? কথা সর্‌ছে না। ॥ ১২৮ ॥

চিত্রলেখা।—মহারাজ! উর্ব্বশী বল্‌ছে—"আমার নিজের কোনই স্বাধীনতা নেই, মহারাজের অনুমতি লইয়া আমি দেবরাজের সকাশে নিজকে নিরপরাধ কর্ত্তে চাই, নতুবা তিনি—আমায় ঘোর অপরাধিনী কর্ব্বেন। ॥১২৯॥

রাজা।—(কোনমতে আত্মসংবরণ করিয়া) আমি তোমাদের প্রভুর আদেশে বাধা দিতে চাইনে। কিন্তু এই হতভাগ্যকে মনে রেখো। ॥ ১৩০ ॥

(উর্ব্বশী বিরহদুঃখে অবসন্ন হইয়া রাজাকে বক্রকণ্ঠে দেখিতে দেখিতে সখী চিত্রলেখার সহিত চলিয়া গেলেন) ॥ ১৩১ ॥

রাজা।—(দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত) দেখার জিনিস অন্তর্হিত হইল। এখন চোখ থাকা-না-থাকা সমান। ॥ ১৩২ ॥

বিদূষকঃ। (পত্রং দর্শয়িতুকামঃ) ণং ভূজ্জ (ইত্যর্দ্ধোক্ত্যাত্মগতম্) অবিদ অবিদ ভো! উব্বসীদংসণ-বিম্হিদেণ মএ তং ভুজ্জবত্তং পব্ভট্টং বি হত্থাদো ণ বিগ্গাদম্। ॥ ১৩৩ ॥

রাজা — কিমসি বক্তুকামঃ? ॥ ১৩৪ ॥

বিদূষকঃ — বঅস্স এদং হ্মি বত্তুকামো মা ভবং অঙ্গাইং বি মুঞ্চদু। দিঢ়ং ক্খু তুএ বদ্ধভাবা উব্বসী। ণ সা ইদো গদুঅ এদং অণুবন্ধং সিঢ়িলীকরেদি। ॥ ১৩৫ ॥

রাজা।— মমাপ্যেতদেব মনসি বর্ত্ততে। তয়া খলু প্রস্থানে
অনীশয়া শরীরস্য হৃদয়ং স্ববশং ময়ি। স্তনকম্পক্রিয়ালক্ষ্যৈর্ন্যস্তং নিশ্বসিতৈরিব ॥ ১৩৬ ॥

বিদূষক।— (স্বগতম্।) বেবদি মে হিঅঅং কেত্তিএ বেলাএ তস্স ভুজ্জবত্তস্স অত্তভবদা বঅস্সেণ ণামং গেণ্হিদব্বং ত্তি। ॥ ১৩৭ ॥

রাজা। — বয়স্য কেনেদানীমুন্মনসমাত্মানং বিনোদয়ামি। (স্মৃত্বা।) উপনয় ভূর্জ্জপত্রম্ ॥ ১৩৮ ॥

বিদূষক।— (সবদো দৃষ্ট্বা সবিষাদম্) হা কহং ণ দিসসদি। ভো, দিব্বং ক্খু তং ভুজ্জবত্তং গদং উব্বসীমগ্গেণ। ॥ ১৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—শরীরস্য অনীশয়া তয়া উর্ব্বশ্যা স্তনকম্পক্রিয়ালক্ষ্যৈঃ নিশ্বসিতৈঃ স্ববশং হৃদয়ং (তস্যাঃ) ময়ি ন্যস্তম্ (ন্যাসরূপেণ স্থাপিতম্) ইব। ॥ ১৩৬ ॥

প্রাকৃতানুবাদঃ—নন্‌ ভূর্জ্জ—ধা ধিক্ ধা ধিক্ ভোঃ, উর্ব্বশীদর্শনবিস্মিতেন ময়া, তদ্ ভূর্জ্জপত্রং প্রভ্রষ্টম্ অপি—হস্তাৎ ন বিজ্ঞাতম্। ॥ ১৩৩ ॥

বয়স্য! এতদস্মি বক্তুকামঃ—মা ভবান্ অঙ্গানি বিমুঞ্চতু। দৃঢ়ং খলু ত্বয়ি বদ্ধভাবা উর্ব্বশী। ন সা ইতো গত্বা এনম্ অনুবন্ধং শিথিলীকরোতি। ॥ ১৩৫ ॥

বেপতে মে হৃদয়ম্। কস্যাং বেলায়াং তস্য ভূর্জ্জপত্রস্য অত্রভবতা বয়স্যেন নাম গ্রহীতব্যম্ ইতি। ॥ ১৩৭ ॥

হা কথং ন দৃশ্যতে? ভোঃ! দিব্যং খলু তদ্ভূর্জ্জপত্রং গতম্ উর্ব্বশীমার্গেণ। ॥ ১৩৯ ॥

বঙ্গার্থঃ—বিদূষক।—(উর্ব্বশীর পত্রখানা রাজাকে দেখাইতে গিয়া) চক্ষু বিফল হইবে কেন, এই যে তার ভূর্জ্জ—(অর্দ্ধেক বলিয়াই মনে মনে) কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! উর্ব্বশীকে দেখে এমনই বিস্মিত হয়েছিলাম যে, হাতের থেকে কখন্ ভূর্জ্জপত্রখানা খসে পড়্‌লো, তার বিন্দুবিসর্গও জানতে পারলুম না। ॥১৩৩॥

রাজা।—সখে! কি যেন বল্‌তে যাচ্ছিলে? ॥ ১৩৪ ॥

বিদূষক।—(কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে) সখে! বল্‌তে যাচ্ছিলম এই যে, তুমি এমন ক'রে দেহটা মাটী করো না। উর্ব্বশী তোমাতে বেজায় অনুরক্তা হয়েছে। সে যেখানেই যাক্ আর যেখানেই থাকুক, এখানকার এই ব্যাপার কখ্‌খনো ভুল্‌তে পারবে না, বুঝ্‌লে,—এই কথা বল্‌তে যাচ্ছিলাম। বুঝ্‌লে? ॥ ১৩৫ ॥

রাজা।—আমারও তাই মনে হচ্ছে। কেন না, যাবার বেলায় দেখ্‌লুম,—তার দেহের উপর কর্তৃত্ব ইন্দ্রের, তাই দেহটা ইন্দ্রের সভায় গেল, আর তার হৃদয়খানার কর্ত্তা সে নিজে, তাই হৃদয়খানা যেন আমার হাতে গচ্ছিত রেখে গেল। কেন না,—দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ছিল যখন, তখন সেই নিশ্বাসের সাথে সাথে তাহার হৃদয়োপরিস্থিত পীনস্তন মুহুর্মুহুঃ কম্পিত হচ্ছিল, যেন—হৃদয়খানি তার বুকের ভিতর থেকে বেরিয়ে আস্‌ছিল। ॥ ১৩৬ ॥

বিদূষক।—(মনে মনে) বুকটা কাঁপ্‌ছে, কখন্ যেন রাজা সেই ভূর্জ্জপত্রের চিঠিখানা চেয়ে বসেন। ॥ ১৩৭ ॥

রাজা।—বয়স্য! কি দিয়ে এখন এই অস্থির আত্মাকে শান্ত করি—বল ত? (মনে করিয়া) আচ্ছা তাই, সেই ভূর্জ্জপত্রের চিঠিখানা দাও ত, তাই বসিয়া বসিয়া দেখি। ॥ ১৩৮ ॥

বিদূষক।—(চারিদিকে বোকার মত চেয়ে বিষণ্ণ-হৃদয়ে) এ কি? কোথায় গেল সে চিঠি? নিশ্চয় তাহা উর্ব্বশীর সাথে সাথে উধাও হয়ে থাক্‌বে। ॥ ১৩৯ ॥

রাজা।— (সাসূয়ম্।) সর্ব্বত্র প্রমাদী বৈধেয়ঃ। ॥ ১৪০

বিদূষকঃ।— ণং বিচিণু (উত্থায়।) ইদো ভবে। এত্থ বা ভবে। (ইতি বিচেতব্যং নাটয়তি।) ॥ ১৪১ ॥

(ততঃ প্রবিশত্যৌশীনরী চেটী চ বিভবতশ্চ পরিবারঃ।)

ঔশীনরী।— হঞ্জে ণিউণিএ, সচ্চং কিং লদাঘরং বিসন্তো অজ্জমাণবঅসহাও দিট্ঠো তুএ মহারাও? ॥ ১৪২ ॥

চেটী।— কিং অলাহং মএ ভট্টিণী বিপ্পবিদপুব্বা। ॥ ১৪৩ ॥

দেবী।— তেণ হি লদাবিড়বন্তরিদা সুণিসসং দাব সো সুমন্তুদাইং জং তুএ কহিদং সচ্চং ণ বেত্তি। ॥ ১৪৪ ॥

চেটী।— জং দেবীএ কচ্চদি। ॥ ১৪৫ ॥

দেবী।— (পরিক্রম্য পুরস্তাদবলোক্য চ।) ণিউণিএ কিং ণু ণদং বত্তং ণবচাঅরং বিঅ ইদো দক্খিণমারুদেণ আণীঅদি। ॥ ১৪৬ ॥

চেটী।— (বিভাব্য।) ভট্টিণি, পাডাবত্ত-বিভাবিদক্খরং ভুজ্জবত্তং ক্খু এদম্। হন্ত কহং দেবীএ এব ণেউরকোডিলগ্গম্। (গৃহীত্বা।) কহং বাচীঅদু ণাম। ॥ ১৪৭ ॥

দেবী।— অবলোএহি দাব এদম্। জদি অবিরুদ্ধং তদো সুণিসসম্। ॥ ১৪৮ ॥

ননু বিচিনু। (উত্থায়।) ইতো ভবেৎ, ইতো বা ভবেৎ ॥ ১৪১ ॥

হঞ্জে নিপুণিকে! সত্যং কিং লতাগৃহং বিশন্ আর্য্য-মাণবক-সহায়ঃ দৃষ্টঃ ত্বয়া মহারাজঃ? ॥ ১৪২ ॥

কিম্ অন্যাকং ময়া দেবী বিপ্রলব্ধপূর্ব্বা? ॥ ১৪৩ ॥

তেন হি লতাবিটপান্তরিতা শ্রোষ্যামি তাবদ্ বিশ্রব্ধমন্ত্রিতানি যত্ত্বয়া কথিতং সত্যং ন বেতি। ॥ ১৪৪ ॥

যদ্ দেব্যৈ রোচতে। ॥ ১৪৫ ॥

নিপুণিকে! কিং নু এতৎ পত্রং নবচীবরম্ ইব ইতঃ দক্ষিণমারুতেন আনীয়তে? ॥ ১৪৬ ॥

দেবি! পরিবর্ত্তনবিভাবিতাক্ষরং ভূর্জ্জপত্রং খলু এতৎ। হন্ত! কথং দেব্যাঃ এব নূপুরকোটি-লগ্নম্? কথং বাচ্যতাম্ এতৎ। ॥ ১৪৭ ॥

অবলোকয় তাবৎ এতৎ। যদি অবিরুদ্ধং তদা শ্রোষ্যামি ॥ ১৪৮ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—(বিরক্তির সহিত) সব কাজেই, দেখ্‌ছি এই আহাম্মকটির গুণের শেষ নাই, একটা না—একটা কেলেঙ্কারি ক'রে বসে। ॥ ১৪০ ॥

বিদূষক।—খোঁজ না। আমিও খুঁজ্‌ছি; (খুঁজিতে সুরু করেন) কৈ, এখানে ত নেই, এখানেও ত নেই। (খোঁজা চল্‌ছে)। ॥ ১৪১ ॥

(তার পর এক জন পরিচারিকা ও অন্তঃপুরের অপর দাসীদিগের সহিত পাটরাণী ঔশীনরীর প্রবেশ)

দেবী।—ওলো নিপুণিকে! সত্যিই কি আর্য্যবিদূষকের সঙ্গে মহারাজকে তুই লতাকুঞ্জে প্রবেশ কর্ত্তে দেখেছিস্? ॥ ১৪২ ॥

চেটী।—কোনও দিন কোন মিথ্যা কথা কি আমি আপনাকে বলেছি? ॥ ১৪৩ ॥

দেবী।—তা' হ'লে চল্, আমরা ঐ লতার আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনি গিয়ে, গোপনে কি কথাবার্ত্তা চল্‌ছে; আর তুই যা' বলেছিলি, তা' সত্যি কি না। ॥ ১৪৪ ॥

চেটী।—যেমন আপনার ইচ্ছা। ॥ ১৪৫ ॥

দেবী—(একটু এগিয়ে—সাম্‌নের দিকে চেয়ে) নিপুণিকে! নূতন চাদরের (বৃক্ষত্বক্) মত একখানা পত্র দক্ষিণ-বাতাসে এইদিকে উড়িয়ে আন্‌ছে, ইহা কি লো? ॥ ১৪৬ ॥

চেটী।—(দেখিয়া) রাণি! ওলট-পালট খাওয়ায় বেশ দেখা যাচ্ছে যে, ভূর্জ্জপত্রের উপর যেন কি লেখা। বেশ! উড়্‌তে উড়্‌তে এসে শেষে আপনারই নূপুরের ডগায় লাগ্‌ল? পড়েই দেখা যা'ক্। ॥ ১৪৭ ॥

দেবী।—তুই আগে পড়ে' দেখ্, যদি আমার শোন্‌বার মত হয়, তা' হ'লে শুন্‌ব এখন। ॥ ১৪৮

চেটী।— (তথা কৃত্বা) ভট্টিণি, তং এদং কোলীণং বিঅম্ভদি ভট্টারঅং উদ্দিসিঅ উব্বসী-অক্খরো কব্ববন্ধো ত্তি তক্কেমি। অজ্জ মাণবঅপ্পমাদাদো অহ্মাণং হত্থং আগদম্ ॥ ১৪৯ ॥

দেবী।— ণং গিহীদত্থা হোহি। (চেটী বাচয়তি।) ॥ ১৫০ ॥

দেবী।— এদেণ এব্ব উবআরেণ তং অচ্ছরাকামুঅং পেক্খস্সং। ॥ ১৫১ ॥

চেটী।— জং দেবী আণবেদি (ইতি পরিজনসহিতে লতাগৃহং পরিক্রামতঃ।) ॥ ১৫২ ॥

বিদূষকঃ।— ভো বঅস্স, কিং এদং পবণবসগামি পমদবণসমীবগদক্কীড়াপব্বদপজ্জন্তে দীসদি? ॥ ১৫৩ ॥

রাজা।— (উত্থায়) ভগবন্ বসন্তসখ মলয়ানিল,
বাসার্থং হর সম্ভৃতং সুরভিতং পৌষ্পং রজো বীরুধাং
কিং মিথ্যা ভবতো হৃতেন দয়িতাস্নেহস্বহস্তেন মে।
জানীতে হি ভবান বিনোদনশতৈরেবংবিধৈর্ধারিতং
কামার্তং জনমঞ্জসাভিভবিতুং নালম্বিতপ্রার্থনম্ ॥ ॥ ১৫৪ ॥

নিপুণিকা।—ভট্টিণি, এদস্স এব্ব অণ্ণেসণং বট্টদি। ॥ ১৫৫ ॥

অন্বয়।—মলয়ানিল! বাসার্থং (সৌরভার্থং) সম্ভৃতং সুরভিতং বীরুধাং পৌষ্পং রজঃ হর, মম দয়িতা-স্নেহ-স্বহস্তেন মিথ্যা হৃতেন সতা ভবতঃ কিম্? হি—যতঃ এবংবিধৈঃ বিনোদন-শতৈঃ ধারিতং (কথমপি আশ্বাসিতং) কামার্তং জনং ভবান্ জানীতে; (প্রিয়াবিরহকাতরাণাং প্রিয়ালিখিত-পত্রাদিভিঃ যৎ আশ্বাসনং জায়তে, তৎ তু ভবান্ জানাত্যেব) কিন্তু আলম্বিতপ্রার্থনম্ (কিমপি আশ্বাসনবস্তু আশ্রিত্য স্থিতম্) জনম্ অঞ্জসা (তত্ত্বেন) অভিভবিতুং ন জানীতে ॥ ১৫৪ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—দেবি! তৎ এতৎ কৌলীনং বিজৃম্ভতে। ভট্টারকমুদ্দিশ্য উর্ব্বশ্যক্ষরঃ কাব্যবন্ধঃ ইতি তর্ক-য়ামি। আর্য্যমাণবকপ্রমাদাদ্ আবয়োর্হস্তম্ আগতম্ ॥১৪৯॥
নন্নু গৃহীতার্থা ভব। ॥ ১৫১ ॥
এতেন এব উপচারেণ তম্ অপ্সরঃকামুকং প্রেক্ষিষ্যে॥১৫.
যদ্ দেবী আজ্ঞাপয়তি ॥ ১৫২
ভো বয়স্য! কিমেতৎ পবন-বশ-গামী প্রমদবন-সমীপ-গত ক্রীড়াপর্ব্বতপর্য্যন্তে দৃশ্যতে? ॥ ১৫৩ ॥
দেবি! এতস্য এব অন্বেষণং বর্ত্ততে। ॥ ১৫৫ ॥

বঙ্গার্থ।—চেটী।—(পড়িয়া) দেবি! চারিদিকে কাণা-ঘুষো যা' শোনা যাচ্ছে, এই চিঠিতে সেই গুপ্ত কথাই ব্যক্ত হয়ে পড়েছে। আমার মনে হচ্ছে—মহারাজের উদ্দেশ্যে উর্ব্বশীর প্রণয়-পত্র। বিদূষক মহাশয়ের অসতর্কতায় আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। ॥ ১৪৯ ॥

দেবী।—ভাল ক'রে মানেটা মনে মনে গেঁথে রাখ্। (চেটী আবার পড়তে লাগল)। ॥ ১৫০ ॥

দেবী—রাজার নিকটে যেতে হ'লে রাজ-প্রথার উপযুক্ত উপচার থাকুক, তা' বেশ, আজ এই চিঠিখানা দিয়েই সেই স্বর্গ-বেশ্যার প্রণয়ীকে পূজা করব। চল্, দেখি—কোথায় তিনি। ॥ ১৫১ ॥

চেটী।—দেবীর যেমন আজ্ঞা। (বলেই পরিজনবর্গের সহিত উভয়ের লতাগৃহের দিকে গমন) ॥ ১৫২ ॥

বিদূষক।—সখে! প্রমদবনের নিকটবর্ত্তী ক্রীড়াপর্ব্বতের মূলে ওটা কি দেখা যাচ্ছে,—বাতাসে উড়ে যাচ্ছে ॥১৫৩॥

রাজা।—হে বসন্ত-সমীরণ! যদি তোমার নেহাৎ সৌগন্ধ্যেরই দরকার হইয়া থাকে, তবে লতাবলীর সুরভি কুসুমের রেণু হরণ কর না কেন? আমার প্রিয়তমা উর্ব্বশীর স্নেহময় হস্তের তুল্য তার চিঠিখানা হরণ করিয়া তোমার কি লাভ? তুমি ত ভাল রকমেই জান যে, এই প্রকার উপায়ে কামী ব্যক্তিরা তাহাদের প্রিয়বিচ্ছেদযাতনা কতকটা নিবারণ করে, কিন্তু পুনঃপ্রাপ্তির আশায় যাহারা জীবনধারণ করিয়া আছে তাহাদের এইরূপ ভাবে কষ্ট দেওয়া তোমার উচিত নয়, তুমি যে জগৎ-প্রাণ। ॥ ১৫৪ ॥

নিপুণিকা।—দেবি! এই চিঠিখানারই এখন খোঁজ হচ্ছে। ॥ ১৫৫ ॥

দেবী।— পেক্‌খামি। ॥ ১৫৬ ॥

বিদূষকঃ।— ভো, মিলাঅমাণকেসরচ্ছবিণা মোরপিচ্ছেণ বিপ্‌পলদ্ধোম্হি। ॥ ১৫৭ ॥

রাজা।— সর্বথা হতোঽস্মি মন্দভাগঃ। ॥ ১৫৮ ॥

দেবী।— (সহসোপসৃত্য।) অজ্জউত্ত, অলং আবেগেণ। এদং এব্ব তং ভুজ্জবত্তম্‌ ॥ ১৫৯ ॥

রাজা।— (সসম্ভ্রমমাত্মগতম্‌।) অয়ে, ইয়ং দেবী? (প্রকাশম্‌) স্বাগতম্‌। ॥ ১৬০ ॥

দেবী।— দুরাগদং দাণিং সংবুত্তম্‌। ॥ ১৬১ ॥

রাজা।— (অপবার্য্য।) বয়স্য, কিমত্র প্রতিবিধানম্‌। ॥ ১৬২ ॥

বিদূষকঃ।— (জনান্তিকম্‌) লোত্তেণ সূইদস্‌স কুম্ভিলঅস্‌স অত্থি বা পডিবঅণম্‌? ॥ ১৬৩ ॥

রাজা।— (অপবার্য্য।) মূঢ, নায়ং পরিহাসকালঃ। (প্রকাশম্‌) নেদং পত্রং ময়া মৃগ্যতে। তৎ খলু মন্ত্রপত্রং যদন্বেষণায় মমায়মারম্ভঃ। ॥ ১৬৪ ॥

দেবী। জুজ্জদি অত্তণো সোহগ্‌গং পচ্ছাদেদুম্‌। ॥ ১৬৫ ॥

বিদূষকঃ।— ভোদি, তুবরাহি সে ভোঅণম্‌ পিত্তোবসমণেণ সুত্থো হোদু। ॥ ১৬৬ ॥

দেবী।— ণিউণিএ, সোহণং কখু বহ্মণেণ আসাসিদো বঅস্‌সো। ॥ ১৬৭ ॥

বিদূষকঃ।— ণং পেকখ। আসাসিদো বঅস্‌সো চিত্তভোঅণেণ। ॥ ১৬

প্রাকৃতানুবাদ।— পশ্যামি। ॥ ১৫৬ ॥

ভোঃ, ম্লায়মানকেসরচ্ছবিনা ময়ূরপিচ্ছেন বিপ্রলব্ধঃ অস্মি। ॥ ১৫৭ ॥

আর্য্যপুত্র! অলম্‌ আবেগেন। এতৎ এব তৎ ভূর্জ্জপত্রম্‌। ॥ ১৫৯ ॥

দুরাগতম্‌ ইদানীং সংবৃত্তম্‌ ॥ ১৬১ ॥

লোপ্‌ত্রেণ সূচিতস্য কুম্ভীলকস্য অস্তি বা প্রতিবচনম্‌? ॥ ১৬৩ ॥

যুজ্যতে—আত্মনঃ সৌভাগ্যং প্রচ্ছাদয়িতুম্‌। ॥ ১৬৫ ॥

ভবতি! ত্বরয় অস্য ভোজনম্‌। পিত্তোপশমনেন স্বস্থো ভবতু। ॥ ১৬৬ ॥

নিপুণিকে! শোভনং খলু ব্রাহ্মণেন আশ্বাসিতঃ বয়স্যঃ। ॥ ১৬৭ ॥

ননু প্রেক্ষস্ব, আশ্বাসিতঃ বয়স্যঃ চিত্রভোজনেন ॥ ১৬৮ ॥

বঙ্গার্থ।—দেবী।—দেখ্‌ছি। ॥ ১৫৬ ॥

বিদূষক।—সখে! ম্লান কেসরবৎ বর্ণযুক্ত ময়ূরের পালক-গুচ্ছের দ্বারা আমি প্রতারিত হইয়াছি, উহা তাহা নহে। ॥ ১৫৭ ॥

রাজা।—আর কিছু না, এবার আমার দফা রফা হলো ভাই, হাঃ পোড়াকপাল! ॥ ১৫৮ ॥

দেবী।—(হঠাৎ কাছে গিয়ে) আর্য্যপুত্র! অত ব্যস্ত হয়ো না, এই সেই ভূর্জ্জপত্র ॥ ১৫৯ ॥

রাজা।—(হঠাৎ ব্যাকুল হয়ে মনে মনে) কি সর্বনাশ! এ যে পাটরাণী! (প্রকাশ্যে) এসো এসো রাণি! ॥ ১৬০ ॥

দেবী।—শুভাগমন নহে, আমার এখন এখানে আসাটা নিতান্ত অশুভাগমন বল্‌তে হবে ॥ ১৬১ ॥

রাজা।—(অন্যের অগোচরে) সখে এখন কর্ত্তব্য কি? ॥ ১৬২ ॥

বিদূষক।—(অন্যের অগোচরে) মাল ধরা পড়্‌লে চোরের আর কিছু বা বক্তব্য থাকতে পারে? ॥ ১৬৩ ॥

রাজা।—(অন্যের অগোচরে) মূঢ়! এই কি ঠাট্টা-বিদ্রূপের সময়? (প্রকাশ্যে) রাণি, এই চিঠিখানি খুঁজ্‌ছি না। রাজকার্য্যের একখানা চিঠির তল্লাসেই এত কাণ্ড ॥ ১৬৪ ॥

দেবী।—হ্যাঁ, নিজের সৌভাগ্য এই ভাবেই ঢাকতে হয় ॥ ১৬৫ ॥

বিদূষক।—রাণি! তাড়াতাড়ি মহারাজের খাওয়ার ব্যবস্থাটা করুন ত। পিত্তটা একটু ঠাণ্ডা হ'লেই সুস্থ হবেন এখন ॥ ১৬৬ ॥

দেবী।—নিপুণিকে! দেখ্‌ছিস্‌, রাজা কি সুন্দরভাবেই না তাঁর বিদূষক কর্ত্তৃক আশ্বাসিত হচ্ছেন! ॥ ১৬৭ ॥

বিদূষক।—আপনিই দেখুন না দেবি! কেমন ভাল খাদ্যের ব্যাপারে সখা আমার আশ্বাসিত হচ্ছেন। ॥ ১৬৮ ॥

রাজা।— মূর্খ, বলাদপরাধিনং মামাপাদয়সি। ॥ ১৬৬ ॥

দেবী।— ণত্থি ভবদো অবরাহো। অহং এব্ব অবরাদ্ধা। জা পতিউলদংসণা ভবিঅ অগ্‌গদো চিট্‌ঠামি। ইদো গমিস্‌সম্‌। (ইতি কোপং নাটয়িত্বা প্রস্থিতা।) ॥ ১৬৭ ॥

রাজা।— অপরাধী নামাহং প্রসীদ রম্ভোরু বিরম সংরম্ভাৎ।
সেব্যো জনশ্চ কুপিতঃ কথং নু দাসো নিরপরাধঃ॥ (ইতি পদয়োঃ পততি।) ॥ ১৬৮ ॥

দেবী।— (আত্মগতম্) মা ক্‌খু লহুহিঅআ অণুণঅং বহু মণ্ণে।
কিং দু দক্‌খিণ্ণকিদপচ্ছাদাবস্‌স ভাএমি। (ইতি রাজানমপহায় সপরিবারা নিষ্ক্রান্তা)॥ ১৬৯ ॥

বিদূষকঃ।— পাউসণদী বিঅ অপ্‌পসণ্ণা গদা দেবী। ণং উট্‌ঠেহি। ॥ ১৭০ ॥

রাজা।— (উত্থায়) বয়স্য, নেদমনুপপন্নম্ পশ্য।

প্রিয়বচনকৃতেঽপি যোষিতাং দয়িতজনানুনয়ো রসাদৃতে।
প্রবিশতি হৃদয়ং ন তদ্বিদাং মণিরিব কৃত্রিমরাগযোজিতঃ॥ ॥ ১৭১ ॥

বিদূষকঃ।—অণুউলং এব্ব এদং ভবদো। ণহু অক্‌খিদুক্‌খিদস্‌স পমুহে দীবসিহা লহেদি। ॥ ১৭২ ॥

অন্বয়ঃ—অহং নাম অপরাধী, অয়ি রম্ভোরু! সংরম্ভাৎ বিরম। সেব্যঃ জনঃ কুপিতশ্চ, দাসঃ কথং নিরপরাধঃ নু? ॥ ১৬৮ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—নাস্তি ভবতঃ অপরাধঃ। অহমেব অপরাদ্ধা, যা প্রতিকূলদর্শনা ভূত্বা অগ্রতস্তিষ্ঠামি। ইতো গমিষ্যামি ॥ ১৬৭ ॥

মা খলু লঘু-হৃদয়া অনুনয়ং বহু মন্যে। কিংতু দাক্ষিণ্য-কৃতপশ্চাত্তাপাদ্ বিভেমি ॥ ১৬৯ ॥

প্রাবৃণনদী ইব অপ্রসন্না গতা দেবী। নন্ উত্তিষ্ঠ ॥ ১৭০॥

অনুকূলম্ এব এতৎ ভবতঃ। ন খলু অক্ষিদুঃখিতস্য প্রমুখে দীপশিখা সহতে ॥ ১৭২ ॥

বঙ্গার্থঃ— রাজা।—মূর্খ! তুমি যে দেখছি জোর ক'রে আমাকেই অপরাধী দাঁড় করাচ্ছ? ॥ ১৬৬ ॥

দেবী।—আপনার অপরাধ কি মহারাজ? আমিই এ স্থলে ঘোর অপরাধিনী। কেন না, এখন আপনার চোখের বালির মত দুষমন হয়েও আমি আপনার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে আছি! আর না, চল্‌লুম্। (বলিয়াই সরোষে প্রস্থান) ॥ ১৬৭ ॥

রাজা।—অয়ি সুন্দরি! তুমি কেন? আমিই ত অপরাধী, প্রসন্ন হও। ক্রোধ পরিত্যাগ কর। প্রভু কষ্ট হলেন, অথচ ভৃত্য—একেবারে কেনা গোলাম আমি। নিরপরাধ, এ'টা কি ক'রে সম্ভব হয়? (বলেই রাণীর পদদ্বয়ের উপর পতন) ॥ ১৬৮ ॥

দেবী।—(মনে মনে) হৃদয়ের দুর্ব্বলতা নিবন্ধন ইহার অনুনয়-বিনয়ে গলিলে চলিবে না। কঠিন হব। কিন্তু ভয় হচ্ছে—এই যে ঢলাঢলি—ইহার যখন অনুতাপের কাল আসবে, সে বড়ই বিষম ॥ ১৬৯ ॥

বিদূষক।—তাই ত। বর্ষার নদীর মত দেবী অপ্রসন্ন হয়েই চ'লে গেলেন। প'ড়ে থেকে আর লাভ কি? উঠে পড় রাজা বাহাদুর! ॥ ১৭০ ॥

রাজা।—(উঠিয়া) রাণীর এই রাগ ক'রে চ'লে যাওয়াটা একটুও অন্যায় হয় নি সখে। কেন না—দেখ,—সত্য সত্য যদি প্রাণের টান্ না থাকে, তবে প্রিয়তমরা যতই কাকুতি মিনতি করুক না কেন, তাহাতে নারীদের হৃদয় গলে না। একটা বাজে—নকল পাথরে নানারকম রং ফলাইয়া একটা মহামূল্য মণির মত ক'রে তুলো, তাতে কিন্তু, যারা জহুরী, তাদের মন ভেজে না। দেখামাত্রই ধ'রে ফেলে যে; এটা ছাপ্-মারা মণি ॥ ১৭১ ॥

বিদূষক।—রাণীর এই স'রে পড়াটা ত তোমার অনুকূলই হ'ল! যাদের চোখের অসুখ, তাদের সাম্‌নে কি দীপের শিখা সহ্য হয়? ॥ ১৭২ ॥

রাজা।— নৈবম্। উর্ব্বশীগতমনসোঽপি মম দেব্যাং স এব বহুমানঃ। কিংতু প্রণিপাত-
লঙ্ঘনাদহমস্যাং ধৈর্য্যমবলম্বিষ্যে। ॥ ১৭৩ ॥

বিদূষক।—চিট্ঠদু দাব ধীবত্তা বুভুক্খিদবম্হণসম জীবিদং অবলম্বদু ভবম্। সমঅো ক্খু ণহাণ-
ভোঅণে সেবিদুম্। ১৭৪

রাজা।— (উর্দ্ধমবলোক্য) কথমর্দ্ধং গতং দিবসস্য।

অতঃ খলু—উষ্ণার্ত্তঃ শিশিরে নিষীদতি তরোর্মূলালবালে শিখী
নির্ভিদ্যোপরি কর্ণিকারমুকুলান্যাশেরতে ষট্পদাঃ।
তপ্তং বারি বিহায় তীরনলিনীং কারণ্ডবঃ সেবতে
ক্রীড়াবেশ্মনি চৈষ পঞ্জরশুকঃ ক্লান্তো জলং যাচতে। (ইতি নিষ্ক্রান্তৌ) ॥ ১৭৫ ॥

দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ।

অন্বয়।— উষ্ণার্ত্তঃ শিখী শিশিরে তরোঃ মূলালবালে নিষীদতি। ষটপদাঃ কর্ণিকারমুকুলানি নির্ভিদ্য উপরি আশেরতে। কারণ্ডবঃ তপ্তং বারি বিহায় তীরনলিনীম সেবতে। ক্রীড়াবেশ্মনি এষঃ ক্লান্তঃ পঞ্জর-শুকঃ চ জলং যাচতে ॥ ১৭৫ ॥

প্রাকৃতানুবাদ। তিষ্ঠতু তাবৎ ধীরত্বং। বুভুক্ষিত-ব্রাহ্মণস্য জীবিতম অবলম্বতাং ভবান্। সময়ঃ খলু স্নান-ভোজনে সেবিতুম্ ॥ ১৭৪ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।— ও কথা ব'লো না, আমি উর্ব্বশীর প্রতি যতই আসক্ত হই না কেন, দেবীর উপর আমার অনুরাগ সেই আগের মতনই আছে, তেমনই সম্মানের চক্ষে তাঁকে দেখে থাকি। কিন্তু ভাই! আজ এত ক'রে পায়ে পড়লুম,—একটু থামলো না, এইটেতেই প্রাণে বড় আঘাত লেগেছে, ভাল, আমিও কিছুদিন উদাসীন থাকছি, দেবীর কোন কথাতেই থাকব না ॥ ১৭৩

বিদূষক।— রেখে দাও তোমার ও সব উদাসীন কথা। যখন থাকতে হয়, থেকো। এখন ক্ষুধায় আমার যে প্রাণ ওষ্ঠাগত। স্নান আহারের বেলা ব'য়ে যাচ্ছে ॥ ১৭৪ ॥

রাজা।—(উপরের দিকে চেয়ে) এ কি? দিনের অর্দ্ধেক প্রায় অতীত হয়েছে? এই জন্যই দেখ্ছি—ময়ূর নিদাঘতাপে কাতর হইয়া বৃক্ষের জলসিক্ত শীতল আলবালে—অর্থাৎ মূলদেশের জলপূর্ণ মাটীর বেড়ের মধ্যে গিয়ে শুয়ে আছে। কর্ণিকাফুলের কুড়িগুলি ফুটিয়ে নিয়ে তার উপরে ভ্রমরেরা শুয়ে আছে। জলচর হাঁসগুলি প্রতপ্ত জল ছেড়ে তীরের কমলদলের ছায়ায় দাঁড়াচ্ছে। আর ঐ যে প্রমোদকক্ষে পিঞ্জরা বদ্ধ শুক পিপাসার্ত্ত হয়ে "জল" "জল" ব'লে কূজন কর্ছে।

(এই বলিয়াই উভয়ের প্রস্থান)। ১৭৫ ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽঙ্কঃ

(ততঃ প্রবিশতো ভরতশিষ্যৌ।)

প্রথমঃ।— সখে গালব, অগ্নিশরণাদ্‌গচ্ছতা মহেন্দ্রমন্দিরমুপাধ্যায়েন শূন্যাসনং গ্রাহিতঃ, অহমগ্নিশরণরক্ষার্থং স্থাপিতঃ। ততঃ পৃচ্ছামি গুরোঃ প্রযোগেণ দেবপরিষদারাধিতা ন বেতি ? ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়ঃ। - গালব, ণ আণে কহং আরাধিদা ভোদি। তস্সিং উণ সরস্সঈ-কিদকব্ববন্ধে লচ্ছী-সঅংবরে উব্বসী তেসু তেসু বসন্তরেসু উম্মাইআ আসি। ॥ ২ ॥

প্রথমঃ।— সদোষাবকাশ ইব বাক্যশেষঃ। ॥ ৩ ॥

দ্বিতীয়ঃ।— আং। তাএ বঅণং পমাদক্খলিদং আসি। ॥ ৪ ॥

প্রথমঃ। — কিমিব ? ॥ ৫ ॥

দ্বিতীয়ঃ।— লচ্ছীভূমিআএ বট্টমাণা উব্বসী বারুণীভূমিআএ বট্টমাণাএ মেণআএ পুচ্ছিদা - সমাগদা তেলোক্কপুরিসা সকেসবা লোঅবালা। কদমস্সিং দে হিঅআহিণিবেসোত্তি ? ॥ ৬

প্রথমঃ। ততস্ততঃ ? ॥ ৭

প্রাকৃতানুবাদ।—গালব, ন জানে কথম্ আরাধিতা ভবতি। তস্মিন্ পুনঃ সরস্বতীকৃত-কাব্যবন্ধে লক্ষ্মী-স্বয়ংবরে উর্ব্বশী তেষু তেষু রসান্তরেষু উন্মাদিতা আসীত্॥ ২।

আং, তস্যা বচনং প্রমাদস্খলিতম্ আসীত্। ৪

লক্ষ্মীভূমিকায়াং বর্ত্তমানা উর্ব্বশী বারুণীভূমিকায়াং বর্ত্তমানয়া মেনকয়া পৃষ্টা—সমাগতাঃ ত্রৈলোক্যপুরুষাঃ সকেশবাঃ লোকপালাঃ। কতমস্মিন্ তে হৃদয়াভিনিবেশ ইতি ॥ ৬॥

বঙ্গার্থ।— (দুই জন ভরতশিষ্যের প্রবেশ)

প্রথম।—সখে গালব। অগ্নিগৃহ হইতে গুরুদেব যখন দেবরাজের মন্দিরে গমন করেন, তখন তোমাকে আসনে বসিয়ে রাখ্‌লেন, আর আমি, অগ্নিরক্ষানিমিত্ত সেই হোমগৃহেই রইলুম। তাই জিজ্ঞাসা কর্চ্ছি—গুরুদেবের প্রদর্শিত অভিনয়ে দেব-সভার খুব আমোদ জন্মিয়াছিল ত? সকলেই সুখী হইয়াছিলেন ত? ১॥

দ্বিতীয়।—গালব। জানি না—কি ক'রে সবাই সুখী হবেন? লক্ষ্মীস্বয়ংবর নামক একখানি উপাদেয় নাটক স্বয়ং সরস্বতীদেবী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তার অভিনয়ের সময়ে, যেখানে যেখানে প্রণয়ব্যাপারের উচ্ছ্বাস আছে, তথায় তথায় অভিনয় করিতে গিয়া উর্ব্বশী একেবারে পাগল হয়ে উঠেছিল। অভিনয়ে বড়ই টলিয়েছে॥ ২॥

প্রথম।—উহাতে অনেক দোষ প্রকাশ পেয়েছে—এই ত বক্তব্য না? ॥ ৩॥

দ্বিতীয়।—ঠিক ধরেছ। উর্ব্বশী অন্যমনস্কা হয়ে অনেক মারাত্মক ভুল ক'রে বসেছে॥ ৪॥

প্রথম।—কি রকম? ৫॥

দ্বিতীয়।—উর্ব্বশী লক্ষ্মী সেজেছিল, আর মেনকা সেজেছিল—বারুণী, বারুণী লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করি। যে, স্বয়ং কেশব এবং ত্রিলোকের অন্যান্য লোকপালগণ—সবাই সভাস্থলে উপস্থিত, ইঁহাদের মধ্যে কাহার উপর তোমার হৃদয়ের টান, খুলিয়া বল ত লক্ষ্মি? ৬॥

প্রথম।—তার পর, তার পর? ॥ ৭॥

দ্বিতীয়ঃ।— তাএ পুরিসোত্তমে ত্তি ভণিদব্বে পুরূরবসি ত্তি ণিগ্‌গদা বাণী। ॥ ৮ ॥

প্রথমঃ।— ভবিতব্যতামনুবিধায়ীনি বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি। স তামভিক্রুদ্ধো মুনিঃ? ॥ ৯ ॥

দ্বিতীয়ঃ।— সত্তা উবজ্ঝাএণ। মহিন্দেণ উণ অণুগিহীদা। ॥ ১০ ॥

প্রথমঃ।— কথমিব? ॥ ১১ ॥

দ্বিতীয়ঃ।— জেণ মম তুএ উবদেসো লঙ্ঘিদো তেণ ণ দে দিব্বং ঠাণং হুবিস্সদি ত্তি উবজ্ঝাঅস্স সআসাদো সাবো। পুরন্দরেণ উণ লজ্জাবণদমুহিং উব্বসিং পেক্‌খিঅ এব্বং ভণিদম্—'জস্সিং বদ্ধভাবাসি তুমং তস্স মে রণসহাঅস্স রাএসিণো পিঅং করণিজ্জং। তা দাব তুমং পুরূরবসং জহাকামং উবচিট্‌ঠ জাব সো পড়িদিট্‌ঠসংতাণো ভোদিত্তি। ॥ ১২ ॥

প্রথমঃ।— সদৃশং পুরুষান্তরবেদিনো মহেন্দ্রস্য। ॥ ১৩ ॥

দ্বিতীয়ঃ।— (সূর্যমবলোক্য।) কথাপ্পসঙ্গেণ অবরদ্ধা অহিসেঅবেলা। তা উবজ্ঝাঅস্স পাসসবত্তিণো হোম্ম। (ইতি নিষ্ক্রান্তৌ।) ॥ ১৪ ॥

বিষ্কম্ভকঃ।

প্রাকৃতানুবাদঃ।—তস্যাঃ—পুরুষোত্তমে ইতি ভণিতব্যে পুরূরবসি ইতি নির্গতা বাণী ॥ ৮ ॥

শপ্তা উপাধ্যায়েন। মহেন্দ্রেণ পুনরনুগৃহীতা ॥ ১০ ॥

যেন মম ত্বয়া উপদেশঃ লঙ্ঘিতঃ, তেন ন তে দিব্যং স্থানং ভবিষ্যতি ইতি উপাধ্যায়স্য সকাশাত্ শাপঃ। পুরন্দরেণ পুনঃ লজ্জাবনতমুখীম্ উর্ব্বশীং প্রেক্ষ্য এবং ভণিতম্—'যস্মিন্ বদ্ধভাবাসি ত্বং তস্য মে রণসহায়স্য রাজর্ষেঃ প্রিয়ং করণীয়ম্। তত্ তাবৎ ত্বং পুরূরবসং যথাকামম্ উপতিষ্ঠস্ব যাবত্ স পরিদৃষ্টসন্তানো ভবতি'—ইতি ॥ ১২ ॥

কথাপ্রসঙ্গেন অপরাদ্ধা অভিষেকবেলা। তত্ উপাধ্যায়স্য পার্শ্ববর্ত্তিনো ভবাবঃ ॥ ১৪ ॥

বঙ্গার্থ।—দ্বিতীয়।—তখন "পুরুষোত্তমের উপর"—বল্‌তে গিয়ে, উর্ব্বশী ব'লে ফেল্লে—পুরূরবার উপর ॥ ৮ ॥

প্রথম।—যাহা ঘট্‌বে, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়নিচয় তাহার অনুকূলভাবেই কাজ করে।—তাহাতে মুনি উর্ব্বশীর উপর খুব চট্‌লেন? ॥ ৯ ॥

দ্বিতীয়।—ঐরূপ ভুল হওয়ায়, উপাধ্যায় অভিশাপ দিয়াছিলেন, পরে মহেন্দ্র অনুগ্রহ করিলেন ॥ ১০ ॥

প্রথম।—কেমন? ১১ ॥

দ্বিতীয়।—"যেমন তুমি আমার উপদেশ বিস্মৃত হইয়াছ, তেমন এই স্বর্গে আর তুমি থাকিতে পারিবে না" বলিয়া উপাধ্যায় শাপ দিলেন। উর্ব্বশী লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তখন দেবরাজ বলিলেন—"তুমি যাঁহার উপর অনুরক্ত হইয়াছ, সেই রাজর্ষি পুরূরবা আমার সকল যুদ্ধের প্রধান সহায় এবং পরম বন্ধু; সুতরাং তাঁহার প্রিয় কার্য্য আমার কর্ত্তব্য, অতএব যেমন ভাবে ইচ্ছা, তুমি পুরূরবাকে সেবা কর গিয়া, কিন্তু তিনি যখন তোমার গর্ভজাত সন্তানের মুখ দেখিবেন, তখন তোমাকে ফিরিয়া আসিতে হইবে" ॥ ১২ ॥

প্রথম।—মহেন্দ্র ত লোকের মনের কথা বোঝেন, সুতরাং তাঁর পক্ষে ইহা উচিতই হইয়াছে ॥ ১৩ ॥

দ্বিতীয়।—(সূর্য্যের দিকে চাহিয়া) কথায় কথায় গুরুদেবের স্নানের সময় প্রায় অতীত হইল, অতএব চল —গুরুদেবের কাছে যাই। (বলিয়া উভয়ের প্রস্থান) ॥ ১৪ ॥

বিষ্কম্ভক শেষ।

(ততঃ প্রবিশতি কঞ্চুকী ।)

কঞ্চুকী ।—

সর্ব্বঃ কল্পে বয়সি যততে লব্ধুমর্থান্ কুটুম্বী
পশ্চাৎ পুত্রৈরুপহৃতভরঃ কল্পতে বিশ্রমায় ।
অস্মাকন্তু প্রতিদিনমিয়ং সাদয়ন্তী প্রতিষ্ঠাং
সেবা কারাপরিণতিরভূৎ স্ত্রীষু কষ্টোঽধিকারঃ ॥ ॥ ১৫ ॥

(পরিক্রম্য) আদিষ্টোঽস্মি সনিয়ময়া কাশিরাজপুত্র্যা—যথা 'ব্রতসম্পাদনায় ময়া মানমুৎসৃজ্য নিপুণিকামুখেন পূর্ব্বং যাচিতো মহারাজঃ। তদেব মদ্বচনাদ্বিজ্ঞাপয়' ইতি, যাবদহমবসিতসন্ধ্যাকার্য্যং মহারাজং পশ্যামি। (পরিক্রম্যাবলোক্য চ) রমণীয়ঃ খলু দিবসাবসানবৃত্তান্তো রাজবেশ্মনি। তথাহি— ॥ ১৬ ॥

উৎকীর্ণা ইব বাসযষ্টিষু নিশানিদ্রালসা বর্হিণো
ধূপৈর্জালবিনিঃসৃতৈর্বলভয়ঃ সন্দিগ্ধপারাবতাঃ ।
আচারপ্রযতঃ সপুষ্পবলিষু স্থানেষু চার্চ্চিষ্মতীঃ
সন্ধ্যামঙ্গলদীপিকা বিভজতে শুদ্ধান্তবৃদ্ধাজনঃ ॥ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ।—সর্ব্বঃ কুটুম্বী কল্পে (সমর্থে—'কৃপূ সামর্থ্যে'—ইতি ধাতুঃ) বয়সি অর্থান্ লব্ধুং যততে। পশ্চাৎ পুত্রৈঃ উপহৃতভরঃ সন্ বিশ্রমায় কল্পতে। তু (কিন্তু) অস্মাকং (অন্তঃপুরনিযুক্তানাং) প্রতিদিনং প্রতিষ্ঠাং সাদয়ন্তী ইয়ং—সেবা কারাপরিণতিঃ অভূত্, অহো! স্ত্রীষু অধিকারঃ কষ্টঃ ॥ ১৫ ॥

বাসযষ্টিষু নিশা-নিদ্রালসা বর্হিণঃ উৎকীর্ণাঃ ইব দৃশ্যন্তে। জাল-বিনিঃসৃতৈঃ ধূপৈঃ বলভয়ঃ সন্দিগ্ধ-পারাবতাঃ ইব জাতাঃ। আচারপ্রযতঃ শুদ্ধান্তবৃদ্ধা-জনঃ সপুষ্পবলিষু স্থানেষু অর্চ্চিষ্মতীঃ সন্ধ্যামঙ্গলদীপিকাঃ বিভজতে চ ॥ ১৭ ॥

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

বঙ্গার্থ।—কঞ্চুকী। যাদের দশজন আত্মীয়,পোষ্য আছে, তারা সবাই সামর্থ্য থাকিতে থাকিতে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করে, পরে শেষবয়সে পুত্রাদির উপর সংসারভার ন্যস্ত করিয়া বিশ্রাম-সুখ ভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু আমাদের চাকুরি কারাবাসে পরিণত হয়! পার-না-পার, শরীরপাত করিয়া সেবা করিতেই হইবে। কিছুতেই রেহাই নাই! হায় রে! স্ত্রীলোকের মধ্যে নিয়ত চাকুরি করা, নারীমণ্ডল লইয়া সর্ব্বদা থাকা কি কষ্টের কাজ! কি বিড়ম্বনা! ১৫ ॥

কঞ্চুকী।—(একটু এগিয়ে) নিয়মবতী অর্থাৎ ব্রতাবলম্বিনী কাশিরাজকন্যা দেবী ঔশীনরী আমাকে আদেশ করিয়াছেন যে,—ব্রত-সমাপনের নিমিত্ত অভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক তিনি নিপুণিকার দ্বারা মহারাজকে পূর্ব্বেই প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছেন। সেই কথাটা রাণীর নাম করিয়া মহারাজকে মনে করিয়া দিতে হইবে। যাই, এত বেলা হয় ত মহারাজের সায়ংকৃত্য সমাপ্ত হইয়া থাকিবে, এই সময়ে দেখি গিয়া। (একটু এগিয়ে দেখে) আহা! রাজবাড়ীতে সন্ধ্যাকালে কি সুন্দর শোভা হয়।—দাঁড়ের উপর ময়ূরগুলি রাত্রির নিদ্রায় অলস হইয়া এতই নিশ্চলভাবে আছে যে, মনে হয়—বুঝি কেহ ঐ বাস-যষ্টির মাথায় উহাদিগকে খুদিয়া রাখিয়াছে; কক্ষে কক্ষে ধূপ-ধুনো জ্বালানো হইতেছে, এবং জানালা দিয়া ধূম বাহির হইয়া কার্ণিশে গিয়া জমিতেছে, মনে হইতেছে—বুঝি ঝাঁকে ঝাঁকে কপোত আসিয়া কার্ণিশগুলি ছাইয়া ফেলিয়াছে। শুদ্ধাচার-সম্পন্ন ও সংযত অন্তঃপুরবাসিনী বৃদ্ধারা, নানা কুসুম ও অন্যান্য পূজার্হ-বস্তুতে পরিশোভিত স্থানসমূহে অর্থাৎ চতুষ্পথাদিতে, উজ্জ্বল-শিখাসমন্বিত, সায়ংকালীন মঙ্গলপ্রদীপ—কেমন ভাগে ভাগে সাজাইয়া রাখিতেছেন ॥ ১৬—১৭ ॥

(নেপথ্যাভিমুখং দৃষ্ট্বা) অয়ে, ইত এব প্রস্থিতো দেবঃ।

পরিজনবনিতাকরার্পিতাভিঃ
পরিবৃত এষ বিভাতি দীপিকাভিঃ।
গিরিরিব গতিমানপক্ষসাদা-
দনুতটপুষ্পিতকর্ণিকারযষ্টিঃ ॥

যাবদেনমবলোকনমার্গে স্থিতঃ প্রতিপালয়ামি। ॥ ১৮ ॥

(ততঃ প্রবিশতি যথানির্দ্দিষ্টঃ সপরিবারো রাজা বিদূষকশ্চ)

রাজা।— (আত্মগতম্।)
কার্য্যান্তরিতোত্‌কণ্ঠং দিনং ময়া নীতমনতিকৃচ্ছ্রেণ।
অবিনোদদীর্ঘযামা কথং নু রাত্রির্গময়িতব্যা ॥ ॥ ১৯ ॥

কঞ্চুকী।— (উপগম্য।) জয়তু জয়তু দেবঃ। দেব, দেবী বিজ্ঞাপয়তি—'মণিহর্ম্ম্যপৃষ্ঠে সুদর্শনশ্চন্দ্রঃ, তত্র সন্নিহিতেন দেবেন প্রতিপালয়িতুমিচ্ছামি যাবদ্রোহিণীসংযোগ' ইতি ॥ ২০ ॥

রাজা।— বিজ্ঞাপ্যতাং দেবী যথাবচ্ছন্দ ইতি। ॥ ২১ ॥

কঞ্চুকী।— যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।) ॥ ২২ ॥

রাজা।— বয়স্য, কি পরমার্থত এব দেব্যা ব্রতনিমিত্তোঽয়মারম্ভঃ স্যাৎ ? ॥ ২৩ ॥

অন্বয়।—এষঃ দেবঃ পরিজনবনিতাকরার্পিতাভিঃ দীপিকাভিঃ পরিবৃতঃ সন্, অপক্ষ-সাদাৎ গতিমান্ অনুতটপুষ্পিত-কর্ণিকারযষ্টিঃ গিরিঃ ইব বিভাতি ॥ ১৮ ॥

কার্য্যান্তরিতোৎকণ্ঠং দিনম্ অনতিকৃচ্ছ্রেণ ময়া নীতম্। তু (কিন্তু) অবিনোদ-দীর্ঘযামা রাত্রিঃ কথং ময়া গময়িতব্যা ? ॥ ১৯ ॥

বঙ্গার্থ।—কঞ্চুকী। (সাজঘরের দিকে চেয়ে) তাই ত, রাজা যে এই দিকেই আসছেন। চারিদিকে পরিজনেরা প্রদীপ ধরিয়া বেষ্টন-পূর্ব্বক ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে, আর দীপমালার সম্মিলিত শিখায় রাজদেহ কি চমৎকার প্রদীপিত হইয়া শোভা পাইতেছে। মনে হইতেছে,—পক্ষচ্ছেদের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের কোন পর্ব্বত মন্থরভাবে অগ্রসর হইতেছে, আর তার তটদেশে স্বর্ণবর্ণ কর্ণিকার-কুসুমের তরু ফুলভারে হাসিতেছে ॥ ১৮ ॥

(রাজার ও পূর্ব্বকথিতভাবে পরিজনবর্গের এবং বিদূষকের প্রবেশ)

রাজা।—নানাকার্য্যে আনমনা থাকি বলিয়া দিনের বেলাটা কোনমতে একভাবে কাটাই, কিন্তু রাত্রিতে চিত্তবিনোদনের কিছুই নাই, এক একটা প্রহর এক একটা বছরের মত দীর্ঘ বলিয়া মনে হয়। কি করিয়া কাটাইব ? ॥ ১৯ ॥

কঞ্চুকী।—(কাছে গিয়ে) মহারাজের জয় হোক্। দেব ! দেবী বলেছেন—মণিহর্ম্ম্য প্রাসাদ হইতে চন্দ্রকে খুব সুন্দরভাবে দেখা যায়। আপনি তথায়—যতক্ষণ রোহিণীর সহিত আজ চন্দ্রের যোগ থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত একটু অপেক্ষা করিবেন ॥ ২০ ॥

রাজা।—দেবীকে বল গিয়া, যেমন তাঁর ইচ্ছা, আমি তাহাই করিব ॥ ২১ ॥

কঞ্চুকী।—যে আজ্ঞা মহারাজ (নিষ্ক্রান্ত) ॥ ২২ ॥

রাজা।—বয়স্য ! সত্য কি কোন ব্রতের জন্য আজ দেবীর এই আয়োজন ? ॥ ২৩ ॥

বিদূষকঃ।— তক্কেমি সংজাদপচ্ছাদাবা অত্তভোদী বদব্ববদেসেণ তত্তভবদো পণিপাদলঙ্ঘণং পমজ্জিদুকামাত্তি। ॥ ২৪ ॥

রাজা।— উপপন্নং ভবানাহ, তথাহি—অবধুতপ্রণিপাতাঃ পশ্চাত্ সন্তপ্যমানমনসোঽপি।
নিভৃতৈর্ব্যপদেশৈর্দয়িতানুশয়ৈর্মনস্বিন্যঃ॥

তদাদেশয় মণিহর্ম্ম্যপৃষ্ঠস্য মার্গম্। ২৫

বিদূষকঃ।— ইদো ইদো এদু ভবম্, ইমিণা গঙ্গাতরঙ্গসিসিরেণ ফলিঅমণিসিলাসোবাণেণ আরোহদু ভবং সব্বদা রমণীঅং মণিহম্মপিট্ঠতলম্।

(রাজা আরোহতি। সর্ব্বে সোপানারোহণং নাটয়ন্তি।) ২৬ ॥

বিদূষকঃ।— (নিরূপ্য।) পচ্চাসন্নেণ চন্দোদএণ হোদব্বম্ জহ তিমিরেণ অদিরেচীঅমাণং পুব্বদিসামুহং আলোহিঅপ্পহং দীসদি। ॥ ২৭ ॥

রাজা। - সম্যগ্ ভবান্মন্যতে। উদয়গূঢ়শশাঙ্কমরীচিভি-স্তমসি দূরমিতঃ প্রতিসারিতে।
অলকসংযমনাদিব লোচনে হরতি মে হরিবাহনদিঙ্মুখম্। ২৮ ॥

অন্বয়ঃ।—তমসি উদয়গূঢ়-শশাঙ্কমরীচিভিঃ ইতঃ দূরং প্রতিসারিতে সতি হরিবাহন-দিঙ্মুখম্ অলকসংযমনাত্ ইব মে লোচনে হরতি। ২৮ ॥

প্রাকৃতানুবাদঃ।—তর্কয়ামি—সঞ্জাতপশ্চাত্তাপা অত্রভবতী ব্রতব্যপদেশেন তত্রভবতঃ প্রণিপাতলঙ্ঘনং প্রমাষ্টুকামা—ইতি॥ ২৪ ॥

ইত ইত এতু ভবান্। অনেন গঙ্গাতরঙ্গশিশিরেণ স্ফটিকমণিশিলাসোপানেন আরোহতু ভবান্—সর্ব্বদা রমণীয়ং মণিহর্ম্ম্যপৃষ্ঠতলম্॥ ২৬॥

প্রত্যাসন্নেন চন্দ্রোদয়েন ভবিতব্যম্। যথা তিমিরেণ অতিবিচ্যমানং পূর্ব্বদিশামুখম্ আলোহিতপ্রভং দৃশ্যতে॥ ২৭ ॥

বঙ্গার্থ।—বিদূষক। না মহারাজ! আমার মনে হয়, —যে দিন আপনার অত পায়ে পড়া, অত সাধ্য-সাধনা—সকল উপেক্ষা করিয়া তাঁহার সেই যে চলিয়া যাওয়া, তার পর থেকে, হয় ত, খুব অনুতাপ হয়েছে, তাই আজ দেবী এই ব্রতের ছল করিয়া তোমার নিকট নিজের ত্রুটি স্বীকার কর্ত্তে উদ্যোগ করেছেন। সেদিনকার দোষক্ষালনের নিমিত্তই এই প্রয়াস॥ ২৪॥

রাজা।—বয়স্য, তুমি ঠিকই বলেছ,—হৃদয়বতী রমণীরা প্রথমতঃ প্রিয়তমের প্রণিপাত উপেক্ষা করিয়া পরে মনের আগুনে যখন ধিকি ধিকি পুড়িতে থাকে, তখন নিভৃতে যতই প্রিয়কৃত পূর্ব্বপ্রণতি স্মরণ করে, তত আরও অধিক যাতনায় অস্থির হইয়া পড়ে। এমন কি—গোপনে প্রিয়সন্নিধানে শতবার আত্মসমর্পণ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। অতএব মণিহর্ম্ম্যতলের পথটা দেখাও ত, সেইখানেই যাই॥ ২৫ ॥

বিদূ।—এই দিকে এস, সখে! গঙ্গাতরঙ্গ-সংস্পর্শে সুশীতল ঐ স্ফটিকশিলাগ্রথিত সোপান বাহিয়া চিরসুন্দর মণিহর্ম্ম্যতলে আরোহণ কর। (রাজা প্রথমে এবং পরে অন্যান্য সকলের আরোহণ)॥ ২৬ ॥

বিদূষক। (দেখিয়া) চন্দ্রোদয়ের আর দেরী নাই। কেন না, —পূর্ব্বদিক্ ক্রমেই তিমিরশূন্য এবং রক্তাভ হয়ে উঠ্‌ছে॥ ২৭ ॥

রাজা।—ঠিক ধরেছ ভাই!—কেন না, উদয়ের পূর্ব্বক্ষণে (অথবা উদয়াচলের দ্বারা আচ্ছন্ন) চন্দ্র সম্যক্ প্রকাশিত হন্ নাই বটে, কিন্তু তদীয় কিরণমালায় অন্ধকার এ স্থান হইতে কত দূরে সরিয়া গিয়াছে, এবং পূর্ব্বদিক্ বা পূর্ব্বদিক্‌রূপ বধূ মুখ হাসিয়া উঠিয়াছে। মনে হইতেছে, যেন মুখের উপর পতিত কেশভার সরাইয়া রাখায়, একখানা চাঁদপানা মুখ আমার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল॥ ২৮ ॥

বিদূষকঃ। — হী হী ! ভো, এসো খণ্ডমোদগসরিসো উদিদো রাআ ওসধীণম্। ॥ ২৯ ॥

রাজা।— (সস্মিতম্।) সর্বত্রৌদরিকস্যাভ্যবহার্য্যমেব বিষয়ঃ। (প্রাঞ্জলিঃ প্রণম্য)
ভগবন্ নক্ষত্ররাজ, রবিমাবিশতে সতাং ক্রিয়ায়ৈ, সুধয়া তর্পয়তে পিতৄন্ সুরাংশ্চ।
তমসাং নিশি মূর্চ্ছিতাং নিহন্ত্রে হরচূড়ানিহিতাত্মনে নমস্তে ॥ ॥ ৩০ ॥

বিদূষকঃ।— ভো, বম্হণসংকামিদক্খরেণ দে পিদামহেণ অব্ভণুণ্ণাদোসি। তা আসণগদো হোহি। জেণ অহং বি সুহাসীণো হোমি। ॥ ৩১ ॥

রাজা।— (বিদূষকবচনং পরিগৃহ্যোপবিষ্টঃ পরিজনং বিলোক্য।) অভিব্যক্তায়াং চন্দ্রিকায়াং কিং দীপিকাপৌনরুক্ত্যেন। তদ্বিশ্রাম্যন্তু ভবত্যঃ। ॥ ৩২ ॥

পরিজনঃ।— জং দেব আণবেদি। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ) ॥ ৩৩ ॥

রাজা।— (চন্দ্রমবলোক্য) বয়স্য, পরং মুহূর্ত্তাদাগমনং দেব্যাঃ। তদ্বিবিক্তে কথয়ামি স্বামবস্থাম্। ॥ ৩৪ ॥

বিদূষকঃ।— ভো, ণ দীসদি এসা। কিং দু তাএ তারিসং অণুরাঅং পেক্খিঅ সক্কং ক্খু আসাবন্ধেণ অত্তাণঅং ধারিদুম্। ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়।—সতাং ক্রিয়ায়ৈ রবিম্ আবিশতে, সুরান্ পিতৄন্ চ সুধয়া তর্পয়তে, নিশি মূর্চ্ছিতাং তমসাং নিহন্ত্রে হরচূড়ানিহিতাত্মনে তে (তুভ্যং) নমঃ অস্তু ॥ ৩০ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—হী হী। ভোঃ, এষ খণ্ডমোদকসদৃশঃ উদিতঃ রাজা ওষধীনাম্ ॥ ২৯ ॥

ভোঃ ব্রাহ্মণসংক্রামিতাক্ষরেণ তে পিতামহেন অভ্যনুজ্ঞাতঃ অসি। তদাসনগতঃ ভব, যেন অহম্ অপি সুখাসীনঃ ভবামি ॥ ৩১ ॥

যদ্দেবঃ আজ্ঞাপয়তি ॥ ৩৩ ॥

ভোঃ, ন দৃশ্যতে এষা। কিন্তু তস্যাঃ তাদৃশমনুরাগং প্রেক্ষ্য শক্যং খলু আশাবন্ধেন আত্মানং ধারয়িতুম্ ॥ ৩৫ ॥

বঙ্গানুবাদ।—বিদূষক।—বাঃ বাঃ, খাঁড়গুড়ের ডিম্বি মোয়ার মত এই যে ওষধিপতি চন্দ্রদেব উদিত হ'লেন ॥ ২৯ ॥

।—(সহাস্যে) পেটুকদের সব জায়গাতেই কেবল ভোজনের আলোচনা। (অঞ্জলিবদ্ধকরে প্রণামপূর্ব্বক) হে তারানাথ! সাধুদিগের দর্শপৌর্ণমাস ও পিণ্ডপিতৃযজ্ঞাদি ক্রিয়ার নিমিত্ত তুমি রবির সহিত মিলিত হইয়া কৃষ্ণপক্ষের সৃজন কর এবং প্রতিতিথিতে অমৃতের দ্বারা পিতৃগণ এবং দেবগণের তৃপ্তিসাধন কর, তাই ক্রমে ক্ষীণ হইয়া অমাবস্যায় লীন হও। আবার নিশাকালের প্রগাঢ় অন্ধকাররাশির বিনাশ কর, চন্দ্রশেখরের চূড়ায় তোমার স্থান,—এতাদৃশ মহান্ তুমি, তোমাকে নমস্কার ॥ ৩০ ॥

বিদূষক।—দেখ রাজন্! আমি দ্বিজ, তোমার পিতামহ চন্দ্র হইলেন দ্বিজকুলের অধিনায়ক, সুতরাং আমার সাথে তোমার ঐ ঠাকুরদাদার একটা সম্পর্ক আছে। আমার মুখ দিয়া তোমার ঐ পিতামহ, তোমায় অনুমতি দিচ্ছেন—বস্তে, অর্থাৎ আমি বল্ছি যে, তুমি একটু ব'স, তা হ'লে আমিও ভাল হয়ে বস্তে পারি ॥ ৩১ ॥

—রাজা।— (বিদূষকের কথায় বসিয়া পরিজনের দিকে চাহিয়া) এমন ভুবনমোহিনী জ্যোৎস্না থাকিতে আর প্রদীপের প্রয়োজন কি? তোমরা বিশ্রাম কর গে ॥ ৩২ ॥

পরিজন।—যেমন মহারাজের আদেশ (বলিয়াই সকলের প্রস্থান) ॥ ৩৩ ॥

রাজা।—সখে! আর মুহূর্ত্তমধ্যেই দেবী হয় ত এসে পড়বেন। সুতরাং নির্জ্জনে এই সময় তোমাকে আমার অবস্থাটা জানাই ॥ ৩৪ ॥

বিদূ।—ওহে! এখনও দেবীকে দেখা যাচ্ছে না। আমি বলি, উর্ব্বশীর তাদৃশ অনুরাগ কখনও বৃথায় যাবে না। সে আস্বেই আসবে। সুতরাং এখন কিছুকাল ঐ আশাতেই কোনমতে প্রাণটা বাঁচাও ॥ ৩৫ ॥

রাজা।— এবমেতত্। বলবান্ পুনর্মম মনসোঽভিতাপঃ।
নদ্যা ইবপ্রবাহো বিষমশিলাসঙ্কট স্খলিতবেগঃ।
বিঘ্নিতসমাগমসুখো মনসিশয়স্তমুগুণো ভবতি। ॥ ৩৬ ॥

বিদূষকঃ।— জহা পরিহীঅমাণেহিং অঙ্গেহিং সোহসি তহা অচ্ছরেহিং সমাগমং দে পেক্খামি। ॥ ৩৭ ॥

রাজা।— (নিমিত্তং সূচয়ন্)
বচোভিরাশাজননৈর্ভবানিব গুরুব্যথম্।
অয়মাস্পন্দিতৈর্বাহুরাশ্বাসয়তি দক্ষিণঃ ॥ ॥ ৩৮ ॥

বিদূষকঃ। - ণ ক্খু অণ্ণহা বহ্মণস্স বঅণং ভোদি। ॥ ৩৯ ॥

(রাজা সপ্রত্যাশস্তিষ্ঠতি) ॥ ৪০ ॥

(ততঃ প্রবিশত্যাকাশযানেন কৃতাভিসরণবেশা উর্ব্বশী চিত্রলেখা চ।) ॥ ৪১ ॥

উর্ব্বশী।— (আত্মানং বিলোক্য) সহি, রোঅদি দে মে অঅং মোত্তাহরণভূসিদো ণীলংসুঅ-পরিগগহো অহিসারিআবেসো। ॥ ৪২ ॥

চিত্রলেখা।— ণত্থি মে বাআবিহবো পসংসিদুম। ইদং তু চিন্তেমি
অবি ণাম অহং এব্ব পুরূরবা ভবেঅং ত্তি। ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়।— (কিন্তু) বিঘ্নিতসমাগমসুখঃ মনসিশয়ঃ বিষমশিলাসঙ্কটস্খলিতবেগঃ নদ্যাঃ প্রবাহ ইব অনুগুণঃ ভবতি ॥ ৩৬ ॥

আশাজননৈঃ বচোভিঃ ভবান্ ইব অয়ং দক্ষিণবাহুঃ আস্পন্দিতৈঃ গুরুব্যথম্ মাম্ আশ্বাসয়তি ॥ ৩৮ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—যথা পরিহীয়মানৈঃ অঙ্গৈঃ শোভসে, তথা অপ্সরোভিঃ সমাগমং তে প্রেক্ষে ॥ ৩৭ ॥

ন খলু অন্যথা ব্রাহ্মণস্য বচনং ভবতি ॥ ৩৯ ॥

সখি। রোচতে তে মে অয়ং মুক্তাভরণভূষিতঃ নীলাংশুক-পরিগ্রহঃ অভিসারিকা-বেষঃ? ॥ ৪২ ॥

নাস্তি মে বাগ্‌বিভবঃ প্রশংসিতুম্। ইদং তু চিন্তয়ামি—অপিনাম অহমেব পুরূরবাঃ ভবেয়ম্ ইতি ॥ ৪৩ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—তা ঠিক বটে। কিন্তু আমার মনের জ্বালা বড়ই বেশী হইয়াছে। নদীর স্রোত যেমন বিষম শিলাখণ্ডে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া অধিক বেগবান্ হয়, তেমনই প্রিয়ার সহিত মিলন যতই বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে, মন্মথ ততই প্রচণ্ড হইয়া উঠিতেছেন ॥ ৩৬ ॥

বিদূ।—দিন দিন যেরূপ তালপাতার সেপাই হয়ে পড়ছ, তাইতে মনে হয়, যার জন্য এত শুকিয়ে যাচ্ছ, সেই অপ্সরারা দেখা দিন ব'লে ॥ ৩৭ ॥

রাজা। -(হঠাৎ দক্ষিণবাহু কাঁপিয়া উঠিল) সখে! তুমি এই সব আশার কথা কহিয়া যেমন আমার হৃদয়ের ব্যথা কতকটা লঘু করিলে, ঠিক সেইরূপ হঠাৎ এই দক্ষিণবাহু কাঁপিয়া কাঁপিয়া ব্যথিত আমাকে অনেকটা আশ্বাস দিতেছে ॥ ৩৮ ॥

বিদ।—কি বল তুমি? ব্রাহ্মণের কথা কি কখনও মিথ্যা হয়? ॥ ৩৯ ॥

(রাজার আশাপূর্ণহৃদয়ে অবস্থান) ॥ ৪০ ॥

(এ দিকে—অভিসারিকার বেশে—আকাশরথে চিত্রলেখা ও উর্ব্বশীর প্রবেশ) ॥ ৪১ ॥

উর্ব্বশী। -(নিজের সুসজ্জিত দেহের দিকে চেয়ে) সখি! এই যে মুক্তালঙ্কারে ভূষিত ও নীলবসন-সমলঙ্কৃত অভিসারিকার বেশ পরিয়াছি, দেখ্ দেখি,—ইহা তোর মনের মত হইয়াছে কি না? ॥ ৪২ ॥

চিত্রলেখা।—তোর আজকার বেশভূষার প্রশংসা আর মুখে কত করব? তোর এই সাজ-গোজ দেখে আমার শুধু মনে হচ্ছে যে, আমি যদি পুরূরবা হতাম ॥ ৪৩ ॥

উর্বশী।— সহি, অসমত্থা ক্খু অহম্। তুমং আণেহি তং সিগ্ঘম্, ণেহি মং তস্স বা সুহঅস্স বসদিম্। ॥ ৪৪ ॥

চিত্রলেখা।— ণং পড়িবিম্বিঅং বিঅ জামিণীজমুণাএ কেলাসসিহরসস্সিরীঅং দে পিঅদমস্স ভবণং উবগদম্হ। ॥ ৪৫ ॥

উর্বশী।— তেণ হি প্পহাবেণ আণাহি কহিং সো মম হিঅঅচোরো কিংবা অণুচিট্ঠদি ত্তি। ॥ ৪৬ ॥

চিত্রলেখা। (আত্মগতম্।) ভোদু। কীড়িস্সং দাব এদাএ সহ। (প্রকাশম্) হলা, দিট্ঠো মএ উবহোগক্খমে অবআসে মণোরহলদ্ধং পিআসমাগমসুহং অণুভবন্তো চিট্ঠদি। ॥ ৪৭ ॥

উর্বশী।— অবেহি। হিঅঅং মে ণ পত্তীঅদি। হলা চিত্তলেহে হিঅএ কাউণ কিং বি জপ্পসি। পিঅসমাগমস্স অগ্গদো এব্ব অণেণ অবহরিদং মে হিঅঅম্। ॥ ৪৮ ॥

চিত্রলেখা। — এসো মণিহম্মপ পাসাদগদো বঅস্সমেত্তসহাও রাএসী। তা উবসপ্পম্হ। (উভে অবতরতঃ) ॥ ৪৯ ॥

রাজা। - বয়স্য, রজন্যা সহ বিজৃম্ভতে মদনবাধা। ॥ ৫০ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—সখি। অসমর্থা খলু অহম্। ত্বম্ আনয় তং শীঘ্রম্, নয় মাং তস্য বা সুভগস্য বসতিম্ ॥ ৪৪ ॥

ননু প্রতিবিম্বিতম্ ইব যামিনী-যমুনায়াং কৈলাসশিখর-সশ্রীকং তে প্রিয়তমস্য ভবনম্ উপগতে স্বঃ ॥ ৪৫ ॥

তেন হি প্রভাবেণ জানীহি কুত্র সঃ মে হৃদয়-চোরঃ? কিংবা অনুতিষ্ঠতি ইতি? ॥ ৪৬ ॥

ভবতু—ক্রীড়িষ্যামি তাবৎ এতয়া সহ। সখি। দৃষ্টঃ ময়া—উপভোগক্ষমে অবকাশে মনোরথলব্ধং প্রিয়াসমাগম-সুখম্ অনুভবংস্তিষ্ঠতি ॥ ৪৭ ॥

অপেহি। হৃদয়ং মে ন প্রত্যেতি। সখি চিত্রলেখে! হৃদয়ে কৃত্বা কিম্ অপি জল্পসি? প্রিয়-সমাগমস্য অগ্রতঃ এব অনেন অপহৃতং মে হৃদয়ম্ ॥ ৪৮ ॥

এষঃ মণিহর্ম্ম্যপ্রাসাদগতো বয়স্যমাত্রসহায়ঃ রাজর্ষিঃ। তৎ উপসর্পাবঃ ॥ ৪৯ ॥

—ভাবার্থ—উর্ব্বশী। সখি। আমি আর দেরি কর্ত্তে পাচ্ছি না। হয় তুই সত্বর সেই রাজাকে নিয়ে আয়, না হয়, আমাকে সেই মনোহরের নিকটে লইয়া চল্ ॥ ৪৪ ॥

চিত্রলেখা।—সখি। চন্দ্রিকাবিধৌত যমুনার জলে প্রতি-বিম্বিতকান্তি তুষারধবল কৈলাসগিরির শিখরদেশের ন্যায় নয়নতর্পণ ঐ তোর প্রিয়তমের ভবন, এতক্ষণে আমরা পৌঁছিলাম আসিয়া আর কি! ॥ ৪৫ ॥

উর্ব্বশী।—তা হ'লে—ধ্যানের দ্বারা জান্ দেখি, আমার সেই হৃদয়চোর এখন কোথায় এবং কি করিতেছেন ॥ ৪৬ ॥

চিত্র।—(মনে মনে) আচ্ছা, একে নিয়ে একটু খেলানো যাক্। (প্রকাশ্যে) ওলো, জান্লুম—তোর সেই মনচোর—একটা সুন্দর উপভোগক্ষমস্থানে তার হৃদয়ের ধনকে আশার সাজে সাজাইয়া তাহার মিলনসুখে মাতিয়া আছে ॥ ৪৭ ॥

উর্ব্বশী।—দূর দূর। বিশ্বাস হয় না। চিত্রলেখে! মনে একটা মতলব আঁটছিস্ বুঝি? সে যে সমাগমের পূর্ব্বেই আমার মন হরণ করিয়াছে ॥ ৪৮ ॥

চিত্রলেখা।—এই যে বয়স্যের সহিত মহারাজ মণিহর্ম্ম্য-প্রাসাদে উপস্থিত আছেন। তবে চল্—দু'জনে হাজির হই গিয়া। (উভয়ের আকাশযান হইতে অবতরণ) ॥ ৪৯ ॥

রাজা।—সখে! রাত্রি যতই বাড়ছে, আমার বিরহাগ্নিও ততই দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠছে ॥ ৫০ ॥

উর্ব্বশী।— অণিব্‌ভিন্নত্থেণ ইমিণা বঅণেণ আকম্পিদং মে হিঅঅম্, অন্তরিদা সুণ্‌ন্ধ আলাবম্, জাব ণো সংসঅচ্ছেদো হোদি। ॥ ৫১ ॥

চিত্রলেখা।— জং দে রোঅদি। ॥ ৫২ ॥

বিদূষকঃ।— ণং ইমে অমিঅগব্‌ভা সেবীঅন্থ চন্দবাদা। ॥ ৫৩ ॥

রাজা।— বয়স্য, এবমাদিভিরনুপক্রম্যোঽয়মাতঙ্কঃ। পশ্য—

কুসুমশয়নং ন প্রত্যগ্রং ন চন্দ্রমরীচয়ো
ন চ মলয়জং সর্ব্বাঙ্গীণং ন বা মণিযষ্টয়ঃ।
মনসিজরুজং সা বা দিব্যা মমালমপোহিতুং
রহসি লঘয়েদারব্ধা বা তদাশ্রয়িণী কথা॥ ॥ ৫৪ ॥

উর্ব্বশী।— হিঅঅ, জং দাণীং সি মং উজ্ঝিঅ ইদো সংকন্তং তস্‌স ফলং তুএ উবলদ্ধম। ॥ ৫৫ ॥

বিদূষকঃ।— আং। ভো, অহংপি জদা সিহরিণীং রসালং অ ণ লহে তদা তং এব্ব চিন্তয়ন্তো আসাদেমি সুহম্। ॥ ৫৬ ॥

রাজা।— সম্পদ্যত ইদং ভবতঃ। ॥ ৫৭ ॥

অন্বয়।—প্রত্যগ্রং কুসুমশয়নং মম মনসিজরুজম অপোহিতুং ন অলম্, ন বা চন্দ্রমরীচয়ঃ, ন চ প্রত্যগ্রং সর্ব্বাঙ্গীণং মলয়জম, ন বা মণিযষ্টয়ঃ (মণিহারাদয়ঃ) চ, (অপোহিতুম্ অলমিত্যর্থঃ), রহসি (উপস্থিতা) সা দিব্যা (উর্ব্বশী) মম মনসিজ-রুজম্ অপোহিতুং অলম্, অথবা রহসি (নির্জ্জনে) তদাশ্রয়িণী (উর্ব্বশী-সম্বন্ধিনী) কথা মম মনসিজরুজং অপোহিতুম অলম্ (সমর্থা,) নান্যৎ কিমপি॥ ৫৪॥

প্রাকৃতানুবাদ।—অনির্ব্বিন্নার্থেন অনেন বচনেন কম্পিতং মে হৃদয়ম্। অন্তরিতে শৃণুবঃ আলাপম্ যাবদাবয়োঃ সংশয়চ্ছেদঃ ভবতি॥ ৫১॥

যৎ তে রোচতে॥ ৫২॥

ননু এতে অমৃতগর্ভাঃ সেব্যন্তাং চন্দ্রপাদাঃ॥ ৫৩॥

হৃদয়! যদ্ ইদানীম্ অসি—মামুজ্ঝিত্বা ইতঃ সংক্রান্তং তস্য ফলং ত্বযা উপলব্ধম্॥ ৫৫॥

আম্। ভোঃ, অহমপি যদা শিখরিণীং রসালং চ ন লভে, তদা তদেব চিন্তয়ন্ আসাদয়ামি সুখম্॥ ৫৬॥

বঙ্গার্থ।—উর্ব্বশী।—কার বিরহ? কথাটা ঠিক খোলসা নয় বলিয়া বুকটা আমার কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে। একটু গা'-ঢাকা দিয়ে,—চল্, আমরা উহাদের কথাবার্ত্তা শুনি গে। দেখি, সংশয় ঘোচে কি না॥ ৫১॥

চিত্র।—যেমন তোর অভিরুচি॥ ৫২॥

বিদূ।—আহা! এমন সুন্দর অমৃতবর্ষিণী জ্যোৎস্না! একটু ভোগ কর না ভাই॥ ৫৩॥

রাজা।—সখে! এই সব জিনিসের দ্বারা আমার এ জ্বালা কমে না। ভাবিয়া দেখ,—টাট্‌কা ফুলের বিছানা, বিমল জ্যোৎস্না, সদ্যঃ মলয়জ চন্দন এবং তদ্দারা সারা অঙ্গে বিলেপন, আর মণিমুক্তার হার—এ সমস্তই আমার মনের জ্বালা বৃদ্ধি করে বৈ—কমায় না। শুধু সেই অনুপম ললনা বা তাহার বিষয়ে আলাপ আমার এ যাতনা কতকটা কমাইতে পারে। অন্য উপায় নাই॥ ৫৪॥

উর্ব্বশী।—হৃদয়! আমাকে ছেড়ে যেমন এই রাজায় আকৃষ্ট হইয়াছ, এখন তার ফল ভোগ কর। হায় রে!॥ ৫৫॥

বিদূষক।—ঠিক বলেছ,— আমিও এলাচ-লবঙ্গ-কর্পূরাদি-সুরভিত, শর্করামিশ্রিত, ঘন আবর্ত্তিত দুগ্ধ-বিনির্ম্মিত দধি এবং দু'একটি আম যখন না পাই, তখন তার চিন্তা করিয়াও কত সুখ পাই। তা তোমার যে হবে—তা'তে আর আশ্চর্য্য কি?॥ ৫৬॥

রাজা।—তোমার তাদৃশ সুখাদ্য জুটুক ব'লে॥ ৫৭॥

বিদূষকঃ। -- তুমং বি তং অইরেণ পাবিহিসি। ॥ ৫৮ ॥

রাজা।— সখে, এবং মন্যে। ॥ ৫৯ ॥

চিত্রলেখা।— সুণু অসংতুট্ঠে! ॥ ৬০ ॥

বিদূষকঃ।— কহং বিঅ? ॥ ৬১ ॥

রাজা।— ইদং তয়া রথক্ষোভাদঙ্গেনাঙ্গং নিপীড়িতম্।

এবং কৃতি শরীরেঽস্মিন শেষমঙ্গং ভুবো ভরঃ॥ ॥ ৬২ ॥

উর্ব্বশী।— কিং দাণিং অবরং বিলম্বিস্সম্। (সহসোপগম্য) হলা চিত্তলেহে, অগ্গদো বি মএ ট্ঠিদাত্র উদাসীণো মহারাও। ॥ ৬৩ ॥

চিত্রলেখা। (সস্মিতম্।) অই অদিতুবরিদে, অসংকৃখিত্তিরক্কবিণী অসি। ॥ ৬৪ ॥

(নেপথ্যে)

ইদো ইদো ভট্টিণী! ॥ ৬৪—ক ॥

(সর্ব্বে কর্ণং দদতি। উর্ব্বশী সহ সখ্যা বিষণ্ণা) ॥ ৬৫ ॥

বিদূষকঃ।— অই ভো, উবট্ঠিদা দেবী। তা সুমদ্দিদমুহো হোহি। ॥ ৬৬ ॥

রাজা।— ভবানপি সংবৃতাকারমাস্তাম্। ॥ ৬৭ ॥

অন্বয়।—অস্মিন্ (মম) শরীরে ইদম্ একম্ অঙ্গং রথক্ষোভাৎ ত্বয়া অঙ্গেন নিপীড়িতং সৎ কৃতি (সার্থকম্), শেষম্ অঙ্গং ভুবঃ ভরঃ (কেবলং পৃথিব্যাঃ ভাররূপম্) ॥ ৬২ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।— ত্বমপি তামচিরেণ প্রাপ্স্যসি ॥ ৫৮ ॥

শৃণু অসন্তুষ্টে ॥ ৬০ ॥

কথম্ ইব ॥ ৬১ ॥

কিম্ ইদানীম্ অপরং বিলম্বিষ্যে। সখি চিত্রলেখে! অগ্রতঃ অপি মম স্থিতায়াঃ উদাসীনঃ মহারাজঃ ॥ ৬৩ ॥

অতিত্বরিতে! অসংক্ষিপ্ত-তিরস্করিণী অসি ॥ ৬৪ ॥

ইতঃ ইতঃ ভট্টিনী ॥ ৬৪—ক ॥

অয়ি ভোঃ, উপস্থিতা দেবী, তৎ সুমুদ্রিতমুখঃ ভব ॥ ৬৬ ॥

বঙ্গার্থ।—বিদূ।—তুমিও তোমার সেই হৃদয়েশ্বরীকে অচিরাৎ লাভ কর্ব্বে ॥ ৫৮ ॥

রাজা।—সখে! আমারও ত তাই মনে হয় ॥ ৫৯ ॥

চিত্র।—শোন্ লো শোন্, তোর ত কিছুতেই তৃপ্তি নেই ॥ ৬০ ॥

বিদূ।—কেমন? ৬১ ॥

রাজা।—যখন তাকে প্রথম রথে তুলিয়া আনি, দানবভয়ে সে অচৈতন্য ছিল, তখন রথের ঝাঁকুনিতে এক একবার সে এসে আমার গায়ের উপর পড়ছিল, সখে! সত্য বলিতে কি, তার সেই অঙ্গস্পর্শে আমার দেহের সেই সেই অংশ সার্থক হইয়াছে, বাকি অঙ্গগুলোর জন্মই বৃথা। তার দেহের সাথে যে অঙ্গের ঘেঁষাঘেঁষি হয় নি, সে অঙ্গ থাকা না থাকা সমান ॥ ৬২ ॥

উর্ব্বশী।—এত শুনেও কি আর দেখা না দিয়ে থাকা যায়? (সহসা রাজার সম্মুখে গিয়া) এ কি সই? সাম্নে এসে দাঁড়ালুম, তবুও মহারাজ আমাকে দেখ্তে পাচ্ছেন না ॥ ৬৩ ॥

চিত্র।—(সহাস্যে) তুই যে দু'হাতে খেতে চা'স্! তাড়াতাড়িতে তিরস্করিণী সরাইতে ভুলেছিস্ যে ॥ ৬৪ ॥

(নেপথ্য হইতে) এই দিকে এই দিকে মহারাণী ॥৬৪—ক ॥

(সকলে শুনিতে লাগিলেন) উর্ব্বশী ও তার সখী, পাটরাণীর নামে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল, মুখ ফ্যাঁকাসে হয়ে গেল) ॥ ৬৫ ॥

বিদূষক।—ও মশায়! পাটরাণী এসে হাজির। একদম চুপ্ ক'রে যাও। নইলে আর রক্ষা নাই ॥ ৬৬ ॥

রাজা।—তুমিও আকার-ইঙ্গিত সাম্লে থেকো। যেন কিছুই হয় নি। নতুবা ধরা পড়্বো ॥ ৬৭ ॥

উর্ব্বশী।— হলা, কিং এত্থ করণিজ্জম্। ॥ ৬৮ ॥

চিত্রলেখা।— অলং আবেএণ অন্তরিদা দাণীং সি তুমম্। বিহিদণিঅমবেসা রাঅমহিসী দীসদি। তা এসা চিরং ণ চিট্ঠিস্সদি। ॥ ৬৯ ॥

ততঃ প্রবিশতি ধৃতোপহারপরিজনা দেবী।)

দেবী।— (চন্দ্রমালোক্য।) এসো রোহিণীজোএণ অহিঅং সোহদি ভঅবং মিঅলঞ্ছণো। ॥ ৭০ ॥

চেটী।— ণং সংপজ্জিস্সদি ভট্টিণীসহিদস্স ভট্টিণো বিসেসরমণীঅদা। (ইতি পরিক্রামতঃ) ॥ ৭১ ॥

বিদূষকঃ।— ভো, ণং জাণামি সোত্থিবাঅণং বি দেদি। আদু ভবন্তং অন্তরেণ চন্দব্বদববদেসেণ মুক্করোসা অজ্জ মে অক্খীণং সুহদংসণা দেবী। ॥ ৭২ ॥

রাজা।— (সস্মিতম্।) উভয়মপি ঘটতে। তথাপি ভবতা যৎ পশ্চাদভিহিতং তন্মাং প্রতিভাতি।

যদত্রভবতী—সিতাংশুকা মঙ্গলমাত্রভূষণা পবিত্রদূর্ব্বাঙ্কুরলাঞ্ছিতালকা।
ব্রতাপদেশোজ্ঝিতগর্ব্ববৃত্তিনা ময়ি প্রসন্না বপুষৈব লক্ষ্যতে ॥ ॥ ৭৩ ॥

দেবী।— (উপগম্য।) জেদু জেদু মহারাও। ॥ ৭৪ ॥

অন্বয়।—সিতাংশুকা, মঙ্গলমাত্র-ভূষণা, পবিত্র দূর্ব্বাঙ্কুর-লাঞ্ছিতালকা অত্রভবতী (দেবী) ব্রতাপদেশোজ্ঝিত-গর্ব্ববৃত্তিনা বপুষা ময়ি প্রসন্না ইব লক্ষ্যতে ॥ ৭৩ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—হলা, কিমত্র করণীয়ম্? ॥৬৮॥ অলম্ আবেগেন, অন্তরিতা ইদানীম্ অসি ত্বম্। বিহিত-নিয়মবেষা রাজমহিষী দৃশ্যতে, তৎ এষা চিরং ন স্থাস্যতি ॥৬৯॥ এষঃ রোহিণীযোগেন অধিকং শোভতে ভগবান্ মৃগ-লাঞ্ছনঃ ॥ ৭০ ॥

ননু সম্পৎস্যতে দেব্যা সহিতস্য দেবস্য বিশেষরমণীয়তা ॥৭১॥ ভোঃ, ননু জানামি—স্বস্তিবাচনম্ অপি দদাতি। উত ভবন্তম্ অন্তরেণ চন্দ্রব্রতব্যপদেশেন মুক্তরোষা অদ্য মে অক্ষ্ণোঃ সুখদর্শনা দেবী ॥ ৭২ ॥

জয়তু জয়তু মহারাজঃ ॥ ৭৪ ॥

বঙ্গার্থ।—উর্ব্বশী।—ওলো, এখন কি করা যায়—বল্ ত ॥ ৬৮ ॥

চিত্রলেখা।—ব্যস্ত হো'স নে। তুই ত তিরস্করিণী-ঢাকা আছিস্, সুতরাং ধরা পড়্বার আর সম্ভাবনা নেই। দেবীও দেখ্ছি, ব্রতনিয়মের বেশে এসেছেন, সুতরাং বেশিক্ষণ থাক্বেন ব'লে মনে হচ্ছে না ॥ ৬৯ ॥

(দেবীর এবং তাঁহার সহিত ব্রতের দ্রব্যাদিসহ পরিজনদের প্রবেশ)

দেবী।—(চন্দ্রের দিকে চেয়ে) আহা! রোহিণীর সহিত মিলিত হওয়ায় আজ শশাঙ্কের কি শোভাই না জন্মিয়াছে ॥ ৭০ ॥

চেটী।—আপনার সহিত মহারাজের মিলনেও আজ এইরূপ অনির্ব্বচনীয় শোভা জন্মিবে। (বলিতে বলিতে সকলের ধীরে অগ্রগমন) ॥ ৭১ ॥

বিদূষক।—সখে! আমার ধারণা,—দেবী স্বস্তিবাচনের উপকরণরূপে খাবার জিনিষও কিছু দেবেন। না হ'লে তোমারই জন্য আজ চন্দ্রব্রতের ছলে দেবী, যত কিছু মনে অভিমান ক্রোধ,—সব ছেড়ে এসেছেন কেন? আর আমার চোখেই বা দেবীকে এত সুন্দর দেখাচ্ছে কেন? ॥ ৭২ ॥

রাজা। (সহাস্যে) দুইটাই হ'তে পারে। তা' হলেও, শেষে তুমি যা বল্লে, 'সুন্দর দেখাচ্ছে,'—সে কথাটা আমার কিন্তু বর্ণে বর্ণে সত্য মনে হচ্ছে, কেন না—শ্বেতবসন,ঐ-একটা মঙ্গলোপচার—যেমন কপালে সিন্দুর, মাথায় একটা ফুল গোঁজা,—মাত্র ভূষণ, কপালের উপরে চুলের মধ্যে পবিত্র দূর্ব্বাদল,—ইত্যাদিতে দেবীর শোভা শতগুণ বাড়িয়াছে। আমার মনে হচ্ছে, ব্রতের নাম করিয়া, দেবী মনের সমস্ত গর্ব্ব, সমস্ত মান, রোষ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়াছেন, এত দিনে আমার উপর প্রসন্ন হইয়াছেন। কি বল? ॥ ৭৩ ॥

দেবী। (কাছে গিয়া) মহারাজের জয় হউক ॥ ৭৪

পরিজনঃ। — জেদি জেদি দেবো। ॥ ৭৫ ॥

বিদূষকঃ।— সোত্থি ভোদীএ। ॥ ৭৬ ॥

রাজা।— স্বাগতং দেব্যৈ। (তাং হস্তেন গৃহীত্বোপবেশয়তি) ॥ ৭৭ ॥

উর্বশী।— টঠাণে ইঅং বি দেঈসদ্দেণ উচ্চারীঅদি। ণহি কিংবি পরিহীঅদি সচীদো ওজসসিদাএ। ॥ ৭৮ ॥

চিত্রলেখা। —অত্থি অবরং মুহং মন্তিদুং দে ? ॥ ৭৯ ॥

দেবী। — অজ্জউত্তং পুরো কদুঅ কোবি বদবিসেসো মএ সংপাদণীও। তা মুহুত্তঅং উবরোধো সহীঅদু ॥৮০॥

রাজা।— মা মৈবম্। অনুগ্রহঃ খলু, নোপরোধঃ। ॥ ৮১ ॥

বিদূষকঃ।— ঈরিসো ণং সোত্থিবাঅণিএহিং দে বহুসো উবরোধো হোদু। ॥ ৮২ ॥

রাজা।— কিং নামধেয়মেতদ্দেব্যা ব্রতম্। ॥ ৮২—ক ॥

(দেবী নিপুণিকামবলোকয়তি) ॥ ৮৩ ॥

নিপুণিকা।— ভট্টা, পিঅপ্পসাদণং ণাম। ॥ ৮৪ ॥

রাজা।— (দেবীং বিলোক্য) যদ্যেবম্—অনেন কল্যাণি মৃণালকোমলং ব্রতেন গাত্রং গ্লপয়স্যকারণম্।
প্রসাদমাকাঙ্ক্ষতি যস্তবোত্সুকঃ স কিং ত্বয়া দাসজনঃ প্রসাদ্যতে ॥ ॥ ৮৫ ॥

অন্বয়।—অয়ি কল্যাণি। অনেন ব্রতেন মৃণালকোমলং গাত্রম্ অকারণং গ্লপয়সি। যো জনঃ উৎসুকঃ সন্ তব প্রসাদম্ আকাঙ্ক্ষতি, সঃ দাসজনঃ ত্বয়া কিং প্রসাদ্যতে ? ॥ ৮৫ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—জয়তি জয়তি দেবঃ ॥ ৭৫ ॥

স্বস্তি ভবত্যৈ ॥ ৭৬ ॥

স্থানে ইয়ং দেবীশব্দেন উচ্যতে। নহি কিমপি পরিহীয়তে শচীতঃ ওজস্বিতয়া ॥ ৭৮ ॥

অস্তি অপরং মুখং মন্ত্রয়িতুং তে ॥ ৭৯ ॥

আর্য্যপুত্রং পুরস্কৃত্য কঃ অপি ব্রতবিশেষঃ ময়া সম্পাদনীয়ঃ। তৎ মুহূর্ত্তম্ উপরোধঃ সহ্যতাম্ ॥ ৮০ ॥

ভর্ত্তঃ, প্রিয়প্রসাদনং নাম ॥ ৮৪ ॥

ব্যাখ্যা।—পরিজন। —দেবের জয় হউক ॥ ৭৫ ॥

বিদূষক।—দেবীর মঙ্গল হউক, আসতে আজ্ঞা হয় ॥ ৭৬ ॥

রাজা।—এস এস দেবী। (হাতে ধ'রে বসাইলেন) ॥ ৭৭ ॥

উর্ব্বশী।—দেবী বলিয়া সম্বোধন করিবার মতই ইনি বটেন। আকৃতির গাম্ভীর্য্যে এবং অনুভাবে মনে হয়, শচীর চেয়ে ইনি কোন অংশেই কম নহেন ॥ ৭৮ ॥

চিত্রলেখা।—আর কোন্ মুখে না বল্‌বি, বল্‌বার কি মুখ আর আছে ? ॥ ৭৯ ॥

দেবী।—আর্য্যপুত্রকে সাম্‌নে রেখে একটি বিশেষ ব্রত আমার সম্পাদন কর্ত্তে হবে। অতএব কিছুক্ষণের জন্য একটু সময় দিতে হবে—এই অনুরোধ ॥ ৮০ ॥

রাজা।—বল্‌ছো কি দেবি ? অনুরোধ নয়, অনুগ্রহ ॥ ৮১ ॥

বিদূষক।- ভাল ভাল স্বস্তিবাচনিক খাদ্যাদি দিয়ে, এইরূপ উপরোধ, তুমি মহারাণি, জন্মজন্ম ধ'রে করিও,—এই আশীর্ব্বাদ করি ॥ ৮২ ॥

রাজা।—দেবীর এ ব্রতের নাম কি ? ॥ ৮২—ক ॥

(দেবী নিপুণিকার মুখের দিকে চাইতে লাগিলেন) ॥৮৩॥

নিপুণিকা।—স্বামিন্! এই ব্রতের নাম প্রিয়প্রসাদন — অর্থাৎ প্রিয়ব্যক্তির প্রীতি-সাধন ॥ ৮৪ ॥

রাজা।—(দেবীর মুখের দিকে চেয়ে) তাই-ই যদি হয়, তবে কেন বৃথা তোমার মৃণালের মত সুকোমল দেহলতিকাকে ব্রতনিয়মের কঠোরতায় রাতদিন কষ্ট দিচ্ছ দেবি ? যে লোক দিনরাত্রি তোমার একটু কৃপালাভের জন্য উৎসুক, সেই ভৃত্যাধমকে তুমি প্রসন্ন কর্ব্বে কি দিয়ে ? সে ত আপনিই তোমার শ্রীচরণের গোলাম হবার জন্য পাগল ॥ ৮৫

উর্ব্বশী।— (সবৈলক্ষ্যস্মিতম্) মহস্তো কৃখু এদস্স ইমাস্সিং বহুমাণো ॥ ৮৬ ॥

চিত্রলেখা।— অই মুদ্ধে অন্নসংকন্তপ্পেমাণো ণাঅরা ভাবিআএ অহিঅং দক্খিণা হোন্তি। ॥ ৮৭ ॥

দেবী।— এদস্স ববদস্স অঅ প্পহাবো জং এত্তিঅং বদদি অজ্জউত্তো। ॥ ৮৮ ॥

বিদূষকঃ।— বিরমদু ভবং। ণ জুত্তং দে সুহাসিদং পচ্চক্খাদুম। ॥ ৮৯ ॥

দেবী।— দাবিআও, আণেধ ওবহারিঅং, জাব হম্মগদে চন্দবাদে অচ্চেমি ॥ ৯০ ॥

পরিজনঃ।— জং দেঈ আণবেদি। এসো উবহারো। ॥ ৯১ ।

দেবী।— উবণেধ। (নাট্যেন কুসুমাদিভিশ্চন্দ্রপাদানভ্যর্চ্চ্য।) হঞ্জে, ইমেহিং চবহারেহিং মোদএহিং অ অজ্জমাণবঅং কঞ্চুইং অচ্চেধ ॥ ৯২ ॥

পরিজনঃ।— জং দেবী আণবেদি। অজ্জ মাণবঅ, এদং উববাদিদং সোত্থিবাঅণঅম। ॥ ৯৩ ॥

বিদূষকঃ।— (মোদকশরাবং গৃহীত্বা।) সোত্থি ভোদীএ। বহুফলং এদং বদদং হোদু। ॥ ৯৪ ॥

চেটী।— অজ্জ কঞ্চুই, ইদং তুহ। ॥ ৯৫ ॥

কঞ্চুকী— (গৃহীত্বা) স্বস্তি দেব্যৈ। ॥ ৯৬ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—মহান্ খলু এতস্য অস্যাং বহুমানঃ ॥ ৮৬ ॥

অয়ি মুগ্ধে! অন্য-সংক্রান্ত-প্রেমাণঃ নাগরাঃ ভার্য্যায়াম্ অধিকং দক্ষিণা ভবন্তি ॥ ৮৭ ॥

এতস্য ব্রতস্য অয়ং প্রভাবঃ, যদ্ এতাবদ্ বদতি আর্য্য-পুত্রঃ ॥ ৮৮ ॥

বিরমতু ভবান্। ন যুক্তং তব সুভাষিতং প্রত্যাখ্যা-তুম্ ॥ ৮৯ ॥

দারিকাঃ, আনয়ত ঔপহারিকং যাবদ্ হর্ম্ম্যগতান্ চন্দ্র-পাদান্ অর্চ্চয়ামি ॥ ৯০ ॥

যদ্ দেবী আজ্ঞাপয়তি। এষ উপহারঃ ॥ ৯১ ॥

উপনয়ত। চেট্যঃ, এতৈরুপহারৈঃ মোদকৈশ্চ আর্য্য মাণবকম্ কঞ্চুকিনম্ অর্চ্চয়ত ॥ ৯২ ॥

যদ্ দেবী আজ্ঞাপয়তি। আর্য্য মাণবক। এতৎ উপপা-দিতং স্বস্তিবাচনিকম্ ॥ ৯৩ ॥

স্বস্তি ভবত্যৈ। বহুফলম্ এতদ্ ব্রতম্ ভবতু ॥ ৯৪ ॥

আর্য্য কঞ্চুকিন্! ইদং তব ॥ ৯৫ ॥

বঙ্গার্থ।—উর্ব্বশী।—(একটু সলজ্জভাবে ও সস্মিত-মুখে) এই রাণীতে রাজার যথেষ্ট খাতির দেখ্‌তে পাচ্ছি ॥ ৮৬ ।

চিত্রলেখা।—ওলো নেকি! যে সকল নায়ক অন্য নায়িকায় অনুরক্ত, তারা নিজের স্ত্রীর বেলায় ভালবাসার একটু বাড়াবাড়ি দেখিয়ে থাকে ॥ ৮৭ ॥

দেবী।—এই ব্রতের একটা মাহাত্ম্য যে, স্বকণ্ঠে আর্য্যপুত্র এতটা সদয়ভাব দেখাচ্ছেন ॥ ৮৮ ॥

বিদূষক।—কথা ক'য়ো না মহারাজ। দেবীর প্রাণের কথা-গুলি তোমার উড়িয়ে দেওয়া হবে না ॥ ৮৯ ॥

দেবী।—মেয়েরা, পূজার উপকরণাদি এই দিকে নিয়ে এস, প্রাসাদস্থিত চন্দ্রকিরণের সম্মুখে অর্চনা করি ॥ ৯০ ॥

পরিজন।—দেবীর যেমন আজ্ঞা। এই যে উপকরণ মহারাণি ॥ ৯১ ॥

দেবী।—নিয়ে এস। (কুসুমাদির দ্বারা চন্দ্রকিরণের অর্চনা পূর্ব্বক) দাসি, এই নৈবেদ্যের মোদক-(মোয়া) গুলি দিয়ে বিদূষকের ও কঞ্চুকীর অর্চনা ক'রে এস গিয়ে ॥৯২॥

পরিজন।—যেমন দেবীর অনুমতি।—আর্য্য মাণবক, এই আপনার অর্চনার জন্য দেবী কর্তৃক প্রেরিত মোদক ॥ ৯৩ ॥

বিদূষক।—(শরাসরা মোওয়া নিয়ে) দেবি, তোমার মঙ্গল হউক। এই ব্রতের ফল আঠারো আনা হউক ॥ ৯৪ ॥

চেটী।—আর্য্য কঞ্চুকিন্! এই আপনার ভাগ ॥ ৯৫ ॥

কঞ্চুকী।—(গ্রহণানন্তর) দেবীর মঙ্গল হউক ॥ ৯৬ ॥

দেবী।— অজ্জউত্ত, ইদো দাব। ॥ ৯৭ ॥

রাজা।— অয়মস্মি। ॥ ৯৮ ॥

দেবী।— (রাজ্ঞঃ পূজামভিনীয় প্রাঞ্জলিঃ প্রণম্য চ)
এসা দেবদামিত্থুণং রোহিণীমিঅলঞ্ছণং সক্খীকরিঅ অজ্জউত্তং অণুপ্পসাদেমি।
অজ্জ প্পহুদি অজ্জউত্তো জং ইত্থিঅং কামেদি, জা অজ্জউত্তসমাগমপ্পণইণী,
তাএ সহ অপ্পদিবন্ধেণ বত্তিদব্বম্। ॥ ৯৯ ॥

উর্ব্বশী।— অম্মহে, ণ আণামি কিংপরং সে বঅণম্। মম উণ বিস্সাসবিসদং হিঅঅং
সংবুত্তম্। ॥ ১০০ ॥

চিত্রলেখা।—সহি, মহাণুভাবাএ পতিব্বদাএ অব্ভণুগ্নাদো অণন্তরাও দে পিঅসমাগমো ভবিস্সদি ॥ ১০১ ॥

বিদূষকঃ।— (অপবার্য্য।) ছিন্নহত্থো প্পুরদো বজ্ঝেণ পলাইদে ভণাদি—'গচ্ছ ধম্মো ভাবস্সদি'
ত্তি। (প্রকাশম্।) ভোদি, কিং উদাসিণো তত্তভবং। ॥ ১০২ ॥

দেবী।— মঢ়, অহং ক্খু অত্তণো সুহাবসাণেণ অজ্জউত্তস্স সুহং ইচ্ছামি। এত্তিএণ
চিন্তেহি দাব পিঅো ণ বেত্তি। ॥ ১০৩ ॥

প্রাকৃতানুবাদঃ।—আর্য্যপুত্র! ইতস্তাবৎ ॥ ৯৭ ॥

এষা দেবতামিথুনং রোহিণীমৃগলাঞ্ছনং সাক্ষীকৃত্য আর্য্যপুত্রম্ অনুপ্রসাদয়ামি—অদ্য প্রভৃতি আর্য্যপুত্রো যাং স্ত্রিয়ং কাময়তে, যা আর্য্যপুত্র-সমাগমপ্রণয়িনী, তয়া সহ অপ্রতিবন্ধেন বর্ত্তিতব্যম্ ॥ ৯ ॥

অহো! ন জানামি কিংপরম্ অস্যাঃ বচনম্। মম পুনর্বিশ্বাস-বিশদং হৃদয়ং সংবৃত্তম্ ॥ ১০০ ॥

সখি! মহানুভাবয়া পতিব্রতয়া অভ্যনুজ্ঞাতঃ অনন্তরায়ঃ তে প্রিয়সমাগমঃ ভবিষ্যতি ॥ ১০১ ॥

ছিন্নহস্তঃ পুরতঃ বধ্যে পলায়িতে ভণতি—'গচ্ছ ধর্ম্মঃ ভবিষ্যতি'—ইতি। ভবতি! কিম্ উদাসীনঃ তত্রভবান্ ॥১০২॥

মূঢ়! অহং খলু আত্মনঃ সুখাবসানেন আর্য্যপুত্রস্য সুখম্ ইচ্ছামি। এতাবতা চিন্তয় তাবৎ প্রিয়ো ন বা ইতি ॥ ১০৩ ॥

বঙ্গার্থ।—দেবী।—আর্য্যপুত্র! এই দিকে একবার ॥ ৯৭ ॥

রাজা।—এই যে আমি ॥ ৯৮ ॥

দেবী।—(রাজাকে পূজা করিয়া যুক্তকরে প্রণামপূর্ব্বক) ঐ আকাশবিহারী রোহিণী এবং রোহিণীপতি শশাঙ্কদেব এই উভয় দেবদম্পতিকে সাক্ষী রাখিয়া আমি আর্য্যপুত্রের প্রসন্নতাবিধানের উদ্দেশ্যে শপথ করিতেছি যে,—আজ হইতে আমার পতি যে রমণীকেই কামনা করুন, এবং যিনিই আর্য্যপুত্রের সমাগম-প্রার্থিনী হউন, তাঁহার সহিত আমি নির্ব্বিরোধে ও নিষ্প্রতিবন্ধে কালাতিপাত করিব ॥ ৯৯ ॥

উর্ব্বশী।—উঃ! জানি না, রাণীর এই কথার লক্ষ্যীভূতা কে? তবুও কিন্তু আমার হৃদয়ের সংশয়জলদ কাটিয়া গেল, হৃদয় সন্দেহ-হীন হইল ॥ ১০০ ॥

চিত্রলেখা।—সখি, মহানুভাবা এবং পতিব্রতা রাজ্ঞী কর্ত্তৃক তোর বাঞ্ছিত-সমাগমের সকল অন্তরায় বিদূরিত হইল। এইবার নিশ্চিন্ত হইলি! ॥ ১০১ ॥

বিদূষক।—(গোপনে) খুব এত বটে! রাজা ত অনেক আগেই ফস্‌কেছেন; এখন উনি অনুমতি দিচ্ছেন! এ যেন হাত থেকে চোর ছু'টে পালালে—বলা হচ্ছে,—যা বেটা, আমার ধর্ম্ম হবে। (প্রকাশ্যে) রাণি! তোমার এতবড় কথাতেও রাজাবাহাদুর নীরব—কেমন যেন উদাসীন রইলেন কেন? ॥ ১০২ ॥

দেবী।—মূর্খ, আমি নিজের সুখে চিরদিনের মত জলাঞ্জলি দিয়ে আর্য্যপুত্রের সুখসম্পাদনে অভিলাষিণী হয়েছি। এইটুকুতেই ভেবে দেখ না, উনি আমার প্রিয় নন্ কি না ॥ ১০৩ ॥

রাজা।— দাতুমসহনে প্রভবস্যন্যস্যৈ কর্ত্তুমেব বা দাসম্।
নাহং পুনস্তথা ত্বয়ি যথা হি মাং শঙ্কসে ভীরু। ॥ ১০৪ ॥

দেবী।— ভোদু মা বা। জধাণিদ্দিট্ঠং সংপাদিদং পিঅপ্পসাদণং ববদম্। আঅচ্ছধ পরি-
অণা, গচ্ছহ্ম। ॥ ১০৫ ॥

রাজা।— প্রিয়ে, ন খলু প্রসাদিতোঽস্মি যদি সংপ্রতি বিহায় গম্যতে। ॥ ১০৬ ॥

দেবী।— অজ্জউত্ত ণ লঙ্ঘিদপূব্বো সংপদং ণিঅমো। (ইতি সপরিজনা নিষ্ক্রান্তা) ॥ ১০৭ ॥

উর্ব্বশী।— হলা, পিঅকলত্তো রাএসী। ণ উণ হিঅঅং ণিবত্তেদুং সক্কণোমি। ॥ ১০৮ ॥

চিত্রলেখা।—কধং থিরাসো ণিবত্তিঅদি। ॥ ১০৯ ॥

রাজা।— (আসনমুপস্থৃত্য।) বয়স্য, ন খলু দূরং গতা দেবী ? ॥ ১১০ ॥

বিদূষকঃ।— ভণ বীসদ্ধো জং সি বত্তুকামো। অসাজ্ঝো ত্তি পরিচ্ছিদিঅ আদুবো বিঅ
বেজ্জেণ অইরেণ মুক্কো ভবং তত্তভোদীএ। ॥ ১১১ ॥

রাজা।— অপি নামোর্ব্বশী— ॥ ১১২ ॥

অন্বয়ঃ—অয়ি অসহনে! মাম্ অন্যস্যৈ দাতুং প্রভবসি, মাং বা দাসম্ এব কর্ত্তুং প্রভবসি। পুনঃ (কিন্তু) ভীরু, অহং ত্বয়ি তথা ন বর্ত্তে যথা হি মাং শঙ্কসে ॥ ১০৪ ॥

প্রাকৃতানুবাদঃ—ভবতু মা বা। যথানির্দ্দিষ্টং সম্পাদিতং প্রিয়প্রসাদনং ব্রতম্। আগচ্ছত পরিজনাঃ, গচ্ছামঃ ॥ ১০৫ ॥

আর্য্যপুত্র! ন লঙ্ঘিত-পূর্ব্বঃ সাম্প্রতং নিয়মঃ ॥ ১০৭ ॥

সখি! প্রিয়-কলত্রঃ রাজর্ষিঃ। ন পুনঃ হৃদয়ং নিবর্ত্তয়িতুং শক্নোমি ॥ ১০৮ ॥

কথং স্থিরাশঃ নিবর্ত্যতে ॥ ১০৯ ॥

ভণ বিস্রব্ধঃ যদসি বক্তুকামঃ। অসাধ্যম্ ইতি পরিচ্ছিদ্য আতুরঃ ইব বৈদ্যেন অচিরেণ মুক্তঃ ভবান্ তত্রভবত্যা ॥ ১১১ ॥

বঙ্গার্থঃ—রাজা।—অয়ি অসহিষ্ণু! ইচ্ছা হয়,—তোমার এই অধীনকে কাহাকেও বিলিয়ে দিতে পার, না হয়, তোমার দাসানুদাস ক'রে রাখতে পার, সবই তোমার করবার প্রভুত্ব আছে, তোমার কোন হুকুমই মানতে আমি গররাজি নহি, কিন্তু একটা কথা,—তুমি তোমার সম্বন্ধে আমাকে যেরূপ মনে করছ, আমি কিন্তু তোমার পা ছুঁয়ে দিব্যি করতে পারি, সেরূপ নহি ॥ ১০৪ ॥

দেবী।—তা হোক্ না হোক্, আমার দেখার দরকার নেই। প্রিয়প্রসাদন ব্রত যে ভাবে করা দরকার, তা' করেছি। পরিজনবর্গ, আর বিলম্ব কেন? চল ॥ ১০৫ ॥

রাজা।—প্রেয়সি! যদি এখন আমাকে ফেলে চ'লে যাও, তা' হলে জেনো—আমি তোমার ব্রতে প্রসন্ন হই নি ॥১০৬ ॥

দেবী।—আর্য্যপুত্র! আপনি ত জানেন—অনেক দিন এই ব্রতের জন্য সংযম পালন ক'রে আসছি, কোন দিন কি কোন নিয়ম লঙ্ঘন করতে দেখেছেন? মাপ করুন্। (সকলের সহিত নিষ্ক্রান্তা) ॥ ১০৭ ॥

উর্ব্বশী।—সখি, রাণীর উপর রাজার খুব টান্, রাণীও তেম্নি পতিব্রতা, কি করবো? এখন ত আর সময় নেই, অনেক এগিয়েছি, হৃদয় ফিরাইতে অক্ষম আমি ॥ ১০৮ ॥

চিত্রলেখা।—রাজার আশা এখন আর ও রাণীতে নেই, তোতেই খুব দৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ, রাণীর সাধ্য কি রাজাকে ফেরায়? ॥ ১০৯ ॥

রাজা।—(বিদূষকের আসনের নিকটে ঘেঁসিয়া) বয়স্য, দেবী এখনও বোধ হয় বেশী দূর যান নি? ॥ ১১০ ॥

বিদূষক।—বিশ্বস্তহৃদয়ে ব'লে যাও না, যা বলতে প্রাণ চায়। বৈদ্য যেমন—'এ রোগ অসাধ্য' ব'লে রোগীকে ছেড়ে দেয়, দেবীও তেমনি তোমাকে ছেড়ে দিয়ে গেলেন। আর ভয় কার? ॥ ১১১ ॥

রাজা।—এখন যদি একবার উর্ব্বশী—॥ ১১২ ॥

উর্ব্বশী।— (আত্মগতম্) কিদত্থা ভবে। ॥ ১১৩ ॥

রাজা।— গূঢ়ং নূপুরশব্দমাত্রমপি মে কান্তং শ্রুতৌ পাতয়েৎ
পশ্চাদেত্য শনৈঃ করোৎপলবৃতে কুর্ব্বীত বা লোচনে।
হর্ম্মোঽস্মিন্নবতীর্য্য সাধ্বসবশান্মন্দায়মানা বলা-
দানীয়েত পদাৎ পদং চতুরয়া সখ্যা মমোপান্তিকম্ ॥ ॥ ১১৪ ॥

চিত্রলেখা।—হলা উব্বসি, ইমং দাব সে মণোরহং সংপাদেহি। ॥ ১১৫ ॥

উর্ব্বশী।— (সসাধ্বসম্।) কীড়িস্সং দাব। (ইতি পৃষ্ঠেনাগত্য রাজ্ঞো লোচনে সংবৃণোতি) ॥ ১১৬ ॥

(চিত্রলেখা বিদূষকং সংজ্ঞাং লম্ভয়তি) ॥ ১১৭ ॥

রাজা।— (স্পর্শং রূপয়িত্বা) সখে, ন খলু নারায়ণোরুসংভবা বরোরুঃ? ॥ ১১৮ ॥

বিদূষকঃ।— কধং ভবং অবগচ্ছদি? ॥ ১১৯ ॥

রাজা।— কিমত্র জ্ঞেয়ম্। অন্যৎ কথমিব পুলকৈঃ কলিতং মম গাত্রকং করস্পর্শাৎ।
নোচ্ছ্বসিতি তপনকিরণৈশ্চন্দ্রস্যৈবাংশুভিঃ কুমুদম্ ॥ ॥ ১২০ ॥

উর্ব্বশী।— অম্মহে, বজ্জলেবঘড়িদং বিঅ মে হত্থজুঅলং ণ সমত্থক্ষি অবণেদুম্। (ইতি মুকুলিতাক্ষী চক্ষুষো হস্তাবপনীয় সসাধ্বসা তিষ্ঠতি) (রাজা হস্তাভ্যাং গৃহীত্বা পরিবর্ত্তয়তি) ॥ ১২১ ॥

অন্বয়।—অপি নাম উর্ব্বশী গূঢ়ং কান্তং নূপুরশব্দম্ অপি মে শ্রুতৌ পাতয়েৎ, অথবা শনৈঃ পশ্চাৎ এত্য মে লোচনে করোৎপলবৃতে কুর্ব্বীত। কিম্বা চতুরয়া সখ্যা অস্মিন্ হর্ম্মে অবতার্য্য সাধ্বসবশাৎ পদাৎ পদং মন্দায়মানা (উর্ব্বশী) বলাৎ মম উপান্তিকম্ আনীয়েত ॥ ১১৪

অন্যৎ কথমিব (স্যাৎ), (যতঃ) মম গাত্রকং করস্পর্শাৎ পুলকৈঃ কলিতম্। তথা হি কুমুদং তপনকিরণৈঃ নোচ্ছ্বসিতি। চন্দ্রস্যৈব অংশুভিঃ উচ্ছ্বসিতি ॥ ১২০ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—কৃতার্থা ভবেৎ ॥ ১১৩ ॥
সখি উর্ব্বশি! ইমং তাবদ্ অস্য মনোরথং সম্পাদয় ॥ ১১৫ ॥
ক্রীড়িষ্যামি তাবৎ ॥ ১১৬ ॥
কথং ভবান্ অবগচ্ছতি? ॥ ১১৯ ॥
অম্মহে! বজ্রলেপঘটিতমিব মে হস্তযুগলং ন সমর্থা অস্মি অপনেতুম্ ॥ ১২১ ॥

বঙ্গার্থ।—উর্ব্বশী।- (মনে মনে) কৃতার্থা হয়, (যদি যা ভাবছ তুমি, তাই ঘটে) ॥ ১১৩ ॥

রাজা।—তার গুড়িগুড়ি ক'রে আস্তে আস্তে আসিবার সময়ের পায়ের মধুর নূপুরের শব্দ আমার কাণে শোনায় বা পিছন থেকে এসে তার করকমলের দ্বারা আমার নয়ন চেপে ধরে, অথবা এই মন্দিরের মধ্যে জোর ক'রে তার কোন চতুরা সখী ভয়ে জড়সড় উর্ব্বশীকে ধ'রে আমার কাছে নিয়ে আসে, তা হ'লে বড়ই ভাল হয়। তা কি হবে ভাই? ॥ ১১৪ ॥

চিত্রলেখা।—ওলো উর্ব্বশি! তোর প্রিয়তমের এই মনোরথটা পূরণ কর্ না? ॥ ১১৫ ॥

উর্ব্বশী।—(একটু সঙ্কোচে) দাড়া, একটু মজা করি। (পিছন দিক্ দিয়ে এসে রাজার চোখ চেপে ধরল) ॥ ১১৬ ॥

(চিত্রলেখা ইশারায় বিদূষককে প্রকাশ করিতে বারণ করিল) ॥ ১১৭ ॥

রাজা।—(স্পর্শসুখ অনুভবপূর্ব্বক) সখে—! সেই নারায়ণের উরু-সম্ভবা সুন্দরী না? ॥ ১১৮ ॥

বিদূষক।—কি ক'রে তোমার ঠাহর হ'ল? ॥ ১১৯ ॥

রাজা।—ঠাহর হ'তে আবার কিন্তুর কি আছে?—যদি সেই না হবে, তবে স্পর্শমাত্রেই আমার সারা দেহে রোমাঞ্চ হবে কেন? কুমুদ চন্দ্রকিরণেই শিউরে উঠে, সূর্য্যকিরণে উঠে না ॥ ১২০ ॥

উর্ব্বশী।—ও বাবা! হাত যে তুল্‌তে পাচ্ছি নে, যেন বজ্রের প্রলেপ দিয়ে জুড়ে দিয়েছে? উপায়?—(অতি কষ্টে চোখ বুজে কোনমতে রাজার চোখ হইতে নিজের হাত সরিয়ে—আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল,রাজাও দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধ'রে জোর ক'রে নিজের দিকে ফিরাইলেন) ॥ ১২১ ॥

উর্ব্বশী।— (কথঞ্চিদুপসৃত্য) জেদু জেদু মহারাও। ॥ ১২২ ॥

চিত্রলেখা।—সুহং দে বঅস্স? ॥ ১২৩ ॥

রাজা।— নন্বেতদুপপন্নম্। ॥ ১২৪ ॥

উর্ব্বশী।— হলা, দেবীএ দিণ্ণো মহারাও। অদো সে প্পণয়বদী বিঅ সরীরসংগদাহ্মি। মা কখু মং পুরোভাইণী ত্তি সমখেহি। ॥ ১২৫ ॥

বিদূষকঃ।— কধং ইহ জ্জেব তুহ্মাণং অত্থমিদো সূরো। ॥ ১২৬ ॥

রাজা।— (উর্ব্বশীমবলোক্য।)

দেব্যা দত্ত ইতি যদি ব্যাপারং ব্রজসি মে শরীরেঽস্মিন্।
প্রথমং কস্যানুমতে চোরিতমসি মে ত্বয়া হৃদয়ম্। ॥ ১২৭ ॥

চিত্রলেখা।—বঅস্স, নিরুত্তরা এসা। মম সংপদং বিণ্ণবিঅং সুণীঅদু। ॥ ১২৮ ॥

রাজা।— অবহিতোঽস্মি। ॥ ১২৯ ॥

চিত্রলেখা।—বসন্তাণন্তরং উণ্হসমএ ভঅবং সুজ্জো মএ উবআরিদব্বো তা জধা ইঅং মে পিঅসহী সগ্গস্স ণ উক্কণ্ঠেদি তহা বঅস্সেণ কাদব্বম্। ॥ ১৩০ ॥

অন্বয়।—অয়ি! দেব্যা দত্ত ইতি যদি মে অস্মিন্ শরীরে ব্যাপারং ব্রজসি, (তর্হি ক্রুহি) প্রথমং কস্য অনুমতে মে হৃদয়ং ত্বয়া চোরিতম্ অভূৎ ॥ ১২৭ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—জয়তু জয়তু মহারাজঃ ॥১২২ ॥

সুখং তে বয়স্য! ॥ ১২৩ ॥

সখি! দেব্যা দত্তঃ মহারাজঃ। অতোঽস্য প্রণয়বতী ইব শরীরসঙ্গতা অস্মি। মা খলু মাং পুরোভাগিনীতি সমর্থয় ॥ ১২৫॥

কথম্ অত্র এব যুবয়োরস্তমিতঃ সূরঃ? ॥ ১২৬ ॥

বয়স্য! নিরুত্তরা এষা। মম সাম্প্রতম্ বিজ্ঞপ্তিঃ শ্রূয়তাম্ ॥ ১২৮ ॥

বসন্তানন্তরম্ উষ্ণসময়ে ভগবান্ সূর্য্যঃ ময়া উপচরিতব্যঃ তদ্ যথা ইয়ং মে প্রিয়সখী স্বর্গস্য ন উৎকণ্ঠতে বয়স্যেন কর্ত্তব্যম্ ॥ ১৩০ ॥

বঙ্গার্থ।—উর্ব্বশী।—(কোনমতে সলজ্জভাবে ঘেঁসে)—জয় হোক্ মহারাজের— ॥ ১২২ ॥

চিত্র।—ভাই, ভাল ত? ॥ ১২৩ ॥

রাজা।—হাঁ, এখন তা হবারই কথা ॥ ১২৪ ॥

উর্ব্বশী।—সই! মহারাজকে ত দেবী আমায় দিয়েছে এব ইঁহার প্রণয়িনীর ন্যায় আমি এখন ইঁহার সঙ্গে মিশে যাই, আর আলাহিদা থাকি কেন? তাই ব'লে তুই আবার আমায় বেহায়া মনে করিস্ নি কিন্তু, দেখিস্ ॥ ১২৫ ॥

বিদূষক।—তাই ত, তোমাদের দু'জনের—রাজার এবং তোমার দেখছি দুপুরবেলায়ই সন্ধ্যা হয়ে উঠল! ॥১২৬॥

রাজা।—(উর্ব্বশীকে দেখিয়া) দেবী দান করেছেন বলেই যদি আমার এই দেহে আধিপত্য করতে চাও, তবে বল দেখি সুন্দরি! প্রথম কার অনুমতিতে আমার হৃদয়ের উপর আধিপত্য করেছিলে, মনটা চুরি কর্‌লে—কার হুকুমমত? ॥ ১২৭ ॥

চিত্রলেখা।—বন্ধু! সখী আমার চুপ ক'রে আছে, এ কথার ত জবাব নেই। এখন, আমার একটা বল্‌বার আছে, তাহা শোন ভাই! ॥ ১২৮ ॥

রাজা।—শুন্‌ছি, বল ॥ ১২৯ ॥

চিত্রলেখা। এই বসন্তের পরই গ্রীষ্মকালে, সূর্য্যদেবকে আমার সেবা কর্‌বার পালা, আমি থাক্‌বো না। যাতে আমার এই প্রিয়সখী উর্ব্বশী স্বর্গের কথা ভেবে উৎকণ্ঠিত না হয়, সে দিকে একটু দৃষ্টি দিও ভাই! ॥ ১৩০ ॥

বিদূষকঃ।—ভোদি, কিং বা সগ্‌গে সুমরিদব্বম্। ণ তত্থ খাঈঅদি ণ পীঅদি। কেবলং অণিমিসেহিং অচ্ছীহিং মীণদা অবলম্বীঅদি। ॥ ১৩১ ॥

রাজা।— সখি! অনির্দেশ্যসুখং স্বর্গং কথং বিস্মারয়িষ্যতে।
অনন্যনারীসামান্যো দাসস্ত্বস্যাঃ পুরূরবাঃ ॥ ॥ ১৩২ ॥

চিত্রলেখা।—অণুগিহীদম্মি। হলা উব্বসি, অকাদরা ভবিঅ বিসজ্জেহি মং। ॥ ১৩৩ ॥

উর্ব্বশী।—(চিত্রলেখাং পরিষ্বজ্য সকরুণম্) সহি, মা কৃখু মং বিসুমরেসি। ॥ ১৩৪ ॥

চিত্রলেখা।—(সস্মিতম্) বঅসসেণ সংগদা তুমং মএ এব্বং জাচিদব্বা (ইতি রাজানং প্রণম্য নিষ্ক্রান্তা) ॥ ১৩৫ ॥

বিদূষকঃ।—দিট্‌ঠিআ মণোবহসিদ্ধিএ বড্‌ঢদি ভবম্। ॥ ১৩৬ ॥

রাজা।—ইমাং তাবন্মনোরথসিদ্ধিং পশ্য। সামন্তমৌলিমণিরঞ্জিতপাদপীঠমেকাতপত্রমবনের্ন তথা প্রভুত্বম্।
অস্যাঃ সখে চরণয়োরহমদ্যকান্ত মাজ্ঞাকরত্বমধিগম্য যথা কৃতার্থঃ ॥ ॥ ১৩৭ ॥

অন্বয়।—সখি! অনির্দেশ্য-সুখং স্বর্গং কথং ময়া বিস্মারয়িষ্যতে? তু (কিন্তু) অয়ং পুরূরবাঃ অনন্য নারী-সামান্যঃ (সন্) অস্যাঃ (উর্ব্বশ্যাঃ) দাসঃ—(ভবিষ্যতি—ইতি অর্থঃ) ॥ ১৩২ ॥

সখে! অদ্য অহম্ অস্যাঃ চরণয়োঃ কান্তম্ আজ্ঞাকরত্বম্ অধিগম্য যথা কৃতার্থঃ অস্মি, সামন্তমৌলিমণি রঞ্জিত-পাদ-পীঠম্ একাতপত্রম্ অবনেঃ প্রভুত্বম্ অধিগম্য তথা কৃতার্থঃ পুরা ন আসম্ ॥ ১৩৭ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—ভবতি! কিংবা স্বর্গে স্মর্ত্তব্যম্? ন তত্র খাদ্যতে, ন পীয়তে, কেবলম্ অনিমিষৈঃ অক্ষিভিঃ মীনতা অবলম্ব্যতে ॥ ১৩১ ॥

অনুগৃহীতা অস্মি। হলা উর্ব্বশি! অকাতরা ভূত্বা বিসর্জ্জয় মাম্ ॥ ১৩৩ ॥

সখি! মা খলু মাং বিস্মরিষ্যসি ॥ ১৩৪ ॥

বয়স্যেন সঙ্গতা ত্বং ময়া এবং যাচিতব্যা ॥ ১৩৫ ॥

দিষ্ট্যা মনোরথসিদ্ধ্যা বর্দ্ধতে ভবান্ ॥ ১৩৬ ॥

বঙ্গার্থ।—বিদূষক।—দেখ ঠাকরুণ! তোমাদের স্বর্গে ভাববার মতন তেমন কিই-বা আছে? না আছে খাবার, না আছে কিছু পান কর্‌বার? কেবল দিনরাত্তির পলকশূন্য চোখে মাছের মত চেয়ে থাকা ছাড়া ত আর কিছু দেখি নে ॥ ১৩১ ॥

রাজা।—সখি, স্বর্গের সুখের কি সীমা আছে? না তাহা ব'লে শেষ করা যায়? সেই অপূর্ব্ব-স্বর্গের স্মৃতি উর্ব্বশীর আমি কি ক'রে রোধ করব? তবে এইটুকু দৃঢ়তার সাথে বল্‌তে পারি যে, অপর কোন নারী যাকে ধ্যানেও পায় না, সেই পুরূরবা চিরদিন ইহার দাস হয়ে থাক্‌বে ॥ ১৩২ ॥

চিত্রলেখা।—ওলো উর্ব্বশি! এখন প্রসন্ন-মনে আমায় বিদায় দে ভাই ॥ ১৩৩ ॥

উর্ব্বশী।—(আলিঙ্গনপূর্ব্বক কাতরস্বরে) সখি! আমায় ভুলিস্ নে ॥ ১৩৪ ॥

চিত্রলেখা।—(সহাস্যে) বয়স্য—মহারাজের সহিত মিশ্‌লে পরে, তুই-ই আমাকে ভুলে যাবি। আমিই তখন ঐ কথা বল্‌বো যে, উর্ব্বশি! ভুলে গেলি? (রাজাকে প্রণাম ক'রে প্রস্থান) ॥ ১৩৫ ॥

বিদূষক।—কি আনন্দ! কি আনন্দ! সখে, যা' চাচ্ছিলে, তা' পেয়েছ, আশা পূর্ণ হয়েছে; এখন তোমার জয়জয়কার ॥ ১৩৬ ॥

রাজা।—কি বল্‌ছ বয়স্য? কিরূপ মনোরথ যে পূরল, তা কে বুঝ্‌তে পেরেছে? শোন—সামন্ত-নৃপতিগণ এসে আমার পাদপীঠে প্রণত হন, আর তাঁদের মাথার মুকুটের মণির আভায় সেই পা-দানী কত রঙ্গে রঞ্জিত হয়,—জগতের এতবড় একচ্ছত্র প্রভুত্ব আমার, তাতেও কিন্তু আমি ততটা সার্থক ব'লে আমার জীবনকে মনে করি নে, আজ এই উর্ব্বশীর পদসেবা কর্‌বার অধিকার-টুকু পেয়ে জীবনকে যতটা ধন্য ব'লে মনে কর্‌ছি। এত দিনে আজ আমার জীবন সত্যসত্যই সার্থক—কৃতার্থ হ'ল ॥ ১৩৭ ॥

।— ণত্থি মে বাআবিহবো অদো অবরং মন্তিদুম্। ॥ ১৩৮ ॥

রাজা।— (উর্ব্বশীং হস্তেনাবলম্ব্য) অহো, অবিরুদ্ধ-সংবর্দ্ধনমেতদিদানীমভীপ্সিতলম্ভানাম্। যতঃ—

পাদাস্ত এব শশিনঃ সুখয়ন্তি গাত্রং বাণাস্ত এব মদনস্য মনোঽনুকূলাঃ।

সংরম্ভরুক্ষমিব সুন্দরি যদ্যদাসীত্ত্বৎসঙ্গমেন মম তত্তদিবানুনীতম্ ॥ ॥ ১৩৯ ॥

উর্ব্বশী।— অবরাদ্ধাম্হি চিরআরিআ মহারাঅস্‌স। ॥ ১৪০ ॥

রাজা।— সুন্দরি, মা মৈবম্।

যদেবোপনতং দুঃখাৎ সুখং তদ্রসবত্তরম্।

নির্ব্বাণায় তরুচ্ছায়া তপ্তস্য হি বিশেষতঃ ॥ ॥ ১৪১ ॥

বিদূষকঃ।— ভোদি, সেবিদা পদোসরমণীআ চন্দবাদা। তা সমও ক্‌খু দে গেহপ্‌পবেসস্‌স ॥ ১৪২ ॥

রাজা।— তেন হি সখ্যা মার্গমাদেশয়। ॥ ১৪৩ ॥

বিদূষকঃ।— ইদো ইদো ভোদী।

(ইতি পরিক্রামন্তি) ॥ ১৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—তে এব শশিনঃ পাদাঃ গাত্রং সুখয়ন্তি। মদনস্য তে এব বাণাঃ (অধুনা) মনোঽনুকূলাঃ। সুন্দরি! প্রাক্ যৎ যৎ সংরম্ভরুক্ষম্ ইব আসীৎ, ত্বৎসঙ্গমেন তৎ তৎ সমস্তং বস্তু অনুনীতম্ ইব—মম অনুকূলং (সংবৃত্তমিত্যর্থঃ) ॥ ১৩৯ ॥

যৎ সুখম্ দুঃখাৎ এব উপনতম্ তৎ রসবত্তরং ভবতি। হি যতঃ—তরুচ্ছায়া তপ্তস্য গ্রীষ্মদগ্ধস্য বিশেষতঃ নির্ব্বাণায় ভবতি ॥ ১৪১ ॥

প্রাকৃতানুবাদঃ—নাস্তি মে বাচাবিভবঃ, অতঃ অপরং মন্ত্রয়িতুম্ ॥ ১৩৮ ॥

অপরাদ্ধা অস্মি চিরকারিকা মহারাজস্য ॥ ১৪০ ॥

ভবতি! সেবিতাঃ প্রদোষরমণীয়াঃ চন্দ্রপাদাঃ। তৎ সময়ঃ খলু তে গেহপ্রবেশস্য ॥ ১৪২ ॥

ইতঃ ইতঃ ভবতি! ॥ ১৪৪ ॥

বঙ্গার্থঃ—উর্ব্বশী।—এ কথার পর আমি আর কি বলব? এত অনুগ্রহের প্রত্যুত্তরের শক্তি আমার নেই ॥ ১৩৮ ॥

রাজা।—(উর্ব্বশীকে হাতে ধরিয়া) আহা! আমার এত দিনের আশার ধন পেয়েছি, আজ যে ভাবে—যত রকমে আদর করি না কেন, তাহা বেমানান্ হবে না। কেন না,—সেই চন্দ্রকিরণ—ইহার বিরহকালে যাহা আমার গাত্রে আগুনের বৃষ্টি করত,—সেই কৌমুদী আজ শরীরটাকে যেন জুড়িয়ে দিচ্ছে। মদনের সেই বিরহকালের শত দুঃখের নিদারুণ বাণ আজ সত্যই ফুলের আঘাতের মত মনোরম মনে হচ্ছে, সুন্দরি! যে জিনিষগুলি পূর্ব্বে যেন কত বিপক্ষ ছিল, আজ এক তোমাকে পাইয়া, সে সমস্তই আমার পক্ষে অনুকূল ব'লে বোধ হচ্ছে ॥ ১৩৯ ॥

উর্ব্বশী।—এত দিন দেখা না দিয়ে, আস্‌তে না পেরে আমি মহারাজের কাছে বড়ই অপরাধিনী হয়েছি ॥ ১৪০ ॥

রাজা।—সুন্দরি! না না, ও কথা বলো না—তোমার অদর্শনে যে মহাদুঃখ ছিল, আজ তাহা পরম সুখের কারণ হয়েছে, তখনকার সেই নীরস জগৎ আজ রসে ভরপূর ব'লে মনে হচ্ছে। গ্রীষ্মতাপে যারা তপ্ত, তাদের পক্ষেই তরুর শীতল ছায়া অধিকতর তৃপ্তির কারণ হয় ॥ ১৪১ ॥

বিদূষক।—ওগো ঠাকরুণ, সায়ংকালের রমণীয় চন্দ্রকিরণ ত ঢের ভোগ করলে, এখন ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলে হ'তো না? ॥ ১৪২ ॥

রাজা।—ঠিক্ বলেছ ভাই! তোমার সখীকে ঘরে ঢুকিবার পথটা ব'লে দাও ॥ ১৪৩ ॥

বিদূষক।—এই দিকে, এই দিকে সখি! (সকলের গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ) ॥ ১৪৪ ॥

রাজা।— সুন্দরি, ইয়মিদানীং মে প্রার্থনা। ॥ ১৪৫ ॥

উর্ব্বশী।— কীরিসী সা। ॥ ১৪৬ ॥

রাজা।— অনধিগতমনোরথস্য পূর্ব্বং শতগুণিতেব গতা মম ত্রিযামা।
যদি তু তব সমাগমে তথৈব প্রসবতি সুভ্রু ততঃ কৃতী ভবেয়ম্
(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে) ॥ ১৪৭ ॥

তৃতীয়োঽঙ্কঃ।

অন্বয়।—পূর্ব্বং (তব সমাগমাৎ) অনধিগত-মনোরথস্য (অপ্রাপ্ত-ত্বৎ-সহবাস-সাফল্যস্য) মম ত্রিযামা শতগুণিতা—(শতযামবিশিষ্টা) ইব গতা। যদি তব সমাগমে অদ্য সা ত্রিযামা তথা (এব দীর্ঘতম-সহস্র-যামবিশিষ্টা) সতী প্রসরতি অতিদীর্ঘা-ভবতি, ততঃ অয়ি সুভ্রু! (শোভনভ্রূলতিকে!) অহং কৃতী (সার্থকঃ কৃতকৃত্যঃ) ভবেয়ম্ ॥ ১৪৭ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—কীদৃশী সা? ॥ ১৪৬ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—সুন্দরি! এখন আমার এই একটি প্রার্থনা ॥ ১৪৫ ॥

উর্ব্বশী।—কি অভিলাষ প্রিয়তম? ॥ ১৪৬ ॥

রাজা—শোন প্রিয়ে! যখন তোমাকে পেয়ে সাধ মিটাতে পারি নাই, তখন তিনটি প্রহর নিয়ে যে রাত্রি, তাহা মনে হ'ত যেন তিন শত প্রহরের রাত্রি। সেই বিরহের রাত্রি কিছুতেই যেন পোহাইতে চাইত না। আজ তোমাকে পেয়েছি, আজ যদি এই মিলনের রাত্রিটা ঝাঁ ক'রে প্রভাত না হয়, সেই বিরহকালের রাত্রির মত দীর্ঘতম হয়, তা হ'লে কিন্তু আমি কৃতকৃতার্থ হই।

(সকলের প্রস্থান) ॥ ১৪৭ ॥

তৃতীয় অঙ্ক সম্পূর্ণ

চতুর্থঃ অঙ্কঃ

(নেপথ্যে সহজন্যা-চিত্রলেখয়োঃ প্রাবেশিক্যাক্ষিপ্তিকা)

পিঅসহি-বিওঅবিমণা সহিসহিআ বাউলা সমুল্লবই।

সূরকরপস্সবিঅসিঅতামরসে সরবরুস্সঙ্গে ॥ । ১ ॥

(ততঃ প্রবিশতি সহজন্যা চিত্রলেখা চ)

চিত্রলেখা। —(প্রবেশানন্তরং দ্বিপদিকয়া দিশোঽবলোক্য)

সহঅরিদুক্খালিদ্ধঅং সরবরঅম্মি সিণিদ্ধঅম্।

বাহোবগ্গিঅণঅণঅং তম্মই হংসীজুঅলঅম্ ॥ ॥ ২ ॥

সহজন্যা।—(সখেদম্) সহি চিত্তলেহে। মিলাঅমাণসঅবত্তকসণা দে মুহচ্ছাআ হিঅঅস্স অসু-খিদং সূএদি ; তা কধেহি সে অণিব্বিদিকাবণং, জেণ দে সমাণদুক্খা হোমি। ॥ ৩ ॥

চিত্রলেখা।— সহি! অচ্ছরাবাবারপজ্জাএণ তত্থভঅদো সুজ্জস্স উঅত্থাণে বট্টন্তী, পিঅসহীএ বিণা বসন্তসমঅো আঅদো ত্তি, বলিঅং উক্কণ্ঠিদে। ম্হি। ॥ ৪ ॥

অন্বয় ঃ—প্রিয়সখীবিয়োগবিমনাঃ (উর্ব্বশীবিরহ কাতরা) সখীসহিতা (সহজন্যয়া সহ) হংসী (চিত্রলেখা) সূর্য্যকরস্পর্শবিকসিততামরসে সরোবরোৎসঙ্গে ব্যাকুলা সতী সমুল্লপতি (বিলপতীত্যর্থঃ)। ১।

সহচরীদুঃখালীঢ়ং (বয়স্যায়া উর্ব্বশ্যা দুঃখেনাক্রান্তম্) বাষ্পাবল্গিতনয়নং (অশ্রুপ্লুতনেত্রং) স্নিগ্ধম্ হংসীযুগলম্ (সখীদ্বয়ম্) তাম্যতি (ক্লিশ্যতি) ॥ ২ ॥

প্রাকৃতানুবাদ ঃ—প্রিয়সখী--বিয়োগ---বিমনাঃ সখীসহিতা ব্যাকুলা সমুল্লপতি। সূর্য্যকরস্পর্শ-বিকসিততাম-রসে সরোবরোৎসঙ্গে ॥ ১ ॥

সহচরী-দুঃখালীঢ়ং সবোবরে স্নিগ্ধম্।

বাষ্পাবল্গিতনয়নং তাম্যতি হংসীযুগলম্ ॥ ২ ॥

সখি চিত্রলেখে! ম্লায়মান-শতপত্র-কৃষ্ণা তে মুখচ্ছায়া হৃদয়স্য অস্বস্থতাং সূচয়তি। তৎ কথয় মে অনির্ব্বৃতিকারণং, যেন তে সমানদুঃখা ভবামি ॥ ৩ ॥

সখি! অপ্সরো-ব্যাপারপর্য্যায়েণ তত্রভবতঃ সূর্য্যস্যোপ-স্থানে বর্ত্তমানা প্রিয়সখ্যা বিনা বলবদুৎকণ্ঠিতা অস্মি ॥ ৪ ॥

বঙ্গার্থ।—(সহজন্যা এবং চিত্রলেখার প্রবেশসূচিকা আক্ষিপ্তিকানামিকা গীতি নেপথ্যে হইতেছে)

উর্ব্বশীর বিরহে অত্যন্ত ব্যথিতহৃদয়া চিত্রলেখা সহজন্যা সখীকে লইয়া স্বর্গের এক সরোবরতীরে উপস্থিত হইয়াছে এবং নিম্নোক্তভাবে বিলাপ করিতেছে। সেই সরসীতে সৌরকর-সংস্পর্শে কত শত সহস্র কমল বিক-সিত, আর তারই সম্মুখভাগে বিষাদিনী চিত্রলেখার উপস্থিতি, আলো অন্ধকারের মিশ্রণ। ১ ॥

(চিত্রলেখা ও সহজন্যার প্রবেশ)

চিত্রলেখা।—দ্বিপদিকা নামক তাল-লয়-সংযুক্ত গানবিশেষ গাইতে গাইতে চারিদিক দেখিয়া—আজ সরোবর-বক্ষে হংসীযুগলের কি দুঃখের অবস্থা! সহচরীর দুঃখে তাহা-দের বুক ভেঙ্গে পড়্ছে। নয়নে অশ্রধারা,– দুই হংসীর মধ্যে অচ্ছেদ্য প্রণয়, আজ দুঃখভারে ক্লিষ্ট। ২ ॥

সহজন্যা।—(খেদের সহিত) সখি চিত্রলেখে! মলিন পদ্মদলের মত তোর মুখখানায় যেন কালি ভেঙ্গে দিয়েছে, হৃদয়ের দুঃখ ফুটে বেরুচ্ছে, খুলে বল্ ত ভাই, যদি একটু অংশ নিতে পারি। ৩।

চিত্রলেখা।—সখি, জানই ত, অপ্সরাদের পালামত সূর্য্য-দেবের সেবা কর্তে হয়, তাই নিয়েই ব্যস্ত থাকি, সখী উর্ব্বশীর খবরবার্ত্তা না পেয়ে বড়ই উদ্বিগ্ন আছি। ৪।

সহজন্যা।— সহি! আণামি বো অণ্ণোণ্ণগদং প্পেমং, তদো তদো? ॥ ৫ ॥

চিত্রলেখা।— তদো ইমেস্সুং দিঅসেস্সুং কো ণঅো বুত্তন্তো বট্টদি ত্তি, প্পণিধাণট্‌ঠিদাএ মএ অচ্চাহিদং উঅলদ্ধম্। ॥ ৬ ॥

সহজন্যা।— কেরিসং তম্? ॥ ৭ ॥

চিত্রলেখা।— (সকরুণম্) উব্বসী কিল তং রাএসিং লচ্ছীসণাহং গেহ্নিঅ অমচ্চেস্সুং নিবেসিদকজ্জধুরং কেলাসসিহরুদ্দেসে গন্ধমাদণবণং বিহরিদুং গদা। ॥ ৮ ॥

সহজন্যা।— (সশ্লাঘম্) সহি! সো সম্ভোঅো জো তারিসেস্সুং প্পদেসেস্সুং, তদো তদো? ॥ ৯ ॥

চিত্রলেখা।— তদো তহিং মন্দাইণীতীরে সিকদাপব্বদেহিং কীলমাণা উদঅবতী ণাম বিজ্জাহরদারিআ তেণ রাএসিণা কখণং ণিজ্‌ঝাইদ ত্তি কদুঅ কুবিদা সে পিঅসহী উব্বসী। ॥ ১০ ॥

সহজন্যা।— অসহণা কখ্‌ সা; দুরারূঢ়ো অ সে প্পণয়ো; তা ভবিদব্বদা এথ বলবদী; তদো তদো? ॥ ১১ ॥

সংস্কৃতানুবাদ ঃ—সখি! জানামি যুবয়োরন্যোন্য-গতং প্রেম। ততস্ততঃ ॥ ৫ ॥

ততঃ এতেষু দিবসেষু কঃ নবঃ বৃত্তান্তঃ বর্ত্ততে—ইতি প্রণিধান-স্থিতয়া ময়া অত্যাহিতম্ উপ-লব্ধম্ ॥ ৬ ॥

কীদৃশং তৎ? ॥ ৭ ॥

উর্ব্বশী কিল তং রাজর্ষিং লক্ষ্মীসনাথং গৃহীত্বা অমাত্যেষু নিহিতকার্য্যধুরং কৈলাস-শিখরোদ্দেশং গন্ধমাদনবনং বিহর্ত্তুং গতা ॥ ৮ ॥

সখি! সঃ সম্ভোগঃ, যঃ তাদৃশেষু প্রদেশেষু। ততস্ততঃ ॥ ৯ ॥

ততস্তত্র মন্দাকিনীতীরে সিকতাপর্ব্বতৈঃ ক্রীড়ন্তী উদয়বতী নাম বিদ্যাধরদারিকা তেন রাজর্ষিণা চিরং নিধ্যাতা ইতি কৃত্বা কুপিতা অস্যৈ প্রিয়সখী উর্ব্বশী ॥ ১০ ॥

অসহনা খলু সা। দুরারূঢ়শ্চাস্যাঃ প্রণয়ঃ। তদ্‌ভবি-তব্যতা অত্র বলবতী। ততস্ততঃ ॥ ১১ ॥

বঙ্গার্থ ঃ—সহজন্যা।——জানি সখি, জানি —— তোমাদের উভয়ের প্রণয়ের গাঢ়তা। তার পর?—— ।৫।

চিত্রলেখা।—তার পর ভাবলুম্ যে, এত দিনে আবার একটা নূতন কিছু ঘট্‌লো না কি?—তাই একটু ধ্যানে ব'সে যা বুঝ্‌লুম্,—তাতে আত্মা উড়ে যায়, ঘোর বিপদ্ ঘটেছে। ৬।

সহ।—ব্যাপার কি! খুলেই বল না ছাই। ৭॥

চিত্র।—(অতিকাতরভাবে) উর্ব্বশী রাজার দ্বারা মন্ত্রিগণের হস্তে রাজ্যের ভার দেওয়াইয়া, রাজাকে লইয়া কৈলাস পর্ব্বতের গন্ধমাদনবনে বিহার কর্‌তে প্রস্থান করেছিল।৮।

সহজন্যা।—সখি, সে বনের তুলনা নেই। সম্ভোগ যদি বল, তবে সেইখানে। বিহারের অমন যোগ্য উদ্যান আর হয় না। তার পর—?।৯।

চিত্র।—সেখানে মন্দাকিনীর তীরে বালি দিয়ে পাহাড় তৈরি ক'রে উদয়বতীনামিকা এক বিদ্যাধরকন্যা খেলা কর্‌ছিল। রাজা পুরূরবা তার দিকে একদৃষ্টে চেয়েছিলেন,—এই অপরাধে প্রিয়সখী উর্ব্বশী বেজায় রেগে গেল। ১০।

সহজন্যা।—উর্ব্বশী বড়ই অসহিষ্ণু, আর রাজার উপর টানও অসীম। বরাত্! তার পর——?।১১।

চিত্রলেখা।— তদো সা ভত্তুণো অণুণঅং অপ্পডিবজ্জমাণা গুরুসাব-সংমূঢ়-হিঅআ বিম্হরিদ-দেবদাণিঅমা কণ্ণআজণপরিহরণীঅং কুমারবণং পবিট্ঠা, পবেসাণন্তরং অ কাণণোবন্ত-বত্তিলদাভাবেণ পরিণদং সে রূবম্। ॥ ১২ ॥

সহজন্যা।— (সশোকম্) সব্বধা ণত্থি বিহিণো অলঙ্ঘণীঅং ণাম, জেণ তারিসস্স রূবস্স অণ্ণারিসোজ্জেব পরিণামো সংবুত্তো; তদো তদো? ॥ ১৩ ॥

চিত্রলেখা।— তদো সোবি তস্সিং জ্জেব কাণণে পিঅসহীং অণ্ণেসঅন্তো উম্মত্তীভূদো। ইদো উব্বসী তদো উব্বসী ত্তি কদুঅ অহোরত্তাইং অদিবাহেদি। (নভোঽবলোক্য) এদিণা উণ ণিব্বিদাণং পি উক্কণ্ঠাআরিণা মেহোদএণ অপ্পদীআরো ভবিস্সদি ত্তি তক্কেমি। ॥ ১৪ ॥

(অত্রান্তরে জম্ভালিকা)

সহঅরি-দুক্খালিদ্ধঅং সরবরঅম্মি সিণিদ্ধঅম্।
অবিরলবাহজলাপ্লুঅং তম্মই হংসীজুঅলঅম্। ॥ ১৫ ॥

সহজন্যা।— সহি! অত্থি কোবি সমাগমোবাও? ॥ ১৬ ॥

প্রাকৃতানুবাদঃ—ততঃ সা ভর্ত্তুরনুনয়ম্ অপ্রতিপদ্যমানা গুরুশাপ-সম্মূঢ়হৃদয়া বিস্মৃত-দেবতা-নিয়মা কন্যকা-জনপরিহরণীয়ং কুমারবনং প্রবিষ্টা, প্রবেশানন্তরং চ কাননোপান্তবর্ত্তি-লতাভাবেন পরিণতমস্যাঃ রূপম্ ॥ ১২ ॥

সর্ব্বথা নাস্তি বিধেরলঙ্ঘনীয়ং নাম। যেন তাদৃশস্য রূপস্য অন্যাদৃশঃ এব পরিণামঃ সংবৃত্তঃ। ততস্ততঃ ॥ ১৩ ॥

ততঃ সোঽপি তস্মিন্ এব কাননে প্রিয়তমাম্ অন্বিষ্যন্ উন্মত্তীভূতঃ ইতঃ উর্ব্বশী ততঃ উর্ব্বশী ইতি কৃত্বা অহোরাত্রাণি অতিবাহয়তি। অনেন পুনর্নির্ব্বিণ্ণানামপি উৎকণ্ঠাকারিণা মেঘোদয়েন অপ্রতীকারঃ ভবিষ্যতি ইতি তর্কয়ামি ॥ ১৪ ॥

সহচরীদুঃখালীঢ়ং সরোবরে স্নিগ্ধম্। অবিরল-বাষ্প-জলাপ্লুতং তাম্যতি হংসীযুগলম্ ॥ ১৫ ॥

সখি! অস্তি কোঽপি সমাগমোপায়ঃ? ॥ ১৬ ॥

বঙ্গার্থ।—চিত্র।—তার পর রাজা কত হাতে পায় ধর্‌লেন, কিছুই না মেনে একেবারে গিয়ে কুমারবনে ঢুক্‌ল। স্ত্রীজাতির যে স্ত্রী-সম্পর্ক-বর্জ্জনকারী কার্ত্তিকেয়ের বনে ঢুকতে নেই,—তা সখীও জানত। কিন্তু গুরুদেব ভরতের অভিশাপে ত তার দেবত্ব ছিল না, খাটি মর্ত্তের লোক হয়েছিল, তাই এই সর্ব্বনাশ ঘট্‌লো। যেমন ঐ বনে ঢোকা, অমনিই বনের একপাশের একটা লতা হয়ে সেইখানেই রইল। কোথায় গেল অত রূপ! শেষে হলো কি না একটা গাছড়া? ॥ ১২।

সহ।—বিধির বিধান কে এড়াতে পারে? তা' না হ'লে ঐরূপ প্রণয়ের কি না এই পরিণাম? তার পর, তার পর—? ॥ ১৩ ॥

চিত্র।—তার পর সেই রাজাও 'কোথায় প্রিয়া' 'কোথায় প্রিয়া' ক'রে—এখানে সেখানে উর্ব্বশীকে খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে একেবারে পাগল হয়ে গেলেন। দিনরাত্রি সেই জনহীন বনে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছেন। তাতে আবার—এই নবমেঘ দেখা দিল। এ সময়ে যার হৃদয়ে কোন অভাব নেই, সেও যেন কেমন হয়ে উঠে, আর যাহার বিরহানলে হৃদয় পুড়্‌ছে, তার যে কি ভীষণ অবস্থা ঘটবে, তা ভেবেও প্রাণ কাঁপ্‌ছে। প্রতীকারের কোনই পথ ত দেখ্‌ছি নে। ১৪।

(এই সময় জম্ভালিকা গীত)

প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হংসীযুগল আজ সঙ্গিনীর দুঃখে কাতরা হইয়া সরোবরে অবিরাম বাষ্প বর্ষণ করিতেছে, তাহাদের দুঃখের কোন সান্ত্বনা নাই ॥ ১৫ ॥

সহ।—সখি, মিলনের কি কোনই উপায় নেই? ॥ ১৬ ॥

চিত্রলেখা।— গোরীচরণরাঅসম্ভবং সঙ্গমমণিং বজ্জিঅ কুদো সে সমাগমোবাও? ॥ ১৭ ॥

সহজন্যা।— ণ ঈদিসা আকিদিবিসেসা চিরং দুক্খভাইণো হোন্তি, তা অবস্সং কোবি অণুগ্গহণিমিত্তভূদো সমাগমোবাও ভবিস্সদি ত্তি তক্কেমি (প্রাচীং দিশং বিলোক্য) তা এহি উঅআহিবস্স ভগবদো সুজ্জস্স উবত্থাণং করেহ্ম। ॥ ১৮ ॥

(অত্রান্তরে খণ্ডধারা)

চিন্তাদুম্মিঅমাণসিআ সহঅরিদংসণলালসিআ।
বিঅসিঅ-কমল-মণোহরএ বিহরই হংসী সরবরএ ॥ [ইতি নিষ্ক্রান্তে] ॥ ১৯ ॥

(ইতি প্রবেশকঃ) (নেপথ্যে পুরূরবসঃ প্রাবেশিক্যাক্ষিপ্তিকা)

গহণং গইন্দণাহো পিঅবিরহুম্মাঅ-পঅলিঅবিআরো।
বিসই তরুকুসুমকিসলঅ-ভূসিঅণিঅদেহপব্ভারো ॥ ॥ ২০ ॥

(ততঃ প্রবিশতি আকাশবদ্ধলক্ষ্যঃ সোন্মাদো রাজা)

রাজা।— (সক্রোধম্) আঃ দুরাত্মন্! রক্ষঃ! তিষ্ঠ তিষ্ঠ, মম প্রিয়তমামাদায় ক্ব গচ্ছসি?
(বিলোক্য) কথং শৈলশিখরাদগগনমুপেত্য বাণৈর্মামভিবর্ষতি?
(ইতি লোষ্টং গৃহীত্বা হন্তুং ধাবন্ অনন্তরে দ্বিপদিকয়া দিশোঽবলোক্য)। ॥ ২১ ॥

অন্বয় ঃ—চিন্তাদূনমানসা সহচরীদর্শনলালসা হংসী বিকসিত-কমল-মনোহরে সরোবরে বিহরতি ॥ ১৯ ॥

প্রিয়াবিরহোন্মাদপ্রকটিতবিকারঃ গজেন্দ্রনাথঃ (রাজা পুরূরবাঃ) তরুকুসুম-কিসলয়-ভূষিত-নিজদেহ-প্রাগ্‌ভারঃ (পুষ্প পল্লবৈঃ সজ্জিতসর্ব্বাঙ্গঃ) সন্ গহনং (বনম্) বিশতি ॥ ২০ ॥

প্রাকৃতানুবাদ ঃ—গৌরীচরণরাগসম্ভবং সঙ্গমমণিং বর্জয়িত্বা কুতোঽস্যাঃ সমাগমোপায়ঃ ॥ ১৭ ॥

ন ঈদৃশাঃ আকৃতিবিশেষাঃ চিরং দুঃখভাজঃ ভবন্তি। তদবশ্যং কোঽপি অনুগ্রহনিমিত্তীভূতঃ সমাগমোপায়ঃ ভবিষ্যতি ইতি তর্কয়ামি, তদেহি উদয়াধিপস্য ভগবতঃ সূর্য্যস্য উপস্থানং কুর্ব্বঃ ॥ ১৮ ॥

চিন্তাদূনমানসা সহচরীদর্শনলালসা। বিকসিত-কমল-মনোহরে বিহরতি হংসী সরোবরে ॥ ১৯ ॥

গহনং গজেন্দ্রনাথঃ প্রিয়া-বিরহোন্মাদপ্রকটিত-বিকারঃ। বিশতি তরু-কুসুম-কিসলয় ভূষিত-নিজদেহ-প্রাগ্‌ভারঃ ॥ ২০ ॥

বঙ্গার্থ ঃ—চিত্র।—গৌরীদেবীর চরণ-রঞ্জনকালে সঙ্গম-মণি নামে একটা মণি, চরণগলিত অলক্তকবিম্ব হইতে জন্মিয়াছিল, সেই মণি ছাড়া মিলনের অন্য কোন উপায় নেই। ১৭।

সহ।—সেইরূপ অপাপ সুন্দর আকৃতি যাঁহাদের, তাঁহারা বেশী দিন কষ্টভোগ করেন না। সুতরাং নিশ্চয়ই সমাগমের কোন উপায় বিধাতার অনুগ্রহে হবেই হবে। চল্,—উদয়াচলপতি সূর্য্যদেবের পরিচর্য্যায় রত হই গে ॥ ১৮ ॥

(এই সময় খণ্ডধারা গীত)

সতত চিন্তায় ব্যাকুলা হংসী সহচরীর দর্শনলাভের আশায় উৎসুকা হইয়া প্রস্ফুটিত কমল-শোভিত সরোবরে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। ১৯।

(নিষ্ক্রান্ত, প্রবেশক সমাপ্ত)

(নেপথ্যে হইতে পুরূরবার প্রবেশসূচিকা আক্ষিপ্তিকা গীতি)

আজ যূথপতি মাতঙ্গরাজ প্রিয়াবিরহে উন্মত্ত হইয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিতেছেন, তরুলতার ফুল ও পল্লবে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া, মাথায় একরাশি লতা, পল্লব, ফুল লইয়া—ঐ তিনি আসিতেছেন। ২০।

(আকাশের দিকে উদাসভাবে চাইতে চাইতে উন্মত্ত রাজার প্রবেশ)

রাজা।—(ক্রোধভরে) অরে পাপিষ্ঠ রাক্ষস। দাঁড়া দাঁড়া, কোথায় যাবি আমার প্রেয়সীকে নিয়ে? (দেখিয়া) বটে! পর্ব্বতশীর্ষ হ'তে আকাশে উঠিয়া আমাকে বাণাঘাত করা হচ্ছে? (ঢিল নিয়ে মারতে ছুট্‌লেন, পরে আবার দ্বিপদিকা গীতির সহিত দশদিক্ দেখ্‌তে লাগ্‌লেন)—। ২১।

হিঅআহিঅপিঅদুক্‌খও সরবরূএ ধুঅপক্‌খও।
বাহো-বগ্‌গিঅ-ণঅণও তম্মই হংসজুআণও॥ ॥ ২২ ॥

(বিভাব্য সকরুণম্) কথম্?

নবজলধরঃ সন্নদ্ধোঽয়ং ন দৃপ্তনিশাচরঃ,
সুরধনুরিদং দূরাকৃষ্টং ন নাম শরাসনম্।
অয়মপি পটুর্ধারাসারো ন বাণপরম্পরা,
কনকনিকষস্নিগ্ধা বিদ্যুৎ প্রিয়া মম নোর্ব্বশী? ॥ ২৩ ॥

[ইতি মূর্চ্ছিতঃ পততি]

(পুনর্দ্বিপদিকয়া উত্থায় নিশ্বস্য)

মই জাণিঅং মিঅলোঅণাং ণিসিঅরু কোবি হরই।
জাব ণু ণবতলি-সসামল ধারাহরু বরিসেই॥ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—হৃদয়াহিত-প্রিয়াদুঃখঃ ধুতপক্ষঃ বাষ্পাবলিতনয়নঃ হংসযুবা সরোবরে তাম্যতি ॥ ২২ ॥

অয়ং নবজলধরঃ সন্নদ্ধঃ (বর্ষণোন্মুখঃ) দৃপ্তনিশাচরঃ (গর্ব্বিতরাক্ষসঃ) ন সন্নদ্ধঃ (যুদ্ধায় কৃতোদ্যোগঃ) । ইদং সুরধনুঃ দূরাকৃষ্টম্ (দূরলম্বিতম্), শরাসনম্ নাম ন। অয়মপি পটুঃ ধারাসারঃ (জলধারাপাতঃ), বাণপরম্পরা ন ভবতি। ইয়মপি কনকনিকষস্নিগ্ধা বিদ্যুৎ দৃশ্যতে মম প্রিয়া উর্ব্বশী ন ভবতি ॥ ২৩ ॥

ময়া ইদং জ্ঞাতম্ যৎ কোঽপি নিশাচরঃ মৃগলোচনাং (উর্ব্বশীং) হরতি। নু (ভোঃ) যাবৎকালং নব তড়িৎ-শ্যামলঃ ধারাধরঃ (মেঘঃ) বর্ষতি তাবৎ ইয়ং শঙ্কা। ২৪।

প্রাকৃতানুবাদ—হৃদয়াহিত-প্রিয়াদুঃখঃ সরোবরে ধুতপক্ষঃ। বাষ্পাবল্লিতনয়নঃ তাম্যতি হংসযুবা ॥ ২২ ॥

ময়া জ্ঞাতং মৃগলোচনাং নিশাচরঃ কোঽপি হরতি।
যাবন্নু নবতড়িচ্ছ্যামলঃ ধারাধরঃ বর্ষতি ॥ ২৪ ॥

বঙ্গার্থ।—প্রিয়ার দুঃখে বুকভরা, ব্যাধের দিকে কণ্ঠ বাঁকাইয়া দেখ্‌তে দেখ্‌তে হতভাগ্য হংস যুবা (রাজা স্বয়ং) সরোবরে বার বার ডানা নাড়্‌ছে! (একটু ঠাউরে নিয়ে কাতরভাবে) ছিঃ! কি পাগল আমি—এ যে নবীন মেঘ সাজগোজ্ ক'রে আকাশে দেখা দিয়েছে। এ ত গর্ব্বিত রাক্ষস নহে, আর ঐ যে ধনু, উহাও ত ইন্দ্রধনু, রাক্ষসের শরাসন ত উহা নহে। আর যাহাকে বাণ ভেবেছিলুম, তাহা ত বাণ নহে, নব জলধারাপাত! আর ঐ যে চঞ্চলরূপ, আমার প্রিয়া উর্ব্বশী বলিয়া যাকে মনে করেছিলুম, ও যে বিদ্যুৎ,—প্রিয়া নহে ত। (বলেই মূর্চ্ছিত হয়ে পতন, পুনরায় দ্বিপদিকা গান ধ'রে উঠ্‌লেন ও দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়্‌লেন)—॥ ২২—২৩ ॥

আমি ঠাউরেছিলুম্ যে, আমার মৃগাক্ষীকে কোন দৈত্য বুঝি হরণ ক'রে নিয়ে যাচ্ছে। এখন দেখ্‌ছি, তা নয়, নবীন বিদ্যুতে শোভিত হয়ে শ্যাম জলধর ধারা বর্ষণ করছে ॥ ২৪ ॥

(ইতি সকরুণং বিচিন্ত্য)

তৎ খলু ক্ব নু গতা স্যাৎ? ক্বাপি—

তিষ্ঠেৎ কোপবশাৎ প্রভাবপিহিতা, দীর্ঘং ন সা কুপ্যতি,
স্বর্গায়োৎপতিতা ভবেন্ময়ি পুনর্ভাবার্দ্রমস্যা মনঃ।
(সরোষম্) তাং হর্ত্তুং বিবুধদ্বিষোঽপি ন হি মে শক্তাঃ পুরোবর্ত্তিনীম্,
সা চাত্যন্তমগোচরং নয়নয়োর্যাতেতি কোঽয়ং বিধিঃ?॥ ॥ ২৫ ॥

(দ্বিপদিকয়া দিশোঽবলোক্য
নিশ্বস্য সাস্রম্)

অহো অপরাবৃত্তভাগধেয়ানাং দুঃখং দুঃখানুবন্ধমেব। কুতঃ?
অয়মেকপদে তয়া বিয়োগঃ প্রিয়য়া চোপনতঃ সুদুঃসহো মে।
নববারিধরোদয়াদহোভির্ভবিতব্যঞ্চ নিরাতপত্বরম্যৈঃ॥ ॥ ২৬ ॥

অন্বয় ঃ—তর্হি কিং সা কোপবশাৎ প্রভাবপিহিতা (তিরস্করণীপ্রতিচ্ছন্না) সতী ক্বাপি তিষ্ঠেৎ? নৈতৎ সম্ভবতি, যতঃ সা দীর্ঘং ন কুপ্যতি। অথবা সা স্বর্গায় উৎপতিতা ভবেৎ (স্বর্গং প্রস্থিতা ভবেৎ) তদপি ন যুক্তিসহং, যতঃ অস্যাঃ মনঃ পুনঃ (কিন্তু) ময়ি ভাবার্দ্রম্ (অনুরাগপ্রবণম্)। রাক্ষসৈঃ সা হৃতা এতদপি ন মে প্রতিভাতি, হি যতঃ মে পুরোবর্ত্তিনীং তাং হর্ত্তুং বিবুধদ্বিষঃ অপি ন শক্তাঃ, অথচ সা নয়নয়োঃ অত্যন্তম্ অগোচরম্ যাতা ইতি অয়ং বিধিঃ (ব্যাপারঃ) কঃ? ॥ ২৫ ॥

তয়া প্রিয়য়া সহ মে অয়ং সুদুঃসহঃ বিয়োগঃ চ একপদে উপনতঃ, অহোভিঃ চ নববারিধরোদয়াৎ নিরাতপত্বরম্যৈঃ ভবিতব্যম্ ॥ ২৬ ॥

বঙ্গার্থ।—(একটু কাতরভাবে চিন্তা ক'রে) কোথায় গেল আমার প্রাণ-প্রতিমা?—সে কি ক্রোধভরে, দৈবশক্তিতে আত্মগোপনপূর্ব্বক এখানেই কোথাও—লুকিয়ে আছে? না,—সে ত বেশীক্ষণ রাগ ক'রে আমায় ছেড়ে থাক্‌তে পারে না। তবে কি স্বর্গে ফিরে গেল? না, তাও অসম্ভব। তার হৃদয়খানি যে আমার মধ্যে সঁপিয়া দিয়াছে। সে যে আমায় বড় ভালবাসে! তুচ্ছ—অতি তুচ্ছ দেবশত্রু দানবরা আমার সম্মুখ হ'তে তাকে হরণ কর্‌তে পারে ত না-ই, হরণের চিন্তাও কর্‌তে পারে না। হায়! আমার এমন প্রিয়তমা—কোথায় গেল! চোখের অন্তরালে এমনই লুকিয়েছে যে, তার ছায়াও দেখ্‌ছি না। কি এ ব্যাপার? (আবার গান, চারিদিকে চাওয়া ও সজলনয়নে উক্তি) হায় রে, কপাল যাদের মন্দ, তাদের একটা দুঃখ যায়, দশটা দুঃখকে টেনে আনে। কেন না, আজ এক সময়ে দুইটা বস্তুর উদয় হইল, প্রিয়তমা উর্ব্বশীর সহিত বিরহ, যাহা সহ্য করিবার শক্তি আমার নাই, আবার এই নব জলধরের আবির্ভাব, যাহার ফলে দিনগুলির অসহ্য তাপ দূর হইয়াছে, দিনগুলি পরম উপভোগ্য, কিন্তু উর্ব্বশীর বিরহে—আমার নিকট উহা অত্যন্ত অসহ্য।——। ২৫—২৬।

(অনন্তরে চর্চ্চরী)

জলহর ! সংহর এহ কোব মই আণত্তো,
অবিরলধারাসারাকন্তদিসামুহঅো ।
এ ! মত্তি পুহবি ভমন্তে জই পিঅ পেক্খিহিমি,
তবেব জং জু করীহিসি, তং তু সহীহিমি ॥ ॥ ২৭ ॥

(চর্চ্চরিকয়া বিচিন্ত্য)

বৃথা খলু ময়া মনসঃ সন্তাপবৃদ্ধিরুপেক্ষ্যতে। যদা মুনয়োঽপ্যেবং ব্যাহরন্তি 'রাজা কালস্য কারণ'মিতি। তৎ কিমহমেনং জলধরসময়ং ন প্রত্যাদিশামি ? (বিহস্য উত্থায়, যদা মুনযোঽপ্যেবং ব্যাহরন্তীতি পুনঃ পঠিত্বা) ভবতু প্রত্যাদিশামি। ॥ ২৮ ॥

(অনন্তরে চর্চ্চরী)

গন্ধুম্মাইঅ মহুঅরগীএহিং, বজ্জন্তেহিং পরহুঅদূরেহিং ।
পসরিঅ-পবণুবেল্লিঅ-পল্লবণিঅরু সুললিঅবিবিহপআরে ণচ্চই কপ্পঅরু। ॥ ২৯ ॥

(তেন নর্ত্তিত্বা) অথবা ন প্রত্যাদিশামি ; যৎ প্রাবৃষেণ্যৈরেব চিহ্নৈঃ সম্প্রতি মহারাজোপচারঃ ক্রিয়তে । ॥ ২৯(ক) ॥

অন্বয় ঃ—হে অবিরলধারাসারাক্রান্তদিশামুখ ! জলধর ! ময়া আজ্ঞপ্তঃ সন্ অত্র কোপম্ সংহর। অয়ি ! অহং পৃথ্বীং ভ্রমন্ যদি প্রিয়াং প্রেক্ষিষ্যে, তদা ত্বং যৎ যৎ করিষ্যসি তৎ তু সহিষ্যে ॥ ২৭ ॥

প্রসৃত-পবনোদ্বেল্লিতপল্লবনিকরঃ কল্পতরুঃ গন্ধোন্মাদিত-মধুকরগীতৈঃ বাদ্যমানৈঃ পরভৃততূর্য্যৈঃ এবং সুললিত-বিবিধপ্রকারৈঃ নৃত্যতি ॥ ২৯ ॥

প্রাকৃতানুবাদ ঃ—জলধর ! সংহর অত্র কোপম্ ময়া আজ্ঞপ্তঃ। অবিরলধারা-সারাক্রান্ত-দিশামুখ ! অয়ি ! অহং পৃথ্বীং ভ্রমন্ যদি প্রিয়াং প্রেক্ষিষ্যে, তদা যদ্ যৎ করিষ্যসি তত্তু সহিষ্যে ॥ ২৭

গন্ধোন্মাদিত-মধুকরগীতৈঃ বাদ্যমানৈঃ পরভৃততূর্য্যৈঃ। প্রসৃতপবনোদ্বেল্লিতপল্লবনিকরঃ সুললিতবিবিধপ্রকারৈর্নৃত্যতি কল্পতরুঃ ॥ ২৯ ॥

বঙ্গার্থ ঃ—(পরে গুর্জ্জরী-সংজ্ঞক গান ও নৃত্যের সহিত) হে জলধর ! নিরন্তর জলধারাবর্ষণের কালে দশদিক্ যেন রসোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, এবং তোমারও সেই রসে মনোহারিতা শতগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, আমি আজ্ঞা করছি, কেন এত বাড়াবাড়ি ? রেগে থাক যদি, ক্রোধ সংবরণ কর। আমি পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াও যদি প্রিয়াকে পাই, তবে তখন যাহা যাহা বল না, করিও। এখন দিন কতক থামো—বলছি । ২৭।

(একটু হেসে) আমার মনের যাতনা-বৃদ্ধির কারণ এই জলধরকে বৃথাই আমি উপেক্ষা করছি। কেন না, মুনিরাও বলেন যে, রাজাই কালের কারণ,—অতএব আমি কেন এই বর্ষাকালকে অন্য কালে পরিণত না করবো ? ॥ ২৮ ॥

(আবার চর্চ্চরীগান ও নৃত্য)

বাঃ বাঃ ! কল্পতরু কি সুন্দর নৃত্যই না করছে ! কুসুমগন্ধে উন্মত্ত হয়ে ভ্রমরপাতি গান ধরেছে, কোকিলরা যেন তৌর্য্যত্রিকবাদনে নিযুক্ত হয়েছে, পল্লবগুলি বর্ষার অপ্রসরবায়ুভরে নৃত্য করছে,—মনে হচ্ছে বুঝি, কল্পতরু কত রঙ্গেই নর্ত্তন করিতেছে। তবে আমিও একটু নাচি (একটু নৃত্য) নাঃ ! এমন সুন্দর বর্ষাকালকে তাড়ানো হবে না। কেন না—আমি হলুম রাজা, আর এই বর্ষাকালের বস্তুগুলিই আমার রাজোচিত আসবাবপত্র, সাজসরঞ্জাম, আভরণ ॥ ২৯—২৯ক ॥

(বিহস্য পুনর্গৰ্জ্জমাইঅ পঠিত্বা)

কথমিতি ? —বিদ্যুল্লেখা-কনকরুচিরশ্রীর্বিতানং মমাভ্রো,
ব্যাধূয়ন্তে নিচুলতরুভির্মঞ্জরীচামরাণি ।
ঘর্ম্মচ্ছেদাৎ পটুতরগিবো বন্দিনো নীলকণ্ঠা,
ধারাসারোপনয়নপরা নৈগমাশ্চাম্বুবাহাঃ ॥ ॥ ৩০ ॥

(পুনশ্চর্চ্চরী) ভবতু, কিং পরিচ্ছদশ্লাঘয়া ।
যাবদস্মিন্ কাননে প্রিয়াং প্রনষ্টামন্বেষয়ামি ॥

(পাঠস্থান্তরে ভিন্নকঃ) ॥ ৩০(ক)

দইআবহিঅো অহিঅং দুহিঅো বিরহাণুগঅো পরিমন্থরঅো ।
গিরিকাণণএ কুসুমুজ্জলএ গঅজূহবঈ উঅ ঝীণগঈ ॥ ॥ ৩১ ॥

(অনন্তরে দ্বিপদিকয়া পবিক্রম্যাবলোক্য চ সহর্ষম্) হন্ত ! হন্ত ! ব্যবসিতস্য মে সংবর্দ্ধনং বৃত্তম্ ।
আরক্তকোটিভিরিয়ং কুসুমৈর্নবকন্দলীমলিনগর্ভৈঃ ।
কোপাদন্তর্বাষ্পে স্মরযতি মাং লোচনে তস্যাঃ ॥ ॥ ৩২ ॥

অন্বয় ঃ—অদম্ মম বিদ্যুল্লেখাকনককচিরং শ্রীবিতানম্, নিচুলতরুভিঃ (মম) মঞ্জরীচামরাণি ব্যাধূয়ন্তে, ঘর্ম্মচ্ছেদাৎ পটুতরগিরঃ নীলকণ্ঠাঃ (মম) বন্দিনঃ, ধারাসারোপনয়নপরাঃ অম্বুবাহাঃ চ (মম) নৈগমাঃ (ভবন্তি) ॥ ৩০ ॥

দয়িতারহিতঃ অধিকং দুঃখিতঃ বিরহানুগতঃ পরিমন্থরঃ উত (তথা) হীনগতিঃ গজযূথপতিঃ কুসুমোজ্জ্বলে গিরিকাননে (পরিভ্রমতি) ॥ ৩১ ॥

ইয়ং নবকন্দলী আরক্তকোটিভিঃ মলিন গর্ভৈঃ কুসুমৈঃ কোপাৎ অন্তর্বাষ্পে তস্যাঃ লোচনে মাং স্মরয়তি (স্মারয়তি ইত্যর্থঃ) ॥ ৩২ ॥

প্রাকৃতানুবাদ ঃ—দয়িতারহিতঃ অধিকং দুঃখিতঃ বিরহানুগতঃ পরিমন্থরঃ । গিরিকাননে কুসুমোজ্জ্বলে গজযূথপতিঃ উত হীনগতিঃ ॥ ৩১ ॥

বঙ্গার্থ।—কি করিয়া ? তবে শোন—(হাসিয়া পুনরায় গান) বিদ্যুতের রশ্মিরূপ কনকসূত্রের দ্বারা গ্রথিত ঐ যে আমার মাথার উপর মেঘরূপ চন্দ্রাতপ শোভা পাচ্ছে ; আর ঐ বর্ষাগমে বেতস-লতার মঞ্জরীগুলি কেমন চামরের কাজ করছে। নিদাঘাবসানে ময়ূরগণ স্তুতিপাঠকের ন্যায় আমার বন্দনাগীত গাহিতেছে, আর ঐ নবজলধরমণ্ডলী অজস্রধারাপাতরূপ দ্রব্যসম্ভারের আমদানী করিয়া বণিকের কাজ করিতেছে ॥ ৩০ ॥

(আবার চর্চ্চরী গান ও নৃত্য)
আচ্ছা, হউক না ; এই সব বৃথা রাজ-পরিচ্ছদের গর্ব্বে লাভ কি ? এখন এই বনমধ্যে প্রিয়তমাকে খোঁজা যাউক । ('পাঠ' নামক পদ্যের একখানা গত মুখে মুখে বাজাইয়া " ভিন্নক " নামক রাগের আলাপ করিতে করিতে)— ॥ ৩০ (ক) ॥

দয়িতার বিরহে অতিশয় দুঃখিত এবং বিরহখিন্ন ও অত্যন্ত মন্থরগতি, গজযূথপতি আজ কুসুমশোভিত পর্ব্বতবনমধ্যে আর চলা-ফেরা করিতে পারিতেছে না। (পরে দ্বিপদিকানৃত্যের ও গানের সহিত একটু এগিয়ে দে'খে সানন্দে)—বাঃ ! বাঃ ! এই যে যেমন খুঁজতে আরম্ভ কল্লুম্, অমনিই সমস্তই আমার উৎসাহবৃদ্ধির হেতু হ'য়ে দাঁড়ালো ? কেন না—এই যে বর্ষার নববারি-সংস্পর্শে ভূগর্ভ হইতে রক্তবর্ণ নবকন্দলী-কুসুম উদ্গত হয়েছে আর উহার মধ্যে জলবিন্দু শোভা পাচ্ছে, উহা দেখিয়া আমার প্রিয়ার সেই ক্রোধরক্ত সজলনয়নের ছবি মনে পড়্ছে। ॥ ৩১—৩২ ॥

ইতো গতেতি কথং ময়া খলু তত্রভবতী সূচয়িতব্যা। * যতঃ—

পদ্ভ্যাং স্পৃশেদ্বসুমতীং যদি সা সুগাত্রী,
মেঘাভিবৃষ্টসিকতাসু বনস্থলীষু।
পশ্চান্নতা গুরুনিতম্বতয়া ততোঽস্যাঃ,
দৃশ্যেত চারুপদপঙ্‌ক্তিরলক্তকাঙ্কা ॥ ॥ ৩৩ ॥

(দ্বিপদিকয়া পরিক্রম্যাবলোক্য চ)

হন্ত! হন্ত! উপলব্ধমুপলক্ষণং, যেন তস্যাঃ
কোপনায়াঃ সরসমুন্নীয়তে মার্গঃ।
হৃতোষ্ঠরাগৈর্নয়নোদবিন্দুভি-র্নিমগ্ননাভের্নিপতদ্ভিরঙ্কিতম্।
চ্যুতং রুষা ভিন্নগতেরসংশয়ং, শুকোদরশ্যামমিদং স্তনাংশুকম্ ॥ ॥ ৩৪ ॥

ভবতু আদাস্যে তাবৎ (পরিক্রম্য বিভাব্য সাস্রম্) কথং সেন্দ্রগোপং শাদ্বলমিদং স্থানম্, তৎ কুতোঽস্মিন্ বিপিনে প্রিয়াপ্রবৃত্তিসমাগমোঽয়ম্ ? ॥ ৩৫ ॥

আলোকযতি পয়োদান্ প্রবলপুরোবাতনর্ত্তিতশিখণ্ডঃ।
কেকাগর্ব্বেণ শিখী দূরোন্নমিতেন কণ্ঠেন ॥ ॥ ৩৬ ॥

ভবতু যাবদেনং পৃচ্ছামি। (অনন্তরে খণ্ডকঃ)

অন্বয় ঃ—সা সুগাত্রী মেঘাভিবৃষ্টসিকতাসু বনস্থলীষু বসুমতীং পদ্ভ্যাং যদি স্পৃশেৎ, ততঃ (তর্হি) তস্যাঃ অলক্তকাঙ্কা চারুপদপঙ্‌ক্তিঃ গুরুনিতম্বতয়া পশ্চাৎ নতা দৃশ্যেত ॥ ৩৩ ॥

নিমগ্ননাভেঃ রুষা ভিন্নগতেঃ (তস্যাঃ) হৃতোষ্ঠরাগৈঃ নিপতদ্ভিঃ নয়নোদবিন্দুভিঃ অঙ্কিতম্ ইদম্ শুকোদরশ্যামম্ স্তনাংশুকম্ অসংশয়ং চ্যুতম্ ॥ ৩৪ ॥

প্রবল-পুরোবাত-নর্ত্তিত-শিখণ্ডঃ শিখী কেকাগর্ব্বেণ দূরোন্নমিতেন কণ্ঠেন পয়োদান্ আলোকয়তি ॥ ৩৬ ॥

বঙ্গার্থ।—এই দিকে কি প্রিয়া গিয়াছে ? কি করিয়াই বা ঠিক্ করি ! সেই শোভনাঙ্গী উর্ব্বশীর পাদ-স্পর্শ যদি বসুমতী লাভ কর্‌তো, তবে নিশ্চয় বনস্থলীর ঐ বালুকা-রাশির উপর তাহার পায়ের চিহ্ন পড়্‌তোই পড়্‌তো, কেন না, একে নববারি-সম্পাতে ঐ বালুকা-রাশি অতি সিক্ত, তাতে আবার সে আমার গুরুনিতম্ববতী, তাই মনে হয়, তার পাদচিহ্ন তা হ'লে নিশ্চয়ই দেখা যেতো। (দ্বিপদিকার গান ও দর্শন এবং সানন্দে উক্তি) এইবার ধরেছি, ক্রোধে অন্ধ হয়ে পালাবার পথ এতক্ষণে পেয়েছি, পেয়েছি ॥ ৩৩ ॥

রাগে গর্ গর্ ক'রে যখন প্রিয়া চ'লে গিয়েছিল, তখন নিশ্চয় তার স্তনের এই কাঁচলী খসে প'ড়ে থাক্‌বে, কেন না—সেই নতনাভি সুন্দরীর অশ্রুবিন্দু অধরে পড়ায়, অধরের রাগে তাহাও লাল হয়েছিল, এবং সেই জন্যই এ স্তনাংশুকে লাল লাল বিন্দু বিন্দু চিহ্ন আর শুকপক্ষীর উদররোমাবলীর ন্যায় সুকোমল। এ নিশ্চয়ই তার স্তনাবরণবস্ত্র। আচ্ছা, এইখানিই গ্রহণ করি। (একটু এগিয়ে, দেখে, সজল-নয়নে) দূর ছাই ! ভাবলুম্ কি, আর হলোই বা কি ? এ যে ইন্দ্র-গোপতৃণের সহিত অচিরোদ্গত দূর্ব্বারাজি ! তবে উপায় ? কি করিয়া এই গহনবনে প্রিয়ার খবরটা পাই ?—(দেখিয়া) ঐ যে নবজল-সম্পাতে যেন মার্জ্জিত ও স্নাত পর্ব্বততটে আরোহণপূর্ব্বক নীলকণ্ঠ—ময়ূর জলধরের দিকে চেয়ে আছে, আর প্রবল প্রতিকূল বায়ুতে তার শিখণ্ড কেমন নাচ্‌ছে ! কণ্ঠ উন্নত করিয়া কেমন কেকাধ্বনি করিতেছে ! (কাছে গিয়ে) আচ্ছা, একেই জিজ্ঞাসা করা যাউক। (পরে খণ্ডক নামক নৃত্যের সহিত সঙ্গীত) ॥ ৩৪-৩৬ ॥

সংপত্ত-বিসূরেণও, তুরিঅং পরবারণও।
পিঅঅমদংসণলালসও গঅবরু বিম্হিঅমানসও॥ ॥ ৩৭ ॥

(তেন খণ্ডকান্তরে চর্চ্চরী)

বরহিণপব্ভ! পই অব্ভত্থেমি, আঅক্খহি মে তা,
এত্থ অরণ্ণে ভমন্তে জই পই দিট্ঠা সা মহু কন্তা।
ণিসমই মিঅঙ্কসরিসে বঅণে হংসগঈ, এ চিহ্নে জাণীহিসী, আঅক্খিঅ তুজ্ঝ মঈ॥ ॥ ৩৮ ॥

(চর্চ্চরিকযা উপবিশ্য অঞ্জলিং বদ্ধা) নীলকণ্ঠ! মমোৎকণ্ঠা বনেঽস্মিন্ বনিতা ত্বয়া।
দীর্ঘাপাঙ্গা সিতাপাঙ্গ! দৃষ্টা দৃষ্টিক্ষমা ভবেৎ॥ ॥ ৩৯ ॥

(চর্চ্চরিকযা বিলোক্য) কথমদত্ত্বৈব প্রতিবচনং নর্ত্তিতুমারব্ধঃ।

(পুনশ্চর্চ্চরী) তৎ কিং নু খলু প্রহর্ষকারণমস্য? আং জ্ঞাতম্।

মৃদুপবনবিভিন্নো মৎপ্রিয়াযাঃ প্রণাশাৎ, ঘনরুচিরকলাপো নিঃসপত্নোঽস্য জাতঃ।
রতিবিগলিতবন্ধে কেশপাশে সুকেশ্যাঃ, সতি কুসুমসনাথে কং হরেদেষ বর্হী॥ ॥ ৪০ ॥

অন্বয় ঃ—সংপ্রাপ্তখেদঃ প্রিয়তমাদর্শনলালসঃ বিস্মিতমানসঃ গজবরঃ ত্বরিতং (ভ্রমতি)॥ ৩৭ ॥

বর্হিণপ্রভো! ত্বাম্ অভ্যর্থয়ে, অত্র অরণ্যে ভ্রমতা ত্বয়া যদি মম সা কান্তা দৃষ্টা তর্হি মম তাম্ আচক্ষ॥ ৩৮॥

হে সিতাপাঙ্গ নীলকণ্ঠ! অস্মিন্ বনে ত্বয়া দীর্ঘাপাঙ্গা দৃষ্টিক্ষমা মম বনিতা ত্বয়া দৃষ্টা ভবেৎ?॥ ৩৯ ॥

মৃদুপবনবিভিন্নঃ ঘনরুচিরকলাপঃ অস্য মৎপ্রিয়ায়াঃ প্রণাশাৎ নিঃসপত্নঃ জাতঃ অন্যথা এষ বর্হঃ রতিবিগলিতবন্ধে কুসুমসনাথে সুকেশ্যাঃ কেশপাশে সতি কং হরেৎ?।৪০।

প্রাকৃতানুবাদ ঃ—সম্প্রাপ্তখেদঃ ত্বরিতং পরবারণঃ।
প্রিয়তমাদর্শনলালসঃ গজবরঃ বিস্মিতমানসঃ॥ ৩৭ ॥
বর্হিণপ্রভো! ত্বাম্ অভ্যর্থয়ে আচক্ষ মম তাম্।
অত্র অরণ্যে ভ্রমতা যদি ত্বয়া দৃষ্টা সা মম কান্তা॥
নিশাময় মৃগাঙ্কসদৃশং বদনং হংসগতিঃ।
অনেন চিহ্নেন জ্ঞাস্যসি আখ্যাতং তব ময়া॥ ৩৮ ॥

বঙ্গার্থ ঃ—হায়! প্রিয়তমার দর্শনলালসায় অতি-কাতর মাতঙ্গরাজ নিতান্ত খিন্নমনে ও বিস্মিতহৃদয়ে উপস্থিত হইয়াছে॥ ৩৭ ॥

(আবার খণ্ডক ও চর্চ্চরী)—

হে ময়ূররাজ! সাদরে ও সসম্মানে অভিবাদনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিতেছি,—বল—এই বনে ভ্রমণ করিবার কালে আমার সেই হৃদয়হারিণীকে কি দেখিয়াছ? শোন সে কেমন? রাজহংসের মতন তার গমন, চাঁদের মতন তার মুখ, এই দেখলেই বুঝ্বে যে, সেই আমার প্রিয়তমা॥ ৩৮॥

(চর্চ্চরিকাসংযোগে উপবেশন, পরে অঞ্জলিবদ্ধ-করে উক্তি)

হে নীলকণ্ঠ! আমার হৃদয়ের উৎকণ্ঠারূপিণী সেই উর্ব্বশী, হে শুক্লাপাঙ্গ! তোমারই ন্যায় দীর্ঘ অপাঙ্গযুক্তা সে, একবার সে রূপ দেখ্‌লে আর কিছুই দেখ্‌তে সাধ যায় না, তাকে কি তুমি দেখেছ ভাই? ॥ ৩৯ ॥

(চর্চ্চরিকাযোগে দেখিয়া) কি? জবাব না দিয়েই নাচ্‌তে সুরু কর্‌লো? এর এত আনন্দের কারণ কি? (একটু চিন্তা করিয়া) ও! বুঝেছি—আমার প্রিয়তমার ঘন-চারু কেশকলাপ মৃদু মৃদু পবনে যখন এদিক্-ওদিক্ পড়্‌তো, কি শোভাই না তার তখন হতো! আজ সেই চারু চিকুর নাই, সুতরাং ময়ূর চিরদিনের মত তার প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রুকে হারিয়েছে বলেই বর্হীর আজ এত আনন্দ! নইলে,—আমার সেই প্রিয়তমা যখন রতিশ্রান্তা হইয়া পড়িত আর তার কবরীর কুসুম-মণ্ডিত কেশভার চারিদিকে এলাইয়া পড়িত, তখনকার সেই কেশকলাপের ত্রিসীমাতেও কি এই হতভাগ্য বর্হী পৌঁছিতে পারিত? পারিত না॥ ৪০ ॥

ভবতু, পরব্যসনসুখিতং ন পুনরেনং পৃচ্ছামি।

(দ্বিপদিকয়া দিশোঽবলোক্য)

অযে! ইয়মাতপান্তসংধুক্ষিতমদা জম্বুবিটপমধ্যাস্তে পরভৃতা, বিহগেষু পণ্ডিতৈষা জাতিঃ, যাবদেনাং পৃচ্ছামি।

(অনন্তরে খুরকঃ) ॥ ৪০(ক) ॥

বিজ্জাঝরকাণণলীণও দুক্খবিণিগ্‌গঅবাহুপ্‌পীড়ও।

দূরোস্সারিঅ-হিঅআণন্দও অম্বরমাণেণ ভমই গইন্দও ॥ ॥ ৪১ ॥

(খুরকান্তরে চর্চ্চরী)

পরহুঅ! মহুরপলাবিণি কন্তী ণন্দণবণ-সচ্ছন্দ-ভমন্তী।

জই পই পিঅঅম সা মহু দিট্টা তা আঅক্‌খহি মহু পরপুট্টা ॥ ॥ ৪২ ॥

(এতদেব নর্ত্তিত্বা বলন্তিকয়োপসৃত্য জানুভ্যাং স্থিত্বা)

ভবতি!— ত্বাং কামিনো মদনদূতিমুদাহরন্তি, মানাপমাননিপুণং ত্বমমোঘমস্ত্রম্।

তামানয় প্রিয়তমাং মম বা সমীপং, মাং বা নয়াশু, মৃদুভাষিণি! যত্র কান্তা ॥ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয় ঃ—বিদ্যাধরকাননলীনঃ দুঃখবিনির্গতবাষ্পোৎপীড়ঃ দূরোৎসারিতহৃদয়ানন্দঃ গজেন্দ্রঃ (পুরূরবাঃ) অম্বরমানেন ভ্রমতি ॥ ৪১ ॥

অয়ি মধুর-প্রলাপিনি কান্তে! পরভৃতে! নন্দন-বনে স্বচ্ছন্দং ভ্রমন্তী সা মম প্রিয়তমা যদি দৃষ্টা তর্হি হে পরপুষ্টে! মম আচক্ষ ॥ ৪২ ॥

কামিনঃ ত্বাং মদনদূতিম্ উদাহরন্তি, ত্বম্ মানাপনোদনিপুণম্ অমোঘম্ অস্ত্রম্। অয়ি মৃদুভাষিণি! তাং প্রিয়তমাং মম বা সমীপম্ আনয়, যত্র কান্তা (বর্ত্ততে তত্র) মাং বা আশু নয় ॥ ৪৩ ॥

প্রাকৃতানুবাদ ঃ—বিদ্যাধর-কানন-লীনঃ দুঃখবিনির্গত-বাষ্পোৎপীড়ঃ। দূরোৎ-সারিত-হৃদয়ানন্দঃ অম্বরমানেন ভ্রমতি গজেন্দ্রঃ ॥ ৪১ ॥

পরভৃতে! মধুরপ্রলাপিনি! কান্তে! নন্দনবনে স্বচ্ছন্দং ভ্রমন্তী। যদি ত্বয়া প্রিয়তমা সা মম দৃষ্টা, তর্হি আচক্ষ মম পরপুষ্টে ॥ ৪২ ॥

বঙ্গার্থ ঃ—যাক্, পরের দুঃখে যে সুখ পায়, তাদৃশ পাষণ্ডকে আর কিছুই জিজ্ঞাসা করিব না। (দ্বিপদিকাযোগে চারিদিক্ দেখিয়া) তাই ত, আতপতাপে মত্ততা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায়, ঐ যে কোকিলবধূ জাম গাছের ডালে বসিয়া আছে। পাখীদের মধ্যে এই কোকিলজাতি বড়ই পণ্ডিত। আচ্ছা, একেই জিজ্ঞাসা ক'রে দেখা যাক্। (ইত্যবসরে খুরক সংজ্ঞক নৃত্য-গীত)— ॥ ৪০(ক) ॥

গজরাজ আকাশচুম্বী কলেবরে বিদ্যাধরগণের বনের মধ্যে পর্য্যটন ক'রে বেড়াচ্ছে। হৃদয়নিহিত দুঃখে তার নয়নদ্বয় বাষ্পপ্রবাহে পরিপূর্ণ এবং তার হৃদয়ের আনন্দ আজ কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে ॥ ৪১ ॥

পরভৃতে! ওলো মধুরভাষিণি! ওগো আমার মনোহারিণি! নন্দনবনে স্বেচ্ছায় ভ্রমণরতা আমার সেই প্রিয়তমা উর্ব্বশীকে যদি দেখে থাক, তা' হ'লে বল, আমি আর তার বিরহ সহ্য করিতে পারি না। (নেচে নেচে বলন্তিকাযোগে একটু এগিয়ে দুই জানুতে ভর ক'রে—উক্তি) ওগো কোকিলবধূ! কামীরা তোমাকে মদনের দূতী বলিয়া থাকেন। অভিমানভঙ্গে তোমার ন্যায় অব্যর্থ অস্ত্র আর নাই। তাই আমার নিবেদন,—আমার সেই অভিমানিনী প্রিয়াকে, হয় আমার নিকট লইয়া এসো, না হয়, অয়ি মঞ্জুভাষিণি! আমাকে তার কাছে নিয়ে চল ॥ ৪২-৪৩ ॥

(বামকেন কিঞ্চিদ্বলিত্বা আকাশে) কিমাহ ভবতী ?
কথং ত্বামেবমনুরক্তমপহায় গতেতি (অগ্রতোঽবলোক্য) ভবতি!

কুপিতা, ন তু কোপকারণং সকৃদপ্যাত্মগতং স্মরাম্যহম্।
প্রভুতা রমণেষু যোষিতাং ন হি ভাবস্খলিতান্যপেক্ষতে। ॥ ৪৪ ॥

(সসম্ভ্রমমুপবিশ্য অনন্তরং জানুভ্যাং স্থিত্বা, কুপিতেতি পঠিত্বা, বিলোক্য চ)
কথং কথাবিচ্ছেদকারিণী স্বকার্য্যে ব্যাসক্তা ? অথবা সুষ্ঠু খল্বিদমুচ্যতে।

মহদপি পরদুঃখং শীতলং সম্যগাহুঃ, প্রণয়মগণয়িত্বা যন্মমাপদ্গতস্য।
অধরমিব মদান্ধা পাতুমেষা প্রবৃত্তা, ফলমভিনবপাকং রাজজম্বূদ্রুমস্য ॥

তদেবং গতেঽপি প্রিয়েব মে মঞ্জুস্বনেতি ন মে কোপোঽস্যাং, সুখমাস্তাং ভবতী ; সাধয়ামস্তাবৎ। (উত্থায় দ্বিপদিকয়া পরিক্রম্যাবলোক্য চ) ॥ ৪৫ ॥
অয়ে দক্ষিণেন বনধারাং প্রিয়াচরণবিক্ষেপশংসী নূপুরশব্দঃ। যাবদেনমনুগচ্ছামি। ॥ ৪৫(ক) ॥

(ককুভেন ষড়ুপভঙ্গাঃ) পিঅঅম-বিরহ-কিলামিঅ-বঅণও অবিরল-বাহজলাউল-ণঅণও।
দুসসহ-দুক্‌খ বিসংঠুল-গমণও, পসরিঅ-উরুতাব দীবিঅ-অঙ্গও,
অহিঅং দুম্মিঅ-মাণসও দরিঅং গও কাণণে পরিব্ভমই গইন্দও ॥ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয় ঃ— সা নূনং কুপিতা, কিন্তু আত্মগতম্ অস্যাঃ কোপকারণং সকৃদপি অহং ন স্মরামি, তথাহি যোষিতাং রমণেষু প্রভুতা ভাবস্খলিতানি ন অপেক্ষতে ॥ ৪৪ ॥

মহৎ অপি পরদুঃখং শীতলং ভবতি ইতি সম্যক্ আহুঃ (পণ্ডিতাঃ), যৎ মদান্ধা এষা আপদ্গতস্য মম প্রণয়ম্ (প্রার্থনাম্) অগণয়িত্বা রাজজম্বুদ্রুমস্য অভিনবপাকং ফলম্ অধরম্ ইব পাতুং প্রবৃত্তা। ৪৫।

প্রাকৃতানুবাদ ঃ—
প্রিয়তমা-বিরহক্লান্তবদনঃ অবিরল-বাষ্পজলাকুলনয়নঃ।
দুঃসহ-দুঃখবিসংষ্ঠুলগমনঃ প্রসৃতগুরুতাপোদ্দীপিতাঙ্গঃ ॥
অধিকং দুনমানসঃ দরীং গতঃ কাননে পরিভ্রমতি গজেন্দ্রঃ ॥৪৬॥

বঙ্গার্থ ঃ—(বাঁ দিকে একটু ঝুঁকিয়া শূন্যে) ওগো, কি বলছ ? যদি আমি এত অনুরক্ত, তবে আমাকে ফেলে সে গেল কেন ? তবে শোন লক্ষ্মী,—সে অনেক রাগ-রঙ্গ করতো, কিন্তু আমি জীবনে কখনো তার'পর রাগ করেছি ব'লে মনে পড়ে না। দয়িতদের উপর দয়িতাদের এতই অপরিসীম কর্তৃত্ব যে, একটু আধটু ত্রুটি-বিচ্যুতিই সহ্য করে না, তখনই প্রেম খসিয়া যায় ॥ ৪৪ ॥

(সম্ভ্রমের সহিত উপবেশনানন্তর দুই জানুতে ভর দিয়ে পূর্ব্বোদ্ধৃত কবিতাটি আবার পড়িয়া চারিদিকে চেয়ে উক্তি) কি ? আমার কথাটা শেষ হওয়ার আগেই কোকিলা নিজের কাজে লেগে গেল! হায় রে! পরের তাপ যত বেশীই হোক্ না কেন, অন্যের নিকট তাহা শীতল অর্থাৎ তাপদায়ক মোটেই হয় না—এ কথাটা খাঁটি সত্য, কেন না, আমি ঘোর বিপন্ন, কত ভাব করলুম, কত তোষামোদ করলুম্, সে সব একটুও গণনা না ক'রে এই মদমত্তা কোকিলা প্রিয়তমের অধরের ন্যায় বড় জাম গাছের অচিরপক্ক জম্বুফল কেমন ঠোক্‌রাইয়া ঠোক্‌রাইয়া পান করতে আরম্ভ করল ? তা করুক, আমার প্রিয়তমা উর্ব্বশীর মতই এ মধুরভাষিণী, সুতরাং শত অপরাধেও ইহার'পর রাগ করবো না। সুখে থাক্। আমি নিজের কাজে যাই ॥ ৪৫ ॥

(উঠিয়া দ্বিপদিকাযোগে এগিয়ে দেখে উক্তি) তাই ত! বনের দক্ষিণ দিকে প্রিয়ার চরণপাত-সূচক নূপুরের শব্দ না ? ঐ দিকেই যাওয়া যাক্। ॥ ৪৫ (ক) ॥

প্রিয়তমার বিরহে মলিনমুখ, নিয়ত বাষ্পাপ্লুত-নয়ন, দুঃসহ দুঃখভারে ধীর-গতিসম্পন্ন বিরহের প্রবলতাপে প্রজ্বলিত-কলেবর গজরাজ আজ একাকী অত্যন্ত ব্যথিত-হৃদয়ে গিরিকন্দরের কাননমধ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে ॥ ৪৬ ॥

(অনন্তরে দ্বিপদিকয়া দিশোঽবলোক্য)

পিঅকরিণী-বিচ্ছেইঅও, গুরুসোআণলদীবিঅও।
বাহজলাউল-লোঅণও, করিবর ভমই সমাউলও ॥ ॥ ৪৭ ॥

(সকরুণম্) হা ধিক্ কষ্টম্! মেঘশ্যামা দিশো দৃষ্ট্বা মানসোৎসুকচেতসা
কূজিতং রাজহংসেন নেদং নূপুরশিঞ্জিতম্ ॥ ॥ ৪৮ ॥

(ইতি পঠিত্বা উত্থায়)

ভবতু, যাবদেতে মানসোৎসুকাঃ পতত্রিণঃ সরসোঽস্মান্নোৎপতন্তি, তাবদেতেভ্যঃ প্রিয়াপ্রবৃত্তিমাগময়েয়ম্।

(বলন্তিকয়া উপসৃত্য জানুভ্যাং স্থিত্বা)

হংহো জলবিহঙ্গমরাজ!
পশ্চাৎ সরঃ প্রতিগমিষ্যসি মানসং ত্বং পাথেয়মুৎসৃজ বিসং গ্রহণায় ভূয়ঃ।
মাং তাবদুদ্ধর শুচো দয়িতাপ্রবৃত্ত্যা, স্বার্থাৎ সতাং গুরুতরা প্রণয়িক্রিয়ৈব ॥ ॥ ৪৯ ॥

(তির্য্যগবলোক্য)

অয়ে! যথা উন্মুখমালোকয়তি, তথা ব্যক্তং প্রবাসোৎসুকমনসা ময়া ন দৃষ্টেত্যাহ? ॥ ৪৯(ক) ॥

অন্বয় ঃ—রাজহংসেন মেঘশ্যামাঃ দিশঃ দৃষ্ট্বা মানসোৎসুকচেতসা (সতা) কূজিতম্, ইদং নূপুরশিঞ্জিতম্ ন । ৪৮ ॥

হংহো জলবিহঙ্গমরাজ! ত্বং মানসং সরঃ পশ্চাৎ প্রতিগমিষ্যসি, পাথেয়ং বিসং ভূয়ঃ গ্রহণায় উৎসৃজ, (ইদানীং) মাং দয়িতাপ্রবৃত্ত্যা উদ্ধর তাবৎ। তথাহি সতাং প্রণয়িক্রিয়া স্বার্থাৎ গুরুতরা এব ॥ ৪৯ ॥

প্রাকৃতানুবাদ ঃ—

প্রিয়করিণী-বিচ্ছিন্নঃ গুরুশোকানলোদ্দীপিতঃ।
বাষ্পজলাকুললোচনঃ করিবরঃ ভ্রমতি সমাকুলঃ॥ ৪৭ ॥

বঙ্গার্থ ঃ—(একটু গিয়ে পরে দ্বিপদিকাসহযোগে চারিদিক্ দেখিয়া উক্তি) আজ করিরাজ তাহার প্রিয়তমা করিণীকে হারাইয়া দুঃসহ শোকানলে দগ্ধ হইতেছে, নয়ন তাহার সতত জলপূর্ণ, মন তাহার ব্যথায় ক্লান্ত, হতভাগ্য আজ একাকী ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে ॥ ৪৭ ॥

(অতিদুঃখে) হায় রে কষ্ট! দিঙ্মণ্ডল মেঘমেদুর দেখিয়া রাজহংসসমূহ মানসসরোবর গমনে উৎসুক হইয়া কূজন করিতেছে। প্রিয়ার নূপুরশিঞ্জন উহা নহে ॥ ৪৮ ॥

(উঠিয়া) আচ্ছা, হোক্! যতক্ষণ ঐ রাজহংসকুল সরোবরে যাইবার নিমিত্ত এই সরসীবক্ষ হইতে উড্ডীন না হইতেছে, ততক্ষণ প্রিয়ার সংবাদ উহাদের নিকট হইতে জানিয়া লই। (বলন্তিকানামক নৃত্যগীতসহযোগে নিকটে যাইয়া) ওহে জলপক্ষীদের সম্রাট্! একটু পরেই না হয় মানসে গমন করিও, আবার মুখের ঐ মৃণাল-পাথেয় মুখে তুলিও, এখন ক্ষণকালের নিমিত্ত পরিত্যাগ কর। আমাকে রক্ষা কর। আমার দয়িতার সংবাদদানে, অপার শোকসাগর হইতে আমাকে উদ্ধার কর। জান ত নিজের কাজের চেয়ে, সজ্জনবৃন্দের বন্ধুবান্ধবের কাজ গুরুতর ॥ ৪৯ ॥

(মুখ-উঁচু করিয়া চাহিয়া) ও! যখন উঁচুদিকে তাকাইতেছে, তখন বুঝেছি—মানসে যাইবার নিমিত্ত আমি বড়ই ব্যস্ত, তাই লক্ষ্য করি নাই—এই বলছে। ॥ ৪৯(ক) ॥

(উপবিশ্য চর্চ্চরী)। অরে রে হংসাঃ! কিং গোইজ্জই ? (ইতি নর্ত্তিত্বা উত্থায়) ॥ ৫০ ॥

যদি হংস! গতা ন তে নতভ্রূঃ, সরসো রোধসি দৃক্‌পথং প্রিয়া মে।

মদখেলপদং কথং নু তস্যাঃ, সকলং চোর! গতং ত্বয়া গৃহীতম্ ? ॥ ৫১ ॥

গই অণুসারে মই লক্‌খিজ্জই। ॥ ৫২ ॥

(চর্চ্চরিকয়া উপসৃত্য অঞ্জলিং বদ্ধা) হংস! প্রযচ্ছ মে কান্তাং গতিরস্যাস্ত্বয়া হৃতা।

বিভাবিতৈকদেশেন দেয়ং যদভিযুজ্যতে ॥ ॥ ৫৩ ॥

(পুনশ্চর্চ্চরী) কই পই সিক্‌খিঅ ? এ গইলালস! সা পই দিট্ঠী জহণভরালস। ॥ ৫৪ ॥

(পুনশ্চর্চ্চরী) (সানুনয়ম্, হংস! প্রযচ্ছেত্যাদি পঠিত্বা পুনশ্চর্চ্চরিকয়া সাক্ষেপং হংস প্রযচ্ছেত্যাদি পঠিত্বা, দ্বিপদিকয়া নিরূপ্য) এষ স্তেনানুশাসী রাজেত্যাভভয়াদুৎপতিতঃ, যাবদন্যমবকাশমবগাহিষ্যে। ॥ ৫৪(ক) ॥

(দ্বিপদিকয়া পরিক্রম্যাবলোক্য চ) অয়ে! প্রিয়াসহায়শ্চক্রবাকস্তিষ্ঠতি, যাবদেনং গচ্ছামি।

(অনন্তরে কুটিলিকা) মম্মর-রণিঅ-মনোহরএ, (মন্দঘটী) কুসুমিঅতরুবরপল্লবিএ।

(চর্চ্চরী) দইআ বিরহুম্মাইঅও কাণণে ভমই গইন্দও ॥ ॥ ৫৫ ॥

অন্বয় ঃ—হে হংস! নতভ্রূঃ সা মে প্রিয়া সরসঃ রোধসি যদি তে দৃক্‌পথং ন গতা স্যাৎ, তর্হি রে চোর! মদখেলপদং তস্যাঃ সকলং গতম্ ত্বয়া কথং গৃহীতম্ নু ॥ ৫১ ॥

রে হংস! মে কান্তাং প্রযচ্ছ, অস্যাঃ গতিঃ ত্বয়া হৃতা, বিভাবিতৈকদেশেন যৎ অভিযুজ্যতে তৎ দেয়ম্ ॥ ৫৩ ॥

ভোঃ গতিলালস! কুত্র ত্বয়া এতৎ শিক্ষিতম্। মূলং জঘন-ভরালসা মম সা দৃষ্টা ॥ ৫৪ ॥

মর্ম্মর-রণিত-মনোহরে কুসুমিত-তরুবর-পল্লবিতে কাননে দয়িতা-বিরহোন্মাদী গজেন্দ্রঃ ভ্রমতি ॥ ৫৫ ॥

প্রাকৃতানুবাদ ঃ—অরে রে! হংসাঃ! কিং গোপ্যতে ॥ ৫০ ॥

গত্যনুসারেণ ময়া লক্ষ্যতে ॥ ৫২ ॥

কুত্র ত্বয়া শিক্ষিতম্ এতৎ গতিলালস, সা মম দৃষ্টা জঘন-ভরালসা ॥ ৫৪ ॥

মর্ম্মর-রণিত-মনোহরে কুসুমিত-তরুবর-পল্লবিতে। দয়িতা-বিরহোন্মাদিতঃ কাননে ভ্রমতি গজেন্দ্রঃ ॥ ৫৫ ॥

বঙ্গার্থ ঃ—(উপবেশন ও বসিয়া বসিয়া নৃত্য ও গান)

ওরে ওরে হাঁস! গোপন করিস্ কেন রে ? ॥ ৫০ ॥

(নাচ্‌তে নাচ্‌তে উঠিয়া) ওহে হংসরাজ! এ চালাকির জায়গা নয় বাবা! আমার সেই নত-ভ্রূ প্রিয়তমা যদি এই সরোবরতীরে তোমার চোখে না-ই প'ড়ে থাকবে, তবে, সেই মন্থরগমনার সমদ-গমনের ভঙ্গি, ওরে ব্যাটা চোর! তুই কি ক'রে পেলি ? ॥ ৫১ ॥ (চর্চ্চরী গান) তোর গতি দেখেই আমি ধ'রে ফেলেছি ॥ ৫ ॥ (চর্চ্চরীগীতযোগে নিকটে যাইয়া হাতযোড় করিয়া) ভাই হংস! আমার প্রিয়াকে আর গোপন ক'রে রাখ কেন ? ফিরাইয়া দাও, যখন তাহার গতি তুমি চুরি করেছ, তখন আইন অনুসারে প্রিয়াকে দিতেই হবে। জান ত, কোন অংশে ধরা পড়িলেই অভিযুক্ত ব্যক্তির সমস্ত দিতে হয় ॥ ৫৩ ॥ হে গতি-লালস! হংস! সেই জঘনভারে মন্থরগমনা প্রিয়াকে তোমার দেখবার আর একটা লক্ষণ এই—তুমি এ গমনভঙ্গী কোথায় শিখ্‌লে ? তাই বলি, তাহাকে ফিরাইয়া দাও। (দ্বিপাদিকাগীতে দেখিয়া) (একটু হেসে) চোরের শাস্তিদাতা রাজা, এই ভেবেই ব্যাটা ভয়ে উড়ে পালালো। যাক্, অন্য আর একটা উপায় দেখা যাউক্ ॥ ৫৪-৫৪(ক) ॥ (দ্বিপদিকাগীতে একটু এগিয়ে, দেখে) বাঃ! বাঃ! প্রিয়ার সহিত চক্রবাক দাঁড়িয়ে! একেও জিজ্ঞাসা করা যাক্। (কুটিলিকা নৃত্য-গীত) মর্ম্মর শব্দে রণরণিত, মনোহর (মল্লঘটী নৃত্য-গীত) কুসুমমণ্ডিত তরুরাজির পল্লবে শোভিত, (চর্চ্চরী) বনমধ্যে,—প্রিয়া-বিরহে উন্মত্ত গজরাজ ভ্রমণ করিতেছে ॥ ৫৫ ॥

(দ্বিলয়ান্তরে চর্চ্চরী)

গোরোঅণা-কুঙ্কুমবণ্ণা চক্কা ভণই মই।
মহুবাসর-কীলন্তী ধণিআ ণ দিট্ঠী পই ? ॥ ৫৬ ॥

(চর্চ্চরিকয়া উপসৃত্য জানুভ্যাং স্থিত্বা)

রথাঙ্গনামন্ ! সংত্যক্তো রথাঙ্গশ্রোণিবিম্বয়া।
অয়ং ত্বাং পৃচ্ছতি রথী মনোরথশতৈর্বৃতঃ। ৫৭ ॥
অয়ং কঃ ক ইত্যাহ ন কিল বিদিতোঽহমস্য।
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ যস্য মাতামহপিতামহৌ।
স্বয়ং বৃতঃ পতির্দ্বাভ্যা-মুর্ব্বশ্যা চ ভুবা চ যঃ।
কথং তূষ্ণীমেবাস্তে, ভবতু ; উপালভে তাবদেনম্। ॥ ৫৮ ॥

(জানুভ্যাং স্থিত্বা)

তদযুক্তং তাবদাত্মানুমানেন বর্ত্তিতুম্। কুতঃ ?

সরসি নলিনীপত্রেণাপি ত্বমাবৃতবিগ্রহাং,
ননু ! সহচরীং দূরে মত্বা বিরৌষি সমুৎসুকঃ।
ইতি চ ভবতো জায়াস্নেহাৎ পৃথক্স্থিতি-ভীরুতা,
ময়ি চ বিধুরে ভাবঃ কোঽয়ং প্রবৃত্তি-পরাঙ্মুখঃ। ॥ ৫৯ ॥

অন্বয়ঃ—গোরোচনা-কুঙ্কুমবর্ণ চক্র, ভণ মম মধু-বাসরে ক্রীড়ন্তী ধন্যা মম প্রিয়া ন দৃষ্টা ? ॥ ৫৬ ॥

হে রথাঙ্গনামন্ ! রথাঙ্গশ্রোণিবিম্বয়া সন্ত্যক্তঃ অয়ং রথী (পুরূরবাঃ) মনোরথশতৈঃ বৃতঃ সন্ ত্বাং পৃচ্ছতি ॥ ৫৭ ॥

যস্য সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ মাতামহ-পিতামহৌ (ভবতঃ), যঃ উর্ব্বশ্যা চ ভুবা চ দ্বাভ্যাম্ স্বয়ং বৃতঃ পতিঃ ॥ ৫৮ ॥

ননু (ভোঃ !) ত্বমপি সরসি নলিনীপত্রেণ আবৃতবিগ্রহাং সহচরীম্ দূরে মত্বা সমুৎসুকঃ সন্ বিরৌষি, ইতি ভবতঃ জায়াস্নেহাৎ পৃথক্-স্থিতি-ভীরুতা হি। কিন্তু বিধুরে ময়ি কোঽয়ং (তব) প্রবৃত্তিপরাঙ্মুখঃ ভাবঃ ॥ ৫৯ ।

প্রাকৃতানুবাদ ঃ—গোরোচনা- কুঙ্কুমবর্ণ চক্র ! ভণ মে। মধুবাসরে ক্রীড়ন্তী ধন্যা ন দৃষ্টা প্রিয়া ? ॥৫৬ ॥

অনুবাদ ঃ—হে গোরোচনাসদৃশ পিঙ্গলবর্ণ চক্রবাক ! বসন্তবাসরে প্রিয়া আমার খেলা করিতেছিল, সেই নারী-কুলধন্যা প্রিয়তমাকে কি দেখ নাই ? ॥ ৫৬ ॥

(চর্চ্চরিকাযোগে এগিয়ে দুই জানুতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে) হে চক্রবাক ! রথচক্র-তুল্য-বর্ত্তুল-নিতম্বা উর্ব্বশী আমায় ছেড়ে গেছে। শত সহস্র আশা-আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেলিত হইয়া আমি তোমাকে তাহার সন্ধান জিজ্ঞাসা করিতেছি, রথী আমি,—বড় এক জন কে-ও-কেটা নই ॥ ৫৭ ॥ কি ? কে কে, ব'লে জিজ্ঞাসা করছে ? চোপ্ রও ! আমাকে চিনে না ? কে এমন আছে ! শোন তবে মশায় ! সূর্য্য এবং চন্দ্র যথাক্রমে যাহার মাতামহ এবং পিতামহ ; উর্ব্বশী এবং পৃথিবী যাহাকে স্বেচ্ছায় পতিত্বে বরণ করিয়াছে, আমি সেই পুরূরবা। আর যে কথা নেই ! এক দম চুপ্। দাঁড়াও, ব'কে দিচ্ছি ! ॥ ৫৮-৫৮ ॥ (জানুতে ভর দিয়ে) নিজের মত সকলকেই ভাবা উচিত। কেন না, হে চক্রবাক ! যখন সরোবরে পদ্মপত্রে তোমার প্রিয়া গা ঢাকা দেয়, তখন কোথায়—গেল,—ভেবে কি কান্নাই না কেঁদে থাকো, স্নেহবশতঃ প্রিয়ার সহিত তিলার্দ্ধকালও পৃথক্ভাবে থাকতে চাও না, আর আমার এই শোচনীয় দশায় তোমার কি ঐরূপ নির্দ্দয়তা শোভা পায় ? ॥ ৫৯ ॥

(উপবিশ্য) সর্ব্বথা মদীয়ানাং ভাগ্যবিপর্য্যয়াণাময়ং প্রভাবঃ।

(যাবদন্যমবকাশমগাহিষ্যে)। (দ্বিপদিকয়া পরিক্রম্যাবলোক্য চ)

অয়ে!—ইদং রুণদ্ধি মাং পদ্মমন্তঃ-ক্বণিতষট্‌পদম্।

ময়া দষ্টাধরং তস্যাঃ সশীৎকারমিবাননম্॥ ॥ ৬০ ॥

ইতো গতস্যানুশয়ো মাভূদিত্যস্মিন্নপি কমলশয়ে ভ্রমরে প্রণয়ং করিষ্যে।

(অস্যানন্তরে অর্দ্ধদ্বিচতুরস্রকঃ)।

একক্কমবড্‌ঢিঅগুরুঅরপ্পেমরসে।

সরে হংসজুআণও কীলই কামবসে॥ ॥ ৬১ ॥

(চতুরস্রকেণোপবিশ্য অঞ্জলিং বদ্ধা)

মধুকর! মদিরাক্ষ্যাঃ শংস তস্যাঃ প্রবৃত্তিং, বরতনুরথবাসৌ নৈব দৃষ্টা ত্বয়া মে। যদি সুরভিমবাপ্স্যস্তন্মুখোচ্ছ্বাসগন্ধং, তব রতিরভবিষ্যৎ পুণ্ডরীকে কিমস্মিন্। ॥ ৬২ ॥

(ইতি দ্বিপদিকয়া পরিক্রম্য অবলোক্য চ)

অয়ে! করিণীসহায়ো নাগাধিরাজো নীপস্কন্ধ নিষণ্ণস্তিষ্ঠতি। যাবদেনং গচ্ছামি।

(কুটিলিকা) করিণীবিরহসন্দাবিঅও (মন্দঘটী) কাণণএ গন্ধুদ্ধুঅ মহুঅরও। ॥ ৬৩ ॥

অন্বয় ঃ—অন্তঃকণিতষট্‌পদম্ ইদং পদ্মং ময়া দষ্টাধরং সশীৎকারং তস্যাঃ আননম্ ইব মাং রুণদ্ধি॥ ৬০ ॥

একক্রমবর্দ্ধিত-গুরুতর-প্রেমরসঃ কামবশঃ হংসযুবা সরসি ক্রীড়তি॥ ৬১ ॥

হে মধুকর! তস্যাঃ মদিরাক্ষ্যাঃ প্রবৃত্তিং শংস, অথবা মে অসৌ বরতনুঃ ত্বয়া ন এব দৃষ্টা (অন্যথা) যদি ত্বং সুরভিং তন্মুখোচ্ছ্বাসগন্ধম্ অবাপ্স্যঃ (তর্হি) কিম্ অস্মিন্ পুণ্ডরীকে রতিঃ অভবিষ্যৎ॥ ৬২ ॥

প্রাকৃতানুবাদ ঃ—এক-ক্রমবর্দ্ধিত-গুরুতর-প্রেম-রসঃ। সরসি হংসযুবা ক্রীড়তি কামবশঃ॥ ৬১ ॥

করিণী-বিরহ-সন্তাপিতঃ কাননে গন্ধোদ্ধতমধুকরঃ॥ ৬৩ ॥

বঙ্গার্থ।—(বসিয়া) দূর ছাই!—এ সমস্তই দেখ্‌ছি আমার দুরদৃষ্টের ফল। অন্যদিকে দেখি। (দ্বিপদিকার সহিত একটু এগিয়ে ও দেখে) আহা! ঐ পদ্মের মধ্যে একটা ভ্রমর আটক পড়িয়া গুঞ্জন করিতেছে, শুনিতে কি মধুর! যখন আমি তাহার অধর পান করিতাম, তখন তাহার মুখের মধ্যেও এইরূপ সীৎকারধ্বনি উত্থিত হইয়া আমাকে আকুল করিত। এই কমলসেবাপরায়ণ ভ্রমরের সহিত একটু ভাব করিয়া দেখা যাউক। কেন না, তাহাতে হয় ত, পরে অনুতাপ কর্‌তে না-ও হ'তে পারে॥ ৬০ ॥ (ইহার পর অর্দ্ধদ্বিচতুরস্রক গীত) এক-ক্রমে যাহার প্রেমরস কেবল বাড়িয়াই গিয়াছে, এক্ষণে প্রিয়ার বিরহে অধীর হইয়া কামাতুর সেই হংসযুবা সরোবরে ক্রীড়া করিতেছে॥ ৬১ ॥ (চতুরস্রক গীতান্তে উপবেশন করিয়া যুক্তকরে) হে মধুকর! সেই মত্ত-খঞ্জন-নয়নার কোন খবর রাখো কি? সেই বরাঙ্গী—উর্ব্বশীকে কি দেখ নাই? হায় রে! যদি তাহার মুখের সৌরভের এক ভগ্নাংশও তুমি ভোগ কর্‌তে পেতে, তবে কি আর তোমার এই পুণ্ডরীকের গন্ধে মন বস্‌তো? কখনই নয়॥ ৬২ ॥

(দ্বিপদিকাযোগে এগিয়ে ও দেখে) ঐ যে নাগাধি-রাজ, প্রিয়তমা করিণীকে লইয়া কদম্বতরুর স্কন্ধে মাথা ঠেকাইয়া সুখে ঝিমিতেছেন। এঁকেই জিজ্ঞাসা করা যাক্। (কুটিলিকা গীত) প্রিয়া হস্তিনীর বিরহে সন্তপ্ত করী (মন্দঘটী গীত) মদগন্ধে মধুকরকুলকে উন্মত্ত করিয়া কাননে বিচরণ করিতেছে॥ ৬৩ ॥

(ততোঽন্তরে বিলোক্য) অথবা ন তাবদয়মুপসর্পণকালঃ।
অয়মচিরোদ্‌গত-পল্লব-মুপনীতং প্রিয়তমাগ্রহস্তেন।
অভিলষতু তাবদাসব-সুরভিরসং শল্লকীভঙ্গম্॥

(স্থানকেনাবলোক্য) অয়ে! কৃতাহারকঃ সংবৃত্তঃ, ভবতু, সমীপমস্য গত্বা পৃচ্ছামি, (অনন্তরে চর্চ্চরী)। ॥ ৬৪ ॥

হংহো পংহো পুচ্ছিমি, আঅক্‌খহি গঅবরু, ললিঅপহারেণ ণাসিঅ তরুঅরু।
দূরবিণিজ্জিঅ সসহরকন্তী, দিট্‌ঠী পিঅ পঞো সম্মুহঅন্তী॥ ॥ ৬৫ ॥

(পদদ্বয়ং পুরত উপসৃত্য) মদকল! যুবতিশশিকলা গজযূথপ! যূথিকাশবলকেশী।
স্থিরযৌবনা স্থিতা তে দূরালোকে সুখালোকা॥ ॥ ৬৬ ॥

(সহর্ষমাকর্ণ্য) অহহ! অনেন প্রিয়োপলব্ধি-শংসিনা মন্দ্রকণ্ঠগর্জ্জিতেন সমাশ্বাসিতোঽস্মি। সাধর্ম্ম্যাদ্‌ভূয়সী মে ত্বয়ি প্রীতিঃ। কথমিতি—
মামাহুঃ পৃথিবীভুজামধিপতিং নাগাধিরাজো ভবান্,
অব্যুচ্ছিন্নপৃথুপ্রবৃত্তি ভবতো দানং সমানং মম।
স্ত্রীরত্নেষু মমোর্ব্বশী প্রিয়তমা যূথে তবেয়ং বশা,
সর্ব্বং মামনু তে প্রিয়াবিরহজাং ত্বন্তু ব্যথাং মানুভূঃ॥
সুখমাস্তাং ভবান্। ॥ ৬৭ ॥

অন্বয় ঃ—অয়ম্ (নাগাধিরাজঃ) প্রিয়তমা-গ্রহস্তেন উপনীতম্ অচিরোদ্গত-পল্লবম্ আসবসুরভিরসম্ শল্লকীভঙ্গম্ অভিলষতু তাবৎ ॥ ৬৪ ॥

ললিতপ্রহারেণ নাশিততরুবর! হংহো গজবর! ত্বং পৃচ্ছ্যসে, দূরবিনির্জ্জিত-শশধর-কান্তিঃ সম্মোহয়ন্তী প্রিয়া ত্বয়া দৃষ্টা॥ ৬৫ ॥

হে মদকল! গজযূথপ! যূথিকাশবলকেশী স্থির-যৌবনা সুখালোকা (সা) যুবতিশশিকলা তে দূরালোকে স্থিতা? ॥ ৬৬ ॥

(জনাঃ) মাং পৃথিবীভুজাম্ অধিপতিম্ আহুঃ, ভবান্ নাগাধিরাজঃ (কথিতঃ), অব্যুচ্ছিন্নপৃথু-প্রবৃত্তি ভবতঃ দানম্ মম সমানম্। মম প্রিয়তমা উর্ব্বশী স্ত্রীরত্নেষু শ্রেষ্ঠা, তব ইয়ং বশাপি যূথে (শ্রেষ্ঠা) এবং সর্ব্বং তে মাম্ অনু, কিন্তু ত্বং প্রিয়া বিরহজাং ব্যথাং মা অনুভূঃ॥ ৬৭ ॥

প্রাকৃতানুবাদ ঃ—হংহো! ত্বং পৃচ্ছ্যসে আচক্ষ গজবর! ললিতপ্রহারেণ নাশিত-তরুবর! দূর-বিনির্জ্জিত-শশধর-কান্তিঃ দৃষ্টা প্রিয়া ত্বয়া সম্মোহয়ন্তী॥ ৬৫ ॥

বঙ্গার্থ ঃ—(দেখিয়া) না, এটা ঠিক দেখা করবার সময় নহে। উহার প্রিয়তমা শুণ্ডাগ্রভাগ দ্বারা শল্লকীর পল্লবযুক্ত শাখা ভাঙ্গিয়া উহারই মুখের কাছে তুলিয়া ধরিয়াছে, কি সুন্দর মদগন্ধ বাহির হইতেছে, উহা একটু লেহন করুক, পরে কাছে যাবো। (দেখিয়া) এই আহার হয়ে গেছে। তবে কাছে গিয়ে এইবার জিজ্ঞাসা করি॥ ৬৪॥

(চর্চ্চরী গীত) হে গজরাজ! তুমি ললিত প্রহারে তরুবরকে ধ্বংস করিয়াছ, এখন জিজ্ঞাসা করি, যিনি নিজ কান্তিতে শশধরকেও মলিন করিয়াছেন, সেই আমার মোহিনী প্রিয়তমার সন্ধান রাখ কি? ৬৫॥

(পা দু'খানি সম্মুখে বাড়িয়ে দিয়ে)

হে গজদলপতি! মদমত্ত যুবতীগণের মধ্যে যিনি পূর্ণচন্দ্রসদৃশী, যূথিকাকুসুমদামে যাঁহার কেশকলাপ শোভিত,—সেই স্থিরযৌবন-শালিনী, প্রিয়দর্শনা আমার প্রিয়তমাকে কি তুমি দেখেছ? ॥ ৬৬॥

(সানন্দে শ্রবণ পূর্ব্বক) বাঃ! আমার প্রিয়ার সংবাদ এই গজরাজ জানেন, তাই জলদগম্ভীর কণ্ঠগর্জ্জনের দ্বারা আমাকে আশ্বাসিত করিতেছেন। গজরাজ হে! তুমি ও আমি—এই উভয়ের অনেকটা অবস্থা একই রকম, তাই তোমার উপর আমার বড়ই ভাল-বাসা। কেন না, সবাই আমাকে রাজকুলের রাজা বলে, তুমিও নাগকুলের অধিরাজ; তোমার দান-বারি সতত অব্যাহতভাবে ক্ষরিত হয়, আমারও প্রার্থীদিগকে সতত দান-ধ্যান অব্যাহত। নারী-কুলের রত্নরাজির মধ্যে শ্রেষ্ঠতমা যে, সেই উর্ব্বশী আমার প্রিয়তমা, তোমারও এই দলের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়া এই করিণী প্রিয়তমা। সুতরাং ভাই মাতঙ্গরাজ, তোমার সমস্তই আমার মত, কিন্তু ভাই, প্রিয়াবিরহবেদনাটা ঠিক যেন আমার মত তোমাকে কখনও ভুগিতে না হয়। সুখে থাক তোমরা॥ ৬৭ ॥

(দ্বিপদিকয়া পরিক্রম্য অবলোক্য চ)

অয়ে, অয়মসৌ সুরভিকন্দরো নাম বিশেষরমণীয়ঃ সানুমান্ প্রিয়শ্চাপ্সরসাম্, অপি নাম সুতনুরস্যোপত্যকায়ামুপলভ্যেত। (পরিক্রম্য অবলোক্য চ) কথমন্ধকারঃ ? ভবতু, বিদ্যুৎপ্রকাশেনাবলোকয়ামি। কথং মদীয়ৈর্দুরিতপরিণামৈর্মেঘোদয়োঽপি শতহ্রদাশূন্যঃ সংবৃত্তঃ, তথাপি শিলোচ্চয়মেনমদৃষ্ট্বা ন নিবর্ত্তিষ্যে। (অনন্তরে খণ্ডিকা)। ॥ ৬৮ ॥

খরখুরদারিঅ-মেইণিও বণগহণে অবিঅল্লু।
পরিসপ্পই পেচ্ছহ লীণো ণিঅকজ্জুজ্জুঅ কোল্লু॥ ॥ ৬৯ ॥

অপি বনান্তরমল্পভুজান্তরা শ্রয়তি পর্বত! পর্বসু সন্নতা।
ইয়মনঙ্গপরিগ্রহমঙ্গলা পৃথুনিতম্ব! নিতম্ববতী তব ?

কথং তূষ্ণীমেবাস্তে। শঙ্কে, বিপ্রকর্ষান্ন শৃণোতি, ভবতু, সমীপমস্য গত্বা পৃচ্ছামি। ॥ ৭০ ॥

(অনন্তরে চর্চ্চরী)

ফলিঅসিলাঅলণিম্মলণিজ্ঝরু। বহুবিঅকুসুমে বিরাইঅসেহরু।
কিন্নরমহুরুগ্গীঅমণোহরু। দেক্খাবহি মহু পিঅঅ মহিঅরু। ॥ ৭১ ॥

অন্বয় ঃ—খরখুর দারিত-মেদিনীকঃ নিজ-কার্য্যোদ্যতঃ অবিচলঃ কোলঃ বনগহনে লীনঃ সন্ পরিসর্পতি প্রেক্ষস্ব॥ ৬৯ ॥

হে পৃথুনিতম্ব পর্ব্বত ! অল্পভুজান্তরা পর্ব্বসু সন্নতা অনঙ্গপরিগ্রহমঙ্গলা ইয়ম্ নিতম্ববতী (উর্ব্বশী) অপি তব বনান্তরং শ্রয়তি ? ॥ ৭০ ॥

স্ফটিক-শিলাতল-নির্ম্মল-নির্ঝর বহুবিধ-কুসুমবিরচিত-শেখর ! কিন্নরমধুরোদ্গত-মনোহর ! মহীধর ! মম প্রিয়তমাং দর্শয় ॥ ৭১ ॥

প্রাকৃতানুবাদ ঃ—খর-খুর--দারিত--মেদিনীকঃ বনগহনে অবিচলঃ। পরিসর্পতি প্রেক্ষস্ব লীনঃ নিজকার্য্যোদ্যতঃ কোলঃ ॥ ৬৯ ॥

স্ফটিকশিলাতল--নির্ম্মল--নির্ঝর বহুবিধ—কুসুমৈর্বিরচিত-শেখর ! কিন্নর-মধুরোদ্গীত মনোহর ! দর্শয় মম প্রিয়তমাং মহীধর ! ॥ ৭১ ॥

বঙ্গার্থ।—(দ্বিপদিকাযোগে এগিয়ে দেখিয়া) আহা, এই সেই পর্ব্বত ! যাহার গুহাগুলি সর্ব্বদা সৌরভপূর্ণ বলিয়া নামই সুরভি-কন্দর। এই গিরি অপ্সরাদের বড়ই প্রিয়। এই পর্ব্বতের উপত্যকায় কি তাকে পাব ? (একটু এগিয়ে) ওঃ ! কি ভীষণ অন্ধকার ! বিদ্যুৎ ঝল্সাইলে দেখে নেব'খন। কি অদৃষ্ট ! আমার কপালদোষে আজ মেঘেও দেখ্‌ছি বিদ্যুৎ নেই। তা হোক্, এই পর্ব্বতকে জিজ্ঞাসা না করিয়া আমি কিছুতেই প্রত্যাবৃত্ত হচ্ছি না ॥ ৬৮ ॥

নিবিড় বনমধ্যে বরাহরাজ (পুরূরবা) তীক্ষ্ণ খুর দ্বারা ভূমি বিদারণ পূর্ব্বক অবিচলিতভাবে উৎসাহপূর্ণহৃদয়ে স্বকার্য্যসাধনে উদ্যত হইয়া বিচরণ করিতেছে ॥ ৬৯ ॥

হে বিপুলনিতম্বশালী পর্ব্বত! সেই পীন-স্তনী, সন্নতাঙ্গী, নবযৌবন-শোভিনী এবং নিতম্বিনী উর্ব্বশী কি তোমার কোনও বনে আশ্রয় লইয়াছেন ? কি ? চুপ করেই রইল ! বোধ হয়, দূর ব'লে শুন্‌তে পায় নাই। বেশ, কাছে গিয়েই জিজ্ঞাসা করা যাক্ না ॥ ৭০ ॥

(চর্চ্চরীসহযোগে উক্তি)

হে স্ফটিকশিলাতলনির্ম্মলনির্ঝরশালী ! হে নানাকুসুমালঙ্কৃতশীর্ষ ! হে কিন্নরসঙ্গীত-মনোহর ! মহীধর ! আমার প্রিয়তমাকে দেখাও ॥ ৭১ ॥

(চর্চ্চরিকয়া উপসৃত্য অঞ্জলিং বদ্ধা)

সর্ব্বক্ষিতিভৃতাং নাথ। দৃষ্টা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী।

রামা রম্যে বনান্তেঽস্মিন্ ময়া বিরহিতা ত্বয়া ?

(তত্রৈব প্রতিশব্দং শৃণোতি, আকর্ণ্য সহর্ষম্)

কথং যথাক্রমং দৃষ্টেত্যাহ, ভবতু, অবলোকয়ামি। (দিশোঽবলোক্য সখেদম্)

কথং মমৈবায়ং কন্দরান্তর্বিসর্পী প্রতিশব্দঃ। (ইতি মূর্চ্ছতি)

(উত্থায় উপবিশ্য সবিষাদম্) ॥ ৭২ ॥

অহহ! শ্রান্তোঽস্মি, যাবদস্যা গিরিনদ্যাস্তীরে তরঙ্গবাতমাসেবিষ্যে।

(দ্বিপদিকয়া পরিক্রম্য অবলোক্য চ) ইমাং নবাম্বুকলুষাং স্রোতোবহাং পশ্যতা ময়া রতিরুপলভ্যতে, কুতঃ ?—তরঙ্গভ্রূভঙ্গা ক্ষুভিতবিহগশ্রেণিরশনা, বিকর্ষন্তী ফেনং বসনমিব সংরম্ভশিথিলম্। যথা বিদ্ধং যাতি স্খলিতমভিসন্ধায় বহুশো, নদীভাবেনেয়ং ধ্রুবমসহমানা পরিণতা ॥ ৭৩ ॥

ভবতু, প্রসাদয়ামি তাবদেনাম্। পসিঅ, পিঅঅম সুন্দরিএ ণএ। খুহিঅকরুণবিহঙ্গমএণএ। সুরসরিতীরসমুস্সুঅএণএ। অলিউল-ঝঙ্কারিঅএণএ ॥ ॥ ৭৪ ॥

অন্বয়ঃ ৭২—হে সর্ব্বক্ষিতিভৃতাং নাথ! অস্মিন্ রম্যে বনান্তে ময়া বিরহিতা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রামা (উর্ব্বশী) ত্বয়া দৃষ্টা ? ॥ ৭২ ॥

তরঙ্গভ্রূভঙ্গা ক্ষুভিতবিহগশ্রেণিরশনা সংরম্ভশিথিলং বসনম্ ইব ফেনং বিকর্ষন্তী ইয়ং যথা বহুশঃ স্খলিতম্ অভিসন্ধায় জিহ্মং [যথা স্যাৎ তথা] যাতি তথা অসহমানা ইয়ং নদীভাবেন পরিণতা ॥ ৭৩ ॥

অয়ি ক্ষুভিতকরুণবিহঙ্গমগণে। সুর সরিত্তীর-সমুৎ-সুকৈণকে। অলিকুল ঝঙ্কারিতবনে সুন্দরি প্রিয়তমে নদি। প্রসীদ ॥ ৭৪ ॥

প্রাকৃতানুবাদঃ—প্রসীদ। প্রিয়তমে। সুন্দরি নদি! ক্ষুভিতকরুণবিহঙ্গমগণে। সুরসরিত্তীরসমুৎসুকৈণকে। অলিকুল ঝঙ্কারিত-বনে ॥ ৭৪ ॥

বঙ্গার্থঃ—(চর্চ্চরিকা গানযোগে কাছে গিয়ে যুক্তকরে) হে সর্ব্ব-পর্ব্বত-কুলনাথ! তুমি কি এই রমণীয় বনমধ্যে আমাকর্তৃক বিরহিতা সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীকে দেখেছ ? (স্বীয় উক্তির প্রতিধ্বনিশ্রবণে সানন্দে) কি ? ঠিক আমারই উক্তির অনুরূপ—"দেখেছি" বল্‌লো! ভাল! একবার দেখাই যাক্ না। (চারিদিক্ দেখে দুঃখের সহিত) দূর ছাই! এ যে আমারই স্বর গিরিগুহায় প্রতিধ্বনিত! (বলেই মূর্চ্ছা, পরে উত্থান ও সবিষাদে উক্তি) আর ত পারি না। শরীর বড়ই শ্রান্ত বোধ হচ্ছে। যাই, ঐ গিরি নির্ঝরিণীর তীরে গিয়ে একটু তরঙ্গ-শীতল বায়ু সেবন করি ॥ ৭২ ॥

(এগিয়ে ও দেখে) আহা! আজ এই নব-জল-কলুষা স্রোতস্বিনীকে দেখে আমার মনে কত-কি ভাবের উদয় হচ্ছে। মনে হচ্ছে বুঝি আমার প্রিয়তমা রোষবশে এই নদীর রূপ ধ'রে ব'য়ে যাচ্ছে। ঐ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলি তার—ভ্রূকম্পনের তুল্য, আর ঐ যে নদীবক্ষে চঞ্চল বিহগ-শ্রেণী কেমন মধুরশব্দ করছে, উহা যেন প্রিয়ার কণ্ঠে শিঞ্জাশালিনী মেখলা। আর ঐ যে ফেনপুঞ্জ এদিক ওদিক স'রে স'রে যাচ্ছে, উহা যেন তারই শ্বেত বস্ত্র, কোপবশে শ্রোণীর নিতম্ব হ'তে স্খলিত হচ্ছে, তাই সে টেনে টেনে ধরছে! উপলখণ্ডে প্রহত হ'তে হ'তে স্রোত বয়ে যাচ্ছে, মনে হয়, যেন সে-ই রাগে গর্ গর্ ক'রে চল্‌ছে, আর পায়ে টক্কর খাচ্ছে! নিশ্চয় সেই অসহিষ্ণু উর্ব্বশী আজ এই নদীরূপে পরিণত হয়েছে! ॥ ৭৩ ॥

অয়ি ক্ষুভিত--করুণ-কূজিতবিহঙ্গমে। অলিকুল--ঝঙ্কারিণি! সুরসরিত্তীরসমুৎসুকহরিণি সুরনদীরূপিণি। প্রিয়তমে উর্ব্বশি। অভিমান ত্যাগ কর ॥ ৭৪ ॥

(তেন কুটিলিকান্তবে চৰ্চ্চরী) পুব্বদিসাপবণাহঅ-কল্লোলুগ্গঅ-বাহুঅো,
মেহঙ্গে ণচ্চই সলিলঅং জলণিহিণাহঅো।
হংস-রহঙ্গ-সঙ্খ-কুঙ্কুমক-আভরণু,
করি-মঅরাউল-কসণ-কমলক-আবরণু।
বেলাসলিলুবেল্লিঅহত্থদিন্নুরতালু,
অোত্থরই দসদিস রুন্ধেই ণবমেহআলু॥ ॥ ৭৫ ॥

(চর্চ্চরিকয়া উপসৃত্য জানুভ্যাং স্থিত্বা)

ত্বয়ি নিবদ্ধরতৌ প্রিয়বাদিনি, প্রণয়ভঙ্গপরাঙ্মুখচেতসি।
কমপরাধলবং ময়ি পশ্যসি, ত্যজসি মানিনি! দাসজনং যতঃ॥ ॥ ৭৬ ॥

কথং তূষ্ণীমেবাস্তে। অথবা, পরমার্থতঃ সরিদিয়ং, নোর্ব্বশী! অন্যথা, কথং পুরূরবসমপহায সমুদ্রাভিসারিণী ভবেৎ? অনির্ব্বেদপ্রাপ্যাণি শ্রেয়াংসি; ভবতু, তমেব উদ্দেশং গচ্ছামি, যত্র মে নয়নয়োঃ সা সুনয়না তিরোহিতা। (পরিক্রম্য অবলোক্য চ) ইমং তাবৎ প্রিয়াপ্রবৃত্তয়ে সারঙ্গমাসীনমভ্যর্থযে। ॥ ৭৭ ॥

অন্বয়ঃ ঃ—পূর্ব্বদিশা-পবনাহত--কল্লোলোদ্গত-বাহুঃ জলনিধি-নাথঃ মেঘাঙ্গে সললিতং নৃত্যতি।

হংস--রথাঙ্গ-শঙ্খ--কুঙ্কুমাভরণঃ করি-মকরা কুল--কৃষ্ণ-কমলাবরণঃ। বেলা--সলিলোদ্বেল্লিত--হস্তদত্ততালঃ নবমেঘ-মালঃ জলনিধি--নাথঃ দশ দিশঃ রুন্ধন্ অবতরতি॥ ৭৫॥

অয়ি মানিনি! ত্বয়ি নিবদ্ধরতৌ প্রিয়বাদিনি প্রণয়ভঙ্গ-পরাঙ্মুখচেতসি ময়ি কম্ অপরাধলবং পশ্যসি, যতঃ দাস-জনং ত্যজসি॥ ৭৬॥

প্রাকৃতানুবাদ ঃ—পূর্ব্বদিশা-পবনাহত-কল্লোলো-দ্গতবাহুঃ মেঘাঙ্গে নৃত্যতি সললিতং জলনিধিনাথঃ। হংস-রথাঙ্গ-শঙ্খ-কুঙ্কুমাভরণঃ, করি-মকরাকুল-কৃষ্ণ কমলাবরণঃ। বেলাসলিলোদ্বেল্লিত-হস্তদত্ততালঃ অবতরতি দশদিশো রুন্ধন্ নবমেঘমালঃ॥ ৭৫॥

বঙ্গার্থ ঃ—(কুটিলিকার পর চর্চ্চরী-গীতি) জলনিধি-নাথ—বরুণ (পুরূরবা) পূর্ব্বদিক্ হইতে প্রবাহিত-পবনাঘাতে উদ্গত তরঙ্গরূপ বাহু উত্তোলন করিয়া ললিতভাবে মেঘাঙ্গে নৃত্য করিতেছেন। হংস, চক্রবাক, শঙ্খ, কুঙ্কুম প্রভৃতি আভরণে শোভিত জল-নিধিনাথ হস্তী, মকর প্রভৃতি দ্বারা ব্যাপ্ত কৃষ্ণকমল-রূপ উত্তরীয় লইয়া নবীন মেঘমালা পরিধান পূর্ব্বক যেন দশদিক্ আচ্ছন্ন করিয়া গগনতটে উদিত হইয়াছেন, বেলাভূমিতে জলরাশির আঘাতশব্দে মনে হয় যেন করতালি দিতেছেন॥ ৭৫॥

(চর্চ্চরী-গীতান্তে) ভাল'। একটু খোসামোদ ক'রে দেখি। (কাছে গিয়ে হাঁটু পেতে ব'সে) অয়ি মানিনি! আমি ত তোমা ছাড়া জানি নে, কোন দিন স্বপ্নেও তোমার প্রণয় প্রত্যাখ্যান করি নি। তবে আজ কোন্ অপরাধে তুমি তোমার এই দাসানু-দাসকে ত্যাগ ক'রে ছুটে চলেছ? ॥ ৭৬॥

কি? চুপ্ করেই রইল? না, ভুল্ হয়েছে। সত্যই এ একটা নদী, আমার উর্ব্বশী নহে। তা' না হ'লে,—পুরূরবাকে উপেক্ষা ক'রে সমুদ্রের নিকট অভিসারিণী হবে কেন? বিনা লাঞ্ছনায়, শত-সহস্র যন্ত্রণা ব্যতিরেকে কে কোথায়' অভিপ্রেত মঙ্গল লাভ করিতে পারে? যাক্, কি করা যায়? আচ্ছা, সেই স্থানেই যাই, যেখানে প্রেয়সী আমার—চোখের আড়াল হইয়া লুকাইয়াছে। (এগিয়ে দেখে) আচ্ছা, ঐ যে হরিণটা শুয়ে আছে, ওকেই প্রিয়তমার খবরটা জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি॥ ৭৭॥

অভিনব-কুসুমস্তবকিত তরুবরস্য পরিসরে,
মদকল-কোকিল-কূজিত-মধুপ-ঝঙ্কারমনোহরে।
নন্দনবিপিনে নিজকরিণী-বিরহানলেন সন্তপ্তো,
বিচরতি গজাধিপতিরৈরাবতনামা ॥ ॥ ৭৮ ॥

(ললিতকঃ। জানুভ্যাং স্থিত্বা)

কৃষ্ণসারচ্ছবির্যোঽয়ং দৃশ্যতে কাননশ্রিয়া।
নবশস্পাবলোকায় কটাক্ষ ইব পাতিতঃ ॥ ॥ ৭৯ ॥

(বিলোক্য) অয়মন্তিকমায়ান্তীং শিশুনা স্তনপায়িনা।
অনন্যদৃষ্টিস্তামেব মৃগীং রুদ্ধাং নিরীক্ষতে ॥ ।৮০ ॥

(চর্চ্চরী) সুরসুন্দরী জহণভরালস পীণুত্তুঙ্গঘণত্থণী,
থিরজোব্বণ তণুসরীরি হংসগই।
গঅণুজ্জলকাণণে মিঅলোঅণি ভমন্তে,
দিট্ঠু পঞি? তহবিরহসমুদ্দন্তরে উত্তরহি মহু ॥ ৮১ ॥

অন্বয় ঃ—মদ-কল-কোকিল-কূজিত-মধুপ-ঝঙ্কার-মনোহরে নন্দনবিপিনে অভিনব-কুসুম-স্তবকিত-তরুবরস্য পরিসরে ঐরাবত নামা গজাধিপতিঃ নিজকরিণী-বিরহানলেন সন্তপ্তঃ সন্ বিচরতি ॥ ৭৮ ॥

কাননশ্রিয়া নবশস্পাবলোকায় পাতিতঃ কটাক্ষ ইব অয়ং যঃ কৃষ্ণসারচ্ছবিঃ দৃশ্যতে—

অয়ম্ অন্তিকম্ আয়ান্তীম্ স্তনপায়িনা শিশুনা রুদ্ধাং তামেব মৃগীম্ অনন্যদৃষ্টিঃ সন্ নিরীক্ষতে ॥ ৭৯-৮০ ॥

অয়ি মৃগ! জঘনভরালসা পীনোত্তুঙ্গ-ঘন-স্তনী স্থির-যৌবনা তনুশরীরা, হংসগতিঃ মৃগলোচনা সুরসুন্দরী গগনোজ্জ্বল-কাননে ভ্রমন্তী ত্বয়া দৃষ্টা? (তর্হি) তদ্বিরহ-সমুদ্রান্তরাৎ মাম্ উত্তর ॥৮১॥

প্রাকৃতানুবাদ ঃ—সুরসুন্দরী জঘনভরালসা পীনোত্তুঙ্গঘনস্তনী, স্থিরযৌবনা তনুশরীরা হংসগতিঃ। গগনোজ্জ্বলকাননে মৃগলোচনা ভ্রমন্তী দৃষ্টা ত্বয়া, তদ্বিরহ-সমুদ্রান্তরাদুত্তর মাম্ ॥ ৮১ ।

বঙ্গার্থ।—আজ নন্দন-বনের পারিজাত কেমন নবপ্রস্ফুটিত কুসুমস্তবক ধারণ করিয়াছে, তাহার তলদেশ মদমত্ত কোকিলের কুহুরব ও মধুকরের গুঞ্জনে মুখরিত, তথায় ঐরাবত—গজপতি (পুরূরবা) নিজ-প্রিয়া করিণীর বিরহানলে সন্তপ্ত হইয়া বিষণ্ণমনে বিচরণ করিতেছে ॥৭৮ ॥

(ললিতকনামক অভিনয়ান্তে—হাটু গাড়িয়া বসিয়া) বাঃ! এই যে নয়নরঞ্জিনী কৃষ্ণসারের ছবি, ইহা দেখিয়া মনে হইতেছে, কাননের অধিষ্ঠাত্রী শোভা-দেবী, নবীন ঘাসসমূহের স্নিগ্ধমূর্ত্তিদর্শনের নিমিত্ত যেন কটাক্ষপাত করিতেছেন ।। ৭৯ ।।

(দেখিয়া) এই হরিণ নিজ প্রিয়া হরিণীর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে, দেখিতেছে যে, এখন আর মিলনের আশা নাই, মৃগী তাহার অভিমুখে আসিতেছিল—কিন্তু শাবকের স্তন্যদানে আট্‌কাইয়া পড়িয়াছে ।। ৮০ ।।

(চর্চ্চরী-গীতান্তে) ভাই মৃগ! একবার আমার দিকে তাকাও, তুমি কি আমার প্রিয়াকে দেখিয়াছ? যদি দেখে থাক, তবে তাঁহার সংবাদ দিয়ে আমাকে অগাধ বিরহসমুদ্র থেকে উদ্ধার কর, তা'কে তুমি চিনতে পারবে, সে সাধারণ রমণীর মত নয়, সে স্বর্গের অপ্সরা, জঘনভারে মন্থরগমনা, পীনোন্নত-পয়োধরা, এখনও তাহার যৌবন গলিত হয় নাই, শরীর ক্ষীণ, হংসের মত অলসগতি, তোমার প্রিয়ার মতই তার চক্ষুঃ, এই গগনশ্যামল কাননে বিচরণ করিতেছিল, হঠাৎ আর দেখিতে পাইলাম না ॥ ৮১ ॥

(উপসৃত্য অঞ্জলিং বদ্ধা) হংহো হরিণীপতে !

অপি দৃষ্টবানসি মম প্রিয়াং বনে, কথয়ামি তে তদুপলক্ষণং শৃণু।

পৃথুলোচনা সহচরী যথৈব তে, সুভগা তথৈব খলু সাপি বীক্ষ্যতে॥

(বিলোক্য) কথমনাদৃত্য মদ্বচনং কলত্রাভিমুখং স্থিতঃ ? সর্ব্বথা উপপদ্যতে পরিভবাস্পদং বিধিবিপর্য্যয়ঃ। যাবদন্যমবকাশমবগাহিষ্যে। ॥ ৮২ ॥

(পরিক্রম্য অবলোক্য চ) হন্ত। দৃষ্টমুপলক্ষণং তস্যা মার্গস্য।

রক্তকদম্বঃ সোঽয়ং প্রিয়য়া ঘর্ম্মান্তশংসি যস্যেদম্।

কুসুমমসমগ্রকেশর-বিষমমপি কৃতং শিখাভরণম্॥ ॥ ৮৩ ॥

(পরিক্রম্য অবলোক্য চ)

তৎ কিং নু খলু শিলাভেদগতং

নিতান্তরক্তমিদমালোক্যতে ?

প্রভালেপী নায়ং হরিহতগজস্যামিষলবঃ,

স্ফুলিঙ্গঃ স্যাদগ্নের্গহনমভিবৃষ্টং পুনরিদম্।

অয়ে। রক্তাশোকস্তবকসমরাগো মণিরয়ং,

যমুদ্ধর্ত্তুং পূষা ব্যবসিত ইবালম্বিতকরঃ॥ ॥ ৮৪ ॥

অন্বয় ঃ—হংহো হরিণীপতে। অপি বনে মম প্রিয়াং দৃষ্টবান্ অসি, তদুপলক্ষণং তে কথয়ামি শৃণু। তে সহচরী যথৈব পৃথুলোচনা, সা সুভগা অপি তথৈব বীক্ষ্যতে ॥ ৮২ ॥

সঃ অয়ং রক্তকদম্বং, যস্য ঘর্ম্মান্তশংসি অসমগ্রকেশর-বিষমমপি ইদং কুসুমম্ প্রিয়য়া শিখাভরণং কৃতম্॥ ৮৩॥

অয়ং প্রভালেপী ভবতি অতঃ হরিহত-গজস্য আমিষ-লবঃ ন ভবতি, কিং কিম অগ্নেঃ স্ফুলিঙ্গঃ স্যাৎ, (সোঽপি ন) (যতঃ) ইদং গহনং পুনঃ অভিবৃষ্টম। অয়ে। রক্তাশোকস্তবক-সমরাগঃ অয়ং মণিঃ ভবতি, পূষা যম্ উদ্ধর্ত্তুং ব্যবসিতঃ (অতএব) আলম্বিতকরঃ জাতঃ ॥ ৮৪ ॥

বঙ্গার্থ ।—(কাছে গিয়া করযোড়ে) ওহে হরিণী-বল্লভ মহাশয়। তুমি কি আমার প্রিয়তমাকে এই বনের মধ্যে কোথাও দেখিয়াছ ? শোন—তার লক্ষণ। তোমার ঐ সহচরী হরিণীর নয়ন যেমন আকর্ণবিস্তৃত, আমার সেই সুন্দরীও ঠিক সেইরূপ,—তাহারও চক্ষু—কর্ণান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কি ? আমার কথায় কাণ না দিয়ে নিজের গিন্নীর দিকে মুখ ফিরিয়ে বস্‌ল ! বিধাতা নির্দ্দয় হ'লে সকলেই ঘৃণা করে,—এ কথাটা দেখ ছি—বর্ণে বর্ণে সত্য। যাক্, অন্যত্র যাই ॥৮২ ॥

(ঘুরিয়া দেখিয়া) হায় রে,—এতক্ষণে বুঝি প্রিয়তমার অন্তর্ধানের পথের চিহ্ন মিল্‌লো।—এই সেই লোহিত কদম্ব তরু, প্রিয়া আমার নিদাঘ শেষে যাহার সম্যক্ অপ্রস্ফুটিত কেসর—কদমফুল মাথায় পরেছিলো ॥৮৩॥ (ঘুরিয়া ফিরিয়া দর্শন) ও কি ? পাথরের ফাটলের মধ্যে অত্যন্ত লালবর্ণের কি জিনিষ ওটা ? কি দেখা যাচ্ছে ?—ও কি সিংহ কর্ত্তৃক বিদারিত করি-কুম্ভ হইতে পতিত কোন রক্তাক্ত মাংসখণ্ড ? না, তা ত নয় ? অত আভা তা হ'লে বেরুবে কেন ? তবে কি আগুনের ফুল্‌কি বেরুচ্ছে ? আর একটু পরেই দাবানলে পরিণত হবে ? তাই বা কিরূপে সম্ভব ? এ অরণ্য যে বৃষ্টির জলে সিক্ত, ওঃ! বুঝেছি, এ রক্তবর্ণ অশোকের কুসুমগুচ্ছের ন্যায় রাগরঞ্জিত একটা মণি,—উহা হইতে ঐ অপূর্ব্ব প্রভাজাল বিকীর্ণ হইতেছে, মনে হইতেছে, বুঝি সূর্য্য দেব ঐ মণিটিকে ধর্‌বার নিমিত্ত তাহার কররূপ হস্ত বাড়িয়েছেন ॥ ৪ ॥

ভবতু আদাস্যে তাবৎ। (গ্রহণং নাটয়তি)

পণইণি-বন্ধ'সাইঅও বাহাউলণিঅণঅণও।

গঅবই গহণে দুহিঅও পরিভমই কিলামিঅবঅণও ॥ ॥ ৮৫ ॥

(দ্বিপদিকয়া উপসৃত্য গৃহীত্বা আত্মগতম্)

মন্দারপুষ্পৈরধিবাসিতায়াং, যস্যাঃ শিখায়াময়মর্পণীয়ঃ।

সৈব প্রিয়া সংপ্রতি দুর্লভা মে, মৈনেনমশ্রূপহতং করোমি ॥ (ইতি উৎসৃজতি) ॥ ৮৬ ॥

(নেপথ্যে) বৎস! গৃহ্যতাং, বৎস! গৃহ্যতাম্।

সঙ্গমনীয়ো মণিরিহ শৈলসুতা চরণরাগযোনিরয়ম্।

আবহতি ধার্য্যমাণঃ সঙ্গমমাশু প্রিয়জনেন ॥ ॥ ৮৭ ॥

রাজা। (উৰ্দ্ধমবলোক্য) কো মামনুশাস্তি ? (বিলোক্য) কথং ভগবান মৃগরাজধারী ?।

ভগবন, অনুগৃহীতোঽহম্ অমুনা উপদেশেন। (মণিমাদায়) ভো সঙ্গমমণে!

ত্বয়া বিযুক্তস্য নিমগ্নমধ্যয়া, ভবিষ্যসি ত্বং যদি সঙ্গমায় মে।

ততঃ করিষ্যামি ভবন্তমাত্মনঃ, শিখামণিং বালমিবেন্দুমীশ্বরঃ ॥ ॥ ৮৮ ॥

অন্বয় ঃ—প্রণয়িনীবদ্ধাশঃ বাষ্পাকুল-নিজ-নয়নঃ ক্লান্ত-বদনঃ দুঃখিতঃ গজপতিঃ গহনে পরিভ্রমতি ॥ ৮৫ ॥

যস্যাঃ মন্দারপুষ্পৈঃ অধিবাসিতায়াম্ শিখায়াম্ অয়ম্ অর্পণীয়ঃ ভবেৎ, সা মে প্রিয়ৈব সম্প্রতি দুর্লভা, (অতঃ) এনং অশ্রূপহতং মৈব করোমি ॥ ৮৬ ॥

শৈলসুতা-চরণরাগ-যোনিঃ সঙ্গমমণিঃ ইহ (বর্ত্ততে), অয়ং ধার্য্যমাণঃ সন্ প্রিয়জনেন সহ আশু সঙ্গমম্ আবহতি ॥ ৮৭ ॥

ভোঃ সঙ্গমমণে! যদি ত্বং নিমগ্নমধ্যয়া ত্বয়া বিযুক্তস্য মে সঙ্গমায় ভবিষ্যসি, ততঃ ভবন্তম্ ঈশ্বরঃ বালম্ ইন্দুম্ ইব আত্মনঃ শিখামণিং করিষ্যামি ॥ ৮৮ ॥

প্রাকৃতানুবাদ ঃ—প্রণয়িনীবদ্ধাশঃ বাষ্পাকুল-নিজনয়নঃ। ক্লান্তবদনঃ গজপতিঃ গহনে দুঃখিত সন্ পরিভ্রমতি ॥ ৮৫ ॥

বঙ্গার্থ ।—আচ্ছা! লই ত। (গ্রহণ করিতে লাগিলেন)

প্রণয়িনীলাভের আশায় আশান্বিত হইয়া বাষ্পাকুলনয়ন, ক্লান্তবদন গজপতি কাননে কাননে অতি দুঃখিতভাবে ভ্রমণ করিতেছে ॥ ৮৫ ॥

(দ্বিপদিকাযোগে নিকটে গিয়ে মণি লইয়া মনে মনে কথন) হায় রে! আমার যে প্রিয়তমার মন্দার-কুসুমের দ্বারা সুরভিত সীঁথিতে এই মণি পরাইতে পারিলে আমি সুখী হইতাম, সে আজ কোথায়? আর ত তাকে পাবো না! তবে শুধু শুধু আমার চোখের জলে ইহাকে আর কলঙ্কিত করি কেন? ॥ ৮৬ ॥

(বলিয়াই ফেলিয়া দিতে উদ্যত, অমনি নেপথ্য হইতে কথিত) বৎস, গ্রহণ কর, গ্রহণ কর, মণিটিকে ফেলিও না। গিরিরাজনন্দিনীর চরণে যখন অলক্তক পরানো হইত, তখন সেই আলতা হইতে এই মণির উৎপত্তি হয়। নাম ইহার সঙ্গমনীয়, অর্থাৎ এই মণি যিনি ধারণ করেন, তাঁহার অভিলষিত প্রিয়জনের সহিত খুব তাড়াতাড়ি মিলন ঘটিয়া থাকে ॥ ৮৭ ॥

রাজা। (উৰ্দ্ধদিকে চাহিয়া) কে আমায় উপদেশ দিচ্ছে? (দেখিয়া) এ কি? ভগবান্ শশাঙ্কদেব স্বয়ং আদেশ করছেন? ভগবন্! আপনার এই উপদেশে বড়ই অনুগৃহীত হইলাম। (মণিটিকে লইয়া) ওহে সঙ্গম-মণি! সেই ক্ষীণ-কটি প্রিয়তমা আমায় ছাড়িয়া গিয়াছে, তুমি যদি তাহাকে আমার সহিত মিলাইয়া দিতে পার, তাহা হইলে,—চন্দ্রশেখর যেমন বাল-চন্দ্রমাকে মাথায় রাখিয়াছেন, আমিও তদ্রূপ তোমাকে আমার মস্তকের ভূষণ করিয়া রাখিব ॥ ৮৮ ॥

(পরিক্রম্য অবলোক্য চ)

তৎ কিং নু খলু কুসুম-রহিতামপি লতামিমাং পশ্যতা ময়া রতিরুপলভ্যতে ?

অথবা স্থানে মম মনো রমতে, ইয়ং হি— ॥ ৮৮(ক) ॥

তন্বী মেঘজলার্দ্রপল্লবতয়া ধৌতাধরেবাশ্রুভিঃ,

শূন্যেবাভরণৈঃ স্বকালবিরহাদ্বিশ্রান্ত-পুষ্পোদ্‌গমা।

চিন্তামৌনমিবাস্থিতা মধুলিহাং শব্দৈর্বিনা লক্ষ্যতে,

চণ্ডী মামবধূয় পাদপতিতং যাতা প্রকুপ্যেব সা ॥ ॥ ৮৯ ॥

যাবদস্যাং প্রিয়ানুকারিণ্যাং লতায়াং পরিষঙ্গপ্রণয়ী ভবামি।

লএ। পেক্‌খ বিণ্ণহিঅএ ভবামি,

জই বিহিজোএ পুণু তহিং পাবিমি।

তা রণ্ণেবি ণ করেমি ণিব্ভন্তী,

পুণু ণ ই মেল্লই তাহ কঅন্তী ॥ ॥ ৯০ ॥

অন্বয় ঃ—তন্বী ইয়ং (লতা) মেঘজলার্দ্রপল্লবতয়া অশ্রুভিঃ ধৌতা-ধরা ইব, স্বকালবিরহাৎ বিশ্রান্ত-পুষ্পোদ্গমা (ইয়ং)—আভরণৈঃ শূন্যা ইব, মধুলিহাং শব্দৈর্বিনা চিন্তা-মৌনম্ আস্থিতা ইব লক্ষ্যতে। চণ্ডী সা পাদপতিতং মাম্ অবধূয় প্রকুপ্য ইব যাতা ॥ ৮৯ ॥

লতে! প্রেক্ষস্ব, উদ্বিগ্নহৃদয়ঃ ভবামি, যদি বিধিযোগেন তাং পুনঃ প্রাপ্স্যামি, তর্হি অরণ্যে অপি নিভ্রান্তিং ন করোমি, তাম্ অপি কান্তাম্ অত্র পুনঃ ন মিলয়ামি ॥ ৯০ ॥

প্রাকৃতানুবাদ ঃ—লতে! প্রেক্ষস্ব উদ্বিগ্ন-হৃদয়ো ভবামি, যদি বিধিযোগেন পুনস্তাম্ প্রাপ্স্যামি। তর্হি অরণ্যেঽপি করোমি ন নির্ভরম্ পুনর্ন হি মিলয়ামি তামত্র কান্তাম্ ॥ ৯০ ॥

বঙ্গার্থ।—(এগিয়ে দেখিয়া) এ কি? এই লতাটিকে দেখে আমার মনে সেই শুষ্কপ্রায় প্রেমরসের উদ্রেক হইতেছে কেন? ইহাতে ত একটিও ফুল নাই যে মন গলিবে, তবে এমন হয় কেন? অথবা মন গলবার কারণ আছে বটে ॥ ৮৮(ক) ॥

নবমেঘের জলসম্পাতে এই ক্ষীণাঙ্গী লতা যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া নয়নজলে অধরপল্লবটিকে বিধৌত করিয়াছে। এখন অসময় বলিয়া ফুল আর ফোটে না, মনে হইতেছে, সমস্ত আভরণ যেন খুলিয়া ফেলিয়াছে। ফুল নাই, সুতরাং ভ্রমরের গুঞ্জনও নাই, তাই মনে হয়, চিন্তাবশে যেন চুপ করিয়া আছে! যেন আমার সেই ক্রোধরক্তবর্ণা, সততকোপিনী প্রেয়সী, পাদপতিত আমাকে উপেক্ষা করিয়াছেন বলিয়া এখন অনুতাপানলে ধিকি ধিকি জ্বলিতেছেন ॥ ৮৯ ॥

আচ্ছা, আমার প্রিয়ার অনুরূপিণী এই লতাকে কিছুক্ষণ আলিঙ্গন করিয়া থাকি। অয়ি লতিকে! যদি তাই বা দৈবযোগে পাই, তবে কতই সুস্থ হই, অরণ্যে আর আমার আতিপাতি করিয়া খুঁজিতে হয় না, এবার তাকে পাইলে আর অরণ্যমধ্যে আনিতেছি না ॥ ৯০ ॥

(ইতি চর্চ্চরিকয়া উপসৃত্য লতামালিঙ্গতি)

(ততস্তদীয়স্থানমাক্রম্যৈব প্রবিষ্টোর্ব্বশী)

রাজা। (নিমীলিতাক্ষং স্পর্শং নাটয়িত্বা) অয়ে! উর্ব্বশীগাত্রস্পর্শাদিব নির্ব্বৃতং মে হৃদয়ং ন পুনরস্তি বিশ্বাসঃ। কুতঃ?

সমর্থয়ে যৎ প্রথমং প্রিয়াং প্রতি, ক্ষণেন তন্মে পরিবর্ত্ততেঽন্যথা।
অতো বিনিদ্রে সহসা বিলোচনে, করোমি ন স্পর্শবিভাবিতপ্রিয়ঃ॥

(শনৈরুন্মীল্য চক্ষুষী) কথং সত্যমেবোর্ব্বশী! (ইতি মূর্চ্ছিতঃ পততি) ॥ ৯১ ॥

উর্ব্ব। সমস্সসদু সমস্সসদু মহারাও। ॥ ৯২ ॥

রাজা। (সংজ্ঞাং লব্ধ্বা) প্রিয়ে! অদ্য জীবিতম্।

ত্বদ্বিয়োগভবে চণ্ডি! ময়া তমসি মজ্জতা।
দিষ্ট্যা প্রত্যুপলব্ধাসি চেতনেব গতাসুনা॥ ॥ ৯৩ ॥

উর্ব্ব। মরিসদু মহারাও, জং মএ কোববসং গদাএ অবত্থন্তরং পাবিদো মহারাও। ॥ ৯৪ ॥

রাজা। নাহং প্রসাদয়িতব্যস্ত্বয়া, ত্বদ্দর্শনেন প্রসন্নো মে সবাহ্যান্তরাত্মা; তৎ কথয়, কথমিয়ন্তং কালং ময়া বিরহিতা স্থিতাসি? ॥ ৯৫ ॥

অন্বয় ঃ—(অহং) প্রিয়াং প্রতি প্রথমং যৎ সমর্থয়ে, তৎ ক্ষণেন মে অন্যথা পরিবর্ত্ততে, অতঃ স্পর্শবিভাবিতপ্রিয়ঃ (অহম্) লোচনে সহসা বিনিদ্রে ন করোমি ॥ ৯১ ॥

চণ্ডি! ত্বদ্‌বিয়োগভবে তমসি মজ্জতা ময়া গতাসুনা চেতনা ইব দিষ্ট্যা ত্বং প্রত্যুপলব্ধা অসি ॥ ৯৩ ॥

প্রাকৃতানুবাদ ঃ—সমাশ্বসিহি সমাশ্বসিহি মহারাজঃ। ৯২ ॥

মর্ষয়তু মহারাজঃ। যদ্ ময়া কোপবশং গতয়া অবস্থান্তরং প্রাপিতঃ মহারাজঃ ॥ ৯৪ ॥

বঙ্গার্থ ঃ—(চর্চ্চরীগীতিযোগে নিকটে যাইয়া লতাকে যেমন আলিঙ্গন করা, অমনি ঠিক লতার সেই আলিঙ্গিত অংশ হইতে উর্ব্বশীর আবির্ভাব, মুদ্রিত-নয়নে প্রিয়া-স্পর্শ অনুভব পূর্ব্বক রাজার উক্তি) আহা! উর্ব্বশীর গাত্রস্পর্শে যেমন হ'তো, ঠিক তেমনই ভাবে আমার বুক জুড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বিশ্বাস নাই। কেন না, যখন যখন যাকে যাকে প্রিয়া ব'লে ভেবেছি, কিছু পরেই তাহা তখন তখন অন্যরূপ হ'য়ে গেছে। সুতরাং চোখ আর এবার মেলছি না; যতক্ষণ সম্ভব, চোখ বুজিয়া প্রিয়ার স্পর্শ-সুখ অনুভব করি। (আস্তে চোখ মেলে) এ কি? সত্যই আমার উর্ব্বশী। (মূর্চ্ছা ও পতন) ॥ ৯১ ॥

উর্ব্বশী। মহারাজ! আশ্বস্ত হউন ॥ ৯২

রাজা। (সংজ্ঞালাভ পূর্ব্বক) প্রিয়ে! সত্যই আজ নব-জীবন লাভ কর্‌লুম। কেন না, তোমার বিরহজনিত গাঢ়-অন্ধকারে এত দিন মগ্ন ছিলাম, কি আনন্দ! আজ মৃত ব্যক্তি কর্তৃক চেতনা-প্রাপ্তির ন্যায় তোমাকে আমি পাইলাম! ॥ ৯৩ ॥

উর্ব্বশী। ক্ষমা কর মহারাজ আমার অপরাধ। ক্রোধের বশীভূত হইয়া তোমাকে আমি কি দুঃখের অবস্থাতেই না ফেলিয়াছিলাম! ॥ ৯৪ ॥

রাজা। প্রিয়ে! আমাকে তোমার প্রসন্ন কর্‌তে হবে না। তোমার শুভদর্শন-লাভেই আমার ভিতর বাহির —সমস্ত আনন্দপূর্ণ হয়েছে। এখন একটি কথা খুলে বল ত, আমায় ছেড়ে এত দিন ছিলে কি ক'রে পাষাণি? ॥ ৯৫ ॥

(অনন্তরে চর্চ্চরা)

মোরা পরহুঅ-হংস-রহঙ্গং, অলি-গঅ-পব্বঅ-সরিঅ কুরঙ্গং।
তুজ্ঝ হ কারণ রগ্ন ভমন্তে, কো ণহু পুচ্ছিঅ মঞি রোঅন্তে ॥ ॥ ৯৬ ॥

উর্ব্ব। এব্বং অন্তক্করণে পচ্চক্খীকিদবুত্তন্তো মহারাও। ॥ ৯৭ ॥

রাজা। প্রিয়ে! অন্তঃকরণমিতি ন খলু অবগচ্ছামি। ॥ ৯৮ ॥

উব্ব। সুণাদু মহারাও! পুরা ভঅবদা মহাসেণেণ সাস্সদং কুমারব্বদং গেহ্নিঅ, অঅং অকলুসো ণাম গন্ধমাদণকচ্ছো অজ্ঝাসিদো, কিদা অ ঠিদী। ॥ ৯৯ ॥

রাজা। কীদৃশী? ॥ ১০০ ॥

উর্ব। জা কিল ইত্থিয়া ইমং পদেসং আগমিস্সদি সা লদাভাএণ পরিণদরূআ ভবিস্সদি; গোরীচরণরাঅসম্ভবং মণিং বজ্জিঅ অ লদাভাঅং ণ মুঞ্চিস্সদি ত্তি। তদো অহং গুরুসাবসংমূঢ়-হিঅআ বিসুমরিদদেবদাণিঅমা কগ্নআজণ-পরিহরণীঅং কুমারবণং পবিট্টা; পবেসাণন্তরংঅ কাণণোবন্তবত্তিণা লদাভাএণ পরিণদং মে রূঅং। ॥ ১০১ ॥

প্রাকৃতানুবাদ ঃ—ময়ূর--পরভৃত--হংস-রথাঙ্গম্ অলি-গজ পর্ব্বত--সরিৎ--কুরঙ্গম্। তব কারণাৎ অরণ্যে ভ্রমতা কো ন হি পৃষ্টঃ ময়া রোদয়তা॥ ৯৬ ॥

এবম্ অন্তঃকরণেন প্রত্যক্ষীকৃত-বৃত্তান্তো মহারাজঃ॥ ৯৭ ॥

শৃণোতু মহারাজঃ, পুরা ভগবতা মহাসেনেন শাশ্বতং কুমার-ব্রতং গৃহীত্বা অয়ম্ অকলুষো নাম গন্ধমাদনকচ্ছঃ অধ্যাসিতঃ, কৃতা চ স্থিতিঃ ॥ ৯৯ ॥

যা কিল স্ত্রী ইমং প্রদেশম্ আগমিষ্যতি, সা লতাভাবেন পরিণতরূপা ভবিষ্যতি, গৌরী--চরণরাগ--সম্ভবং মণিং বর্জ্জয়িত্বা চ লতাভাবং ন মোক্ষ্যতি ইতি। ততোঽহং গুরু-শাপ সম্মূঢ়হৃদয়া বিস্মৃতদেবতা-নিয়মা কন্যকাজনপরিহরণীয়ং কুমারবনং প্রবিষ্টা। প্রবেশানন্তরঞ্চ কাননোপান্ত-বর্ত্তিনা লতাভাবেন পরিণতং মে রূপম্॥ ১০১ ॥

বঙ্গার্থ ঃ—(অতঃপর চর্চ্চরীগীত) আমি কিন্তু তোমার জন্য সারা অরণ্যমধ্যে সাধ ক'রে মৃগ, কোকিল, হংস, চক্রবাক, ভ্রমর, হস্তী, পর্ব্বত, নদী কা'র না হাতে পায়ে ধরেছি। তবু তুমি সাড়া দাও নি॥ ৯৬॥

উর্ব্বশী। মহারাজ! আমি আপনার কষ্ট সমস্তই অন্তঃকরণে প্রত্যক্ষ করেছি ॥ ৯৭ ॥

রাজা। প্রিয়ে! বুঝ্‌তে পারলাম না যে, তুমি অন্তঃকরণে প্রত্যক্ষ করেছ অথচ দেখা দিতে পার নি, এ কথার মানে কি? ॥ ৯৮ ॥

উর্ব্বশী। তবে শোন মহারাজ! পূর্ব্বে ভগবান্ কার্ত্তিকেয় চিরকৌমার-ব্রত গ্রহণ পূর্ব্বক গন্ধমাদন পর্ব্বতের অকলুষনামক এই জলশীতল অংশে বাস করেছিলেন, এবং এই নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন ॥ ৯৯ ॥

রাজা। কি নিয়ম? ॥ ১০০ ॥

উর্ব্বশী। এই বনে যে কোন স্ত্রীলোক ঢুকবে, সে লতা হয়ে যাবে। গৌরীচরণরাগোদ্ভব মণি ছাড়া তার আর মুক্তি হবে না। গুরুদেব ভরতমুনির অভি-শাপে আমি বিমূঢ়হৃদয়া। তাই দেবতার শক্তি আমার লোপ পাইয়াছিল, এবং সমস্ত ভুলিয়া এই কুমারবনে ঢুকে পড়েছিলাম। যেমন প্রবেশ, অমনিই এই বনের প্রান্তবর্ত্তিনী এক লতার রূপে—আমি পরিণত হয়ে গেলুম। আমার যত কিছু রূপ, সব লতা হয়ে গেল! ॥ ১০১ ॥

রাজা। প্রিয়ে! সর্ব্বমুপপন্নম্।

রতিখেদসুপ্তমপি মাং শয়নে যা মন্যসে প্রবাসগতম্।
সা ত্বমিহৈতদবস্থং কথং সহেথাশ্চিরবিয়োগম্॥

ইদঞ্চৈতৎ যথাকথিতং সঙ্গমনিমিত্তং পুনরুপলব্ধপ্রভাবমস্মাভিঃ। ॥ ১০২ ॥

(ইতি মণিং দর্শয়তি)

কধং তক্খো সঙ্গমণীঅো অঅং মণী। অদো জ্জেব মহারাএণ আলিঙ্গিদোজ্জেব পইদিত্থম্হি সংবুত্তা। ॥ ১০৩ ॥

রাজা। (ললাটে মণিং সন্নিবেশ্য)

স্ফুরতা বিচ্ছুরিতমিদং রাগেণ মণের্ললাটনিহিতস্য।
শ্রিয়মুদ্বহতি মুখং তে বালাতপরক্তকমলস্য॥ ॥ ১০৪ ॥

উর্ব্ব। পিঅংবদ! মহন্তো কৃখু কালো অহ্মাণং পইট্ঠাণদো নিগ্গদাণং, কদাই অসূইস্সন্তি পইদীঅো; তা এহি গচ্ছহ্ম। ॥ ১০৫ ॥

রাজা. যদাহ ভবতী। (ইতি উত্তিষ্ঠতঃ)। ॥ ১০৬ ॥

অন্বয়ঃ—যা ত্বং শয়নে রতিখেদসুপ্তম্ অপি মাং প্রবাসগতং মন্যসে, সা ত্বম্ ইহ এতদবস্থং চিরবিয়োগং কথং সহেথাঃ॥ ১০২ ॥

ললাটনিহিতস্য মণেঃ স্ফুরতা রাগেণ বিচ্ছুরিতম্ ইদম্ তে মুখং বালাতপরক্তকমলস্য শ্রিয়ম্ উদ্বহতি॥ ১০৪ ॥

প্রাকৃতানুবাদঃ—কথমহো সঙ্গমনীয়ঃ অয়ং মণিঃ। অতএব মহারাজেন আলিঙ্গিতৈব প্রকৃতিস্থাস্মি সংবৃত্তা॥ ১০৩ ॥

প্রিয়ংবদ! মহান্ খলু কালঃ আবয়োঃ প্রতিষ্ঠানাৎ নির্গতয়োঃ, কদাপি অসূয়িষ্যন্তি প্রকৃতয়ঃ, তদেহি গচ্ছাবঃ॥ ১০৫ ॥

বঙ্গার্থঃ—রাজা। প্রিয়ে! এতক্ষণে সব দিকেই পাঠ লাগ্‌লো। নতুবা—রতিশ্রান্ত হয়ে যখন আমি শয্যোপরি ঘুমে অচেতন হয়ে পড়্‌তাম, তখন যে প্রিয়া তুমি, আমাকে যেন কত দুর-দুরান্তর—প্রবাসবাসার মত মনে কর্‌তে, সেই তুমি এখানে আমাকে এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় চির-বিরহীর দুঃখে নিমগ্ন—কি করিয়া সহ্য কর্‌বে?—তাই বল্‌ছিলুম—এখন সমস্ত ব্যাপারটি খুলে গেল। প্রিয়ে! এই সেই সঙ্গমমণি, (মণি-প্রদর্শন) ॥ ১০২ ॥

উর্ব্বশী। এই সেই সঙ্গমনীয় মণি? তাই বল। তুমি যেমন লতাকে আলিঙ্গন কর্‌লে, অমনি আমি নিজের রূপ ফিরিয়ে পেলাম—এই জন্যই ॥ ১০৩ ॥

রাজা। (উর্ব্বশীর সীঁথিতে মণিটিকে পরিয়ে দিলেন এবং কহিলেন)—প্রিয়ে! তোমার ললাট-মধ্যে এই মণিটি পরাইয়া দেওয়ায়, ইহার আভায় ঐ সুন্দর মুখখানি আরও কত বেশী সুন্দর হয়েছে, যেন প্রভাত-সূর্য্যের কিরণমালায় কমল লাল হয়ে উঠেছে! কি শ্রীই মুখে ফুটে উঠ্‌ল! ॥ ১০৪ ॥

উর্ব্বশী। প্রিয়ংবদ! অনেক দিন আমরা রাজধানী—প্রতিষ্ঠাননগরী হইতে বেরিয়েছি। প্রজাপুঞ্জ আমাদের উপর না জানি, কত বিরক্তই হবে। অতএব চল সখে! রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হওয়া যাক্। (বলেই উর্ব্বশী উঠ্‌লেন) ॥ ১০৫ ॥

রাজা। যেমন তোমার অভিপ্রায়॥ ১০৬॥

। অধ কধং উণ মহারাঅো গন্তুং ইচ্ছদি ? ॥ ১০৭ ॥

রাজা। অচিরপ্রভা-বিলসিতৈঃ পতাকিনা, সুরকার্ম্মুকাভিনব-চিত্রশোভিনা।
গমিতেন খেলগমনে ! বিমানতাং, নয় মাং নবেন বসতিং পযোমুচা ॥ ॥ ১০৮ ॥
পাবিঅ-সহঅরিসঙ্গঅো পুলঅপসাহিঅ-অঙ্গঅো।
সেচ্ছাপত্ত-বিমাণঅো বিহবই হংসজুআণঅো ॥ ॥ ১০৯ ॥
[ইতি খণ্ডধাবযা নিষ্ক্রান্তৌ। ॥ ১১০ ॥

চতুর্থোঽঙ্কঃ সমাপ্তঃ।

অন্বয় ঃ—অয়ি খেলগমনে। অচিরপ্রভা-বিলসিতৈঃ (যুক্তেন) পতাকিনা সুরকার্ম্মুকাভিনবচিত্রশোভিনা বিমানতাং গমিতেন নবেনা পয়োমুচা মাং বসতিং নয় ॥ ১০৮ ॥

প্রাপ্তসহচরীসঙ্গঃ অতএব পুলকপ্রসাধিতাঙ্গঃ হংসযুবা স্বেচ্ছাপ্রাপ্তবিমানঃ সন্ বিহরতি ॥ ১০৯ ॥

প্রাকৃতানুবাদ ঃ—
অথ, কথং পুনঃ মহারাজঃ গন্তুমিচ্ছতি ॥ ১০৭ ॥
প্রাপ্ত-সহচরীসঙ্গঃ পুলকপ্রসাধিতাঙ্গঃ।
স্বেচ্ছাপ্রাপ্তবিমানঃ বিহরতি হংসযুবা ॥ ১০৯ ।

বঙ্গার্থ ।—উর্ব্বশী। মহারাজের কি ভাবে রাজধানীতে যাওয়ার অভিলাষ? ॥ ১০৭ ॥

রাজা। শোন প্রিয়ে! তুমি কত খেলা খেলিতে জান, কত রকমে চলা-ফেরার অভ্যাস তোমার আছে, আজ যদি দয়াই কর্‌লে, তবে এখন একখানি মেঘের—ব্যোমযান তৈরি কর, যাহাতে চিরচঞ্চল সৌদামিনীর পতাকা শোভা পাবে, নানা-বর্ণ-খচিত ইন্দ্রধনুতে বিমানের চারিদিক শোভিত হবে, আকাশপথে তাদৃশ নবজলধরের ব্যোমযানে চড়িয়া, চল, আমরা দুই জনে নগরে ফিরিয়া যাই। ॥ ১০৮ ॥

এইবার হংসযুবা (পুরুরবা) প্রণয়িনীর সঙ্গলাভ করিয়াছেন, আনন্দে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পুলকে ব্যাপ্ত, তিনি এখন ইচ্ছামত বিমানযানে আরোহণ করিয়া নিজ নগরে প্রস্থান করিতেছেন ॥ ১০৯ ॥

খণ্ডধারা গীতান্তে তৎক্ষণাৎ নির্ম্মিত নবজলদ বিমানে উভয়ের প্রস্থান) ॥ ১১০ ॥

চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত।

পঞ্চমোঽঙ্কঃ

—*—

(ততঃ প্রবিশতি হৃষ্টো বিদূষকঃ)

বিদূষক।—হী হী ভো! দিট্ঠিআ চিরস্স কালস্স উব্বসী-সহাও তত্থভবং রাআ, ণন্দণবণপ্পমুহেসুং পদেসেসুং বিহরিঅ পড়িণিউত্তো ণঅরং; দাণিং সকজ্জাণুসাসণে পইদিমণ্ডলং অণুরঞ্জঅন্তো রজ্জং করেদি। আং! সন্তানঅং বজ্জিঅ ণ সে কিম্পি সোঅণীঅং; অজ্জ দিধিবিসেসো ত্তি. ভঅবদীণং গঙ্গাজউণাণং সলিলেসুং দেঈএ সহ কিদাহিসেও সংপদং উআআরিঅং পবিট্ঠো; তা জাব অলঙ্করীঅমাণস্স অঙ্গাণলেঅণমল্লভাঈ ভাদুও হোমি। ॥ ১ ॥

(নেপথ্যে) হদ্ধী! হদ্ধী! এসো জলণুরত্ত-তালবেন্তপিধাণং ণিক্খিবিঅ ণীঅমাণো অচ্ছরাবিরহিদেণ মউলিরঅণদাএ পওোইদো মণী আমিসসঙ্কিণা গিদ্ধেণ আক্খিত্তো। ॥ ২ ॥

প্রাকৃতানুবাদ ঃ—হী হী ভোঃ! দিষ্ট্যা চিরস্য কালস্য উর্ব্বশীসহায়স্তত্রভবান্ রাজা নন্দন-বন-প্রমুখেষু প্রদেশেষু বিহৃত্য প্রতিনিবৃত্তঃ নগরম্। ইদানীং স্বকার্য্যানুশাসনেন প্রকৃতিমণ্ডলম্ অনুরঞ্জয়ন্ রাজ্যং করোতি। আং, সন্তানং বর্জ্জয়িত্বা ন অস্য কিমপি শোচনীয়ম্। অদ্য তিথিবিশেষ ইতি তত্রভবত্যোঃ গঙ্গাযমুনয়োঃ সলিলেষু দেব্যা সহ কৃতাভিষেকঃ সাম্প্রতম্ উপকার্য্যাম্ প্রবিষ্টঃ। তদ্‌যাবৎ অলঙ্ক্রিয়মাণস্য অঙ্গানুলেপন-মাল্যভাগী ভ্রাতা ভবামি ॥ ১ ॥

(নেপথ্যে) হা ধিক্ হা ধিক্! এষ জলরক্ত-তালবৃন্তপিধানং নিক্ষিপ্য নীয়মানঃ অপ্সরোবিরহিতেন মৌলিরত্নতায়ং প্রযোজিতঃ মণিঃ আমিষশঙ্কিনা গৃধ্রেণ আক্ষিপ্তঃ ॥ ২ ॥

বঙ্গার্থ।—বিদূষক। কি মজা! কি মজা! রাজা মশাই দীর্ঘকাল উর্ব্বশীকে নিয়ে নন্দনবন প্রভৃতিতে আমোদ-প্রমোদের চূড়ান্ত ক'রে বাড়ী ফিরেছেন এবং রাজকার্য্যে মনোযোগ দিয়েছেন। এক ছেলে-পুলে নেই—এই যা' দুঃখ, তা' না হ'লে আর কোন দুঃখ নাই। আজ মস্ত একটা পর্ব্ব ছিল—তাই দেবীর সহিত গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে পটমণ্ডপে অবস্থিতি করছেন। এখন তাঁহার সাজগোজ হচ্ছে, এই সময় গিয়ে রাজ-ভ্রাতার মত, ইঁহার অঙ্গরাগ ও মালা-চন্দনাদিতে ভাগ বসাই গিয়া। (নেপথ্য হইতে ধ্বনি) ॥ ১ ॥

সর্ব্বনাশ, সর্ব্বনাশ! রাজার মাথার রত্ন-রূপে ব্যবহৃত, রক্তবর্ণ তালপাতায় ঢাকা উজ্জ্বল মণিটি মাংস-ভ্রমে একটা শকুন ছোঁ মেরে নিয়ে গেল! ॥ ২ ॥

বিদূ।— (আকর্ণ্য) অচ্চাহিদং! অচ্চাহিদং! পরমবহুমদো ক্খু সো বঅস্‌সস্‌স সঙ্গমণীও ণাম চূড়ামণী; অদো ক্খু অসমত্তণেবচ্ছো জ্জেব তত্তভবং আসণাদো জ্জেব উত্থিদো, তা পাস্‌সপলিবত্তী হোমি। ॥ ৩ ॥

(ইতি প্রবেশকঃ) [ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।

(ততঃ প্রবিশতি রাজা সূতশ্চ কঞ্চুকি-
রেচকৌ পরিজনশ্চ)

রাজা।— রেচক! রেচক!

আত্মনো বধমাহর্ত্তা ক্বাসৌ বিহগতস্করঃ।
যেন তৎপ্রথমং স্তেয়ং গোপ্তুরেব গৃহে কৃতম্॥ ॥ ৪ ॥

রেচকঃ।— এসো অগ্গমুহলগ্গহেমসুত্তেণ মণিণা অণুরজ্জঅন্তো বিঅ আআসং পরিব্ভমদি। ॥ ৫ ॥

রাজা।— পশ্যাম্যেনম্—

অসৌ মুখালম্বিতহেমসূত্রং, বিভ্রন মণিং মণ্ডলশীঘ্রচারঃ।
অলাতচক্র-প্রতিমং বিহঙ্গস্তদ্রাগলেখাবলয়ং তনোতি॥
কথয়, কিং খলু অত্র কর্ত্তব্যম্? ॥ ৬ ॥

অন্বয় ঃ—যেন গোপ্তুঃ এব গৃহে প্রথমং তৎ স্তেয়ম্ কৃতম্, অসৌ আত্মনো বধম্ আহর্ত্তা বিহগতস্করঃ ক্ব (যাতঃ)? ॥ ৪ ॥

অসৌ বিহঙ্গঃ মুখালম্বিতহেমসূত্রং মণিং বিভ্রৎ মণ্ডলশীঘ্রচারঃ সন্ অলাতচক্রপ্রতিমং তদ্রাগলেখাবলয়ম্ তনোতি॥ ৬ ॥

প্রাকৃতানুবাদ ঃ—অত্যাহিতম্! অত্যাহিতম্! পরমবহুমতঃ খলু সঃ বয়স্যস্য সঙ্গমনীয়ো নাম চূড়ামণিঃ। অতঃ খলু অসমাপ্ত-নেপথ্যএব তত্রভবান্ আসনাদ্ এব উত্থিতঃ, তৎ পার্শ্বপরিবর্ত্তী ভবামি॥ ৩॥

এষঃ অগ্রমুখলগ্ন-হেমসূত্রেণ মণিনা অনুরঞ্জয়ন্নিব আকাশং পরিভ্রমতি ॥ ৫ ॥

বঙ্গার্থ ঃ—বিদূষক। কি সর্ব্বনাশ, কি সর্ব্বনাশ! সখা—এই সঙ্গমনীয় নামক মণিটিকে কত আদরে চূড়ায় প'রে থাকেন। অতএব সাজগোজ আজ ঐ পর্য্যন্ত, ঐ যে সখা আসন ছেড়ে বেরিয়েছেন। কাছে যাই। (নিষ্ক্রমণ)॥ ৩॥ [প্রবেশক সম্পূর্ণ]

(রাজা, সারথি, কঞ্চুকী, রেচক এবং পরিজনগণের প্রবেশ)

রাজা। রেচক! রেচক! নিজের মৃত্যুকে যে ডেকে আনছে, সেই চোরের সর্দ্দার পাখীটা কোথায়? রক্ষক আমি, আমারই গৃহে যে পাপিষ্ঠ এই প্রথম চৌর্য্য করিল? ॥ ৪ ॥

কিরাত। মণিতে গ্রথিত সোণার সূক্ষ্মসূত্রের দ্বারা যেন আকাশকে রঞ্জিত করিতে করিতে ঐ যে পাখীটা ঘুরে বেড়াচ্ছে॥ ৫ ॥

রাজা। দেখেছি—দেখেছি—ঐ যে পাখী মণির স্বর্ণ-সূত্রগাছটি ঠোঁট দিয়ে ধ'রে কেমন মণ্ডলাকারে সন্‌সন্ ক'রে ঘুরছে। মনে হচ্ছে যেন ঐ মণির সুতোর প্রভায় একগাছি বৃহৎ বলয় নির্ম্মাণ করিয়া আকাশকে উপহার দিচ্ছে, ঠিক যেন—একটা অগ্নিরেখার চক্র! বল ত, এখন কর্ত্তব্য কি? ॥ ৬ ॥

বিদূ।— ভো! অলং এত্থ ঘিণাএ, এসো অবরাহী সাসণীয়ো। ॥ ৭ ॥

রাজা।— সমাগাহ ভবান্, ধনুর্ধনুস্তাবৎ। ॥ ৮ ॥

পরিজনঃ।—জং ভট্টা আণবেদি। [ইতি নিষ্ক্রান্তঃ] ॥ ৯ ॥

রাজা।— ন দৃশ্যতে হি বিহগাধমঃ। ॥ ১০ ॥

বিদূ।— ইদো ইদো দক্খিণন্তরেণ চলিদো সউণহদাসো। ॥ ১১ ॥

রাজা।— (দৃষ্টা) ইদানীম্—

প্রভাপল্লবিতেনাসৌ করোতি মণিনা খগঃ।
অশোকস্তবকেনেব দিঙ্মুখস্যাবতংসকম্ ॥ ॥ ১২ ॥

(ততঃ প্রবিশতি ধনুর্হস্তা যবনী)

যবনী।— ভট্টা! এদং সসরং চাবং। ॥ ১৩ ॥

রাজা।— কিমিদানীং ধনুষা? বাণপথাতীতঃ ক্রব্যভোজনঃ। তথা হি—

আভাতি মণিবিশেষো দূরমিদানীং পতত্রিণা নীতঃ।
নক্তমিব লোহিতাঙ্গঃ পরুষ-ঘনচ্ছেদ সংপৃক্তঃ॥ আর্য্য তালব্য! ॥ ১৪ ॥

কঞ্চুকী।—আজ্ঞাপয়তু দেবঃ। ॥ ১৫ ॥

রাজা।— মদ্বচনাদুচ্যন্তাং নাগরিকাঃ, সায়ং নিবাসবৃক্ষাগ্রে বিচীয়তাং বিহগাধমঃ। ॥ ১৬ ॥

কঞ্চু।— যথাজ্ঞাপয়তি দেবঃ। [ইতি নিষ্ক্রান্তঃ] ॥ ১৭ ॥

অন্বয় ঃ—ইদানীম্ অসৌ খগঃ প্রভাপল্লবিতেন অশোক-স্তবকেন ইব মণিনা দিঙ্মুখস্য অবতংসকম্ করোতি ॥ ১২ ॥

ইদানীং মণি-বিশেষঃ পতত্রিণা দূরং নীতঃ সন্ নক্তম্ পরুষ-ঘনচ্ছেদ-সম্পৃক্তঃ লোহিতাঙ্গ ইব আভাতি ॥ ১৪ ॥

প্রাকৃতানুবাদ ঃ—

ভোঃ! অলমত্র ঘৃণয়া, এবঃ অপরাধী শাসনীয়ঃ ॥ ৭ ॥

যদ্ভর্ত্তা আজ্ঞাপয়তি ॥ ৯ ॥

ইত ইতো দক্ষিণান্তরেণ চলিতঃ শকুন-হতাশঃ ॥ ১১ ॥

ভর্ত্তঃ! ইদং সশরং চাপম্ ॥ ১৩ ॥

বঙ্গার্থ।—বিদূষক। (কাছে এগিয়ে) পাখী ব'লে তুচ্ছ করা ঠিক নহে। অপরাধীর শাসন হওয়া দরকার ॥ ৭ ॥

রাজা। ঠিক বলেছ ভাই! ধনুক কৈ, ধনুক কৈ? ॥ ৮ ॥

পরিজন। যে আজ্ঞে মহারাজ (নিষ্ক্রমণ) ॥ ৯ ॥

রাজা। পাজিটাকে দেখা যাচ্ছে না ত? ॥ ১০ ॥

বিদূষক। পাপিষ্ঠ পাখীটা এই দিক্ দিয়ে দক্ষিণভাগে উড়ে গেল ॥ ১১ ॥

রাজা। (দেখিয়া) তাই ত! ঐ যে মণির প্রভায় ঐ দিক্‌টা কেমন উজ্জ্বল ক'রে তুলেছে। যেন অশোক-কুসুমের স্তবকে দিক্‌বধূর মুখ অলঙ্কৃত করছে ॥ ১২ ॥

যবনী। (ধনুক লইয়া প্রবেশ) প্রভো! এই যে ধনুক এবং বাণ ॥ ১৩ ॥

রাজা। আর ধনুক নিয়ে কি করবো! পচা মাংসখোর পাখীটা বাণের পথ ছাড়িয়ে চলে' গেছে। ঐ যে—পাখীটা কতৃক অনেক উর্দ্ধে নীত অমূল্য মণিটি—রাত্রিকালে প্রগাঢ় মেঘখণ্ডে সংযুক্ত লোহিত মঙ্গলগ্রহের মত দীপ্তি পাচ্ছে। আর্য্য কঞ্চু-কিন্! ॥ ১৪ ॥

কঞ্চুকী। বলুন, মহারাজ! ॥ ১৫ ॥

রাজা। আমার আদেশ জানিয়ে নগরবাসীদিগকে বলুন্ গিয়ে যে, সায়ংকালে যে সকল গাছে পাখীর বাসা আছে, তথায় যেন ঐ পাখীটাকে সকলে খুঁজিয়া দেখে ॥ ১৬ ॥

কঞ্চুকী। যে আজ্ঞা মহারাজ! (নিষ্ক্রমণ) ॥ ১৭ ॥

বিদূ।— ভো! বিসমীঅদু ভবং সম্পদং, কহিং গদো মণিকুম্ভীলও ভবদো সাসণাদো মুঞ্চিস্‌সদি? ॥ ১৮ ॥

(ইতি উপবিশতঃ)

রাজা।—বয়স্য!

রত্নমিতি ন মে তস্মিন্ মণৌ প্রযাসো বিহঙ্গমাক্ষিপ্তে।
প্রিয়য়া তেনাস্মি সখে! সঙ্গমনীয়েন সঙ্গমিতঃ॥ ॥ ১৯ ॥

(ততঃ প্রবিশতি কঞ্চুকী)

কঞ্চুকী।— জয়তি জয়তি দেবঃ।

অনেন নির্ভিন্নতনুঃ স বধ্যো রোষেণ তে মার্গণতাং গতেন।
প্রাপ্তাপরাধোচিতমন্তরীক্ষাৎ সমৌলিরত্নঃ পতিতঃ পতত্রী॥ (সর্ব্বে বিস্ময়ং রূপয়ন্তি)। ॥ ২০ ॥

কঞ্চু।— অভিপ্রক্ষালিতোঽয়ং মণিঃ কস্মৈ প্রদীযতাম্? ॥ ২১ ॥

রাজা।— বেচক! গচ্ছ, কোষপেটকে স্থাপয়ৈনম্। ॥ ২২ ॥

কিরাতঃ। জং ভট্টা আণবেদি। [ইতি মণিমাদায় নিষ্ক্রান্তঃ] ॥ ২৩ ॥

অন্বয় ঃ—বিহঙ্গমাক্ষিপ্তে তস্মিন্ মণৌ রত্নমিতি ন মে প্রয়াসঃ, (পরন্তু) সঙ্গমনীয়েন তেন (অহম্) প্রিয়য়া সঙ্গমিতঃ অস্মি॥ ১৯॥

অনেন মার্গণতাং গতেন তে রোষেণ নির্ভিন্নতনুঃ বধ্যঃ সঃ পতত্রী সমৌলিরত্নঃ অন্তরীক্ষাৎ প্রাপ্তাপরাধোচিতম্ (যথা স্যাৎ তথা) পতিতঃ॥ ২০॥

প্রাকৃতানুবাদ ঃ—ভোঃ! বিশ্রাম্যতু ভবান্ সাম্প্রতম্। কুত্র গতঃ মণি-কুম্ভীলকো ভবতঃ শাসনাৎ মোক্ষ্যতে॥ ১৮॥

যদ্‌ভর্ত্তা আজ্ঞাপয়তি॥ ২৩॥

বঙ্গার্থ ।—বিদূষক। ওহে! একটু বিশ্রাম কর ভাই! কোথায় গিয়ে সেই রত্নাপহারী তোমার শাসন হ'তে নিষ্কৃতি পাবে? (উভয়ের উপবেশন)॥ ১৮॥

রাজা। বয়স্য! পাখী যে মণিটিকে নিয়ে গেল, মণি বলিয়া তাহার উপর আমার কোন আগ্রহ নাই, তবে কি জান,—ঐ সঙ্গমনীয় মণিই আমার প্রিয়তমার সহিত মিল ক'রে দিয়েছিল, তাই এত টান॥ ১৯॥

(বাণ এবং মণি লইয়া কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী। মহারাজের জয় হউক—

মহারাজ! আপনার ক্রোধই যেন এই বাণরূপে পরিণত হইয়া সেই বধার্হ পক্ষীকে একেবারে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়াছে,—এই দেখুন সেই শিখামণি, পাখী স্বীয় অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি পাইয়া আকাশ হইতে এই মণি এবং এই বাণসহ ভূতলে পতিত হইয়াছে। (সকলের বিস্ময়পূর্ব্বক অবলোকন)॥ ২০॥

কঞ্চুকী। মণিটিকে ধুয়ে মেজে পরিষ্কৃত করা হয়েছে, কাকে দিতে হবে?॥ ২১॥

রাজা। বেধক! যাও,—একটি ভাল কৌটায় পুরিয়া ভাঁড়ারে জমা করিয়া দাও॥ ২২॥

কিরাত। যেমন প্রভুর আদেশ! (মণি লইয়া প্রস্থান)॥ ২৩॥

রাজা।—(তাপব্যং প্রতি) আর্য্য! জানাতি ভবান্ কস্যায়ং বাণ ইতি? ॥ ২৪ ॥

কঞ্চু।— নামাঙ্কিতো দৃশ্যতে, নাত্র মে বর্ণবিভাবনসহা দৃষ্টিঃ। ॥ ২৫ ॥

রাজা।—তদুপশ্লেষয় শরং যাবন্নিরূপয়ামি। ॥ ২৬ ॥

বিদূ।— কিং ভবং বিআরেদি? ॥ ২৭ ॥

রাজা।— শৃণু তাবৎ প্রহর্তুর্নামাক্ষরাণি। ॥ ২৮ ॥

বিদূ।— অবহিদো ম্হি। ॥ ২৯ ॥

রাজা।—(বাচয়তি।)

উর্ব্বশীসম্ভবস্যায়মৈলসূনোর্ধনুষ্মতঃ।
কুমারস্যায়ুষো বাণঃ সংহর্ত্তা দ্বিষদায়ুষাম্॥ ॥ ৩০ ॥

বিদূ।— দিট্ঠিআ সন্তাণেণ বড্ঢদি ভবং। ॥ ৩১ ॥

রাজা।— কথমেতৎ? সখে! অনিমিষমবিযুক্তোঽহমুর্ব্বশ্যা; ন কদাচিদপি তত্র-ভবতী গর্ভাবির্ভূতদোহদাপ্যুপলক্ষিতা; কুত এব প্রসূতিঃ? কিন্তু,

আনীলচুচুকাগ্রং লবলীফলপাণ্ডুরাননচ্ছায়ম্।
কতিচিদহানি শরীরং শ্লথবলয়মিবাভবত্তস্যাঃ॥ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—উর্ব্বশীসম্ভবস্য ধনুষ্মতঃ ঐল-সূনোঃ কুমারস্য আয়ুষঃ অয়ং দ্বিষদায়ুষাং সংহর্ত্তা বাণঃ ॥ ৩০ ॥

তস্যাঃ (উর্ব্বশ্যাঃ) শরীরং কতিচিদ্ অহানি (ব্যাপ্য) আনীলচুচুকাগ্রং লবলীফলপাণ্ডুরাননচ্ছায়ং (তথা) শ্লথবলয়মিব অভবৎ ॥ ৩২ ॥

প্রাকৃতানুবাদঃ—কিং ভবান্ বিচারয়তি ॥ ২৭ ॥

অবহিতোঽস্মি ॥ ২৯ ॥

দিষ্ট্যা সন্তানেন বর্দ্ধতে ভবান্ ॥ ৩১ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা। (কঞ্চুকীকে) আর্য্য! আপনি জানেন —এ বাণটি কাহার? ॥ ২৪ ॥

কঞ্চুকী। নাম ক্ষোদিত আছে বলিয়া মনে হচ্ছে। কিন্তু আমার দৃষ্টিতে বর্ণগুলি পড়া অসম্ভব ॥ ২৫ ॥

রাজা। বাণটা আনুন ত, দেখি ॥ ২৬ ॥

বিদূষক। সখে! তুমি কি দেখ্‌ছ—বল ত? ॥ ২৭ ॥

রাজা। বাণনিক্ষেপকর্ত্তার নামের অক্ষরগুলি শোন ॥ তবে ২৮ ॥

বিদূষক। বল, শুন্‌ছি ॥ ২৯ ॥

রাজা। (পড়িতেছেন) শত্রুকুলের আয়ুঃ-ক্ষয়কারী এই বাণ উর্ব্বশীর গর্ভজাত, ধনুর্দ্ধর বীর, কুমার আয়ুর বলিয়া জানিবে ॥ ৩০ ॥

বিদূষক। বাহবা! বাহবা! মহারাজের সন্তান হওয়ায় শ্রীবৃদ্ধির চরম হইল ॥ ৩১ ॥

রাজা। কি করিয়া ইহা সম্ভব? এক নিমিষের জন্যও উর্ব্বশীকে ছাড়িয়া আমি থাকি নাই। কখনও ত তাহাকে গর্ভলক্ষণসমন্বিতা বলিয়া বুঝিতে পারি নাই। প্রসূতি ত পরের কথা? কিন্তু—কয়েক দিনের জন্য তাহার শরীরের একটু ভাবান্তর দেখে-ছিলাম বটে, পয়োধর-যুগলের অগ্রভাগ একটু যেন কেমন গাঢ় এবং অল্প নীল বলিয়া ঠেকেছিল, মুখের কান্তিও লবলী ফলের মত একটু পাণ্ডুবর্ণ হয়েছিল এবং হাতের বালা একটু যেন ঢিলে হয়ে গিয়েছিল ॥ ৩২ ॥

বিদূ।— মা ভবং মাণুসীধম্মং দিবঅএ সম্ভাবেদু ; পভাবগূঢাইং দেবচরিদাইং। ॥ ৩৩ ॥

রাজা।— অস্তু তাবদেবং, যথ হ ভবান্। পুত্রসংববণে কিমিব কারণং তস্যাঃ। ॥ ৩৪ ॥

বিদূ।— মা বুড্টিং মং রাআ পবিহবিস্সদি ত্তি। ॥ ৩৫ ॥

রাজা।— কৃতং পরিহাসেন, চিন্ত্যতাম্। ॥ ৩৬ ॥

বিদূ।— কো দেববহস্সাইং চিন্তিস্সদি ? ॥ ৩৭ ॥

(প্রবিশ্য কঞ্চুকী)

কঞ্চু।— জয়তি জয়তি দেবঃ, এষা খলু চ্যবনাশ্রমাদ্‌ভার্গবী কুমারমাদায় আয়াতা তাপসী দেবং দ্রষ্টুমিচ্ছতি। ॥ ৩৮ ॥

রাজা।— উভয়মপি অবিলম্বং প্রবেশয়। ॥ ৩৯ ॥

কঞ্চু।— তথা। ॥ ৪০ ॥

[ইতি নিষ্ক্রান্তঃ]

(তাপসীসহিতং কুমারমাদায় পুনঃ প্রবিশ্য কঞ্চুকী)

বিদূ।— ণং কৃখু এসো খত্তিঅকুমারো, জস্স ণামঙ্কিদো গিদ্ধলক্‌খবেহী ণারাও উঅলদ্ধো তত্থভবদো বহু অণুকরেদি। ॥ ৪১ ॥

প্রাকৃতানুবাদঃ—মা ভবান্ মানুষীধর্ম্মংদি ব্যায়াঃ সম্ভাবয়তু, প্রভাবগূঢ়ানি দেবচরিতানি। ৩৩ ॥

মা বৃদ্ধাং মাং রাজা পরিহাস্যতি ॥ ৩৫।

কো দেবরহস্যানি চিন্তয়িষ্যতি ॥ ৩৭ ॥

ননু খলু এষঃ ক্ষত্রিয়কুমারঃ যস্য নামাঙ্কিতো গৃধ্র-লক্ষ্যবেধী নারাচ উপলব্ধঃ তত্রভবতো বহু অনুকরোতি ॥ ৪১ ॥

বঙ্গার্থ।—বিদূষক। ঐ ঢের ! তুমি কি তাতে মানুষীদের মত পুরাপুরি গর্ভলক্ষণ দেখ্‌তে চাও নাকি ? তাদের যে সবটুকুই লুকোচুরির ব্যাপার—এটা ভোলো কেন ? ॥ ৩৩ ॥

রাজা। বেশ, তোমার কথাই মানলুম। কিন্তু ছেলে গোপন করার কি কারণ তার ? ॥ ৩৪ ॥

বিদূষক। সোজা কথাটা বুঝতে এত দেরি ? বুড়ী ব'লে রাজা ত্যাগ না করেন—এই মতলবেই গোপন করা ॥ ৩৫ ॥

রাজা। ঠাট্টা রাখো। ভাব', ভাব', ব্যাপার গুরুতর ॥ ৩৬ ॥

বিদূষক। দেবতাদের গূঢ় উদ্দেশ্য কে ঠাওরাবে বল। ৩৭

কঞ্চুকী। (প্রবেশানন্তর) মহারাজের জয় হউক। দেব ! চ্যবনঋষির আশ্রম হইতে একটি কুমারকে লইয়া এক তাপসী আপনার দর্শনার্থ আসিয়াছেন ॥ ৩৮ ॥

রাজা। উভয়কেই সত্বর নিকটে লইয়া আসুন ॥ ৩৯ ॥

কঞ্চুকী। যেমন আদেশ। (বহির্গমন ও তাপসীর সহিত কুমারকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ) ॥ ৪০ ॥

বিদূষক। এই বাণে যে কুমারের নাম অঙ্কিত আছে, শকুনঘাতক ঐ বাণের নিক্ষেপকর্ত্তা নিশ্চয়ই ক্ষত্রিয়কুমার, মহারাজের আকৃতির অনেকটা অনুরূপ ॥ ৪১ ॥

রাজা।— এবমেতৎ।

বাষ্পায়তে নিপতিতা মম দৃষ্টিরস্মিন্, বাৎসল্যবন্ধি হৃদয়ং মনসঃ প্রসাদঃ।
সঞ্জাতবেপথুভিরুজ্ঝিতধৈর্য্যবৃত্তিরিচ্ছামি চৈনমদয়ং পরিরব্ধুমঙ্গৈঃ॥ ॥ ৪২ ॥

কঞ্চু।- এবং স্থীয়তাম্। (তাপসী-কুমারৌ যথোচিতং স্থিতৌ)। ॥ ৪৩ ॥

রাজা।- (উপসৃত্য) ভগবতি! অভিবাদয়ে। ॥ ৪৪ ॥

তাপ। মহারাঅ! সোমবংসং ধারঅন্তো হোহি। (আত্মগতম্) ভো! ইমিণা অকধিদোবি বিণ্ণাদো জ্জেব ইমস্স রাএসিণো অত্তণো ওরসো সম্বন্ধো। (প্রকাশম্) জাদ! পণম গুরুং। (কুমারো বাষ্পগর্ভমঞ্জলিং বদ্ধা প্রণমতি) ॥ ৪৫ ॥

রাজা।—বৎস! আয়ুষ্মান্ ভব ॥ ৪৬ ॥

কুমা। (স্পর্শং রূপয়িত্বা স্বগতম্)

যদি হার্দ্দমিদং শ্রুত্বা পিতা মমায়ং সুতোঽহমস্যেতি।
উৎসঙ্গে বৃদ্ধানাং গুরুষু ভবেৎ কীদৃশঃ স্নেহঃ॥ ॥ ৪৭ ॥

রাজা।-ভগবতি! কিমাগমনপ্রয়োজনম্? ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়ঃ—মম দৃষ্টিঃ অস্মিন্ নিপতিতা সতী বাষ্পায়তে, হৃদয়ং চ বাৎসল্যবন্ধি, মনসঃ প্রসাদশ্চ জায়তে। অহং উজ্ঝিতধৈর্য্যবৃত্তিঃ সন্ এনং (কুমারম্ আয়ুষং) সঞ্জাতবেপথুভিঃ অঙ্গৈঃ অদয়ং পরিরব্ধুম্ ইচ্ছামি॥ ৪২॥

অয়ং (রাজা) মম পিতা, অহম্ অস্য সুতশ্চ ইতি শ্রুত্বা যদি ইদং (এতৎ পরিমিতং প্রচুরং) হার্দ্দং (হৃদয়স্য আনন্দসম্ভাবঃ জায়তে) তর্হি উৎসঙ্গে বৃদ্ধানাং (বর্দ্ধিতানাং জনানাং) গুরুষু (পিতৃষু) কীদৃশঃ কিয়ান্ (প্রচুরঃ) স্নেহঃ ভবেৎ॥ ৪৭॥

প্রাকৃতানুবাদঃ—মহারাজ! সোমবংশং ধারয়ন্ ভব। (আত্মগতম্) ভোঃ! অনেন অকথিতোঽপি বিজ্ঞাত এব অস্য রাজর্ষেঃ আত্মনঃ ঔরসঃ সম্বন্ধঃ। (প্রকাশম্) জাত! প্রণম গুরুম্॥ ৪৫॥

বঙ্গার্থঃ—রাজা। ঠিক বলেছ ভাই। এই কুমারের দিকে চাইলেই নয়ন অশ্রুভরাক্রান্ত হয়ে আসছে, হৃদয় বাৎসল্যরসে পরিপূর্ণ হয়ে উঠ্‌ছে, মনে অপূর্ব্ব আনন্দ জন্মিতেছে। সখে! আজ ইহার দর্শনে দেহ কম্পিত হচ্ছে, ধৈর্য্যের বন্ধন ছিন্ন ক'রে ইহাকে প্রগাঢ়ভাবে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিতে ইচ্ছা হচ্ছে॥ ৪২॥

কঞ্চুকী। ভগবতি! এইখানে আপনারা অবস্থান করুন। (তাপসী এবং কুমারের অবস্থান)॥ ৪৩॥

রাজা। ভগবতি! প্রণাম করি॥ ৪৪॥

তাপসী। মহারাজ! চন্দ্রবংশের অবতংসরূপে চিরকাল বিরাজ করুন। (মনে মনে) কি আশ্চর্য্য! কেহ বলিয়া না দিলেও এই রাজর্ষি এবং কুমারের মধ্যে পিতা-পুত্র সম্বন্ধ যেন আপনিই বুঝা যাচ্ছে। (প্রকাশ্যে) বাছা! গুরুকে প্রণাম কর। (কুমারের ছল্‌ছল চোখে ও যুক্তকরে প্রণাম)॥ ৪৫॥

রাজা। বৎস! দীর্ঘজীবী হও॥ ৪৬॥

কুমার। (রাজার স্পর্শানুভব পূর্ব্বক মনে মনে) ইনি আমার পিতা, আর আমি ইহার পুত্র,—এইটুকু শুনিয়া আমার যদি এতটা আনন্দ জন্মে, তবে যাহারা পিতার ক্রোড়ে সংবর্দ্ধিত, না জানি, গুরুজনের উপর তাহাদের কত স্নেহই জন্মিয়া থাকে॥ ৪৭॥

রাজা। ভগবতি! আগমনের প্রয়োজন কি? ৪৮॥

তাপ।— সুণাদু মহারাও, এসো দীহাউ উব্বসীএ জাদমেত্তো জ্জেব কিম্পি ণিমিত্তং পেক্‌খিঅ মম হত্থে ণ্ণাসীকিদো, জধা খত্তিঅস্‌স কুলীণঅস্‌স জাদকম্মাদি বিধাণং, তং সে তত্থভবদা চবণেণ সব্বং অণুট্‌ঠিদং, দাণিং গহিদবিজ্জো ধণুব্বেএ অ বিণীদো। ॥ ৪৯ ॥

রাজা।— সনাথঃ খলু সংবৃত্তঃ। ॥ ৫০ ॥

তাপ।— অজ্জ পুপ্‌ফফলসমিৎকুসণিমিত্তং ইসিকুমারএহিং সহ গদেণ ইমিণা অসসমবাস-বিরুদ্ধং সমাঅরিদং। ॥ ৫১ ॥

বিদূ।— কধং বিঅ ? ॥ ৫২ ॥

তাপ।— গহিদামিসো কিল গিদ্ধো অস্‌সমপাদবসিহরে ণিলীঅমাণো লক্‌খীকিদো বাণস্‌স। ॥ ৫৩ ॥

রাজা।— ততস্ততঃ ? ॥ ৫৪ ॥

তাপ।— তদো উবলদ্ধবুত্তন্তেণ ভঅবদা অহং সমাদিট্‌ঠা, ণিজ্জাদেহি এদং উব্বসীহত্থে ণ্ণাসং ত্তি; তা ইচ্ছামি উব্বসীং পেক্‌খিদুং। ॥ ৫৫ ॥

প্রাকৃতানুবাদ ঃ—শৃণোতু মহারাজঃ, এষ দীর্ঘায়ুঃ উর্ব্বশ্যা জাতমাত্র এব কিমপি নিমিত্তং প্রেক্ষ্য মম হস্তে ন্যাসীকৃতঃ। যথা ক্ষত্রিয়স্য কুলীনস্য জাতকর্ম্মাদি বিধানং তদস্য তত্রভবতা চ্যবনেন সর্ব্বমনুষ্ঠিতম্। ইদানীং গৃহীতবিদ্যো ধনুর্ব্বেদে চ বিনীতঃ ॥ ৪৯ ॥

অদ্য পুষ্প-ফল-সমিৎ-কুশ-নিমিত্তম্ ঋষিকুমারকৈঃ সহ গতেন অনেন আশ্রমবাস-বিরুদ্ধং সমাচরিতম্ ॥ ৫১ ॥

কথমিব ? ॥ ৫২ ॥

গৃহীতামিষঃ কিল গৃধ্রঃ আশ্রমপাদপশিখরে নিলীয়মানো লক্ষ্যীকৃতো বাণস্য ॥ ৫৩ ॥

তত উপলব্ধবৃত্তান্তেন ভগবতা অহং সমাদিষ্টা, নির্যাতয় এনম্ উর্ব্বশীহস্তে ন্যাসমিতি। তৎ ইচ্ছামি উর্ব্বশীং প্রেক্ষিতুম্ ॥ ৫৫ ॥

বঙ্গার্থ ঃ—তাপসী। শুনুন মহারাজ! এই দীর্ঘজীবী আয়ুঃ যেমন ভূমিষ্ঠ হইল, অম্‌নি, জানি না, কি কারণে, উর্ব্বশী আমার নিকট ইহাকে গচ্ছিত রাখিয়াছিল। উচ্চবংশীয় ক্ষত্রিয়কুমারের যে সকল জাতকর্ম্ম প্রভৃতি শুভকার্য্য, তাহা সমস্তই ভগবান্ চ্যবন কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছে; সর্ব্ব বিদ্যায় পারদর্শী এবং ধনুর্ব্বেদেও বিশেষ শিক্ষিত হইয়াছে ॥ ৪৯ ॥

রাজা। এর আর কথা কি? সর্ব্বোত্তম অভিভাবকের সংসর্গে কৃতার্থ হয়েছে ॥ ৫০ ॥

তাপসী। আজ ফুল, ফল, সমিধ্, এবং কুশাদি আহরণের নিমিত্ত ঋষিকুমারদের সঙ্গে গিয়ে—এই কুমার আশ্রম-বিরুদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান ক'রে ব'সেছে। ৫১ ॥

বিদূষক। কেমন ? ॥ ৫২ ॥

তাপসী। একখণ্ড মাংস নিয়ে একটা শকুন আশ্রমের একটা গাছের মাথায় লুকিয়েছিল, কুমার তাহাকে বাণাঘাতে সংহার করেছে ॥ ৫৩ ॥

রাজা। তার পর ? ॥ ৫৪ ॥

তাপসী। সেই কথা শুনে ভগবান্ চ্যবন আমাকে আদেশ করলেন যে, উর্ব্বশীর হাতে তাহার গচ্ছিত বস্তু—ইহাকে দিয়ে এস গিয়ে। তাই আমি উর্ব্বশীকে একটিবার দেখ্‌তে চাই ॥ ৫৫ ॥

রাজা।—আসনমনুগৃহ্নাতু ভবতী।

(প্রেষ্যোপনীতযোবাসনযোরুপবিষ্টৌ) ॥ ৫৬ ॥

আর্য্য তালব্য। উর্বশী উচ্যতাম্। ॥ ৫৭ ॥

কঞ্চু।— তথা। ॥ ৫৮ ॥

[ইতি নিষ্ক্রান্তঃ

রাজা।—এহ্যেহি বৎস।

সর্বাঙ্গীনঃ স্পর্শঃ সুতস্য কিল তেন মামুপনতেন।

প্রহ্লাদয়স্ব তাবচ্চন্দ্রকরশ্চন্দ্রকান্তমিব॥ ॥ ৫৯ ॥

তাপ।— জাদ। ণন্দেহি পিদরং। (কুমারো রাজানমুপসর্পতি) ॥ ৬০ ॥

রাজা।—(আলিঙ্গ্য) বৎস। প্রিয়সখং ব্রাহ্মণমবিশঙ্কিতো বন্দস্ব। ॥ ৬১ ॥

বিদূ।—কিংত্তি মে সঙ্কদি ? অস্সমবাসপরিচিদা এদসস সাহামিআ। ॥ ৬২ ॥

কুমা।—(সস্মিতম্) তাত ! বন্দে। ॥ ৬৩ ॥

বিদূ।—সোত্থি ভোদু দে, বড্ঢদু ভবং।

(ততঃ প্রবিশতি উর্বশী কঞ্চুকী চ) ॥ ৬৪ ॥

কঞ্চু।— ইত ইতো ভবতী। ॥ ৬৫ ॥

অন্বয় ঃ—সুতস্য সর্বাঙ্গীনঃ স্পর্শঃ (প্রার্থ্যতে ময়া) উপনতেন তেন (চিরপ্রার্থিতেন) স্পর্শেন চন্দ্রকরঃ চন্দ্রকান্তম্ ইব মাং প্রহ্লাদয়স্ব কিল॥ ৫৯ ॥

প্রাকৃতানুবাদ ঃ—জাত! নন্দয় পিতরম্॥ ৬০ ॥

কিমিতি মে শঙ্কতে। আশ্রমবাসপরিচিতা এতস্য শাখামৃগাঃ॥ ৬২ ॥

স্বস্তি ভবতু তে। বর্দ্ধতাং ভবান্॥ ৬৪ ॥

বঙ্গার্থ ঃ—রাজা। আসন পরিগ্রহ করুন। (ভৃত্যানীত আসনে উভয়ের উপবেশন) ॥ ৫৬ ॥

রাজা। তালব্য! উর্ব্বশীকে একবার ডাকুন না॥ ৫৭ ॥

কঞ্চুকী। যে আজ্ঞা। (নিষ্ক্রান্ত) ॥ ৫৮ ॥

রাজা। (কুমারের প্রতি) এস বাবা! পুত্রের স্পর্শ সমস্ত দেহ ব্যাপিয়া হওয়াই প্রার্থনীয়, সুতরাং চন্দ্রকান্ত মণিকে চন্দ্রকরের মতন তুমি সেই অঙ্গস্পর্শের দ্বারা আমাকে পরিতৃপ্ত কর। ৫৯ ॥

তাপসী। যাদু! পিতাকে তৃপ্ত কর। (কুমার রাজার কাছে গেলেন) ॥ ৬০ ॥

রাজা। (আলিঙ্গন) বৎস! পরমবন্ধু এই ব্রাহ্মণকে বন্দনা কর, ভয় পেয়ো না॥ ৬১ ॥

বিদূষক। ভয় পাবার কি আছে ? আশ্রমবাসী শাখামৃগ—বানর হনুমান্ প্রভৃতি ইহাদের ঢের দেখা আছে॥ ৬২ ॥

কুমার। (সহাস্যে) তাত! বন্দনা করি॥ ৬৩ ॥

বিদূষক। তোমার মঙ্গল হউক। জয়যুক্ত হও। (উর্ব্বশী ও কঞ্চুকীর প্রবেশ) ॥ ৬৪ ॥

কঞ্চুকী। এই দিকে—এই দিকে দেবী॥ ৬৫ ॥

উর্ব।— (অবলোক্য চ) কো ণু কখু এসো কণঅবাঠোববিট্ঠো, মহারাএণ সংজমা-
অমাণসিহণ্ডও চিট্ঠদি? (তাপসীং দৃষ্ট্বা) অম্হহে। সচ্চবদী সহিদো
পুত্তও মে আউ? মহন্তো কখু সংবুত্তো? ॥ ৬৬ ॥

রাজা।— (বিলোক্য) বৎস!

ইয়ং তে জননী প্রাপ্তা ত্বদালোকন-তৎপরা।
স্নেহ-প্রস্নবনির্ভিন্নমুদ্বহন্তী স্তনাংশুকম্। ॥ ৬৭ ॥

তাপসী।— জাদ। এহি পচ্চুবগচ্ছ মাদরং।

(ইতি কুমারেণ সহ উর্বশীমুপসর্পতি)। ॥ ৬৮ ॥

উর্বশী। — অজ্জে। পাদবন্দণং করেমি। ॥ ৬৯ ॥

তাপ।— বচ্ছে। ভত্তুণো বহুমদা হোহি। ॥ ৭০ ॥

কুমা।— আর্যে। অভিবাদয়ে। ॥ ৭১ ॥

উর্ব।— পিদরং আরাধঅন্তো হোহি (রাজানং প্রতি) জঅদু জঅদু মহারাও। ॥ ৭২ ॥

রাজা।— স্বাগতং পুত্রবত্যৈ, ইত আস্যতাম্। ॥ ৭৩ ॥

উর্ব।— অজ্জা। উঅবিসহ।

(সর্বে তথা উপবিষ্টাঃ) ॥ ৭৪ ॥

প্রাকৃতানুবাদ ঃ—কো নু খলু এষ কনকপীঠোপবিষ্টঃ মহারাজেন সংযম্যমান-শিখণ্ডঃ তিষ্ঠতি। (তাপসীং দৃষ্ট্বা) অম্মহে! সত্যবতী-সহিতঃ পুত্রো মে আয়ুঃ, মহান্ খলু সংবৃত্তঃ॥ ৬৬॥

জাত! এহি প্রত্যুদ্গচ্ছ মাতরম॥ ৬৮॥
আর্য্যে! পাদবন্দনাং করোমি॥ ৬৯॥
বৎসে! ভর্ত্তুর্বহুমতা ভব। ৭০॥
পিতরমারাধয়ন্ ভব। জয়তু জয়তু মহারাজঃ॥ ৭২॥
আর্য্যা উপবিশত॥ ৭৪॥

বঙ্গার্থ ঃ—উর্ব্বশী। (দর্শনান্তে) এ কে? স্বর্ণাসনে—উপবেশন করিয়া—কে ঐ—বালক! মহারাজ নিজ-হস্তে চূড়া সাজিয়ে দিচ্ছেন? কেমন ঠাণ্ডা হয়ে ব'সে আছে! ও! বুঝেছি, সত্যবতীর সঙ্গে আমার পুত্র—আয়ু—এসেছে! আহা! এত বড় হয়েছে? ॥ ৬৬ ॥

রাজা। (দেখিয়া) বাবা! এই তোমার গর্ভ-ধারিণী উপস্থিত, ঐ দেখ—তোমার দর্শনে উঁহার হৃদয়-নিহিত স্নেহ-সমুদ্র উথলে ওঠায় স্তনাবরণ ভিজিয়া গিয়াছে॥ ৬৭॥

তাপসী। যাদু, এস, মা'র ধন মা'র কাছে ফিরে যাও।
(কুমারের সহিত উর্ব্বশীর নিকটে গমন)॥ ৬৮॥

উর্ব্বশী। আর্য্যে! চরণ-বন্দনা করি॥ ৬৯॥

তাপসী। বাছা! পতির আদরিণী হও॥ ৭০॥

কুমার। মা, অভিবাদন করি॥ ৭১॥

উর্ব্বশী। বাছা! বাপের বুক জুড়িয়ে বেঁচে থাক। (রাজার দিকে) মহারাজের জয় হোক॥ ৭২॥

রাজা। এস এস পুত্রবতী, এইখানে বোস॥ ৭৩॥

উর্ব্বশী। পূজনীয়বৃন্দ, অগ্রে আপনারা উপবেশন করুন।
(সকলের উপবেশন)॥ ৭৪॥

তাপ বচ্ছে! গহিদবিজ্জো সংপদং আউহকবঅহরো সংবুত্তো এসে, ভত্তুণো দে সমক্খং ণিক্খাদিদো মএ তুহ হত্থে ণিক্খেবো, তা বিসজ্জিদং অত্তাণং ইচ্ছামি, উঅরুজ্ঝদি মে অসসমবাসধম্মো। ॥ ৭৫ ॥

উর্ব্ব।— কামং চিরস্স পেক্খিঅ বিরহুক্কণ্ঠিদম্হি, ণ উণ ধম্মো রোহে বট্টিদুং, গচ্ছদু অজ্জা পুণোবি দংসণস্স। ॥ ৭৬ ॥

রাজা।— আর্য্যে! তত্রভবতে চ্যবনায় মম প্রণামমাবেদয়িষ্যসি। ॥ ৭৭ ॥

তাপ। এব্বং ভোদু। ॥ ৭৮ ॥

কুমা।— আর্য্যে। সত্যমেব নিবর্ত্তসে? ইতো মামপি নেতুমর্হসি। ॥ ৭৯ ॥

রাজা।— চরিতং ত্বয়া পূর্ব্বস্মিন আশ্রমপদে, দ্বিতীয়মপি অধ্যাসিতুং সময়। ॥ ৮০ ॥

তাপ।— জাদ। গুরুণো বঅণং অণুচিট্ঠ। ॥ ৮১ ॥

কুমা।— তেন হি—

নঃ স্বপ্তবান মদঙ্কে শিখণ্ডকণ্ডয়নোপলব্ধসুখঃ।
তং মে জাতকলাপং প্রেষয় শিতিকণ্ঠকং শিখনম॥ ॥ ৮২ ॥

তাপ বচ্ছ। এব্বং করেমি। ॥ ৮৩ ॥

উর্ব্ব। ভঅবদি! পাদবন্দণং করেমি। ॥ ৮৪ ॥

অন্বয় ঃ—শিখণ্ড-কণ্ডুয়নোপলব্ধ-সুখঃ যঃ শিখী মদঙ্কে সুপ্তবান্ আসীৎ, জাত কলাপং তং শিতিকণ্ঠকং শিখিনং মে প্রেষয় ॥ ৮২ ॥

প্রাকৃতানুবাদ ঃ—বৎসে! গৃহীতবিদ্যঃ সাম্প্রতং আয়ুধকবচার্হঃ সংবৃত্ত এষঃ। ভর্ত্তুস্তে সমক্ষং নির্য্যাতিতো মম তব হস্তে নিক্ষেপঃ। তদ্বিসর্জ্জিতমাত্মানমিচ্ছামি। উপরুধ্যতে মে আশ্রমবাসধর্ম্মঃ। ৭৫ ॥

কামং চিরস্য প্রেক্ষ্য বিরহোৎকণ্ঠিতাস্মি, ন পুনর্ধর্ম্মোপরোধে বর্ত্তিতুম্, গচ্ছতু আর্য্যা পুনরপি দর্শনায়। ৭৬ ॥

এবং ভবতু ॥ ৭৮ ॥

জাত! গুরোর্বচনমনুতিষ্ঠ ॥ ৮১ ॥

বৎস! এবং করোমি ॥ ৮৩ ॥

ভগবতি! পাদবন্দনাং করোমি ॥ ৮৪ ॥

ভাবার্থ ।—তাপসী। বাছা উর্ব্বশি! আয়ু কৃতবিদ্য হইয়াছে। এখন যুদ্ধাদির জন্য কবচ পরিধানের কাল —অর্থাৎ যৌবন উপস্থিত, তাই আজ স্বামীর সমক্ষে, সখীর স্বহস্তকৃত গচ্ছিত-বস্তু প্রত্যর্পণ করিতেছি। এখন তোমরা বিদায় দাও। আমার আশ্রম-ধর্ম্মের বাধা ঘটিতেছে ॥ ৭৫ ॥

উর্ব্বশী। আর্য্যা! যদিও বহু দিনের পর দেখা পাইয়া ছাড়িতে মন চায় না, তবু ধর্ম্মের বাধা দিতে চাই না, আজ যান, আবার যেন দেখা পাই ॥ ৭৬ ॥

রাজা। আর্য্যে! পূজনীয় চ্যবনমুনিকে আমার প্রণাম জ্ঞাপন করিবেন ॥ ৭৭ ॥

তাপসী। আচ্ছা ॥ ৭৮ ॥

কুমার। আর্য্যে! সত্যই যাবেন? আমাকে এখানে রেখে যাবেন না, সঙ্গে নিয়ে চলুন ॥ ৭৯ ॥

রাজা। অয়ি পুত্র! ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে ত তুমি পূর্ব্বেই বাস করেছ, এখন তোমার গৃহস্থাশ্রমে বাস করার সময় ॥ ৮০ ॥

তাপসী। যাদু! পিতার আদেশ পালন কর ॥ ৮১ ॥

কুমার। তাই যদি করতে হয়, তবে,—যে ময়ূরশিশুর অচিরোদ্গত শিখণ্ডটিকে একটু একটু চুলকিয়ে দিতুম্ ব'লে সে আমার কোলে ঘুমিয়ে পড়্তো, তার যখন নূতন পুচ্ছ উঠবে, তখন তাকে আমার নিকট পাঠিয়ে দেবেন ॥ ৮২ ॥

তাপসী। তাই দেবো ॥ ৮৩ ॥

উর্ব্বশী। ভগবতি! চরণ-বন্দনা করি ॥ ৮৪ ॥

রাজা।— ভগবতি! প্রণমামি। ॥ ৮৫ ॥

তাপ।— সোত্থি সব্বাণং। ॥ ৮৬ ॥

[ইতি নিষ্ক্রান্তা]

রাজা। সুন্দরি!

অদ্যাহং পুত্রিণামগ্র্যঃ সুপুত্রেণ ভবামুনা
পৌলোমীসম্ভবেনেব জয়ন্তেন পুরন্দরঃ ॥ ৮৭ ॥

[উর্ব্বশী স্মৃত্বা রোদিতি।

বিদূ।— ভো কিন্নু কৃখু সংপদং তত্থভোদী অস্সুমুহী সংবুত্তা? ॥ ৮৮ ॥

রাজা।— কিং সুন্দরি! প্ররুদিতাসি মমোপনীতে,
বংশস্থিতেরধিগমাৎ স্ফুরতি প্রমোদে।
পীনস্তনোপরি নিপাতিভিরর্পয়ন্তী,
মুক্তাবলী-বিরচনং পুনরুক্তমস্রৈঃ ॥ ॥ ৮৯

উর্ব্ব।— সুণাদু মহারাও, পঢ়মং পুত্তদংসণসমুত্থিদেণ আণন্দেণ বিসুমরিদম্হি, দাণিং
মহেন্দসংকিত্তণেণ স অবধী মম হিঅএণ সুমরিদো। ॥ ৯০

অন্বয়ঃ -সুন্দরি! তব অনেন পুত্রেণ অদ্য অহং পৌলোমীসম্ভবেন জয়ন্তেন পুরন্দর ইব পুত্রিণাম্ অগ্র্যঃ ভবামি ॥ ৮৭ ॥

অয়ি সুন্দরি! মম বংশস্থিতেঃ অধিগমাৎ স্ফুরতি প্রমোদে উপনীতে সতি কিং প্ররুদিতা অসি? (কীদৃশী সতী) পীনস্তনোপরি-নিপাতিভিঃ অস্রৈঃ পুনরুক্তম্ মুক্তাবলী-বিরচনম্ অর্পয়ন্তী সতী প্ররুদিতা অসি? ॥ ৮৯ ॥

প্রাকৃতানুবাদঃ—স্বস্তি সর্ব্বাভ্যঃ ॥ ৮৬ ॥

ভোঃ! কিন্নু খলু সাম্প্রতং তত্রভবতী অশ্রুমুখী সংবৃত্তা ॥ ৮৮ ॥

শৃণোতু মহারাজঃ প্রথমং পুত্রদর্শনসমুত্থিতেন আনন্দেন বিস্মৃতাস্মি, ইদানীং মহেন্দ্রসঙ্কীর্ত্তনেন সঃ অবধিঃ মম হৃদয়েন স্মারিতঃ ॥ ৯০ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা। ভগবতি! প্রণাম করি ॥ ৮৫ ॥

তাপসী। তোমাদের উভয়ের মঙ্গল হউক। (নিষ্ক্রান্তা) ॥ ৮৬ ॥

রাজা। সুন্দরি! আজ আমার তুল্য ভাগ্যবান্ কে আছে? ইন্দ্র যেমন ইন্দ্রাণীর গর্ভজাত সন্তান জয়ন্তকে লইয়া ধন্য, আমিও সেইরূপ তোমার এই সুপুত্রের পিতা হইয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি। (কি যেন মনে পড়ায় উর্ব্বশী কাঁদিতে লাগিলেন) ॥ ৮৭ ॥

বিদূষক। এ কি? হঠাৎ আমাদের—ইনি কাদ্‌তে সুরু কর্‌লেন কেন? ॥ ৮৮ ॥

রাজা। (আবেগপূর্ণ কণ্ঠে) সুন্দরি! বংশরক্ষার কারণ উপস্থিত হওয়ায়, আজ আমার আনন্দ শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। এমন সুখের সময়ে তুমি অমন ক'রে কাঁদিতেছ কেন? তোমার কণ্ঠে ত একছড়া মুক্তার মালা শোভা পাইতেছেই, তবে আবার পীনোন্নত স্তনদ্বয়ের উপর নিরন্তর অশ্রুবিন্দুপাত করিয়া আর এক ছড়া মুক্তার মালা গাঁথিতেছ কেন? ॥ ৮৯ ॥

উর্ব্বশী। তবে শুনুন, মহারাজ! পুত্রদর্শনজনিত সুখের আধিক্যে প্রথম আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম। এখন মহেন্দ্রের নামোচ্চারণে আমার পূর্ব্ব-কৃত প্রতিজ্ঞা মনে পড়েছে ॥ ৯০ ॥

রাজা।— কথ্যতাম্। ॥ ৯১ ॥

উর্ব্বশী।— সুণাদু মহারাও ; পুরা মহারাঅগগিদহিঅআ গুরুসাবসংমূঢ়া, মহেন্দ্রেণ অবধিং কদুঅ, অব্ভণুণ্ণাদা। ॥ ৯২ ॥

রাজা।— কথয়, কিমিতি ? ॥ ৯৩ ॥

উর্ব্বশী। জদো সো মম পিঅসহো রাএসী তই সমুপ্পণ্ণস্স পুত্তঅস্স মুহং পেক্খদি তদো মম সমীবং তুএ আঅন্তব্বং ত্তি। তদো মএ মহারাঅবিওো অভীরুদাএ চিরআল-সঙ্গমণিমিত্তং ভঅবদো চবণস্স অস্সমপদে পুত্তও অজ্জাএ সচ্চবদীএ হত্থে অপ্পণা ণিক্খিত্তো, অজ্জ উণ পিদুণো আবাহণ-সমত্থো সংবুত্তো ত্তি কাউণ ণিজ্জাদিদো এসো দীহাউ। এত্তিকো মে মহারাএণ সহ সংবাসো।

(সর্ব্বে বিষাদং নাটয়ন্তি। রাজা মোহমুপগচ্ছতি) ৯৪ ॥

সর্ব্বে। - আঃ! সমস্সসদু সমস্সদু মহারাও। ॥ ৯৫ ॥

কঞ্চুকী। – সমাশ্বসিতু মহারাজঃ। ॥ ৯৬ ॥

বিদূষক।— অববহ্মণ্ণং অববহ্মণ্ণং। ॥ ৯৭ ॥

প্রাকৃতানুবাদ ঃ—শৃণোতু মহারাজঃ, পুরা মহারাজ-গৃহীত হৃদয়া গুরুশাপসম্মূঢ়া মহেন্দ্রেণ অবধিং কৃত্বা অভ্যনুজ্ঞাতা ॥ ৯২ ॥

যদা সঃ মম প্রিয়সখঃ রাজর্ষিঃ ত্বয়ি সমুৎপন্নস্য পুত্রকস্য মুখং প্রেক্ষতে তদা মম সমীপং ত্বয়া আগন্তব্যম্ ইতি। ততো ময়া মহারাজ বিয়োগভীরুতয়া চিরকাল-সঙ্গম-নিমিত্তং ভগবতশ্চ্যবনস্য আশ্রমপদে পুত্রকঃ আর্য্যায়াঃ সত্যবত্যাঃ হস্তে আত্মনা নিক্ষিপ্তঃ। অদ্য পুনঃ পিতুরারাধনসমর্থঃ সংবৃত্ত ইতি কৃত্বা নির্য্যাতিতঃ এষ দীর্ঘায়ুঃ। এতাবান্ মম মহারাজেন সহ সংবাসঃ ॥ ৯৪ ॥

আঃ সমাশ্বসিতু সমাশ্বসিতু মহারাজঃ ॥ ৯৫ ॥

অব্রহ্মণ্যম্, অব্রহ্মণ্যম্ ॥ ৯৭ ॥

বঙ্গার্থ ঃ—রাজা। কি সে প্রতিজ্ঞা ? ॥ ৯১ ॥

উর্ব্বশী। পূর্ব্বে আপনার রূপে পাগল হইয়া আমি গুরুদেব ভরতের নিকট ঘোর অপরাধী হইয়া অভিশপ্ত হইয়াছিলাম। পরে দেবরাজ সেই অভিশাপ-মোচনের একটা সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দেন ॥ ৯২ ॥

রাজা। কেমন ? ॥ ৯৩ ॥

উর্ব্বশী। আমার প্রিয়বয়স্য রাজর্ষি পুরূরবা যখন তোমাতে উৎপন্ন তাঁহার ঔরস-পুত্রের মুখ-দর্শন করিবেন, তখন তুমি আমার নিকট চলিয়া আসিবে। সেই জন্যই আপনার বিরহ এবং চির-বিচ্ছেদ-ভয়ে এই পুত্র জন্মিবামাত্র, বিদ্যাশিক্ষাদির আশায় ভগবান্ চ্যবনের আশ্রমে তাপসী সত্যবতীর হস্তে আমি স্বয়ং গচ্ছিত রাখিয়াছিলাম। এখন পুত্র আমার বড় হইয়াছে এবং তাহার পিতার পরিচর্য্যায় উপযুক্ততা লাভ করিয়াছে, এই নিমিত্তই সত্যবতী এই দীর্ঘজীবী আয়ুকে প্রত্যর্পণ করিলেন। এই পর্য্যন্ত আপনার সহিত আমার একত্র বাস। মহারাজ! আজ বিদায় দিন। (সকলেই বিষণ্ণ হইলেন এবং রাজা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন ॥ ৯৪ ॥

সকলে। মহারাজ, আশ্বস্ত হউন, আশ্বস্ত হউন ॥ ৯৫ ॥

কঞ্চুকী। মহারাজ! ধৈর্য্য ধরুন ॥ ৯৬ ॥

বিদূষক। সর্ব্বনাশ হ'ল, সর্ব্বনাশ হ'ল ॥ ৯৭ ॥

রাজা। (সমাশ্বস্য) অহো! সুখপ্রতিবন্ধিতা দৈবস্য।
আশ্বাসিতস্য মম নাম সুতোপলব্ধ্যা,
সদ্যস্ত্বয়া সহ কৃশোদরি! বিপ্রযোগঃ।
ব্যাবর্ত্তিতাতপরুজঃ প্রথমাভ্রবৃষ্ট্যা,
বৃক্ষস্য বৈদ্যুত ইবাগ্নিরুপস্থিতোঽয়ম্ ॥ ।৯৮॥

বিদূ। অঅং সো অণ্ণো অণত্থাণুবন্ধো ত্তি তক্কেমি তত্তভবং দেবরাও সঅং অণুগ্গাহইদব্বো। ॥৯৯॥

উর্ব্ব। হা! হদক্ষি মন্দভাইণী; কিদবিণঅস্স তণঅস্স লম্ভাণন্তরং সগ্গারোহণেণ অবসিদকজ্জাং বিপ্পওঅমুহীং মং মহারাও সমত্থইস্সদি। ॥১০০॥

রাজা। সুন্দরি! মা মৈবম্।
ন হি সুলভবিয়োগা কর্ত্তুমাত্মপ্রিয়াণি,
প্রভবতি পরবন্তা শাসনে তিষ্ঠ ভর্ত্তুঃ।
অহমপি তব সূনাবদ্য বিন্যস্য রাজ্যং
বিচরিতমৃগযূথান্যাশ্রয়িষ্যে বনানি ॥ ॥১০১॥

অন্বয়ঃ—অয়ি কৃশোদরি! সুতোপলব্ধ্যা আশ্বাসিতস্য মম ত্বয়া সহ সদ্যঃ অয়ং নাম বিপ্রযোগঃ প্রথমাভ্রবৃষ্ট্যা ব্যাবর্ত্তিতাতপরুজঃ বৃক্ষস্য বৈদ্যুতঃ অগ্নিরিব উপস্থিতঃ ॥৯৮॥

তথাহি—সুলভবিয়োগা পরবন্তা আত্মপ্রিয়াণি কর্ত্তুম্ ন হি প্রভবতি। অতঃ ত্বম্ ভর্ত্তুঃ শাসনে তিষ্ঠ, অদ্য অহমপি তব সূনৌ রাজ্যং বিন্যস্য বিচরিতমৃগযূথানি বনানি আশ্রয়িষ্যে ॥১০১॥

প্রাকৃতানুবাদঃ—অয়ং সোঽন্যঃ অনর্থানুবন্ধঃ ইতি তর্কয়ামি তত্রভবান্ দেবরাজঃ স্বয়মনুগ্রাহয়িতব্যঃ ॥৯৯॥

হা হতাস্মি মন্দভাগিনা, কৃতবিনয়স্য তনয়স্য লম্ভানন্তরং স্বর্গারোহণেন অবসিতকার্য্যাং বিপ্রযোগমুখীং মাং মহারাজঃ সমর্থয়িষ্যতে ॥১০০॥

বঙ্গার্থ।—রাজা। (সংজ্ঞালাভ পূর্ব্বক) হায়! সুখের পথে কাঁটা দেওয়াই বিধাতার ব্যবসায়;—প্রিয়তমে! নিঃসন্তান আমি, আজ সন্তান-লাভে যেমন কৃতার্থ হইয়াছি, অমনি তোমার সঙ্গে চিরবিচ্ছেদ উপস্থিত হইল। নিদাঘ-শেষে—নবজলদ-জল-সম্পাতে বৃক্ষের আতপতাপ-জনিত পীড়ার উপশম যেমন হইল, অমনই তাহার শিরে বজ্রাগ্নি-সম্পাত ঘটিল? ॥৯৮॥

বিদূষক। দেখ সখে! অর্থ অর্থাৎ কোন রকম লাভই যত অনর্থের মূল। অতএব এক কাজ কর দেবরাজের শরণাগত হও। তাঁহার অনুগ্রহে সব দিক্ রক্ষা হইতে পারে।

উর্ব্বশী। হায়! কি পোড়া কপাল আমার! সমাপ্তবিদ্য পুত্রের প্রাপ্তির পর, এখানকার সমস্ত কাজ এবারের মত আমার ফুরাইল। মহারাজ হয় ত মনে করিবেন যে, যেই নিজের কাজ গোচান হইল—ছেলেটিকে রাজা করিয়া দিয়ে, অমনিই উর্ব্বশী ছাড়াছাড়ির উদ্যোগ দেখিল ॥১০০।

রাজা। সুন্দরি! তা মনে করবো না, কেন না, পরাধীনতা বড় বিশ্রী বস্তু, ইহাতে বিচ্ছেদ অতি সহজেই ঘটায়, পরাধীন স্বেচ্ছামত কার্য্য করিতে পারে না। তুমি দেবরাজের পরাধীনা; সুতরাং তাঁহার আদেশ তোমার অবশ্য প্রতিপাল্য। যাও তুমি দেবরাজসভায়, আমিও আজই তোমার পুত্র আয়ুর হস্তে রাজ্যভার অর্পণ পূর্ব্বক বন্যমৃগ-সমাকুল অরণ্যে গমন করিব। রাজ্য-ঐশ্বর্য্যে—আমার আর দরকার নাই ॥১০১॥

কুমা।— নার্হতি তাতো মহোক্ষধারিতাযাং ধুরি দম্যং নিযোজযিতুম্। ॥ ১০২ ॥

রাজা — অয়ি বৎস। মা মৈবম্।

শময়তি গজানন্যান্ গন্ধদ্বিপঃ কলভোঽপি সন্,
প্রভবতিতরাং বেগোদগ্রং ভুজঙ্গশিশোর্বিষম্।
ভুবমধিপতির্বালাবস্থোঽপ্যলং পরিরক্ষিতুং,
ন খলু বযসা জাত্যৈবাযং স্বকার্য্যসহো গুণঃ॥ ॥ ১০৩ ॥

আর্য্য তালব্য।

কঞ্চু।— আজ্ঞাপযতু দেবঃ। ॥ ১০৪ ॥

রাজা — মদ্বচনাদমাত্যপর্ব্বতং ব্রূহি, সম্প্রিয়তাং আযুষ্মতো রাজ্যাভিষেকঃ।

[কঞ্চুকী দুঃখেন নিষ্ক্রান্তঃ।

(সর্ব্বে দৃষ্টিবিঘাতং রূপযন্তি) ॥ ১০৫ ॥

রাজা।—(আকাশমবলোক্য) কুতো নু খলু ভো বিদ্যুৎসম্পাতঃ। (নিপুণমবলোক্য) অযে! ভগবান নারদঃ।

গোরোচনা-নিকষ-পিঙ্গ-জটাকলাপঃ, সংলক্ষ্যতে শশিকলামলবীতসূত্রঃ।
মুক্তাগুণাতিশযসংভৃত-মণ্ডন-শ্রীর্হৈম-প্ররোহ ইব জঙ্গমকল্পবৃক্ষঃ॥

অর্ঘোঽস্তাবৎ। ॥ ১০৬ ॥

অন্বয় ঃ—গন্ধদ্বিপঃ কলভঃ সন্ অপি অন্যান্ গজান্ শময়তি। ভুজঙ্গশিশোবিষং বেগোদগ্রং প্রভবতিতরাম্। ত্বং বালাবস্থঃ সন্ অপি ভুবং পরিরক্ষিতুম্ অলম্। অয়ং গুণঃ—জাত্যা এব স্বকার্য্যসহঃ ভবতি, ন তু বয়সা॥ ১০৩ ॥

বঙ্গার্থ।—কুমার। মহাবৃষভের ভার তরুণ বৎসের উপর অর্পণ করা আপনার ন্যায় বিবেচকের উচিত নয়॥ ১০২॥

রাজা। বাবা! এ কথা ব'লো না। গন্ধপ্রধান মাতঙ্গ-রাজ-পুত্র যত শিশুই হউক, সে কিন্তু অন্যান্য করি-কুলকে শাসন করিয়া পরিচালিত করে। সর্পশিশু যত ক্ষুদ্র হয়, তাহার বিষ ততই অধিক উগ্র হইয়া থাকে। তুমি যতই বালক হও না কেন, পৃথিবী-পরিরক্ষণে তুমিই পর্য্যাপ্ত। দেখ কুমার! মানুষ বয়সের দ্বারা আর কতটুকু সামর্থ্য প্রকাশ করিতে পারে? জাতির মাহাত্ম্যেই সর্ব্বকার্য্যে তাহার পার-দর্শিতা জন্মে। কঞ্চুকিন্! ॥ ১০৩ ॥

কঞ্চুকী। কি আদেশ মহারাজ॥ ১০৪ ॥

রাজা। আপনি আমার আদেশ জ্ঞাপনপূর্ব্বক অমাত্য পর্ব্বতকে বলুন্ গিয়ে যে, এখনই কুমার আয়ুর রাজ্যাভিষেকের আয়োজন করা হউক। (কঞ্চুকীর দুঃখে নিক্রমণ, হঠাৎ সকলের চক্ষুঃ ঝলিসিয়া গেল) ॥ ১০৫ ॥

রাজা। (আকাশের দিকে চাহিয়া) এ কি! হঠাৎ অসময়ে বিদ্যুৎ সমুদিত হচ্ছে কেন? (ভাল করিয়া দেখিয়া) ও! ভগবান্ নারদ আসছেন!—গোরোচনাচূর্ণের ন্যায় পিঙ্গল জটাজূট-শোভিত, চন্দ্রকলার ন্যায় অমল-ধবল-যজ্ঞোপবীত-সমন্বিত, যেন মুক্তাহারের ধারণে বর্দ্ধিত-কান্তি, স্বর্ণপল্লবমণ্ডিত গতিশীল কল্পতরু ঐ অবতরণ করিতেছেন! ওরে, সত্বর অর্ঘ নিয়ে আয়, অর্ঘ নিয়ে আয়॥ ১০৬ ॥

উর্ব্ব।— ইদং ভঅবদো অগ্ঘং।

(প্রবিশ্য নারদঃ) ॥ ১০৭ ॥

নার।— বিজয়তাং বিজয়তাং মধ্যমলোকপালঃ। ॥ ১০৮ ॥

রাজা।—ভগবন্! অভিবাদয়ে। ॥ ১০৯ ॥

উর্ব্ব।— পণমামি। ॥ ১১০ ॥

নার।— অবিরহিতৌ দম্পতী ভূয়াস্তাম। ॥ ১১১ ॥

রাজা।—(জনান্তিকম্) অপি নামৈবং স্যাৎ ? (প্রকাশম্) ঔর্ব্বশেযঃ পুত্রো বঃ প্রণমতি। ॥ ১১২ ॥

নার।— আয়ুষ্মানাস্তাময়ম্। ॥ ১১৩ ॥

রাজা।— অয়ং বিষ্টরো গৃহ্যতাম্।

(সর্ব্বে উপবিশন্তি) ॥ ১১৪ ॥

রাজা।—(সবিনয়ম্) ভগবন্! কিমাগমন-প্রয়োজনম্ ? ॥ ১১৫ ॥

নার।— রাজন্! শ্রূয়তাং মহেন্দ্রসন্দেশঃ। ॥ ১১৬ ॥

রাজা।— অবহিতোঽস্মি। ॥ ১১৭ ॥

নার।— প্রভাবদর্শী মঘবা বনগমনায় কৃতবুদ্ধিং ভবন্তমনুশাস্তি। ॥ ১১৮ ॥

রাজা।— কিমাজ্ঞাপয়তি ? ॥ ১১৯ ॥

নার।— ত্রিকালদর্শিভিবাদিষ্টঃ সুরাসুরবিমর্দ্দো ভাবী, ভবাংশ্চ সাংযুগীনঃ সহায়ঃ। তেন ন ত্বয়া শস্ত্রন্যাসঃ কর্ত্তব্যঃ, ইয়ঞ্চ উর্ব্বশী যাবদায়ুস্তে ধর্ম্মচারিণী ভবিত্রীতি। ॥ ১২০ ॥

প্রাকৃতানুবাদ ঃ—অয়ং ভগবতোঽর্ঘঃ ॥১০৭॥ প্রণমামি ॥ ১১০ ॥

বঙ্গার্থ ।—উর্ব্বশী। এই ভগবানের অর্ঘ। (নারদের প্রবেশ) ॥ ১০৭॥

নারদ। মধ্যমলোকের অধিপতির জয় হউক ॥ ১০৮ ॥

রাজা। ভগবন্! অভিবাদন করি ॥ ১০৯ ॥

উর্ব্বশী। ভগবন্! প্রণাম করি ॥ ১১০ ॥

রাজা। তোমরা পতি-পত্নী অবিচ্ছেদে কালাতিপাত কর ॥ ১১১ ॥

রাজা। (মনে মনে) তেমন দিন কি হবে ? আমরা অবিচ্ছেদে থাক্‌তে পাবো ? (প্রকাশ্যে) ভগবন্! উর্ব্বশীর পুত্র আয়ুর প্রণাম গ্রহণ করুন্ ॥ ১১২ ॥

নারদ। দীর্ঘজীবী হউক্ ॥ ১১৩ ॥

রাজা। এই আসন, অনুগ্রহপূর্ব্বক উপবেশন করুন।

(নারদের উপবেশন ও পরে অন্যান্য সকলেও উপবিষ্ট হইলেন) ॥ ১১৪ ॥

রাজা। (সবিনয়ে) ভগবন্! আগমনের কারণটা জান্‌তে পারি কি ? ॥ ১১৫ ॥

নারদ। রাজন্! দেবরাজ মহেন্দ্রের প্রেরিত সংবাদ শ্রবণ করুন ॥ ১১৬ ॥

রাজা। বলুন শুন্‌ছি ॥ ১১৭ ॥

নারদ। স্বর্গাধিপতি নিজ প্রভাবে সমস্তই অবগত হইয়াছেন, এক্ষণে তিনি আপনাকে বনগমনোদ্যত দেখিয়া এই অনুরোধ জ্ঞাপন করছেন— ॥ ১১৮ ॥

রাজা। কি আদেশ তাঁহার ? ॥ ১১৯ ॥

নারদ। ত্রিকালদর্শী মহাপুরুষগণ বলিয়াছেন—দেবাসুরের একটা ভয়ঙ্কর যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী।—সেই সব যুদ্ধে আপনিই প্রধান সহায় এবং সকলের অগ্রগামী হইয়া থাকেন। অতএব এখন আপনার অস্ত্রপরিত্যাগ পূর্ব্বক বনগমন কর্ত্তব্য নহে। যে জন্য আপনার বনগমন, তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই উর্ব্বশী যাবজ্জীবন আপনার সহধর্ম্মচারিণীরূপে এখানেই থাকিবে ॥ ১২০ ॥

উর্ব।— অম্মহে! সল্লং বিঅ হিঅআদো অবণীদং। ॥ ১২১ ॥

রাজা।— পরমনুগৃহীতোঽস্মি পরমেশ্বরেণ।

নার।— যুক্তম্। ॥ ১২২ ॥

তব কার্য্যমসৌ কুর্য্যাৎ ত্বঞ্চ তস্যেষ্টকার্য্যকৃৎ।

সূর্য্যঃ সংবর্দ্ধয়ত্যগ্নিমগ্নিঃ সূর্য্যং স্বতেজসা ॥

(আকাশমবলোক্য) রম্ভে! উপনীয়তাং মন্ত্রেণ সম্ভৃতঃ কুমারস্যাভিষেকঃ

(প্রবিশ্য রম্ভা) ॥ ১২৩ ॥

রম্ভা।— অঅং সে অহিসেঅসম্ভারো। ॥ ১২৪ ॥

নার।— উপবেশ্যতাময়মায়ুষ্মান ভদ্রপীঠে। (রম্ভা কুমারং ভদ্রপীঠে উপবেশয়তি)। ॥ ১২৫ ॥

নার।— (কুমারস্য শিরসি কলসমাবর্জ্জ্য) রম্ভে! নিবর্ত্ত্যতামস্য শেষো বিধিঃ। ॥ ১২৬ ॥

রম্ভা।— (যথোক্তং নির্ব্বর্ত্ত্য) বচ্ছ! পণম ভঅবদং পিদরো অ।

[কুমারঃ সর্ব্বান্ প্রণমতি] ॥ ১২৭ ॥

নার।— স্বস্তি ভবতে। ॥ ১২৮ ॥

রাজা।— বংশবর্দ্ধনো ভব। ॥ ১২৯ ॥

প্রাকৃতানুবাদ ঃ—অম্মহে! শল্যমিব হৃদয়াৎ অপনীতম্ ॥ ১২১ ॥

অয়মস্য অভিষেকসম্ভারঃ ॥ ১২৪ ॥

বৎস! প্রণম ভগবন্তং পিতরৌ চ ॥ ১২৭ ॥

বঙ্গার্থ।—উর্ব্বশী। (অন্যের অগোচরে) উঃ! বুকের থেকে যেন একটা শেল উঠে গেল! ॥ ১২১ ॥

রাজা। পরমেশ্বর দেবরাজ কর্ত্তৃক অত্যন্ত অনুগৃহীত হইলাম ॥ ১২২ ॥

নারদ। এই রকম হওয়াই বাঞ্ছনীয়,—আপনার হিতকর কার্য্য বাসব করিবেন, আপনিও বাসবের হিতানুষ্ঠানে রত রহিবেন। দেখুন না, সূর্য্য নিশাকালে অগ্নিকে তেজস্বী করেন, আবার দিবাভাগে—অগ্নিও নিজের তেজের দ্বারা সূর্য্যকে—দুঃসহ তেজস্বান্ করিয়া থাকেন। (আকাশের দিকে চেয়ে) রম্ভে! মন্ত্রপূত অভিষেকবারি কুমারের নিমিত্ত নিয়ে এস (রম্ভার প্রবেশ) ॥ ১২৩ ॥

রম্ভা। এই যে অভিষেকের দ্রব্যাদি ॥ ১২৪ ॥

নারদ। কুমারকে ভদ্রপীঠে (সিংহাসনে) বসাও। (রম্ভা কুমারকে বসাইলেন) ॥ ১২৫ ॥

নারদ। (কুমারের মস্তকে মঙ্গলজলপূর্ণ কলস ঢালিয়া দিলেন ও কহিলেন) রম্ভে! বাকি কাজগুলি তুমিই কর ॥ ১২৬ ॥

রম্ভা। (অভিষেক সম্পূর্ণ করিয়া) বাছা! ভগবান্ নারদকে এবং মাতা-পিতাকে প্রণাম কর। (কুমার সকলকে প্রণাম করিলেন ॥ ১২৭ ॥

নারদ। মঙ্গল হউক! ॥ ১২৮ ॥

রাজা। বংশ উজ্জ্বল কর ॥ ১২৯ ॥

উর্ব্ব। — পিদুণো দে বঅর্ণাণি হোন্তু। ॥ ১৩০ ॥

[নেপথ্যে বৈতালিকদ্বয়ম্]

প্রথম। — বিজয়তাং যুবরাজঃ।

অমরমুনিরিবাত্রিঃ স্রষ্টুরত্রেরিবেন্দু-
র্বুধ ইব শিশিরাংশোর্বৈধবস্যেব দেবঃ।
ভব পিতুরনুরূপস্ত্বং গুণৈর্লোককান্তৈ-
রতিশয়িনি সমাপ্তা বংশ এবাশিসস্তে॥ ॥ ১৩১ ॥

দ্বিতীয়। — তব পিতরি পুরস্তাদুন্নতানাং স্থিতেয়ং
স্থিতিমতি চ বিভক্তা ত্বয্যপ্রকম্প্যধৈর্য্যে।
অধিকতরমিদানীং রাজতে রাজলক্ষ্মী-
র্হিমবতি জলধৌ চ প্রাপ্ততোয়েব গঙ্গা॥ ॥ ১৩২ ॥

অন্বয়ঃ—স্রষ্টুঃ অমরমুনিঃ অত্রিঃ ইব, অত্রেঃ ইন্দুঃ ইব, শিশিরাংশোঃ (ইন্দোঃ) বুধঃ ইব, বৈধবস্য (বুধস্য) দেবঃ (তব পিতা) ইব, ত্বং লোককান্তৈঃ গুণৈঃ পিতুঃ (পুরূরবসঃ) অনুরূপঃ ভব। তে অতিশয়িনি (সর্ব্বলোকাতিশায়িনি ইত্যর্থঃ) বংশে (কুলে) সমাপ্তাঃ আশিষঃ (সন্তি) এব ॥ ১৩১ ॥

উন্নতানাং পুরস্তাৎ স্থিতে, স্থিতিমতি, অপ্রকম্প্যধৈর্য্যে, তব অস্মিন্ পিতরি (পুরূরবসি), (তথা—তৎতদ্বিশেষণযুক্তে) ত্বয়ি চ বিভক্তা (ত্বদীয়া) রাজলক্ষ্মীঃ, (তৎতদ্বিশেষণযুক্তে) হিমবতি (পর্ব্বতরাজে) জলধৌ চ বিভক্তা গঙ্গা ইব ইদানীং অধিকতরং রাজতে, (পূর্ব্বাপেক্ষয়া অধিকতরং শোভতে) ॥ ১৩২ ॥

প্রাকৃতানুবাদঃ—পিতুস্তে বচনানি ভবন্তু ॥ ১৩০ ॥

বঙ্গার্থ।—উর্ব্বশী। তোমার পিতার বাক্য সত্য হউক ॥ ১৩০ ॥

(নেপথ্যে দুই জন বৈতালিকের গান)

প্রথম। যুবরাজ জয়যুক্ত হউন! সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে উৎপন্ন সুরমুনি অত্রির ন্যায়, অত্রি হইতে উৎপন্ন চন্দ্রের ন্যায়, চন্দ্র হইতে উৎপন্ন বুধের ন্যায়, এবং বুধ হইতে উৎপন্ন তোমার পিতা পুরূরবার ন্যায়, পুরূরবা হইতে উৎপন্ন তুমি যুবরাজ! সর্ব্বলোক-রঞ্জন গুণাবলীতে পিতার সর্ব্বাংশে অনুরূপ হইয়াছ। তোমার সর্ব্বাতিশায়ী কুলে সর্ব্বপ্রকার শুভাশীর্ব্বাদ প্রযুক্ত আছে ॥ ১৩১ ॥

দ্বিতীয়। জগতে যাহারা উন্নত, তাঁহাদের সকলের শীর্ষস্থানীয়, স্থিরমর্য্যাদা-সম্পন্ন, ধীরতা এবং দৃঢ়তায় অবিচলিত, হে কুমার! তোমার পিতৃদেবে এবং (ঐ ঐ বিশেষণযুক্ত) তোমাতে আজ রাজলক্ষ্মী দ্বিধা-বিভক্তা হইয়া, (ঐ ঐ বিশেষণযুক্ত) হিমালয়ে ও সাগরে বিভক্তসলিলা—গঙ্গার ন্যায় অধিকতর শোভা পাইতেছেন ॥ ১৩২ ॥

রম্ভা। দিট্‌ঠিআ সহী পুত্তঅস্‌স জুঅরাঅসিরিং পেক্‌খিঅ ভত্তুণো বিরহেণ বট্টদি। ॥ ১৩৩ ॥

উর্ব্ব।— সাহারণো জ্জেব ণো অব্‌ভুদও। [কুমারং হস্তেন গৃহীত্বা] জাদ! জেট্‌ঠমাদরং বন্দেহি। ॥ ১৩৪ ॥

রাজা।— তিষ্ঠ, সমমেব তত্রভবত্যাঃ সমীপং গচ্ছামস্তাবৎ। ॥ ১৩৫ ॥

নার।— আয়ুষো যৌবরাজ্যশ্রীঃ স্মারয়ত্যাত্মজস্য তে।
অভিষিক্তং মহাসেনং সৈনাপত্যে মরুত্বতা ॥ ॥ ১৩৬ ॥

রাজা।— অনুগৃহীতোঽস্মি মঘবতা। ॥ ১৩৭ ॥

নার।— ভো রাজন্‌! কিং তে ভূয়ঃ প্রিয়ং করোতু পাকশাসনঃ? ॥ ১৩৮ ॥

রাজা।— অতঃপরমপি প্রিয়মস্তি? যদি ভগবান্ পাকশাসনঃ প্রসাদং করোতু, ততঃ—

[ভরত-বাক্যম্]

পরস্পরবিরোধিন্যোরেকসংশ্রয়দুর্লভম্।
সঙ্গতং শ্রীসরস্বত্যোর্ভূয়াদ্‌ভূতয়ে সতাম্ ॥ ॥ ১৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—তে আত্মজস্য আয়ুষঃ যৌবরাজ্যশ্রীঃ মরুত্বতা সৈনাপত্যে অভিষিক্তম্ মহাসেনম্ স্মারয়তি ॥ ১৩৬ ॥

সতাং উদ্‌ভূতয়ে পরস্পরবিরোধিন্যোঃ শ্রী-সরস্বত্যোঃ একসংশ্রয়দুর্লভং সঙ্গতং (মেলনং) ভূয়াৎ ॥ ১৩৯ ॥

প্রাকৃতানুবাদঃ—দিষ্ট্যা সখী পুত্রকস্য যবরাজশ্রিয়ং প্রেক্ষ্য ভর্তুঃ বিরহে ন বর্ত্ততে ॥ ১৩৩ ॥

সাধারণ এব আবয়োঃ অভ্যুদয়ঃ। জাত! জ্যেষ্ঠমাতরং বন্দস্ব ॥ ১৩৪ ॥

বঙ্গার্থ।—রম্ভা। কি আনন্দ! প্রিয়সখী—উর্ব্বশী আজ পুত্রকে যুবরাজরূপে দেখিয়া এবং পতির সহিত অবিচ্ছেদে থাকিতে পাইয়া, কত বড় অভ্যুদয়ের ভাগিনী হইল? ॥ ১৩৩ ॥

উর্ব্বশী। সখি! এই অভ্যুদয় ত আমার একার নহে। তুমিও ত ইহার অংশীদার। (কুমারের হাতে ধরিয়া) বাছা! তোমার জ্যেঠাইমাকে প্রণাম কর ॥ ১৩৪ ॥

রাজা। একটু থামো প্রিয়ে! সবাই মিলে উহার নিকটে যাই চল ॥ ১৩৫ ॥

নারদ। মহারাজ! আজ আপনার পুত্র কুমার আয়ুর এই যৌবরাজ্যাভিষেকে আমার মনে পড়িতেছে সেই দিনের কথা, যে দিন দেবরাজ ইন্দ্র কুমার কার্ত্তিকেয়কে দেবসেনাপতির পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন ॥ ১৩৬ ॥

রাজা। দেবরাজ যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়াছেন ॥ ১৩৭ ॥

নারদ। বলুন রাজন্‌! ইন্দ্র আপনার আর কি প্রিয়ানুষ্ঠান করিবেন? বলুন ॥ ১৩৮ ॥

রাজা। এঁ্যা, ইহার পরও আর কি আমার প্রিয় থাকিতে পারে? তবে যদি মহেন্দ্র সত্যই দয়া করেন, তবে—(ভরত-বাক্য)

সজ্জনবৃন্দের সর্ব্ববিধ অভ্যুদয়ের নিমিত্ত চিরবিরোধিনী লক্ষ্মী এবং সরস্বতীর বিরোধ মিটিয়া যাউক। এক জনের উপর উভয়ের কৃপা বড় একটা দেখা যায় না, এখন হইতে সেইটা হউক্। "হায় মা ভারতি! চিরদিন তোর কেন এ কুখ্যাতি ভবে, যে যত সেবিবে ও পদযুগল, সেই যে দরিদ্র হবে।" (হেমচন্দ্র)॥ এই বলিয়া যেন আর কোন বাণীর সেবককে কাঁদিতে না হয় ॥ ১৩৯ ॥

এবং

অপিচ—সর্ব্বস্তরতু দুর্গাণি সর্ব্বো ভদ্রাণি পশ্যতু।
সর্ব্বঃ কামানবাপ্নোতু সর্ব্বঃ সর্ব্বত্র নন্দতু ॥ ॥ ১৪০ ॥

[ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে।

ইতি মহাকবিকালিদাসকৃতে বিক্রমোর্ব্বশীয়নামত্রোটকে পঞ্চমোঽঙ্কঃ ॥
সমাপ্তোহয়ং গ্রন্থঃ।

অন্বয় ঃ—সর্ব্বঃ দুর্গাণি তরতু, সর্ব্বঃ ভদ্রাণি পশ্যতু, সর্ব্বঃ কামান্ অবাপ্নোতু, সর্ব্বঃ সর্ব্বত্র নন্দতু ॥ ১৪০ ॥

বঙ্গার্থ।—সকলের সকল বিপদ্ কাটিয়া যাউক, সকলের নয়নেই মঙ্গলের মধুর মূর্ত্তি প্রতিভাসিত হউক, সকলের সকল বাসনা পূর্ণতা লাভ করুক এবং সকলেই সর্ব্বত্র সদানন্দে কালাতিপাত করুক ॥ ১৪০ ।

সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক সমাপ্ত

বিক্রমোর্ব্বশীয় ত্রোটক সম্পূর্ণ

তাৎপর্য্য

সংস্কৃত-সাহিত্যে "বেণীসংহার", "বীরচরিত" প্রভৃতি কতিপয় নাটক ব্যতিরেকে আর অধিকাংশতেই প্রধান হইল আদিরস। প্রাচীন কবিতা-কর্ত্তারা আদিরস অবতারণার মাহেন্দ্র সুযোগ কদাচ উপেক্ষা করিতেন না। আবশ্যক স্থলে ত কথাই নাই, অনাবশ্যক স্থলেও আদিরসের ছড়াছড়ি দেখা যায়। সংস্কৃত ভাষায় অনার্ষ-কবিকুলের মধ্যে কালিদাস আদিরসবর্ষণে শ্রাবণের পর্জ্জন্যকেও পরাভূত করিয়াছেন। তবে তাঁহার দৃষ্টি এতই প্রখর ছিল যে, কোথাও তিনি কোন রসের অযথা-বর্ষণ করিয়া গ্রন্থমধ্যেই বন্যা সৃষ্টি করেন নাই। তিনি সকলের চেয়ে মধুর যে অংশ, সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম যে অংশ, তাহার সামান্য একটু চকিতে দেখাইয়াই পরক্ষণে ঢাকিয়া ফেলিয়াছেন বা আর দেখাইবার চেষ্টা করেন নাই। দর্শক ঐ একটুমাত্র রসের আস্বাদ পাইয়াই সমগ্র রসের আস্বাদনের নিমিত্ত পাগল হইয়া উঠিয়াছেন। কবি শুধু অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক দেখাইতেছেন যে, ঐ দেখ, সম্মুখে তোমার কি অপূর্ব্ব চিত্র, ঐ আবরণের অন্তরালে সৌন্দর্য্যের চরম সৃষ্টি লুক্কায়িত আছে, নিজে চোখ মেলিয়া দেখিয়া লও। ইহা ছাড়া রোগীকে খলে অনুপানের সহিত মাড়িয়া ঔষধ অধঃকরণ করাইবার মত কালিদাস তাঁহার দর্শকদিগকে সৌন্দর্য্য দেখান নাই। এক কথায় তাঁহার দর্শকদিগের উপর ঐ প্রকার অবিচার করিতে তিনি চাহিতেনই না। ইহার আর একটা কারণও ছিল। কালিদাস যখন কবি, তখন ভারতের শিক্ষা-দীক্ষা উন্নতির চরম চূড়ায় উঠিয়াছিল। তখন প্রেমিক, রসজ্ঞ, পণ্ডিত সামাজিকের বা দর্শক ও শ্রোতার অভাব ছিল না। বিরাট ভারতবর্ষ তখন এক অপ্রতিম ও অবিভক্ত বিরাট জ্ঞানসাম্রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট। জ্ঞানগরিমার তেমন উন্নতির দিনে কোনরূপ বাজে কথা বা বাজে বক্তৃতা যে কত বড় বিপজ্জনক, অভিজ্ঞগণের উপহাসযোগ্য ও উপেক্ষণীয়, তাহা নিপুণ কবি কালিদাস ষোল আনা কেন, আঠারো আনা বুঝিতেন। তাই অন্যান্য কবিরা যেখানে তাঁহাদের বিরহদগ্ধ নায়ক-নায়িকাকে তারকণ্ঠে চীৎকার করাইয়া কাঁদাইয়াছেন, মাটীতে পাড়িয়া ফেলিয়া আছাড়ি-পিছাড়ি খাওয়াইয়াছেন, কালিদাস সেখানে, তাঁহার নায়ক-নায়িকার চক্ষুর কোণে হয় ত এক বিন্দু জল পড়-পড়, না হয় বড় জোর চক্ষু দুইটি ছলছল করিতেছে—দেখাইয়াছেন; বাড়াবাড়ি করেন নাই। তাঁহার তিনখানি নাটকের * নায়ক-নায়িকার প্রথম শুভদৃষ্টি বা "পাকাদেখা" আলোচনা করিলেই এই সত্যের কথঞ্চিৎ উপলব্ধি হইবে।

উর্ব্বশী ও পুরূরবা

রাজা পুরূরবা আকাশপথে সৌরলোক হইতে স্বীয় রাজধানী প্রতিষ্ঠান-নগরে (বর্ত্তমান প্রয়াগতীর্থের পরপারে "যোষি"-নামক স্থানে) ফিরিতেছিলেন। পথিমধ্যে রমণীর করুণ কণ্ঠস্বরে ব্যথিত হইয়া জিজ্ঞাসায় জানিলেন যে, উর্ব্বশী, চিত্রলেখা, সহজন্যা, মেনকা, রম্ভা প্রভৃতি কতিপয় অপ্সরা আকাশে আসিতেছিল, হঠাৎ তাহাদের এক জন—যিনি অপ্সরাদিগের শিরোমণি, স্বর্গের অন্যতম শ্লাঘাজনক সম্পদ্, সেই উর্ব্বশীকে চিত্রলেখার সহিত কেশি-নামক দানব হরণ করিয়া লইয়া পলাইতেছে, তাই সখীবিরহে বিপন্ন অপ্সরাগণের ঐ উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন। রাজা আর কালবিলম্ব না করিয়া সখীদিগকে একটা পর্ব্বতশৃঙ্গে অবস্থান করিতে দেখাইয়া দিয়া ছুটিয়া গিয়া কেশি দানবের সংহারপূর্ব্বক মূর্চ্ছাপন্না উর্ব্বশীকে চিত্রলেখার সহিত উদ্ধার করিলেন। প্রথম-সাক্ষাৎকার,—রাজা বীররসের অবতাররূপে যখন স্বয়ং দানবযুদ্ধে বিজয়ী, তখন যুদ্ধের প্রধান লভ্যবস্তু উর্ব্বশী অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া, আর বিজয়দৃপ্ত প্রফুল্ল-হৃদয় রাজা দেখিলেন। দেখিলেন—সেই বিস্রস্ত-বসনা গলিত-কুন্তলা স্থির-যৌবনা, ইন্দ্রের আদরিণী উর্ব্বশী তুষার-মূর্ত্তির মত, চিত্রলিখিতার মত নিস্পন্দভাবে পড়িয়া আছে, প্রাণ আছে কি নাই, তাহার স্থিরতা নাই। পার্শ্বে বিষণ্ণমুখী চিত্রলেখা।

---

* (১) বিক্রমোর্ব্বশী, (২) মালবিকাগ্নিমিত্র, (৩) শকুন্তলা।

রাজা ফিরিতেছেন। আকাশমার্গে রাজার রথে আছেন রাজা স্বয়ং, মূর্চ্ছিতা উর্ব্বশী, বিষাদকাতরা চিত্রলেখা আর সারথি। সারথি ত রথ চালাইতেই ব্যস্ত। চিত্রলেখা প্রথম কথা কহিলেন, "সখি! আশ্বস্ত হও, ভয় নাই।" তার পরেই রাজার উক্তি। কবির উদ্দাম-কল্পনার লীলাক্ষেত্র যে বয়স, সেই প্রথম বয়সের লেখা পুস্তকে,—যেমনটা হওয়া উচিত, ঠিক সেইরূপ উক্তি। রাজাও মূর্চ্ছিতা উর্ব্বশীকে সান্ত্বনা করিলেন। কহিলেন—"সুন্দরি! অসুরের ভয় আর কেন? বজ্রধর ইন্দ্রের ত্রিলোক-রক্ষাকারী মহিমায় তোমার বিপদ কাটিয়াছে। সুতরাং এখন তুমি নির্ভয়-হৃদয়ে তোমার ঐ আকর্ণ-বিশ্রান্ত চক্ষু উন্মীলিত কর, তিমিরা রজনীর অবসানে মৃণালিনীতে পদ্ম প্রস্ফুটিত হোক্।" *

দেবরাজ ইন্দ্র মর্ত্ত্যের রাজা পুরূরবার পরম সুহৃদ্, সেই ইন্দ্রের সভার অলঙ্কার উর্ব্বশীকে দানব হরণ করিয়া লইতেছিল, রাজা বাহুবলে সেই নারীধর্ষণকারীকে বিনাশপূর্ব্বক উর্ব্বশীর উদ্ধারসাধন করিয়াছেন। এত বড় একটা সাফল্যে —রাজার অন্তঃকরণ শতগুণ আনন্দে, গর্ব্বে ও বিজয়োল্লাসে একবারে ভরপুর হইয়া উঠিয়াছে। সে হৃদয়ে কানায় কানায় প্রীতির প্রবাহ উছলিয়া উঠিয়া বুঝি ছাপাইয়া পড়িতেছে। সেই হৃত-রত্নকে লইয়া রাজা ফিরিতেছেন। মূর্চ্ছিতা অসংযতবেশা উর্ব্বশীকে দেখিয়া দেখিয়া রাজা সেই সুপ্ত-সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতেছেন। উর্ব্বশী সজ্ঞান অবস্থায় থাকিলে রাজার এতটা সুবিধা, দেখিবার এতটা অবসর হয় ত ঘটিতই না। তাই কবি, রাজার মুখ দিয়া তদীয় হৃদয়ের তদানীন্তন অবস্থা প্রকাশ করিলেন। রাজা প্রথম কথাতেই উর্ব্বশীকে "সুন্দরি" বলিয়া ডাক দিলেন। "তুমি সকলের চেয়ে সুন্দর, তোমার জোড়া নাই"—প্রভৃতি মৃত্যুবাণে রমণী সহজেই অচৈতন্য হইয়া পড়ে। তাহার পরই "তোমার পটোলচেরা চোখ মেলিয়া একবার তাকাও," —কথায় কলাবতী উর্ব্বশীর মনোভাব যে কি হইল, তাহা পরক্ষণেই কবি প্রকাশ করিয়াছেন। আর রাজার বিজয়দৃপ্ত নির্ম্মল আনন্দ-ধারা-বিধৌত হৃদয়ে উর্ব্বশীর সেই সৌন্দর্য্যে, মূর্চ্ছিত প্রতিমার সেই অচ্ছলভাবে অনুরাগের প্রবাহ যে কতটা উচ্ছল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাও কবি,—রাজার মুখ দিয়া ঐ "সুন্দরি" এবং "আয়ত-নয়ন একবার উন্মীলিত কর" কথায় বেশ ফুটাইয়াছেন। বিষাদিনী চিত্রলেখা উর্ব্বশীর দিকে চাহিয়া কহিল, "কৈ, কিছুতেই ত ইহার জ্ঞান হইতেছে না। শুধু ধীরে ধীরে যে একটু শ্বাস-প্রশ্বাস বহিতেছে, তাহাতেই মনে হইতেছে যে, এখনও বুঝি বাঁচিয়া আছে।" রাজাও অমনই কহিলেন, "সত্যই —পীনস্তনদ্বয়ের মধ্যে মন্দার-কুসুমের মালাছড়া বার বার উচ্ছ্বসিত হইয়া ইহার হৃদয়ের কম্প সূচিত করিতেছে," অর্থাৎ না জানি কত ভয়ই পাইয়াছেন। উর্ব্বশী সজ্ঞান থাকিলে রাজার এই পীনস্তন ও তন্মধ্যবর্ত্তী মন্দারমালা দর্শনের সুযোগ হয় ত সহসা এত তাড়াতাড়ি ঘটিতই না। সজ্ঞান-সৌন্দর্য্য-দর্শন রাজার ভাগ্যে অথবা শুধু রাজা কেন, অনেকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে, কিন্তু স্বর্গবাসিনী অনিন্দ্য-সুন্দরী এই অপরিচিতার অজ্ঞান-সৌন্দর্য্য-দর্শন, এই ভীতি-বিহ্বল সৌন্দর্য্যের অনুভূতি কয় জন ভাগ্যবানের পক্ষে ঘটে? তাই রাজা অনিমেষ নেত্রে সেই সুপ্ত সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে লাগিলেন। কালিদাসের নায়ক এমন মাহেন্দ্রক্ষণ ছাড়িতে পারেন না। পীবর বক্ষঃস্থলের মধ্যে আঁচলের একটা কোণ থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল, ভয়-কম্পিত হৃদয়ের অবস্থা যেন অঙ্গুলি-সঙ্কেতে দেখাইতেছিল, রাজা তাহা দেখিলেন। "আহা, ফুলের মত ইহার হৃদয়খানিকে ভয়ের কাঁপুনি কিছুতেই ছাড়িতেছে না। স্তন-যুগলের মধ্যে আঁচলের কোণটা এখনও কিরূপ কাঁপিতেছে।"—ইত্যাদি পরদুঃখ-কাতর রাজার উক্তিপরম্পরায় পার্শ্ববর্ত্তিনী দেবেন্দ্র সভা-বিলাসিনী চিত্রলেখার মনে রাজার সম্বন্ধে যে কি হইতেছিল, তাহা রসিক পাঠকবৃন্দই অনুমান করিয়া লউন। উর্ব্বশীকে চিত্রলেখা আবার ডাকিল, কহিল, "উর্ব্বশী! হ'লি কি, একেবারে অপ্সরাকুলের মান-সম্ভ্রম খোয়াইলি? সাম্‌লে নে। * অপ্সরা আমরা, একটু ধর-পাকড়ে অতটা বেসামাল হইলে চলিবে কেন? ছি!"

---

* রাজা—সুন্দরি।

গতং ভয়ং ভীরু। সুরারিসম্ভবং, ত্রিলোকরক্ষী মহিমা হি বজ্রিণঃ।
তদেতদুন্মীলয় চক্ষুরায়তং, মহোৎপলং প্রত্যুষসীব পঙ্কজম্॥

বি, উ, ১ম অঙ্ক।

* চিত্রলেখা—(সকরুণম্) "হলা উব্বসি, পজ্জবথাবেহি অত্তাণম্। অনচ্ছরা বিঅ পড়িভাসি।"—বি, উ, ১ম অঙ্ক।

চিত্রলেখার এই তীব্র-মধুর ঔষধে অনেকটা কায হইল। উর্ব্বশী বোধ হয়, মূর্চ্ছাভঙ্গে যেমনটা ঘটে, তেমনই একটু নড়াচড়া করিল, মোড়ামুড়ি ছাড়িল। রাজা দেখিলেন, যেন হাতে চাঁদ পাইলেন। অমনই কহিলেন, "চিত্রলেখা, আর ভয় নাই, তোমার সখীর জ্ঞান হইতেছে।"

চিত্রলেখা বালিকা নহে, অনাঘ্রাত কুসুম নহে যে, একটু বাতাসেই একেবারে হেলিয়া পড়িবে। সে ওরূপ ঢের মূর্চ্ছা, ঢের ভয়, ঢের অজ্ঞান হইয়া পড়া—দেখিয়াছে, নিজেও হয় ত, এমন এক দিন ছিল, যখন এই অবস্থায় পড়িয়াছে। সে এখন স্বর্গের অন্যতমা প্রধান (কি বলিব?) অভিনেত্রী, সে উর্ব্বশীকে চৈতন্যসম্পন্না দেখিয়াই কহিল, "সখি! সাম্‌লে ওঠ। ঐ দেখ, বিপন্নের সহায় মহারাজ স্বর্গের শত্রু দানবদিগকে পরাভূত করিয়াছেন।" এ সময়েও উর্ব্বশী চোখ মেলেন নাই। দুর্জ্জয় ভীষণ কেশি-দানবের বিকট মূর্ত্তি দেখিয়া সেই যে চোখ বুজিয়াছিলেন, ভয়ে, ত্রাসে অজ্ঞান হইয়াছিলেন, তার পর আর চোখ খোলেন নাই। এখন চিত্রলেখার কথায় "মহারাজ স্বর্গের শত্রুকে পরাভূত করিয়াছেন, একবার দেখ"—এই উক্তিতে নয়ন উন্মীলন-পূর্ব্বক কহিলেন, "কৈ? প্রভাবদর্শী মহেন্দ্র কি দয়া করিয়াছেন?" অর্থাৎ, দাসীর এই দুর্দ্দশা কি দেবরাজ আসিয়া মোচন করিলেন?

উর্ব্বশী জানেন, যখন যে বিপদেই তাঁহারা পড়ুন না কেন, মহেন্দ্র আসিয়া ত্রাণ করিয়া থাকেন। আজকার এই ঘোর বিপদেও তিনি ছাড়া আর কে এমন আছেন উর্ব্বশীর, —যিনি আসিয়া উদ্ধার করিবেন? তাই সর্ব্বাগ্রে তাঁহার মনে মহেন্দ্রের কথা জাগিল। মূর্চ্ছাভঙ্গের পর, সে হৃদয়ে অন্য কোনও সংস্কার—কোনও স্মৃতি যখন ফিরিয়া আসে নাই, তখন সেই হৃদয়ে, মুদ্রিত-নয়না উর্ব্বশীর সেই নির্ম্মল, সর্ব্ব চিন্তা-বিমুখ হৃদয়ে প্রথমেই ইন্দ্রের কথা—ইন্দ্রের স্মৃতি ভাসিয়া উঠিল, তিনি চোখ মেলিয়া দেখিলেন।

উর্ব্বশীর চোখ মেলিবার সঙ্গে সঙ্গেই চিত্রলেখা জবাব দিল, "মহেন্দ্র-তুল্য প্রতাপশালী রাজর্ষি পুরূরবা উদ্ধার করিয়াছেন।" উর্ব্বশীর স্বর্গ-সৌন্দর্য্য-মুগ্ধ অন্তঃকরণ মূর্চ্ছাকালে একেবারে সকল-সংস্কারশূন্য অবস্থায় ছিল, কোন কিছুরই ধারণা বা স্মৃতি সে হৃদয়ে ছিল না, এমন যে নির্ম্মল বিমুক্ত হৃদয়, তাহাতে চক্ষু 'লেন্সের' পর ছাপ পড়িল কিসের? "নেগেটিভ" ফলকে ফটো উঠিল কাহার? মহেন্দ্রতুল্য রাজর্ষি পুরূরবার মূর্ত্তি সেই অপ্সরার হৃদয় একেবারে জুড়িয়া বসিল। চিত্রলেখাই ত বলিয়া দিয়াছে, "ইনি বড় সামান্য ব্যক্তি নহেন, মহেন্দ্রতুল্য প্রভাবশালী, তাহাতে আবার রাজর্ষি।" মূর্চ্ছাভঙ্গের প্রথমক্ষণে চিরপ্রিয় ইন্দ্রের স্মৃতি সবে জাগিতেছিল, হৃদয় ধীরে ধীরে তাহার পূর্ব্বস্মৃতিগুলি সব ফিরাইয়া পাইতেছিল, অথবা পাইবার উপক্রম হইতেছিল, এমনই সময়ে সেই হৃদয়ের অম্লান দর্পণে ছায়া পড়িল রাজর্ষি পুরূরবার। স্বর্গের সেই মন্দাকিনী, নন্দনকানন, চিরবসন্ত, স্থিরযৌবনের উপভোগ, সেই অনন্ত অনুরাগের উচ্ছল প্রবাহ, আর সর্ব্বোপরি সেই চিরানুগত প্রিয়ঙ্কর মহেন্দ্রের আদর ভালবাসা, আরও কত কি, এ সমুদয়ের অথবা এইগুলির যে কোনও একটির সংস্কার বা প্রভাব যদি উর্ব্বশীর হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও থাকিত, তাহা হইলে সে কদাচ মর্ত্ত্যের রাজার প্রতি অনুরাগিণী হইতে পারিত না। তাই কবি উর্ব্বশীর শুভদৃষ্টির পূর্ব্বেই তদীয় হৃদয়কে মূর্চ্ছারূপ মলনাশী চূর্ণবস্তুর দ্বারা অতি সন্তর্পণে মাজিয়া-ঘষিয়া একেবারে কাঁচা, তক্‌তকে, সর্ব্ববিধ মালিন্য-মুক্ত করিয়া ধরিয়াছেন, আর সেই অম্লান দর্পণে "মহেন্দ্রতুল্য প্রতাপশালী রাজর্ষি পুরূরবার" ছায়ামূর্ত্তির ছাপ লাগাইয়া দিয়াছেন।

ভঙ্গের পর ক্লান্ত অবসন্ন নেত্র উন্মীলিত করিয়া উর্ব্বশী দেখিলেন, সম্মুখে সেই অনুপম-কান্তি, অভয়দাতা, দিগন্তোজ্জ্বলবপুঃ রাজর্ষি পুরূরবা অনিমেষনয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া। তাঁহার চক্ষু আবার বুঝি কেমন এক নূতন মূর্চ্ছায় ঝিমিয়া আসিল, তিনি মনে মনে কহিলেন, "দানব কি উপকারই না করিয়াছে! যদি দানবে আক্রমণ না করিত, তবে ত এ বস্তু, এ রূপ—দেখা আমার কপালে ঘটিত না।" *

যে সঙ্গীতে উর্ব্বশী-পুরূরবা, ইহার পরে বহুকাল হতজ্ঞান হইয়া স্বপ্নের মত কাটাইয়াছিলেন, সে সঙ্গীত আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, পালা সুরু হইয়াছে, এখন গান কেমন জমিল, আসর কেমন "মাৎ" হইল, ইহা যদি জানিতে চান, রসিক পাঠক, বিক্রমোর্ব্বশীয় নাটক পাঠ করুন। এখন চলুন,

* উর্ব্বশী—(রাজানমবলোক্য আত্মগতম্) উপকৃতং খলু দানবৈঃ

আমরা কালিদাসের কল্পনা-সুন্দরীর অন্য কক্ষে যাই, উর্ব্বশী-পুরূরবা ক্লান্তি দূর করুন।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অনেকে এবং তাঁহাদের মত-সর্ব্বস্ব ভারতীয় কতিপয় গবেষক পণ্ডিত মালবিকাগ্নিমিত্র নাটককে কালিদাসের প্রথম নাটক বলিয়া খ্যাপন করিয়াছেন। কিন্তু একটু অভিনিবেশের সহিত মালবিকাগ্নিমিত্র এবং বিক্রমোর্ব্বশী পাঠ করিলে ইহার বিপরীত ধারণাই জন্মে। কেন,—তাহা ক্রমে বলিতেছি। উক্ত নাটকদ্বয় পাঠ করিয়া আমার যে ধারণা জন্মিয়াছে, তাহাই আমি অকপট হৃদয়ে পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতেছি। তাঁহারা বিচার করিয়া আমার ভ্রম-প্রদর্শন করিলে, পরম বাধিত ও উপকৃত হইব।

কালিদাসের নামে প্রধানতঃ ছয়খানি কাব্য প্রচলিত। তিনখানি শ্রব্য কাব্য ও তিনখানি দৃশ্য কাব্য। শ্রব্য কাব্য আমার অদ্যকার আলোচ্য নহে। শকুন্তলা, মালবিকাগ্নিমিত্র এবং বিক্রমোর্ব্বশীই অদ্যকার বিষয়, তন্মধ্যে আবার বিক্রমোর্ব্বশীর বিষয় প্রথমতঃ আলোচ্য।

বিক্রমোর্ব্বশী নাটক "পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত। ইহাতে পুরূরবা ও উর্ব্বশীর বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। বিক্রমোর্ব্বশীর আদ্যোপান্ত শকুন্তলার ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নহে। কিন্তু চতুর্থ অঙ্কে, উর্ব্বশীর বিরহে একান্ত অধীর ও বিচেতন পুরূরবা, তাঁহার অন্বেষণের নিমিত্ত বনে বনে ভ্রমণ করিতেছেন,—এ বিষয়ের যে বর্ণন আছে, তাহা অত্যন্ত মনোহর—এমন মনোহর যে, কোনও দেশীয় কোনও কবি উহা অপেক্ষা অধিক মনোহর বর্ণনা করিতে পারেন না. এ কথা বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না।" (বিদ্যাসাগর)।

কালিদাসের তিনখানি নাটকের পৌর্ব্বাপর্য্য বিচার করিয়া দেখিলে, বিক্রমোর্ব্বশীকেই তাঁহার প্রথম নাটক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কেন না, মালবিকাগ্নিমিত্রের প্রস্তাবনায় কালিদাস বলিয়াছেন—

> "পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্ব্বং
> ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যম্।
> সন্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরদ্ভজন্তে
> মূঢ়ঃ পর-প্রত্যয়-নেয়-বুদ্ধিঃ॥"

যা কিছু পুরাতন, তাহাই নির্দ্দোষ, এবং যাহা নূতন, তাহাই দোষযুক্ত,—এ প্রকার নির্দ্দেশ একান্ত অসঙ্গত। পণ্ডিতরা স্বয়ং পরীক্ষা পূর্ব্বক উহাদের যেটি নির্দ্দোষ, তাহাই গ্রহণ করেন। যাহারা মূঢ়, সদসদ্‌বিচারে অসমর্থ, তাহারাই পরের বুদ্ধিতে এবং পরের নির্দ্দেশে পরিচালিত হয়।

উপরিধৃত শ্লোক পাঠে সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয় যে, মালবিকাগ্নিমিত্রের পূর্ব্বে কালিদাস নিশ্চিতই অন্য কোনও নাটক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাহা না হইলে, মালবিকাগ্নিমিত্রের কবির ঐ প্রকার উক্তির অবসরই ঘটিত না। তাঁহার প্রথম নাটক রসজ্ঞ-সমাজে হয় ত তাদৃশ আদৃত হয় নাই। নবীন ও অতিপরিচিত কবির লেখা, বয়োবৃদ্ধ সামাজিকগণ তত 'কৃপার' দৃষ্টিতে দেখেন নাই, তাই কালিদাস উহার পরবর্ত্তী মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে, ঐ শ্লোক দ্বারা প্রকৃত গুণগ্রাহী সুধীসমাজের চিত্তাকর্ষণের প্রয়াস পাইয়াছেন।

কালিদাসের বহুপূর্ব্বে, ভাস-সৌমিল্ল-কবিপুত্রাদির বিশিষ্ট বিশিষ্ট কাব্য প্রণীত এবং বিদ্বৎ-পরিষদে বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিল। বিক্রমোর্ব্বশীর আবির্ভাবের পর, পূর্ব্বোক্ত সু-কবিগণের তৎতদ্ বিশিষ্ট বিশিষ্ট কাব্যে উদাসীন হইয়া বিক্রমোর্ব্বশীতে দর্শকসমাজ তত আদর প্রদর্শন করেন নাই। বর্ত্তমানকালের ন্যায়, তখনও প্রাচীনের নিকট নবীনের রচনা তাহার অবশ্যপ্রাপ্য সম্মান পায় নাই, তাই কালিদাস তদীয় দ্বিতীয় নাটক মালবিকাগ্নিমিত্রের প্রথমেই ঐ আক্ষেপোক্তি করিয়াছেন। উহা কালিদাসের গর্ব্বের উক্তি নহে।

মালবিকাগ্নিমিত্রই যদি তাঁহার প্রথম রচিত হইত, তবে তাহার প্রস্তাবনায় কালিদাস হঠাৎ ঐ প্রকার "মূঢ়ঃ পর-প্রত্যয়-নেয়-বুদ্ধিঃ" মন্তব্য প্রকাশ করিবেন কেন? আজকাল যেমন আছে, পূর্ব্বেও তেমন পাঠক অনেক ছিল। স্বকর্ণে, এখনও অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিকে বলিতে শুনি যে, অমুক কবির লেখায় প্রধান গুণই হইল—লেখা বুঝিতে না পারা। যে লেখা যত আবছায়ার মত অস্পষ্ট, তাহা ততই উত্তম, ইহা যদি না বল, তোমাকে নবীনের দল 'লিঞ্চ' আইনের আমলে আনিবে ইত্যাদি। কালিদাসের

সময়েও ঐরূপ সমালোচকের এবং না পড়িয়া তাহার সমালোচনার অভাব ছিল না। কোকিল, পাপিয়া, কাক এখনকার মত, রাম-যুধিষ্ঠিরের সময়েও নিজের নিজের স্বরে আলাপ করিত, এখনও করে। কাকের হৃদয়-মোহনের নিমিত্ত কবি ব্যস্ত নন; পিক-পাপিয়ার হৃদয়ই তাঁহার লক্ষ্য। তাঁহার মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকই যদি প্রথম রচনা হইত, তবে, তাহা সুধীসমাজে আদৃত কি অনাদৃত হইবে, ইহা তিনি পূর্ব্ব হইতে বুঝিলেন কি করিয়া? আর অনাদৃতই হইবে—এই সিদ্ধান্ত করিয়া তাহার প্রতিপ্রসবের নিমিত্ত ঐরূপ উক্তি কি কালিদাসের ন্যায় কবির পক্ষে সম্ভব? কেবল একটা সংশয় করিয়াই যে তিনি ঐরূপ উক্তি করিয়াছেন, ইহা বলিলে, তাঁহার ন্যায় ধীশক্তিসম্পন্ন বাণীর বরপুত্রের বিবেচনা-শক্তির অমর্য্যাদা করা হয়। সুতরাং মনে হয়, কালিদাস প্রথমে বিক্রমোর্ব্বশী রচনা করেন, কিন্তু তাহা সুধী-সমাজে তেমন সমাদরের সহিত প্রথম প্রথম পরিগৃহীত হয় নাই, তাই তিনি পরে দ্বিতীয় নাটক মালবিকাগ্নি-মিত্রের প্রস্তাবনায় ঐরূপ খেদোক্তি করিয়া, গতানুগতিক, প্রাচীনানুরক্ত সামাজিকগণের সম্মুখে স্বীয় কাব্যের গুণ-দোষ-পরীক্ষা প্রার্থনা করিয়াছেন।

বিক্রমোর্ব্বশী ও মালবিকাগ্নিমিত্র—এই উভয় নাটকের রচনানৈপুণ্য, কল্পনাচাতুর্য্য ও রসমাধুর্য্য এবং বিস্তার-প্রাবীণ্য বিচার করিলেই চক্ষুষ্মান্ সুধী সামাজিক এ বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা আপনিই করিতে পারিবেন।

শকুন্তলা ব্যতিরেকে সংস্কৃত-সাহিত্যে মালবিকাগ্নি-মিত্রের সমকক্ষ নাটক আর নাই। উহার সর্ব্বাংশই স্বাভাবিক ঘটনায় পরিপূর্ণ। একটি ফুল যেন আপনিই তাহার আপন ধর্ম্মে ফুটিয়া বন আলোকিত করিয়াছে। অস্বাভাবিক একটি কথা বা একটি বর্ণও মালবিকাগ্নিমিত্রে দেখা যায় না। যিনি একবার মালবিকাগ্নিমিত্রের ন্যায় স্বাভাবিক ঘটনালঙ্কৃত পরম উপাদেয় নাটক প্রণয়ন করিয়াছেন, তিনি যে পরে আবার বিক্রমোর্ব্বশীর ন্যায় অস্বাভাবিক ও ঘটনাবহুল নাটক রচনা করিবেন, ইহা স্বীকার করিতে প্রবৃত্তি হয় না। যদি বুঝিতাম যে, বিক্রমোর্ব্বশীতে মালবিকাগ্নিমিত্র অপেক্ষা অধিকতর সৃষ্টি-কৌশল প্রদর্শিত হইয়াছে, যদি বুঝিতাম যে, নাটকত্বের অনুসারে অভিজ্ঞান-শকুন্তল যেমন উৎকৃষ্টতম, সেইরূপ বিক্রমোর্ব্বশীও, অন্ততঃ মালবিকাগ্নিমিত্র অপেক্ষা উৎ-কৃষ্টতর, তাহা হইলে না হয়, মালবিকাগ্নিমিত্রকে কবির প্রথম রচনা বলিয়া স্বীকার করিতাম। কিন্তু এ কথা অসঙ্কোচে বলিতে পারি যে, বিক্রমোর্ব্বশী কোনো কোনো কবির কাব্য হইতে উৎকৃষ্টতর হইলেও এমন কোন গুণ উহাতে খুঁজিয়া পাই না, যদ্দ্বারা উহা মাল-বিকাগ্নিমিত্রকে অতিক্রম করিতে পারে। আর এক কথা,—নবীন কবির কল্পনায়, প্রথম রচনায়, এমন পদার্থ বর্ণন করাই সঙ্গত, যাহাতে কবির অনিয়ন্ত্রিত কল্পনা (unbounded imagination), উদ্দাম কল্পনা প্রচুরভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে; এবং প্রায়শঃ হইয়া থাকেও তাহাই। মর্ত্তবাসীর নয়নে সুকবির অঙ্কিত অদৃশ্যজগতের চিত্র মনোজ্ঞ হইবারই কথা। কিন্তু মর্ত্ত-লোকের বর্ণনা, নিয়ত পরিদৃষ্ট চিরপরিচিত পদার্থের বর্ণনা চমৎকারিণী করিয়া তোলা বড়ই কঠিন। অতী-ন্দ্রিয় পদার্থের বর্ণনে কবির অসীম প্রভুত্ব আছে। তথায় উচ্ছৃঙ্খল কল্পনার অবাধ গতি থাকিতে পারে, কিন্তু ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, নিত্যানুভূত পদার্থের বর্ণনে কবিকল্পনার সে স্বৈরচারিতা খাটে না। প্রতি পদে, প্রতি খুঁটিনাটিতে তাহাকে বিশেষ সতর্ক চরণে চলিতে হয়। সর্ব্বদা অতি-রঞ্জনের মদিরা এড়াইয়া যাইতে হয়। তুমি স্বর্গের মন্দাকিনীর বর্ণনকালে তাহাতে সোনার কমল ফুটাইতে পার, তাহার সিকতা কাঞ্চনময়ী করিতে পার, সমস্তই সম্ভব। কেননা, তোমার ঐ অদৃশ্য জগতের মন্দাকিনী এবং তাহার সিকতা এক তুমি ছাড়া আর কেহ ত দেখে নাই। সুতরাং ও সম্বন্ধে তুমি যাহাই বল না কেন, পাঠককে মানিয়া লইতে হইবে। কিন্তু মর্ত্তের ভাগীরথীর বা ব্রহ্মপুত্রের বর্ণনসময়ে তোমাকে বিশেষ হিসাব করিয়া, ভাবিয়া চিন্তিয়া কথা কহিতে হইবে, সর্ব্বদা মর্ত্তবাসীর হৃদয়ের বশে চলিতে হইবে। যাহা দেখি নাই, তাহা তুমি আমাকে তোমার কল্পনালোকে দেখাইতে পার, যেমন ইচ্ছা রং ফলাইয়া আমার চোখের সম্মুখে ধরিতে পার, আমাকে বিস্ময়রসে নিমজ্জিত

করিতে পার; কিন্তু যাহা দেখিয়াছি, যাহার সৌন্দর্য্য দর্শনে চমৎকৃত হইয়াছি, নয়ন সার্থক হইল মনে করিয়াছি, সেই সকল অনুভূত পদার্থের বর্ণনে পরিদৃষ্ট পদার্থের পুনঃ প্রদর্শনে, তুমি আমাকে যে কত দূর বিস্মিত করিতে পারিবে, তাহা বলা বড়ই কঠিন। কেন না, তাদৃশ নিয়তদৃষ্ট পদার্থের বর্ণন করিতে যাইয়া, তোমাকে এমন কিছু তাহা হইতে দেখাইতে হইবে, যাহা আমরা পূর্ব্বে দেখিতে পাই নাই, তুমি দেখাইয়া দিবার পর বুঝিতেছি যে, ঐ দৃষ্ট পদার্থে তাহা আছে। কেবল সূক্ষ্ম দৃষ্টির অভাবে, হৃদয়ে কল্পনা-বিলাসের অভাবে, তাহা আমরা ধরিতেই পারি নাই। অথচ, তোমার দেখাইয়া দিবার পর, বেশ বুঝিতেছি যে, সত্যই ঐ পদার্থে তাহা বিদ্যমান। তুমি একটা আজগুবি কথা বলিতেছ না। ইহা বড়ই কঠিন কার্য্য। তাই কালিদাস প্রথমাবস্থায়, লোক-নয়নের অতীত জগতের পদার্থ লইয়া, ইন্দ্রের সভার বৃত্তান্ত লইয়া বিক্রমোর্ব্বশী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কোন নির্দ্দিষ্ট, সসীম, ঐহিক জগতের সীমার মধ্যে, কোন নিয়মকানুনের গণ্ডীর মধ্যে, নবীন কবির কল্পনাকে আবদ্ধ থাকিতে হয় নাই। ইহলোকের কোন বাসনার অধীন হইয়া তাঁহার কল্পনাকে চলিতে হয় নাই। তাই কবি মেঘের উপর বসাইয়া তাঁহার উর্ব্বশী-পুরূরবাকে আকাশে ঘুরাইয়াছেন, একটা লতার সংস্পর্শে তাঁহার উর্ব্বশীকেও একবারে একটা লতায় পরিণত করিয়াছেন, আবার একখণ্ড প্রস্তরের আঘাতে সেই লতাটিকে একটি সত্যিকার হাত, মুখ, চোখ, নাক, কাণওয়ালা উর্ব্বশীতে পরিণত করিয়াছেন। এই সব ভেল্কি স্বর্গীয় বস্তুতে মানাইতে পারে, মর্ত্তের পরিদৃষ্ট পদার্থে ও সব ম্যাজিকের স্থান নাই। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থে ঐরূপ আজগুবি ব্যাপার চলে না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থে সাধারণে যাহা দেখিতে পান, তাহা ত তোমাকে দেখাইতে হইবেই, পরন্তু তদতিরিক্ত কিছু যদি তুমি দেখাইতে না পার, তবে মর্ত্তের পদার্থ লইয়া কবিত্ব ফলাইতে কদাচ সাহসী হইও না। তাই নবীন কবি কালিদাস অতিমর্ত্ত চরিত উপজীব্য করিয়া বিক্রমোর্ব্বশী প্রণয়ন করিয়াছেন। মালবিকাগ্নিমিত্রের নায়ক-নায়িকা এক প্রকার সে দিনকার ঘটনার বিষয়, ভারতেতিহাসের একটা সর্ব্বজনবিদিত ব্যাপার, তাহাতে অগ্নিমিত্রের ৪ খানা হাত বা মালবিকার কপালেও একটা নয়ন ছিল, এ সব স্বেচ্ছাচারিণী কল্পনার স্থান নাই। ইতিহাসের রেখাঙ্কিত পথে কবিকে চলিতে হইয়াছে। কোনরূপ স্বৈরচারিতার প্রশ্রয় তাহাতে নাই, এই হিসাবেও বিক্রমোর্ব্বশী কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্রের পূর্ব্বে রচিত।

২

নটকীয় বস্তু—

আকাশপথে বিচরণকালে তিন সখীর মধ্য হইতে হঠাৎ উর্ব্বশীকে একটা দুরন্ত দানব হরণ করিয়া লইয়া যায়, দানবের হস্তে পড়িয়া ভয়ার্ত্তা উর্ব্বশী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। আর দুই সখী, অপহৃতা উর্ব্বশীর বিপদে কাঁদিয়া উঠে। এ দিকে, সূর্য্যের উপাসনা করিয়া মর্ত্তের রাজা পুরূরবাও আকাশপথে ভূতলে ফিরিতেছিলেন, রমণীকণ্ঠের আর্ত্তস্বরে আকৃষ্ট হইয়া, তিনি গিয়া উর্ব্বশীকে দানব-হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া আনেন। ক্রমে উর্ব্বশীর জ্ঞান হয়, রাজাকে দেখিয়া তাহার হৃদয় বিচলিত হয়, রাজাও আকৃষ্ট হন, শেষে নানা ব্যাপারের পর উভয়ের মিলন হয়। এই হইল প্রধানতঃ নাটকীয় বস্তু। এই বস্তু অবলম্বন করিয়া কালিদাস বিক্রমোর্ব্বশী নাটক রচনা করিয়াছেন। এই উর্ব্বশী-পুরূরবার সংবাদ বেদে পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। বিষ্ণু, পদ্ম, মৎস্য প্রভৃতি অনেক পুরাণাদিতেও উহার নির্দ্দেশ আছে। তবে প্রতি পুরাণেই অংশবিশেষে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। বস্তুতঃ এই নাটক সম্পূর্ণরূপে বৈদিক এবং পৌরাণিক বৃত্তান্ত অবলম্বনে বিরচিত। তবে মহাকবি কালিদাসের অপ্রতিম কল্পনালোকে সেই সকল প্রাচীন ঘটনা এক অতি চমৎকারিণী ও মনোহারিণী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। কবি যত দূর পারিয়াছেন, বর্ণনীয় বস্তুকে স্বভাবের অনুকূল করিয়া আনিয়াছেন। যাহা একান্ত অতিরঞ্জিত, সুতরাং অস্বাভাবিক, তাহা যথাসাধ্য পরিত্যাগ করিয়াছেন।

৩

উর্ব্বশীর মূর্চ্ছা—

উর্ব্বশী স্বর্গাধিপতি ইন্দ্রের রাজসভার সর্ব্বোত্তম অলঙ্কার, স্বর্গের গৌরব, অপ্সরাদিগের সর্ব্বোত্তমা। মালবিকা বা শকুন্তলার মত সংসারবৃত্তান্তে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা কুসুম-কোমলা বালিকা নহে। উর্ব্বশী ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতির নিত্য নয়নপথবর্ত্তিনী। স্বর্গের নন্দনকানন, পারিজাত-তরুর শীতলচ্ছায়া, মন্দাকিনীর সুরম্য পুলিন প্রভৃতি তাহার বিনোদস্থলী। কল্পপাদপ তাহার আজ্ঞাবহ, সুতরাং কোন বাসনাই তাহার অপূর্ণ থাকে না। শুধু বাসনার উদয় হইতেই যে কিছু বিলম্ব, পূরণে বিলম্ব হয় না। দেবরাজের কৃপায় তাহার স্থির-যৌবন। তাহার ভোগ্যের অভাব নাই, কেবল আকাঙ্ক্ষার অভাব। কত মহা মহা তপস্বী যে বিনোদময় স্থানে যাইবার জন্য শতসহস্রযুগ কঠোর তপস্যা করিয়া শরীরপাত করেন, উর্ব্বশী সেই আনন্দময়, উৎসবময়, প্রণয়ময় স্থানের অধিবাসিনী। সুতরাং তাহার হৃদয় যে কীদৃশ প্রণয়প্রবণ, কীদৃশ উল্লাসপ্রবণ, তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। স্বর্গাধিপতির সভাবিলাসিনী তাদৃশী কামিনীকে সজ্ঞান অবস্থায়, মর্ত্ত্যের রাজার সম্মুখে উপস্থিত করিলে, তাহার সেই স্বর্গ-রাজ্যের যথেচ্ছ-ভোগ-তৃপ্ত হৃদয়কে মর্ত্ত্যের রাজার প্রতি আকৃষ্ট করিতে কবি যে কতদূর কৃতকার্য্য হইতেন, তাহা ভাবিবার বিষয়। তাই কালিদাস, উর্ব্বশীকে প্রথমে অজ্ঞান-অবস্থায় মর্ত্তের রাজার সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন। মূর্চ্ছিতা উর্ব্বশীর হৃদয় হইতে কিয়ৎকালের নিমিত্ত স্বর্গের সর্ব্ববিধ ভাবনা, সর্ব্ববিধ সংস্কার তিরোহিত হইয়াছে। সর্ব্ব-সংস্কারবিমুক্ত হৃদয়ে মূর্চ্ছাপন্না উর্ব্বশীকে রাজা অসুর-হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছেন। ক্রমে অনেক শুশ্রূষায়, সন্তর্পণে মূর্চ্ছিতার মূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়াছে ; কিন্তু অসুরভয়ে তখনও তাহার চোখ মেলিতে সাহস হইতেছে না। এইরূপ অসুরে হরিয়া লইয়া যাওয়া, এই নূতন নহে, পূর্ব্বে আরও বহুবার এই প্রকার অথবা ইহার অপেক্ষাও ভয়ানক বিপদে সুন্দরী উর্ব্বশীকে পড়িতে হইয়াছে, কিন্তু প্রতিবারেই তখন সুরনাথ ইন্দ্র তাহাকে উদ্ধার করিয়াছেন। যখন উর্ব্বশীর জ্ঞান হইল, তখন তাহার অন্তঃকরণ প্রলয়ান্ত-সমুদ্রবক্ষের ন্যায় প্রশান্ত, একবারে নিস্তরঙ্গ। সেই চিরপ্রিয় স্বর্গের কোন ভাবনা, কোন সংস্কার এখন আর তাহাতে নাই। সে হৃদয় এখন সর্ব্বপ্রকারে ভাবনা-শূন্য, সর্ব্বপ্রকার সংস্কারশূন্য, মেঘমুক্ত গগনের ন্যায় নির্ম্মল। "আঘ্রাত" হইয়াও সে হৃদয়-কুসুম এখন 'অনাঘ্রাত' কুসুমবৎ কেবল সৌরভময়। সে হৃদয়-নেগেটিভে, পূর্ব্ববর্ত্তী কোন রেখা, কোন দাগ নাই, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। যখন হৃদয়ের এবম্ভূত অবস্থা, সে হৃদয় নাতিপ্রফুল্ল, নাতিবিষণ্ণ, নিষ্কম্প প্রদীপ-কলিকার ন্যায় স্থির, তখন তাহাতে—সেই নেগেটিভে, কবি পুরূরবার ছায়াপাত করিলেন। যখন উর্ব্বশী সজ্ঞান হইয়াও ভয়ে আড়ষ্ট এবং মুদ্রিতনয়না, তখন চিত্রলেখা বলিল, "এখন চোখ মেলিয়া একবার তাকা, ভয় নাই, সেই অসুরকে নিহত করিয়া, তোকে উদ্ধার করা হইয়াছে।" উর্ব্বশী চোখ বুজিয়া বুজিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "কে করিল ? মহেন্দ্র ?" চিত্রলেখা অমনি জবাব দিল যে, না, মহেন্দ্র নয়, তবে তৎতুল্য-প্রভাপশালী রাজা পুরূরবা। সখীর কথায় উর্ব্বশী একবার শান্ত নেত্রে সেই মহেন্দ্রাধিক সুন্দর মহেন্দ্রতুল্য প্রতাবশালী রাজার দিকে চাহিল। উর্ব্বশী স্বর্গের পরিণতহৃদয়া অপ্সরা হইলেও কিন্তু এখন তাহার হৃদয় পূর্ব্বসংস্কারবর্জ্জিত। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী তাবৎ বৃত্তান্তই সে মূর্চ্ছাপ্রভাবে ভুলিয়া গিয়াছে। প্রথমে জ্ঞান হইতেই মহেন্দ্রের কথা, তাহার চিরকালের দরদী দেবরাজের কথা তাহার শূন্য মানসে উদিত হইতেছিল, কিন্তু চিত্রলেখা "মহেন্দ্র নয়" বলায় সে সংস্কার কর্পূরের মতন তখনই উবিয়া গেল। চিত্রলেখা-কথিত মহেন্দ্রতুল্য-প্রভাবশালী "রাজর্ষি" এই ঝঙ্কারে তাহার প্রথমোদিত মহেন্দ্রভাবনা সেই মহেন্দ্রাধিক রাজার উপর ন্যস্ত হইল ! সে ভাবান্তরশূন্য-চিত্তে রাজার মুখের দিকে চাহিল। তখন তাহার সেই শান্ত নির্ম্মল হৃদয় রাজদর্শনলব্ধ প্রীতিতে একবারে ভরিয়া গেল। চন্দ্রোদয়ে সাগরবক্ষের ন্যায় সে হৃদয় এক নিমিষে কানায় কানায় উথলিয়া উঠিল। মূর্চ্ছাপগমে নবজীবন প্রাপ্ত হইয়া চির-নবীনা উর্ব্বশী এক অদৃষ্টপূর্ব্ব নবীন উৎসবময় রাজ্যের নয়নতর্পণ মূর্ত্তি দেখিতে পাইল। রাজর্ষি পুরূরবার মূর্ত্তি তাহাকে গ্রাস করিল।

স্বর্গের সর্ব্বোত্তমা কামিনীকে মর্ত্ত্যের অধিবাসী পুরূরবার প্রতি অনুরক্ত করিতে হইবে, ইন্দ্র, চন্দ্র প্রভৃতির শত আকিঞ্চনেও যাহার হৃদয় স্থির, ধীর, অবিচলিত, তাহার সেই হৃদয়ে তরঙ্গ তুলিতে হইবে, তাই মহাকবি উর্ব্বশীকে মূর্চ্ছিত করিয়া লইলেন। তাহার সেই দিব্য কান্তি, দিব্য যৌবন সমস্তই ছিল, সে দিব্য হৃদয়ের সেই সৌন্দর্য্যও অক্ষুণ্ণ ছিল, কিন্তু ছিল না কেবল সেই দিব্য-লোকের, স্বর্গলোকের স্মৃতি। তাহা থাকিলে, উর্ব্বশী কদাচ এক নিমিষে একবারে পুরূরবাময় হইতে পারিত না। তাই কবি মূর্চ্ছারূপিণী নির্ম্মলীর দ্বারা উর্ব্বশীর তরল হৃদয় মাজিয়া ঘষিয়া নির্ম্মলতম করিয়া লইলেন। কবির কবি কালিদাস যেন বিধাতৃ সৃষ্টিকেও পরাস্ত করিলেন।

মহাকবি, স্বর্গের ললনাকে মর্ত্ত্যের অধিবাসীর প্রতি অনুরক্ত করাইয়া দেখাইলেন যে, মর্ত্ত্যেও স্বর্গের কমনীয় বস্তু আছে,—থাকিতে পারে। রাজর্ষি পুরূরবার অনুপম সৌন্দর্য্য, অপাপ-বিদ্ধ হৃদয়, অগাধ স্নেহ, তাই তাহা স্বর্গ বিলাসিনীরও প্রার্থনীয় হইল। যদি উভয়ের হৃদয় অনাবিল ও নিষ্পাপ হয়, বিধাতার কৃপায় যদি উভয় হৃদয়েই উভয়ের নিমিত্ত উৎকণ্ঠা জন্মে, তবে তাহা স্বর্গ, অথবা "স্বর্গাদপি" রমণীয়তর। তাই দানব-বাহু-পাশ-মুক্তা উর্ব্বশী রাজার গুণ-রাশিপাশে পুনরায় আবদ্ধ হইল।

প্রথমতঃ, মূর্চ্ছারূপী মহাপ্রলয়ে যেন স্বর্গ সুখ-বিমূঢ়া উর্ব্বশীকে বিলুপ্ত করিয়া, পরে মূর্চ্ছাপগমে, নবচৈতন্যের দ্বারা নূতন উর্ব্বশীর গঠনপূর্ব্বক, সৌন্দর্য্যের কবি কালিদাস, সেই নবীন ললনার নবীন, অনন্য-পরায়ণ অন্তঃকরণে নূতন প্রণয়ালোক জ্বালিয়া দিলেন। তামসী নিশার অবসানে, প্রাণী যেমন উষার মোহিনী মূর্ত্তি দর্শনে আত্মবিস্মৃত হয়, প্রভাতের বিমুক্ত-সমীরণে গাত্রনির্ব্বাণ লাভ করে, উর্ব্বশীও তদ্রূপ তাহার তমোময়ী মূর্চ্ছার অবসানে, নবীনপ্রভাতে যেন নবজীবন লাভ করিয়া, এক অদৃষ্টপূর্ব্ব নূতন স্বর্গের দর্শন পাইল। মহাকবির এই অভুক্ত নূতন স্বর্গের নিকট মহেন্দ্রের সেই পুরাতনী, ভুক্তপূর্ব্ব অমরাবতীও তুচ্ছ! উর্ব্বশী অবশ-হৃদয়ে যেন কার অঙ্গুলী সঙ্কেতে সেই নূতন স্বর্গে প্রবেশ করিল। কিন্তু সেই স্বর্গসুখ-ভোগ তাহার অদৃষ্টে বিধাতা ঘটিতে দিলেন না। চিত্ররথ—উর্ব্বশীকে লইয়া যাইতে স্বর্গ হইতে আসিয়াছেন, দেবরাজ তাহাকে স্মরণ করিয়াছেন,—আর থাকিবার উপায় নাই, উর্ব্বশী ব্যথিত-হৃদয়ে পুরূরবাকে ছাড়িয়া চিত্ররথের সঙ্গে স্বর্গে চলিল। একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে পতিগৃহবাসিনী কন্যা যখন পিত্রালয়ে যায়, তখন তাহার চিত্তের ন্যায় উর্ব্বশীর চিত্ত, উর্ব্বশীর আন্তর-দেহ, সূক্ষ্মদেহ ঐ লতাবিটপে হার জড়াইবার ছলে সংসক্ত হইয়া, চিরকালের মত মর্ত্ত্যের মহীপতি পুরূরবার পার্শ্বে পড়িয়া রহিল, আর তাহার স্থূলদেহ, চিত্ররথের সঙ্গে স্বর্গাধিপতির সদনে প্রস্থিত হইল।

উর্ব্বশী স্বর্গে গেল বটে, কিন্তু তাহার প্রাণ ত মর্ত্ত্যে রাখিয়া গিয়াছে, সুতরাং সে অধিক দিন স্বর্গবাস করিতে পারিল না; সত্বরই আবার মর্ত্ত্যে ফিরিতে হইল। মনই স্বর্গ, মনই নরক। যদি মনের মত বস্তুলাভ ঘটে, তবে আর স্বর্গের প্রয়োজন কি? বিশেষতঃ কবির স্বর্গ—কবির সৃষ্ট পাত্রের হৃদয়। কবি স্থূল স্বর্গ অপেক্ষা সূক্ষ্মস্বর্গরূপী নর-নারীর হৃদয়কে অধিক ভালবাসেন। তাই কালিদাস স্থূল-স্বর্গ বাসিনী উর্ব্বশীকে পুরূরবার সূক্ষ্ম স্বর্গ-রূপী হৃদয়ের অন্বেষণের নিমিত্ত আবার মর্ত্ত্যের দিকে লইয়া আসিলেন।

উর্ব্বশীর মূর্চ্ছার সময়ে রাজা তাহাকে দেখিয়াছেন; তার পর লতাবিটপলগ্না একাবলীর বিমোচনকালে সেই বককণ্ঠী চটুলনেত্রা উর্ব্বশীকে আর একবার রাজা দেখিয়াছেন; মধ্যে উর্ব্বশীর সহিত—কখনও বা তদীয়া সখী চিত্রলেখার সহিত রাজার কথাবার্ত্তাও হইয়াছে। কিন্তু উর্ব্বশীর ভাগ্যে ত তাহা ঘটে নাই। প্রথমতঃ ত্রাস পরে মূর্চ্ছা, শেষে যদিও বা মূর্চ্ছাপগম ঘটিয়াছিল, কিন্তু আতঙ্কে প্রাণ তখনও আকুল ছিল, তার পর যখন সময় আসিল, তখনই হঠাৎ বিঘ্নরূপী চিত্ররথ আসিয়া সব মাটী করিয়া দিলেন। অকস্মাৎ আগত গুরুজনের দর্শনে সম্মিলিত নবদম্পতির সৌভাগ্য-দীপ অসময়ে নির্ব্বাপিত হইল। চিত্ররথ রাজার নিকট হইতে উর্ব্বশীকে যেন ছিনাইয়া লইয়া তিরোহিত হইলেন। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে কিন্তু উর্ব্বশী বিশেষভাবে রাজাকে দেখিতে বা রাজহৃদয়ের প্রণয়-গতির বৈচিত্র্য উপভোগ করিতে অবসর

পায় নাই। তাই কবি এবার স্বর্গ হইতে উর্ব্বশীকে আনিয়া অন্তরালে দাঁড় করাইলেন এবং উর্ব্বশী হৃত-চিত্ত রাজার তদানীন্তন অবস্থা দেখাইতে লাগিলেন।

সুন্দর বসন্তকাল। সমস্ত উদ্যান যেন কেমন একটা অভিনব উল্লাসে বিভোর। বিরহ-খিন্ন রাজা পুরূরবা রাজকার্য্য সম্পন্ন করিয়া, কিয়ৎকালের জন্য একবার সেই সকৃদ্দৃষ্টা উর্ব্বশীর চিন্তা করিতে প্রমোদ-বনে আসিয়াছেন। সেই উপবনে একটি মাধবী লতা-মণ্ডপ আছে,—নীলকান্ত-মণিরাশির দ্বারা তাহার মধ্যস্থল বিমণ্ডিত। উন্মত্ত ষট্‌পদের পদতাড়নে লতাকুঞ্জ হইতে রাশি রাশি কুসুমের বৃষ্টি হইতেছে, আর উর্ব্বশী-বল্লভ পুরূরবা সেই স্থানে তাপিত হৃদয়ের শান্তিকামনায় বসিয়া আছেন, সঙ্গে নিত্যসহচর বিদূষক। যে স্থানে প্রবেশমাত্রে হৃদয়ে কত পুরাতন কথা জাগিয়া উঠে, জীবনের কত বিস্মৃত স্বপ্নের কঙ্কালময়ী কাহিনী একটি একটি করিয়া মনে পড়ে, আজ বিরহদাব-দগ্ধ পুরূরবা তাদৃশ উদ্দীপক স্থানে উপনীত! ঔষধ-ভ্রমে তিনি কুপথ্য-সেবনে উদ্যত। তাঁহার রাজকার্য্য-ব্যাকুল অন্তঃকরণে যে অনল স্ফুলিঙ্গাকারে ছিল, এইক্ষণ তাঁহার ভাবনান্তর-বিমুক্ত হৃদয়ে সেই অনল প্রচণ্ড দাবানলের আকার ধারণ করিল। ইহজন্মে উর্ব্বশীর সহিত আর দেখা হইবে না—ভাবিয়া রাজা কত বিলাপ করিতেছেন, আর পার্শ্বে, তিরস্করণী বিদ্যার প্রভাবে লোক-নয়নের অদৃশ্যা উর্ব্বশী দণ্ডায়মানা। সে রাজার সমস্ত ব্যাপার দেখিতেছে, সমস্ত কথা শুনিতেছে। পূর্ব্বে সেই প্রথমবারে,—উর্ব্বশীর যে আশা অপূর্ণ ছিল, এবার অপ্সরাকুলকমলিনী তাহা পূরাইয়া লইতেছে।

পুরূরবা যখন প্রায় উন্মত্ত, উর্ব্বশীর বিরহানলে ভস্মীভূত হইবার মতন, তখন দিব্যকান্তি-পরিগ্রহ পূর্ব্বক ব্যগ্র ভাবে উর্ব্বশী রাজার সমক্ষে উপস্থিত হইল। অনেক দিন পরে আকাঙ্ক্ষিত-লাভে উভয়েরই পরম প্রীতি জন্মিল। কবি এই ভাবে, দ্বিতীয়বার রাজার সহিত উর্ব্বশীর মিলন করাইলেন। পুরাণকর্ত্তৃগণ এই সকল স্থলে, যে সমুদয় সুদীর্ঘ ঘটনার সুদীর্ঘতম বর্ণন করিয়াছেন, কালিদাস অতি-কৌশলে তাহা সংশোধিত করিয়া লইলেন।

উর্ব্বশী রাজার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছে মাত্র, ইতিমধ্যেই স্বর্গ হইতে দেবদূত উর্ব্বশীকে পুনরায় স্বর্গে লইয়া যাইবার নিমিত্ত উপস্থিত হইল। স্বর্গাধিপতির আদেশ অপরিহার্য্য, উর্ব্বশী তাহার প্রেমরসময় হৃদয়খানি পুরূরবার চরণে যেন গচ্ছিত রাখিয়া, হৃদয়শূন্য-বক্ষে স্বর্গরাজের সভায় যাত্রা করিল। প্রতিহতাকাঙ্ক্ষ পুরূরবা এবার সত্যই পাগলপ্রায় হইলেন, হৃদয়ের উর্ব্বশী-লালসা সহস্রগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। মহাকবি এই ভাবে রাজা এবং উর্ব্বশীর প্রণয়ের ক্রমস্ফূর্ত্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক শেষে এক অনির্ব্বচনীয় চিত্রের অঙ্কন করিয়া সামাজিকদিগকে বিস্ময়-বিমুগ্ধ ও রস-সাগরে নিমগ্ন করিলেন।

কবি তৃতীয় অঙ্কে রাজা, বিদূষক ও প্রধান-মহিষী অর্থাৎ পাটরাণী দেবী ঔশীনরীকে এক মণিময় প্রাসাদে সমবেত করিয়াছেন। দেবী ঔশীনরী কাশী-রাজের দুহিতা, উদার-হৃদয়া; তিনি রাজার সহিত—তাঁহার ইহ-পরকালের দেবতার সহিত শেষ সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। মহারাণী একটি বড় ব্রত লইয়াছিলেন, আজ তাহার উদ্‌যাপনের দিন। ব্রতের নাম "প্রিয়-প্রসাদন।" রাজাকে সম্মুখে রাখিয়া, আকাশে পূর্ণিমার চন্দ্রকে সাক্ষী রাখিয়া,—রাণী আজ এই ব্রত উদ্‌যাপন করিবেন। এ দিকে উর্ব্বশীও ভরতমুনির অভিশাপে স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া—ঐ মণিময় প্রাসাদে আসিয়া উপস্থিত। মায়ার প্রভাবে অন্যের অদৃশ্যা।

এক দিকে নিষ্কাম-হৃদয়া পাটরাণীর ত্যাগের পরাকাষ্ঠা, প্রাণাধিক প্রিয়তম রাজার প্রীত্যর্থে ইহকালের সর্ব্বসুখে জলাঞ্জলি, অন্যদিকে ভোগের মূর্ত্তি উর্ব্বশীর সকামহৃদয়ের ভোগলালসার পরাকাষ্ঠা,—এই দুই পরস্পরবিরোধিনী মূর্ত্তি দর্শকদিগের সমক্ষে দাঁড় করাইয়া, কবি দেখাইয়াছেন যে, ত্যাগেই জয়, ভোগে পরাজয়; ত্যাগেই সুখ, ভোগে অনন্ত দুঃখ। নিবৃত্তির মূর্ত্তি দেবী ঔশীনরী ও প্রবৃত্তির মূর্ত্তি উর্ব্বশী—দুইটিকে পরস্পর সম্মুখীন করিয়া কবি এক অপূর্ব্ব সৃষ্টিনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। প্রবৃত্তির কোথাও সুখ নাই। তাহার সাক্ষী—উর্ব্বশী। তাহার একবার স্বর্গে, একবার মর্ত্তে গতাগতি করিতেই

বটে, কিন্তু নিজে যে অপরাজের মদনাসুরের কবলে পতিত হইলেন, ইহা তখন বুঝিতে পারেন নাই। অথবা তিনি কেন, পৃথিবীতে এমন অতি অল্প ব্যক্তিই আছেন, যাঁহারা সময়ে—আত্মপতন বুঝিতে পারেন। রাজা প্রাণ দিয়া উর্ব্বশীকে ভালবাসিয়াছিলেন। স্বর্গের অপ্সরা রাজার হৃদয় সর্ব্বসাকল্যে হরণ করিয়াছিল। রাজার অগাধ প্রেম-পূর্ণ অন্তঃকরণ যখন উর্ব্বশীর দিকে হেলিয়া পড়িল, তখন উর্ব্বশী ত্রিলোকপ্রার্থিত স্বর্গের কথা পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছিল। যাঁহার কৃপায় অপ্সরা উর্ব্বশীর অস্তিত্ব, সেই নারায়ণ পুরুষোত্তমের নাম করিতে গিয়া পুরূরবা বলিয়া বসিয়াছিল। রাজার প্রাণের টানে সে এতই বিহ্বল,—আত্মবিস্মৃত হইয়াছিল! যদি সত্য সত্যই প্রাণ দিতে পারা যায়, তবে এমন কেহই নাই, যাহাকে আপন করা না যায়। মর্ত্তের পুরূরবা সমস্ত প্রাণটা উর্ব্বশীর জন্য ঢালিয়া দিয়াছিলেন, স্বর্গের উর্ব্বশীও তাঁহার 'আপনার' হইল। মহাকবির অনুকম্পায় দেখিলাম, আত্মোৎসর্গে অসম্ভবও সম্ভব হয়; দেবতাকেও মানুষের মত ঘরে বাঁধিয়া রাখা যায়।

কবি, রাজাকে প্রথম প্রথম উর্ব্বশীর নিকটে অধিকক্ষণ রাখেন নাই। উর্ব্বশী তাঁহার পাশে আসিতে না আসিতেই স্বর্গের দেবদূত আসিয়া তাহাকে, একটা-না-একটা কাজের ছুতা করিয়া লইয়া যায়। ভাল করিয়া, প্রাণ ভরিয়া দেখা আর রাজার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। তার পর, অনেক দিন পরে যদিও উর্ব্বশীর সহিত রাজার সাক্ষাৎকার ঘটিল, আর অমনই উভয়ে ভোগের পরমতীর্থ গন্ধমাদন পর্ব্বতে চলিয়া গেলেন; কিন্তু সে স্থানেও তাঁহাদের মিলন স্থায়ী হইল না। আবার উর্ব্বশীর অভাব ঘটিল। মানিনী অপ্সরা অভিমানভরে কোথায় লুকাইল। তাহার প্রাণ রাজার পার্শ্বে পড়িয়া রহিল, আর প্রাণশূন্য উর্ব্বশী অচেতন লতার রূপ ধারণ করিল। স্বর্গচ্যুতা কামিনীর কি শোচনীয় পরিণাম!

রাজার চরিত্র এতই কোমল যে, তাঁহাকে অনেকটা নারীধর্ম্মাক্রান্ত পুরুষ বলিলেও চলে। তিনি এত বড় পৃথিবীর শাসন-কার্য্যভার মন্ত্রি-পরিষদের উপর ন্যস্ত করিয়া কেবল আত্মপ্রসাদবাসনায় উর্ব্বশীর নির্দ্দেশমতে গন্ধমাদন বনে চলিয়া গেলেন। ইহা তদীয় রাজচরিত্রের অনুকূল হয় নাই। তিনি উর্ব্বশীকে পাইয়া ঔশীনরীর ন্যায় দেবী পত্নীকে ঝটিতি বিস্মৃত হইলেন, ইহাও তাঁহার প্রণয়সর্ব্বস্ব হৃদয়ের উপযুক্ত হয় নাই। ক্রমে তিনি নামতঃ পুরূরবা রহিলেন বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ হইলেন—উর্ব্বশীর ছায়া। যখন কুমারবনে মানিনী উর্ব্বশী লতারূপিণী হইল, আর রাজা তাহা না জানিয়া উর্ব্বশীর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, একেবারে পাগল হইয়া ছুটাছুটি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখনকার বৃত্তান্ত সত্য সত্যই পাষাণ-বিদারক! রাজার সেই উন্মাদাবস্থার বর্ণনা পাঠ করিলে অতিবড় পাষাণও বিগলিত হয়। মনে হয়, অমন একাগ্রতা ছিল বলিয়াই তাঁহার জন্য স্বর্গ-বিহারিণী উর্ব্বশী স্বর্গের মায়া ছাড়িতে পারিয়াছিল। তাঁহার হৃদয় যে উপাদানে গঠিত, তাহার যদি এক ভগ্নাংশও প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে স্বর্গ ত তুচ্ছ, স্বর্গাধিক অন্য কোন পদার্থ যদি থাকে, তবে তাহাও পরিত্যাজ্য।

বিরহোন্মত্ত মহীপতি বনের প্রতি বৃক্ষে, প্রতি লতায়, প্রতি কুসুমে উর্ব্বশীর সন্ধান করিতেছেন। মিলনকালে উর্ব্বশী একাকিনী ছিল, আজ এই বিরহকালে সে যেন শতমূর্ত্তি হইয়া রাজ-নয়নে ইতস্ততঃ প্রতিভাত হইতে লাগিল। রাজা যাহা কিছু দেখেন, তাঁহার মনে হয়, সে সবই যেন তাঁহার উর্ব্বশী। বিরহের এমন সুন্দর চিত্র—উন্মাদের এমন প্রকট ছবি অন্যত্র বিরল।

দয়াবতী বীণাপাণি তাঁহার কল্পনার অক্ষয় ভাণ্ডারের দ্বার বুঝি উন্মুক্ত করিয়া কালিদাসের সমক্ষে ধরিয়াছিলেন, কবি সেই অফুরন্ত ভাণ্ডারের অফুরন্ত কল্পনার প্রভাবে যখন যেটি ধরিয়াছেন, সেইটিকেই তখন সর্ব্বোত্তম করিয়া তুলিয়াছেন। আসমুদ্র ধরণীর অধীশ্বর—তরু-লতা-পশু-পক্ষী বন-জঙ্গল-পাহাড়-পর্ব্বত—সকলের নিকট তাঁহার ব্যথিত হৃদয়ের জন্য সমবেদনার মুষ্টিভিক্ষা করিতেছেন, তিনি কখনও বসিতেছেন, কখনও কৃতাঞ্জলিপুটে ভিক্ষা চাহিতেছেন, কখনও বা অগ্রপদে দণ্ডায়মান হইয়া সরসী-বক্ষঃ-প্রতিবিম্বিত তরঙ্গচঞ্চল শতদলের মূর্ত্তি দর্শন করিয়া প্রিয়াভ্রমে ধরিতে ছুটিতেছেন! ময়ূর-ময়ূরী, ভ্রমর-ভ্রমরী, হরিণ-হরিণী, করি-করিণী—সব স্থির-নয়নে উন্মত্ত

নরনাথের কার্য্যাবলী অবলোকন করিতেছে। যেন সমস্ত বনস্থলী একটা বিষম বেদনায় সত্যই "অন্তঃ-স্তম্ভিত-বাষ্প-বৃত্তি" হইয়াছে। রাজার আজ অন্তর-বাহির সর্ব্বত্রই উর্ব্বশী। বিরহের এমন চিত্র সংস্কৃত অন্য কোন নাটকে নাই।

যখন উর্ব্বশী লতারূপ-বিচ্যুত হইয়া রাজার সহিত মিলিত হইল এবং জিজ্ঞাসা করিল—"মহারাজ! তুমি কি ভাবে রাজধানীতে যাইতে অভিলাষ কর", তখন রাজা বলিলেন—"চল উর্ব্বশী! আকাশবিহারিণী তুমি, আজ তোমায় আমায় এক হইয়া—একেবারে মিশিয়া গিয়া আকাশপথে উভয়ে উড়ি। তুমি মেঘময়ী হও, আমি তোমায় অবলম্বন করিয়া মেঘলোক দিয়া যাই। যে মেঘে অচিরপ্রভার পতাকা পরিশোভিত, সুরম্য ইন্দ্রধনুর নয়ন-রঞ্জন আলেখ্যে যে মেঘের কলেবর সুরঞ্জিত, সেই নবীন মেঘ-ময় বিমানে আমাকে লইয়া চল। খেল-গমনে! তুমি ত কত খেলাই খেলিলে, আজ একবার মেঘের খেলা খেল।"

অনেক দুঃখ-কষ্টের পর, উন্মাদ-লাঞ্ছনার পর,—দুই জনের আবার মিলন ঘটিয়াছে। অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে। আজ সম্মিলিত দম্পতির—পুরূরবা ও উর্ব্বশীর যে সুখ, যে উল্লাস, তাহা মর্ত্তের নহে। মর্ত্তে অত সুখ, অত উল্লাস জন্মে না, জন্মিলেও ক্ষণকাল বৈ থাকে না। উহা স্বর্গের বস্তু। নির্ম্মল সুখ, নিরাবিল উল্লাস স্বর্গের সম্পদ। উর্ব্বশী-পুরূরবার হৃদয়ে আজ সেই স্বর্গ সম্পদ উদিত হইয়াছে। ধরায় ও সম্পদের স্থান নাই। মাটীর ক্ষিতিতে উহার উৎপত্তি হয় না। যদিও বা জলবুদ্বুদের ন্যায় উহার ক্ষণিক উৎপত্তি কদাচিৎ ঘটে, কিন্তু পরক্ষণেই পৃথিবীর উষ্ণদাহে উহা ঝলসিয়া যায়; তাই কবি আজ উর্ব্বশী পুরূরবাকে—উপর দিয়া,—পৃথিবীর নামগন্ধও যেখানে পৌছিতে পারে না, ততটা উপর দিয়া লইয়া চলিলেন। আনন্দময়ী মিলিত-মূর্ত্তি অনেক উপর দিয়া চলিল, আর পাপতাপপূর্ণ পৃথিবী তাহার অনেক নিম্নে পড়িয়া রহিল। আনন্দে—মোহে—অবশ হইয়া, যেন এক হইয়া, দুইটি প্রাণ একপ্রাণে পরিণত হইয়া আকাশপথে ছুটিল, আর জড় জগৎ,—পঙ্কিল সংসার তাহার নীচে পড়িয়া রহিল। এই আকাশপথে উর্ব্বশী-পুরূরবার জলদযানে রাজধানীতে প্রতিগমনের কল্পনায় যে ছবির উন্মেষ, রঘুবংশের ত্রয়োদশে রাম-সীতার পুষ্পকরথে লঙ্কা হইতে অযোধ্যায় প্রতিগমনে সেই ছবির প্রাণপ্রতিষ্ঠা। এই বর্ণনায় কালিদাস তাঁহার স্বর্গমর্ত্তব্যাপিনী কল্পনাশক্তির যে অদ্ভুত লীলাতরঙ্গ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা ভাবিলেও চমৎকৃত হইতে হয়; কবির উদ্দেশে মস্তক নত হইয়া আসে।

পুরূরবার চরিত্রে একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, যখনই কোন ক্ষেত্র উপস্থিত হইয়াছে, তখনই রাজা দেখাইয়াছেন যে, তিনি তাঁহার হৃদয়েশ্বরীর জন্য সমস্ত ত্যাগ করিতে পারেন। রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, ধন, মান, প্রাণ,—উর্ব্বশীর তুলনায় এ সমস্তই তাঁহার নিকট অতি নগণ্য, তৃণের ন্যায় তুচ্ছ। প্রণয়ের ইহা এক বিচিত্র অবস্থা। এ অবস্থা সকল প্রণয়ে ঘটে না বা সকলের ভাগ্যে ঘটে না। প্রণয়ীর সখা কালিদাস বিক্রমোর্ব্বশী নাটকে প্রণয়ের এই অপরূপ মূর্ত্তি অঙ্কন করিয়া তাঁহার উপাস্য বাগ্‌দেবতার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন, দেবভাষাকে অমূল্য অলঙ্কারে সজ্জিত করিয়াছেন।

রাজা পুরূরবাকে আদর্শপুরুষ বলিয়া স্বীকার করিতে না পারিলেও, তাঁহার এই অলৌকিক প্রণয়ের ও অমর-দুর্লভ হৃদয়ের শতমুখে প্রশংসা করিতে আমরা বাধ্য।

বিবরণ। **প্রতিষ্ঠান**—এলাহাবাদে বেণীঘাটের পরপারে গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থলে—রাজা পুরূরবার প্রাচীন রাজধানী। এইক্ষণ ঐ স্থলে "ঝুষি" নামে এক আয়তন এবং "পুরূরবার কেল্লা"—নামে কতকগুলি প্রাচীন স্তূপাদি পরিদৃষ্ট হয়। ব্রহ্মপুরাণ এবং লিঙ্গপুরাণানুসারে দেখা যায় যে, রাজা পুরূরবা প্রয়াগরাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন,—তখন তাঁহার রাজধানী ছিল প্রতিষ্ঠান নগরী, বর্ত্তমান ঝুসিতে। নহুষ, যযাতি, পুরু, দুষ্মন্ত এবং ভরত প্রভৃতি প্রাচীন পৌরাণিক নৃপতিবৃন্দ এই নগরে রাজত্ব করিয়াছেন। কূর্ম্ম ও অগ্নিপুরাণ এবং মহাভারতের বনপর্ব্ব প্রভৃতিতে এই প্রতিষ্ঠান নগরের বিস্তৃত ইতিবৃত্ত আছে। রামায়ণানুসারে এই নগর চন্দ্রবংশীয় রাজা ইল কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। এখনও ইহার চারিধারে 'হংসপ্রপতন' 'উর্ব্বশী-তীর্থ' প্রভৃতি বহু তীর্থের সন্ধান পাওয়া যায়। এখনও সহস্র সহস্র যাত্রী 'ঝুসি-মঠ' দেখিতে গিয়া থাকেন। স্থানটি দ্রষ্টব্য। (N.L.D.)

গন্ধমাদন—কৈলাস-নামক পর্ব্বতমালার একাংশের নাম (N. L. D.)। কালিকাপুরাণ ৮২ অধ্যায়ে গন্ধমাদনকে কৈলাসের দক্ষিণদিগবর্ত্তী অংশ বলা হইয়াছে। বরাহপুরাণ ৮ অধ্যায় এবং মহাভারত বনপর্ব্ব, অধ্যায় ১৪৫, ১৫৭, শান্তিপর্ব্ব, অধ্যায় ৩৩৫ অনুসারে বদরিকাশ্রম এই গন্ধমাদনে অবস্থিত। গড়োয়াল রাজ্যের যে পর্ব্বতমালা হইতে অলকানন্দা প্রবাহিত হইয়াছেন, তাহার সেই অংশকেও গন্ধমাদন বলা হইয়া থাকে। এই পর্ব্বতের একাংশ বীর হনুমান্ লক্ষ্মণের পুনরুজ্জীবনার্থ দক্ষিণ-ভারতের রামেশ্বরে লইয়া গিয়াছিলেন বলিয়া অদ্যাপি তথায় একটি উচ্চস্থান প্রদর্শিত হইয়া থাকে। লেখক স্বয়ং সেই স্থান পরিদর্শন করিয়াছেন।

দ্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিকা

মঙ্গলাচরণম্ অবতরণিকা চ

চতুর্ম্মুখমুখাম্ভোজবন-হংসবধূর্ম্ম।
মানসে রমতাং নিত্যং সর্ব্বশুক্লা সরস্বতী॥ ॥ ১ ॥
শ্রীপুরাণপুরুষং পুরাতনং পদ্মসম্ভবমুমাসুতং মযা।
সুপ্রণম্য সুভগাং সরস্বতীং বিক্রমার্কচরিতং বিরচ্যতে॥ ॥ ২ ॥
শ্রীকৈলাসশৈলশিখরে সমাসীনং পরমেশ্বরং জগদম্বিকা সমবদৎ।
বেদশাস্ত্রবিবাদেন কালো গচ্ছতি ধীমতাম্।
ইতরেষান্তু মূর্খাণাং নিদ্রযা কলহেন বা॥ ॥ ৩ ॥
ইত্যুক্ত্বা কালাপযনার্থং কাপি সকললোকচিত্তচমৎকারিণী কথা কথনীয়েতি।
ততঃ পরমেশ্বরঃ পার্ব্বতীং প্রত্যাহ ভোঃ! প্রাণেশ্বরি! শ্রূযতাম্॥
সকলহৃদযহারিণী কথা ময়া কথ্যতে। ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ ৪—চতুর্ম্মুখমুখাম্ভোজবন হংসবধূঃ (চতুর্ম্মুখস্য ব্রহ্মণঃ মুখান্যেব অম্ভোজবনানি পদ্মবনানি তত্র হংসবধূঃ হংসীস্বরূপা।) সর্ব্বশুক্লা (শুদ্ধসত্ত্বময়ী) সরস্বতী মম মানসে (মনসি মানসসরোবরে চ) নিত্যং রমতাং (আবির্ভূয় তিষ্ঠতু) ॥ ১ ॥

শ্রীপুরাণপুরুষম্ (আদিপুরুষম্ নারায়ণম্) পুরাতনম্-সর্ব্বেষামাদিভূতম্ মহাদেবম্) পদ্মসম্ভবম্ (পদ্মযোনিম্ ব্রহ্মাণম্) উমাসুতম্ (গণেশম্) সুভগাম্ সরস্বতীম্ চ সুপ্রণম্য ময়া বিক্রমার্কচরিতম্ (বিক্রমাদিত্যচরিতকথা) বিরচ্যতে ॥ ২ ॥

ধীমতাং (বুদ্ধিমতাং) বেদশাস্ত্রবিবাদেন (বেদশাস্ত্রস্য তত্ত্ববিচারেণ) কালঃ গচ্ছতি, ইতরেষান্তু মূর্খাণাং নিদ্রয়া কলহেন বা কালঃ গচ্ছতি ॥ ৩ ॥

বঙ্গার্থ।—চতুর্ম্মুখের মুখরূপ-কমলবন বিহারিণী হংসী সর্ব্বাঙ্গ-শুভ্রা দেবী সরস্বতী আমার মানসসরোবরে নিয়তই বিরাজ করিতে থাকুন্ ॥ ১ ॥

আমি আদিপুরুষ বাসুদেব, চিরন্তন পুরুষ মহাদেব, কমলজাত ব্রহ্মা, উমাপুত্র এবং শুভদায়িনী সরস্বতীকে প্রণাম করিয়া মহারাজ বিক্রমাদিত্যের চরিত্র বর্ণনা করিতেছি ॥ ২ ॥

একদিবস দেবী জগদম্বিকা পরমশোভাসম্পন্ন কৈলাসাচলের শিখরদেশে সমাসীন পরমেশ্বর দেবদেব মহাদেবকে বলিলেন, দেব! বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ বেদ-শাস্ত্রালোচনার বিবাদেই কালযাপন করিয়া থাকেন এবং মূর্খগণ নিদ্রা ও কলহ দ্বারাই কালক্ষেপণ করিয়া থাকে। ॥ ৩ ॥

অতএব সদ্ভাবে কালযাপনের নিমিত্ত সকল লোকের চিত্ত চমৎকার জনক কোন আখ্যায়িকা বলাই কর্ত্তব্য। তদনন্তর মহাদেব পার্ব্বতীকে কহিলেন, হে প্রাণেশ্বরি! তবে শ্রবণ কর, আমি সকল লোকের হৃদয়হারিণী কথা কহিতেছি ॥ ৪ ॥

ভর্ত্তৃহরেবৈরাগ্যকথা

অস্তি সমস্তবস্তুবিস্মিতদেবা গুণপরাভূতপুরন্দরনিবাসা উজ্জয়িনী নাম নগরী। তত্র সামন্ত-সামন্তিনী-সিন্দুরারুণিত-চরণকমল-যুগলো ভর্ত্তৃহরির্নাম রাজাভূৎ সকলকলাপ্রবীণঃ সমস্তশাস্ত্রাভিজ্ঞশ্চ। তস্যানুজো বিক্রমাদিত্যনামা স্ববিক্রমপরিহৃতবৈরিবিক্রমোঽভূৎ ॥ ॥ ১ ॥

তস্য ভ্রাতুর্ভর্ত্তৃহরের্ভার্য্যা রূপলাবণ্যাদি-গুণবিনির্জ্জিত-সুরাঙ্গনা অনঙ্গসেনা নামাভূৎ ॥

তস্মিন্নগরে ব্রাহ্মণঃ কশ্চিৎ সকলশাস্ত্রবিচক্ষণঃ বিশেষতো মন্ত্রশাস্ত্রবিৎ পরং দরিদ্রো মন্ত্রানুষ্ঠানেন ভুবনেশ্বরীমতোষয়ৎ ॥

তুষ্টা সা ব্রাহ্মণমবাদীৎ ভো ব্রাহ্মণ তব মন্ত্রানুষ্ঠানেন ভক্ত্যা চ প্রসন্নাস্মি বরং বৃণীষ ॥ ॥ ২ ॥

ব্রাহ্মণেনোক্তম্, যদি মে প্রসন্নাসি তর্হি মাং জরামরণ-বর্জ্জিতং কুরুষেতি ॥

ততো দেব্যা দিব্যমেকং ফলং দত্ত্বা ভণিতঞ্চ ॥

ভোঃ পুত্র ফলং ভক্ষয়, জরামরণরহিতো ভবিষ্যসীতি। ॥ ৩ ॥

বঙ্গার্থ।—ভূমণ্ডলে উজ্জয়িনী নামে এক নগরী আছে, যাহার ঐশ্বর্য্যে দেবগণও বিস্মিত হইয়াছিলেন। যাহার অত্যুৎকৃষ্ট সৌন্দর্য্যে পুরন্দর-পুরী অমরাবতীও পরাভূত হইয়াছিল। সেই স্থানে "ভর্ত্তৃহরি" নামে এক রাজা ছিলেন; তাঁহার পাদপদ্মদ্বয় সততই সামন্ত-রাজপত্নীগণের মস্তকস্থিত সিন্দুর দ্বারা অরুণবর্ণ ধারণ করিত। তিনি সকল শাস্ত্রেই অভিজ্ঞ এবং সমস্ত কলাবিদ্যায় সুনিপুণ ছিলেন। বিক্রমাদিত্য নামে তাঁহার এক অনুজ ভ্রাতা ছিলেন, তিনি নিজ বিক্রমে শত্রুগণের পরাক্রম বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন। ॥ ১ ॥

ভর্ত্তৃহরির অনঙ্গসেনা নামে এক বনিতা ছিলেন, তাঁহার রূপলাবণ্যের গুণে সুরাঙ্গনাগণ লজ্জিত। সেই নগরে সকল কলাশাস্ত্রে নিপুণ, মন্ত্র-বিশারদ কোন দরিদ্র ব্রাহ্মণ মন্ত্র-সাধনা দ্বারা ভগবতী ভুবনেশ্বরীকে সন্তোষিত করেন। দেবী পরিতুষ্টা হইয়া ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "হে বিপ্রবর! তোমার মন্ত্র--সাধনায় ও ভক্তিতে আমি প্রসন্ন হইয়াছি, বর প্রার্থনা কর।" ॥ ২ ॥

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমাকে জরাবিহীন করিয়া অমর করুন।" তদনন্তর দেবী তাঁহাকে একটি দিব্য ফল প্রদান করিয়া কহিলেন, "পুত্র! তুমি এই ফল ভক্ষণ কর, তাহা হইলেই জরা-মরণ-বর্জ্জিত হইবে।" ॥ ৩ ॥

তদা ব্রাহ্মণস্তৎ ফলং গৃহীত্বা ভবনং প্রত্যাগত্য দেবতার্চ্চনাদিকং বিধায় যাবৎ ফলং ভক্ষয়তি তাবৎ মনস্যেবং বুদ্ধিরভূৎ কিমিতি অহং তাবদ্দরিদ্রঃ অমরো ভূত্বা কস্যোপকারং করিষ্যামি। পরং বহুকালং জীবিনাপি ভিক্ষাটনমেব কার্য্যম্। অতঃ পরোপকারিণঃ পুরুষস্য তৎফলং শ্রেয়সে ভবতি। যতঃ, যস্য বিজ্ঞানবিভবাদিগুণৈর্যুক্তঃ ক্ষণমপি জীবতি তস্যৈব জীবিতং সফলং ভবতি। তথা চোক্তম্— ॥ ৪ ॥

যজ্জীবতি ক্ষণমপি প্রথিতো মনুষ্যো বিজ্ঞানশৌর্য্যবিভবাদিগুণৈঃ সমেতঃ।
তৎ তস্য জীবিতফলং প্রবদন্তি সন্তঃ কাকোঽপি জীবতি চিরঞ্চ বলিঞ্চ ভুঙ্‌ক্তে ॥ ॥ ৫ ॥
যজ্জীব্যতে যশোধর্ম্মসহিতং তদ্ধি জীবিতম। বলিং কবলয়ন্ বিশ্যন্ চিরঞ্জীবতি বায়সঃ। ॥ ৫—ক ॥
যস্মিঞ্জীবতি জীবন্তি বহবঃ স তু জীবতি। বয়াংসি কিন্ন কুর্ব্বন্তি চঞ্চ্বা স্বোদরপূরণম্ ॥ ॥ ৬ ॥
ক্ষুদ্রাঃ সন্তু সহস্রশঃ স্বভরণব্যাপারপূর্ণোদরাঃ স্বার্থো যস্য পরার্থ এব স পুমানেকঃ সতামগ্রণীঃ।
দুষ্পূরোদরপূরণায় পিবতি স্রোতঃপতিং বাড়বা জীমূতস্তু নিদাঘসংহৃতজগৎসন্তাপবিচ্ছিত্তয়ে ॥ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—বিজ্ঞান-শৌর্য্য-বিভবাদিগুণৈঃ সমেতঃ প্রথিতঃ (বিখ্যাতঃ) মনুষ্যঃ যৎ ক্ষণমপি জীবতি সন্তঃ (সাধবঃ) তৎ তস্য জীবিতফলং (জীবনসার্থক্যং) প্রবদন্তি,অন্যথা কাকোঽপি চিরং জীবতি, বলিং (লোকদত্তম্ অন্নাদিকম্) ভুঙ্‌ক্তে চ ॥৫ ॥

যশোধর্ম্মসহিতং যৎ জীব্যতে (অর্থাৎ যস্মিন্ জীবতি যশো ধর্ম্মশ্চ রক্ষিতো ভবতি) তৎ হি জীবিতম্ (তজ্জীবনমেব সার্থকম্) বৈপরীত্যে অর্থান্তরন্যাসমাহ বলিং কবলয়ন্ (ভুঞ্জানঃ) বায়সঃ (কাকঃ) বিশ্যন্ চিরং জীবতি ॥ ৫—ক ॥

যস্মিন্ জীবতি (সতি) বহবঃ জীবন্তি, স তু (এব) জীবতি। পশ্য—বয়াংসি (পক্ষিণঃ) চঞ্চ্বা স্বোদরপূরণং কিং ন কুর্ব্বন্তি ॥ ৬ ॥

স্বভরণব্যাপার-পূর্ণোদ্যমাঃ (আত্মম্ভরয়ঃ) ক্ষুদ্রাঃ (ক্ষুদ্র হৃদয়াঃ) সহস্রশঃ (সহস্রাণি) সন্তু, কিন্তু যস্য পরার্থ এব (পরপ্রয়োজনম্) স্বার্থঃ (স্বীয়ং প্রয়োজনম্) সঃ (তাদৃক্) সতাম্ অগ্রণীঃ (সজ্জনাগ্রগণ্যঃ) পুমান্ একঃ (বিরলঃ)। তথাহি—বাড়বা (লক্ষণয়া বাড়বাগ্নিঃ) দুষ্পূরোদরপূরণায় (দুষ্পূরং দুঃখেন পূর্য্যতে যৎ উদরম্ তস্য পূরণায়) স্রোতঃপতিম্ (সাগরম্) পিবতি, কিন্তু জীমূতঃ (মেঘঃ) নিদাঘ-সংহৃত-জগৎসন্তাপ-বিচ্ছিত্তয়ে (নিদাঘেন গ্রীষ্মেণ সংহৃতম্ ধ্বস্তপ্রায়ম্ যৎ জগৎ তস্য সন্তাপস্য বিচ্ছিত্তয়ে নিবৃত্তয়ে) তম্ পিবতি ॥ ৭ ॥

বঙ্গার্থ।—তখন ব্রাহ্মণ সেই ফল গ্রহণ করিয়া নিজ ভবনে আগমন পূর্ব্বক দেবার্চ্চনাদি করিয়া যেমন ফল ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইলেন, অমনি তাঁহার মনোমধ্যে এইরূপ বুদ্ধির উদয় হইল যে, আমি ত দরিদ্র, অমর হইয়া কাহারই বা উপকার করিব? আবার বহুকাল বাঁচিয়া থাকিলেও ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইবে, অতএব পরোপকারী পুরুষেরই এই ফলভক্ষণে মঙ্গললাভ হইতে পারে। যেহেতু, যে ব্যক্তি বিজ্ঞ ও ঐশ্বর্য্যাদি-গুণসম্পন্ন, সে যদি ক্ষণমাত্রও জীবিত থাকে, তাহার জীবনই সফল হয় ॥ ৪ ॥

শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, বিজ্ঞান, শৌর্য্য ও বিভবাদি গুণান্বিত বিখ্যাত মানব যদি ক্ষণকালও জীবিত থাকে, তবে তাহাই তাহার জীবনের ফল, ইহা সাধুগণ বলিয়া থাকেন। কাকও বলি—পূজাদির দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া বহুদিন বাঁচিয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহার জীবনের সার্থক্য কি? আর যশ গুণ ধর্ম্মসহিত যে জীবন, তাহাকেই যথার্থ জীবন বলা যায়। নতুবা ক্লেশে জীবনযাপন করিয়া কাক দীর্ঘজীবন লাভ করিলেও তাহাকে সফল-জীবন বলা যায় না। আরও, যে ব্যক্তি বাঁচিয়া থাকিলে বহুলোক বাঁচিয়া থাকে, সেই ব্যক্তির জীবনই সার্থক। দেখ, পক্ষিগণও চঞ্চুদ্বারা নিজ উদরপূরণ করিয়া থাকে। তবে মনুষ্যের কেবল নিজদেহপূরণে ফল কি? যাহারা আপন ভরণ-পোষণ-ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকিয়া কেবল স্বীয় উদরমাত্র পূরণ করে, তাহারা ক্ষুদ্র ও নীচাশয়; এরূপ সহস্র সহস্র ব্যক্তি বিদ্যমান আছে। আর যাহার পরার্থই স্বার্থ, এরূপ সজ্জনাগ্রগণ্য পুরুষ অতি বিরল। দেখ, বাড়বানল আপন দুষ্পূরণীয় উদর-পরিপূরণার্থ সমুদ্রপান করিয়াও তৃপ্ত হয় না; আবার মেঘ, নিদাঘ-তাপে বিনষ্টপ্রায় জগতের তাপশান্তির নিমিত্ত সমুদ্র-বারি পান করিয়া থাকে ॥ ৫—৭ ॥

ইতি বিচার্য্য এতৎ ফলং রাজ্ঞে দীয়তে চেৎ স রাজা জরামরণবর্জ্জিতো-ভূত্বা সর্ব্বোপকারকর্ত্তা ভবিষ্যতীতি সঞ্চিন্ত্য তৎ ফলং গৃহীত্বা রাজ-সমীপমাগত্য—

অহীনাং মালিকাং বিভ্রৎ তথা পীতাম্বরং দধৎ।
হরো হরিশ্চ ভূপাল করোতু তব মঙ্গলম্॥ ॥ ৭—ক ॥

ইত্যাশীর্ব্বাদপূর্ব্বকং রাজহস্তে ফলং দত্ত্বাব্রবীৎ ভো রাজন্ দেবতাবর-প্রসাদলব্ধমিদমপূর্ব্বফলং ভক্ষয়। জরামরণবর্জিতো ভবিষ্যসি॥ ॥ ৮ ॥

রাজা তৎ ফলং গৃহীত্বা তস্মৈ বহূন্যগ্রহরাণি দত্ত্বা বিসৃজ্য বিচারয়তি স্ম অহো! মমৈতৎফলভক্ষণাদমরত্বং ভবিষ্যতি। মম অনঙ্গসেনায়ামতীব প্রীতিঃ। সা যদি ময়ি জীবত্যেব মরিষ্যতি তদা তস্যা বিয়োগদুঃখং সোঢ়ুং ন শক্নোমি। তস্মাদিদং ফলং মম প্রাণপ্রিয়ায়ৈ অনঙ্গসেনায়ৈ দাস্যামীত্যনঙ্গসেনাম্ আহূয় দত্তবান্॥

তস্যা অনঙ্গসেনায়াঃ কশ্চিন্মাথুরিকঃ প্রিয়তমো দাসোঽভূৎ সা চ বিচার্য্য তস্মৈ ফলং দদৌ। তস্য মাথুরিকস্য কাচিদ্দাসী প্রিয়তমা তস্যৈ স প্রাদাৎ। তস্যা অপি কস্মিংশ্চিদ্গোপালকে প্রীতিঃ সা তস্মৈ দত্তবতী। তস্যাপি কস্যাঞ্চিদ্গোময়ধারণ্যাং প্রীতিঃ সোঽপি তস্যৈ প্রাযচ্ছৎ। ॥ ৮—ক ॥

অন্বয়ঃ—হে ভূপাল! অহীনাং (হরপক্ষে সর্পাণাং হরিপক্ষে শ্রেষ্ঠাম্) মালিকাং (শ্রেণীম্ মাল্যঞ্চ) বিভ্রৎ (ধারয়ন্) তথা পীতাম্বরং দধৎ (হরিপক্ষে ইদং বিশেষণম্) হরঃ হরিশ্চ তব মঙ্গলং করোতু ॥৭—ক॥

বঙ্গার্থ।—ব্রাহ্মণ মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়া ভাবিলেন, যদি এই ফল রাজাকে প্রদান করা যায়, তাহা হইলে রাজা জরা-মরণবর্জ্জিত হইয়া সকলেরই উপকারসাধন করিতে পারিবেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই ফল লইয়া রাজ-সমীপে আগমন পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "হে ভূপাল! ভুজঙ্গমালা ধারী ত্রিলোচন এবং পীতাম্বরধারী নারায়ণ আপনার মঙ্গলবিধান করুন্।" ৭—ক ॥

এইরূপ আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক রাজার হস্তে ফল প্রদান করিয়া কহিলেন, "রাজন্! এই অপূর্ব্ব ফল আমি দেবতার বরপ্রসাদে লাভ করিয়াছি, আপনি ইহা ভক্ষণ করুন্, তাহা হইলে জরা-মরণবর্জ্জিত হইবেন।" ॥ ৮ ॥

রাজা সেই ফল গ্রহণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে বহুতর পুরস্কার প্রদানান্তে বিদায় দিয়া মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন যে, এই ফলভক্ষণে আমার অমরত্ব-লাভ হইবে; অনঙ্গসেনা আমার অতিশয় প্রীতি-পাত্রী, আমি বাঁচিয়া থাকিতে সে মরিলে আমি তাহার বিয়োগদুঃখ সহ্য করিতে সমর্থ হইব না। অতএব এই ফল আমি প্রাণপ্রিয়া অনঙ্গসেনাকে প্রদান করিব। এই ভাবিয়া অনঙ্গসেনাকে সেই ফল প্রদান করিলেন। মথুরাদেশজাত কোন দাস অনঙ্গসেনার অতি প্রিয়তম ছিল, অনঙ্গসেনা ঐ মাথুরিককে সেই ফল দিয়া ইহার সার্থকতা বোধ করিলেন। কোন দাসী আবার মাথুরিকের প্রিয়তমা ছিল, এজন্য সে সেই দাসীকে ঐ ফল উপহার দিল। সেই দাসী প্রণয়পাত্র কোন গোপালকে ঐ ফল দিয়া নিশ্চিন্ত হইল। গোপালকের কোন গোময়-ধারিণীর সহিত প্রণয় ছিল, সে তাহাকে ঐ ফল প্রদান করিল॥ ৮—(ক)॥

ততঃ সা গোময়ধারিণী গ্রামাদ্বহির্গোময়ং ধৃত্বা গোময়ভাজনং শিরসি নিধায় তদুপরি তৎ ফলং নিক্ষিপ্য যাবদ্রাজবীথ্যামাগচ্ছতি, তাবদ্রাজা ভর্তৃহরিঃ রাজকুমারৈঃ সহ বিহারার্থং বহির্গতঃ তস্যাঃ শিরসি গোময়াগ্রে স্থিতং ফলং দৃষ্ট্বা গৃহীত্বা গৃহমাগতঃ। ততো ব্রাহ্মণমাকার্য্য অবাদীৎ, ভো ব্রাহ্মণ! ত্বয়া যৎ ফলং দত্তং, তাদৃশমন্যৎ ফলমস্তি কিম্? ॥ ৯ ॥

ব্রাহ্মণেনোক্তম্, ভো রাজন্! তৎ ফলং দেবতাবরপ্রসাদলভ্যং দিব্যং, তাদৃশমন্যন্নাস্তি। রাজা তু সাক্ষাদীশ্বরঃ, তস্যাগে অনৃতং ন বাচ্যম্, স দেবতেব নিরীক্ষণীয়ঃ। তথা চোক্তম্,

সর্ব্বদেবময়ো রাজা ঋষিভিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
তস্মাৎ তং দেববৎ পশ্যন্ অলীকং ন বদেৎ সুধীঃ॥ ॥ ১০ ॥

ততো রাজ্ঞা ভণিতম্ তাদৃশং ফলং দর্শয়তি কাচিৎ তৎ কথং সম্ভবতি?
ব্রাহ্মণোঽবোচৎ, তৎ ফলং ভক্ষিতং বা ন বা। ॥ ১১ ॥

রাজাঽভণৎ, ন ময়া ভক্ষিতং মম প্রাণবল্লভায়ৈ অনঙ্গসেনায়ৈ দত্তম্।
ব্রাহ্মণেনোক্তম্, তাং পৃচ্ছত তৎ ফলং কিং কৃতমিতি।
ততো রাজা তামাকার্য্য তৎ ফলং কিং কৃতমিতি শপথং কারয়িত্বাঽপৃচ্ছৎ। ॥ ১২ ॥

অন্বয় ঃ—ঋষিভিঃ রাজা সর্ব্বদেবময়ঃ (সর্ব্বৈঃ দেবাংশৈঃ জনিতঃ) পরিকীর্ত্তিতঃ (কথিতঃ), তস্মাৎ হেতোঃ সুধীঃ তং (রাজানম্) দেববৎ পশ্যন্ অলীকং (মিথ্যা) ন বদেৎ (রাজসমীপে মিথ্যা-কথনম্ দেবসমীপে মিথ্যাকথনমিব নিরয়পাতহেতুঃ ইত্যর্থঃ) ॥ ১০ ॥

বঙ্গার্থ ঃ—এইরূপে রাজা হইতে ক্রমে গোময়-ধারিণীতে ঐ ফল আসিয়া পড়িলে এক দিন সেই গোময়-ধারিণী গ্রামের বহির্ভাগে গোময়পাত্র মস্তকে সংস্থাপিত করিয়া, তাহার উপরিভাগে ঐ ফল রাখিয়া যখন রাজমার্গে আসিতেছিল, তখন রাজা ভর্তৃহরি রাজকুমারগণের সহিত বিহারার্থ বহির্গত হইয়া গোময়-ধারিণীর মস্তকে গোময়ের উপর অবস্থিত সেই ফল দর্শন করিয়া তাহা গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। তদনন্তর ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "হে দ্বিজবর! আপনি যে ফল আমাকে দিয়াছিলেন, তৎসদৃশ অন্য ফল আছে কি?" ॥ ৯ ॥

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "হে রাজন্! সেই ফল দিব্য ও দেবপ্রসাদলব্ধ, তৎসদৃশ অন্য ফল নাই। রাজা সাক্ষাৎ ঈশ্বর, তাঁহার সম্মুখে মিথ্যাবাক্য বলা উচিত নয়, নরপতিকে দেবতার ন্যায় নিরীক্ষণ করা কর্ত্তব্য। শাস্ত্রে উক্ত আছে, রাজা সর্ব্বদেবময়, ইহা ঋষিগণ বলিয়াছেন, অতএব তাঁহাকে দেববৎ দর্শন করিয়া সুধী ব্যক্তি তাঁহার নিকট কখনই মিথ্যা বলিবেন না।" ॥ ১০ ॥

তদনন্তর রাজা বলিলেন, "কোন স্ত্রীলোকের নিকট সেই ফল দৃষ্ট হইল, ইহা কিরূপে সম্ভব হয়?"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আপনি সেই ফল ভক্ষণ করিয়াছিলেন কি?" ॥ ১১ ॥

রাজা বলিলেন, "আমি ভক্ষণ করি নাই, আমার প্রাণবল্লভা অনঙ্গসেনাকে তাহা দিয়াছি।" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন, তিনি সেই ফল লইয়া কি করিয়াছেন?" তৎপরে রাজা তাঁহাকে ডাকিয়া শপথ করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তুমি সেই ফল লইয়া কি করিয়াছ? ॥ ১২ ॥

তযোক্তম্ মাথুরিকায় দত্তমিতি। ততঃ স আকারিতঃ পৃষ্টঃ দাস্যৈ দত্তমিতি অকথযৎ। দাসী গোপালকায়, গোপালকো গোময়ধারিণ্যৈ। ততো রাজা চ প্রলপ্য পরমবিষাদং গত্বা পরং শ্লোকমপঠৎ।

রূপে মনোহারিণি যৌবনে চ বৃথৈব পুংসামভিমানবৃদ্ধিঃ।
নতভ্রুবাং চেতসি চিত্তজন্মা প্রভুর্যদেবেচ্ছতি তৎ করোতি ॥ ১৩ ॥

অহো স্ত্রীচিত্তং কেনাপি হর্তুং ন শক্যতে। তথা চোক্তম্,

অশ্বপ্লুতং মাধবগর্জ্জিতঞ্চ স্ত্রীণাং চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যম্।
অবর্ষণং চাপ্যতিবর্ষণঞ্চ দেবো ন জানাতি কুতো মনুষ্যাঃ ॥ ১৪ ॥

গৃহ্নন্তি বিপিনে ব্যাধা বিহঙ্গং চলতাস্থিতম্।
সরিদ্ধৃতবতী নাবং ন স্ত্রীণাং চপলাং গতিম্ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—মনোহারিণি রূপে যৌবনে চ পুংসাম্ অভিমানবৃদ্ধিঃ (মমাধিকং রূপম্ যবাহমিত্যাদিগর্ব্বাতিরেকঃ) বৃথৈব, যতঃ নতভ্রুবাম্ (কামিনীনাং) চেতসি প্রভুঃ (উন্মাদনাসমর্থঃ) চিত্তজন্মা (কামঃ) যৎ ইচ্ছতি তৎ করোতি (ন তস্য অকার্য্যমস্তি) ॥ ১৩ ॥

অশ্বপ্লুতম্ (কিয়তা বেগেন অশ্বো গচ্ছেৎ ইতি তম্) মাধবগর্জ্জিতম্ (বৈশাখে মেঘগর্জ্জনম্) স্ত্রীণাং চরিত্রম্ পুরুষস্য ভাগ্যম্ (ধনাগমাস্তদৃষ্টম্) অবর্ষণং (বৃষ্টেরভাবম্) অতিবর্ষণঞ্চ দেবঃ ন জানাতি (দেবেনাপি দুর্জ্ঞেয়ম্) মনুষ্যাঃ কুতঃ (মনুষ্যাণামজ্ঞেয়মিতি কিম্ বক্তব্যম্) ॥ ১৪ ॥

ব্যাধাঃ বিপিনে (বনে) চলতাস্থিতম্ (গতিশীলম্) বিহঙ্গম্ অপি গৃহ্নন্তি, সরিৎ (নদী) নাবম্ ধৃতবতী, কিন্তু স্ত্রীণাং চপলাং গতিম্ (চাঞ্চল্যং) ধর্তুং কোঽপি ন শক্নোতি ॥ ১৫ ॥

বঙ্গার্থ।—অনঙ্গসেনা বলিলেন, "আমি মাথুরিককে দিয়াছি", পরে মাথুরিককে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, "আমি দাসীকে দিয়াছি।" দাসীকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল যে, "আমি গোপালককে দিয়াছি," গোপালক বলিল, "আমি গোময়ধারিণীকে দিয়াছি।" তদনন্তর রাজা বহুবিলাপ করিয়া বিষম বিষাদ প্রাপ্ত হইলেন; পরে এই শ্লোকপাঠ করিলেন। মনোহর রূপ ও যৌবনের জন্য পুরুষগণের অহঙ্কার করা বৃথা। যেহেতু, রমণীগণের মনে মদন প্রভু হইয়া সকল প্রকার দুষ্কার্য্য সংঘটিত করিয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

কি আশ্চর্য্য! স্ত্রীগণের মনোহরণ করিতে কাহারও সামর্থ্য নাই। শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, অশ্বগণের প্লুতগতি, বৈশাখ মাসের মেঘগর্জ্জন, স্ত্রীগণের চরিত্র, পুরুষগণের ভাগ্য, অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টির সন্ধান দেবতারাও জানেন না, মনুষ্যেরা কিরূপে জানিতে পারিবে? ॥ ১৪ ॥

ব্যাধগণ বনমধ্যস্থিত চপল বিহঙ্গগণকেও ধারণ করিতে সমর্থ হয়, স্রোতস্বতী নদীমধ্যে নৌকা ধারণ করিতেও পারা যায়, কিন্তু নারীগণের চঞ্চলমানসের গতি স্থির করিতে কেহই সমর্থ হয় না ॥ ১৫ ॥

কিঞ্চ

বন্ধ্যাপুত্রস্য রাজ্যশ্রীঃ পুষ্পশ্রীর্গগনস্য চ।
স্যাদ্দৈবান্ন তু নারীণাং মনঃশুদ্ধির্মনাগপি ॥ ॥ ১৬ ॥

সুখদুঃখজয়ং যে হি জীবন্তি যোগিনঃ সদা।
মুহ্যন্তি তেঽপি নূনং ন হি বিদুশ্চেষ্টিতং স্ত্রিয়াম্ ॥ ॥ ১৭

অন্যচ্চ।

স্মরোৎসর্গমনুপ্রাপ্য বাঞ্ছন্তি পুরুষান্তরম্।
নার্য্যঃ সর্ব্বাঃ স্বভাবেন বদন্তীত্যমলাশয়াঃ ॥ ॥ ১৮ ॥

বিনাঞ্জনেন মন্ত্রেণ তন্ত্রেণ বিনয়েন চ।
বঞ্চয়ন্তি নরং নার্য্যঃ প্রজ্ঞাধনমপি ক্ষণাৎ ॥ ॥ ১৯

কুলজাতিপরিভ্রষ্টং নিকৃষ্টং দুষ্টচেষ্টিতম্।
অস্পৃশ্যং মরণপ্রাপ্তং মন্যে স্ত্রীণাং প্রিয়ং বরম্ ॥ ॥ ২০ ॥

অন্বয় ঃ—বন্ধ্যাপুত্রস্য রাজ্যশ্রীঃ (বন্ধ্যাপুত্রস্য রাজলক্ষীলাভঃ অলীকোঽপি) গগনস্য পুষ্পশ্রীঃ (আকাশে পুষ্পবিকসনম্—অনাধারে স্থিতিঃ দুর্ঘটাপি) দৈবাৎ (কদাচিৎ) সম্ভবেৎ, কিন্তু নারীণাং মনাগপি (ঈষদপি) মনঃশুদ্ধিঃ ন সম্ভবেৎ ॥ ১৬ ॥

যে যোগিনঃ সদা সুখদুঃখজয়ং (সুখং দুঃখঞ্চ জিত্বা) জীবন্তি (জীবিতং ধারয়ন্তি) তেঽপি নূনং (মন্যে) স্ত্রিয়াং (স্ত্রীণাম্) চেষ্টিতম্ (অভিপ্রায়ং ন হি বিদুঃ ॥ ১৭ ॥

সর্ব্বাঃ নার্য্যঃ (অবিশেষেণ সকলা এব রমণ্যঃ) স্বভাবেন স্মরোৎসর্গম্ অনুপ্রাপ্য (কামচরিতার্থতাং লব্ধা) পুরুষান্তরম্ (অন্যম্ পুরুষম্) বাঞ্ছন্তি ইতি অমলাশয়াঃ (সাধবঃ) বদন্তি ॥ ১৮ ॥

নার্য্যঃ অঞ্জনেন (রসাঞ্জনেন) মন্ত্রেণ তন্ত্রেণ (তান্ত্রিকবশীকরণাদ্যুপায়প্রয়োগেণ) বিনয়েন (আর্জ্জবেন চ) বিনাপি ক্ষণাৎ প্রজ্ঞাধনম্ (বুদ্ধিমন্তম্) নরম্ অপি বঞ্চয়ন্তি (বশীকুর্ব্বন্তি) ॥ ১৯ ॥

কুলজাতিপরিভ্রষ্টং (অকুলীনং কুজাতৌ চ জাতম্) নিকৃষ্টম্ (হীনস্বভাবম্) দুষ্টচেষ্টিতম্ (দুষ্কর্ম্মাণম্) অস্পৃশ্যম্ (চণ্ডালাদিকম্) মরণপ্রাপ্তম্ (মরণোন্মুখম) অপি জনম্ স্ত্রীণাং প্রিয়ং বরং (বরণীয়ং প্রীতিপাত্রম) মন্যে ॥ ২০ ॥

বঙ্গার্থ। বন্ধ্যাপুত্রের রাজলক্ষ্মী এবং আকাশের পুষ্পশোভা কখনও দৈবাৎ হইলেও হইতে পারে, কিন্তু নারীগণের অল্পমাত্রও মনঃশুদ্ধি কিছুতেই সংসাধিত হয় না ॥ ১৬ ॥

যে যোগিগণ সতত জীবনের সুখদুঃখ জয় করিয়া জীবনধারণ করেন, তাঁহারাও মোহিত হইয়া স্ত্রীগণের দুরভিসন্ধি বুঝিতে সমর্থ হন না ॥ ১৭ ॥

নির্ম্মলাশয় সাধুগণ কহিয়া থাকেন যে, নারীগণ স্মরকার্য্য-সম্পাদন করিয়া তৎক্ষণাৎ পুনর্ব্বার পুরুষান্তর আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে, ইহা সমস্ত নারীগণেরই স্বভাব ॥ ১৮ ॥

আর রমণীগণ অঞ্জন, মন্ত্র, তন্ত্র ও বিনয় ব্যতিরেকেও জ্ঞানবান্ পণ্ডিতদিগকে ক্ষণমধ্যেই বঞ্চনা করিয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

আর তাহাদের ভাল-মন্দের বিচার নাই, কুল ও জাতিহীন, নিকৃষ্ট, দুষ্কর্ম্মরত, অস্পৃশ্য ও মরণাপন্ন ব্যক্তিগণকেও তাহারা প্রিয়তম বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে ॥ ২০

গৌরবেষু প্রতিষ্ঠাসু গুণেষু সাধুগোষ্ঠিষু।
ধৃতা নাপি বিসৃজ্যন্তি দোষমঙ্কে স্বয়ং স্ত্রিয়ঃ ॥ ॥ ২১ ॥

নার্য্যো হসন্তি চ রুদন্তি চ বিত্তহেতোর্বিশ্বাসয়ন্তি চ নরং ন তু বিশ্বসন্তি।
তস্মান্নরেণ কুলশীলবতা সদৈব নার্য্যঃ শ্মশানসুমনা ইব বর্জনীয়াঃ ॥ ॥ ২২ ॥

ন বৈরাগ্যাৎ পরং ভাগ্যং ন বোধাৎ পরমঃ সখা।
ন হরেরপরস্ত্রাতা ন সংসারাৎ পরো রিপুঃ ॥

ইত্যেতানি পদ্যানি পঠিত্বা পরমং বৈরাগ্যং গতো বিক্রমার্কং রাজ্যে
ঽভিষিচ্য স্বয়ং বনং জগাম। ॥ ২৩ ॥

ইতি ভর্ত্তৃহরের্বৈরাগ্যকথা।

অন্বয় ঃ—গৌরবেষু প্রতিষ্ঠাসু গুণেষু সাধুগোষ্ঠীষু ধৃতা অপি (অর্থাৎ গৌরবান্বিতাঃ খ্যাতিসম্পন্নাঃ গুণবত্যোঽপি সজ্জন-মধ্যগতা অপি) তথা অঙ্কে (ক্রোড়ে) স্বয়ং ধৃতা অপি স্ত্রিয়ঃ দোষং (চাপল্যং) ন বিসৃজন্তি (ত্যজন্তি) ॥ ২১ ॥

নার্য্যঃ বিত্তহেতোঃ (ধনলোভাৎ) হসন্তি চ, রুদন্তি চ, নরং বিশ্বাসয়ন্তি অথচ স্বয়ং ন বিশ্বসন্তি, তস্মাৎ কুলশীলবতা নরেণ নার্য্যঃ শ্মশানসুমনা ইব (শ্মশানাদ্যমেধ্য-স্থানজাত-পুষ্পাণীব মনোহরা অপি) সদা এব বর্জ্জনীয়াঃ ন কদাচিদপি তাসাং প্রলোভনেন আকৃষ্টা ভবেয়ুঃ ॥ ২২ ॥

বৈরাগ্যাৎ পরম্ (অন্যৎ শ্রেষ্ঠম্) ভাগ্যং নাস্তি, বোধাৎ (জ্ঞানাৎ) পরমঃ সখা ন। হরেঃ অপরঃ ত্রাতা ন, সংসারাৎ পরঃ রিপুঃ অপি ন ॥ ২৩ ॥

বঙ্গার্থ।—নারীগণকে গৌরবান্বিত ও সম্মানিত করিয়া রাখিলেও এবং বহুলোকের তত্ত্বাবধানে কিম্বা সজ্জন-সংসর্গে রাখিয়া দিয়া ক্রোড়ে ধারণ করিলেও, গুণবতী হইলেও তাহারা স্বীয় স্বভাববশে দূষিত কার্য্য করিয়া থাকে ॥ ২১ ॥

ইহাদের অর্থলোভ অত্যন্ত বেশি। তাহারা ধনলোভ হেতু কখন হাস্য করে, কখন রোদন করে এবং পুরুষগণের বিশ্বাস উৎপাদন করে, কিন্তু স্বয়ং তাহাদিগকে বিশ্বাস করে না। এই জন্য সদ্বংশজাত ও সৎস্বভাব-সম্পন্ন ব্যক্তি সর্ব্বদাই নারীগণকে শ্মশান-পুষ্পের ন্যায় পরিবর্জ্জন করিবে ॥ ২২ ॥

বুঝিলাম—বৈরাগ্যের তুল্য ভাগ্য নাই, বোধের তুল্য সখা নাই, হরির তুল্য পরিত্রাতা নাই এবং সংসারের সদৃশ রিপু নাই। এইরূপ বলিয়া রাজা ভর্ত্তৃহরি পরমবৈরাগ্য প্রাপ্ত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ বিক্রমাদিত্যকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া স্বয়ং বানপ্রস্থ অবলম্বন পূর্ব্বক বনগমন করিলেন ॥ ২৩ ॥

ইতি ভর্ত্তৃহরির বৈরাগ্য-কথা।

বিক্রমাদিত্যস্য সিংহাসনপ্রাপ্তি-কথা

ততো রাজা বিক্রমাদিত্যঃ দেবব্রাহ্মণানাথদীনাতুরকুব্জপঙ্গ্বাদীনাং মনোরথান পূরয়ন প্রজাঃ সম্যগপালয়ৎ। পরিচারকাদীনাং সন্তোষমুৎপাদয়ন মন্ত্রি সামন্তাদীনাং বচনপরিপালনেন মনোঽহরৎ। এবং সকলানুরঞ্জনেন রাজা রাজ্যং করোতি স্ম। তত একদা কশ্চিদ্দিগম্বরো রাজসমীপমাগত্য —

লীলয়া মণ্ডলীকৃত্য ভুজঙ্গান ধারয়ন হর।
দেয়াদ্দেবো বরাহশ্চ ভুভামভ্যধিকাং শ্রিয়ম ॥ ॥ ১ ॥

ইত্যাশীর্বাদপূর্বকং রাজ্ঞো হস্তে ফলং দত্ত্বা অবদৎ, ভো রাজন। অহং কৃষ্ণচতুর্দশ্যাং মহাশ্মশানে অঘোরমন্ত্রেণ হবনং করিষ্যামি, তত্র ত্বয়া উত্তর-সাধকেন ভবিতব্যম্। রাজ্ঞা চ প্রতিজ্ঞাতম্। তস্য তেন প্রসঙ্গেন রাজ্ঞো বেতালঃ প্রসন্নো জাতঃ, তস্মৌ মহাসিদ্ধয়শ্চ প্রাপ্তাঃ। ভূতলে বিক্রমস্য সাদৃশ্যং ন কোঽপি বভার। ত্রিভুবনে অস্য কীর্তিরনর্গলা গঙ্গেব প্রবহতি স্ম। ॥ ২ ॥

অত্রান্তরে স্বর্লোকে দেবেন্দ্রো বিশ্বামিত্রতপোভঙ্গকরণায় রম্ভামুর্বশীং চাহূয় অবাদীৎ, ভবত্যোর্মধ্যে নৃত্যে গীতে যা চাতিপ্রবীণা, সা বিশ্বামিত্র-তপোভঙ্গকরণায় তত্তপোবনং গচ্ছতু। যা বিশ্বামিত্রতপোবিনাশিনী, তস্যৈ পারিতোষিকম্ অহং দাস্যামি। ॥ ৩ ॥

অন্বয় ঃ—লীলয়া ভুজঙ্গান্ (সর্পান্) মণ্ডলীকৃত্য (মালীকৃত্য) ধারয়ন্ হরঃ দেবঃ বরাহঃ চ ভুভাম্ অভ্যধিকাং শ্রিয়ং দেয়াৎ (দদাতু) ॥ ১ ॥

বঙ্গার্থ।—তদনন্তর রাজা বিক্রমাদিত্য দেবতা, ব্রাহ্মণ, অনাথ, দীন, আর্ত্ত, কুব্জ, পঙ্গু প্রভৃতি জনগণের মনস্তুষ্টি করিয়া সম্যক্‌রূপে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন এবং পরিচারক প্রভৃতি ভৃত্যবর্গের সন্তোষ সাধন পূর্ব্বক এবং মন্ত্রী ও সামন্ত প্রভৃতির মন্ত্রণামত কার্য্য করিয়া সকলের প্রীতিপাত্র হইলেন। এইরূপে সকলের মনোরঞ্জন পূর্ব্বক তাঁহার রাজ্যকাল অতিবাহিত হইতে লাগিল। অনন্তর এক দিন এক দিগম্বর—ক্ষপণক রাজার সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! যিনি অবলীলায় ভুজঙ্গমগণকে মালাকারে ধারণ করেন, সেই ভগবান্ হর এবং বরাহ-রূপী হরি আপনাকে অধিকতর ঐশ্বর্য্য প্রদান করুন ॥ ১ ॥

এই আশীর্ব্বাদের পর রাজার হস্তে ফল দিয়া কহিলেন, "হে রাজন্! আমি কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে মহাশ্মশানে অঘোর-মন্ত্র দ্বারা হোম করিব, সেখানে আপনি উত্তরসাধক (সাধনার বিঘ্ননাশক) হইয়া থাকিবেন।" রাজাও অঙ্গীকার করিলেন। বিক্রমাদিত্যের সেই প্রসঙ্গে বেতাল প্রসন্ন হইয়াছিল। তখন ভূমিতলে বিক্রমাদিত্যের সদৃশ কেহই রাজা ছিলেন না। তাঁহার কীর্ত্তি ত্রিভুবনমধ্যে গঙ্গার ন্যায় অনর্গলভাবে প্রবাহিত হইতে লাগিল ॥ ২ ॥

এই সময়ে স্বর্গলোকে দেবরাজ ইন্দ্র বিশ্বামিত্রের তপস্যা ভঙ্গ করিবার নিমিত্ত রম্ভা ও উর্ব্বশীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "তোমাদের মধ্যে নৃত্য বা সঙ্গীতবিষয়ে যে অধিকতর প্রবীণা, সেই বিশ্বামিত্রের তপস্যা-ভঙ্গ করিতে গমন কর। যে বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গ করিতে সমর্থ হইবে, আমি তাহাকে পুরস্কার প্রদান করিব।" ॥ ৩ ॥

ইত্যেতদ্বচঃ শ্রুত্বা রম্ভয়া ভণিতম্, অহং নৃত্যে প্রবীণা। উর্ব্বশ্যা ভণিতং, দেব, যথাশাস্ত্রদৃষ্টং নৃত্যং জানামীতি। তযোর্ব্বিবাদে জাতে নির্ণয়ার্থং দেবসভা সমাহূতা আসীৎ। প্রথমং রম্ভানৃত্যমভূৎ। দ্বিতীয়-দিবসে উর্ব্বশ্যা নৃত্যমভূৎ। ততঃ সর্ব্বোঽপি দেবগণঃ উভযোর্নৃত্যং দৃষ্ট্বা সন্তোষমগমৎ। ইয়মত্যন্তং নৃত্যে কুশলেতি ন কশ্চিৎ নির্ণযং চকার। ॥ ৪ ॥

তস্মিন্নবসরে নারদেনোক্তম্, ভো দেবরাজ! ভূতলে বিক্রমাদিত্যোঽস্তি। স সকলকলাভিজ্ঞো বিশেষতঃ সঙ্গীতনৃত্যবিদ্যাবিচক্ষণঃ, স এবৈতযোর্ব্বিবাদ-নির্ণযং করিষ্যতি। ॥ ৫ ॥

ততো মহেন্দ্রেণ বিক্রমাদিত্যাহ্বানার্থম উজ্জযিনীং প্রতি মাতলিঃ প্রেষিতঃ। ততো বিক্রমস্তেনাহূতো নমস্কৃতো সম্মানপূর্ব্বকমুপবেশিতঃ। তদনন্তরং পুনরপি নৃত্যাবসরো মণ্ডিতঃ। প্রথমং রম্ভা রঙ্গে স্থিতা নৃত্যমকরোৎ। দ্বিতীয়দিবসে উর্ব্বশী রঙ্গমধিষ্ঠিতা যথাশাস্ত্রং নৃত্যমকরোৎ। ততঃ বিক্রমাদিত্যেন উর্ব্বশী প্রশংসিতা জযোঽপি দত্তঃ। ইন্দ্রেণ ভণিতং, কথমস্যৈ জযো দত্তঃ? বিক্রমেণ ভণিতং, দেব, নৃত্যে প্রথমমঙ্গসৌষ্ঠবং প্রধানম্। তথা চোক্তম্ নৃত্যশাস্ত্রে। ॥ ৬ ॥

বঙ্গার্থ।—ইহা শুনিয়া রম্ভা বলিল, "আমি নৃত্যে অতিশয় নিপুণা।" উর্ব্বশী বলিল, "দেব! আমি শাস্ত্রোক্ত নৃত্য করিতে জানি।" এইরূপে উভয়ের বিবাদ উপস্থিত হইলে তাহার নির্ণয়ার্থ দেবরাজ দেবসভা আহ্বান করিলেন। প্রথমে রম্ভার নৃত্য হইল; দ্বিতীয় দিনে উর্ব্বশীর নৃত্য হইল; তৎপরে সমস্ত দেবগণই উভয়ের নৃত্য দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু কে নৃত্যে অত্যন্ত নিপুণা, এরূপ নির্ণয় কেহই করিতে পারিলেন না ॥ ৪ ॥

তখন নারদ কহিলেন যে, "ভূমণ্ডলে বিক্রমাদিত্য নামে এক রাজা আছেন, তিনি সমস্ত কলাবিদ্যায় অভিজ্ঞ, বিশেষতঃ নৃত্যশাস্ত্রে নিপুণ, তিনিই ইহাদের উভয়ের বিবাদ ভঞ্জন করিতে পারিবেন্।। ৫ ।।

তদনন্তর দেবরাজ বিক্রমাদিত্যকে আহ্বান করিবার নিমিত্ত রথসহ মাতলিকে পৃথিবীতলে প্রেরণ করিলেন। রাজা বিক্রমাদিত্য ইন্দ্র কর্ত্তৃক আহূত হইয়া নমস্কার করিলে, দেবরাজ তাহাকে সম্মানপূর্ব্বক উত্তম আসনে বসাইলেন। পরে পুনর্ব্বার নৃত্যস্থান সুসজ্জিত হইল। প্রথমে রম্ভা রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হইয়া নৃত্য করিল, দ্বিতীয় দিবসে রঙ্গস্থলে উর্ব্বশীর নৃত্য শাস্ত্রানুসারে হইল, বিক্রমাদিত্য উর্ব্বশীকেই প্রশংসা করিলেন এবং তাহার জয়-কীর্ত্তন করিলেন। ইন্দ্র কহিলেন, "উর্ব্বশীর জয় হইল কেন?" বিক্রমাদিত্য বলিলেন, "নৃত্যকার্য্যে প্রথমে অঙ্গসৌষ্ঠবই প্রধান, তাহা নৃত্যশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে"। ৬।

অনুচ্চনীচং চরতামঙ্গানাং চলপাদতা।
কটিকূর্পরশীর্ষাক্ষিকর্ণানাং সমরূপতা॥
রম্যা প্রথিতবিশ্রান্তিকুরসশ্চ সমুন্নতিঃ।
অভ্যাসাস্খলিতে পাদসৌষ্ঠবং নৃত্যবেদিনাম্॥ ॥ ৭ ॥

কিং বহুনোক্তেন। নর্ত্তক্যা রঙ্গোচিতাবস্থানবিশেষঃ প্রকাশনীয়ঃ। উক্তং
াবস্থান-বিশেষো নৃত্যশাস্ত্রে—

চতুরস্রত্বসহিতৌ সমপাদৌ লতাকরৌ।
প্রারম্ভে সর্ব্বনৃত্যানামেতৎ সামান্যমুচ্যতে।
যথা হ্যন্যৈর্ন বা দৃশ্যেত্তথা স্যা বপুর্ভবেৎ॥ ॥ ৮ ॥

অন্যচ্চ।—দীর্ঘাক্ষং শরদিন্দুকান্তি বদনং বাহূ লতেবাংসয়োঃ
সংক্ষিপ্তং নিবিড়োন্নতস্তনমুরঃ পার্শ্বে প্রবিষ্টাবিব।
মধ্যঃ পাণিমিতো নিতম্বজঘনং পাদাবতারাঙ্গুলীঃ
ছন্দো নর্ত্তয়িতুঃ যথৈব মনসাশ্লিষ্টং তথা স্বং বপুঃ॥ ॥ ৯ ॥

অন্বয় ঃ—অনুচ্চনীচং চরতাম্ অঙ্গানাং (মধ্যে) চল-পাদতা (পাদচালনম্), কটিকূর্পর-শীর্ষাক্ষি-কর্ণানাং সমরূপতা রম্যা প্রথিতবিশ্রান্তিঃ, উরসঃ (বক্ষসঃ লক্ষণয়া বক্ষোজয়োশ্চ) সমুন্নতিঃ, অভ্যাসাস্খলিতে (অভ্যাসঃ অস্খলিতঞ্চ) পাদ-সৌষ্ঠবম্ (সুষ্ঠুভাবেন পাদচালনম্) এতানি নৃত্যবেদিনাম্ (নৃত্যকলাকুশলানাম্) লক্ষ্যাণি ॥ ৭ ॥

সর্ব্বনৃত্যানাং প্রারম্ভে চতুরস্রত্বসহিতৌ (চতুরস্রতা যথা রক্ষিতা স্যাৎ তথা তয়া যুক্তৌ) সমপাদৌ (সমপাদক্ষেপৌ) লতাকরৌ চ (লতাসদৃশকরপ্রসারণঞ্চ) বিহিতৌ, এতৎ নৃত্যানাং সামান্যলক্ষণমুচ্যতে। অন্যৈঃ যথা অস্যাঃ বপুঃ দৃশ্যং ন ভবেৎ হি, তথা কার্য্যম্ ॥ ৮ ॥

দীর্ঘাক্ষং শরদিন্দুকান্তি বদনম্ (ভবেৎ) বাহূ লতে বা (ইব), চালিতে ভবেতাম্, অংসয়োঃ সংক্ষিপ্তম্, নিবিড়োন্নতস্তনম্ উরঃ, (বক্ষঃস্থলম্) পার্শ্বে প্রবিষ্টৌ ইব, মধ্যঃ (কটিদেশঃ) পাণিমিতঃ (করগ্রাহ্যঃ) নিতম্বজঘনং পাদাবতারাঙ্গুলীঃ, নর্ত্তয়িতুঃ। (নর্ত্তকস্য) যথা এব মনসঃছন্দঃ (অভিপ্রায়ঃ) তথা স্বং (স্বকীয়ং) বপুঃ শ্লিষ্টম্ (সংযুক্তম্) ভবেৎ ॥ ৯ ॥

বঙ্গার্থ।—অনুচ্চ ও নীচভাবে অঙ্গসকলের সঞ্চালনা ও পদের চালনা এবং কটি, কূর্পর, মস্তক, চক্ষুঃ ও কর্ণ এই সকলের সমানরূপ অবস্থিতি, যে যে স্থানে বিশ্রাম চিত্তাকর্ষক, তত্তৎস্থলে বিশ্রাম, বক্ষঃস্থলের উন্নমন, বিশেষরূপে অভ্যাস, অস্খলন এবং পদসৌষ্ঠব—এই সকলই নৃত্যনিপুণ ব্যক্তিদিগের প্রধান লক্ষ্য বিষয় ॥ ৭ ॥

আর নর্ত্তকীর এক প্রকার রঙ্গযোগ্যরূপে অবস্থান একটি দেখাইবার জিনিস, সে অবস্থানের কথা নৃত্যশাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে, যথা—চতুষ্কোণভাবে সমান পাদদ্বয়ক্ষেপ এবং লতাকারে করদ্বয় সঞ্চালন সর্ব্ববিধ নৃত্যের প্রারম্ভে সাধারণ কর্ত্তব্য বলিয়া উক্ত হয়। আর যাহাতে উহার দেহ অন্য কর্ত্তৃক দৃশ্য না হয়, সেইরূপ দেহ হওয়া উচিত ॥ ৮ ॥

বদন শরচ্চন্দ্রের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট, বাহুদ্বয় লতার ন্যায় আন্দোলিত, স্কন্ধদ্বয় সংক্ষিপ্ত, বক্ষঃস্থলে স্তনদ্বয় নিবিড় ও উন্নত, যেন বাহুদ্বয় প্রবিষ্ট, মধ্যস্থল হস্ত-পরিমিত, নিতম্ব ও জঘনের প্রেঙ্খন আন্দোলিত, অঙ্গুলি সুগঠিত এবং নৃত্যকালে নর্ত্তকীর মনের অভিপ্রায় যেন অঙ্গভঙ্গেই প্রকাশ পায়, এরূপভাবে দেহ আশ্লিষ্ট থাকিবে ॥ ৯ ॥

বামং সন্ধিস্তিমিতবলয়ং ন্যস্য হস্তং নিতম্বে
তন্বী শ্যামা-বিটপসদৃশং স্রস্তমুক্তং দ্বিতীয়ম্।
পাদাঙ্গুল্যাং ললিতকুসুমে কুট্টিমে পাতিতাক্ষং
নৃত্যাদ্‌বামা স্থগযতিতবাং কান্তিভৃৎ পাদযুগ্মম্ ॥ ॥ ১০

ইতি নৃত্যাবস্থানবিশেষঃ স্মরণীয়ঃ।

অথবা কিং বহুনোক্তেন।

অঙ্গৈরন্তর্নিহিতবচনৈঃ সূচিতঃ সম্যগর্থঃ
পাদন্যাসো লয়মনুগতস্তন্ময়ত্বং রসেষু।
শাখাযোনির্মৃদুরভিনয়স্তদ্বিকল্পানুবৃত্তৌ
ভাবো ভাবং নুদতি বিষয়াদ্রাগবন্ধঃ স এব ॥ ॥ ১১ ॥

এবং নৃত্যশাস্ত্রোক্তলক্ষণযুক্তা নর্ত্তকী প্রশংসিতা ময়োর্ব্বশী। ততো মহেন্দ্রঃ সন্তুষ্টঃ সন বিক্রমার্কং বস্ত্রাদিনা সম্ভাব্য মহার্ঘং বরবত্নখচিতং সিংহাসনং তস্মৈ দদৌ। ১২

অন্বয় ঃ—তন্বী বামা (ক্ষীণাঙ্গী নারী) নিতম্বে (কটিদেশে) সন্ধিস্তিমিতবলয়ং (সন্ধৌ মণিবন্ধে নিশ্চলকটকং) হস্তং ন্যস্য (স্থাপয়িত্বা) দ্বিতীয়ং (দক্ষিণং করম্) স্রস্তমুক্তং যথা স্যাৎ তথা ন্যস্য, পাদাঙ্গুল্যাং ললিতকুসুমে কুট্টিমে চ (মণিময়বদ্ধভূমৌ) পাতিতাক্ষং (দৃষ্টিং স্থাপয়িত্ব) কান্তিভৃৎ (কান্তিসমন্বিতং) পাদযুগ্মং নৃত্যাৎ স্থগয়তিতবাম্ ॥ ১০ ॥

অন্তর্নিহিতবচনৈঃ (নিগূঢবাক্যৈঃ) অঙ্গৈঃ অর্থঃ সম্যক্ সূচিতঃ ভবেৎ (শব্দমনুচ্চোর্য্যাপি যথা অঙ্গভঙ্গৈঃ মনোভাবঃ প্রকাশিতঃ স্যাৎ তথা), লয়মনুগতঃ (লয়ানুযায়ী) পাদন্যাসঃ (পাদক্ষেপঃ) স্যাৎ, রসেষু তন্ময়ত্বম্ রসানুগততা, তদ্বিকল্পানুবৃত্তঃ (নৃত্যবিষয়কাবান্তরভেদপ্রকাশকঃ) শাখাযোনিঃ (অঙ্গুলীচালনপূর্ব্বকঃ) মৃদুঃ (কোমলঃ) অভিনয়ঃ ভবেৎ, ভাবঃ (তন্ময়ত্বম্) চ যদি বিষয়াৎ (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যান্তরাৎ) ভাবং অনুরাগং নুদতি (নাশয়তি হরতি ইতি যাবৎ) তর্হি স এব রাগবন্ধঃ ॥ ১১ ॥

বঙ্গার্থ ঃ—সমস্ত নর্ত্তকীর এইরূপ হওয়া আবশ্যক। এই সকল নৃত্যাবস্থান-বিশেষ নর্ত্তকীর সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন ইহাও স্মরণ করিতে হইবে যে, তাহার সন্ধিস্থলে স্থিরবলয় বামহস্ত নিতম্বের উপর বিন্যস্ত থাকিবে। তন্বঙ্গী শ্যামাশাখার মত দ্বিতীয় হস্ত স্রস্তভাবে রাখিবে, পাদাঙ্গুলিতে এবং কুসুমসমন্বিত কুট্টিমের উপর দৃষ্টি রাখিয়া নৃত্য করিবে, কিন্তু কান্তিবিশিষ্ট পাদদ্বয় একেবারেই স্থির রাখিতে হইবে—যাহাতে স্খলন না ঘটে ॥ ১০ ॥

অধিক বলিবার প্রয়োজন কি, অঙ্গসমূহের মধ্যেই যেন সমস্ত কথা নিহিত আছে, একপভাবে অঙ্গচালনা করিয়া সমস্ত অর্থ প্রকাশ করিবে, পাদদ্বয় লয়ের অনুগত হইবে, রসসমূহে তন্ময়তাভাবপ্রকাশ আবশ্যক। হস্তদ্বয়ের এমন মৃদুভাবে অভিনয় হইবে যে, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশগুলি প্রকাশ করিতে যে ভাব ব্যক্ত হইবে, তাহা যেন বিষয়ান্তরের আকর্ষণ হরণ করে। ইহা প্রকৃত রাগাভিনয় ॥ ১১ ॥

এইরূপে নৃত্যশাস্ত্রোক্ত নিয়মে উর্ব্বশী নৃত্য করায় আমি তাহাকে প্রশংসা করিয়াছি।" তদনন্তর মহেন্দ্র অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া, বিক্রমাদিত্যকে বস্ত্রাদি দ্বারা সম্মানিত করিয়া উৎকৃষ্ট রত্নখচিত মহামূল্য এক সিংহাসন প্রদান করিলেন ॥ ১২ ॥

তৎসিংহাসনে খচিতা দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকাঃ সন্তি। তাসাং শিরসি পদং দত্ত্বা তৎ সিংহাসনমধ্যাসিতব্যম্। তদতিমনোহরং সিংহাসনমিন্দ্রাজ্ঞাং চ গৃহীত্বা বিক্রমার্কো নিজাং পুরীমগমৎ। তদনন্তরং শুভে মুহূর্ত্তে শুভে লগ্নে সিংহাসনমধিষ্ঠায় রাজ্যং করোতি স্ম। ॥ ১৩ ॥

ততোঽনন্তরং বর্ষেষু বহুষু গতেষু প্রতিষ্ঠাননগরে শালিবাহনঃ সার্দ্ধবর্ষদ্বয়-কন্যায়াং শেষনাগেন্দ্রাদুৎপন্নঃ। উজ্জয়িন্যাং ভূকম্প-ধূমকেতু-দিগ্দাহাদ্যুৎপাতা রাজ্ঞা জনৈশ্চ দৃষ্টাঃ। ততো বিক্রমাদিত্যো দৈবজ্ঞানাহূয়াবাদীৎ, ভো দৈবজ্ঞাঃ! কিমেতদুৎপাতা রাজ্ঞা জনৈশ্চ প্রতিদিনং দৃষ্টা ভবন্তি? এতেষাং ফলং কিং, কস্য অনিষ্টং কথয়তি?

দৈবজ্ঞৈরুক্তম্, দেব! অয়ং ভূকম্পঃ সন্ধ্যাকালে জাতঃ, অত রাজ্ঞোঽনিষ্টং সূচয়তি। তথা চ নারদীয়ে—

অনিষ্টদঃ ক্ষিতীশানাং ভূকম্পঃ সন্ধ্যয়োর্দ্বয়োঃ।
রাজ্ঞাং বিনাশপিশুনো ধূমকেতুরুদাহৃতঃ।
দিগ্দাহঃ পীতবর্ণশ্চেৎ ক্ষিতীশানাং ভয়প্রদঃ। ॥ ১৪ ॥

ইতি দৈবজ্ঞবচনং শ্রুত্বা রাজা তু পুনরব্রবীৎ, ভো দৈবজ্ঞ। ময়া তপসা সন্তোষিত ঈশ্বরঃ প্রাহ, ভো রাজন, প্রসন্নোঽস্মি, পর্য্যায়েণামরত্বং যাচয়েতি। ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—দ্বয়োঃ সন্ধ্যয়োঃ (প্রাতঃ সায়ঞ্চ) ভূকম্পঃ ক্ষিতীশানাম্ অনিষ্টদঃ (অশুভকারকঃ), ধূমকেতুঃ রাজ্ঞাম্ বিনাশপিশুনঃ (মৃত্যুসূচকঃ) উদাহৃতঃ (কথিতো ভবতি), চেৎ (যদি) পীতবর্ণঃ (কপিলঃ) দিগ্দাহঃ, তর্হি ক্ষিতীশানাং (রাজ্ঞাম্) ভয়প্রদঃ (রাজ্যহানি-পরাজয়াদি-শঙ্কাজনকঃ ভবতি) ॥ ১৪ ॥

বঙ্গার্থ।—সেই সিংহাসনে দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা খচিত ছিল। ঐ পুত্তলিকাগণের মস্তকে পদবিন্যাস করিয়া সেই সিংহাসনে আরোহণ করিতে হয়। রাজা বিক্রমাদিত্য সেই অতি মনোহর সিংহাসন লইয়া, ইন্দ্রের আজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক নিজপুরীতে আগমন করিলেন। তদনন্তর শুভমুহূর্ত্তে ও শুভলগ্নে সেই সিংহাসনে বসিয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥

এইরূপে বহুবৎসর বিগত হইলে পর প্রতিষ্ঠাননগরে আড়াই বৎসরবয়স্কা কন্যার গর্ভে শেষ-নাগের ঔরসে শালিবাহন উৎপন্ন হইলেন। তখন উজ্জয়িনীতে ভূমিকম্প, ধূমকেতু, দিগ্দাহ প্রভৃতি উৎপাত সকল রাজা ও প্রজাগণ দর্শন করিতে লাগিল। ইহাতে বিক্রমাদিত্য বিচলিত হইয়া দৈবজ্ঞদিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "হে দৈবজ্ঞগণ! রাজা ও প্রজাগণ কি নিমিত্ত এই উৎপাত সকল দেখিতে পাইতেছে? এই সকলের ফল কি? ইহাতে কাহার অনিষ্ট হয়?" তাঁহারা বলিলেন, "দেব! এই ভূমিকম্প সন্ধ্যাকালে সংঘটিত হইতেছে, অতএব রাজার অনিষ্টসূচনা করিতেছে। নারদীয় পুরাণে উক্ত আছে যে, উভয় সন্ধ্যাকালে ভূমিকম্প রাজার অনিষ্ট-প্রদ এবং ধূমকেতু রাজার বিনাশসূচক। দিগ্দাহ পীতবর্ণ হইলে ক্ষিতিপতিদিগের ভয়প্রদ হইয়া থাকে।" ১৪ ॥

এই দৈবজ্ঞবচন শ্রবণ করিয়া রাজা পুনর্ব্বার বলিলেন, "হে দৈবজ্ঞ! আমি কোন সময় তপস্যা দ্বারা ঈশ্বরকে সন্তোষিত করিয়াছিলাম। তিনি সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, 'হে রাজন্! আমি প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি পর্য্যায়ক্রমে অমরত্ব যাচ্ঞা কর' ॥" ১৫ ॥

তদা ময়া ভণিতং ভো দেব! সার্দ্ধবৎসরদ্বয়কন্যায়াং যঃ পুত্রো ভবিষ্যতি, তস্মাৎ মম মরণমস্তু, নান্যেন। ঈশ্বরেণ তথাস্ত্বিতি ভণিতম্।

তর্হি তাদৃশং কুতো জনয়িষ্যতি? দৈবজ্ঞৈরুক্তম্, দেব! দৈবী সৃষ্টিরচিন্ত্যা, তাদৃশঃ কস্মিন্নপি দেশে উৎপন্নো ভবিষ্যতি। তথা চ দৃশ্যতে। ॥ ১৬ ॥

ততো রাজা বেতালমাহূয়ৈতৎ সর্ব্বং তস্মৈ নিবেদ্যাব্রবীৎ, ভো যক্ষ! ত্বং সর্ব্বত্র পৃথ্বীমধ্যে পরিভ্রমন্নেবংবিধঃ কস্মিন্ দেশে কস্মিন্নগরে সমুৎপন্ন ইতি নিশ্চিত্য স্থানং জ্ঞাত্বা ঝটিতি সমাগচ্ছ। ততো বেতালো মহাপ্রসাদ ইতি বীটিকাং গৃহীত্বা কুশদ্বীপাদি-দ্বীপানালোক্য জম্বুদ্বীপং প্রত্যাগত্য প্রতিষ্ঠাননগরং প্রবিশ্য কুম্ভকারগেহে কঞ্চিন্মাণবকং কাঞ্চন কন্যকাং ক্রীড়মানৌ দৃষ্ট্বা অপৃচ্ছৎ, অহো যুবাং পরস্পরং কিং প্রভবতঃ? তদা কন্যয়োক্তম্, অয়ং মম পুত্রঃ। বেতালেনোক্তম্, তব পিতা কঃ? তদা কোঽপি ব্রাহ্মণো দর্শিতঃ। ততো ব্রাহ্মণমপৃচ্ছৎ কেয়মিতি। ব্রাহ্মণেনোক্তম্, ইয়ং মম কন্যা অস্যাঃ পুত্রোঽয়ম্।

তচ্ছ্রুত্বা বিস্ময়ঙ্গতো বেতালঃ পুনর্ব্রাহ্মণমব্রবীৎ, ভো ব্রাহ্মণ! কথমেতৎ?

ব্রাহ্মণেনোক্তম্ দেবানাং চরিতমগোচরম্, অস্যাং শেষনাগেন্দ্রঃ সঙ্গমমকরোৎ। তস্মাদস্যাং জাতঃ পুত্রোঽয়ং শালিবাহনঃ। তচ্ছ্রুত্বা বেতালঃ সত্বরম্ উজ্জয়িনীম্ আগত্য রাজ্ঞে বিক্রমাদিত্যায় সর্ব্বমপি বৃত্তান্তমকথয়ৎ। ॥ ১৭ ॥

সঙ্গার্থ।—তখন আমি বলিলাম, 'হে দেব! আড়াই বৎসরের কন্যার গর্ভে যে পুত্র জন্মিবে, তাহা হইতে আমার মরণ হইবে, অন্যের দ্বারা হইবে না।' ঈশ্বর 'তথাস্তু' বলিয়া সেই বর দিলেন। এক্ষণে আপনারা বলুন, সেইরূপ ব্যক্তি কিরূপে জন্মিবে?" দৈবজ্ঞ বলিলেন, "মহারাজ! দৈবসৃষ্টি অচিন্তনীয়, সেইরূপ কোন দেশে উৎপন্ন হইতে পারে এবং সেই প্রকার লক্ষণ দেখা যাইতেছে" ॥ ১৬ ॥

তদনন্তর রাজা বেতালকে আহ্বান করিয়া এই সকল বৃত্তান্ত বলিয়া পরে কহিলেন, 'হে যক্ষ! তুমি পৃথিবী-মধ্যে সকল স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া থাক, এই-রূপ সন্তান কোথায় কোন্ নগরে জন্মিয়াছে, ইহা স্থির জানিয়া শীঘ্রই আগমন কর।" তৎপরে বেতাল "মহাপ্রসাদ" এই বলিয়া বীটিকা (পাণের বীড়া) গ্রহণ পূর্ব্বক কুশদ্বীপাদি সকল স্থানে অনুসন্ধান করিয়া জম্বুদ্বীপে আসিয়া প্রতিষ্ঠাননগরে প্রবেশ পূর্ব্বক কুম্ভকার গৃহে কোন একটি বালক এবং একটি কন্যাকে খেলা করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের পরস্পর সম্বন্ধ কি?" তখন কন্যাটি বলিল, "এইটি আমার পুত্র।" বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার পিতা কে?" তখন সেই কন্যাটি কোন ব্রাহ্মণকে দেখাইয়া দিল। বেতাল ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিল, "এই কন্যাটি কে?" ব্রাহ্মণ বলিল, "এইটি আমার কন্যা, এই পুত্রটি আমার কন্যারই গর্ভজাত।" তাহা শুনিয়া বেতাল বিস্মিত হইয়া পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণকে বলিল, "হে দ্বিজবর! ইহা কিরূপে সম্ভব হয়?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "দেবতাদিগের কার্য্য মনুষ্যবুদ্ধির অগোচর। শেষ-নাগ-রাজ ইহার সহিত সঙ্গম করিয়াছিলেন, সেই হেতু ইহার গর্ভে এই পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে, উহার নাম শালিবাহন।" তাহা শুনিয়া বেতাল সত্বর উজ্জয়িনীতে আসিয়া রাজা বিক্রমাদিত্যকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। ॥ ১৭ ॥

রাজা পারিতোষিকং দত্ত্বা খড়্গমাদায় প্রতিষ্ঠাননগরমগতঃ যাবৎ খড়্গেন শালিবাহনং হন্তুং প্রবৃত্ত-স্তাবত্তেন দণ্ডেন তাড়িতঃ প্রতিষ্ঠাননগরাদুজ্জয়িন্যাং পতিতঃ, বেদনামসহমানঃ শরীরং বিসসর্জ্জ। তস্য রাজ্ঞঃ সর্ব্বা স্ত্রিয়োঽগ্নিপ্রবেশং কর্ত্তুং প্রবৃত্তাঃ। তদা মন্ত্রিভির্ব্বিচারিতম্, রাজা অয়মপুত্রঃ কিং কর্ত্তব্যম্? ভট্টেনোক্তম্, বিচার্য্যতাম্, আসাং স্ত্রীণাং মধ্যে কাচিদ্যদি গর্ভিণী ভবিষ্যতি। তত্র বিচার্য্যমাণে একা সপ্তমাসগর্ভিণী সমভবৎ। তদা সর্ব্বৈর্মন্ত্রিভির্মিলিত্বা গর্ভাভিষেকঃ কৃতঃ, মন্ত্রিণঃ স্বয়ং রাজ্যং পালয়িতুং প্রবৃত্তাঃ। ॥ ১৮ ॥

তদিন্দ্রদত্তং সিংহাসনং তথৈব শূন্যমাসীৎ। একদা সভামধ্যে অশরীরিণী বাগাসীৎ, ভো মন্ত্রিণঃ। স্বয়ং রাজ্যং পালয়িতুমেতস্মিন সিংহাসনে উপবেষ্টুং চ যোগ্যস্তাদৃশো রাজা নাস্তি। অতঃ শুভক্ষেত্রে নিক্ষিপ্যতামিদং সিংহাসনম্। ॥ ১৯ ॥

তচ্ছ্রুত্বা সর্ব্বৈর্মন্ত্রিভিরতিপবিত্রক্ষেত্রে তৎ সিংহাসনং নিক্ষিপ্তম্। নিক্ষেপানন্তরং বহূনি বর্ষাণি গতানি। ভোজরাজো রাজ্যং প্রাপ। তস্মিন রাজ্যং কুর্ব্বতি একদা কশ্চিদ্‌ব্রাহ্মণো যত্র সিংহাসনং নিক্ষিপ্তং তৎ ক্ষেত্রং কৃত্বা যাবনালানবপৎ। তস্মিন ক্ষেত্রে মহৎ ফলমভূৎ। স ব্রাহ্মণঃ যত্র তৎ সিংহাসনং নিক্ষিপ্তং তদুচ্চস্থানমিতি মত্বা পক্ষিণামুত্থাপনার্থং তদুপরি মঞ্চং কৃত্বোপবিশ্য পক্ষিণ উত্থাপয়তি। ॥ ২০ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা তাহাকে পারিতোষিক দিয়া স্বয়ং খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক প্রতিষ্ঠাননগরে গমন করিলেন এবং যখন খড়্গ দ্বারা শালিবাহনকে হনন করিতে উদ্যত হইলেন, তখন শালিবাহন দণ্ড দ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিল। অতঃপর বিক্রমাদিত্য প্রতিষ্ঠান-নগর হইতে উজ্জয়িনীতে পতিত হইলেন এবং বেদনা সহ্য করিতে না পারিয়া দেহ বিসর্জ্জন করিলেন। তাঁহার সমস্ত স্ত্রীগণ অগ্নিপ্রবেশে প্রবৃত্ত হইলে মন্ত্রিবর্গ বিচার করিয়া দেখিলেন যে, রাজা অপুত্রক, এক্ষণে কর্ত্তব্য কি? সভাপণ্ডিত বলিলেন, এই বনিতাগণের মধ্যে কেহ যদি গর্ভিণী থাকেন, তবে তাহা বিচার করিয়া দেখুন। তদনন্তর বিচার করিয়া দেখাতে দৃষ্ট হইল যে, তাঁহাদের মধ্যে একটি স্ত্রী সপ্তমাসগর্ভিণী আছেন। তখন অমাত্যবর্গ সমবেত হইয়া সেই গর্ভ অভিষেক করিয়া তাঁহারাই রাজ্যপালনে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১৮ ॥

সেই ইন্দ্রদত্ত সিংহাসন সেইরূপ শূন্যই রহিল। একদিন সভামধ্যে আকাশবাণী হইল যে, "হে মন্ত্রিগণ! স্বয়ং রাজ্যপালন করিতে এবং এই সিংহাসনে উপবেশন করিতে উপযুক্ত এরূপ রাজা নাই; অতএব এই সিংহাসন কোন পবিত্র স্থানে নিক্ষেপ কর।" ॥ ১৯ ॥

তাহা শুনিয়া সমস্ত মন্ত্রিবর্গ অতি পবিত্রক্ষেত্রে সেই সিংহাসন নিক্ষেপ করিলেন। তৎপরে বহুকাল অতীত হইলে ভোজরাজ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন। একদা কোন ব্রাহ্মণ, যে স্থানে সিংহাসন নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, সেই স্থানে শস্যক্ষেত্র করিয়া যাবনাল বপন করিলেন; তাহাতে অপর্য্যাপ্ত ফল উৎপন্ন হইল। ব্রাহ্মণ যে স্থানে সিংহাসন নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, সেই স্থান উচ্চ বিবেচনা করিয়া পক্ষীদিগকে উড়াইয়া দিবার নিমিত্ত তাহার উপর মঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়া উপবেশন পূর্ব্বক পক্ষিগণকে উড়াইয়া দিতেন ॥ ২০ ॥

ততঃ একদা ভোজরাজো বৈ বিহারং কর্ত্তুং সকলরাজকুমারৈঃ সমবেতস্তৎ-ক্ষেত্রসমীপং যাবদ্গচ্ছতি তাবন্মঞ্চোপরিস্থিতেন তেন ব্রাহ্মণেনোক্তম্, ভো রাজন্! এতৎ ক্ষেত্রং সম্যক্ ফলিতমস্তি, সসৈন্যঃ সমাগত্য যথেচ্ছং ভুজ্যতাম্। অশ্বেভ্যশ্চণকা দীয়ন্তাম্। অদ্য মজ্জন্ম সফলমভূৎ। যতো ভবান্মমাতিথির্জাতঃ, যত ঈদৃশঃ প্রস্তাবঃ সম্পদ্যতে। তচ্ছ্রুত্বা স রাজা সসৈন্যঃ ক্ষেত্রমধ্যে প্রবিষ্টঃ। অথ ব্রাহ্মণোঽপি মঞ্চকাদবরুহ্য রাজানং ক্ষেত্রমধ্যে স্থিতং ভণতি, ভো রাজন্! কিময়ং ধর্ম্মঃ ক্রিয়তে? ইদং ব্রাহ্মণক্ষেত্রং বিনশ্যতে ত্বয়া। যদ্যন্যায়ঃ ক্রিয়তে তদা তুভ্যং নিবেদ্যতে ত্বমেবান্যায়ং কর্ত্তুং প্রবৃত্তঃ। ইদানীং কো বা নিবারয়িষ্যতি।

উক্তঞ্চ—

গজে কণ্ডুশরীরে চ রাজ্ঞি জারিণি বা পুনঃ।
পাপকৃৎস্থ চ বিদ্বৎস্থ নিয়ন্তা জন্তুরত্র কঃ॥ ॥ ২১ ॥

ভবান্ ধর্ম্মশাস্ত্রাভিজ্ঞশ্চ ব্রাহ্মণদ্রব্যং কথং নাশয়তি? ব্রহ্মস্বমেতদ্বিষম্।

তথাহি—

ন বিষং বিষমিত্যাহুর্ব্রহ্মস্বং বিষমুচ্যতে।
বিষমেকাকিনং হন্তি ব্রহ্মস্বং পুত্রপৌত্রকম্॥ ॥ ২২ ॥

অন্বয় ঃ—কণ্ডুশরীরে (কণ্ডুময়দেহে) গজে চ অথবা জারিণি (জারবতি অত্যাচারিণি ইত্যর্থঃ) রাজ্ঞি, পুনঃ (তথা) বিদ্বৎস্থ পাপকৃৎস্থ চ কো জনঃ অত্র নিয়ন্তা (রোধকারী) স্যাৎ ॥ ২১ ॥

বিষং বিষমিতি ন আহুঃ, কিন্তু ব্রহ্মস্বং (ব্রাহ্মণ-স্বামিকং ধনম্) বিষমুচ্যতে (দুর্জরত্বেন বিষং কথ্যতে) যতঃ বিষম্ (প্রসিদ্ধহলাহলাদিকম্) একাকিনং (পাতারম্) হন্তি, ব্রহ্মস্বং বিষন্তু পুত্রপৌত্রকম্ (সকলং কুলং নাশয়তি) ॥ ২২ ॥

বঙ্গার্থ।—তদনন্তর এক দিন ভোজরাজ বিহারার্থ সমস্ত রাজকুমারগণের সহিত সেই ক্ষেত্রসমীপে আগমন করিলে, মঞ্চের উপরিস্থিত সেই ব্রাহ্মণ বলিলেন, "হে রাজন্! এই ক্ষেত্র ভালরূপই ফলিত হইয়াছে, আপনি সৈন্যগণসহ আসিয়া যথেচ্ছ উপভোগ করুন এবং অশ্বগণকে চণক (ছোলা) খাইতে দিন্। অদ্য আমার জন্ম সফল হইল, যেহেতু, আপনি আমার অতিথি হইলেন। এইরূপ ঘটনা কি ভাগ্য ব্যতীত সংঘটিত হইতে পারে?" তাহা শুনিয়া ভোজরাজ সসৈন্যে ক্ষেত্রমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণ মঞ্চ হইতে নামিয়া ক্ষেত্র মধ্যস্থিত রাজাকে কহিলেন, "হে রাজন্! আপনি কেন এরূপ অধর্ম্ম করিতেছেন? এটি ব্রাহ্মণের ক্ষেত্র, কেন তাহা বিনষ্ট করিতেছেন? যদি অন্য কেহ অন্যায় করে, তবে আপনাকে তাহা নিবেদন করে; অথচ আপনিই স্বয়ং অন্যায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; এখন কে আপনাকে নিবারণ করিবে? শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, কণ্ডুপীড়ায় আর্ত্ত গজ, প্রজা-ব্যভিচারী রাজা, পাপকারী বিদ্বান্, ইহাদিগকে নিবারণ করিতে কে পারে? ॥ ২১ ॥

আপনি ধর্ম্মশাস্ত্র জানেন, ব্রাহ্মণের দ্রব্য কেন বিনষ্ট করিতেছেন? এই ব্রহ্মস্ব অতি বিষম। শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, সাধারণ বিষ বিষই নহে, ব্রহ্মস্বই বিষপদবাচ্য। কেন না, বিষ পানকারীকেই বিনাশ করে, কিন্তু ব্রহ্মস্ব-বিষ পুত্র-পৌত্রকেও বিনাশ করিয়া থাকে।" ॥ ২২ ॥

ইতি তেনোক্তং শ্রুত্বা রাজা যাবৎ ক্ষেত্রাদ্বহিঃ সপরিবারো নির্গচ্ছতি তাবৎ পক্ষিণঃ সমুত্থাপ্য পুনঃ মঞ্চমারুঢ়ো বদতি ভো রাজন্, কিমিতি গম্যতে। ক্ষেত্রং সাধু ফলিতমস্তি। যাবনালকদণ্ডানশ্বাদয়ো ভক্ষয়ন্তু। উর্বারুকফলানি সন্তি, উপভুজ্যন্তাম্। ॥ ২৩ ॥

পুনর্ব্রাহ্মণবচনমাকর্ণ্য সপরিবারো রাজা যাবৎ ক্ষেত্রমধ্যে প্রবিশতি, তাবৎ পক্ষ্যুত্থাপনার্থং মঞ্চাদবরুহ্য পুনস্তথৈবাভণৎ। ততো রাজা স্বমনসি বিচারয়তি। অহো! আশ্চর্য্যম্, যদা অয়ং ব্রাহ্মণো মঞ্চমারোহতি তদাঽস্য চেতসি দাতব্যং ভোক্তব্যমিতি বুদ্ধিরুৎপদ্যতে। যদা অবতরতি, তদা অন্যা বুদ্ধির্ভবতি তদহং মঞ্চমারুহ্য পশ্যামীতি মঞ্চমারুরোহ। ভোজরাজস্য চেতসি তদা বাসনা এবমভূৎ—বিশ্বস্যার্ত্তিঃ পরিহরণীয়া, সর্ব্বস্য লোকস্যাপি দারিদ্র্যং সম্যক্ নিবারণীয়ং, দুষ্টা দণ্ডনীয়াঃ, সজ্জনাঃ পালনীয়াঃ, প্রজা ধর্ম্মেণ রক্ষণীয়াঃ। কিং বহুনা। অস্মিন্ সময়ে যদি কশ্চিচ্ছরীরমপি প্রার্থয়িষ্যতি তদপি দেয়মিতি। আনন্দপরিপূর্ণঃ পুনর্বিচারয়তি অহো এতৎ ক্ষেত্রমস্য এবংবিধাং বুদ্ধিমুৎপাদয়তি।

উক্তঞ্চ—

> জলে তৈলং খলে গুহ্যং পাত্রে দানং মনাগপি।
> প্রাজ্ঞে শাস্ত্রং স্বয়ং যাতি বিস্তারং বস্তুশক্তিতঃ। ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—জলে তৈলং মনাগপি (ঈষদপি পতিতং) বস্তুশক্তিতঃ (বস্তুমাহাত্ম্যাৎ) বিস্তারং যাতি (বহুলীভবতি) এবং খলে গুহ্যং (রহস্যং কথিতং সৎ) পাত্রে (দানপাত্রে) দানং প্রাজ্ঞে (বুদ্ধিমতি) শাস্ত্রং মনাগপি বিস্তারং যাতি ॥ ২৪ ॥

বঙ্গানুবাদ।—ব্রাহ্মণের এই কথা শুনিয়া রাজা সপরিবারে ক্ষেত্র হইতে যাবৎ বহির্গত হইলেন, তাবৎ ব্রাহ্মণ পক্ষী দিগকে উড়াইয়া দিবার জন্য পুনর্ব্বার মঞ্চে আরোহণ পূর্ব্বক বলিলেন, "হে রাজন্! আপনি গমন করিতেছেন কেন? এই ক্ষেত্র উত্তমরূপে ফলিত হইয়া রহিয়াছে, অশ্বগণ যাবনালদণ্ডসমূহ ভক্ষণ করুক, আর আপনি—কর্কটিকাফল-সকল রহিয়াছে, উপভোগ করুন্" ॥ ২৩ ॥

পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণের এইরূপ বাক্য শুনিয়া রাজা সপরিবারে যখন ক্ষেত্রমধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন পক্ষী উড়াইবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণ মঞ্চ হইতে নামিয়া পুনর্ব্বার সেইরূপ তিরস্কার করিলেন। রাজা মনে মনে বিচার করিলেন, কি আশ্চর্য্য! যখন এই ব্রাহ্মণ মঞ্চে আরোহণ করেন, তখন ইঁহার মনে দাতব্য ভোক্তব্য এই বুদ্ধি উপস্থিত হয়, আবার যখন মঞ্চ হইতে অবরোহণ করেন, তখন বিপরীতবুদ্ধি উপস্থিত হয়, ইহার কারণ কি? যাহা, আমি একবার মঞ্চে আরোহণ করিয়া দেখি। ইহা ভাবিয়া মঞ্চে আরোহণ করিলেন। তখন ভোজরাজের মনে এইরূপ ভাবোদয় হইল, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের পীড়া বিনাশ করা কর্ত্তব্য, সমস্ত লোকেরই দারিদ্র্যদশা নিবারণ করা উচিত। বেশী কি, এখন যদি কেহ রাজার শরীরও প্রার্থনা করিত, তাহাও তিনি প্রদান করিতে পারিতেন। এই ভাবিয়া রাজা আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া পুনর্ব্বার বিচার করিলেন যে, ক্ষেত্রই ইহার এইরূপ বুদ্ধি উৎপাদন করিয়াছে শাস্ত্রে লিখিত আছে,—জলে তৈল, খলে গুহ্যবিষয়, সৎপাত্রে অল্পমাত্রও দান, প্রাজ্ঞে শাস্ত্র, এই সকল বিষয় বস্তুশক্তি-প্রভাবে স্বয়ং বিস্তার প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

কথমেতৎক্ষেত্রস্য মাহাত্ম্যং জ্ঞায়ত ইতি বিচার্য্য ব্রাহ্মণমাহূয়াবাদীৎ, ভো ব্রাহ্মণ। তবৈতস্মাৎ ক্ষেত্রাৎ কিয়ল্লাভো ভবতি ? ॥ ২৫ ॥

ব্রাহ্মণেনোক্তম্, ভো রাজন্। সকলকুশলেন ত্বয়া অবিদিতং কিমপি নাস্তি। যদুচিতং তৎ করোতু। রাজা নাম সাক্ষাদ্বিষ্ণোরবতারভূতঃ, তস্য দৃষ্টির্যস্যোপরি নিপততি তস্য দৈন্যদুর্ভিক্ষাদয়ো নশ্যন্তি। রাজা নাম সাক্ষাৎ কল্পবৃক্ষঃ। স ত্বং মম দৃষ্টের্গোচরোঽভূঃ, অদ্য মম দৈন্যদরিদ্রতাদীনামবসানং জাতম। ক্ষেত্রং কিয়ৎ। ॥ ২৬ ॥

ততো রাজা তং ব্রাহ্মণং ধনধান্যাদিনা পরিতোষ্য তৎ ক্ষেত্রং গৃহীত্বা মঞ্চকাধঃ খনয়িতুং প্রারব্ধমকার্ষীৎ। পুরুষপ্রমাণে গর্তে জাতে শিলৈকা সুমনোহরা অবলোকিতা। তদধঃ চন্দ্রকান্তশিলাবিনির্ম্মিতং নানা রত্নখচিতং দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকাভির্যুক্তমতিরমণীয়ং দিব্যমেকং সিংহাসনমপশ্যৎ। তৎ সিংহাসনং দৃষ্ট্বা ভোজরাজঃ পরমানন্দলহরীপরিপূর্ণহৃদয়ো ভূত্বা সিংহাসনং গ্রামং প্রতি নেতুং যাবদুচ্চালয়তি, তাবদধিকং গুরু ভবতি নোচ্চলতি চ। ॥ ২৭ ॥

ততো মন্ত্রিণং ব্যবদৎ, ভো মন্ত্রিন্। কিমর্থমেতৎ সিংহাসনং নোচ্চলতি ? মন্ত্রিণোক্তম্, রাজন্। এতৎ সিংহাসনং দিব্যমপূর্ব্বং চ বলিহোমপূজাদিকং বিনা নোচ্চলিষ্যতি তব সাধ্যং চ ন ভবিষ্যতি। ॥ ২৮ ॥

বঙ্গার্থ।—কিরূপে এই ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে, এইরূপ বিচার করিয়া রাজা ব্রাহ্মণকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, "হে দ্বিজবর। আপনার এই ক্ষেত্র হইতে কি পরিমাণ উপার্জ্জন হয় ?" ॥ ২৫ ॥

ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'হে রাজন্। আপনি সমস্ত বিষয়-নির্ণয়েই কুশল, আপনার অবিদিত কিছুই নাই। যাহা উপযুক্ত হয়, তাহাই করুন। রাজা সাক্ষাৎ বিষ্ণুর অবতারস্বরূপ, যাহার উপর তাঁহার দৃষ্টি পতিত হয়, তাহার দৈন্য-দুর্ভিক্ষাদি নষ্ট হয়। রাজা সাক্ষাৎ কল্পবৃক্ষ-স্বরূপ; সেই রাজা আপনি আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছেন, অদ্য আমার দৈন্য দারিদ্র্যাদি সকলেরই অবসান হইল, ক্ষেত্র আর কত মূল্যবান্ হইবে ?" ॥২৬॥

অনন্তর রাজা সেই ব্রাহ্মণকে ধন-ধান্যাদি দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া ক্ষেত্র গ্রহণ পূর্ব্বক সেই ক্ষেত্রের অধোভাগ খনন করাইতে আরম্ভ করিলেন। পুরুষপ্রমাণ গর্ত্ত হইলে পর একটি মনোহর শিলা দৃষ্ট হইল। তাহার অধোভাগে চন্দ্রকান্ত-শিলা নির্ম্মিত নানা-রত্ন-খচিত দ্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিকা-সংযুক্ত অতি রমণীয় এক দিব্য সিংহাসন দৃষ্ট হইল। সেই সিংহাসন দেখিয়া ভোজরাজ পরমানন্দলহরী দ্বারা পরিপূর্ণহৃদয় হইয়া গ্রামের দিকে যখন সেই সিংহাসন উঠাইয়া লইয়া যাইতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন উহা অত্যন্ত ভারবান্ বোধ হইল এবং উহা উঠিল না ॥ ২৭ ॥

তৎপরে রাজা মন্ত্রীকে কহিলেন, "হে মন্ত্রিবর। কি নিমিত্ত এই সিংহাসন উঠিতেছে না ?" মন্ত্রী বলিলেন, "এই সিংহাসন দিব্য ও অপূর্ব্ব। বলি, হোম ও পূজাদি ব্যতিরেকে উহা নড়িবে না এবং উহা তুলিতে আপনার সামর্থ্যও হইবে না।" ॥ ২৮ ॥

তস্য বচনং শ্রুত্বা রাজা ব্রাহ্মণান আহূয় তৈঃ সর্ব্বমপি বিধানং কারিতবান। ততস্তৎ সিংহাসনং লঘু ভূত্বা স্বয়মেবোচ্চলতিস্ম। তৎ দৃষ্ট্বা রাজা মন্ত্রিণমুবাচ, ভো মন্ত্রিন। এতৎ সিংহাসনং প্রথমং মমাসাধ্যমভবৎ। পরন্তু ইদানীং তব বুদ্ধিপ্রভাবেণ মম হস্তগতমাসীৎ। অহো বুদ্ধিমতাং সংসর্গো লাভায় সুখায় চ ভবতি ॥ ২৯

ততো মন্ত্রিণা ভণিতম্. ভো রাজন। শ্রূয়তাম, যঃ স্বয়ং বুদ্ধিমান ন ভবতি, অন্যেষামপি বুদ্ধিং ন শৃণোতি, স সর্ব্বথা নাশং প্রাপ্নোতি। ত্বং তথাবিধো ন ভবসি। বুদ্ধিমানপি আপ্তবচনং শৃণোষি, অতস্তব সকলকার্য্যেষ্বন্তরায়ো নাস্তি। ॥ ৩০

রাজা অব্রবীৎ, যোঽনর্থকার্য্যং নিবারয়তি আগামার্থং সাধয়তি চ স এব মন্ত্রী। তথা চোক্তম —

স্থিতস্য কার্য্যস্য সমুদ্ভবার্থ মাগামিনোঽর্থস্য চ সম্ভবার্থম।
অনর্থকার্য্যপ্রতিঘাতনার্থ যো মন্ত্রতেঽসৌ পরমো হি মন্ত্রী ॥ ॥ ৩১

মন্ত্রিণোক্তম্, ভো রাজন। মন্ত্রিণা স্বামিহিতকার্য্যং কর্ত্তব্যম্।

মন্ত্রঃ কার্য্যানুগো যেষাং কার্য্য স্বামিহিতানুগম্।
ত এব মন্ত্রিণো রাজ্ঞাং ন তু যে গল্লপুদ্গলা ॥ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—স্থিতস্য (উপস্থিতস্য বর্ত্তমানস্য) কার্য্যস্য সমুদ্ভবার্থং (সিদ্ধ্যর্থম্) আগামিনঃ (ভাবিনঃ) অর্থস্য (ধনাদি-বিষয়স্য) সম্ভবার্থম্ (যথা প্রাপ্তিসম্ভাবনা স্যাৎ তদর্থং) অনর্থকার্য্যপ্রতিঘাতনার্থম্ চ (যৎ কার্য্যম্ অনর্থকম্ তৎপ্রতিরোধার্থম্) যঃ মন্ত্রতে (বুদ্ধিং নিয়োজয়তি) অসৌ হি পরমঃ (শ্রেষ্ঠঃ) মন্ত্রী ॥ ৩১ ॥

যেষাং (মন্ত্রিণাম্) মন্ত্রঃ (উপদেশঃ) কার্য্যানুগঃ (কার্য্যানুসারী, যথা তে মন্ত্রয়ন্তে তথা অনুতিষ্ঠন্তি চ যেষাং) কার্য্যং স্বামিহিতানুগম (প্রভোর্হিতানুকূলম্) তে এব জনাঃ রাজ্ঞাং মন্ত্রিণঃ (মন্ত্রিপদবাচ্যাঃ), কিন্তু যে গল্লপুদ্গলাঃ (গল্লাঃ কার্য্যাক্ষমানাঃ তৈঃ পুদ্গলাশ্চ অধ্যবসায়হীনাঃ) তে ন সুমন্ত্রিণঃ ॥ ৩২ ॥

বঙ্গার্থ ।—মন্ত্রীর বাক্য শুনিয়া রাজা ব্রাহ্মণদিগকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের দ্বারা সমস্ত বিধান সম্পাদন করিলেন। তৎপরেই সেই সিংহাসন লঘু হইয়া আপনিই উঠিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া রাজা মন্ত্রীকে কহিলেন, "হে অমাত্যপ্রবর। প্রথমে এই সিংহাসন তুলিতে পারি নাই, কিন্তু এক্ষণে আপনার বুদ্ধিপ্রভাবে ইহা আমার হস্তগত হইল। বুদ্ধিমান্‌দিগের সংসর্গ লাভ সুখের নিমিত্তই হইয়া থাকে" ॥ ২৯ ॥

তখন মন্ত্রী বলিলেন, 'রাজন্! শ্রবণ করুন, যে স্বয়ং বুদ্ধিমান্ নহে এবং অন্যের বুদ্ধিও শ্রবণ না করে, সে সর্ব্বপ্রকারে বিনাশ পায়। আপনি সেরূপ নহেন। আপনি বুদ্ধিমান্ হইয়াও বিশ্বস্তজনের বাক্য শ্রবণ করিয়া থাকেন, এই হেতু আপনার কোন কার্য্যেই ব্যাঘাত ঘটে না" ॥ ৩০ ॥

রাজা বলিলেন, 'যিনি অনর্থকার্য্য নিবারণ করেন এবং আগামী বিষয় সাধন করেন, তিনিই যথার্থ মন্ত্রী। শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, উপস্থিত কার্য্যের পরিচালনার্থ, ভবিষ্যৎকার্য্যের সম্ভবার্থ এবং অনর্থকর কার্য্যে প্রতিঘাত দিবার নিমিত্ত যে ব্যক্তি মনন পূর্ব্বক উপায় করিতে পারে, সেই ব্যক্তি উত্তম মন্ত্রী বলিয়া কথিত হয়" ॥ ৩১ ॥

মন্ত্রী কহিলেন, "রাজন্। স্বামীর হিতকার্য্য সাধন করা মন্ত্রীর একান্ত কর্ত্তব্য। যাঁহাদের মন্ত্রণা কার্য্যের অনুগামিনী এবং কার্য্য স্বামীর হিতানুসারী হয়, তাঁহারাই রাজমন্ত্রী হইতে পারেন; নতুবা অন্য মন্ত্রিগণ কপোল-দেশ জাত বৃথা মাংসের ন্যায় ক্লেশদায়ক, তাহারা রাজমন্ত্রীর যোগ্য নহে" ॥ ৩২ ॥

অন্যচ্চ।

যন্মন্ত্রিণা বিনা রাজ্যং গৃহং ধান্যাদিকং বিনা।
বিনা তারুণ্যং সৌভাগ্যং বিনা জ্ঞানং বিরাগতা॥ ॥ ৩৩ ॥

দুর্জ্জনানাং শান্তিঃ পাষণ্ডিনাং মতিঃ বেশ্যানাং প্রীতিঃ খলানং মৈত্রী পরাধীনস্য স্থাতব্যং নির্ধনস্য রোষঃ সেবকস্য কোপঃ স্বামিনঃ স্নেহঃ কৃপণস্য গৃহং ব্যভিচারিণ্যাঃ পুরুষভক্তিঃ তস্করাণাং যুক্তিঃ মূর্খাণাং সম্মতিঃ ইত্যেতৎ সর্ব্বং কার্য্যং নিষ্ফলং জ্ঞাতব্যম্। ॥ ৩৪ ॥

অন্যচ্চ। রাজ্ঞা মহতাং সেবা কর্ত্তব্যা, আপ্তানাং বচঃ শ্রোতব্যম্, দেবব্রাহ্মণাঃ প্রতিপালনীয়াঃ, ন্যায়মার্গেণ বর্ত্তিতব্যম্। ভো রাজন! রাজলক্ষণোক্তা গুণাঃ সর্ব্বে ত্বয়ি বিদ্যন্তে। ত্বং সকলরাজরাজোত্তমঃ। মন্ত্রিণাপি এবংবিধগুণ-গরিষ্ঠেন ভবিতব্যম্। যঃ কুলক্রিয়াতঃ কামন্দকচাণক্যপঞ্চতন্ত্রাদিসকলশাস্ত্র কলাভিজ্ঞশ্চ। গুণাঃ—স্বামিকার্য্যার্থমুদ্যমঃ, পাপাদ্ভয়ং, প্রজানাং সঙ্গোপনীয়ম্, পরিচারকাণাং সংযোজনীয়ং, রাজ্ঞঃ চিত্তবৃত্ত্যনুসরণং, সময়োচিতপরিজ্ঞানঞ্চ অপায়কার্য্যাদ্রাজা নিবারণীয়ঃ। এবংবিধগুণযুক্তো মন্ত্রিপদযোগ্যো ভবতি। যথা নন্দরাজমন্ত্রিণা বহুশ্রুতেন রাজ্ঞো ব্রহ্মহত্যা নিবারিতা। ॥ ৩৫ ॥

ভোজরাজেনোক্তম্, কথমেতৎ? ॥ ৩৬ ॥

মন্ত্রী বদতি ভো রাজন্। শ্রূয়তাম্, কথয়ামি। ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—মন্ত্রিণা বিনা যৎ রাজ্যং, ধান্যাদিকং বিনা যৎ গৃহং, তারুণ্যং বিনা যৎ সৌভাগ্যং (সৌন্দর্য্যম্), জ্ঞানং বিনা যা বিরাগতা (বৈরাগ্যম্), তৎ সর্ব্বং ব্যর্থম্ ইত্যর্থঃ॥ ৩৩॥

বঙ্গার্থ।—আরও উক্ত আছে যে, মন্ত্রী বিনা রাজ্য, ধান্যাদি বিনা গৃহ, যৌবন বিনা সৌভাগ্য এবং জ্ঞান বিনা বৈরাগ্য, এই সমস্তই বৃথা॥ ৩৩॥

আর দুর্জ্জনগণের শান্তি, পাষণ্ডগণের বুদ্ধি, বেশ্যাদিগের প্রীতি, খলদিগের মিত্রতা, পরাধীনের অবস্থান, নির্ধনের রোষ, সেবকের কোপ, স্বামীর স্নেহ, কৃপণের গৃহ, ব্যভিচারিণীগণের পতিভক্তি, চৌরগণের যুক্তি, মূর্খদিগের সম্মতি এই সমস্ত কার্য্যই নিষ্ফল জানিবে॥ ৩৪॥

আরও, মহৎ ব্যক্তির সেবা, বিশ্বস্ত ব্যক্তিদিগের বাক্যশ্রবণ, দেব ও ব্রাহ্মণগণপালন এবং ন্যায়মার্গে অবস্থান করা রাজগণের কর্ত্তব্য। হে রাজন্! রাজলক্ষণোক্ত সমস্ত গুণই আপনাতে বিদ্যমান আছে, আপনি সমস্ত রাজগণের মধ্যে উত্তম। মন্ত্রীরও এই সমস্ত গুণ থাকা উচিত। যিনি কুলক্রিয়ানুসারে কামন্দক, চাণক্য ও পঞ্চতন্ত্রাদি সকল শাস্ত্রকলায় অভিজ্ঞ, তিনিই মন্ত্রী। মন্ত্রীর গুণ-সকল যথা—স্বামি-কার্য্যার্থ উদ্যম, পাপ হইতে ভয়, প্রজাদিগের মধ্যে মন্ত্রণাদি গোপন, পরিচারকদিগকে কার্য্যে যোজনা, রাজার চিত্তবৃত্তির অনুসরণ, সময়োচিত পরিজ্ঞান, অনিষ্টকরকার্য্য হইতে রাজাকে নিবারণ করা, এই সমস্ত গুণ-যুক্ত হইলে সে মন্ত্রিপদবাচ্য হয়। যেমন বহুশাস্ত্র-জ্ঞানসম্পন্ন নন্দরাজ-মন্ত্রী বহুশ্রুত ব্রহ্মহত্যা নিবারণ করিয়াছিলেন॥ ৩৫॥

তখন ভোজরাজ কহিলেন, "তাহা কি প্রকার?"॥ ৩৬॥

মন্ত্রী বলিলেন, হে রাজন্! বলিতেছি, শ্রবণ করুন্।

বিশালায়াং নগর্য্যাং নন্দো নাম রাজা মহাশৌর্য্যসম্পন্নোঽভূৎ। নিজ-ভুজবলেন সর্ব্বান প্রত্যর্থিনৃপতীন পাদপদ্মোপজীবিনো বিধায় একচ্ছত্রেণ রাজ্যং করোতি স্ম। তস্য রাজ্ঞঃ জয়পালো নাম পুত্রঃ ষড়্বিধদণ্ডায়ুধসাধনাভিজ্ঞো নাম মন্ত্রী বহুশ্রুতো ভার্য্যা ভানুমতী চ নাম আসীৎ। সা রাজ্ঞোঽতিপ্রিয়া। ভূপতিঃ সর্ব্বদা তস্যামনুরক্তঃ সুরতসুখমনুভবন তিষ্ঠতি স্ম। যদা সিংহাসনে উপবিশতি, তদা অর্দ্ধাঙ্গে ভানুমতীমুপবেশয়তি। ক্ষণমপি তস্যা বিয়োগং ন সহতে। একদা মন্ত্রিণা মনসি বিচারিতম, অয়ং রাজা নির্লজ্জো ভূত্বা সভামধ্যে সিংহাসনে স্ত্রিয়মুপবেশয়তি। সর্ব্বোঽপি জনস্তাং পশ্যতি, মহদেতদনুচিতম, যঃ কামী স উচিতানুচিতং ন জানাতি। ॥ ৩৮

তথাহি—

কিমু কুবলয়নেত্রাঃ সন্তি নো নাকনার্য্য-
স্ত্রিদশপতিরহল্যাং তাপসীং যৎ সিষেবে।
হৃদয়তৃণকুটীরে দহ্যমানে স্মরাগ্নৌ
উচিতমনুচিতং বা বেত্তি কঃ পণ্ডিতোঽপি। ॥ ৩৯ ॥

যঃ স্ত্রীণাং কটাক্ষবাণৈর্যাবন্ন ভিদ্যতে তাবদেব প্রতিষ্ঠাং ধৈর্য্যং চ বহতি। ॥ ৪০ ॥

অন্বয় ঃ—কুবলয়নেত্রাঃ নাকনার্য্যঃ (অপ্সরসঃ) কিমু নো (ন) সন্তি, যৎ ত্রিদশপতিঃ (ইন্দ্রঃ) তাপসীং (তাপস-পত্নীম্) অহল্যাং সিষেবে (তস্যামনুরক্ত আসীৎ)। অত্র (অর্থান্তরন্যাসমাহ) হৃদয়তৃণকুটীরে স্মরাগ্নৌ দহ্যমানে সতি পণ্ডিতোঽপি কঃ উচিতম্ অনুচিতং বা বেত্তি ইদমুপাদেয়ম ইদং হেয়মিতি কো বিচারয়তি ন কোঽপি কামান্ধো নৈব পশ্যতি ইত্যর্থঃ॥ ৩৯॥

বঙ্গার্থ ঃ—বিশালা-নগরীতে মহাশৌর্য্য-বীর্য্য সমন্বিত নন্দ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি নিজ ভুজবল দ্বারা সমস্ত অরি-নৃপতিগণকে নিজ পাদপদ্মের অধীন করিয়া একচ্ছত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন। সেই রাজার জয়পাল নামে এক পুত্র, ষড়্বিধ দণ্ডনীতি ও শাস্ত্রবিদ্যায় অভিজ্ঞ, বহু বিদ্যা-বুদ্ধি-সম্পন্ন বহুশ্রুত নামে এক মন্ত্রী এবং ভানুমতী-নাম্নী ভার্য্যা ছিল। সেই ভানুমতী রাজার অত্যন্ত প্রিয়া ছিল। ভূপতি সর্ব্বদা তাহাতে আসক্ত থাকিয়া সুরত-সুখ অনুভব করিতেন। এমন কি, যখন সিংহাসনে বসিতেন, তখন ভানুমতীকে তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গে বসাইতেন, ক্ষণমাত্রও তাঁহার বিরহ সহ্য করিতেন না। এক দিন মন্ত্রী মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে, এই রাজা নির্লজ্জভাবে সভামধ্যে অর্দ্ধাসনে আপন স্ত্রীকে বসাইয়া থাকেন, সমস্ত লোকই রাণীকে দেখিয়া থাকে; সুতরাং ইহা বড়ই অনুচিত, রাজার সে জ্ঞান নাই। কারণ, যে ব্যক্তি কামী, সে উচিত বা অনুচিত বিবেচনা করিতে পারে না॥ ৩৮॥

উক্ত আছে যে, ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের বহুতর কমললোচনা অপ্সরা বিদ্যমান থাকিলেও তিনি তপস্বিনী অহল্যাতে উপগত হইয়াছিলেন। যখন হৃদয়রূপ তৃণকুটীর মদনানলে দহ্যমান হইতে থাকে, তখন পণ্ডিত হইয়াও কোন্ ব্যক্তি উচিত বা অনুচিত বিবেচনা করিতে পারে? ॥ ৩৯ ॥

মানুষ যতক্ষণ রমণীগণের কটাক্ষ-বাণে ভিন্নহৃদয় না হয়, ততক্ষণই ধৈর্য্য ও মর্য্যাদা বহন করিতে পারে॥ ৪০॥

তথা চোক্তম্—তাবদ্ধত্তে প্রতিষ্ঠাং প্রশময়তি মনশ্চাপলং তাবদেব
তাবৎ সিদ্ধান্তসূত্রং স্ফুরতি হৃদি পরং বিশ্বলোকৈকদীপম্
ক্ষীরাব্ধেঃ পারবেলাবলয়বিলসিতৈর্মানিনীনাং কটাক্ষৈ-
র্যাবন্নো হন্যমানং কলয়তি হৃদয়ং দীর্ঘলোলায়তাক্ষৈঃ ॥ ॥ ৪১ ॥
অহো মদনস্য মাহাত্ম্যং কালজ্ঞমপি বিকলয়তি। ॥ ৪২ ॥

উক্তঞ্চ —

বিকলয়তি কলাকুশলং হসতি শুচিং পণ্ডিতং বিড়ম্বয়তি।
অধীরয়তি ধীরং পুরুষং ক্ষণেন মকরধ্বজো দেবঃ ॥ ॥ ৪৩ ॥

তথা চ

শ্রুতং সত্যং তপঃ শীলং বিজ্ঞানং তত্ত্বমুত্তমম্।
ইন্ধনীকুরুতে মূঢ়ঃ প্রবিশ্য বনিতানলে ॥ ॥ ৪৪ ॥
ইতিবৃত্তং বলস্যান্তং স্বকুলস্যাপি লাঞ্ছনম্।
মরণঞ্চ সমীপস্থং কামী লোকো ন পশ্যতি ॥ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয় ঃ—জনঃ তাবৎ (কালং) প্রতিষ্ঠাং ধত্তে (প্রতিষ্ঠান্বিতো ভবতি) মনঃ তাবদেব চাপলং প্রশময়তি (নিবারয়তি) হৃদি তাবৎ পর্য্যন্তং বিশ্বলোকৈকদীপং (সর্ব্বেষাং সংশয়তমোনিবারকং) সিদ্ধান্তসূত্রং (শাস্ত্রসিদ্ধান্তনির্দ্দেশঃ) স্ফুরতি (উদয়তি) ক্ষীরাব্ধেঃ ক্ষীরসাগরস্য পারবেলাবলয়বিলসিতৈঃ (শ্বেতবৃত্তাকারৈরিত্যর্থঃ) দীর্ঘলোলায়তাক্ষৈঃ (দীর্ঘে লোলে আয়তে চ অক্ষিণী যেষু তৈঃ) মানিনীনাং (অভিমানবতীনাং) রমণীনাং কটাক্ষৈঃ (কোপকুঞ্চিতনেত্রপাতৈঃ) হন্যমানং (বিধ্যমানং) হৃদয়ং ন কলয়তি (ন ধত্তে ইত্যর্থঃ) ॥ ৪১ ॥

দেবঃ মকরধ্বজঃ (কামঃ) ক্ষণেন (একপদে) কলাকুশলং (নৃত্য-গীতাদিবিশারদম্) বিকলয়তি (অবশয়তি) শুচিং (পবিত্রম্ জনম্) হসতি (উপহসতি) পণ্ডিতং বিড়ম্বয়তি (কৌতুকাস্পদং করোতি) ধীরং (ধৈর্য্যবন্তং জনম্) অধীরয়তি (চপলয়তি) ॥ ৪৩ ॥

মূঢ়ঃ (অজিতেন্দ্রিয়ঃ) বনিতানলে (রমণীরূপাগ্নৌ) প্রবিশ্য (কামিনীবশীভূত ইত্যর্থঃ) শ্রুতং (শাস্ত্রজ্ঞানং) সত্যং তপঃ শীলং বিজ্ঞানম্ উত্তমং তত্ত্বম্ (বস্তুতত্ত্বজ্ঞানং বা) ইন্ধনীকুরুতে (কাষ্ঠানি কুরুতে সর্ব্বং ভস্মসাৎ করোতি ইত্যর্থঃ) ॥ ৪৪ ॥

কামী লোকঃ (কামুকো জনঃ) ইতিবৃত্তম্ (পূর্ব্বাপরবৃত্তান্তম্) বলস্য অন্তম্ (ক্ষয়ম্) স্বকুলস্য অপি লাঞ্ছনম্ (অবমাননাং) সমীপস্থং মরণঞ্চ (আসন্নং মৃত্যুমপি) ন পশ্যতি ॥ ৪৫ ॥

বঙ্গার্থ ঃ উক্ত আছে যে, পুরুষের তৎক্ষণ প্রতিষ্ঠা, মনশ্চাঞ্চল্যের দমন তৎক্ষণ, তত্ত্বজ্ঞানের প্রকাশক শাস্ত্র-সিদ্ধান্তের সূত্র হৃদয়ে তাবৎকাল স্ফুরিত হইতে থাকে, যৎক্ষণ না মানিনী রমণীদিগের ক্ষীর সমুদ্র-পারের বেলা-মণ্ডলের মত বিলাস-বিশিষ্ট লীলায়ত সুদীর্ঘ লোচনের কটাক্ষ দ্বারা হৃদয় বিদ্ধ হয় ॥ ৪১ ॥

কি আশ্চর্য্য ! মদনের মাহাত্ম্য কালজ্ঞ ব্যক্তিকেও বিকল করিয়া তোলে ॥ ৪২ ॥

উক্ত আছে যে, দেব মকর-কেতন কলা-বিৎ ব্যক্তিকে ক্ষণমাত্রেই বিকল করেন, শুচি ব্যক্তিকে লোকের উপহাসাস্পদ করেন, পণ্ডিতের লাঞ্ছনা করেন, ধীর পুরুষকে উন্মত্ত করিয়া থাকেন ॥ ৪৩ ॥

আরও উক্ত আছে যে, মদনমূঢ় ব্যক্তি বনিতানলে প্রবেশ করিয়া বেদাভ্যাস, সত্য, তপস্যা, সচ্চরিত্র, বিজ্ঞান, পরম তত্ত্ব এই সমস্তই ঐ অনলের ইন্ধন করিয়া থাকে ॥ ৪৪ ॥

যে কামুক, সে পূর্ব্বাপর বৃত্তান্ত, বলক্ষয়, নিজ বংশের কলঙ্ক এবং নিকটমরণ এই সমস্তের কিছুই দেখিতে পায় না ॥ ৪৫ ॥

ইতি সঞ্চিন্ত্য একদাবসরং প্রাপ্য রাজানমব্রবীৎ, ভো রাজন্। কিঞ্চিৎ বিজ্ঞাপামস্তি। রাজ্ঞোক্তম্, কিন্তদ্ ব্রূহি। মন্ত্রিণোক্তম্, যদেতদ্ভানুমতী সভামধ্যে অর্দ্ধাসনে উপবিশতি, তন্মহদনুচিতং ভবতি। অসূর্য্যম্পশ্যা রাজদারা ইতি শাস্ত্রকারবচনম্। অত্র নানাবিধো জনঃ সমাগতা তাং পশ্যতি। রাজ্ঞোক্তম্, সর্ব্বমপি জানামি, কিং করোমি, মম মহতী প্রীতিরস্যাম্। ইমাং বিহায ক্ষণং স্থাতুং ন শক্নোমি। মন্ত্রিণোক্তম্, তর্হ্যেবং ক্রিয়তাম্। রাজ্ঞোক্তম্, কিং তন্নিরূপ্যতাম্। তেনোক্তম্, চিত্রকারমাহূয় তেন পটস্যোপরি ভানুমত্যা রূপং লেখয়িত্বা পুরঃস্থিতে ভিত্তিপ্রদেশে সজ্জাট্য তস্যাঃ স্বরূপং দ্রষ্টব্যম। তদ্বচনং রাজ্ঞঃ চিত্তে লগ্নম্। ততো রাজা চিত্রকারমাহূযোক্তবান, ভো চিত্রকার। ভানুমত্যা রূপং চিত্রে লেখনীযম্। চিত্রকারেণোক্তম্, ভো দেব, তস্যা অহং রূপং প্রথমং প্রত্যক্ষং বিলোক্য পশ্চাদ্যথাবযবং বিলিখিষ্যামি তচ্ছ্রুত্বা রাজ্ঞা ভানুমতী আকারিতা তস্মৈ দর্শিতা চ। স তু তাং বিলোক্য পদ্মিনী স্ত্রী ইযমিতি বিজ্ঞায পদ্মিনীলক্ষণযুক্তাং বিলিলেখ। ৪৬ ॥

পদ্মিনীলক্ষণং যথা —কমলমুকুলমৃদ্বী ফুল্লরাজীবগন্ধা সুরতপযসি যস্যাঃ সৌরভং দিব্যমঙ্গে।
চকিতমৃগসনাভে প্রান্তরক্তে চ নেত্রে স্তনযুগলমনর্ঘং শ্রীফলশ্রীবিড়ম্বি ॥ ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়ঃ—যা কমলমুকুলমৃদ্বী (পদ্মকোরককোমলা) ফুল্লরাজীবগন্ধা (মুখে প্রস্ফুটিতপদ্মসৌরভান্বিতা) সুরতপয়সি যস্যা অঙ্গে দিব্যম্ সৌরভম্ (সুরতকালে অঙ্গে দিব্যো গন্ধঃ আবির্ভবতি) যস্যাঃ নেত্রে চকিতমৃগসনাভে (চঞ্চলহরিণনয়নতুল্যে) প্রান্তরক্তে (প্রান্তভাগে রক্তরেখাঙ্কিতে) চ (ভবতঃ তথা) স্তনযুগলম্ অনর্ঘ্যম্ (অমূল্যং অনুপমম্ ইতি যাবৎ) শ্রীফলশ্রীবিড়ম্বি (বিল্বফলশোভানুকারি ভবতি সা পদ্মিনী ইতি আখ্যায়তে) ॥ ৪৭ ॥

বঙ্গার্থ।—এইরূপ চিন্তা করিয়া মন্ত্রী এক দিন অবসর মত রাজাকে কহিলেন, মহারাজ! আমার কিছু নিবেদন আছে। রাজা বলিলেন, কি, তাহা বল। মন্ত্রী বলিলেন, রাণী ভানুমতী যে সভামধ্যে উপবেশন করেন, ইহা অতিশয় অনুচিত বিষয়। রাজমহিষী অসূর্য্যম্পশ্যা, ইহা শাস্ত্রকারদিগের বাক্য। এখানে বিবিধ চরিত্রের লোক আসিয়া তাঁহাকে দেখে, ইহা ভাল দেখা যায় না। রাজা বলিলেন, সকলই জানি, কিন্তু কি করি, ভানুমতীতে আমার অসীম প্রীতি, ইঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া ক্ষণমাত্রও অবস্থিতি করিতে পারি না। মন্ত্রী বলিলেন, তবে এইরূপ করুন। রাজা বলিলেন, কি, তাহা নিরূপণ করুন। মন্ত্রী বলিলেন, কোন চিত্রকর দ্বারা পটের উপর ভানুমতীর রূপ চিত্রিত করাইয়া সম্মুখস্থ ভিত্তিতে তাহা আটকাইয়া রাখিবেন এবং তাঁহার রূপ দর্শন করিবেন। মন্ত্রীর কথা রাজার মনে লাগিল। তখন রাজা চিত্রকরকে ডাকাইয়া কহিলেন, হে চিত্রকর! তুমি ভানুমতীর রূপ চিত্রে অঙ্কিত কর। চিত্রকর বলিল, দেব! আমি প্রত্যক্ষ প্রথমে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করি, পরে যেখানে যেরূপ অবয়ব আছে, সেইরূপেই অঙ্কিত করিব। তাহা শুনিয়া রাজা ভানুমতীকে আহ্বান করিয়া চিত্রকরকে দেখাইলেন। সে তাঁহাকে দেখিয়া, ইনি পদ্মিনী স্ত্রী, এইরূপ মনে জানিয়া পদ্মিনীলক্ষণযুক্ত একটি প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিতে লাগিল ॥ ৪৬ ॥

শাস্ত্রে পদ্মিনীর লক্ষণ যেরূপ উক্ত আছে, তাহা এই,—যে রমণীর দেহ কমলকোরকের ন্যায় মৃদু, যাহার গাত্রগন্ধ প্রফুল্ল-কমল তুল্য, যাহার প্রতি অঙ্গে দিব্য সৌরভ, এবং সুরতরসে সুগন্ধ, যাহার নেত্রযুগল চকিত হরিণ-সদৃশ সর্ব্বদা চঞ্চল এবং প্রান্তদেশ রক্তবর্ণ, স্তনযুগল বিল্বফলতুল্য শোভাময় ॥ ৪৭ ॥

তিলকুসুমসমানাং বিভ্রতী নাসিকাং বা দ্বিজ রগুরুপূজাং শ্রদ্দধানা সদৈব।
কুবলয়দলকান্তিঃ কাপি চাম্পেয়গৌরী বিকচকমলকোষা কামিনী কান্তপত্রা ॥ ॥ ৪৮ ॥
ব্রজতি মৃদু সলীলং রাজহংসীব তন্বী ত্রিবলিললিতমধ্যা হংসবাণী সুবেশা
মৃদু লঘু শুচি ভুঙ্‌ক্তে রাজহংসী সুকেশী ধবলকুসুমবাসোবল্লভা পদ্মিনী স্যাৎ ॥ ॥ ৪৯ ॥

এবমুক্তলক্ষণযুক্তং তস্যাঃ রূপং লিখিত্বা রাজ্ঞো হস্তে সমর্পিতবান্। রাজাঽপি তত্র চিত্রলিখিতাং তাং দৃষ্ট্বা অতিসন্তুষ্টস্তস্মৈ চিত্রকারায় উচিতং দদৌ। তদনন্তরং শারদানন্দেন রাজগুরুণা চিত্রপটলিখিতাং ভানুমতীং দৃষ্ট্বা চিত্রকং প্রতি ভণিতম্, ভো চিত্রক! ভানুমত্যাঃ সর্ব্বং লক্ষণং লিখিতং, পরমেকং বিস্মৃতং ত্বয়া। তেনোক্তম্, ভো স্বামিন্! কিং বিস্মৃতং কথয়। শারদানন্দেনোক্তম্ তস্যা বামজঘনস্থলে তিলকসদৃশো মৎস্যোঽস্তি। ন স লিখিতস্ত্বয়া। রাজাঽপি শারদানন্দবচনং শ্রুত্বা তৎপ্রত্যয়নিরীক্ষণার্থং যাবৎ সুরতসময়ে তস্যা বামজঘনং পশ্যতি, তাবত্তিলকসদৃশো মৎস্যো দৃষ্টঃ। তং দৃষ্ট্বা রাজা স্বমনসি অচিন্তয়ৎ, কথমস্যা গুহ্যদেশে স্থিতং মৎস্যং দৃষ্টবান্। সর্ব্বথানয়া সহ অস্য সংসর্গো বিদ্যতে। অন্যথা কথমেতদনেন জ্ঞাতম্। স্ত্রীণাং বিষয়ে পাপসন্দেহঃ কর্ত্তব্যঃ। ॥ ৫০ ॥

অন্বয় ঃ—অথবা যা তিলকুসুমসমানাং নাসিকাং বিভ্রতী (ধারয়ন্তী) সদৈব দ্বিজসুরগুরুপূজাং শ্রদ্ধধানা (ব্রাহ্মণদেবগুরুপূজায়াং শ্রদ্ধাবতী) কুবলয়দলকান্তিঃ কাপি কামিনী চাম্পেয়গৌরা (চম্পকপুষ্পবৎ গৌরবর্ণা) বিকচকমলকোষা কান্তপত্রা চ ॥ ৪৮ ॥

যা রাজহংসা ইব মৃদু সলীলঞ্চ ব্রজতি, তন্বী, ত্রিবলিললিতমধ্যা, হংসবাণী (হংসস্বরা), সুবেশা, মৃদু লঘু শুচি (পবিত্রং সত্ত্বগুণপ্রধানং খাদ্যং) ভুঙ্‌ক্তে, যা চ রাজহংসী সুকেশী ধবলকুসুমবাসোবল্লভা (ধবলং কুসুমং বাসশ্চ যস্যাঃ প্রিয়ম্) সা পদ্মিনী স্যাৎ ॥ ৭২ ॥

বঙ্গার্থ ঃ—অনুপম এবং যাহার নাসিকা তিলপুষ্পের ন্যায়, সেই স্ত্রীই পদ্মিনী নামে খ্যাত আর যে নারী সর্ব্বদাই শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দ্বিজ, দেবতা ও গুরু-পূজা করিয়া থাকে, চম্পকের ন্যায় গৌরবর্ণা, কুবলয়দলের ন্যায় লাবণ্যময়ী, মনোহর পত্রবিশিষ্ট প্রফুল্লকমলের ন্যায় যাহার অঙ্গবিশেষ, সেই নারীই পদ্মিনী ॥ ৪৮ ॥

যে নারী ক্ষীণাঙ্গী ও রাজ-হংসীর ন্যায় লীলাবিলাসসহিত মৃদুমন্দগমনা, হংসের ন্যায় অস্ফুটভাষিণী, যাহার মধ্যদেশে মনোহর ত্রিবলী, এইরূপ বেশভূষা সজ্জিতা, মৃদু লঘু শুচি আহারপ্রিয়া, ধবলকুসুমতুল্য কোমলবসনপ্রিয়া রমণীকে পদ্মিনী স্ত্রী কহে ॥ ৪৯ ॥

এইরূপে উক্ত-লক্ষণযুক্ত ভানুমতীর রূপ চিত্রিত করিয়া রাজার হস্তে সমর্পণ করিল। রাজাও তথায় চিত্র-লিখিতা ভানুমতীকে দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং চিত্রকরকে সমুচিত পুরস্কার প্রদান করিলেন। তদনন্তর রাজপুরোহিত শারদানন্দ চিত্রপট-লিখিত ভানুমতীকে দেখিয়া চিত্রকরকে কহিলেন, হে চিত্রকর! ভানুমতীর সমস্ত লক্ষণই লিখিত হইয়াছে, কিন্তু তুমি একটি ভুলিয়া গিয়াছ। চিত্রকর বলিল, প্রভু, কি ভুলিয়াছি, বলুন্। শারদানন্দ বলিলেন, রাণীর বামজঘনস্থলে তিলক সদৃশ মৎস্যচিহ্ন আছে, তাহা তুমি লিখ নাই। রাজাও শারদানন্দের বাক্য শুনিয়া তাহা প্রত্যক্ষ করিবার নিমিত্ত সুরতকার্য্যের সময়ে যখন ভানুমতীর বামজঘন দেখিলেন, অমনি তিলক সদৃশ মৎস্যচিহ্ন দেখিতে পাইলেন। তাহা দেখিয়া রাজা মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, শারদানন্দ ইহার গুপ্তস্থানস্থিত মৎস্যচিহ্ন কিরূপে দেখিতে পাইল? তাহাতে বোধ হয় যে, নিশ্চয়ই ইহার সহিত তাহার সংসর্গ ঘটিয়াছে। তাহা না হইলে কিরূপে সে ইহা জানিতে পারিবে? স্ত্রীদিগের চরিত্র বিষয়ে পাপসন্দেহ করা কর্ত্তব্য ॥ ৫০ ॥

তথাচ— জল্পন্তি সার্দ্ধমন্যেন পশ্যন্ত্যন্যং সবিভ্রমাঃ।
হৃদয়ে চিন্তয়ন্ত্যন্যং ন স্ত্রীণামেকতো রতিঃ॥ ॥ ৫১ ॥
নাগ্নিস্তৃপ্যতি কাষ্ঠৌঘৈর্নাপগাভির্মহোদধিঃ।
নান্তকঃ সর্ব্বভূতৈশ্চ ন পুম্ভির্বামলোচনা॥ ৫২
স্থানং নাস্তি ক্ষণং নাস্তি নাস্তি প্রার্থয়িতা জনঃ।
ইত্থং নারদ! নারীণাং পাতিব্রত্যং হি কল্পতে। ॥ ৫৩ ॥
যো মোহান্মন্যতে মূঢ়ো রক্তেয়ং ময়ি কামিনী।
স ভবেদ্বশগস্তস্যা নৃত্যক্রীড়াশকুন্তবৎ। ৫৪
তাসাং বাক্যানি স্বল্পানি তথ্যানি সুগুরুণ্যপি।
করোতি যঃ কৃতী লোকে লঘুত্বং তস্য নিশ্চিতম্। ৫৫ ॥
অলক্তকো যথা রক্তো নিষ্পীড্য পুরুষস্তথা।
অবলাভির্বলাদ্রক্তঃ পাদমূলে নিপাত্যতে॥ ৫৬

অন্বয় ঃ—(স্ত্রিয়ঃ) অন্যেন সার্দ্ধং জল্পন্তি, অন্যং সবিভ্রমাঃ পশ্যন্তি, অন্যং হৃদয়ে চিন্তয়ন্তি, অতঃ স্ত্রীণাম্ একতঃ (একস্মিন্ পুরুষে) রতিঃ (ভাববন্ধঃ) ন। ৫ ॥

অগ্নিঃ কাষ্ঠৌঘৈঃ (কাষ্ঠচয়ৈঃ) ন তৃপ্যতি, মহোদধিঃ আপগাভিঃ (নদীভিঃ) ন (তৃপ্যতি), অন্তকঃ সর্ব্বভূতৈঃ (সর্ব্বজীবৈঃ) ন (তৃপ্যতি), বামলোচনা চ (রমণ্যপি) পুম্ভিঃ (পুরুষৈঃ) ন (তৃপ্যতি)॥ ৫২ ॥

হে নারদ! নারীণাং স্থানং নাস্তি (অভিমতং সম্ভোগস্থানং ন লভ্যতে) (লভ্যতে চেৎ) ক্ষণং নাস্তি (তাদৃগবসরো ন লভ্যতে) (সোঽপি চেৎ) প্রার্থয়িতা জনঃ (অভিমত পুরুষ্যা কাঙ্ক্ষা) নাস্তি, ইত্থং (অতএব) তাসাং পাতিব্রত্যং কল্পতে (এতৈঃ কারণৈঃ পাতিব্রত্যং রক্ষিতং ভবতি অভিমত স্থানাদীনামভাবাদিতি ভাবঃ)॥ ৫৩ ॥

যো মূঢ়ঃ ইয়ং কামিনী ময়ি রক্তা (অনুরাগিণী) মোহাৎ ইতি মন্যতে, স তস্যাঃ নৃত্য-ক্রীড়া শকুন্তবৎ (নর্ত্তনক্রীড়োপযোগী পক্ষীব) বশগঃ ভবেৎ॥ ৫ ॥

ইহ লোকে (জগতি) যঃ কৃতী (কৃতবিদ্যঃ) তাসাং স্বল্পানি তথ্যানি (সত্যানি) সুগুরুণি অপি (গৌরবময়ানি অপি) তাসাং বাক্যানি করোতি (পালয়তি) তস্য লঘুত্বং নিশ্চিতম্ (ক্ষুদ্রতা অনিবার্য্যা)॥ ৫৫ ॥

যথা রক্তঃ (রক্তবর্ণঃ) অলক্তকঃ (লাক্ষাদ্রবঃ) বলাৎ নিষ্পীড্য (নিতরাং নিষ্পিষ্য) পাদমূলে (পাদতলে) নিপাত্যতে, তথা রক্তঃ (অনুরক্তঃ) পুরুষঃ অবলাভিঃ বলাৎ নিষ্পীড্য (নিঃসারীকৃত্য) পাদমূলে নিপাত্যতে (নিতরাং বশীক্রিয়তে)॥ ৫৬ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, নারীগণ এক জনের সহিত কথা বলে আর বিলাসসহকারে অন্য ব্যক্তিকে নিরীক্ষণ করে, আবার হৃদয়ে অন্য ব্যক্তিকে চিন্তা করিয়া থাকে, অতএব স্ত্রীদের এক জনের উপর অনুরাগ স্থির থাকে না॥ ৫১॥

অগ্নি যেমন কাষ্ঠরাশি দ্বারা এবং সমুদ্র যেমন নদীসমূহ দ্বারা অন্তক যেমন সমস্ত জীব দ্বারা তৃপ্ত লাভ করিতে পারে না, সেইরূপ কামিনীগণও পুরুষ সমূহ দ্বারা কদাচই পরিতৃপ্ত হয় না॥ ৫২॥

শাস্ত্রে কোন একস্থানে স্ত্রী চরিত্র সম্বন্ধে নারদকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত আছে, হে নারদ! উপযুক্ত সময়, নির্জ্জন স্থান এবং প্রার্থনাকারী মনুষ্যের অভাবেও—এইরূপ অসুবিধায় পড়িয়া যদি নারীগণের পাতিব্রত্যধর্ম রক্ষিত হয়॥ ৫৩॥

যে মূঢ় ব্যক্তি মোহবশে বিবেচনা করে যে, এই রমণী আমার প্রতি অনুরক্ত আছে, সেই ব্যক্তি নৃত্য-ক্রীড়ার ময়ূরের ন্যায় তাহার বশীভূত হইয়া পড়ে, ফলতঃ নারীজাতি কাহারও প্রতি স্থিরানুরাগিণী হইবার নহে॥ ৫ ॥

যে কৃতী ব্যক্তি তাহাদের স্বল্প সত্য, এমন কি, গুরুতর কথারও অনুসারে কার্য্য করে, সে লোক-সমাজে নিশ্চিতই লঘুতা প্রাপ্ত হয়॥ ৫৫॥

অবলাগণ রক্তবর্ণ অলক্তকের ন্যায় অনুরক্ত পুরুষদিগকে হৃতসর্ব্বস্ব করিয়া পাদমূলে নিবেশিত করিয়া থাকে॥ ৫৬॥

ইত্যেবং বিচার্য্য মন্ত্রিণমাহূয় পূর্ব্ববৃত্তান্তমকথয়ৎ। মন্ত্রিণাঽপি তৎসময়ে তচ্চিত্তানুকূলং যথা তথা ভণিতম্, ভো রাজন্! কস্য চেতসি কদৃগ্বিধমস্তি তৎ কেন জ্ঞায়তে? সর্ব্বথা সত্যং ভবিতুমর্হত্যয়ং বৃত্তান্তঃ। ॥ ৫৭ ॥

রাজ্ঞা ভণিতম্, ভো মন্ত্রিন্! যদি মম ত্বং প্রিয়স্তর্হি অমুং শারদানন্দং মারয়। ॥ ৫৮ ॥

মন্ত্রিণাঽপি তথাস্ত্বিতি উক্ত্বা লোকানাং পুরতো ধৃতঃ শারদানন্দো বদ্ধশ্চ। ॥ ৫৯ ॥

তস্মিন্ অবসরে শারদানন্দেন ভণিতম্, অহো! রাজা ন কস্যাপি প্রিয়ো ভবতীতি লোকোক্তিঃ সত্যা। ॥ ৬০ ॥

তথাহি—

কোঽর্থান্ প্রাপ্য ন গর্ব্বিতো বিষয়িণঃ কস্যাপদোঽস্তং গতাঃ
স্ত্রীভিঃ কস্য ন খণ্ডিতং ভুবি মনঃ কো নাম রাজ্ঞাং প্রিয়ঃ।
কঃ কালস্য ন গোচরত্বমগমৎ কোঽর্থী গতো গৌরবং
কো বা দুর্জ্জনবাগুরাসু পতিতঃ ক্ষেমেণ যাতঃ পুমান্॥ ॥ ৬১ ॥

কাকে শৌচং দ্যূতকারে চ সত্যং ক্লীবে শৌর্য্যং মদ্যপে তত্ত্বচিন্তা।
সর্পে ক্ষান্তিঃ স্ত্রীষু কামোপশান্তিঃ রাজা মিত্রং কেন দৃষ্টং শ্রুতং বা॥ ॥ ৬২ ॥

রাজা যস্মৈ ক্রুধ্যতি স শুচিরপ্যশুভির্ভবতি। ॥ ৬৩ ॥

অন্বয়ঃ—কঃ অর্থান (ধনানি) প্রাপ্য গর্ব্বিতঃ ন, কস্য বিষয়িণঃ (ভোগাসক্তস্য) আপদঃ অস্তং গতাঃ (তিরোহিতাঃ) ভুবি (পৃথিব্যাং) কস্য মনঃ স্ত্রীভিঃ খণ্ডিতং ন (ন চালিতম্) কঃ নাম রাজ্ঞাং প্রিয়ঃ, কঃ কালস্য (মৃত্যোঃ) গোচরত্বম্ (দৃষ্টিবিষয়ত্বম্) অগমৎ ন, কঃ অর্থী (যাচকঃ) গৌরবং (মহত্ত্বং সম্মানত্বং বা) গতঃ, কঃ পুমান্ বা দুর্জ্জনবাগুরাসু (দুর্ব্বৃত্তপ্ররোচনাসু) পতিতঃ ক্ষেমেণ যাতঃ (অক্ষতঃ পরিত্রাতঃ) (ন কোঽপীত্যর্থঃ) ॥ ৬১ ॥

কাকে শৌচং, দ্যূতকারে সত্যং (সত্যনিষ্ঠা), ক্লীবে শৌর্য্যং, মদ্যপে তত্ত্বচিন্তা (ব্রহ্মানুচিন্তনম্), সর্পে ক্ষান্তিঃ (সহনং ক্রোধোপশমঃ) স্ত্রীষু কামোপশান্তিঃ (কামনিবৃত্তিঃ), রাজা মিত্রং কেন দৃষ্টং শ্রুতং বা (ন কেনাঽপি অসম্ভবাৎ) ॥ ৬২ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা এইরূপ বিচারপূর্ব্বক মন্ত্রীকে আহ্বান করিয়া পূর্ব্ববৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিলেন। মন্ত্রীও সেই সময়ে রাজার চিত্তের অনুকূলভাবে বলিলেন, মহারাজ! কাহার মনে কি আছে, কে জানিবে, এই বৃত্তান্ত সর্ব্বথা সত্যও হইতে পারে॥ ৫৭ ॥

রাজা বলিলেন, হে মন্ত্রিন্! যদি তুমি আমার বাধ্য হও, তবে এই শারদানন্দের প্রাণ বিনাশ কর॥ ৫৮ ॥

মন্ত্রী 'তথাস্তু' বলিয়া লোকের সমক্ষে শারদানন্দকে ধৃত করিয়া বদ্ধ করিলেন॥ ৫৯ ॥

সেই সময়ে শারদানন্দ বলিতে লাগিলেন, হায়! রাজা যে কাহারও প্রিয় নহেন, এই লোকোক্তি সর্ব্বথাই সত্য॥ ৬০ ॥

কোন্ ব্যক্তি অর্থ পাইয়া গর্ব্বিত না হয়? কোন্ বিষয়ী ব্যক্তি আপদে পতিত না আছে? ভূতলে স্ত্রীজাতি দ্বারা কাহার মন খণ্ডিত না হয়? কোন্ ব্যক্তি রাজার চিরপ্রিয় হয়? কালের গোচরীভূত হয় নাই, এমন কে আছে? কোন্ যাচ্ঞাকারীর মর্য্যাদা রক্ষিত হয়? এবং কোন্ ব্যক্তি দুর্জ্জনের কূটজালে নিপতিত হইয়া মঙ্গলসহকারে উদ্ধার পাইতে পারে?॥ ৬১ ॥

কাকের পবিত্রতা, দ্যূতকারের সত্যবাদিতা, ক্লীবের বীরত্ব, মদ্যপায়ীর তত্ত্ব-জ্ঞান, সর্পের ক্ষমা, স্ত্রীলোকের কাম-নির্ব্বাণ এবং রাজার মিত্রতা কে কবে দেখিয়াছে বা শুনিয়াছে?॥ ৬২ ॥

রাজা যাহার প্রতি কুপিত হন, সে নিষ্পাপ হইলেও পাপী॥ ৬৩ ॥

তথা চোক্তম্—

শুচিরশুচিঃ পটুরপটুঃ শূরো ভীরুশ্চিরায়ুরল্পায়ুঃ।
কুলজঃ কুলেন হীনো ভবতি নরো নরপতেঃ ক্রোধাৎ ॥ ॥ ৬৪

ততো মন্ত্রিণা বধাস্থানং প্রতি নীয়মানঃ শ্লোকমপঠৎ—

বনে রণে শত্রুজলাগ্নিমধ্যে মহার্ণবে পর্ব্বতমস্তকেষু।
সুপ্তং প্রমত্তং বিষমস্থিতং বা রক্ষন্তি পুণ্যানি পুরাকৃতানি ॥ ॥ ৬৫ ॥

মন্ত্রিণা স্বমনসি বিচারিতম্, অহো, এতৎ সত্যং বা মিথ্যা বা কিমর্থং ব্রাহ্মণবধঃ ক্রিয়তে। মহদনুচিতমেতদিতি শারদানন্দমন্যৈঃ অজ্ঞাতং গুপ্তভবনং নীত্বা ভূগর্ভে নিক্ষিপ্য রাজানং প্রত্যাগত্য ভণিতম্, ভো রাজন। অনুষ্ঠিতা তবাজ্ঞা। রাজ্ঞা সাধু কৃতমিতি ভণিতম্। ॥ ৬৬

তদনন্তরমেকদা রাজকুমারঃ আখেটার্থং বনং প্রতি নির্গতঃ। নির্গমনসময়ে অপশকুনোঽভূৎ।

স যথা—

অকালবৃষ্টিঃ শবসূতকঞ্চ নির্ঘাত উল্কাপতনং তথৈব।
ইত্যাদ্যনিষ্টানি ততো বভূবুর্নিবারণার্থং সুহৃদো বচশ্চ ॥ ॥ ৬৭

অন্বয়ঃ—শুচিঃ নরঃ নরপতেঃ ক্রোধাৎ অশুচিঃ (পরিণমতি) পটুঃ অপটুঃ (ভবতি) শূরঃ (বিক্রমশালী), ভীরুঃ (সম্পদ্যতে), চিরায়ুঃ (দীর্ঘায়ুঃ) অল্পায়ুঃ (অচিরাৎ ম্রিয়তে) কুলজঃ (সৎকুলোৎপন্নঃ) কুলেন হীনঃ ভবতি (তথা পরিচীয়তে ইত্যর্থঃ) ॥ ৬৪ ॥

পুরাকৃতানি পুণ্যানি জনং বনে, রণে, শত্রুজলাগ্নিমধ্যে, মহার্ণবে, পর্ব্বতমস্তকেষু রক্ষন্তি, তথা সুপ্তং প্রমত্তং বিষমস্থিতং বা (প্রমাদাদিদুরবস্থায় অপি) রক্ষন্তি ॥ ৬৫ ॥

অকালবৃষ্টিঃ, শবসূতকম্ (মরণাশৌচম্) চ, নির্ঘাতঃ (বজ্রপাতধ্বনিঃ) তথা উল্কাপতনম্ এব, নিবারণার্থং সুহৃদো বচঃ চ ইত্যাদীনি অনিষ্টানি (অমঙ্গলানি) ততো বভূবুঃ ॥ ৬৭ ॥

বঙ্গার্থ।—উক্ত আছে যে, নরপতির ক্রোধ হেতু মানবগণ শুচি হইলেও অশুচি, পটু হইলেও অপটু, শূর হইলেও ভীরু, দীর্ঘায়ু হইলেও অল্পায়ু, এবং কুলীন হইলেও কুলহীন হয় ॥ ৬৪ ॥

তৎপরে মন্ত্রী বধ্যস্থানের দিকে লইয়া যাইতে আরম্ভ করিলে শারদানন্দ এই শ্লোক পাঠ করিলেন। মনুষ্যের পুরাকৃত পুণ্যসমূহ বন ও রণমধ্যে, জল ও অগ্নিমধ্যে, মহাসমুদ্রে অথবা পর্ব্বতমস্তকেও রক্ষা করে; সুপ্ত, প্রমত্ত অথবা বিষম দশায় পড়িলেও উদ্ধার করে ॥ ৬৫ ॥

এই কথা শুনিয়া মন্ত্রী মনে মনে বিচার করিলেন যে, এই বিষয় সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক, ব্রাহ্মণবধ করা একান্তই অবিধেয়, ইহা অত্যন্ত গর্হিত। এই ভাবিয়া তিনি শারদানন্দকে অন্যের অজ্ঞাতসারে গুপ্তভবনমধ্যে লইয়া গিয়া পৃথিবীর অন্তর্ভাগে লুক্কায়িত রাখিয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক রাজাকে কহিলেন, হে রাজন্! আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করিলাম। রাজা বলিলেন, উত্তম হইয়াছে ॥ ৬৬ ॥

তদনন্তর একদিন রাজকুমার মৃগয়া করিবার নিমিত্ত বনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। নির্গমন-সময়ে নানাবিধ কুলক্ষণ দৃষ্ট হইতে লাগিল। যথা—অকালবৃষ্টি, মৃতাশৌচ, বজ্রপাত, উল্কাপতন, পশ্চাতে সুহৃদের নিবারণ-বাক্য, এই সকল অমঙ্গল-সূচক অনিষ্ট-দর্শন যাত্রাকালে হইতে লাগিল ॥ ৬৭ ॥

তস্মিন্নবসরে মন্ত্রিপুত্রেণ বুদ্ধিসাগরেণোক্তম্, ভো জয়পাল। অদ্য আখেটং মা গচ্ছ, মহানপশকুনো দৃশ্যতে। ততো জয়পালেনোক্তম্, অপশকুনস্য প্রতীতির্নাস্তি। তেনোক্তম্, ভো রাজকুমার। বুদ্ধিমতা পুরুষেণানিষ্টোঽপশকুনঃ প্রত্যয়েন দ্রষ্টব্যঃ। ॥ ৬৮ ॥

উক্তঞ্চ –

ন বিষং ভক্ষয়েৎ প্রাজ্ঞো ন ক্রীড়েৎ পন্নগৈঃ সহ।
ন নিন্দেৎ যোগিনাং বৃন্দং ব্রহ্মদ্বেষং ন কারয়েৎ ॥ ॥ ৬৯ ॥

ইতি তেন নিবারিতোঽপি তদ্বচনমনাদৃত্য রাজপুত্রো নির্গতঃ। পুনর্নির্গমনসময়ে তেন ভণিতম্, ভো জয়পাল। তব বিনাশকালঃ সমায়াতঃ অন্যথৈবং বুদ্ধির্নোৎপদ্যতে। ॥ ৭০ ॥

তথা চোক্তম্—নীতা ন কেনাঽপি ন দৃষ্টপূর্ব্বা ন শ্রূয়তে হেমময়ী কুরঙ্গী।
তথাঽপি তৃষ্ণা রঘুনন্দনস্য বিনাশকালে বিপরীতবুদ্ধিঃ ॥ ॥ ৭১ ॥
উপার্জ্জিতানাং কর্ম্মণামুপভোগং বিনা কথং বিনাশঃ স্যাৎ। ॥ ৭২ ॥
সদ্ভাবো নাস্তি বেশ্যানাং স্থিরতা নাস্তি সম্পদাম্।
বিবেকো নাস্তি মূর্খাণাং বিনাশো নাস্তি কর্ম্মণাম্ ॥ ॥ ৭৩ ॥

অন্বয়ঃ—প্রাজ্ঞঃ জনঃ বিষং ন ভক্ষয়েৎ, পন্নগৈঃ (সর্পৈঃ) সহ ন ক্রীড়েৎ, যোগিনাং বৃন্দং ন নিন্দেৎ, ব্রহ্মদ্বেষং (ব্রহ্মণাম্ ব্রাহ্মণানাম্ দ্বেষং তান্ প্রতি বিদ্বেষঃ জিঘাংসা বুদ্ধিং) চ ন কারয়েৎ (কুর্য্যাৎ) ॥ ৬৯ ॥

হেমময়ী কুরঙ্গী কেনাঽপি ন নীতা, ন দৃষ্টপূর্ব্বা, নাঽপি শ্রূয়তে, তথাপি রঘুনন্দনস্য (রামস্য) তৃষ্ণা (তাং ধর্ত্তুং লোভঃ অভূৎ)। তথাহি—বিনাশকালে বিপরীতবুদ্ধিঃ ভবতি (অর্থাৎ আসন্নায়াং বিপদি সুবুদ্ধেরপি বুদ্ধিভ্রংশো ভবতি, অসত্যমপি সত্যমিব প্রতিভাতি) ॥ ৭১ ॥

বেশ্যানাং সদ্ভাবঃ (সাধুতা প্রণয়ো বা) নাস্তি, সম্পদাং স্থিরতা নাস্তি, মূর্খাণাং বিবেকঃ নাস্তি, কর্ম্মণাম্ (কৃতপাপ-পুণ্যকর্ম্মণাম্) বিনাশঃ (উপভোগেন বিনা ক্ষয়ঃ অপি) নাস্তি ॥ ৭৩ ॥

বঙ্গার্থ।—সেই সময়ে বুদ্ধিসাগর নামক মন্ত্রিপুত্র বলিলেন, কুমার জয়পাল। আপনি অদ্য মৃগয়ায় যাইবেন না, মহৎ অলক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে। তখন জয়পাল বলিলেন, দুর্লক্ষণের উপর আমার বিশ্বাস নাই। বুদ্ধি-সাগর বলিলেন, রাজপুত্র! অনিষ্টকর দুর্লক্ষণ বিশ্বাস করা বুদ্ধিমান্ পুরুষগণের একান্তই কর্ত্তব্য ॥ ৬৮ ॥

শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বিষ ভক্ষণ করিবেন না, বিষধরের সহিত ক্রীড়া করিবেন না, যোগিগণকে নিন্দা করিবেন না এবং ব্রহ্মদ্বেষ করিবেন না ॥ ৬৯ ॥

এইরূপে মন্ত্রিপুত্র নিবারণ করিলেও কুমার তাঁহার বাক্যে অনাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক মৃগয়ায় গমন করিলেন। নির্গমনকালে মন্ত্রিপুত্র পুনর্ব্বার বলিলেন, হে জয়পাল। আপনার বিনাশকাল উপস্থিত, তাহা না হইলে এরূপ বুদ্ধির উদয় হইত না ॥ ৭০ ॥

এ বিষয়ে একটি কথা আছে যে, পূর্ব্বে কেহ কখনও কাঞ্চনময়ী কুরঙ্গী পায় নাই, দেখে নাই এবং এরূপ কথা শোনেও নাই, তথাপি রঘুনন্দনের কাঞ্চনমৃগের নিমিত্ত তৃষ্ণা জন্মিয়াছিল, অতএব বিবেচনা হয় যে, বিনাশ-কালে বিপরীতবুদ্ধি সংঘটিত হইয়া থাকে ॥ ৭১ ॥

আর উপার্জ্জিত কর্ম্ম-সমূহের ভোগ ব্যতিরেকে কিরূপে বিনাশ হইবে? ॥ ৭২ ॥

বেশ্যাদিগের ভদ্রতা নাই এবং সম্পদের স্থায়িত্ব নাই, মূর্খদিগের বিবেচনা নাই; সেইরূপ কৃত কর্ম্মেরও ভোগ ব্যতীত বিনাশ নাই ॥ ৭৩ ॥

ততো রাজকুমারো বনং গত্বা বহূন্ শ্বাপদান্ ব্যাপাদ্য কৃষ্ণসারং দৃষ্ট্বা তদনুগতো মহদরণ্যং প্রবিষ্টো যাবৎ পশ্যতি, তাবৎ সর্ব্বোঽপি সৈন্যবর্গো নগরমার্গে লগ্নঃ। কৃষ্ণসারোঽপি তত্রাঽদৃশ্যো জাতঃ। স্বয়মেকাকী তুরগারূঢ়ঃ সরোবরস্য অগ্রে বনমপশ্যৎ। তত্রাশ্বাদবতীর্ণো বৃক্ষশাখায়ামশ্বং নিবধ্য জলপানং বিধায় যাবদ্বৃক্ষাধঃস্থচ্ছায়ামুপবিশতি, তাবদতিভয়ঙ্করঃ কশ্চিদ্ব্যাঘ্রঃ সমাগতঃ। তং ব্যাঘ্রং দৃষ্ট্বাঽশ্বো বন্ধনং ত্রোটয়িত্বা পলায়মানো নগরমার্গমগমৎ। রাজকুমারোঽপি ভয়াদ্বেপমানঃ শাখামালম্ব্য বৃক্ষমারূঢ়ঃ। পূর্ব্বারূঢ়ং ভল্লূকং দৃষ্ট্বা পুনরত্যন্তং ভয়ং প্রাপ্তঃ। অথ তেন ভল্লূকেন ভণিতম্, ভো রাজকুমার! ত্বং মা ভৈষীঃ। অদ্য মম শরণাগতস্ত্বম্, অতএবাহং কিমপ্যনিষ্টং ন করিষ্যামি, মাং বিশ্বস্য ব্যাঘ্রাদপি ন ভেতব্যম্। রাজকুমারেণ ভণিতম্, ভো ঋক্ষরাজ! অহং তব শরণাগতঃ। বিশেষতো ভয়ভীতঃ। অতো মহৎ পুণ্যং শরণাগতরক্ষণাৎ ভবতি। ॥ ৭৪ ॥

উক্তঞ্চ—একতঃ ক্রতবঃ সর্ব্বে সহস্রবরদক্ষিণাঃ। একতো ভয়ভীতানাং প্রাণিনাং প্রাণরক্ষণম্ ॥ ৭৫ ॥

তদা ভল্লূকেন সমাশ্বাসিতো রাজপুত্রঃ। ব্যাঘ্রোঽপি বৃক্ষাধঃ সমাগতঃ। ততঃ সূর্য্যোঽপ্যস্তঙ্গতঃ। রাত্রাবতিশ্রান্তঃ রাজপুত্রঃ যাবৎ নিদ্রাং সমাযাতি, বৃক্ষাধঃ পতিষ্যসি এহি মমাঙ্কে নিদ্রাং কুরু। ॥ ৭৬ ॥

অন্বয়ঃ ৩—একতঃ সহস্রবরদক্ষিণাঃ (সহস্রমিতোৎকৃষ্টরত্নাদিদক্ষিণাসমন্বিতাঃ) সর্ব্বে ক্রতবঃ (যজ্ঞাঃ) একতঃ (অন্যতঃ) ভয়ভীতানাং প্রাণিনাং প্রাণরক্ষণম্ তুল্যম্ ॥ ৭৫ ॥

বঙ্গার্থ।— তদনন্তর রাজকুমার মৃগয়ায় যাইয়া, বহুতর শ্বাপদ বধ করিয়া, এক কৃষ্ণসার মৃগ দেখিতে পাইলেন, তাহাকে বধ করিবার জন্য তাহার অনুসরণ করিতে করিতে মহারণ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। পরে যখন দৃষ্টিপাত করিলেন, তখন সমস্ত সৈন্য নগরমার্গে চলিয়া গিয়াছে। এ দিকে কৃষ্ণসারও অদৃশ্য হইয়াছে; অগত্যা একাকী অশ্বারূঢ় হইয়া আসিতে এক সরোবরের সম্মুখে বন দেখিতে পাইলেন। সেই স্থানে অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া বৃক্ষশাখায় অশ্ববন্ধন পূর্ব্বক জলপান করিয়া যেমন বৃক্ষের অধঃস্থিত ছায়ায় উপবেশন করিলেন, অমনি অতিশয় ভয়ঙ্কর এক ব্যাঘ্র উপস্থিত হইল। সেই ব্যাঘ্র দেখিয়া অশ্ব বন্ধনরজ্জু ছিঁড়িয়া পলায়ন করত নগরমার্গে উপস্থিত হইল। রাজকুমারও ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে শাখা ধরিয়া বৃক্ষের উপর আরোহণ করিলেন। সেই বৃক্ষে ইতিপূর্ব্বেই এক ভল্লুক আরোহণ করিয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া রাজকুমার আরও অধিক ভয় প্রাপ্ত হইলেন। তখন ভল্লুক বলিতে লাগিল, "হে রাজকুমার! তুমি ভয় করিও না, অদ্য তুমি আমার শরণাগত; অতএব আমি তোমার কিছুই অনিষ্ট করিব না, আমায় বিশ্বাস কর, ব্যাঘ্র হইতে তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই।" রাজকুমার বলিলেন, ঋক্ষরাজ! অদ্য আমি তোমার শরণাগত, বিশেষতঃ ভয়ে ভীত; অতএব শরণাগতরক্ষণহেতু তোমার মহৎ পুণ্য হইবে ॥ ৭৪ ॥

উক্ত আছে যে, এক দিকে উত্তম সহস্রদক্ষিণাবিশিষ্ট সর্ব্ববিধ যজ্ঞ এবং অন্য দিকে ভয়ভীত প্রাণীদিগের প্রাণরক্ষা, এই উভয়ের ফলই সমান ॥ ৭৫ ॥

তখন ভল্লুক রাজপুত্রকে আশ্বাস প্রদান করিল ব্যাঘ্রও বৃক্ষতলে আসিয়া রহিল; ক্রমে সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিলেন। রাত্রি গাঢ় হইলে অতিশ্রান্ত রাজপুত্র যখন নিদ্রা যাইতে আরম্ভ করিলেন, অমনি ভল্লুক বলিল, "বৃক্ষের তলায় পড়িবে, আইস, আমার ক্রোড়ে নিদ্রা যাও ॥ ৭৬ ॥

এবমুক্তস্য ভল্লূকস্যাঙ্কে নিদ্রাঙ্গতঃ রাজপুত্রঃ। তদা ব্যাঘ্রো বদতি, ভো ভল্লূক! অয়ং গ্রামবাসী পুনরপি মৃগয়ায়াস্মান্ নিহনিষ্যতি, শত্রুরয়ং কিমর্থমঙ্কে নিবেশিতঃ? যতোঽয়ং মানুষঃ। ॥ ৭৭ ॥

উক্তঞ্চ — মানুষেষু কৃতং নাস্তি তির্য্যগ্‌যোনিষু যৎ কৃতম্। ব্যাঘ্রবানরসর্পাণাং ভাষিতং ন কৃতং তথা ॥ ৭৮ ॥

ত্বয়োপকৃতোঽপ্যয়মপকারমেব করিষ্যতি, তস্মাদমুমধঃ পাতয়। অহমেনং ভক্ষয়িত্বা সুখেন গমিষ্যামি। ত্বমপি নিজাশ্রমঙ্গচ্ছ। ॥ ৭৯ ॥

ভল্লূকেনোক্তম্, অয়ং যাদৃশোঽপি ভবতু, পরং মম শরণাগতঃ, অমুং ন পাতয়িষ্যামি। শরণাগতমারণে মহৎ পাপম্। ॥ ৮০ ॥

বিশ্বাসঘাতকাশ্চৈব শরণাগতঘাতকাঃ। বসন্তি নরকে ঘোরে যাবদাহূতসংপ্লবম্ ॥ ॥ ৮১ ॥

তদনন্তরং রাজপুত্রো বিনিদ্রো জাতঃ। ভল্লূকেনোক্তম্, ভো রাজকুমার! অহং ক্ষণং নিদ্রাং করিষ্যামি। ত্বমপ্রমত্তঃ তিষ্ঠ। তেনোক্তম্, তথা ভবতু। ততো ভল্লূকো রাজপুত্রসমীপে নিদ্রাঙ্গতঃ। তদা ব্যাঘ্রেণোক্তম্, ভো রাজকুমার! ত্বমস্য বিশ্বাসং মা কুরু, যতোঽয়ং নখায়ুধঃ। ॥ ৮২ ॥

উক্তঞ্চ —

নখিনাঞ্চ নদীনাঞ্চ শৃঙ্গিণাং শস্ত্রধারিণাম্। বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ ॥ । ৮৩ ॥

অন্বয় ঃ—তির্য্যগ্‌যোনিষু যৎ কৃতং (কৃতবেদিতা সত্যং বা অস্তি) তৎ কৃতং মানুষেষু নাস্তি, তথা ব্যাঘ্রবানরসর্পাণাং ভাষিতং যথা কৃতং সত্যং মানুষেষু তথা কৃতম্ ন ॥ ৭৮ ॥

বিশ্বাসঘাতকাঃ, শরণাগতঘাতকাঃ চ এব ঘোরে নরকে যাবদাহূতসংপ্লবম্ (প্রলয়োদয়পর্য্যন্তম্) বসন্তি (পচ্যন্তে) ॥ ৮১ ॥

নখিনাং চ নদীনাং চ শৃঙ্গিণাং শস্ত্রধারিণাম্ (সম্বন্ধে) তথা স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ বিশ্বাসঃ ন এব কর্ত্তব্যঃ ॥ ৮৩ ॥

বঙ্গার্থ ঃ—এই কথা শুনিয়া রাজপুত্র ভল্লূকের ক্রোড়ে নিদ্রিত হইলেন। তখন ব্যাঘ্র বলিল, "ওহে ভল্লূক! এই রাজপুত্র গ্রামবাসী, পুনরায় মৃগয়া করিতে আসিয়া আমাদিগকে বিনাশ করিবে, অতএব এ ব্যক্তি আমাদের শত্রু, কি জন্য তুমি ইহাকে ক্রোড়ে লইয়াছ? যেহেতু, এ ব্যক্তি মানুষ। এই জন্য ইহাকে বিশ্বাস করা উচিত নহে ॥ ৭৭ ॥

উক্ত আছে যে, পশুপক্ষীতে যে সত্য আছে, মনুষ্যজাতিতে সে সত্য নাই, এইরূপ ব্যাঘ্র, বানর ও সর্পদিগের বাক্য কখনও সত্য হয় না ॥ ৭৮ ॥

তুমি ইহার উপকার করিলে, এ ব্যক্তি তোমার অপকারই করিবে, অতএব উহাকে অধঃপাতিত কর। আমি ইহাকে ভক্ষণ করিয়া সুখে গমন করিব; তুমিও আপন আলয়ে গমন কর ॥ ৭৯ ॥

ভল্লূক বলিল, "এ ব্যক্তি যেরূপই হউক, আমার শরণাগত, ইহাকে আমি ফেলিয়া দিব না। শরণাগত ব্যক্তিকে বিনষ্ট করিলে মহৎ পাপ হয় ॥ ৮০ ॥

কথিত আছে, বিশ্বাসঘাতক ও শরণাগতঘাতক এই উভয়ই প্রলয়কাল পর্য্যন্ত ঘোরতর নরকে বাস করিয়া থাকে" ॥ ৮১ ॥

তদনন্তর রাজপুত্র যখন জাগরিত হইলেন, তখন ভল্লূক বলিল, "রাজকুমার! আমি ক্ষণকাল নিদ্রা যাইব, তুমি সাবধানে অবস্থিতি কর।" রাজপুত্র বলিল, "আমি তাহাই করিব।" তৎপরে ভল্লূক রাজপুত্রের নিকটে নিদ্রিত হইল। তখন ব্যাঘ্র বলিল, "হে রাজকুমার! তুমি ইহাকে বিশ্বাস করিও না, যেহেতু ভল্লূক নখায়ুধ ॥ ৮২ ॥

শাস্ত্রে উক্ত আছে যে—নদী, নখী, শৃঙ্গধারী, শস্ত্রপাণি, স্ত্রী ও রাজকুল, এই সকলের প্রতি বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে ॥ ৮৩।

অয়ঞ্চ চলচিত্তো দৃশ্যতে। তস্মাদস্য প্রসাদোঽপি ভয়ঙ্কর এব। ॥ ৮৪ ॥

ক্ষণং তুষ্টাঃ ক্ষণং রুষ্টা রুষ্টাস্তুষ্টাঃ ক্ষণে ক্ষণে। অব্যবস্থিতচিত্তানাং প্রসাদোঽপি ভয়ঙ্করঃ॥ ॥ ৮৫ ॥

অয়ং ত্বাং মত্তো রক্ষিত্বা স্বয়মত্তুমিচ্ছতি। অতস্ত্বমমুং ভল্লূকমধঃ পাতয়। অহমেনং ভক্ষয়িত্বা গমিষ্যামি। ত্বমপি নিজং নগরঙ্গচ্ছ। ॥ ৮৬ ॥

তৎ শ্রুত্বা রাজপুত্রো যাবৎ তমধঃ পাতয়তি, তাবদ্ভল্লূকো বৃক্ষাৎ পতনমন্তরা শাখামন্যামবলম্বিতবান্। পুনস্তং দৃষ্ট্বা রাজপুত্রো ভয়মাপ। ভল্লূকোঽপ্যবদৎ, ভোঃ পাপিষ্ঠ! কিমর্থং বিভেষি, যৎ পুরার্জ্জিতং কর্ম্ম, তৎ ত্বয়া ভোক্তব্যমস্তি। তর্হি ত্বং সসেমিরেতি বদন্ পিশাচো ভব ইতি শাপং দত্তবান্। ততঃ প্রভাতমাসীৎ। ব্যাঘ্রস্তস্মাৎ স্থানাৎ নির্গতঃ। ভল্লূকোঽপি রাজকুমারং শপ্ত্বা নিজস্থানমগাৎ। ॥ ৮৭ ॥

রাজকুমারোঽপি সসেমিরেতি বদন্ পিশাচো ভূত্বা বনং পরিভ্রমতি স্ম। রাজপুত্রস্য তুরঙ্গো রাজপুত্রেণ শূন্যো নগরমগমৎ। জনাঃ অশ্বং শূন্যং দৃষ্ট্বা রাজ্ঞোঽগ্রে কেবলমাগতমশ্বমাচখ্যুঃ। ততো রাজা মন্ত্রিণমাহূয় ভণতি স্ম, ভো মন্ত্রিন্! যদা কুমারো মৃগয়ার্থং বনং প্রতি নির্গতঃ তদা মহানপশকুন আসীৎ। তমুল্লঙ্ঘ্য নির্গতস্তস্য প্রত্যয়ো জাতঃ তেনারূঢ়োঽশ্বঃ শূন্যঃ সন্ বনাদাগতঃ। অতস্তন্মার্গণার্থং বনং প্রতি গমিষ্যামঃ। তেনোক্তম্, দেব! তথা কর্ত্তব্যম্। ॥ ৮৮ ॥

অন্বয় ঃ—(যে) ক্ষণং তুষ্টাঃ, ক্ষণং রুষ্টাঃ, ক্ষণে ক্ষণে রুষ্টাঃ তুষ্টাঃ চ, তেষাম্ অব্যবস্থিতচিত্তানাং প্রসাদঃ অপি (অনুগ্রহোঽপি) ভয়ঙ্করঃ ॥ ৮৫ ॥

বঙ্গার্থ ঃ—এই ভল্লূকের চিত্তও চঞ্চল দৃষ্ট হইতেছে, অতএব তাহার অভয়দানও ভয়ঙ্কর জানিবে ॥ ৮৪ ॥

উক্ত আছে যে, যাহারা ক্ষণে তুষ্ট ও ক্ষণে রুষ্ট এবং ক্ষণে ক্ষণে রুষ্ট ও তুষ্ট, এইরূপ অব্যবস্থিতচিত্ত ব্যক্তিগণের প্রসাদও ভয়ঙ্কর ॥ ৮৫ ॥

ভল্লূক তোমাকে আমা হইতে রক্ষা করিয়া নিজে ভক্ষণ করিতে চায়; অতএব তুমি উহাকে ভূতলে ফেলিয়া দাও, আমি ইহাকে ভক্ষণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করি; তুমিও নিজ নগরে গমন কর ॥ ৮৬ ॥

তাহা শুনিয়া রাজপুত্র ভল্লূককে যেমন ফেলিয়া দিল, অমনি সে পতনের পূর্ব্বেই নিম্নস্থিত শাখা ধরিয়া ফেলিল। রাজপুত্র তাহাকে দেখিয়া ভয় পাইল। ভল্লূক বলিল, রে পাপিষ্ঠ! ভয় করিতেছ কেন? পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল তোমাকে ভোগ করিতে হইবে। অতএব তুমি 'সসেমিরা' এই বাক্য বলিতে থাক এবং পিশাচ হও, এই অভিশাপ দিল। তৎপরেই প্রভাত হইল। ব্যাঘ্র সেই স্থান হইতে নির্গত হইল। ভল্লূকও রাজকুমারকে শাপ দিয়া নিজস্থানে গমন করিল ॥ ৮৭ ॥

তদনন্তর রাজকুমার পিশাচ হইয়া "সসেমিরা" এই বাক্য বলিতে বলিতে বনে বনে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এ দিকে রাজপুত্রের অশ্ব রাজপুত্রশূন্য হইয়া নগরে গমন করিলে পর লোকসকল কেবল অশ্বমাত্র দেখিয়া রাজার নিকট তাহাই নিবেদন করিল। তখন রাজা মন্ত্রীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, মন্ত্রিন্! যখন রাজকুমার মৃগয়ার নিমিত্ত বনগমন করে, তখন বিবিধ অমঙ্গল দৃষ্ট হইয়াছিল, সে তাহা অগ্রাহ্য করিয়া গিয়াছে; এখন তাহা প্রমাণিত হইয়াছে, দেখ, তাহার বাহন অশ্ব শূন্যাবস্থায় বন হইতে আসিয়াছে। তাহার অমঙ্গল ঘটিয়াছে; অতএব চল, আমরা তাহার অন্বেষণের নিমিত্ত বনে গমন করি। মন্ত্রী বলিলেন, দেব! তাহা করা একান্ত কর্ত্তব্য ॥ ৮৮ ॥

ততো রাজা মন্ত্রিণা পরিবারেণ চ সহ যেন মার্গেণ স গতঃ তেনৈব মার্গেণ বনঙ্গতঃ। বনমধ্যে পরিভ্রমন্তং সসেমিরা ইতি বদন্তং পিশাচীভূতং দৃষ্ট্বা মহাশোক-সাগরে নিমগ্নস্তমাদায় স্বপুরমগমৎ। মণিমন্ত্রৌষধজ্ঞান্ আহূয় তৈশ্চিকিৎসিতোঽপি ন স্বস্থো বভূব। তস্মিন্নবসরে রাজা মন্ত্রিণমবদৎ, ভো মন্ত্রিন্! অস্মিন্নবসরে শারদা-নন্দশ্চেদ্‌ভবিষ্যৎ তর্হি ক্ষণমাত্রেণামুমচিকিৎসৎ। স ময়া মারিতঃ। পুরুষেণ যৎ কার্য্যং ক্রিয়তে তদ্বিচার্য্যৈব কর্ত্তব্যম্। অন্যথা পরমাপদঃ সম্ভবন্তি। ৮৯ ॥

উক্তঞ্চ —

সহসা বিদধীত ন ক্রিয়া-মবিবেকঃ পরমাপদাং পদম্।
বৃণতে হি বিমৃশ্যকারিণং গুণলুব্ধাঃ স্বয়মেব সম্পদঃ॥ ॥ ৯০ ॥
অপরীক্ষ্য ন কর্ত্তব্যং কর্ত্তব্যং চ পরীক্ষিতম্।
পশ্চাদ্ভবতি সন্তাপো ব্রাহ্মণীলগুড়ং যথা। ॥ ৯১ ॥
তস্মিন্নবসরে কোঽপি নিবারকো নাসীৎ। ॥ ৯২ ॥

মন্ত্রিণোক্তম্, স সময়স্তথৈব স্থিতঃ। যাদৃশং ভবিতব্যঞ্চ তাদৃশী বুদ্ধিরপি জাতা। ॥ ৯৩ ॥

অন্বয় ঃ—সহসা ক্রিয়াং (কিমপি কার্য্যং) ন বিদধীত (ন কুর্য্যাৎ), যতো হি অবিবেকঃ পরমাপদাং পদম্ (স্থানং) ভবতি। তথাহি গুণলুব্ধাঃ (গুণপক্ষপাতিন্যঃ) সম্পদঃ বিমৃশ্য-কারিণম্ (বিবিচ্য কর্ত্তারম্) স্বয়মেব বৃণতে (আশ্রয়ন্তি) ॥৯০ ॥

অপরীক্ষ্য (কিমপি তত্ত্বমনালোচ্য) ন কর্ত্তব্যম্, কিন্তু পরীক্ষিতং কর্ত্তব্যম্। অন্যথা ব্রাহ্মণীলগুড়ং যথা পশ্চাৎ সন্তাপো ভবতি। (যথা সর্পাৎ স্বপুত্ররক্ষকং নকুলং রক্তাক্ত-মুখং দৃষ্ট্বা অনেনৈব মে পুত্রো মারিতঃ ইতি মত্বা ব্রাহ্মণী লগুড়েন তং হতবতী, পশ্চাৎ তত্ত্বং জ্ঞাত্বা অন্বশুশোচ, তথা সহসা অপরীক্ষ্য কৃতে পশ্চাত্তাপো ভবতি ইতি দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তি-কয়োঃ সাম্যম্) ॥ ৯১ ॥

বঙ্গার্থ ।—তদনন্তর রাজা মন্ত্রী ও পরিজনবর্গের সহিত রাজপুত্র যে পথ দিয়া বনে গমন করিয়াছিলেন, সেই পথেই বনে উপস্থিত হইলেন। তথায় দেখিতে পাইলেন যে, রাজপুত্র পিশাচ হইয়া "সসেমিরা" এই বাক্য বলিতে বলিতে বনে পরিভ্রমণ করিতেছেন। তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া রাজা শোকসাগরে নিমগ্ন হইলেন এবং তাঁহাকে লইয়া নিজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অনন্তর রাজা মণি-মন্ত্র-ঔষধাদি-বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করিয়া তাহাদিগের দ্বারা চিকিৎসা করাইলেন, তথাপি রাজপুত্র সুস্থ হইলেন না। এই সময়ে রাজা মন্ত্রীকে বলিলেন, মন্ত্রিন্! যদি এই সময় শারদানন্দ থাকিতেন, তাহা হইলে ক্ষণমাত্রেই ইঁহাকে আরোগ্য করিতে পারি-তেন, কিন্তু আমি তাঁহাকে বিনাশ করিয়াছি। এখন মনে হইতেছে, পুরুষগণ যে কার্য্য করে, তাহা পূর্ব্বে বিচার করিয়া করাই কর্ত্তব্য, তাহা না হইলে পরে বিপদ্ আসিয়া উপস্থিত হয় ॥ ৮৯ ॥

উক্ত আছে যে, বিশেষ বিবেচনা না করিয়া সহসা কোন কর্ম্ম করিবে না, যেহেতু, অবিবেক পরম আপদের আকর। যে ব্যক্তি বিবেচনাপূর্ব্বক কর্ম্ম করে, গুণপক্ষ-পাতিনী সম্পদ্ স্বয়ং আসিয়া তাহাকে বরণ করে॥ ৯০ ॥

পরীক্ষা না করিয়া কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য নয়, পরীক্ষা করিয়া কার্য্য করাই কর্ত্তব্য, পরীক্ষা না করিয়া কার্য্য করিলে ব্রাহ্মণী ও লগুড়ের বৃত্তান্তের মত অনুতাপ ভোগ করিতে হয় ॥ ৯১ ॥

শারদানন্দকে দণ্ডদানের সময় কেহই আমাকে নিবারণ করিবার ছিলেন না ॥ ৯২ ॥

মন্ত্রী বলিলেন, সেই সময় যে কার্য্য হইয়াছে, তাহাতে এইরূপ ঘটনা ঘটিবারই কথা। ভবিতব্যতা যেরূপ হয়, বুদ্ধিও সেইরূপ উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৯৩ ॥

উক্তঞ্চ—আশা সম্পদ্যতে বুদ্ধিঃ সা মতিঃ সা চ ভাবনা। সহায়াস্তাদৃশা জ্ঞেয়া যাদৃশী ভবিতব্যতা ॥ ॥ ৯৪ ॥

ন হি ভবতি যন্ন ভব্যং ভবতি চ ভব্যং বিনা প্রযত্নেন।
করতলগতমপি নশ্যতি যস্য হি ভবিতব্যতা নাস্তি ॥ ॥ ৯৫ ॥

রাজ্ঞোক্তম্, তৎ কর্ম্মানুসারেণাভূৎ। ইদানীমস্য বিষয়ে মহাপ্রযত্নঃ কর্ত্তব্যঃ। মন্ত্রিণোক্তম্, কথম্? রাজাঽব্রবীৎ, যঃ কোঽপ্যস্য পুত্রস্য চিকিৎসাং করিষ্যতি তস্যার্দ্ধং রাজ্যং দীয়ত ইতি মে ঘোষঃ প্রদাতব্যঃ। মন্ত্রিণাঽপি তথা কারয়িত্বা স্বভবনমাগত্য শারদানন্দাগ্রে সর্ব্বমপি বৃত্তান্তমকথয়ৎ। তৎ সর্ব্বং শ্রুত্বা শারদানন্দেন ভণিতম্, ভো মন্ত্রিন্! রাজ্ঞোঽগ্রে নিরূপয় যৎ মম কাঽপি কন্যা বর্ত্ততে। তস্যা দর্শনমস্য কার্য্যম্, সা কমপ্যুপায়ং করিষ্যতি। তচ্ছ্রুত্বা রাজ্ঞোঽগ্রে মন্ত্রিণা তথৈব কথিতম্। ততো রাজা সর্ব্বসভাসহিতো মন্ত্রিমন্দিরমাগত্যোপবিষ্টঃ। তদা রাজপুত্রোঽপি সসেমিরা ইতি বদন্নুপবিষ্টঃ। তচ্ছ্রুত্বা যবনিকান্তঃস্থিতেন শারদানন্দেন পদ্যান্যেতানি ভণিতানি। ॥ ৯৬ ॥

সদ্ভাবপ্রতিপন্নানাং বঞ্চনে কা বিদগ্ধতা। অঙ্কমারুহ্য সুপ্তানাং হন্তুঃ কিং নাম পৌরুষম্ ॥ ॥ ৯৭ ॥

অন্বয় ঃ—ভবিতব্যতা যাদৃশী ভবতি তাদৃশী আশা, বুদ্ধিঃ সা মতিঃ (বিবেকঃ) সা ভাবনা চ (তদনুগতচিন্তাধারা চ) তাদৃশাঃ সহাযাশ্চ জ্ঞেয়াঃ ॥ ৯৪ ॥

যৎ ভব্যং ন তৎ ন হি ভবতি (সিধ্যতি), যচ্চ ভব্যং তৎ প্রযত্নেন বিনা (অনায়াসেন) ভবতি (সম্পদ্যতে), তথাহি যস্য ভবিতব্যতা নাস্তি, তৎ করতল- গতমপি (উপস্থিতমপি) নশ্যতি ॥ ৯৫ ॥

সদ্ভাবপ্রতিপন্নানাং (সত্যমবলম্ব্য স্থিতানাম্ বিশ্বস্তানাম্ ইতি যাবৎ) বঞ্চনে বিদগ্ধতা (চাতুর্য্যং কা, ন কাঽপি)। অঙ্কম্ (ক্রোড়ম্) আরুহ্য (আশ্রিত্য) সুপ্তানাং হন্তুঃ পৌরুষম্ (শৌর্য্যং) কিন্নাম? ॥ ৯৭ ॥

বঙ্গার্থ।—উক্ত আছে যে, ভবিতব্যতা যেরূপ হয়, সেই সময় আশা, বুদ্ধি, মতি, চিন্তা এবং সহায়ও সেইরূপ হইয়া থাকে, জানিবেন ॥ ৯৪ ॥

আর যদি ভবিতব্যতা না থাকে, তবে তাহা যত্ন করিলেও সংঘটিত হয় না, কিন্তু যত্ন না করিলেও যাহা ভবিতব্য, তাহা স্বয়ং সংঘটিত হইয়া থাকে। যাহা হইবার নহে, তাহা করতলগত হইলেও বিনষ্ট হয় ॥ ৯৫ ॥

রাজা বলিলেন. আমার কর্ম্মানুসারেই তাহা ঘটিয়াছে। সে যাহা হউক, এক্ষণে কুমারের বিষয়ে মহৎ প্রযত্ন কর্ত্তব্য। মন্ত্রী বলিলেন, উপায় কি করা হইবে বলুন্। রাজা বলিলেন, "যে কোন ব্যক্তি পুত্রকে চিকিৎসা করিয়া সুস্থ করিবে, তাহাকে অর্দ্ধেক রাজ্য প্রদান করিব। রাজ্যমধ্যে এইরূপ ঘোষণা প্রচারিত করুন।" মন্ত্রীও সেইরূপ করিয়া নিজ গৃহে আগমন পূর্ব্বক শারদানন্দের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। সেই সমস্ত শুনিয়া শারদানন্দ বলিলেন, মন্ত্রিবর! আপনি রাজার সমক্ষে এইরূপ প্রস্তাব করুন যে, আমার এক কন্যা আছে, তাহার সহিত রাজপুত্রের সাক্ষাৎ করাইতে হইবে, সে কোন উপায়বিধান করিতে পারে। তাহা শুনিয়া মন্ত্রী রাজার নিকট সেইরূপই বলিলেন। তদনন্তর রাজা সমস্ত সভ্যবৃন্দের সহিত মন্ত্রি-ভবনে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন। তখন রাজপুত্রও "সসেমিরা" এই বাক্য বলিতে বলিতে সেই স্থানে উপবেশন করিলেন, তাহা শুনিয়া যবনিকার (পর্দ্দার) অন্তঃস্থিত শারদানন্দ এই সকল পদ্য বলিতে লাগিলেন ॥ ৯৬ ॥

যাহারা সত্যতা অবলম্বন করিয়া বিশ্বস্তভাবে থাকে, তাহাদিগকে বঞ্চনা করাতে কি নৈপুণ্য আছে? যে ক্রোড়ে আরোহণ করিয়া প্রসুপ্ত আছে, তাহাকে বধ করায় আর পুরুষকার কি? ॥ ৯৭ ॥

তৎ পদ্যং শ্রুত্বা চতুর্ণামক্ষরাণাং মধ্যে একমক্ষরং পরিত্যক্তম্।
পুনর্দ্বিতীয়ং পদ্যমপঠৎ— ॥ ৯৮ ॥

সেতুং গত্বা সমুদ্রস্য গঙ্গাসাগরসঙ্গমম্। ব্রহ্মহত্যা প্রমুচ্যেত মিত্রদ্রোহী ন মুচ্যতে ॥ ॥ ৯৯ ॥

তৎ পদ্যং শ্রুত্বা অক্ষরদ্বয়ং পরিত্যক্তম্। ততস্তৃতীয়ং পদ্যমপঠৎ ॥ ১০০ ॥

মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্নশ্চ যশ্চ বিশ্বাসঘাতকঃ।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি যাবদাহূতসংপ্লবম্ ॥ ॥ ১০১ ॥

তত একমেবাক্ষরমতিষ্ঠৎ। তদনন্তরং চতুর্থং পদ্যমপঠৎ— ॥ ১০২ ॥

রাজন্! ভোস্তব পুত্রস্য যদি কল্যাণমিচ্ছসি।
দেহি দানং দ্বিজাতিভ্যো দেবতারাধনং কুরু ॥ ॥ ১০৩ ॥

এবমুক্তবতি শারদানন্দে রাজপুত্রঃ স্বস্থঃ সাবধানশ্চাভবৎ। ততঃ পিতুরগ্রে ভল্লূকস্য পূর্ববৃত্তান্তমকথয়ৎ। তচ্ছ্রুত্বা রাজাঽব্রবীৎ—

গ্রামে বসসি কৌমারি! অটব্যাং নৈব গচ্ছসি।
ঋক্ষভল্লূকব্যাঘ্রাণাং কথং জানাসি ভাষিতম্ ॥ ॥ ১০৪ ॥

অন্বয়ঃ—সমুদ্রস্য সেতুং (রামেশ্বরতীর্থম্) তথা গঙ্গাসাগর-সঙ্গমম্ গত্বা ব্রহ্মহত্যা প্রমুচ্যেত (নশ্যেৎ), মিত্রদ্রোহী (মিত্রঘ্নঃ) ন (কদাঽপি) মুচ্যতে ॥ ৯৯ ॥

মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্নঃ চ, যঃ চ বিশ্বাসঘাতকঃ তে ত্রয়ঃ যাবদাহূতসংপ্লবম্ নরকং যান্তি ॥ ১০১ ॥

ভোঃ! রাজন্! তব পুত্রস্য যদি কল্যাণম্ ইচ্ছসি, তর্হি দ্বিজাতিভ্যঃ দানং দেহি, দেবতারাধনং (চ) কুরু ॥ ১০৩ ॥

অয়ি কৌমারি! (কুমারি) ত্বং গ্রামে বসসি, অটব্যাং (বনে) ন গচ্ছসি এব, তথাপি ঋক্ষভল্লূকব্যাঘ্রাণাং ভাষিতং কথং জানাসি (তেষাং ভাষাজ্ঞানং কথং জাতম্?) ॥ ১০৪ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজপুত্র সেই পদ্য শুনিয়া চারি অক্ষরের মধ্যে প্রথম "স" এক অক্ষর পরিত্যাগ করিয়া "সেমিরা" এই বাক্য বারংবার উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। তখন শারদানন্দ দ্বিতীয় শ্লোক পাঠ করিলেন ॥ ৯৮ ॥

সমুদ্রের সেতু অর্থাৎ সেতুবন্ধরামেশ্বর ও গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে গমন করিলে ব্রহ্মহত্যা-পাপ দূরীভূত হয়, কিন্তু মিত্র-হত্যাকারী ব্যক্তি কোথাও মুক্তিলাভ করিতে পারে না ॥ ৯৯ ॥

রাজপুত্র এই পদ্য শুনিয়া "সসে" এই দুই অক্ষর পরিত্যাগ পূর্ব্বক "মিরা" বাক্য বারংবার উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। তখন শারদানন্দ তৃতীয় শ্লোক পাঠ করিলেন ॥ ১০০ ॥

মিত্রদ্রোহী, কৃতঘ্ন আর বিশ্বাসঘাতক এই তিন ব্যক্তি প্রলয়কাল পর্য্যন্ত নরকে বাস করিয়া থাকে ॥ ১০১ ॥

তৎপরে রাজপুত্র "সসেমি" এই তিন অক্ষর পরিত্যাগ করিয়া এক অক্ষরমাত্র অর্থাৎ "রা" বাক্য বারংবার উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে শারদানন্দ চতুর্থ শ্লোক পাঠ করিলেন ॥ ১০২ ॥

রাজন্! আপনি যদি নিজপুত্রের কল্যাণ-কামনা করেন, তবে দ্বিজগণকে দান ও দেবতাদিগের আরাধনা করুন ॥ ১০৩ ॥

শারদানন্দ এইরূপ বলিলে পর রাজপুত্র সুস্থ ও সচেতন হইলেন। তদনন্তর পিতার নিকট ভল্লুকের বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বর্ণন করিলেন। তাহা শুনিয়া রাজা কন্যাকে বলিলেন, হে কুমারি! তুমি গ্রামে বাস কর, কখন বনে গমন কর নাই, তবে ভল্লুক ও ব্যাঘ্রের ভাষা কিরূপে জানিতে পারিলে? ॥ ১০৪ ॥

তদা যবনিকান্তঃস্থিতেন শারদানন্দেন ভণিতম্—

দেবদ্বিজপ্রসাদেন জিহ্বাং বসতি শারদা। * তেনাহমবগচ্ছামি † ভানুমত্যাস্তিলং যথা॥ ॥ ১০৫ ॥

তদ্বচনং শ্রুত্বা রাজা সাশ্চর্য্যো ভূত্বা যাবৎ যবনিকামপকর্ষতি তাবৎ শারদানন্দং দৃষ্টবান্। অথ নরপতিপ্রভৃতিভিঃ সর্ব্বৈর্নমস্কৃতঃ শারদানন্দঃ। তদা মন্ত্রিণা পূর্ব্ববৃত্তান্তঃ কথিতঃ। রাজা বহুশ্রুতং মন্ত্রিণমুবাচ, ভো মন্ত্রিন্! তব সংসর্গে কীর্ত্তিঃ প্রাপ্তা দুর্গতিশ্চ গতা। অতঃ পুরুষেণ সতাং সঙ্গো বিধেয়ঃ। তেনোভয়মপি প্রয়োজনং ভবতি। ॥ ১০৬ ॥

তথাচ—

বারয়তি বর্ত্তমানামাপদমাগামিনীং সৎসেবা।
তৃষ্ণাং চ পীতং গঙ্গায়া দুর্গতিং নশ্যতি যথা চাণ্ডঃ॥ ॥ ১০৭ ॥

মম পুত্রোঽপি ত্বদ্‌বুদ্ধিকৌশলেন মহাবিপজ্জালাৎ রক্ষিতঃ। রাজ্ঞা ঈদৃশানাং সতাং মহাকুলানাং সংগ্রহঃ কর্ত্তব্যঃ। ॥ ১০৮ ॥

উক্তঞ্চ—

গ্রহং বা কুলীনস্য সর্পস্যেব করোতি যঃ। স এব শ্লাঘ্যতে রাজা সম্যগ্‌গারুড়িকো যথা॥ ॥ ১০৯ ॥

অন্বয়ঃ—দেবদ্বিজপ্রসাদেন (দেবব্রাহ্মণানুগ্রহেণ) শারদা (সরস্বতী) মে জিহ্বাং বসতি (আশ্রয়তি), তেন হেতুনা অহম্ ভানুমত্যাঃ (মহাদেব্যাঃ) তিলং যথা (তৎ) অবগচ্ছামি॥ ১০৫॥

সৎসেবা (সজ্জনসংসর্গঃ) বর্ত্তমানাম্ আগামিনীম্ (ভাবিনীম্ চ) আপদম্ (অনিষ্টং) বারয়তি, যথা গঙ্গায়াঃ পীতম্ অম্ভঃ (জলম্) তৃষ্ণাং দুর্গতিং (পাপং) চ নশ্যতি (বিনাশয়তি তথা)॥ ১০৭॥

যঃ সর্পস্য ইব কুলীনস্য (সৎকুলোৎপন্নস্য মন্ত্রিণঃ) সংগ্রহং (সঞ্চয়ং সংশ্রয়ং) বা করোতি, স এব রাজা গারুড়িকঃ (বিষবৈদ্য ইব) যথা শ্লাঘ্যতে (প্রশস্যতে লোকৈরিতি শেষঃ)॥ ১০৯॥

বঙ্গার্থ।—তখন যবনিকার মধ্যস্থিত শারদানন্দ বলিলেন, দেবতা ও দ্বিজগণের প্রসাদে আমার জিহ্বাগ্রে সরস্বতী বাস করেন। হে রাজন্! সেই প্রভাবেই আমি ভানুমতীর তিলকের বিষয়ও জানিতে পারিয়াছিলাম॥ ১০৫॥

তাহা শুনিয়া রাজা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যেমন যবনিকা উত্তোলন করিলেন, অমনি শারদানন্দকে দেখিতে পাইলেন। তদনন্তর নৃপতি প্রভৃতি সকলেই শারদানন্দকে প্রণাম করিলেন। তখন মন্ত্রী পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। রাজা সেই বহুবিদ্যাবুদ্ধি-সম্পন্ন বেদজ্ঞ মন্ত্রীকে বলিলেন, মন্ত্রিন্! তোমার সম্পর্কে আমার কীর্ত্তিলাভ ও দুর্গতিবিনাশ হইল। অতএব সৎসঙ্গ করা মনুষ্যের একান্তই কর্ত্তব্য। তাহাতে উক্ত উভয় প্রয়োজনই সিদ্ধ হইয়া থাকে॥ ১০৬॥

সজ্জন-সঙ্গতি বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই উভয় প্রকার বিপদ্ নিবারণ করে। যেমন গঙ্গাসলিল পান করিলে তৃষ্ণানাশ এবং দুর্গতিবিনাশ এই উভয় কার্য্যই সিদ্ধ হয়॥ ১০৭॥

আমার পুত্রও তোমার বুদ্ধিকৌশলে মহৎ বিপজ্জাল হইতে মুক্ত হইয়াছে; ঈদৃশ মহাবংশোদ্ভব সদ্ব্যক্তিগণের সংগ্রহ করা রাজার একান্ত কর্ত্তব্য॥ ১০৮॥

উক্ত আছে যে, গারুড়িক অর্থাৎ সর্পমন্ত্র-বিশারদ ব্যক্তিগণ যেমন সর্প সংগ্রহ করে, সেইরূপ রাজাও কুলীন মন্ত্রীর সংগ্রহ করিবেন, ইহাতে তিনি প্রশংসার পাত্রই হন॥ ১০৯॥

* জিহ্বাগ্রে মে সরস্বতী ইতি পাঠান্তরোঽপি দৃশ্যতে

† তেনাহং নৃপ জানামি ইতি পাঠো বা।

ইতি নানাপ্রকারৈঃ স্তুতিকদম্বকৈর্ম্মন্ত্রিণং স্তুত্বা বস্ত্রাদিনা সম্ভাব্য রাজ্যমকরোৎ। ॥ ১১০ ॥

ইতি মন্ত্রী ভোজরাজং প্রতি কথাং কথয়িত্বা পুনরব্রবীৎ, ভো রাজন্! যো মন্ত্রিবাক্যং শৃণোতি, স দীর্ঘায়ুঃ সুখী চ ভবতি। ১১১ ॥

ইতি বহুশ্রুতোপাখ্যানম।

অথ প্রথমোপাখ্যানম্

দানশক্তি-বর্ণনম্।

ততো ভোজরাজো স্বমন্ত্রিণং স্তুত্বা বস্ত্রাদিনা সম্ভাব্য তৎ সিংহাসনং নগরাভ্যন্তরং নীত্বা তত্র সহস্রস্তম্ভৈর্ম্মণ্ডপঙ্কারয়িত্বা সুমুহূর্ত্তে তত্র মন্ত্রিভির্বিরাজমানো বিপ্রৈরাশীর্ভিরর্চ্চিতো বন্দিভিঃ প্রশংসিতঃ চাতুর্বর্ণ্যং দানমানাভ্যাং সম্ভাব্য দীনবধিরপঙ্গুকুব্জাদীনাং দানং দত্ত্বা ছত্রচামরাঙ্কিতো যাবৎ পুত্তলিকামস্তকে পাদ-পদ্মং নিদধাতি, তাবৎ পুত্তলিকা মনুষ্যবাচা রাজানমব্রবীৎ, ভো রাজন্! বিক্রমস্য শৌর্য্যৌদার্য্যসত্ত্বাদিকসাদৃশ্যং যদি বিদ্যতে, তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ। রাজাঽব্রবীৎ, হে পুত্তলিকে! মম ত্বয়োক্তং সর্ব্বমৌদার্য্যাদিকং বিদ্যতে কিং ন্যূনমস্তি? ময়াঽপি সর্ব্বেষামর্থিনাং কালোচিতং দত্তম্। পুত্তলিকা ভণতি, ভো রাজন্! এতদেব তবানুচিতং যৎ স্বমুখেনৈব আত্মানং কীর্ত্তয়সি। যঃ স্বগুণান্ কীর্ত্তয়তি, স কেবলং দুর্জ্জন এব, সজ্জনস্তু নৈবং বক্তি। ॥ ১ ॥

বঙ্গার্থ।—এইরূপ নানাপ্রকার মিষ্ট প্রশংসা দ্বারা মন্ত্রীকে প্রীত ও বস্ত্রাদি দ্বারা সম্মানিত করিয়া পরমসুখে রাজ্য করিতে লাগিলেন ॥ ১১০ ॥

মন্ত্রী ভোজরাজকে এই আখ্যান বর্ণন করিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন, হে রাজন্! যে রাজা মন্ত্রিবাক্য শ্রবণ করেন, তিনি দীর্ঘায়ু ও সুখী হন ॥ ১১১ ॥

ইতি বহুশ্রুত উপাখ্যান

তদনন্তর ভোজরাজ নিজমন্ত্রীর প্রশংসা ও বস্ত্রাদি দ্বারা সম্মান করিয়া সেই সিংহাসন রাজপুরী-মধ্যে লইয়া গেলেন এবং তথায় সহস্রস্তম্ভবিশিষ্ট মণ্ডপ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক শুভক্ষণে সেই মণ্ডপমধ্যে মন্ত্রিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বিরাজিত হইতে লাগিলেন। অতঃপর বিপ্রগণের আশীর্ব্বাদে এবং বন্দিগণের স্তবে অভিনন্দিত হইয়া রাজা চতুর্ব্বর্ণ প্রজাদিগকে দান-মান দ্বারা সম্মানন', দীন, বধির, পঙ্গু, কুব্জ প্রভৃতি ব্যক্তিদিগকে দান দ্বারা তৃপ্ত করত ছত্রচামরাদি দ্বারা সুশোভিত হইয়া যেমন সিংহাসনে আরোহণ করিতে পুত্তলিকার মস্তকে পাদপদ্ম অর্পণ করিবেন, অমনি পুত্তলিকা মনুষ্যবাক্যে রাজাকে বলিতে লাগিল, "হে রাজন্! যদি আপনার বিক্রমাদিত্যের ন্যায় শৌর্য্য, ঔদার্য্য ও ধৈর্য্যাদি গুণ থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।" রাজা বলিলেন, 'পুত্তলিকে! আমারও তোমার কথিত ঔদার্য্য প্রভৃতি সমস্ত গুণই বিদ্যমান আছে, তুমি কি বিবেচনা কর যে, আমার ঐ সকলের ন্যূন আছে? আমিও সমস্ত যাচকদিগকে কালোচিত দান করিয়াছি।' পুত্তলিকা বলিল, 'আপনি যে নিজমুখে আপনার গুণকীর্ত্তন করিতেছেন, ইহাই আপনার ন্যূনতা। যে আত্মগুণকীর্ত্তন করে, সেই দুর্জ্জন; সজ্জন ব্যক্তি এরূপ বলেন না' ॥ ১ ॥

উক্তঞ্চ—

স্বগুণান্ পরদোষান্ বা বক্তুং শক্নোতি দুর্জ্জনো লোকে।
পরদোষান্ স্বগুণান্ বক্তুং ন শক্নোতি সজ্জনঃ সত্যম্॥ ॥ ২ ॥

অন্যচ্চ—

আয়ুর্ব্বিত্তং গৃহচ্ছিদ্রং মন্ত্রমৌষধসঙ্গমে।
দানমানাপমানঞ্চ নব গোপ্যানি সর্ব্বদা॥ ॥ ৩ ॥

অতএব আত্মনো গুণা আত্মনা ন স্তোতব্যাঃ পরেষাং নিন্দা ন কর্ত্তব্যা। ॥ ৪ ॥

ইতি পুত্তলিকয়োক্তং শ্রুত্বা সবিস্ময়ো ভোজরাজঃ পুনঃ পুত্তলিকামবদৎ, সত্যমুক্তং ত্বয়া, যঃ স্বগুণান্ কীর্ত্তয়তি স মূর্খ এব। ময়া মদ্‌গুণাঃ কীর্ত্তিতাঃ, তদনুচিতমেব। যস্য এতৎ সিংহাসনং তস্যৌদার্য্যং কথয়। ॥ ৫ ॥

পুত্তলিকা ভণতি, ভো রাজন্! এতৎ সিংহাসনং বিক্রমার্কস্য, স তু সন্তুষ্টশ্চেৎ অর্থিজনেভ্যঃ কোটিসুবর্ণং প্রযচ্ছতি। ॥ ৬ ॥

নিরীক্ষিতে সহস্রন্তু অযুতন্তূপজল্পতে।
মহতে লক্ষদো ভূপঃ সন্তুষ্টঃ কোটিদঃ সদা॥ ॥ ৭ ॥

ত্বয়ি ঔদার্য্যং বিদ্যতে চেৎ তর্হ্যস্মিন্ সিংহাসনে উপবিশ। রাজা তূষ্ণীমাসীৎ। ॥ ৮ ॥

ইতি বিক্রমার্ক-চরিতে সিংহাসনোপাখ্যানে অপ্সরোভোজ-সংবাদে প্রথমোপাখ্যানম্।

অন্বয় ৪—দুর্জ্জনঃ স্বগুণান্ পরদোষান্ বা (অপি) লোকে (মনুষ্য-সমাজে) বক্তুং (বিবরীতুং) শক্নোতি। সজ্জনস্তু পরদোষান্ স্বগুণান্ (বা) সত্যং (নিশ্চিতং) বক্তুং ন শক্নোতি ॥ ২।

আয়ুঃ (জীবিতকালঃ) বিত্তং (ধনপরিমাণম্ ইতি যাবৎ) গৃহচ্ছিদ্রম্ (গৃহদোষঃ) মন্ত্রম্ (মন্ত্রণা) ঔষধ-সঙ্গমে (ঔষধম্ মৈথুনঞ্চ) দানমানাপমানঞ্চ (দানং সম্মানম্ অপমানঞ্চ) (এতানি) নব সর্ব্বদা গোপ্যানি (ন প্রকাশ্যানি)॥ ৩॥

ভূপঃ (রাজা বিক্রমাদিত্যঃ) নিরীক্ষিতে (দৃষ্টে অর্থিজনে) সহস্রন্তু (দদাতি) উপজল্পতে (যঃ প্রার্থনানুকূলং কিমপি বদতি তস্মৈ) অযুতং (দদাতি), মহতে তু (দানপাত্রায়) লক্ষদঃ, সন্তুষ্টশ্চেৎ সদা কোটিদঃ (ভবতি)॥ ৭॥

বঙ্গার্থ ।—যিনি সজ্জন, তিনি এরূপ উক্তি করেন না। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, এই সংসারে দুর্জ্জন ব্যক্তিই আপন গুণ ও পরের দোষ বলিতে সমর্থ হয় এবং সজ্জনগণ সত্য সত্যই পরের দোষ ও নিজের গুণকীর্ত্তন করিতে সমর্থ হন না। ॥ ২ ॥

আরও উক্ত হইয়াছে যে, আয়ুঃ, ধন, গৃহচ্ছিদ্র, মন্ত্র, ঔষধ, সঙ্গম, দান, মান ও অপমান এই নয়টি যত্ন পূর্ব্বক গোপন করা কর্ত্তব্য॥ ৩॥

অতএব আপনার গুণ আপনিই কীর্ত্তন করা উচিত নহে ॥ ৪ ॥

পুত্তলিকার এই বাক্য শুনিয়া ভোজরাজ সবিস্ময়ে পুনর্ব্বার পুত্তলিকাকে বলিলেন, "তুমি সত্যই বলিয়াছ, যে নিজগুণ কীর্ত্তন করে, সে নিশ্চয়ই মূর্খ। আমি আপন গুণকীর্ত্তন করিয়াছি, তাহা সত্য সত্যই অনুচিত। যাঁহার এই সিংহাসন, তাঁহার ঔদার্য্য কীর্ত্তন কর।" ৫ ॥

পুত্তলিকা বলিল, "হে রাজন্! এই সিংহাসন মহারাজ বিক্রমাদিত্যের, তিনি যদি সন্তুষ্ট হইতেন, তাহা হইলে যাচকদিগকে কোটি সুবর্ণ প্রদান করিতেন॥ ৬॥

তিনি সর্ব্বদা যাচক দেখিলেই সহস্র, কাতরতা জানাইলে অযুত এবং মহদ্‌ব্যক্তিকে লক্ষ ও সন্তুষ্ট হইলে তিনি কোটি স্বর্ণ-মুদ্রা দান করিতেন ॥ ৭॥

যদি আপনার সেইরূপ দানশক্তি ও মহত্ত্ব থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন্।" রাজা মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন॥ ৮॥

ইতি প্রথমোপাখ্যানম্।

অথ দ্বিতীয়োপাখ্যানম্

বিপ্র-মনোরথপূরণম্।

পুনরপি রাজা যাবৎ পুত্তলিকামস্তকে পাদপদ্মে নিদধাতি, তাবৎ পুত্তলিকা মনুষ্যবাচা রাজানমব্রবীৎ, ভো রাজন্! বিক্রমস্য শৌর্য্যৌদার্য্যসত্ত্বাদিকসাদৃশ্যং যদি বিদ্যতে, তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ। ॥ ১ ॥

ভোজরাজো বদতি স্ম, ভোঃ পুত্তলিকে! কথয় তস্য বিক্রমস্যৌদার্য্যবৃত্তান্তম্। ॥ ২ ॥

সা কথয়তি, ভো রাজন্! শ্রূয়তাম্। বিক্রমাদিত্যঃ রাজ্যং পালয়ন্ একদা চারানাহূয়াঽব্রবীৎ, ভো দূতাঃ! ভবন্তঃ পৃথিবীপরিভ্রমণং কুর্ব্বন্তো যত্র যত্র কৌতুকং তীর্থবিশেষঞ্চ বিলোকয়ন্তি, তন্মম নিবেদয়ন্তু। অহং তত্র গমিষ্যামি। ॥ ৩ ॥

এবং কালে গতে একদা দেশান্তরং পরিভ্রমন্নাগতঃ কশ্চিদ্দূতো রাজানমব্রবীৎ, ভো রাজন্! চিত্রকূট-পর্ব্বত-নিকটে তপোবন-মধ্যে অতি-মনোহরঃ দেবালয়ঃ অস্তি। তত্র পর্ব্বতোচ্চ-স্থানাৎ বিমলা জলধারা পততি। তত্র যদি স্নানং ক্রিয়তে, তর্হি সর্ব্বেষাং মহাপাপানাং ক্ষয়ো ভবতি। যস্তু মহাপাপং করোতি, তস্যাঙ্গাদতীব কৃষ্ণমুদকং নিঃসরতি। যস্তত্র স্নানং করোতি, স পুণ্যপুরুষঃ। ॥ ৪ ॥

অন্যচ্চ। তত্র কশ্চিদ্ব্রাহ্মণো মহতি হোমকুণ্ডে হবনং করোতি। তস্য কিয়ন্তি বর্ষাণি অতীতানি ইতি ন জ্ঞায়তে। প্রতিদিনং কুণ্ডাদ্বহিঃ স্থাপিতং ভস্ম পর্ব্বতাকারং সৎ অস্তি। স ব্রাহ্মণঃ কেনাঽপি সহ ন সম্ভাষতে। এবমতিবিচিত্রতরং স্থানং দৃষ্টম্। ॥ ৫ ॥

বঙ্গার্থ।—পুনর্ব্বার ভোজরাজ যেমন পুত্তলিকার মস্তকে পাদপদ্ম যুগল অর্পণ করিবেন, অমনি দ্বিতীয় পুত্তলিকা মনুষ্যবাক্যে বলিতে লাগিল, হে রাজন্! যদি বিক্রমাদিত্যের ন্যায় আপনার শৌর্য্য, ঔদার্য্য ও ধৈর্য্যাদি গুণ থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন॥ ১॥

ভোজরাজ বলিলেন, হে পুত্তলিকে! তুমি বিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্য-বৃত্তান্ত বর্ণন কর॥ ২॥

পুত্তলিকা বলিল, রাজন্! শ্রবণ করুন্। রাজা বিক্রমাদিত্য রাজ্যপালনকালে এক দিন চারগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, দূতগণ! তোমরা পৃথিবীভ্রমণ করিতে করিতে যেখানে কৌতুক বা তীর্থবিশেষ দর্শন করিবে, তাহা আমার নিকট নিবেদন করিবে, আমি সেইখানে গমন করিব॥ ৩॥

এইরূপে কিছুকাল গত হইলে, এক দিন কোন দূত দেশ-দেশান্তর পরিভ্রমণ পূর্ব্বক আসিয়া রাজাকে বলিল, রাজন্! চিত্রকূট-পর্ব্বতের সন্নিকটে তপোবন-মধ্যে অতি মনোহর একটি দেবালয় আছে। সেখানে পর্ব্বতের উচ্চস্থান হইতে বিমল জলধারা নিপতিত হয়, তথায় স্নান করিলে সমস্ত মহাপাপ বিনাশ পায় যে মহাপাপ করে, তাহার অঙ্গ হইতে অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ জল বহির্গত হয়; যে সেই স্থানে স্নান করে, সে পুণ্যবান্ পুরুষ॥ ৪॥

আর, তথায় এক ব্রাহ্মণ এক মহা সুবৃহৎ হোমে ব্রতী আছেন। তিনি যে কত বৎসর হোম করিতেছেন, তাহা কেহ জানে না। প্রতিদিন কুণ্ডের বহির্ভাগে স্থাপিত ভস্মরাশি পর্ব্বতাকার হইয়া থাকে। সেই ব্রাহ্মণ কাহারও সহিত কথাবার্ত্তা কহেন না। আমি এইরূপ বিচিত্রতর স্থান দেখিয়াছি॥ ৫॥

তচ্ছ্রুত্বা চ রাজা একাকী তেন সহ তৎ স্থানং গত্বা পরমানন্দং প্রাপ্তোঽবাদীৎ, অহো, অতিপবিত্রমেতৎ স্থানম্, অত্র সাক্ষাজ্জগদম্বিকা নিবসতি। এতৎ স্থানং দৃষ্ট্বা মনো মে বিমলং জাতমিত্যুক্ত্বা তত্রান্তরীক্ষোদকস্নানং বিধায় দেবতাং নমস্কৃত্য যত্র ব্রাহ্মণো হবনং করোতি, তত্র গত্বা ব্রাহ্মণমবাদীৎ, ভো ব্রাহ্মণ! হবনমারভ্য কতি বর্ষাণি জাতানি? ব্রাহ্মণেনোক্তম্, যদা সপ্তর্ষিমণ্ডলং রেবতীনক্ষত্রস্য প্রথমচরণে স্থিতং তদা ময়া হবনং প্রারব্ধম্, ইদানীমশ্বিনীনক্ষত্রে তিষ্ঠতি, হোমং কুর্ব্বতো বর্ষশতমভূৎ। তথাপি দেবতা প্রসন্না নাভবৎ। তচ্ছ্রুত্বা রাজা স্বয়ং দেবতাং স্তুত্বা হোমকুণ্ডে আহুতিমক্ষিপৎ। তথাপি দেবী প্রসন্না নাভূৎ। তদনন্তরং রাজা স্বশিরঃ-কমলাহুতিং দাস্যামি ইতি বুদ্ধ্যা যাবৎ কণ্ঠে খড়্গাং করোতি, তাবৎ দেবতা অন্তরালে খড়্গাং ধৃত্বা অবাদীৎ, ভো রাজন্! প্রসন্নাঽস্মি, বরং বৃণীষ। রাজ্ঞা উক্তম্, ভো দেবি! ব্রাহ্মণোঽয়ং বহুকালং হবনং করোতি, অস্মিন্ কিমর্থং ন প্রসন্না ভবসি? মম কিমিতি শীঘ্রং প্রসন্নাঽসি? তয়োক্তম্, ভো রাজন্! হবন-ময়ং করোতি, পরমস্য চেতসি স্বার্থং নাস্তি। অতঃ প্রসন্না ন ভবামি। ॥ ৬ ॥

উক্তঞ্চ—

অঙ্গুল্যগ্রেণ যজ্জপ্তং যজ্জপ্তং মেরুলঙ্ঘনৈঃ।
ব্যগ্রচিত্তেন যজ্জপ্তং ত্রিবিধং নিষ্ফলং ভবেৎ॥ ॥ ৭ ॥

অন্বয় ঃ—অঙ্গুল্যগ্রেণ যৎ জপ্তম্, মেরুলঙ্ঘনৈঃ (মধ্যমা-মধ্য-মূলপর্ব্বত্যাম্) যৎ জপ্তম্, ব্যগ্রচিত্তেন (ত্বরিতমনসা) যৎ জপ্তম্ এতত্ত্রিবিধং জপ্তং নিষ্ফলং ভবতি ॥ ৭ ॥

বঙ্গার্থ ঃ—তাহা শুনিয়া সেই রাজা একাকী তাঁহার সহিত সেই স্থানে গমন পূর্ব্বক অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বলিলেন, 'আহা! এই স্থান অতি পবিত্র, এখানে সাক্ষাৎ জগদম্বিকা বাস করিতেছেন; এই স্থান দর্শন করিয়া আমার মন নির্ম্মল হইল।' এই বলিয়া বিক্রমাদিত্য আকাশোদকে স্নান ও দেবতাকে নমস্কার করিয়া, যেখানে ব্রাহ্মণ হোম করিতেছেন, সেইখানে গমন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে বলিলেন, হে বিপ্রবর! আপনি কত দিন অবধি এই হোম করিতেছেন? ব্রাহ্মণ বলিলেন, যখন সপ্তর্ষিমণ্ডল রেবতী-নক্ষত্রের প্রথমচরণে অবস্থিত ছিল, তখন আমি হোম আরম্ভ করিয়াছি, এখন অশ্বিনী নক্ষত্রে অবস্থিতি করিতেছে, ফলতঃ একশত বৎসর অতীত হইল, হোম আরম্ভ করিয়াছি, তথাপি দেবতা প্রসন্ন হইলেন না। তাহা শুনিয়া রাজা স্বয়ং দেবতার স্তব করিয়া হোমকুণ্ডে আহুতি নিক্ষেপ করিলেন, তথাপি দেবী প্রসন্ন হইলেন না। তদনন্তর রাজা, 'নিজ মস্তকাম্বুজ আহুতি প্রদান করিব,' এই সঙ্কল্প করিয়া যেমন কণ্ঠে খড়্গাঘাত করিবেন, অমনি দেবতা তাহা ধারণ পূর্ব্বক বলিলেন, রাজন্! আমি প্রসন্ন হইয়াছি, বর প্রার্থনা কর। রাজা বলিলেন, হে দেবি! এই ব্রাহ্মণ বহুকাল হইল হবন করিতেছেন, তথাপি ইঁহার প্রতি প্রসন্ন হইতেছেন না কেন এবং আমার প্রতিই বা শীঘ্র প্রসন্ন হইলেন কেন? দেবী কহিলেন, রাজন্! এই ব্রাহ্মণ হোম করিতেছেন বটে, কিন্তু ইঁহার চিত্তে একাগ্রতা নাই, এই নিমিত্ত প্রসন্ন হই নাই ॥ ৬ ॥

উক্ত আছে যে, অঙ্গুলীর অগ্রভাগে যে জপ, মেরু-লঙ্ঘনে যে জপ, ব্যগ্রচিত্তে যে জপ, এই ত্রিবিধ জপ নিষ্ফল হয় ॥ ৭ ॥

মন্ত্রে তীর্থে দ্বিজে দেবে দৈবজ্ঞে ভেষজে গুরৌ। যাদৃশী ভাবনা যত্র সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী॥ ॥ ৮ ॥

ন কাষ্ঠে বিদ্যতে দেবো ন পাষাণে ন মৃন্ময়ে।

ভাবে হি বিদ্যতে দেবস্তস্মাদ্ভাবো হি কারণম্ ॥ ॥ ৯ ॥

রাজা অবদৎ, যদি মম প্রসন্না জাতাঽসি তর্হ্যস্য ব্রাহ্মণস্য মনোরথান্ পূরয়। ॥ ১০ ॥

সাঽব্রবীৎ, ভো রাজন্। পরোপকারী মহাদ্রুম ইব স্বদেহকষ্টং সহিত্বা পরশ্রমে চ্ছেদং করোতি। ॥ ১১ ॥

ছায়ামন্যস্য কুর্ব্বন্তি স্বয়ং তিষ্ঠন্তি চাতপে।

ফলন্তি হি পরার্থে চ সত্যমেতে মহাদ্রুমাঃ॥ ॥ ১২ ॥

পরোপকারায় বহন্তি নদ্যঃ, পরোপকারায় দুহন্তি গাবঃ।

পরোপকারায় ফলন্তি বৃক্ষাঃ, পরোপকারায় শরীরমেতৎ॥ ॥ ১৩ ॥

এবং রাজানং স্তুত্বা ব্রাহ্মণস্য মনোরথং পূরয়তি স্ম। রাজাপি স্বপুরামগাৎ। ॥ ১৪ ॥

ইমাং কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা ভোজমবদৎ, রাজন্। এবংবিধং ধৈর্য্যং বিদ্যতে চেৎ তর্হ্যস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ। ॥ ১৫ ॥

ইতি দ্বিতীয়োপাখ্যানম্।

অন্বয়ঃ—মন্ত্রে তীর্থে দ্বিজে দেবে দৈবজ্ঞে (জ্যোতির্বিদে) ভেষজে (ঔষধে চিকিৎসকে বা) গুরৌ যত্র (এষু যস্মিন্) ভাবনা যাদৃশী তাদৃশী সিদ্ধিঃ ভবতি॥ ৮॥

কাষ্ঠে দেবঃ ন বিদ্যতে (কাষ্ঠময়ী দেবপ্রতিমৈব ঈশ্বরাধিষ্ঠানমিতি ন নিশ্চয়ঃ) এবং পাষাণে ন, মৃন্ময়ে ন, কিন্তু ভাবে (প্রেম্ণি ভাবনায়াং বা) দেবঃ বিদ্যতে, তস্মাৎ হি (নিশ্চিতম্) ভাবঃ কারণং (সিদ্ধিহেতুঃ) ভবতি॥ ৯ ॥

এতে (সজ্জনাঃ) সত্যং (যথার্থতঃ) মহাদ্রুমাঃ (অশ্বত্থাদি-বৃক্ষস্বরূপাঃ), যতঃ অন্যস্য ছায়াং কুর্ব্বন্তি, স্বয়ং চ আতপে তিষ্ঠন্তি, তথা পরার্থে চ ফলন্তি॥ ১২ ॥

নদ্যঃ পরোপকারায় বহন্তি, গাবঃ পরোপকারায় দুহন্তি (স্বয়ং দুগ্ধং ক্ষরন্তি), বৃক্ষাঃ পরোপকারায় ফলন্তি, সাধূনাম্ এতৎ শরীরমপি পরোপকারায়। ১৩॥

বঙ্গার্থ।—আর—মন্ত্র, তীর্থ, দ্বিজ, দেবতা, দৈবজ্ঞ, ঔষধ, গুরু এই সকলের প্রতি যাহার যেরূপ ভাবনা, সেইরূপই সিদ্ধি ঘটিয়া থাকে॥ ৮॥

দেখ, কাষ্ঠে, পাষাণে ও মৃন্ময় পুত্তলিকাদিতেই দেবতার অধিষ্ঠান হয় না, দেবতা থাকেন ভাবে, অতএব ভাবই সিদ্ধির প্রতি কারণ জানিবে॥ ৯ ॥

রাজা বলিলেন, যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই ব্রাহ্মণের মনোরথ পরিপূর্ণ করুন্! ॥ ১০ ॥

দেবী বলিলেন, হে রাজন্! তুমি পরোপকারী মহাদ্রুমের ন্যায় নিজ দেহে কষ্ট সহ্য করিয়া পরের শ্রম বিনাশ করিতেছ॥ ১১ ॥

উক্ত আছে যে, মহাদ্রুমসকল স্বয়ং আতপে থাকিয়া অন্যকে ছায়া বিতরণ করে এবং সত্য সত্যই পরের নিমিত্ত ফলবান্ হয়॥ ১২ ॥

আরও, পরোপকারের নিমিত্ত নদীসকল বহিয়া থাকে, পরোপকারের নিমিত্ত গাভীসকল দুগ্ধ প্রদান করে, সাধুগণেরও পরোপকারের নিমিত্তই এই শরীর জানিবে॥ ১৩॥

এইরূপ রাজার প্রশংসা করিয়া দেবী ব্রাহ্মণের মনোরথ পরিপূর্ণ করিলেন। রাজা নিজনগরে প্রস্থান করিলেন॥ ১৪ ॥

পুত্তলিকা বলিল, রাজন্! যদি আপনার এবম্বিধ ধৈর্য্য থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন্। (রাজা মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন)॥ ১৫ ॥

ইতি দ্বিতীয়োপাখ্যান।

তৃতীয়োপাখ্যানম্।

সর্ব্বস্ব-দক্ষিণযজ্ঞঃ।

পুনরপি রাজা সিংহাসনে সমুপবেষ্টুং গচ্ছতি, ততোঽন্যা পুত্তলিকা সমবদৎ, ভো রাজন্! এতৎসিংহাসনে তেনৈবাধ্যাসিতব্যং যস্য বিক্রমতুল্যমৌদার্য্যমস্তি। ভোজেনোক্তং ভোঃ পুত্তলিকে! কথয় তস্যৌদার্য্যবৃত্তান্তম্। সা বদতি, শ্রূয়তাং রাজন! বিক্রমার্কসদৃশো রাজা ভূমণ্ডলে নাস্তি। যস্য চেতসি অয়ং পরঃ অয়ং মদীয় ইতি বিকল্পো নাস্তি। স সকলমপি বিশ্বং পাত্রয়তি। ॥ ১ ॥

অয়ং নিজঃ পরো বেতি গণনা লঘুচেতসাম্।
পুনস্তূদারচিত্তানাং * বসুধৈব কুটুম্বকম্॥ ॥ ২ ॥
সাহসে উদ্যমে ধৈর্য্যে তৎসমো নাস্তি।
তস্মাৎ ইন্দ্রাদয়ো দেবাঃ অস্য সাহায্যং কুর্ব্বন্তি স্ম। ॥ ৩ ॥
উদ্যমঃ সাহসং ধৈর্য্যং শক্তির্বুদ্ধিঃ পরাক্রমঃ।
ষড়েতে যস্য তিষ্ঠন্তি তস্য দেবোঽপি শঙ্কতে॥ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—অয়ং নিজঃ (আত্মীয়ঃ) পরঃ বা ইতি লঘুচেতসাং (ক্ষুদ্রচিত্তানাং) গণনা, উদারচরিতানাং তু (পুনঃ) বসুধা এব (সমগ্রা পৃথিব্যেব) কুটুম্বকম্ (আত্মীয়া) ॥ ২ ॥

উদ্যমঃ (অধ্যবসায়ঃ) সাহসং (উৎসাহেন অবিচলিতভাবঃ ক্ষিপ্রকারিতা চ) ধৈর্য্যম্ (সহিষ্ণুতা) শক্তিঃ (নৈপুণ্যম্) বুদ্ধিঃ (বোধশক্তিঃ) পরাক্রমঃ (বলম্) এতে ষট্ গুণাঃ যস্য তিষ্ঠন্তি দেবঃ অপি তস্য শঙ্কতে। (স দেবজয়ী ইতি ভাবঃ) ॥ ৪ ॥

বঙ্গার্থ।—পুনর্ব্বার ভোজরাজ সিংহাসনে উপবেশন করিবার নিমিত্ত উদ্যত হইলে তৃতীয় পুত্তলিকা বলিতে লাগিল, হে রাজন্! যাহার বিক্রমাদিত্যের ন্যায় ঔদার্য্যাদি গুণ বিদ্যমান থাকে, সেই ব্যক্তিই এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত। ভোজরাজ বলিলেন, হে পুত্তলিকে! তাঁহার ঔদার্য্য-বৃত্তান্ত বর্ণন কর। পুত্তলিকা বলিল, মহারাজ! শ্রবণ করুন। বিক্রমাদিত্যের তুল্য রাজা ভূমণ্ডলে আর নাই; তাঁহার মনে এই ব্যক্তি পর, এই ব্যক্তি আত্মীয়, এইরূপ বিকল্প-ভেদবোধ ছিল না। তিনি অখিল বিশ্বই আপনার মত দেখিতেন ॥ ১ ॥

উক্ত আছে যে, এই ব্যক্তি আত্মীয়, এই ব্যক্তি পর, এইরূপ বিকল্প-জ্ঞান ক্ষুদ্রচেতাদিগেরই হইয়া থাকে; কিন্তু যাঁহারা উদারচরিত, অখিল বসুধাকেই তাঁহারা আত্মীয় বিবেচনা করিয়া থাকেন ॥ ২ ॥

সাহস, উদ্যম ও ধৈর্য্যে তাঁহার তুল্য ব্যক্তি ছিলেন না, এই হেতুই ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহার সাহায্য করিতেন ॥ ৩ ॥

কারণ, যাহার উদ্যম, সাহস, ধৈর্য্য, শক্তি, বুদ্ধি ও পরাক্রম এই ছয়টি গুণ বিদ্যমান আছে, দেবগণও তাঁহাকে শঙ্কা করিয়া থাকেন ॥ ৪ ॥

* উদারচরিতানাং তু ইতি পাঠো বা।

রাজন্‌ ! যস্তু অর্থিনাং মনোরথং পূরয়তি তস্যেপ্সিতং দেবঃ সম্পাদয়তি। ॥ ৫ ॥

কৃতে বিনিশ্চয়ে পুংসাং বিষ্ণুঃ পূরয়তীপ্সিতম্‌।
যস্য স্যাৎ দার্ঢ্যসম্পত্তিঃ সত্যং সত্যং হি মানবঃ ॥ ॥ ৬ ॥

উৎসাহসম্পন্নমদীর্ঘসূত্রং ক্রিয়াবিধিজ্ঞং ব্যসনেষ্বসক্তম্‌।
শূরং কৃতজ্ঞং দৃঢ়নিশ্চয়ঞ্চ লক্ষ্মীঃ স্বয়ং বাঞ্ছতি বাসহেতোঃ ॥ ॥ ৭ ॥

এবং সকলগুণাধিবাসঃ স বিক্রমো রাজা সর্ব্বসম্পদা পরিপূর্ণ একদা স্বমনসি অচিন্তয়ৎ, অহো, অসারোঽয়ং সংসারঃ কদা কস্য কিং ভবিষ্যতীতি ন জ্ঞায়তে। যতঃ উপার্জ্জিতং বিত্তং দানভোগৈর্ব্বিনা সফলং ন ভবতি। অতো বিত্তস্য সৎপাত্রে দানমেকং ফলম্‌। অন্যথা নাশমেব প্রাপ্নোতি। ॥ ৮ ॥

দানং ভোগো নাশস্তিস্রো গতয়ো ভবন্তি বিত্তস্য।
যো ন দদাতি ন ভুঙ্‌ক্তে সতি বিভবে ন তস্য তদ্‌দ্রব্যম্‌ ॥ ॥ ৯ ॥

অতিপরুষপবনবিলুলিতা দীপশিখেব চঞ্চলা লক্ষ্মীঃ।
উপার্জ্জিতানাং বিত্তানাং ত্যাগ এব হি রক্ষণম্‌।
তটাকোদরসংস্থানাং পরীবাহ ইবাম্ভসাম্‌ ॥ ॥ ১০ ॥

ইত্যেবং বিচার্য্য সর্ব্বস্বদক্ষিণং যজ্ঞং কর্ত্তুম্‌ উপক্রান্তবান্‌। ততঃ শিল্পিভিরতীব মনোহরো মণ্ডপঃ কারিতঃ। ॥ ১১ ॥

অন্বয় ঃ—বিনিশ্চয়ে কৃতে সতি (সঙ্কল্পদার্ঢ্যে সতি) বিষ্ণুঃ পুংসাম্‌ ঈপ্সিতং (অভিলষিতং) পূরয়তি, যস্য (জনস্য) দার্ঢ্যসম্পত্তিঃ (দৃঢ়তাগুণঃ) স্যাৎ, স সত্যং সত্যং (যথার্থতঃ) মানবঃ (মনুষ্যপদবাচ্যঃ) ॥ ৬ ॥

লক্ষ্মীঃ (সম্পদধিষ্ঠাত্রী দেবতা) বাসহেতোঃ উৎসাহসম্পন্নম্‌ অদীর্ঘসূত্রম্‌ ক্রিয়াবিধিজ্ঞম্‌ (কেন প্রকারেণ ক্রিয়া সাধনীয়া তদুপায়বিদম্‌) ব্যসনেষু (কামজাসক্তিবিশেষেষু) অসক্তম্‌, শূরং কৃতজ্ঞং দৃঢ়নিশ্চয়ম্‌ (দৃঢ়াধ্যবসায়ম্‌) জনম্‌ বাঞ্ছতি ॥ ৭ ॥

দানং ভোগঃ নাশঃ বিত্তস্য (ধনস্য) এতাঃ তিস্রঃ গতয়ঃ (অবস্থাঃ) ভবন্তি। যো জনঃ বিভবে সতি তৎ ন দদাতি ন ভুঙ্‌ক্তে, তস্য তদ্‌ দ্রব্যম্‌ ন ॥ ৯ ॥

তটাকোদরসংস্থানাম্‌ (তড়াগমধ্যবর্ত্তিনাম্‌) অম্ভসাম্‌ পরীবাহঃ (জলাধিক্যেন তটভঙ্গপ্রসঙ্গে জলনির্গমনম্‌) ইব উপার্জ্জিতানাম্‌ বিত্তানাং ত্যাগঃ (সৎপাত্রে দানমেব) রক্ষণম্‌ ॥ ১০ ॥

বঙ্গার্থ ঃ—রাজন্‌ ! যে ব্যক্তি যাচকের মনোরথ পরিপূর্ণ করেন, তাঁহার অভিলষিত কার্য্য দেবতারা সম্পাদন করেন ॥ ৫ ॥

সঙ্কল্পের দৃঢ়তা থাকিলে বিষ্ণু সত্য সত্যই তাহার অভিলাষ পূরণ করেন। যাহার কার্য্যের দৃঢ়তাগুণ আছে, সেই প্রকৃত মনুষ্য ॥ ৬ ॥

যে ব্যক্তি উৎসাহসম্পন্ন, অদীর্ঘসূত্রী, কার্য্যের বিধানজ্ঞ অথবা ব্যসনে অনাসক্ত, শূর, কৃতী ও দৃঢ়নিশ্চয়-সম্পন্ন, লক্ষ্মী স্বয়ং তাহার নিকট বাস করিবার বাসনা করিয়া থাকেন ॥ ৭ ॥

এইরূপ গুণসমূহের নিবাসভূমি, সর্ব্বসম্পত্তিতে পরিপূর্ণ রাজা বিক্রমাদিত্য এক দিন মনে মনে চিন্তা করিলেন, হায় ! এই সংসার অসার, কখন্‌, কাহার কি হইবে, তাহা জানা যায় না। যখন উপার্জ্জিত ধন দান ও ভোগ ব্যতিরেকে সফল হয় না, তখন সৎপাত্রে দানই ধনের একমাত্র সদ্ব্যবহার ; অন্যথা সেই অর্থ বিনষ্টই হইল ॥ ৮ ॥

উক্ত আছে যে, দান, ভোগ ও নাশ অর্থের এই তিন প্রকার গতি। যে ব্যক্তি দান বা ভোগ না করে, বিভব থাকিলেও সেই দ্রব্য তাহার নহে ॥ ৯ ॥

আর কমলা অতি বেগশালী পবন-কম্পিত দীপশিখার ন্যায় চঞ্চলা ; ফলতঃ যেমন তড়াগের অভ্যন্তরস্থিত বারিরাশির জল-নির্গমই একমাত্র রক্ষণের উপায়, সেই প্রকার উপার্জ্জিত অর্থের দানের দ্বারা রক্ষা হইতে পারে। ॥ ১০ ॥

রাজা এইরূপ বিচার করিয়া এক সর্ব্বস্ব-দক্ষিণ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। তৎপরে শিল্পিগণ দ্বারা এক অতি মনোহর মণ্ডপ নির্ম্মাণ করাইলেন ॥ ১১ ॥

সর্ব্বাপি যজ্ঞসামগ্রী সম্পাদিতা। দেব-মুনি-গন্ধর্ব্ব-যক্ষ-সিদ্ধাদয়ঃ সমাহূতাঃ। ।১২॥

অস্মিন্নবসরে সমুদ্রাহ্বানার্থং কশ্চিদ্ব্রাহ্মণঃ সমুদ্রতীরে প্রেষিতঃ। সোঽপি সমুদ্রতীরং গত্বা গন্ধপুষ্পাদি ষোড়শোপচারং বিধায়াব্রবীৎ, ভোঃ সমুদ্র! বিক্রমার্কো রাজা রাজ্যং করোতি, তেন প্রেষিতোঽহন্ত্বামাহর্ত্তুং সমাগত ইতি জলমধ্যে পুষ্পাঞ্জলিং দত্বা ক্ষণং স্থিতঃ। কোঽপি তস্য প্রত্যুত্তরং ন দদৌ। তদোজ্জয়িনীং যাবৎ প্রত্যাগচ্ছতি তাবৎ দেদীপ্যমানশরীরঃ সমুদ্রো ব্রাহ্মণরূপী সন্ তমাগত্যাবদৎ, ভো ব্রাহ্মণ! বিক্রমেণ অস্মান্ আহ্বাতুং প্রেষিতস্ত্বং তর্হি তেন যা সম্ভাবনা কৃতা সা অস্মাকং প্রাপ্তৈব। এতদেব সুহৃদো লক্ষণং যৎ সময়ে দানমানাদি ক্রিয়তে। ১৩॥

উক্তঞ্চ—

দদাতি প্রতিগৃহ্লাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌গুণং প্রীতিলক্ষণম্॥ ॥ ১৪ ॥

দূরস্থিতানাং মৈত্রী নশ্যতি সমীপস্থানাং বর্দ্ধত ইতি ন বাচ্যম্। অত্র স্নেহ-এব প্রমাণম্। ১৫

অন্বয় ঃ—প্রণয়ী জনঃ দদাতি, প্রতিগৃহ্লাতি, গুহ্যম্ (রহস্যম্) আখ্যাতি (কথয়তি), পৃচ্ছতি (রহস্যমিতি শেষঃ), ভুঙ্‌ক্তে (স্বয়ম্) ভোজয়তে চ (সুহৃদম্) এতৎ ষড়্‌গুণং এব প্রীতিলক্ষণম্॥ ১৪॥

বঙ্গার্থ।—তদনন্তর সমস্ত যজ্ঞসামগ্রীসম্ভার আহৃত হইল। দেব, মুনি, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও সিদ্ধ প্রভৃতি সকলকেই নিমন্ত্রণ করিলেন॥ ১২॥

সেই সময়ে সমুদ্রকে আহ্বান করিবার নিমিত্ত কোন ব্রাহ্মণ সাগরতীরে প্রেরিত হইলেন। সেই ব্রাহ্মণও সাগরতীরে গমন পূর্ব্বক গন্ধপুষ্পাদি ষোড়শোপচারে সমুদ্রকে পূজা করিয়া বলিলেন, "হে সমুদ্র! বিক্রমাদিত্য রাজা রাজ্য করিতেছেন, তিনি আমাকে আপনার আহ্বানার্থ পাঠাইয়াছেন।" এই বলিয়া জলমধ্যে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক ক্ষণকাল অবস্থিতি করিলেন। কোন ব্যক্তি তাঁহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিল না। অবশেষে যখন ব্রাহ্মণ ক্ষুব্ধচিত্তে উজ্জয়িনীতে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, তখন সমুদ্র ব্রাহ্মণরূপ ধারণ পূর্ব্বক দেদীপ্যমানশরীরে তাঁহার নিকট আগমন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "হে বিপ্রবর! রাজা বিক্রমাদিত্য আমাকে আহ্বান করিবার নিমিত্ত তোমাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তিনি যে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন, তাহা আমাদের লাভ করাই হইয়াছে। যথাসময়ে দানমানাদি করাই সুহৃদের লক্ষণ॥ ১৩॥

উক্ত আছে যে, দান করা, প্রতিগ্রহ করা, গুহ্যকথা বলা, কুশল জিজ্ঞাসা করা, ভোজন করা এবং ভোজন করান এই ছয়টিই প্রীতির লক্ষণ॥ ১৪॥

বন্ধু দূরস্থিত হইলে তাহার সহিত মিত্রতা নষ্ট হইবে এবং সমীপস্থিত হইলে প্রীতি বর্দ্ধিত হইবে, এমন কথা নহে। এ বিষয়ে স্নেহই প্রমাণ॥ ১৫॥

দূরস্থোঽপি সমীপস্থো যো বৈ মনসি বর্ত্ততে।
যো বৈ চিত্তেন দূরস্থঃ সমীপস্থো হি দূরতঃ॥ ॥ ১৬ ॥

গিরৌ কলাপী গগনে চ মেঘো লক্ষান্তরেঽর্কঃ সলিলে চ পদ্মম্।
দ্বিলক্ষদূরে কুমুদস্য নাথো যো যস্য মিত্রং ন হি তস্য দূরম্॥ * ॥ ১৭ ॥

তস্মাৎ সর্ব্বথা গন্তব্যং মে। কিন্তু মমাত্র কিঞ্চিৎ প্রয়োজনমস্তি। তস্মৈ রাজ্ঞে ব্যয়ার্থমেতদ্রত্ন-চতুষ্টয়ং দাস্যামি। এতেষাং মাহাত্ম্যম্—একং রত্নং যদ্বস্তু স্মর্য্যতে তদ্দদাতি। দ্বিতীয়রত্নেন ভোজনাদিকম্ অমৃততুল্যমুৎপদ্যতে। তৃতীয়-রত্নাৎ অশ্বরথপদাতিযুতং চতুরঙ্গবলং ভবতি। চতুর্থাদ্রত্নাৎ দিব্যাভরণানি জায়ন্তে। তদেতানি রত্নানি গৃহীত্বা রাজ্ঞো হস্তে প্রযচ্ছ। ততো ব্রাহ্মণস্তানি রত্নানি গৃহীত্বা উজ্জয়িনীং যাবদাগতস্তাবদ্ যজ্ঞসমাপ্তির্জাতা। রাজা অবভৃথস্নানং কৃত্বা সর্ব্বান্ অর্থিজনান্ পরিপূর্ণমনোরথান্ অকরোৎ। ব্রাহ্মণো রাজানং দৃষ্ট্বা রত্নান্যর্পয়িত্বা প্রত্যেকং তেষাং গুণকথনমকথয়ৎ। ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ বৈ (হি) মনসি বর্ত্ততে (মনঃপ্রিয ইত্যর্থঃ) স দূরস্থঃ অপি সমীপস্থঃ, (তস্য দূরবর্ত্তিতা ন ব্যবধানজনিকা) পরন্তু যঃ চিত্তেন দূরস্থঃ (ন মনসি স্থিতঃ অপ্রিয় ইত্যর্থঃ) স সমীপস্থঃ অপি দূরতঃ বর্ত্ততে ॥ ১৬ ॥

তথাহি গিরৌ (পর্ব্বতে) কলাপী (ময়ূরঃ) গগনে চ (তু) মেঘঃ বর্ত্ততে। এবং লক্ষান্তরে (লক্ষযোজনব্যবধানে) অর্কঃ (সূর্য্যঃ) সলিলে তু পদ্মম্। দ্বিলক্ষদূরে কুমুদস্য নাথঃ (কুমুদস্থানাৎ দ্বিলক্ষযোজনদূরে চন্দ্রো বর্ত্ততে) অতঃ যঃ যস্য মিত্রং স তস্য দূরং (দূরে) ন হি ॥ ১৭ ॥

বঙ্গার্থ।—যে ব্যক্তি যাহার মানসে বিদ্যমান থাকে, সে দূরে থাকিয়াও নিকটস্থ এবং যে ব্যক্তি যাহার মনের দূরস্থিত, সে নিকটে থাকিয়াও দূরে অবস্থিতি করিয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

দেখ, পর্ব্বতে ময়ূর এবং গগনে জলধর, লক্ষযোজন অন্তরে সূর্য্য এবং জলমধ্যে পদ্ম, দুই লক্ষ যোজন অন্তরে চন্দ্র এবং সলিলে কুমুদ যদিও অবস্থিতি করে, তথাপি তাহাদের অতিশয় প্রীতিপ্রকাশ পায়, ফলতঃ যে যাহার মিত্র, সে দূরস্থ হইলেও তাহাদের প্রীতির হানি হয় না ॥ ১৭ ॥

অতএব আমার তথায় গমন করা একান্ত কর্ত্তব্য, কিন্তু আমার এখানে কিঞ্চিৎ প্রয়োজন আছে। আমি সেই সৎকার্য্যে ব্যয় করিবার জন্য রাজাকে চারিটি রত্ন প্রদান করিব। এই চারিটির মাহাত্ম্য এই যে, প্রথমটি যে বস্তু স্মরণ করা যায়, তাহাই প্রদান করে। দ্বিতীয়টি অমৃত তুল্য খাদ্য উৎপাদন করে, তৃতীয় রত্ন হইতে অশ্ব-রথ-পদাতিযুক্ত চতুরঙ্গসেনা উৎপন্ন হয় এবং চতুর্থ রত্ন হইতে দিব্য আভরণসকল উপস্থিত হয়। তুমি এই সকল রত্ন লইয়া রাজার হস্তে প্রদান করিবে। তদনন্তর ব্রাহ্মণ সেই রত্নচতুষ্টয় গ্রহণ পূর্ব্বক যখন উজ্জয়িনীতে আগমন করিলেন, তখন যজ্ঞসমাপ্তি হইয়া গিয়াছে। রাজা অবভৃথস্নান করিয়া সমস্ত অর্থিজনের মনোরথ পরিপূর্ণ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া চারিটি রত্ন অর্পণ পূর্ব্বক তাহাদের প্রত্যেকের গুণ বর্ণন করিলেন ॥ ১৮ ॥

---

* গিরৌ কলাপী গগনে পয়োদা লক্ষান্তরেঽর্কশ্চ জলেষু পদ্মম্। চন্দ্রো দ্বিলক্ষে কুমুদাৎ পরস্তাৎ যো যস্য হৃদ্যং কিমু তস্য দূরম্। ইতি বহুধৃতপাঠো দৃশ্যতে।

ততো রাজা অবদৎ, ভো ব্রাহ্মণ! ভবান্ যজ্ঞদক্ষিণাকালং ব্যতিক্রম্য সমাগতঃ। ময়া সর্ব্বোঽপি ব্রাহ্মণসমূহো দক্ষিণয়া তোষিতঃ। তর্হি ত্বমেতেষাং চতুর্ণাং মধ্যে যৎ তুভ্যং রোচতে তদ্‌গৃহাণ। ব্রাহ্মণেনোক্তম্, গৃহং গত্বা গৃহিণীং পুত্রং স্নুষাঞ্চ পৃষ্ট্বা সর্ব্বেভ্যো যদ্রোচতে তদ্‌গ্রহীষ্যামি। রাজ্ঞোক্তম্, তথা কুরু। ব্রাহ্মণোঽপি স্বগৃহমাগত্য সর্ব্বং বৃত্তান্তং তেষামগ্রে অকথয়ৎ। তচ্ছ্রুত্বা পুত্রেণোক্তম্, যদ্রত্নং চতুরঙ্গবলং দদাতি তদ্‌গ্রহীষ্যামঃ। যতঃ সুখেন রাজ্যং কর্ত্তুমায়াতি। পিত্রোক্তম্, বুদ্ধিমতা রাজ্যং ন প্রার্থনীয়ম্। ॥ ১৯ ॥

রামস্য ব্রজনং বলের্নিয়মনং পাণ্ডোঃ সুতানাং বনং
বৃষ্ণীনাং নিধনং নলস্য নৃপতে রাজ্যাৎ পরিভ্রংশনম্।
সৌদাস্যং তদবস্থমর্জ্জুনবধং সংচিন্ত্য লঙ্কেশ্বরং
দৃষ্ট্বা রাজ্যকৃতে বিড়ম্বনগতং তস্মান্ন তদ্বাঞ্ছয়েৎ ॥ ॥ ২০ ॥

পুনঃ পিতা বদতি, যস্মাদ্ধনং লভ্যতে তদ্‌গৃহাণ, ধনেন সর্ব্বমপি লভ্যতে। ॥ ২১ ॥

ন তদস্তি জগত্যস্মিন্ যদ্ধনেন ন লভ্যতে।
নিশ্চিত্য মতিমান্ তস্মাদর্থমেকং প্রসাধয়েৎ ॥ ॥ ২২ ॥

ভার্য্যয়োক্তম্, যদ্রত্নং ষড়্‌রসান্ সূতে, তদ্‌গৃহ্যতাম্। সর্ব্বেষাং প্রাণিনামন্নেনৈব প্রাণধারণং ভবতি। ॥ ২৩ ॥

অন্বয় ঃ—রাজ্যকৃতে রামস্য ব্রজনং (বনগমনম্) বলেঃ (দৈত্যাধিপস্য) নিয়মনম্ (বামনেন বন্ধঃ) পাণ্ডোঃ সুতানাং বনং (বনবাসঃ) বৃষ্ণীনাং (শ্রীকৃষ্ণনাথানাং যাদবানাং, নিধনম্, নৃপতেঃ নলস্য রাজ্যাৎ পরিভ্রংশনম্, তদবস্থং (রাক্ষসযোনিগতম্) সৌদাস্যং (সৌদাসনামানং ইক্ষাকুবংশ্যং রাজানং) অর্জ্জুনবধং (কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনধ্বংসং) বিড়ম্বনগতম্ (দুর্দ্দশাপন্নং) লঙ্কেশ্বরং চ দৃষ্ট্বা তস্মাৎ তদ্ ন বাঞ্ছয়েৎ ॥ ২০ ॥

অস্মিন্ জগতি তৎ বস্তু ন অস্তি, যৎ ধনেন ন লভ্যতে (সর্ব্বং ধনলভ্যমিত্যর্থঃ) তস্মাৎ হেতোঃ মতিমান্ নিশ্চিত্য (দৃঢ়প্রত্যয়েন) একম্ অর্থং প্রসাধয়েৎ (অর্জ্জিতুং যতেত) ॥২২॥

বঙ্গার্থ ঃ—তখন রাজা বলিলেন, হে বিপ্রবর! আপনি যজ্ঞ-দক্ষিণার কাল অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন, আমি ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা দ্বারা সন্তোষিত করিয়াছি। তবে এই চারিটি রত্নের যেটি আপনার অভিরুচি হয়, গ্রহণ করুন্। ব্রাহ্মণ বলিলেন, গৃহে যাইয়া গৃহিণী, পুত্র, পুত্রবধূ, ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া যাহা সকলের অভিমত হইবে, তাহাই গ্রহণ করিব। রাজা বলিলেন, আপনি তাহাই করুন্। ব্রাহ্মণ নিজগৃহে গমন করিয়া পরিজনগণের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। তাহা শুনিয়া পুত্র বলিল, যে রত্ন চতুরঙ্গ বল প্রদান করে, তাহাই গ্রহণ করিব; যেহেতু, তদ্দ্বারা সুখে রাজত্ব করিতে পারা যায়। তাঁহার পিতা বলিলেন, যে বুদ্ধিমান্, সে রাজ্য প্রার্থনা করে না। কেন না, রামের বনগমন, বলির পাতালবসতি, পাণ্ডুপুত্রগণের বনবাস, বৃষ্ণিবংশীয়গণের নিধন, নলনৃপতির রাজ্যভ্রংশ, সৌদাসেরও সেই অবস্থা, কার্ত্তবীর্য্যঅর্জ্জুনের বধ এবং লঙ্কেশ্বরের রাজ্যের নিমিত্ত বিড়ম্বনা, এই সকল দর্শন করিয়া রাজ্যবাসনা করিবে না ॥ ১৯-২০ ॥

পুনর্ব্বার পিতা বলিলেন, যাহা হইতে ধনলাভ হয়, সেই রত্নটিই গ্রহণ কর, যেহেতু ধন দ্বারা সমস্তই লাভ হইতে পারে। ধন দ্বারা লাভ করিতে পারা যায় না, এরূপ বস্তু জগতে নাই, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া মতিমান্ ব্যক্তিগণ এক মাত্র অর্থ উপার্জ্জনেরই চেষ্টা করিবেন ॥ ২১—২২ ॥

ভার্য্যা বলিল, যে রত্ন ষড়্‌বিধ রস উৎপাদন করে, তাহাই গ্রহণ করুন্, যেহেতু, সমস্ত প্রাণিগণের অন্ন দ্বারাই প্রাণধারণ হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

উক্তঞ্চ —

অন্নং বিধাত্রা বিহিতং মর্ত্ত্যানাং জীবধারণম্।
তস্মাদন্নাৎ পরং কিঞ্চিৎ প্রার্থয়েন্ন কদাচন ॥ ।২৪।

স্নুষয়োক্তম্, যদ্রত্নং রত্নাভরণাদিকং সুতে তদ্গ্রাহ্যম্। ॥ ২৫ ॥

ভূষয়েদ্ ভূষণৈ রত্নৈর্যথাবিভবমাদরাৎ।
শুচি সৌভাগ্যবৃদ্ধ্যর্থমায়ুর্লক্ষ্ম্যভিবৃদ্ধয়ে ॥ ॥ ২৬ ॥

সুহৃৎসু শুভদং নিত্যং বাস এব বিভূষণম্।
রত্নৈশ্চ দেবতাতুষ্টির্ভূষণস্যাপি ধারণাৎ ॥ ॥ ২৭ ॥

এবং চতুর্ণাং পরস্পরং বিবাদো লগ্নঃ। ততো ব্রাহ্মণো রাজসমীপমাগত্য চতুর্ণাং বিবাদবৃত্তান্তমকথয়ৎ। রাজাপি তচ্ছ্রুত্বা তস্মৈ ব্রাহ্মণায় চত্বার্য্যপি রত্নানি দদৌ। ইতি কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা রাজানমবদৎ ভো রাজন্। ঔদার্য্যং নাম সহজো গুণঃ, ন তু ঔপাধিকঃ। ।২৮॥

চম্পকেষু যথা গন্ধঃ কান্তির্মুক্তাফলেষু চ।
যথেক্ষুদণ্ডে মাধুর্য্যমৌদার্য্যং সহজং তথা ॥ ॥ ২৯ ॥

ত্বয়ি এবংবিধমৌদার্য্যং বিদ্যতে চেৎ তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ। তচ্ছ্রুত্বা ভোজরাজো মৌনমাবিশৎ। ॥ ৩০ ॥

ইতি অপ্সরোভোজসংবাদে তৃতীয়োপাখ্যানম্।

অন্বয় ঃ—বিধাত্রা মর্ত্ত্যানাং জীবধারণং (জীবনধারণোপায়ীভূতম্) অন্নং বিহিতম্। তস্মাৎ অন্নাৎ পরম্ (অন্যৎ) কিঞ্চিৎ কদাচন ন প্রার্থয়েৎ ॥ ২৪ ॥

যথাবিভবং (যথাশক্তি) আদরাৎ (যত্নেন) রত্নৈঃ ভূষণৈঃ ভূষয়েৎ (আত্মানম্ ইতি শেষঃ) শুচি বাসঃ (নির্ম্মলং শুভ্রং বস্ত্রং) যথা সৌভাগ্যবৃদ্ধ্যর্থম্ আয়ুর্লক্ষ্ম্যভিবৃদ্ধয়ে চ ভবতি, তথা বাসঃ এব বিভূষণম্ সুহৃৎসু নিত্যং শুভদম্ (সুহৃন্মধ্যে প্রীতিপ্রদম্) রত্নৈঃ চ ভূষণস্য ধারণাৎ অপি দেবতাতুষ্টিঃ (দেবানাং সন্তোষঃ) ভবতি ॥ ২৬-২৭ ॥

যথা চম্পকেষু গন্ধঃ (স্বাভাবিকঃ) মুক্তাফলেষু কান্তিশ্চ (স্বাভাবিকী) যথা ইক্ষুদণ্ডে মাধুর্য্যম্ তথা ঔদার্য্যং সহজম্ (জন্মনা সহ জায়তে ন কৃত্রিমো গুণঃ) ॥ ২৯ ॥

বঙ্গার্থ ঃ—উক্ত আছে যে, বিধাতা অন্নকে মানবগণের প্রাণধারণের উপায়স্বরূপ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই হেতু অন্ন ব্যতিরেকে আর কিছুই প্রার্থনা করা উচিত নহে। পুত্রবধূ বলিল, যে রত্ন, রত্ন ও আভরণাদি প্রসব করে, তাহাই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যেহেতু, মনোহর ভূষণ সকল বিভব অনুসারে মানবগণকে বিভূষিত করিয়া থাকে। শুদ্ধ পরিষ্কৃত বস্ত্র একপ্রকার বিভূষণ, ইহা দ্বারা সৌভাগ্য, আয়ু ও লক্ষ্মীবৃদ্ধি হয়। বাস-রূপ বিভূষণ সুহৃদগণের শুভপ্রদ, রত্নসমূহ এবং ভূষণ ধারণে দেবগণও সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। এইরূপ চারিজনের পরস্পর বিবাদ আরম্ভ হইল। তৎপরে ব্রাহ্মণ রাজার নিকট আসিয়া চারিজনের বিবাদ-বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। রাজাও তাহা শুনিয়া সেই ব্রাহ্মণকে ঐ চারিটি রত্নই প্রদান করিলেন। এই কথা বলিয়া পুত্তলিকা রাজাকে বলিল, হে রাজন্! ঔদার্য্য মানবগণের স্বাভাবিক গুণ, ইহা কৃত্রিম শোভা নহে, অর্থাৎ উদার সাজিলে উদার হওয়া যায় না। যেমন চম্পকপুষ্পে গন্ধ, মুক্তাফলে কান্তি, ইক্ষুদণ্ডে মাধুর্য্য, সেইরূপ ঔদার্য্যও স্বভাবতই হইয়া থাকে। যদি আপনাতে এইরূপ ঔদার্য্য থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন্। ইহা শুনিয়া ভোজরাজ মৌনাবলম্বন করিলেন ॥ ২৪-৩০ ॥ তৃতীয়োপাখ্যান সমাপ্ত।

অথ চতুর্থোপাখ্যানম্

পুনরন্যা পুত্তলিকা বদতি স্ম, ভো রাজন্। শ্রূয়তাম্! বিক্রমাদিত্যে রাজ্যং কুর্ব্বতি একদা ব্রাহ্মণঃ কশ্চিৎ সকলবিদ্যাবিচক্ষণঃ সমস্তগুণগণালঙ্কৃতোঽপি অপুত্রঃ সমভবৎ। একদা ভার্য্যয়া ভণিতম্, ভোঃ প্রাণেশ্বর! পুত্রং বিনা গৃহস্থস্য গতির্নাস্তীতি স্মৃতিবিদো বদন্তি। ॥ ১ ॥

তথাহি—

অপুত্রস্য গতির্নাস্তি স্বর্গো নৈব চ নৈব চ।
তস্মাৎ পুত্রমুখং দৃশ্যং পুত্রাদ্ভবতি তাপসঃ॥ ॥ ২ ॥

শর্ব্বরীদীপকশ্চন্দ্রঃ প্রভাতে দীপকো রবিঃ।
ত্রৈলোক্যদীপকো ধর্ম্মঃ সৎপুত্রঃ কুলদীপকঃ॥ ॥ ৩ ॥

নাগো ভাতি মদেন কং জলরুহৈঃ পূর্ণেন্দুনা শর্ব্বরী
শীলেন প্রমদা জবেন তুরগো নিত্যোৎসবৈর্ম্মন্দিরম্।
বাণী ব্যাকরণেন হংসমিথুনৈর্নদ্যঃ সভা পণ্ডিতৈঃ
সৎপুত্রেণ কুলং তথা বসুমতী লোকত্রয়ং ভানুনা॥ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—অপুত্রস্য গতিঃ নাস্তি, স্বর্গঃ চ নৈব নৈব, তস্মাৎ (জনেন সদ্গতি-স্বর্গলিপ্সুনা) পুত্রমুখং দৃশ্যম্। পুত্রাৎ (পুত্রং লব্ধা ততঃ) তাপসঃ ভবতি॥ ২॥

চন্দ্রঃ শর্ব্বরীদীপকঃ (রাত্রেঃ সালোকতাসম্পাদকঃ) রবিঃ প্রভাতে (দিনে) দীপকঃ, ধর্ম্মঃ ত্রৈলোক্যদীপকঃ (ত্রৈলোক্যং লম্ভয়িতুং সমর্থঃ ইত্যর্থঃ) এবং সৎপুত্রঃ কুলদীপকঃ (বংশোজ্জ্বলঃ)॥ ৩॥

নাগঃ (হস্তী) মদেন ভাতি, এবং কং (জলং) জলরুহৈঃ (পদ্মৈঃ), শর্ব্বরী পূর্ণেন্দুনা, প্রমদা শীলেন (সচ্চরিত্রতয়া), তুরগঃ (অশ্বঃ) জবেন (ত্বরিতগত্যা ইত্যর্থঃ), মন্দিরম্ (নিত্যোৎসবৈঃ), বাণী (বাক্যম্) ব্যাকরণেন (ব্যাকরণ-সংস্কারেণ), নদ্যঃ হংসমিথুনৈঃ (মিথুনীভূয় চরদ্ভিঃ হংসৈঃ) সভা পণ্ডিতৈঃ, কুলং তথা বসুমতী (পৃথিবী) সৎপুত্রেণ, ভানুনা (সূর্য্যেণ) লোকত্রয়ং ভাতি॥ ৪॥

বঙ্গার্থ।—পুনর্ব্বার যখন ভোজরাজ সিংহাসনে উপবেশন করিতে যাইবেন, তখন চতুর্থ পুত্তলিকা বলিল, রাজন্! শ্রবণ করুন, বিক্রমাদিত্যের রাজ্যকালে একদা এক ব্রাহ্মণ সকল বিদ্যায় বিচক্ষণ এবং সমস্ত গুণগণে অলঙ্কৃত হইয়াও অপুত্রক ছিলেন। এক দিন তাঁহার স্ত্রী বলিল, "হে প্রাণেশ্বর! পুত্র ব্যতিরেকে গৃহস্থের গতি নাই" ইহা সমস্ত স্মৃতিতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন। তাহা এই যে, অপুত্রের গতি নাই, তাহার স্বর্গ হয় না, অতএব পুত্রমুখ দর্শন করিয়া তৎপরে তাপস হইবে। যেমন তমস্বিনী রাত্রির প্রদীপক চন্দ্র, প্রভাতকালের দীপক সূর্য্য, ত্রৈলোক্যের দীপক ধর্ম্ম, সেইরূপ কুলের দীপক সৎপুত্র। মাতঙ্গ মদ দ্বারা, জল পদ্ম দ্বারা, মন্দির নিত্যোৎসব দ্বারা, বাণী ব্যাকরণসংস্কার দ্বারা, নদীসকল হংসমিথুন দ্বারা, সভাস্থল পণ্ডিতসমূহ দ্বারা, কুল এবং পৃথিবী সৎপুত্র দ্বারা আর লোকত্রয় সূর্য্য দ্বারা শোভা পাইয়া থাকে॥ ১—৪॥

ব্রাহ্মণেনোক্তম্, ভোঃ প্রিয়ে! সত্যমুক্তং ত্বয়া, পরং পরোদ্যমেন দ্রব্যং লব্ধুং শক্যতে।
গুরুশুশ্রূষয়া বিদ্যাপি লভ্যতে, যশঃ সন্তুতিশ্চ পরমেশ্বরারাধনং বিনা ন সিধ্যতি। ॥ ৫ ॥
তথা— নিরন্তরা সুখাপেক্ষা হৃদয়ে যদি বিদ্যতে। কৃত্বা ভাবং দৃঢ়তরং ভবানীবল্লভং ভজেৎ॥ ॥ ৬ ॥
ভার্য্যয়োক্তম্, ভবান্ সর্ব্বজ্ঞঃ, অতঃ পরমেশ্বরপ্রসাদার্থং কিমপি ব্রতাদিকমনুষ্ঠেয়ম্। ॥ ৭ ॥
তেনোক্তম্, ময়াপ্যঙ্গীকৃতমেব ত্বদ্বচম্, কুতঃ—
যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি। বিদুষাঽপি সদা গ্রাহ্যং বৃদ্ধাদপি ন দুর্ব্বচঃ॥ ॥ ৮ ॥
ইত্যুক্ত্বা ব্রাহ্মণঃ পরমেশ্বরপ্রীত্যর্থং রুদ্রানুষ্ঠানং কৃতবান্। তত একদা রাত্রৌ তং ব্রাহ্মণং স্বপ্নে জটামুকুটধারী বৃষভবাহনস্থিতঃ পরমেশ্বরঃ প্রত্যক্ষীভূয় উবাচ। ভো ব্রাহ্মণ! ত্বং প্রদোষব্রতমাচর। তেন ব্রতাচরণেন তব পুত্রো ভবিষ্যতি। ততঃ প্রভাতে ব্রাহ্মণেন বৃদ্ধানাং পুরতঃ স্বস্বপ্নবৃত্তান্তঃ কথিতঃ। ॥ ৯
তৈরুক্তম্, ভো ব্রাহ্মণ! যথার্থোঽয়ং স্বপ্নঃ। ॥ ১০
উক্তঞ্চ স্বপ্নাধ্যায়ে—
দেবো দ্বিজো গুরুর্গাবঃ পিতরো লিঙ্গিনো নৃপঃ।
যদ্বদন্তি বচঃ স্বপ্নে তত্তথৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥ ॥ ১১
অস্মিন্ ব্রতেঽনুষ্ঠিতে তব পুত্রো ভবিষ্যতি। ॥ ১২

অন্বয় ঃ—যদি হৃদয়ে নিরন্তরা সুখাপেক্ষা (সুখকামনা) বিদ্যতে, তর্হি ভাবং (ভক্তিভাবং) দৃঢ়তরং কৃত্বা ভবানীবল্লভং (মহাদেবম্) ভজেৎ॥ ৬॥

যুক্তিযুক্তং বচনং বিদুষাঽপি বালকাদপি উপাদেয়ম্ (গ্রাহ্যম্), পরং দুর্ব্বচঃ (যুক্তিহীনং বাক্যং) বৃদ্ধাদপি সদা গ্রাহ্যং ন॥ ৮॥

দেবঃ, দ্বিজঃ, গুরুঃ, গাবঃ, পিতরঃ, লিঙ্গিনঃ (যতয়ঃ), নৃপঃ চ স্বপ্নে যদ্ বচঃ বদন্তি, তৎ তথৈব বিনির্দ্দিশেৎ (অবধারয়েৎ)॥ ১১॥

বঙ্গার্থ।—ব্রাহ্মণ বলিলেন, প্রিয়ে! তুমি সত্য বলিয়াছ, কিন্তু পরম অধ্যবসায় দ্বারা দুর্লভ বস্তুও লাভ করিতে সমর্থ হওয়া যায়। গুরুশুশ্রূষা দ্বারা বিদ্যালাভও হয়, কিন্তু যশ ও সন্তুতি, পরমেশ্বরের আরাধনা ব্যতিরেকে লাভ করিতে পারা যায় না। উক্ত আছে যে, যদি নিরন্তর সুখলাভের বাসনা হৃদয়ে বিদ্যমান থাকে, তবে দৃঢ়তর ভক্তিভাবে একাগ্র-চিত্তে ভবানীবল্লভকে ভজনা করিবে।

ভার্য্যা বলিল, আপনি সর্ব্বজ্ঞ, অতএব পরমেশ্বরের প্রসন্নতার নিমিত্ত কোন ব্রতাদির অনুষ্ঠান করুন্॥ ৫—৭॥

ব্রাহ্মণ বলিলেন, আমি তোমার বাক্য অনুমোদন করিলাম, যেহেতু, বিদ্বান্ ব্যক্তিরও যুক্তিযুক্ত বাক্য বালকের নিকট হইতেও গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, আর অযুক্ত অনিষ্টকর বাক্য বৃদ্ধের নিকট হইতেও গ্রহণ করা উচিত নয়॥ ৮॥

ব্রাহ্মণ এই বলিয়া পরমেশ্বরের প্রীত্যর্থ রুদ্রযাগের অনুষ্ঠান করিলেন। তৎপরে এক দিন রাত্রিকালে ব্রাহ্মণ স্বপ্নে দেখিলেন যে, জটামুকুটধারী বৃষবাহন পরমেশ্বর প্রত্যক্ষ হইয়া বলিতেছেন :—'হে ব্রাহ্মণ! তুমি প্রদোষব্রতের আচরণ কর, সেই ব্রতাচরণ দ্বারা তোমার পুত্রলাভ হইবে।' তদনন্তর ব্রাহ্মণ প্রভাত-কালে বৃদ্ধদিগের নিকট সেই স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন॥ ৯॥

বৃদ্ধগণ বলিলেন, হে দ্বিজবর! এই স্বপ্নবৃত্তান্ত যথার্থ। যেহেতু, স্বপ্নাধ্যায়ে উক্ত আছে যে, দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু, গো, পিতৃগণ, সন্ন্যাসী ও রাজা স্বপ্নে যাহা বলেন, তাহা সত্য। অতএব এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে তোমার পুত্র জন্মিবে॥ ১০—১২॥

তেষাং বচনং শ্রুত্বা ব্রাহ্মণো মার্গশীর্ষশুক্লত্রয়োদশীতিথৌ শনিবারে কল্পোক্তবিধিপূর্ব্বকং প্রদোষব্রতমনুষ্ঠিতবান্। তেন ব্রতাচরণেন পরমেশ্বরঃ প্রসন্নো ভূত্বা পুত্রমস্মৈ প্রাযচ্ছৎ। তদনন্তরং পুত্রে জাতে তস্য পুত্রস্য ব্রাহ্মণো জাতকর্ম্ম বিধায় দ্বাদশদিবসে তস্য দেবদত্ত ইতি নামকরণং কৃত্বা অন্নপ্রাশনাদ্যুপনয়নান্তানি কর্ম্মাণ্যকার্ষীৎ। তত উপনীতং বেদশাস্ত্রাদিকং শিক্ষয়িত্বা ষোড়শে বর্ষে গোদানানন্তরং বিবাহং কারয়িত্বা স্বয়ং তীর্থযাত্রাং কর্ত্তুকামঃ পুত্রায় বুদ্ধিমুপদিশতি। ॥ ১৩ ॥

ভোঃ পুত্র! অতিকষ্টাং দশাং প্রাপ্তোঽপি স্বধর্ম্মাচারং ন পরিত্যজ। পরৈঃ সহ বিবাদং মা কুরু। সর্ব্বভূতেষু দয়া কার্য্যা। পরমেশ্বরে ভক্তির্বিধেয়া। বলবদ্বিরোধং মা কুরু। ধর্ম্মজ্ঞেষু অনুবৃত্তির্বিধেয়া। প্রস্তাবসদৃশং বক্তব্যম্। স্ববিত্তানুসারেণ ব্যয়ঃ করণীয়ঃ। সজ্জনাঃ সেবনীয়াঃ। দুর্জ্জনাঃ পরিহর্ত্তব্যাঃ। স্ত্রীণাং গুহ্যং ন বক্তব্যম্। ॥ ১৪ ॥

এবমনেকধা পুত্রায হিতমুপদিশ্য স্বয়ং বারাণসীং জগাম। দেবদত্তোঽপি পিতুরুপদেশং পরিপালয়ন্ তত্রৈব নগরে স্থিতঃ। একদা হোমসমিদাহরণার্থং মহারণ্যং প্রবিষ্টো যাবৎ সমিধশ্ছিনত্তি, তাবদ্বিক্রমার্কো রাজা মৃগয়ার্থং বনং গতঃ। শূকরমনুধাবন্ মহারণ্যং প্রবিষ্টঃ পুরো মার্গমজানন্ দেবদত্তং দৃষ্ট্বা নগরমার্গমপৃচ্ছৎ। তেন পৃষ্টো দেবদত্তঃ স্বয়মগ্রে গচ্ছন্ রাজানং নগরমানয়ৎ। ততো রাজা দেবদত্তং বহুধা সম্মান্য কস্মিংশ্চিদ্ব্যাপারে নিযুক্তবান্। তদনন্তরং কালো মহান্ গতঃ। ॥ ১৫ ॥

বঙ্গার্থ।—তাঁহাদিগের সেই বাক্য শুনিয়া ব্রাহ্মণ অগ্রহায়ণ-মাসের শুক্ল-পক্ষের ত্রয়োদশী-তিথিতে শনিবারে কল্পোক্তবিধানে প্রদোষ-ব্রতের অনুষ্ঠান করিলেন; তাহাতে দেবদেব পরমেশ্বর প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে পুত্র প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণ, পুত্রের জাতকর্ম্মাদি সমাপন পূর্ব্বক দ্বাদশদিবসে তাহার "দেব-দত্ত" এই নামকরণ করিয়া অন্নপ্রাশন ও উপনয়নাদি সংস্কারকার্য্য একে একে সম্পাদন করিলেন। যথাকালে পুত্র বেদশাস্ত্রাদি শিক্ষা করিয়া ষোড়শবর্ষে পদার্পণ করিল, তখন তাহার গোদানক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক বিবাহ দিয়া ব্রাহ্মণ স্বয়ং তীর্থযাত্রার অভিলাষ করিয়া পুত্রকে এই প্রকার উপদেশ প্রদান করিলেন ॥ ১৩ ॥

"হে পুত্র! তুমি অতিশয় কষ্টের অবস্থায় পড়িলেও স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে না। অন্যের সহিত বিবাদ করিও না, সকল জীবের প্রতি দয়া করিবে, পরমেশ্বরের প্রতি সর্ব্বদাই ভক্তিমান্ হইবে, পরস্ত্রী অবলোকন করিবে না, প্রবলের সহিত বিরোধ অকর্ত্তব্য, ধর্ম্মজ্ঞ লোকের অনুবৃত্তি করা কর্ত্তব্য, প্রস্তাব অনুসারে কথা কহিবে, নিজ আয় বুঝিয়া ব্যয় করিবে, সজ্জনগণের সেবা করিবে, দুর্জ্জনের সঙ্গ করিবে না, স্ত্রীদিগের নিকট গুহ্য-কথা বলিবে না।" ॥ ১৪ ॥

ব্রাহ্মণ পুত্রকে এইরূপ অনেক প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়া স্বয়ং বারাণসী গমন করিলেন। দেবদত্তও পিতার উপদেশ প্রতিপালন পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এক দিন দেবদত্ত হোমকাষ্ঠ আহরণের নিমিত্ত বনে প্রবিষ্ট হইয়া কাষ্ঠ ছেদন করিতেছেন, সেই সময়ে রাজা বিক্রমাদিত্য মৃগয়ার্থ বনে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি একটি শূকরের অনুসরণ করিয়া মহারণ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক পথ চিনিতে না পারিয়া দেবদত্তকে দেখিতে পান। পরে তাহাকে নগরের পথ জিজ্ঞাসা করিলে, দেবদত্ত অগ্রে অগ্রে গমন পূর্ব্বক রাজাকে নগরমধ্যে আনয়ন করেন। ইহাতে রাজা দেবদত্তের বহু সম্মান করিয়া তাঁহাকে কোন কার্য্যবিশেষে নিযুক্ত করিলেন। এইরূপে অনেক কাল বিগত হইল ॥ ১৫ ॥

একদা রাজ্ঞা ভণিতম্, কথমহং দেব-দত্তকৃতোপকারাদুত্তীর্ণো ভবিষ্যামি। যদনেন মহতোঽরণ্যমধ্যাৎ গ্রামমানীতঃ। তস্মিন্নবসরে কেনচিদুক্তম্, অহো, অয়ং সৎপুরুষঃ কৃতমুপকারং ন বিস্মরতি। ॥ ১৬ ॥

তদুক্তম্—

প্রথমবয়সি তোয়ং পীতমল্পং স্মরন্তঃ
শিরসি নিহিতভারা নারিকেলাঃ ফলানাম্।
উদকমমৃতকল্পং দদ্যুরাজীবনান্তং
ন হি কৃতমুপকারং সাধবো বিস্মরন্তি॥ ॥ ১৭ ॥

ব্রাহ্মণেন তদ্রাজবচনং শ্রুত্বা স্বমনসি বিচারিতম্, অহো, রাজা এবং বদতি। তৎ সত্যং বা মিথ্যা বা অস্য প্রত্যয়ো দ্রষ্টব্যঃ, ইতি ভণিত্বা রাজকুমারং কেনাপ্যবিদিতং স্বমন্দিরে সঙ্গোপ্য তস্যালঙ্কারং ভৃত হস্তে দত্ত্বা নগর-মধ্যে বিক্রয়ার্থং প্রেষিতম্। ॥ ১৮ ॥

তস্মিন্নবসরে রাজমন্দিরে রাজপুত্রঃ কেনাঽপি চোরেণ মারিত ইতি মহান্ কোলাহলো জাতঃ। রাজ্ঞাপি স্বপুত্রমার্গণায় সর্বেঽধিকারিণঃ প্রেষিতাঃ। ততস্তে যাবদ্বিপণিমধ্যে বিলোকয়ন্তি, তাবদাভরণহস্তো দেবদত্তভৃত্যো দৃষ্টঃ। ততস্তৎ আভরণং রাজকুমারস্যেতি জ্ঞাত্বা তং বদ্ধা রাজসকাশং নিন্যুঃ। পশ্চাৎ ভৃত্যাঃ কথয়ন্তিস্ম, রে পাপাচার! কথমেতদাভরণং তব হস্তে সমাগতম্? তেনোক্তম্, মম হস্তে দেবদত্তেন ব্রাহ্মণেন দত্তং তস্যাহং ভৃত্যঃ। ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—প্রথমবয়সি (শৈশবে) পীতম্ অল্পং তোয়ং স্মরন্তঃ নারিকেলাঃ শিরসি ফলানাং নিহিতভারাঃ (সন্তঃ) অমৃতকল্পম্ উদকম্ আজীবনান্তং দদ্যুঃ। তথাহি—সাধবঃ কৃতম্ উপকারং ন বিস্মরন্তি॥ ১৭॥

বঙ্গার্থ।—এক দিন রাজা বলিলেন, আমি কিরূপে দেবদত্তের নিকট কৃতজ্ঞতা হইতে মুক্ত হইব? এই সময়ে কোন ব্যক্তি রাজাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, অহো! কি মহানুভব ইনি, কৃত উপকার কখনই বিস্মৃত হন না। উক্ত আছে যে, নারিকেলবৃক্ষ শৈশব অবস্থায় যে অল্প-পরিমাণে সলিল পান করিয়াছে, ইহা স্মরণ করিয়া মস্তকে বহুতর ফলভার বহন পূর্ব্বক অমৃতকল্প বহুপরিমাণ সলিল আজীবন প্রদান করিয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সাধুব্যক্তিগণ কৃত উপকার জীবনে কখনই বিস্মৃত হন না॥ ১৬-১৭॥

দেবদত্ত, সেই রাজবাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে বিচার করিলেন যে, রাজা এইরূপ বলিতেছেন, তাহা সত্য বা মিথ্যা, ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে, এই বলিয়া কেহ জানিতে না পারে, এইরূপ ভাবে রাজকুমারকে নিজ গৃহ-মধ্যে আনিয়া গোপনে রাখিয়া তাহার অলঙ্কার গ্রহণ পূর্ব্বক বিক্রয়ের নিমিত্ত কোন ভৃত্য দ্বারা নগরমধ্যে পাঠাইয়া দিলেন। সেই সময়ে 'রাজপুত্রকে চোরে হত্যা করিয়াছে' এইরূপ রাজভবনে মহা কোলাহল উঠিল। রাজাও নিজপুত্রের অন্বেষণের নিমিত্ত সমস্ত রাজপুরুষদিগকে প্রেরণ করিলেন। তদনন্তর যখন তাহারা আপণ-মধ্যে অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিল, তখন দেব-দত্তের ভৃত্যের হস্তে রাজপুত্রের আভরণ দেখিতে পাইল। সেই আভরণ রাজপুত্রের, ইহা জানিয়া তৎক্ষণাৎ ঐ ভৃত্যকে বন্ধন করিয়া রাজার নিকট লইয়া গেল। পরে রাজভৃত্যগণ কহিল, রে পাপিষ্ঠ! এই অলঙ্কার তুই কোথায় পাইলি? সে বলিল, দেবদত্তনামক ব্রাহ্মণ আমার হস্তে এই অলঙ্কার দিয়াছেন। আমি তাঁহার ভৃত্য॥ ১৮-১৯॥

বিপণিমধ্যে এতদাভরণবিক্রয়েণ ধনমানয়েতি কথিতঞ্চ। ততো রাজ্ঞা দেবদত্ত আকারিতো ভণিতশ্চ, ভো দেবদত্ত! এতদাভরণং তব হস্তে কেন দত্তম্? দেবদত্তেনোক্তম্, ন কেনাঽপি দত্তম্। অহমেব ধনলোলুপস্তব কুমারং হত্বা তদাভরণানি সর্ব্বাণি গৃহীত্বা তন্মধ্যে ইদমেকমাভরণমস্য হস্তে বিক্রেতুং দত্তম্। ইদানীং তুভ্যং যদ্রোচতে তৎ কুরু, মম কর্ম্মবশাদেবংবিধা বুদ্ধিরভূদিতি ভণিত্বা অধোমুখো বভূব। তদ্বচনং শ্রুত্বা রাজা তূষ্ণীমবস্থিতঃ। তদা সভামধ্যে কৈশ্চিদুক্তম্, অহো! অয়ং সর্ব্বধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তাঽপি কথমীদৃশে পাপকর্ম্মণি বুদ্ধিমকরোৎ। অন্যেনোক্তম্, কিঞ্চিত্রম্ স্বকর্ম্মণা প্রেরিতস্যৈবং বুদ্ধির্জাতা। ॥ ২০ ॥

উক্তঞ্চ —

কিং করোতি নরঃ প্রাজ্ঞঃ প্রের্য্যমাণঃ স্বকর্ম্মণা।
প্রায়েণ হি মনুষ্যাণাং বুদ্ধিঃ কর্ম্মানুসারিণী ॥ ॥ ২১ ॥

তত্র সভ্যৈর্ভণিতম্, ভো রাজন্! অয়ং বালঘাতী পুনঃ স্বর্ণস্তেযী চ, অতঃ খাদিরেণ শূলেন হন্তব্যঃ। ততঃ অন্যৈর্মন্ত্রিভিরুক্তম্, অমুং শতখণ্ডং কৃত্বা অস্য মাংসেন গৃধ্রাণাং বলির্দ্দাতব্যঃ। তেষাং বচনং শ্রুত্বা রাজ্ঞা ভণিতম্, ভোঃ সভ্যাঃ! অয়ং মমাশ্রিতঃ পুরা মার্গদর্শনাদুপকারী চ। অতঃ সৎপুরুষেণ আশ্রিতানাং গুণদোষচিন্তা ন কার্য্যা। ॥ ২২

অন্বয় ঃ—প্রাজ্ঞঃ নরঃ স্বকর্ম্মণা (প্রাক্তনেন) প্রের্য্যমাণঃ সন্ কিং করোতি (কিং কর্ত্তুং শক্নুয়াৎ ইতি ভাবঃ) তথাহি মনুষ্যাণাং বুদ্ধিঃ প্রায়েণ কর্ম্মানুসারিণী ॥ ২১ ॥

বঙ্গার্থ।—তিনি বলিয়া দিয়াছেন যে, এই অলঙ্কার বাজারে বিক্রয় করিয়া ধন আনয়ন কর। তৎপরে রাজা দেবদত্তকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবদত্ত! এই আভরণ তোমার হস্তে কোন্ ব্যক্তি দিয়াছে? দেবদত্ত বলিলেন, 'কেহই দেয় নাই, আমিই ধনলোভে আপনার পুত্রকে হনন করিয়া তাহার সমস্ত আভরণ গ্রহণ করিয়াছি এবং তন্মধ্যে এই একটি আভরণ উহার হস্তে বিক্রয়ার্থ প্রদান করিয়াছি। এক্ষণে আপনার যাহা অভিরুচি হয় করুন্। কর্ম্মবশে আমার এরূপ বুদ্ধি ঘটিয়াছে।' এই বলিয়া দেবদত্ত অধোমুখ হইয়া রহিলেন। সেই বাক্য শুনিয়া রাজা মৌনী হইয়া রহিলেন। তখন কোন কোন সভাসদ বলিল, কি আশ্চর্য্য! লোকটা সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছে, তথাপি এইরূপ পাপকর্ম্মে মতি হইল? কেহ বলিল, বিচিত্র কি? স্বকর্ম্ম দ্বারা প্রেরিত হইয়া ইহার এরূপ বুদ্ধি ঘটিয়াছে। শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, প্রাজ্ঞ নরগণও নিজ নিজ প্রাক্তন কর্ম্ম দ্বারা প্রেরিত হইয়া কুৎসিত কর্ম্ম করিয়া থাকে; যেহেতু, মনুষ্যগণের বুদ্ধি প্রায়ই স্বীয় কৃত কর্ম্মের অনুসারিণী হইয়া থাকে। তখন সমাগত সভ্যগণ বলিল, রাজন্! এই দেবদত্ত কুমারঘাতী ও স্বর্ণচোর; অতএব খদিরকাষ্ঠ-নির্ম্মিত শূলে আরোপণ পূর্ব্বক ইহাকে বধ করা উচিত। তৎপরে অন্য মন্ত্রিগণ বলিলেন, ইহাকে শত খণ্ড করিয়া ইহার মাংসে গৃধ্রগণের উপহার প্রদান করা কর্ত্তব্য। তাঁহাদের বাক্য শুনিয়া রাজা বলিলেন, হে সভ্যগণ! এই ব্রাহ্মণ আমার আশ্রিত, এবং পূর্ব্বে এক সময় আমাকে নগরের পথ দেখাইয়া অত্যন্ত উপকার করিয়াছে, আশ্রিত ব্যক্তিগণের গুণ-দোষ বিচার করা কর্ত্তব্য নহে ॥ ২০-২২ ॥

তথা চোক্তম্—

চন্দ্রঃ ক্ষয়ী প্রকৃতিবক্রতনুর্জড়াত্মা দোষাকরো ভবতি মিত্রবিপত্তিকালে।
মূর্দ্ধ্না তথাপি বিধৃতঃ পরমেশ্বরেণ নৈবাশ্রিতেষু মহতাং গুণদোষচিন্তা॥ ॥ ২৩॥

অন্যচ্চ—

উপকারিষু যঃ সাধুঃ সাধুত্বে তস্য কো গুণঃ।
অপকারিষু যঃ সাধুঃ স সাধুঃ সদ্ভিরুচ্যতে॥ ॥ ২৪॥

ইত্যুক্ত্বা দেবদত্তং প্রতি ভণতি স্ম, ভো দেবদত্ত! ত্বং চেতসি কিমপি ভয়ং মা কার্ষীঃ। মম পুত্রো বলীয়সা প্রাক্তনেন কর্ম্মণা মারিতঃ। ত্বয়া কিং কৃতম্। যতঃ প্রাক্তনং কর্ম্ম কোঽপি লঙ্ঘয়িতুং ন শক্নোতি। ॥ ২৫॥

অন্যচ্চ—

মাতা লক্ষ্মীঃ পিতা বিষ্ণুঃ স্বয়ঞ্চ বিষমায়ুধঃ।
তথাপি শম্ভুনা দগ্ধঃ প্রাক্তনং কেন লঙ্ঘ্যতে॥ ॥ ২৬॥

মহারণ্যে পতিতং মাং নগরং নীতবতো মহোপকারিণস্তব প্রত্যুপকারসহস্রৈরপ্যুত্তীর্ণো ন ভবামি, ইতি সমাশ্বাস্য বস্ত্রাভরণাদিনা দেবদত্তং সম্ভাব্য বিসসর্জ্জ। দেবদত্তোঽপি তং কুমারমানীয় রাজ্ঞে দদৌ। ততঃ সবিস্ময়েন রাজ্ঞা ভণিতম্, কিমিদমিতি? ॥ ২৭॥

অন্বয়ঃ—চন্দ্রঃ ক্ষয়ী (ক্ষয়শীলঃ ক্ষয়রোগী চ) প্রকৃতিবক্রতনুঃ (স্বভাবতঃ বক্রাকৃতিঃ কুটিলস্বভাবশ্চ) জড়াত্মা (জলময়ঃ জড়প্রকৃতিশ্চ) মিত্রবিপত্তিকালে (বন্ধুদুর্গতিসময়ে সূর্য্যাস্তমনবেলায়াঞ্চ) দোষাকরঃ (রাত্রিপ্রকাশকঃ অনন্তদোষাধারশ্চ) ভবতি, তথাপি পরমেশ্বরেণ (মহাদেবেন) মূর্দ্ধ্না (মস্তকেন) বিধৃতঃ (গৃহীতঃ)। তথাহি মহতাম্ (মহাত্মনাম্) আশ্রিতেষু গুণদোষচিন্তা (গুণী অয়ং দোষী বা ইতি বিচারঃ) নাস্তি॥ ২৩॥

যঃ উপকারিষু (জনেষু) সাধুঃ (সদ্ব্যবহারী) তস্য সাধুত্বে কো গুণঃ। পরম্ যঃ অপকারিষু সাধুঃ সঃ সদ্ভিঃ সাধুঃ উচ্যতে॥ ২৪॥

মদনস্য লক্ষ্মীঃ মাতা, বিষ্ণুঃ পিতা, স্বয়ঞ্চ বিষমায়ুধঃ (দুর্দ্ধর্ষশস্ত্রসম্পন্নঃ পঞ্চবাণশ্চ) তথাপি স শম্ভুনা দগ্ধঃ, কেন প্রাক্তনং (প্রাক্তনং) কর্ম্ম লঙ্ঘ্যতে (অতিক্রম্যতে তদ্ভোগাৎ মুচ্যতে ন কোঽপি ইত্যর্থঃ॥ ২৬॥

বঙ্গার্থ।—উক্ত আছে যে, চন্দ্র ক্ষয়রোগী, (ক্ষয়শীল), স্বভাবতঃ বক্রদেহ ও জড়াত্মা (জলময়শরীর) এবং মিত্রগণের (সূর্য্যের) বিপৎকালে (অস্তগমনকালে) দোষের আকর (রাত্রির আলোকদাতা) হইলেও পরমেশ্বর (মহাদেব) তাঁহাকে মস্তকে ধারণ করিতেছেন। মহদ্ব্যক্তিগণ আশ্রিত ব্যক্তিদিগের গুণদোষ বিচার করেন না। আরও এক কথা, যে ব্যক্তি উপকারীর সহিত সদ্ব্যবহার করে, তাহার সাধুতার আর মাহাত্ম্য কি? কিন্তু যে অপকারীর প্রতিও সদ্ব্যবহার করে, সেই ব্যক্তিই যথার্থ সাধু, ইহাই সাধুদিগের মত॥ ২৪॥

এই বলিয়া রাজা ব্রাহ্মণকে বলিলেন, হে দেবদত্ত! আপনি মনোমধ্যে কিছুই ভয় করিবেন না। আমার পুত্র প্রবল পুরাকৃত কর্ম্মবশতঃ মরিয়াছে, আপনি কি করিবেন? যেহেতু, পুরাকৃত কর্ম্ম কোন ব্যক্তিই লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয় না। দেখুন, যাঁহার মাতা লক্ষ্মী এবং পিতা বিষ্ণু, যিনি স্বয়ং বিষমায়ুধ, তিনিও (মদন) শম্ভু-ক্রোধানলে দগ্ধ হইলেন; অতএব পুরাকৃত কর্ম্ম লঙ্ঘন করিবার শক্তি কাহার? ২৫-২৬

আমি যখন মহারণ্যে পতিত হইয়াছিলাম, তখন আপনি আমাকে নগরে আনিয়া আমার মহোপকার-সাধন করিয়াছিলেন, আমি সহস্র সহস্র প্রত্যুপকার করিয়াও তাহা পরিশোধ করিতে পারিব না। রাজা এইরূপে আশ্বাসিত করিয়া বস্ত্র ও আভরণ প্রদান পূর্ব্বক সম্মাননা করত দেবদত্তকে বিদায় করিলেন। তখন দেবদত্ত রাজকুমারকে আনিয়া রাজাকে প্রদান করিলেন। ইহাতে রাজা বিস্মিত হইয়া বলিলেন, এ কি?॥ ২৭॥

দেবদত্তেন উক্তম্, কৃতোপকারাৎ কথমপি উত্তীর্ণো ন ভবামীতি পূর্ব্বং ত্বয়োক্তম্। তত্তব স্বভাব-নিরীক্ষণার্থং ময়া এবং কৃতম্। ত্বয়ি প্রত্যয়ো দৃষ্টশ্চ। ॥ ২৮ ॥

রাজ্ঞোক্তম্, যঃ কৃতমুপকারং বিস্মরতি, স পুরুষাধম এব। দেবদত্তেনোক্তং ভো রাজন্! কারণং বিনাপি সকলজগদুপকারী ভবান্। অতস্ত্বমেব সুজনো লোকে। ॥ ২৯ ॥

তথা চোক্তং—

সুজনাঃ সুধনাস্তে হি কৃতিনঃ সুখিনস্তথা।
জন্তবো যে হি জীবন্তি পরস্য হিতকাম্যয়া ॥ ॥ ৩০ ॥

ইতি কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা রাজানমবদৎ, এবং পরোপকারধৈর্য্যৌদার্য্যাণি বিদ্যন্তে ত্বয়ি চেৎ তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ। ভোজরাজঃ তূষ্ণীমাসীৎ। ॥ ৩১ ॥

ইতি চতুর্থোপাখ্যানম্।

অথ পঞ্চমোপাখ্যানম্।

মণিকার-সংবাদঃ।

পুনরন্যয়োক্তম্, ভো রাজন্! শ্রূয়তাম্। বিক্রমার্কে রাজ্যং কুর্ব্বতি একদা কশ্চিদ্রত্নবণিক্ সমাগত্য রত্নমনর্ঘমেকং রাজহস্তে সমর্পিতবান্। রাজাপি দেদীপ্যমানং তদ্রত্নং দৃষ্ট্বা পরীক্ষকানাকার্য্যাবদৎ, ভোঃ, পরীক্ষকাঃ! কীদৃশমেতদ্রত্নং সমীচীনম্ অসমীচীনং বা অস্য মৌল্যং কুর্ব্বন্তু। তৈস্তদ্রত্নং পরীক্ষ্য ভণিতম্, ভো রাজন্! অমৌল্যমেতদ্রত্নম্। অস্য মৌল্যমবিদিত্বাঽপি ক্রিয়তে চেৎ তর্হি মহাপ্রত্যবায়োঽস্মাকং ভবিষ্যতি। ॥ ১ ॥

অন্বয়ঃ—তে জন্তবঃ (প্রাণিনঃ) সুজনাঃ সুধনাঃ কৃতিনঃ তথা সুখিনঃ চ, যে পরস্য হিতকাম্যয়া জীবন্তি ॥ ৩০ ॥

বঙ্গার্থ।—দেবদত্ত বলিলেন, আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, "দেবদত্ত-কৃত উপকার হইতে আমি কিছুতেই উত্তীর্ণ হইতে পারিব না।" তাহাতেই আপনার স্বভাব পরীক্ষার নিমিত্ত আমি এইরূপ করিয়াছি। এক্ষণে আমার আপনার উপর প্রত্যয় জন্মিয়াছে ॥ ২৮ ॥

রাজা বলিলেন, যে কৃতোপকার বিস্মৃত হয়, সে নিশ্চয়ই পুরুষাধম। দেবদত্ত বলিলেন, হে রাজন্! আপনি বিনা কারণেই অখিল জগতের উপকার সাধন করিয়া থাকেন, অতএব আপনি ত্রিলোক মধ্যে একমাত্র সুজন ॥ ২৯ ॥

উক্ত আছে যে, তাঁহারা সুজন, তাঁহারা যথার্থ ধনী, তাঁহারাই কৃতী এবং তাঁহারা যথার্থ সুখী—যাঁহারা পরের হিতকামনায় জীবন-ধারণ করেন ॥ ৩০ ॥

এই কথা বলিয়া পুত্তলিকা রাজাকে বলিল, হে রাজন্! যদি আপনাতে এইরূপ পরোপকার করিবার শক্তি, ধৈর্য্য ও ঔদার্য্যাদিগুণ বিদ্যমান থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন্। ভোজরাজ মৌনী হইয়া রহিলেন ॥ ৩১ ॥

ইতি চতুর্থোপাখ্যান সমাপ্ত।

পুনর্ব্বার ভোজরাজ যখন সিংহাসনে বসিলেন, তখন অপর পুত্তলিকা বলিল, হে রাজন্! শ্রবণ করুন্! বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে এক দিন কোন রত্নবিক্রেতা বণিক্ আসিয়া একটি অমূল্য রত্ন রাজার হস্তে অর্পণ করিল। রাজা পরম প্রভায় দেদীপ্যমান সেই রত্ন নিরীক্ষণ করিয়া পরীক্ষকদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন, ওহে পরীক্ষকগণ! এই রত্ন কিরূপ, উত্তম বা অধম, ইহার মূল্যই বা কত, তাহার অবধারণ কর। তাহারা সেই রত্ন পরীক্ষা করিয়া বলিল, মহারাজ! এই রত্ন অমূল্য; যদি ইহার যথার্থ মূল্য না জানিয়াও আমরা মূল্য নির্দ্ধারণ করি, তবে অত্যন্ত অপরাধী হইব ॥ ১ ॥

তেষাং বচনং শ্রুত্বা রাজা ভূরিদ্রব্যং দত্ত্বা ভণতিস্ম, ভো বণিক্! ঈদৃশং রত্নমন্যদস্তি কিম্? স প্রাহ, দেব! এতৎসদৃশানি রত্নানি ইহ আনীতানি ন সন্তি। পরং গ্রামে এবং বিধান্যেব দশ রত্নানি বিদ্যন্তে। যদি প্রয়োজনমস্তি তর্হি তেষাং মৌল্যং কৃত্বা গৃহ্যতাম্। ততঃ পরীক্ষকৈঃ একৈকস্য রত্নস্য ষট্‌কোটি সুবর্ণং মৌল্যং কৃতম্। রাজ্ঞা তাবৎ সুবর্ণং তস্মৈ বণিজে দত্তং তেন সহ বিশ্বাসী কশ্চিদ্‌ভৃত্যশ্চ প্রেষিতঃ। উক্তঞ্চ, ভো মণিকার! অষ্টানাং বাসরাণাং মধ্যে রত্নানি গৃহীত্বা আয়াস্যসি চেদুচিতং পারিতোষিকং তব দাস্যামি। তেনোক্তম্, দেব! অষ্টানাং দিবসানাং মধ্যে এব চরণৌ দ্রক্ষ্যামি। অন্যথা চেৎ দণ্ড্যোঽহম্। এবমুক্ত্বা স মণিকারস্তেন বণিজা সহ তস্য নিবাসনগরঙ্গতঃ। তত্র তেন দশ রত্নানি দত্তানি। তানি গৃহীত্বা মার্গে যাবদাগচ্ছতি তাবন্মহতী বৃষ্টিরভূৎ। তয়া বৃষ্ট্যা উভয়ত টপরিপূর্ণা নদী প্রবহতি। ততঃ অপরং তীরং গন্তুমশক্নুবন্ তটস্থিতং নাবিকমবদৎ ভোঃ কর্ণধার! মাং নদীমুত্তারয়। সোঽবদৎ, হে পথিক! এষা নদী বেলামতিক্রম্য বর্ত্ততে। কথমুত্তার্য্যতে। প্রবলনদ্যুত্তরণং বুদ্ধিমতা বর্জ্জনীয়ম্। ॥ ২ ॥

তথাহি—

মহানদীপ্রতরণং মহাপুরুষবিগ্রহম্। মহাজনবিরোধঞ্চ দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ॥ ৩ ॥
চরিতে যোষিতাং পূর্ণে সরিত্তোয়ে নৃপাদরে। সর্ব্বত্রৈব বণিক্‌স্নেহে বিশ্বাসং নৈব কারয়েৎ ॥ ॥ ৪ ॥
নখিনাঞ্চ নদীনাঞ্চ শৃঙ্গিণাং শস্ত্রধারিণাম্। বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলাদিষু ॥ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—মহানদীপ্রতরণং (প্রবলনদীপারঙ্গমনং) মহাপুরুষবিগ্রহম্ (মহাপুরুষাণাম্ বিগ্রহম্ মূর্ত্তিম্) মহাজনবিরোধঞ্চ (মহদ্ভিঃ লোকমান্যৈঃ ধনিভির্বা সহ বিবাদং চ) দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৩ ॥

যোষিতাং চরিতে (চরিত্রে) পূর্ণে সরিত্তোয়ে, নৃপাদরে বণিক্‌স্নেহে সর্ব্বত্র বিশ্বাসং ন কারয়েৎ এব ॥ ৪ ॥

নখিনাং চ নদীনাং চ শৃঙ্গিণাম্ শস্ত্রধারিণাম্ সম্বন্ধে তথা স্ত্রীষু রাজকুলাদিষু চ বিশ্বাসঃ কর্ত্তব্যঃ এব ন ॥ ৫ ॥

বঙ্গার্থ।—তাহাদের বাক্য শুনিয়া রাজা বণিক্‌কে বহুতর দ্রব্য প্রদান করিয়া বলিলেন, বণিক্‌বর! এরূপ রত্ন আর তোমার আছে কি? বণিক্ বলিল, দেব। ইহার তুল্য রত্ন আমার আরও আছে, কিন্তু সঙ্গে আনি নাই, গৃহে এইরূপ আর দশটি রত্ন আছে। যদি প্রয়োজন হয়, তবে মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া সেই সমস্ত রত্ন গ্রহণ করুন। তৎপরে পরীক্ষকেরা সেই এক একটি রত্নের মূল্য ছয় কোটি সুবর্ণ বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়া দিল। রাজা সেই নির্দ্ধারিত মূল্যই বণিক্‌কে দিয়া তাহার সহিত কোন বিশ্বাসী এক মণিকার ভৃত্য পাঠাইয়া দিলেন এবং তাহাকে বলিয়া দিলেন, দেখ মণিকার! তুমি যদি আট দিনের মধ্যে রত্ন লইয়া ফিরিয়া আইস, তবে তোমাকে সমুচিত পুরস্কার প্রদান করিব। মণিকার বলিল, আট দিনের মধ্যে আমি আপনার চরণ দর্শন করিব, তাহা না হইলে আমি দণ্ডনীয় হইব। এই বলিয়া মণিকার সেই বণিকের সহিত তাহার বাসভূমি নগরে গমন করিল। সেখানে বণিক্ দশটি রত্ন তাহাকে প্রদান করিল। সেই সকল রত্ন লইয়া মণিকার যখন পথিমধ্যে আসিতেছিল, সেই সময়ে প্রবলবেগে বৃষ্টি উপস্থিত হয়, তাহা দ্বারা উভয় তট উথলিয়া নদী প্রবাহিত হইতে থাকে। তাহাতে সে অপরপারে উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া তটস্থিত নাবিককে বলিল, ওহে কর্ণধার! আমাকে নদীপার করিয়া দাও। নাবিক বলিল, পথিক! এই নদী উভয় তীর পর্য্যন্ত অতিক্রম করিয়াছে, কিরূপে পার করিব? প্রবল নদী উত্তীর্ণ হওয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণের কর্ত্তব্য নহে। কথিত আছে, মহানদী-প্রতরণ, মহাপুরুষের মূর্ত্তি ও মহাজনের সহিত বিরোধ, এই সকল দূর হইতে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। আর, নারীদিগের চরিত্রে, পরিপূর্ণ নদীর জলে, রাজার আদরে, বণিকের স্নেহে কোন স্থলেই বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে। আর নদী, নখী শৃঙ্গধারী, শস্ত্রপাণি, স্ত্রী ও রাজকুলে কদাচ বিশ্বাস করিবে না। (ইহা শাস্ত্রবাক্য) ॥ ৩—৫ ॥

মণিকারেণোক্তম্, ভোঃ, কর্ণধার! ত্বয়া যদুক্তং তৎ সত্যমেব। তথাপি মম মহৎ কার্য্যমস্তি, সামান্যকার্য্যাদ্বিশেষকার্য্যং বলবত্তরমিতি। ॥ ৬ ॥

সামান্যকার্য্যতো নূনং বিশেষো বলবান্ ভবেৎ।
পরেণ পূর্ব্ববাধো বা প্রায়শো দৃশ্যতামিহ ॥ ॥ ৭ ॥

অতঃ মম নদ্যুত্তরণং সামান্যম্। রাজকার্য্যং বলবৎ। ॥ ৮ ॥

কর্ণধারেণোক্তম্, মহদ্রাজকার্য্যং তৎ কিম্? মণিকারেণোক্তম্—অদ্য দশ রত্নানি গৃহীত্বা রাজসমীপং নাগমিষ্যামীতি চেৎ আজ্ঞাভঙ্গাদ্রাজা নিগ্রহং করিষ্যতি। নাবিকেনোক্তম্, তর্হি তেষাং রত্নানাং মধ্যে মহ্যং পঞ্চরত্নানি দাস্যসি চেত্তর্হি ত্বাং নদীমুত্তারয়িষ্যামি। ততো মণিকারস্তস্মৈ নাবিকায় পঞ্চরত্নানি দত্ত্বা নদীমুত্তীর্য্য রাজসমীপমাগত্য তস্য হস্তে পঞ্চরত্নানি দদৌ। ॥ ৯ ॥

রাজাঽব্রবীৎ, ভো মণিকার! কিং পঞ্চৈব রত্নানি সমানীতানি। অবশিষ্টানি পঞ্চ কিং কৃতানি? ॥ ১০ ॥

মণিকারেণোক্তম্, দেব! শ্রূয়তাং বিজ্ঞাপ্যং মে। অস্মান্নগরাৎ নির্গত্য তেন বণিজা সহ তন্নগরং গত্বা তেন দত্তানি দশরত্নানি গৃহীত্বা ততো নির্গত্য যাবদাগচ্ছামি তাবন্মার্গে প্রবলবৃষ্ট্যা নদী উভয়তটং বিলঙ্ঘ্য প্রবলোদকা প্রবহতি। অষ্টানাং দিনানাং মধ্যে স্বামিচরণৌ দ্রষ্টব্যৌ। নদী দুস্তরা ইতি বিচার্য্য নদ্যুত্তরণায় নাবিকস্য পঞ্চ রত্নানি দত্তানি পঞ্চ দেবসমীপমানীতানি। যদ্যষ্টদিনানাং মধ্যে নাগম্যতে তর্হি আজ্ঞাভঙ্গাৎ স্বামিনশ্চেতসি দুঃখং স্যাৎ। ॥ ১১ ॥

অন্বয় ঃ—নূনং সামান্যকার্য্যতঃ বিশেষ (বিশেষবিধিঃ) বলবান্ (প্রবলতরঃ) ভবেৎ, ইহ (জগতি) প্রায়শঃ পরেণ (বিশেষবিধিনা) পূর্ব্ববাধঃ (সামান্যবিধিপ্রতিরোধঃ ঘটতে ইতি শেষঃ) দৃশ্যতাম্ ॥ ৭ ॥

বঙ্গার্থ ঃ—মণিকার বলিল,—হে কর্ণধার! তুমি যাহা বলিলে, তাহা সত্যই বটে, তথাপি আমার মহৎ কার্য্য আছে; সামান্য কার্য্য হইতে বিশেষ কার্য্য অধিক যত্নের বিষয় ॥ ৬ ॥

উক্ত আছে যে, সামান্য কার্য্য হইতে বিশেষ কার্য্য বলবান্ হয়, অথবা ইহা প্রায়শঃ দৃষ্টিগোচর হয় যে বিশেষ কার্য্য সামান্য কার্য্যকে বাধা দিয়া থাকে। অর্থাৎ লোকে বিশেষ কার্য্যে পড়িয়া সামান্য কার্য্যে উপেক্ষা করে। অতএব আমার নদীপার হওয়া নিষেধ সামান্য কার্য্য, রাজ-কার্য্যই বলবান্। কর্ণধার বলিল, কি এমন মহৎ রাজকার্য্য বলুন। মণিকার বলিল, অদ্য দশটি রত্ন লইয়া যদি রাজার নিকটে উপস্থিত না হই, তবে আজ্ঞাভঙ্গ হেতু রাজা নিগ্রহ করিবেন। নাবিক বলিল, বেশ, সেই রত্নসকলের মধ্যে যদি আমাকে পাঁচটি রত্ন দিতে পারেন, তবে আমি আপনাকে নদীপার করিয়া দিতে পারি। তদনন্তর মণিকার সেই নাবিককে পাঁচটি রত্ন দিয়া নদীপার হইয়া রাজার নিকটে আসিয়া তাঁহার হস্তে পাঁচ রত্ন প্রদান করিল। রাজা বলিলেন, মণিকার! পাঁচটি রত্ন আনিলে কেন? অবশিষ্ট পাঁচটি কি করিলে? মণিকার বলিল, আমার নিবেদন শ্রবণ করুন। এই নগর হইতে নির্গত হইয়া বণিকের সহিত তদীয় বাসস্থানে গমন করিলাম, সে দশটি রত্ন প্রদান করিলে, তাহা লইয়া সেখান হইতে যেই আসিতেছি, পথিমধ্যে হঠাৎ প্রবল বৃষ্টিদ্বারা পরিপূরিত হইয়া একটি নদী উভয় তট প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। আট দিনের মধ্যে আপনার চরণদর্শনের প্রতিজ্ঞা আছে, নদীও দুস্তর হইল, এইরূপ অবস্থায় বিচার করিয়া নদীপার হইবার নিমিত্ত নাবিককে পাঁচটি রত্ন প্রদান করিয়াছি, অবশিষ্ট পাঁচটি আপনার নিকট আনয়ন করিয়াছি। যদি আটদিনের মধ্যে না আসিতাম, তবে আজ্ঞাভঙ্গ হেতু প্রভুর মনোমধ্যে দুঃখ উদিত হইত। ৭—১১ ॥

উক্তঞ্চ—

আজ্ঞাভঙ্গো নরেন্দ্রাণাং বিপ্রাণাং মানখণ্ডনম্।
পৃথক্ শয্যা চ নারীণামশস্ত্রবধ উচ্যতে॥ ॥ ১২ ॥

ইতি বিচার্য্য দত্তানি। ॥ ১৩ ॥

রাজাপি তদ্বচনং শ্রুত্বা সন্তুষ্টঃ সন্ অবশিষ্টানি পঞ্চরত্নানি তস্মৈ মণিকারায় দদৌ। ॥ ১৪ ॥

ইতি কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা পুনর্ভোজমবদৎ, পরমৌদার্য্যগুণবরিষ্ঠো বিক্রমাদিত্যঃ। ত্বয়ি এতাদৃশমৌদার্য্যং বিদ্যতে চেৎ তহ্যস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ। ॥ ১৫ ॥

ইতি পঞ্চমোপাখ্যানম্।

অথ ষষ্ঠোপাখ্যানম্।

ব্রহ্মচারি-রাজ্য দানম্।

পুনরন্যা পুত্তলিকা অব্রবীৎ, শ্রূয়তাং রাজন্! বিক্রমার্কঃ রাজ্যং কুর্ব্বন একদা চৈত্রমাসে বসন্তোৎসবে সকলান্তঃপুরবধূসমেতঃ ক্রীড়ার্থং শৃঙ্গারবনমগমৎ। নানাবিধতরুশোভিতে তস্মিন্ শৃঙ্গারবনে ইন্দ্রনীলখচিতভিত্তিরমণীয়ে চন্দ্রকান্তশিলাবিনির্ম্মিতাঙ্গনে নানাবিধধূপবাসিতে ক্রীড়াগৃহীত-পদ্মিনীপ্রভৃতিচতুর্ব্বিধ-বনিতাভির্ব্বস্ত্রতাম্বূলপুষ্পালঙ্কৃতাভিঃ সহ রাজা চিরং ক্রীড়ামকার্ষীৎ। তদ্বনসমীপে চণ্ডিকায়তনমেকমাসীৎ। তত্র স্থিতঃ কশ্চিদ্‌ব্রহ্মচারী রাজানং তত্রাগতং বিলোক্য স্বমনসি চিন্তয়তি স্ম, অহো! তপঃ কুর্ব্বতা ময়া জন্ম বৃথৈব নীযতে। স্বপ্নেঽপি বিষয়সঙ্গমজন্যসুখং নানুভূয়তে। ॥ ১ ॥

অন্বয় ঃ—নরেন্দ্রাণাম্ আজ্ঞাভঙ্গঃ, বিপ্রাণাম্ মানখণ্ডনম্ (সম্মানহানিঃ) নারীণাম্ পৃথক্ শয্যা চ (পত্যুঃ সঙ্গং বিনা অবস্থানম্) অশস্ত্রবধ (শস্ত্রব্যতিরেকেণৈব প্রাণনাশদণ্ডঃ) উচ্যতে॥ ১২॥

বঙ্গার্থ।—কথিত আছে, নরেন্দ্রদিগের আদেশলঙ্ঘন, ব্রাহ্মণদিগের মানখণ্ডন, নারীগণের পৃথক্ শয্যা, এই সকল বিনা শস্ত্রে বধ। এইরূপ বিচার করিয়া তাহাকে পাঁচটি রত্ন দিয়াছি। রাজাও সেই বাক্য শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া অবশিষ্ট পাঁচ রত্ন সেই মণিকারকে দান করিলেন॥ ১২—১৪॥

এই কথা বলিয়া পুত্তলিকা ভোজরাজকে বলিল, হে রাজন্! রাজা বিক্রমাদিত্য পরম ঔদার্য্যগুণে গরীয়ান্, যদি আপনাতে এরূপ ঔদার্য্য বিদ্যমান থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন॥ ১৫॥

ইতি পঞ্চম উপাখ্যান।

পুনর্ব্বার অন্য পুত্তলিকা বলিল, রাজন্! শ্রবণ করুন্। রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে এক সময়ে চৈত্রমাসে বসন্তোৎসব হয়। তাহাতে রাজা সমস্ত অন্তঃপুর-যুবতীগণের সহিত বিহারার্থ ক্রীড়াকাননে গমন করিলেন। নানাবিধ তরুসমূহে সুশোভিত সেই বিহারবনে ইন্দ্রনীলমণি খচিত ভিত্তি দ্বারা রমণীয়, চন্দ্রকান্তশিলা-নির্ম্মিত তাহার প্রাঙ্গণ, নানাবিধ ধূপবাসিত সেই অঙ্গনমধ্যে বিহারার্থ আনীত বস্ত্রপুষ্পাদি-সজ্জিত পদ্মিনী, চিত্রাণী, শঙ্খিনী ও হস্তিনী এই চতুর্ব্বিধ বনিতাদিগের সহিত রাজা বিহার করিতে লাগিলেন। সেই বিহারবনের সন্নিধানে একটি চণ্ডিকার আয়তন ছিল, তাহাতে এক ব্রহ্মচারী বাস করিতেন। তিনি রাজাকে সেখানে আসিতে দেখিয়া আপন মনে চিন্তা করিলেন, আমি তপস্যা করিয়াই বৃথা জন্মকাল অতিবাহিত করিয়াছি; বিষয়সঙ্গ-সুখ স্বপ্নেও অনুভব করি নাই॥ ১॥

উক্তঞ্চ—

যদযৎ সুখং বিষয়সঙ্গমজন্ম তচ্চ দুঃখায় সৃষ্টমিতি মূর্খবিচারণৈব।
কো নাম সংপরিহরেৎ সিততণ্ডুলাংশ্চ ভোক্তুং যতেত তুষমিশ্রকণান্ মনুষ্যঃ॥ ॥ ২ ॥

তস্মাৎ মহৎ কৃচ্ছ্রং কৃত্বাঽপি সংসারে স্ত্রীসুখমনুভোক্তব্যম্। ॥ ৩ ॥

অসারে খলু সংসারে পূজ্যা সারঙ্গলোচনা।
তদর্থে ধনমিচ্ছন্তি তত্ত্যাগে চ ধনেন কিম্॥ ॥ ৪ ॥

অসারভূতে সংসারে সারভূতা নিতম্বিনী।
ইতি সঞ্চিন্ত্য বৈ শম্ভুরর্দ্ধাঙ্গে পার্ব্বতীং দধৌ॥ ॥ ৫ ॥

বিক্রমার্কো রাজা প্রসঙ্গতোঽত্র সমাগতোঽস্তি। তস্মাৎ তম্ একমগ্রহরং যাচিত্বা কাঞ্চন কন্যকাং বিবাহ্য সংসারসুখমনুভবিষ্যামীতি বিচার্য্য রাজসমীপমাগত্য—

পঞ্চাস্যপঞ্চবদনে হিমশৈলজায়া রত্যুৎসবে যুগপদাস্যরসং জিঘৃক্ষৌ।
ত্বাং পাতু সঙ্কলিতবিভ্রমকর্ণপূর-লোলদ্ভ্রমদ্ভ্রমরবিভ্রমভৃৎ কটাক্ষঃ॥ ॥ ৬ ॥

ইত্যাশীর্ব্বাদং দদৌ। ॥ ৭ ॥

অন্বয় ঃ—যৎ যৎ বিষয়সঙ্গমজন্ম (বিষয়-সঙ্গাৎ জাতম্) সুখং তচ্চ (তৎ সর্ব্বং) দুঃখায় সৃষ্টম্ ইতি মূর্খবিচারণা (মূর্খস্যৈব সিদ্ধান্তঃ) এব যতঃ কঃ নাম মনুষ্যঃ সিততণ্ডুলান্ (নিস্তুষতণ্ডুলান্) সম্পরিহরেৎ। তুষমিশ্র-কণান্ ভোক্তুং যতেত। (যথা দুঃখমস্তি ইতি কৃত্বা ন তণ্ডুলাঃ ন ভুজ্যন্তে তথা বিষয়ভোগে ক্লেশে সত্যপি শ্রমলব্ধবিষয় সুখমেব উপভুজ্যতে ইতি ভাবঃ)॥ ২॥

অসারে সংসারে সারঙ্গলোচনা (মৃগনয়না কামিনী) পূজ্যা (আদরণীয়া খলু) জনাঃ তদর্থে (তাং সুখয়িতুং) ধনম্ ইচ্ছন্তি (উপার্জ্জয়ন্তি); তত্ত্যাগে চ ধনেন কিম্ প্রয়োজনম্॥ ৪॥

অসারভূতে সংসারে নিতম্বিনী সারভূতা ইতি সঞ্চিন্ত্য শম্ভুঃ বৈ (হি) অর্দ্ধাঙ্গে (স্বীয়শরীরার্দ্ধাংশে) পার্ব্বতীং দধৌ (সংযোজয়ামাস)॥ ৫॥

রত্যুৎসবে পঞ্চাস্যপঞ্চবদনে (মহাদেবস্য বদনপঞ্চকে) যুগপৎ (সমকালং) আস্যরসং (পার্ব্বত্যা বদনমাধুর্য্যং) জিঘৃক্ষৌ (গ্রহীতুমিচ্ছৌ সতি) হিম-শৈলজায়াঃ (পার্ব্বত্যাঃ) সংকলিত-বিভ্রমকর্ণপূর লোলদ্ভ্রমদ্ভ্রমর-বিভ্রমভৃৎ (সংকলিতৌ গৃহীতৌ যৌ বিভ্রমার্থং বিলাসার্থং কর্ণপূরৌ কর্ণাভরণবিশেষৌ তত্র লোলন্ আগ্রহান্বিতঃ ভ্রমংশ্চ যঃ ভ্রমরঃ তস্য বিভ্রমভৃৎ শোভাধারী) কটাক্ষঃ (নেত্রকুণিত দৃষ্টিঃ) ত্বাং পাতু॥ ৬॥

বঙ্গার্থ ঃ—কথিত আছে যে, বৈষয়িক সুখ-মাত্রই দুঃখদানের জন্য বিধাতা কর্ত্তৃক সৃষ্ট, এইরূপ ধারণা মূর্খেরই। কেন না, তণ্ডুলার্থী কোন্ মনুষ্য যত্নসাধ্য শুভ্র তণ্ডুল পরিত্যাগ করিয়া ক্লেশের ভয়ে তুষ-মিশ্রকণাসকল গ্রহণ করিয়া থাকে? অতএব মহৎ কষ্ট করিয়াও সংসারে স্ত্রীসঙ্গসুখ অনুভব করা কর্ত্তব্য॥ ৩॥

এই অসার সংসারমধ্যে লোললোচনা ললনাগণই সারবস্তু, তাহাদের নিমিত্তই ধন উপার্জ্জন, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিলে ধন লইয়া আর কি হইবে? আরও এক কথা, এই অসার সংসারমধ্যে নিতম্বিনীগণই সার বস্তু, এই-রূপ বিবেচনা করিয়া স্বয়ং শঙ্কর পার্ব্বতীকে আপ-নার অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী করিয়াছেন। রাজা বিক্রমাদিত্য প্রসঙ্গক্রমে এই স্থানে আগমন করিয়াছেন, তাঁহার নিকট একটি ব্রহ্মত্র ভূমি প্রার্থনা পূর্ব্বক একটি রমণীকে বিবাহ করিয়া সংসারসুখ অনুভব করিব। ব্রহ্মচারী এইরূপ বিচার করিয়া রাজার নিকট আগমন পূর্ব্বক "নগেন্দ্রনন্দিনীর রতির উৎসবস্বরূপ পঞ্চাননের পঞ্চ-বদন, তাঁহার আস্যরস-পানে বাসনা করিলে পরি-হিত সুশোভন কর্ণভূষণের গন্ধলোভে ভ্রমণশীল ভ্রমরের মত শোভাধারীপার্ব্বতীর কটাক্ষ আপনাকে রক্ষা করুন্" ॥ এইরূপ আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিলেন॥ ৪—৭॥

ততো রাজা তমাসনে সমুপবেশ্যাব্রবীৎ, ভো ব্রাহ্মণ! কুতঃ সমাগতোঽসি? তেনোক্তম্, অহমত্রৈব জগদম্বিকাপরিচর্য্যাং কুর্ব্বন্ তিষ্ঠামি। নিত্যমস্যাঃ সেবাং কুর্ব্বতো মে পঞ্চাশদ্বর্ষাণি গতানি। তাবৎকালম্ অহং ব্রহ্মচারী। অদ্য দেবতা নিশাবসানে মাং সমাগত্যাভণৎ, ভো ব্রাহ্মণ! ত্বমেতাবন্তং কালং মম পরিচর্য্যয়া শ্রান্তোঽসি, তবাহং প্রসন্না জাতাস্মি। তর্হি ইদানীং গৃহস্থাশ্রমং স্বীকুরু, পুত্রমুৎপাদ্য পশ্চান্মনো মোক্ষে নিধেহি। অন্যথা তব গতির্নাস্তি। ॥ ৮ ॥

আশ্রমান্ ত্রীনপাকৃত্য যো মোক্ষেঽন্তর্নিবেশয়েৎ।
অনয়া ক্রিয়য়া মোক্ষং সেবমানঃ পতত্যধঃ॥ ॥ ৯ ॥

আদৌ ব্রহ্মচারী ততো গৃহী ততো বনী চ ভূত্বা প্রব্রজেতি। অথ বিক্রমার্কে ভূপতৌ কথিতং চেৎ তব মনোরথং স পূরয়িষ্যতীতি এবং দেব্যা স্বপ্নে ভণিতম্। অতস্তব সমীপমাগতোঽস্মি। ইত্যেবং কপটবচনৈঃ রাজানমুক্তবান্। তচ্ছ্রুত্বা রাজা স্বমনসি অচিন্তয়ৎ অসাবেব অনৃতং বদতি। অস্তু, তথাপ্যর্থী বর্ত্ততে, সর্ব্বথাস্য মনোরথঃ পূরণীয়ঃ। ॥ ১০ ॥

দত্বার্থিনে নৃপো দানং শূন্যং লিঙ্গং প্রপূজ্য চ।
পরিপাল্যাশ্রিতং নিত্যমশ্বমেধফলং লভেৎ॥ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ জনঃ ত্রীন্ আশ্রমান্ (পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-বর্ত্তিনঃ ব্রহ্মচর্য্যাদ্যাশ্রমান্) অপাকৃত্য (অগণয়িত্বা) মোক্ষে (মুক্তিসাধনায়াং) অন্তঃ (মনঃ) নিবেশয়েৎ সঃ অনয়া ক্রিয়য়া (ব্যতিক্রমেণানেন) মোক্ষং সেবমানঃ সন্ (মোক্ষসাধকঃ) অধঃপততি (চ্যবতি) ॥ ৯ ॥

নৃপঃ অর্থিনে (যাচকায়) দানং দত্বা শূন্যং লিঙ্গং (পূজাবিধিরহিতং শিবলিঙ্গং) প্রপূজ্য (তৎপূজাং ব্যবস্থাপ্য ইতি যাবৎ) আশ্রিতং নিত্যং পরিপাল্য চ অশ্বমেধফলং লভেৎ ॥ ১১ ॥

বঙ্গার্থ।—তদনন্তর রাজা তাঁহাকে আসনে বসাইয়া বলিলেন, হে বিপ্রবর! আপনি কোথা হইতে আসিয়াছেন? তিনি বলিলেন, আমি এই স্থানেই জগদম্বিকার পরিচর্য্যা করিয়া থাকি। আমি নিয়ত ইঁহার সেবায় পঞ্চাশৎ বৎসর অতিবাহিত করিয়াছি। এতাবৎকাল আমি ব্রহ্মচারী, বিবাহ করি নাই, অদ্য নিশাবসান-সময়ে জগদম্বা প্রত্যক্ষ হইয়া আমাকে বলিলেন, "হে ব্রাহ্মণ! তুমি এতাবৎকাল আমার সেবায় পরিশ্রান্ত হইয়াছ, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। অতএব তুমি এক্ষণে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ পূর্ব্বক পুত্র উৎপাদন কর, পশ্চাৎ মোক্ষ-বিষয়ে মনোনিবেশ করিবে; তাহা না হইলে তোমার গতি নাই ॥ ৮ ॥

শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, পূর্ব্ববর্ত্তী গার্হস্থ্যাদি আশ্রমত্রয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে ব্যক্তি অন্তিম মোক্ষমার্গে মনোনিবেশ করে, তাহার ঐ কার্য্য দ্বারা মোক্ষলাভ ত হয়ই না, পরন্তু সে অধঃপতিত হয় ॥ ৯ ॥

প্রথমে ব্রহ্মচারী থাকিয়া গৃহস্থ হইবে, তৎপরে বানপ্রস্থী হইয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবে। এক্ষণে যদি রাজা বিক্রমাদিত্যের নিকট এই বিষয় নিবেদন কর, তবে তিনি তোমার মনোরথ পরিপূরণ করিবেন।" দেবী আমাকে স্বপ্নে এইরূপ বলিয়াছেন; সেই হেতু আমি আপনার সন্নিধানে আসিয়াছি। এইরূপ কপট-বাক্যে রাজাকে নিজ অভিপ্রায় জানাইলে পর, বিক্রমাদিত্য তাহা শুনিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, এই ব্যক্তি মিথ্যা বলিতেছে। যাহাই হউক, তথাপি এ ব্যক্তি যখন যাচক হইয়া আসিয়াছে, তখন ইহার মনোরথ পূরণ করা কর্ত্তব্য ॥ ১০ ॥

উক্ত আছে যে, রাজা দীন ব্যক্তিকে দান করিলে, শূন্যলিঙ্গের পূজার ব্যবস্থা করিলে এবং নিয়ত আশ্রিতদিগকে প্রতি পালন করিলে অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফললাভ করিয়া থাকেন ॥ ১১ ॥

ইতি বিচার্য্য তত্র নগরমেকং কারয়িত্বা তমভিষিচ্য চ তস্মিন্ নগরে সংস্থাপ্য বিলাসিনীনাং শতমদাৎ। পঞ্চাশদ্গজাংশ্চ তুরঙ্গাণাং পঞ্চশতীং ভটানাং চতুঃসহস্রীং তস্মৈ ব্রাহ্মণায় দত্ত্বা চণ্ডিকাপুরমিতি তস্য নগরস্য নাম কৃতম্। ততঃ পরিপূর্ণমনোরথো ব্রাহ্মণস্তং রাজানমাশীর্ভিরর্চ্চয়ামাস। অথ রাজা নিজনগরমগমৎ। ॥ ১২ ॥

ইতি কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা রাজানমব্রবীৎ, ভো রাজন্! ত্বয়ি এবমৌদার্য্যং বিদ্যতে চেৎ তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ। ॥ ১৩ ॥

ইতি ষষ্ঠোপাখ্যানম্।

অথ সপ্তমোপাখ্যানম্

মৃতোজ্জীবনম্।

পুনরন্যা ভোজং প্রতি বিক্রমকথাং কথয়তি। বিক্রমার্কে রাজ্যং কুর্ব্বতি সর্ব্বোঽপি জনঃ সুখেনাসীৎ। লোকে দুর্জ্জনকণ্টকো নাস্তি। সদাচারবন্তঃ সর্ব্বে জনাঃ, ব্রাহ্মণাঃ বেদশাস্ত্রাভ্যাসস্বধর্ম্মাচারপরাঃ ষট্কর্ম্মনিরতা বভূবুঃ। সর্ব্বস্যাপি বর্ণস্য সিদ্ধৌ যশসি চাভিরুচিঃ, পরোপকারকরণে বাসনা, অসত্যে অপ্রণয়ঃ, লোভে দ্বেষঃ, পরাপবাদে অনাদরঃ, জীবদয়ায়াম্ অনুরাগঃ, পরমেশ্বরে ভক্তিঃ, দেহে নির্ম্মমতা, নিত্যানিত্যবস্তুনি বিচারঃ, পরত্র বিষয়ে বুদ্ধিঃ, বাচি সত্যম্, উক্তিপরিপালনে দার্ঢ্যং, হৃদয়ে ঔদার্য্যগুণঃ। এবং সর্ব্বোঽপি লোকঃ সদ্বাসনাশ্রিতঃ পবিত্রভূতান্তঃকরণো রাজ্ঞঃ প্রসাদাৎ সুখেন বর্ত্ততে।

বঙ্গার্থ।—এইরূপ বিচার করিয়া সেই স্থানে একটি নগরনির্ম্মাণ করাইলেন। ব্রহ্মচারীকে সেই রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং একশত বিলাসিনী রমণী, পঞ্চাশৎ হস্তী, পঞ্চশত চতুরঙ্গ সেনা এবং চারি সহস্র যোদ্ধা প্রদান পূর্ব্বক সেই স্থানের "চণ্ডিকাপুর" এই নামকরণ করিলেন। এইরূপে ব্রহ্মচারী পূর্ণকাম হইয়া রাজাকে ভূয়সী আশীষ প্রদান করিয়াছিলেন, রাজাও নিজ নগরে প্রত্যাগমন করিলেন ১২॥

এই কথা বলিয়া পুত্তলিকা রাজাকে বলিল, হে রাজন্! আপনাতে যদি এইরূপ ঔদার্য্যগুণ বিদ্যমান থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন্।

ইতি ষষ্ঠোপাখ্যান সমাপ্ত।

বঙ্গার্থ।—পুনর্ব্বার অন্য পুত্তলিকা ভোজরাজকে রাজা বিক্রমাদিত্যের গুণকথা বলিতে লাগিল। মহারাজ! বিক্রমাদিত্যের রাজ্যকালে সমস্ত লোকই সুখে অবস্থিত ছিলেন। সংসারে দুর্জ্জনকণ্টক ছিল না, সকল লোকই সদাচারবান্, ব্রাহ্মণগণ বেদশাস্ত্র অভ্যাসে ও স্বধর্ম্মের আচরণে এবং যজন-যাজনাদি ষট্কর্ম্মে নিরত ছিল। সকল বর্ণেরই কার্য্যসিদ্ধিতে ও যশে অভিরুচি, পরোপকার করিতে বাসনা, অসত্যে বিদ্বেষ, লোভে দ্বেষ, পরকুৎসায় অনাদর, জীবের উপর দয়ায় অনুরাগ, পরমেশ্বরে ভক্তি, দেহে নির্ম্মমতা, নিত্য ও অনিত্য বস্তুর বিচার, পারলৌকিক বিষয়ে মন, বাক্যের সত্যতা, নিজ উক্তির প্রতিপালনে দৃঢ়তা, হৃদয়ে ঔদার্য্য এই সমস্ত গুণ বিদ্যমান ছিল। এইরূপে সমস্ত লোকেই সদ্বাসনা লইয়া ও পবিত্রান্তঃকরণে রাজার প্রসাদে সুখে অবস্থিতি করিতেছিল; কাহারও কোন বিষয়ে অভাব ছিল না॥ ১॥

তস্মিন্নগরে ধনদো নাম কশ্চিদ্‌বণিক্ অস্তি। তস্য সম্পত্তের্মর্য্যাদা নাস্তি। যেন যদ্বস্তু চিন্ত্যতে তদ্বস্তু তস্য গৃহে লভ্যতে। এবং সকলসম্পদাশ্রয়স্য বণিজঃ সর্ব্ববস্তুষু অনিত্যত্ব-বুদ্ধিরুৎপন্না অসারোঽয়ং সংসারঃ সর্ব্বং সুদুর্লভমপি বস্তুজাতমনিত্যম্। ॥ ২ ॥

গগননগরকল্পং সঙ্গমং বল্লভানাং জলদপটলতুল্যং যৌবনং বা ধনং বা।
স্বজনসুতশরীরাদীনি বিদ্যুচ্চলানি ক্ষণিকমিতি সমস্তং বিদ্ধি সংসারবৃত্তম্॥ ॥ ৩ ॥
শরণমশরণং বা বান্ধবো বন্ধমূলং শরণমপি তদাবাদ্দ্বারমাপদ্‌গ্রহাণাম্।
বিকলিতমতি পুত্রঃ শত্রবঃ সর্ব্বমেতৎ ত্যজত ভজত ধর্ম্মং নির্ম্মলং কর্ম্মপাশান্॥ ॥ ৪ ॥
অতঃ সংসারিণাং ধর্ম্ম এব শরণম্।

তথা চোক্তম্—

ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতো ননু হতো হন্তি ধ্রুবং প্রাণিনো
হন্তব্যো ন ততঃ স এব শরণং সংসারিণাং সর্ব্বথা।
ধর্ম্মঃ প্রাপয়তীহ সম্পদমপি ধ্যায়ন্তি তদ্যোগিনো
নো ধর্ম্মাৎ সুহৃদস্তি নৈব সুখিনো নো পণ্ডিতা ধার্ম্মিকাৎ॥ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—বল্লভানাম্ (প্রিয়জনানাম্) সঙ্গমম্ (মিলনম্) গগন-নগর-কল্পম্ (মেঘসংযোগেন পরিণত-নগরবৎ ক্ষণবিলয়ম্) যৌবনং বা ধনং বা জলদপটল-তুল্যং (মেঘসমূহতুল্যচলস্বভাবম্) স্বজন-সুতশরীরাদীনি বিদ্যুচ্চলানি; অতঃ সমস্তং সংসারবৃত্তং ক্ষণিকম্ ইতি বিদ্ধি।। ৩॥

শরণম্ অশরণম্ বা (রক্ষায়াং সমর্থঃ অসমর্থঃ বা) বান্ধবঃ (আত্মীয়ঃ) (বন্ধমূলম্) সংসারবন্ধে হেতুঃ) শরণম্ অপি তৎ আপদ্‌গ্রহাণাম্ দ্বারম্। পুত্রঃ শত্রবঃ এতৎ সর্ব্বম্ অতিবিকলিতম্ (বিবশতায়াঃ স্বরূপম্) অতঃ কর্ম্মপাশান্ ত্যজত নির্ম্মলং ধর্ম্মং ভজত। ৪॥

ধর্ম্মঃ রক্ষিতঃ (চেৎ) প্রাণিনঃ রক্ষতি, হতঃ পুনঃ (অরক্ষিতস্তু) ধ্রুবং হন্তি। ততঃ কারণাৎ (ন হন্তব্যঃ), স এব সংসারিণাং সর্ব্বথা শরণম্ (রক্ষকঃ)। ইহ ধর্ম্মঃ সম্পদমপি প্রাপয়তি, তৎ যোগিনো ধ্যায়ন্তি, ধর্ম্মাৎ অন্যঃ সুহৃদ্ নো (ন) অস্তি, ধার্ম্মিকাৎ (জনাৎ অন্যে) সুখিনঃ ন বর্ত্তন্তে, ধার্ম্মিকাৎ পরে পণ্ডিতা অপি ন॥ ৫॥

বঙ্গার্থ:—সেই নগরে ধনদ নামে কোন বণিক্ বাস করিত। তাহার সম্পত্তির সীমা ছিল না, যে ব্যক্তি যে বস্তু চিন্তা করিত, সেই বস্তুই তাহার গৃহে পাওয়া যাইত। এইরূপ সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইয়া ক্রমেই সেই বণিকের সকল বস্তুতেই অনিত্য বুদ্ধির উদয় হইল। সে ভাবিল, এই সংসার অসার, সুদুর্লভ বস্তুসমুদায়ও অনিত্য। প্রণয়িনীগণের সংসর্গ মেঘনির্ম্মিত নগরতুল্য, ধন এবং যৌবন জলদজালের ন্যায় ক্ষণ-স্থায়ী, স্বজন, পুত্র ও শরীরাদি বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল, সমস্ত সংসারকার্য্যই ক্ষণিক বলিয়া জানিবে। সহায়ই হউক আর অসহায়ই হউক, আত্মীয়স্বজনগণ সংসারবন্ধনের মূল, আর যে সহায়, সেও আপদ্‌গ্রহগণের দ্বারস্বরূপ, অতএব 'এ পুত্র' 'এ শত্রু' এইরূপ বিকলমতির ধারণা, এ সকল সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ কর, নির্ম্মল ধর্ম্ম ভজনা কর, অতএব সংসারিগণের ধর্ম্মই পরম আশ্রয়স্থান। উক্ত আছে যে, ধর্ম্মকে রক্ষা করিলে ধর্ম্ম সেই প্রাণীকে রক্ষা করেন; ধর্ম্মকে নাশ করিলে ধর্ম্ম তাহাকে বিনাশ করেন; অতএব ধর্ম্মকে বিনষ্ট না করিয়া ধর্ম্মকে সংসারীদিগের একমাত্র আশ্রয় বলিয়া জানিবে। যোগিগণ যাহা ধ্যান করেন, ধর্ম্ম মনুষ্যদিগকে সেই সম্পত্তি প্রদান করেন; অতএব ধর্ম্ম হইতে সুহৃদ্ আর কিছুই নাই। ধার্ম্মিক অপেক্ষা সুখী কেহ নাই, ধার্ম্মিকের অপেক্ষা পণ্ডিতও অন্য কেহই নহে॥ ২—৫॥

তথাচ— ধর্ম্মঃ শর্ম্ম চিরং ভুজঙ্গমপুরীসারং বিধাতুং ক্ষমো
ধর্ম্মো মর্ত্ত্যজনস্য হন্ত বিদধৎ প্রীতিং তদা শাশ্বতীম্।
ধর্ম্মঃ স্বর্গগরীনিরন্তরসুখাস্বাদোদয়স্যাস্পদং
ধর্ম্মঃ কিং ন করোতি মুক্তিবনিতা-সম্ভোগযোগ্যাস্তনুম্ ? ॥ ৬ ॥

অতো ধর্ম্মসংগ্রহার্থম্ উপার্জ্জিতং দ্রব্যং সৎপাত্রে দাতব্যং বুদ্ধিমতা। তস্মিন্নর্পিতং তৎ বহুগুণং ভবতি। ॥ ৭ ॥

পাত্রবিশেষে ন্যস্তং গুণান্তরং ভজতি বিত্তং তদ্দাতুঃ।
জলমিব সমুদ্রশুক্তৌ মুক্তাফলতাং পয়োদস্য ॥ ॥ ৮ ॥
ন্যগ্রোধস্য যথা বীজং স্তোকং সুক্ষেত্রভূমিগম্।
বহুবিস্তীর্ণতাং যাতি তদ্বদ্দানং সুপাত্রগম্ ॥ ॥ ৯ ॥

ইতি বহুধা বিচার্য্য শ্রোত্রিয়ান্ ব্রাহ্মণানাহূয় তেভ্যঃ সকাশাৎ হেমাদ্রিপ্রতিপাদিতানি দানখণ্ডোক্তগোদানকন্যাদানবিদ্যাদানভূদানোদকদানানি শ্রুত্বা তানি দানানি সৎপাত্রে সমর্প্য পবিত্রান্তঃকরণঃ সন্ পুনর্ব্বিচারয়তি স্ম ময়ৈতদনুষ্ঠিতং দানব্রতাদিকং তদা সফলং ভবিষ্যতি যদা দ্বারাবতীং গত্বা কৃষ্ণং দ্রক্ষ্যামীতি বিচার্য্য দ্বারাবতীং প্রতি নির্গতঃ। ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—ধর্ম্মঃ ভুজঙ্গমপুরীসারম্ (পাতালপুরীসারং) চিরং (স্থায়ি) শর্ম্ম (সুখম্) বিধাতুং ক্ষমঃ (সমর্থঃ) হন্ত ধর্ম্মঃ মর্ত্ত্যজনস্য সদা শাশ্বতীং (নিরবচ্ছিন্নাং) প্রীতিং বিদধৎ (জনয়ন্) (ভবতি)। ধর্ম্মঃ স্বর্গগরীনিরন্তরসুখাস্বাদোদয়স্য (স্বর্গীয়-চিরস্থায়িসুখানুভবোদ্ভবস্য) আস্পদম্ (মূলম্) ধর্ম্মঃ তনুং (শরীরং) মুক্তিবনিতাসম্ভোগযোগ্যাং (মুক্তিরূপিণী যা নায়িকা তস্যাঃ ভোগোপযুক্তাং) কিং ন করোতি ? ॥ ৬ ॥

পাত্রবিশেষে ন্যস্তং (সৎপাত্রে অর্পিতং) তৎ বিত্তং সমুদ্রশুক্তৌ (সামুদ্রিক-মুক্তা-স্ফোটে) ন্যস্তং (পতিতং) পয়োদস্য জলম্ (বৃষ্ট্যম্বু) মুক্তাফলতাং (মৌক্তিকত্বম্) ইব দাতুঃ (দানকারিণঃ) গুণান্তরং (গুণাধিক্যম্) ভজতি ॥ ৮ ॥

যথা ন্যগ্রোধস্য (বটস্য) স্তোকং (ক্ষুদ্রং) বীজম্ সুক্ষেত্রভূমিগম্ (সৎ) বহুবিস্তীর্ণতাং যাতি, তদ্বদ্ সুপাত্রগম্ (সৎপাত্রায় দত্তম্) দানং বহুবিস্তীর্ণতাং যাতি (বিখ্যাতং ভবতি ইত্যর্থঃ) ॥ ৯ ॥

বঙ্গার্থ।—আরও উক্ত আছে যে, ধর্ম্ম স্বর্গপুরীর সারসুখ-প্রদানে সমর্থ, ধর্ম্ম মানবগণের অনশ্বর প্রীতিদানে উপযোগী, ধর্ম্ম নিরন্তর স্বর্গসুখাস্বাদের মূল। ধর্ম্ম মুক্তিরূপিণী কামিনীর সম্ভোগযোগ্য তনু সম্পাদন করিতেও কি সমর্থ নহে ? ৬ ॥

অতএব ধর্ম্মসংগ্রহের নিমিত্ত উপার্জ্জিত ধন সৎপাত্রে দান করা বুদ্ধিমান্গণের একান্ত কর্ত্তব্য; সৎপাত্রে দান করিলে তাহা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। কথিত আছে, পাত্রবিশেষে দান করিলে সেই ধন দাতার গুণান্তর সৃষ্টি করে। মেঘের জল সমুদ্রশুক্তিতে পতিত হইলে মুক্তায় পরিণত হয়। আর যেমন বটবৃক্ষের ক্ষুদ্রবীজ সুক্ষেত্রে পতিত হইলে বহুমাত্রায় বিস্তৃত হয়, সেইরূপ ধনও সুপাত্রে পতিত হইলে উহা বহু বিস্তার প্রাপ্ত হয় ॥ ৭-৯ ॥

এইরূপ বহু বিচার করিয়া বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে আনাইয়া তাঁহাদিগের নিকট হইতে হেমাদ্রি নামক স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত দানখণ্ডের গোদান, কন্যাদান, বিদ্যাদান, ভূমিদান, জলদানাদির বিধি ও মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া সেই সকল দান সৎপাত্রে অর্পণ করিতে লাগিল। এইরূপে পবিত্রচিত্ত হইয়া পুনর্ব্বার বিচার করিল যে, আমি যে সকল দান-ব্রতাদির অনুষ্ঠান করিলাম, ইহা তখন সফল হইবে—যখন দ্বারকাধামে গমন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণদর্শন করিব, এই ভাবিয়া দ্বারাবতীর অভিমুখে প্রস্থান করিল ॥ ১০ ॥

সমুদ্রতীরং গত্বা নাবিকমাহূয় তস্মৈ ভূরি দ্রব্যং দত্ত্বা ভিক্ষুকযোগিবিদেশস্থজনানাথাদীনারোপ্য তৈঃ সহ প্রিয়বচনানি ধর্ম্মগোষ্ঠীঃ কুর্ব্বন্ যাবদ্‌গচ্ছতি তাবৎ সমুদ্রমধ্যে কশ্চিৎ ক্ষুদ্রপর্ব্বতো দৃষ্টঃ। তত্র পর্ব্বতে মহদেকং দেবালয়মাসীৎ। ততো দেবালয়ং গত্বা দেবীং ভুবনেশ্বরীং ষোড়শোপচারৈরভ্যর্চ্চ্য নমস্কৃত্য:চ যাবত্তস্যা বামভাগে দৃষ্টিং নিদধাতি তাবচ্ছিন্নশীর্ষং স্ত্রীপুরুষযোর্যুগলং দৃষ্ট্বা পুরস্থিতভিত্তিভাগে লিখিতান্ অক্ষরান্ অপশ্যৎ—"যঃ কোঽপি পরোপকারী মহাধৈর্য্যসম্পন্নঃ স্বকণ্ঠরুধিরেণ ভুবনেশ্বরীমর্চ্চয়তি, তদৈতৎ স্ত্রীপুরুষযুগলং সজীবং ভবিষ্যতি।" এবং লিখিতং বাচয়িত্বা সবিস্ময়ো ধনদঃ পুনরপি নাবমারুহ্য দ্বারাবতীং গতঃ কৃষ্ণং দৃষ্ট্বা প্রণম্য স্তৌতি। ॥ ১১ ॥

একোঽপি কৃষ্ণস্য সকৃৎ প্রণামো দশাশ্বমেধাবভৃথেন তুল্যঃ।
দশাশ্বমেধী পুনরেতি জন্ম কৃষ্ণপ্রণামী ন পুনর্ভবায় ॥ ॥ ১২ ॥

ইতি স্তুত্বা শ্রীকৃষ্ণস্য ষোড়শোপচারপূজাং বিধায় নিজনগরমগমৎ। সর্ব্বান বন্ধূন্ কৃষ্ণপ্রসাদদানেন সম্ভাব্য কিমপ্যপূর্ব্বং বস্তু গৃহীত্বা রাজদর্শনার্থং গতঃ। ॥ ১৩ ॥

তথাহি—

রিক্তপাণিস্তু নো পশ্যেদ্রাজানং দেবতাং গুরুম্।
নৈমিত্তিকং বিশেষেণ ফলেন ফলমাদিশেৎ ॥ ॥ ১৪ ॥

অন্বয় ঃ—কৃষ্ণস্য সকৃৎ (একবারম্) একঃ প্রণামঃ অপি দশাশ্বমেধাবভৃথেন (দশসংখ্যকাশ্বমেধযজ্ঞান্ত্য স্নানেন) তুল্যঃ, পরন্তু অয়ং বিশেষঃ—যৎ দশাশ্বমেধী পুনঃ জন্ম এতি, কৃষ্ণপ্রণামী পুনর্ভবায় ন (কল্পতে)॥ ১২ ॥

রিক্তপাণিঃ তু (শূন্যহস্তো হি) রাজানং দেবতাং গুরুং নো পশ্যেৎ। তথাহি বিশেষেণ ফলেন নৈমিত্তিকং ফলম্ আদিশেৎ ॥ ১৪ ॥

বঙ্গার্থ।—সমুদ্রতীরে যাইয়া নাবিককে ডাকিয়া তাহাকে বহুতর দ্রব্য প্রদান পূর্ব্বক তাহার সামুদ্রিক পোতে ভিক্ষুক, যোগী, বিদেশস্থ অনাথ ও দীনদিগকে আরোহণ করাইয়া তাহাদের সহিত সুকথার আলোচনা ও ধর্ম্মগোষ্ঠী অনুশীলন করিতে করিতে গমন করিতে লাগিল, এমন সময় সমুদ্রমধ্যে একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বত দেখিতে পাইল। সেই পর্ব্বতে একটি দেবালয় আছে। ঐ স্থানে অবতরণ পূর্ব্বক দেবালয়ে গিয়া ভুবনেশ্বরী দেবীকে ষোড়শোপচারে অর্চ্চনা ও নমস্কার করিয়া যেমন তাঁহার বামভাগে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল, অমনি ছিন্নমস্তক একটি স্ত্রী ও একটি পুরুষ দৃষ্ট হইল। আরও দেখা গেল, তাহার সম্মুখস্থিত ভিত্তিভাগে লিখিত রহিয়াছে যে, "কোন মহাধৈর্য্যবান্ ও পরোপকারী ব্যক্তি যখন স্বীয় কণ্ঠরুধির দ্বারা ভুবনেশ্বরীকে অর্চ্চনা করিবে, তখন এই স্ত্রী-পুরুষদ্বয় জীবনলাভ করিতে পারিবে।" তাহা পাঠ করিয়া ধনদ বণিক্ বিস্মিত হইয়া পুনর্ব্বার পোতে আরোহণ পূর্ব্বক দ্বারাবতী নগরে গমন করিয়া কৃষ্ণ-দর্শন করিল এবং প্রণাম করিয়া তাঁহার মহিমা বর্ণনা করিতে লাগিল ॥ ১১ ॥

একবার শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম দশ অশ্বমেধতুল্য ফলদায়ক হয়, পরন্তু দশ অশ্বমেধকারী পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু কৃষ্ণপ্রণামকারীকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না ॥ ১২ ॥

এইরূপ স্তব করিয়া ষোড়শোপচারে শ্রীকৃষ্ণের পূজা পূর্ব্বক নিজ নগরে প্রত্যাগত হইল। পরে সমস্ত বন্ধুবর্গকে কৃষ্ণপ্রসাদ-প্রদানে কৃতার্থ করিয়া কোন একটি অপূর্ব্ব বস্তু গ্রহণ পূর্ব্বক রাজ-দর্শনার্থ গমন করিল। হেতু এই যে, রিক্তহস্তে দেবতা, রাজা ও গুরু দর্শন করিবে না। বিশেষতঃ কোন নিমিত্তবশে আগত ব্যক্তিকে বিশিষ্ট ফললাভের জন্য ফল প্রদান পূর্ব্বক সম্ভাষণ করিবে। যেহেতু, ফল দ্বারা ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ১৩।১৪ ॥

তথাচ—

ইষ্টাং ভার্য্যাং প্রিয়ং মিত্রং পুত্রং চাতিকনীয়সম্।
রিক্তপাণির্ন পশ্যেত্তু তথা নৈমিত্তিকং নরম্॥ ॥ ১৫ ॥

তথা রাজ্ঞো হস্তে কৃষ্ণপ্রসাদং ভেটকঞ্চ দত্ত্বোপবিষ্টঃ। ততো রাজা ক্ষেমযাত্রাঞ্চ পৃষ্ট্বা তং ধনদং কমপ্যপূর্ব্ববৃত্তান্তমপৃচ্ছৎ। সোঽপি সমুদ্রমধ্যস্থিতভুবনেশ্বরীদেবালয়-বৃত্তান্তমকথয়ৎ। ॥ ১৬ ॥

তচ্ছ্রুত্বা সবিস্ময়ো রাজা তেন ধনদেন সহ তৎ স্থানং গত্বা দেবালয়ে দেবতাবামভাগে স্থিতং কবন্ধযুগলমপশ্যৎ। তদনন্তরং দেবতাং মনসি কৃত্বা স্বকণ্ঠে খড়্গং যাবৎ করোতি, তাবৎ কবন্ধদ্বয়ং সশিরস্কং সজীবমভবৎ। দেবতাঽপি রাজ্ঞো হস্তাৎ খড়্গমাকৃষ্যাব্রবীৎ, ভো রাজন্। প্রসন্নাঽস্মি, বরং বৃণীষ। রাজাব্রবীৎ, ভো দেবি! যদি প্রসন্নাসি তর্হ্যস্মৈ মিথুনায় রাজ্যং দেহি। ততো দেব্যা তস্মৈ মিথুনায় রাজ্যং দত্তম্। রাজাপি ধনদেন সহ নিজনগরমগমদিতি কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা ভোজং প্রতি ভণতি, ভো রাজন্! চেৎ ত্বয্যেবং পরোপকারকরণশক্তিঃ বিদ্যতে, তর্হ্যস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ। ॥ ১৭ ॥

ইতি সপ্তমোপাখ্যানম্।

অন্বয়ঃ—(জনঃ) রিক্তপাণিঃ (সন্) ইষ্টাং ভার্য্যাং প্রিয়ং মিত্রং অতিকনীয়সং পুত্রং চ তথা নৈমিত্তিকং (কিমপি নিমিত্তং পুত্রজন্মাদিকম্ আশ্রিত্য আগতম্) নরম্ ন তু পশ্যেৎ॥ ১৫॥

বঙ্গার্থ।—আরও কথিত আছে যে, প্রিয়তমা ভার্য্যা, প্রিয় মিত্র ও শিশুপুত্র ইহাদিগকে এবং নিমিত্তা-গত ব্যক্তিকে রিক্তহস্তে দর্শন করিবে না॥ ১৫॥

অতএব রাজার হস্তে কৃষ্ণপ্রসাদ ও সেই পূর্ব্ববস্তু ভেট দিয়া উপবেশন করিল। অনন্তর রাজা দ্বারাবতীযাত্রায় মঙ্গলপ্রশ্ন করিয়া যদি কোন অপূর্ব্ব বৃত্তান্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে, তবে তাহা বলিতে বলিলেন, বণিক্‌ও সমুদ্রমধ্যস্থ ভুবনেশ্বরীর দেবালয়বৃত্তান্ত বর্ণন করিল॥ ১৬॥

এবম্বিধ অত্যাশ্চর্য্য বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক রাজা বিস্মিত হইয়া সেই ধনদের সহিত তথায় গমন করত দেবালয়ে দেবতার বাম-ভাগস্থিত কবন্ধদ্বয় দেখিতে পাইলেন। তৎপরে মনে মনে দেবতা স্মরণ করিয়া যেমন কণ্ঠস্থলে খড়্গাঘাত করিবেন, অমনি কবন্ধদ্বয় মস্তকবিশিষ্ট হইয়া সজীব হইল। দেবতাও রাজার হস্ত হইতে খড়্গ আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, হে রাজন্! প্রসন্ন হইয়াছি, বর গ্রহণ কর। রাজা বলিলেন, দেবি! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই স্ত্রী-পুরুষকে রাজ্য প্রদান করুন্। তখন দেবী সেই মনুষ্য-মিথুনকে রাজ্য প্রদান করিলেন, রাজাও ধনদের সহিত নিজ-নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। পুত্তলিকা এই কথা বলিয়া ভোজরাজকে বলিল, হে রাজন্! যদি আপনাতে এইরূপ পরোপকার করিবার শক্তি বিদ্যমান থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন্। (রাজা মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন)॥ ১৭॥

ইতি সপ্তমোপাখ্যান।

অথ অষ্টমোপাখ্যানম্

সরঃপূরণম্।

পুনরন্যা পুত্তলিকাব্রবীৎ, শৃণু রাজন্। বিক্রমো রাজা ভূমণ্ডলে প্রসিদ্ধঃ নানাবিনোদাশ্চর্য্যপূর্ণঃ তথা পরকৌতুকাদকং চারমুখেন জানাতি। ॥ ১ ॥

তথাহি—

গাবো গন্ধেন পশ্যন্তি বেদৈনৈব দ্বিজাতয়ঃ।
চারৈঃ পশ্যন্তি রাজানশ্চক্ষুর্ভ্যামিতরে জনাঃ॥ ॥ ২ ॥

শ্রূয়তাং রাজন্। যো রাজা ভবতি তেন সর্ব্বাহপি লোকাধিস্থিতির্জ্ঞাতব্যা। সর্ব্বস্য চিত্তং জ্ঞাতব্যম্, প্রজাঃ সম্যক্ পালনীয়াঃ, দুষ্টা দণ্ডনীয়াঃ, ন্যায়েন ধনোপার্জ্জনং কর্ত্তব্যম্, অর্থিষু সমত্বম্। তন্যৈব রাজ্ঞঃ পঞ্চ মহাযজ্ঞকর্ম্মাণি। ॥ ৩ ॥

দুষ্টস্য দণ্ডঃ সুজনস্য পূজা ন্যায়েন কোষস্য চ সম্প্রবৃদ্ধিঃ।
অপক্ষপাতোহর্থিষু রাজ্যরক্ষা পঞ্চৈব যজ্ঞাঃ কথিতা নৃপাণাম॥ ॥ ৪ ॥
কিং দৈবকার্য্যাণি নরাধিপানাং কো বা বিরোধঃ পরিপন্থিভিশ্চ।
তদ্দেবকার্য্যং জপযজ্ঞহোমা যদশ্রুপাতা ন পতন্তি রাষ্ট্রে॥ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—গাবঃ (পশবঃ) গন্ধেন পশ্যন্তি (জানন্তি), দ্বিজাতয়ঃ বেদৈনৈব (শাস্ত্রজ্ঞানেন ইত্যর্থঃ) পশ্যন্তি, রাজানঃ চারৈঃ (গুপ্তচরৈঃ) পশ্যন্তি, ইতরে জনাঃ চক্ষুর্ভ্যাম্ পশ্যন্তি॥ ২ ॥

দুষ্টস্য দণ্ডঃ, সুজনস্য পূজা (সৎকারঃ পালনং বা) ন্যায়েন (সদুপায়েন) কোষস্য সংপ্রবৃদ্ধিঃ, অর্থিষু অপক্ষপাতঃ (যাচকেষু মধ্যে অয়ং প্রিয়ঃ অয়মুপকরিষ্যতি ইত্যাদিস্বার্থানুসন্ধানং বিনা সর্ব্বেষু সমানদৃষ্টিঃ), রাজ্য-রক্ষা চ এতে পঞ্চ এব, নৃপাণাম্ যজ্ঞাঃ কথিতাঃ॥ ৪ ॥

নরাধিপানাং কিং দৈবকার্য্যাণি, (ন কান্যপি)। পরিপন্থিভিঃ (শত্রুভিঃ) সহ বিরোধো বা কঃ? রাষ্ট্রে অশ্রুপাতাঃ ন পতন্তি ইতি যৎ তৎ নৃপাণাম্ দেবকার্য্যং জপযজ্ঞহোমাশ্চ॥ ৫ ॥

বঙ্গার্থ।—পুনর্ব্বার অন্য পুত্তলিকা বলিল, রাজন্! শ্রবণ করুন্। বিক্রমাদিত্য রাজা ভূমণ্ডলে প্রসিদ্ধ ও নানাবিধ চিত্তবিনোদনকারী আশ্চর্য্য রসে পরিপূর্ণ ছিলেন। তিনি বিবিধ কৌতুকজনক বিষয় চারমুখে অবগত হইতেন॥ ১ ॥

প্রসিদ্ধি আছে যে, পশুগণ গন্ধ দ্বারা, ব্রাহ্মণগণ বেদশাস্ত্র দ্বারা, রাজগণ চার দ্বারা ও অপরাপর ব্যক্তিগণ চক্ষুর দ্বারা দর্শন করিয়া থাকে। রাজন্! শ্রবণ করুন, যিনি রাজা হন, সকল লোকের অবস্থিতিজ্ঞান, সকলের চিত্ত অবগতি করা, প্রজাদিগকে সম্যক্ পালন করা, দুষ্টদিগের দণ্ডবিধান ও ন্যায়ানুসারে ধনোপার্জ্জন, যাচকগণের প্রতি সমভাবপ্রদর্শন এইগুলিই রাজাদিগের কর্ত্তব্য এবং এইগুলিই তাঁহাদিগের পঞ্চ মহাযজ্ঞ। উক্ত আছে যে, দুষ্টের দণ্ড, সুজনের পূজা, ন্যায়ানুসারে কোষবর্দ্ধন, অর্থিগণের প্রতি অপক্ষপাত ও রাজ্যরক্ষণ রাজাদিগের এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ-সম্পাদন কর্ত্তব্য। আর রাজার দৈবকার্য্যই বা কি শত্রুর সহিত বিবাদই বা কি, ইহাই তাঁহাদিগের দেবকার্য্য ও জপ, হোম, যজ্ঞ, যে, তাঁহার রাজ্যে কোনমতে প্রজাদিগের অশ্রুপাত না হয়॥ ২-৫ ॥

এবং বিক্রমে রাজ্যং কুর্ব্বতি সতি একদা চারা ভূমণ্ডলে পরিভ্রম্য রাজসকাশমাগত্য রাজ্ঞা পৃষ্টাঃ প্রোচুঃ, ভো দেব! কাশ্মীরদেশে মহাদ্রব্যসম্পন্নঃ কশ্চিদ্বণিগাস্তে। তেন বণিজা পঞ্চ-ক্রোশবিস্তারং তড়াগমেকং খানিতম্। তন্মধ্যে জলশয়ানস্য লক্ষ্মীনারায়ণস্য শয়নং কারিতং পর-মুদকং ন লগতি। পুনস্তেন বণিজা জলোদ্গমনিমিত্তং চক্রিণমুদ্দিশ্য ব্রাহ্মণৈর্জপপূজাহবনম-ভিষেকাদি কারিতম্। তথাপ্যুদকং ন লগ্নম্। ততোঽতিখিন্নঃ সন্ স বণিক্ তড়াগপাল্যুপরি উপবিশ্য প্রতিদিনং নিশ্বসিতি, অহো! কেনাপ্যুপায়েনোদকং ন লগতি বৃথা শ্রমো জাত ইতি। ॥ ৬ ॥

একদা তড়াগপাল্যুপরি উপবিষ্টে সতি গগনে অমানুষী বাগাসীৎ—কিমিতি, ভো বণিক্‌পুত্র! কিমর্থং নিশ্বসিষি, দ্বাত্রিংশল্লক্ষণযুক্তস্য পুরুষস্য কণ্ঠরক্তেন যদা তড়াগং সিচ্যতে, তদা বিমলোদকং ভবিষ্যতি, নান্যথা। ॥ ৭ ॥

তচ্ছ্রুত্বা তেন বণিজা তড়াগপাল্যুপরি মহদন্নসত্রং কারিতম্। তস্মিন্ সত্রে ভোক্তুং বিবিধদেশবাসিনো জনাঃ সর্ব্বে সমায়ান্তি। তত্র স্থিতাঃ অধিকারিণস্তেষাং পুরতঃ এবং বদন্তি—যঃ কোঽপি স্বকণ্ঠরুধিরেণ তড়াগং সেচয়িষ্যতি, তস্মৈ শতভারং সুবর্ণং দীয়তে ইতি। তদ্বচঃ সর্ব্বে শৃণ্বন্তি, ন কোঽপি তৎ সহসা অঙ্গীকুরুতে ইতি মহচ্চিত্রং দৃষ্টম্। ॥ ৮ ॥

তেষাং বচনং শ্রুত্বা বিক্রমার্কো রাজা স্বয়ং গতো জলাশয়স্থস্য বিষ্ণোর্মহাপ্রাসাদমতি-মনোহরং তথা বিশালং তড়াগং দৃষ্ট্বা চ বিস্ময়ঙ্গতো মনসি বিচারয়তি, যদি ইদং তড়াগং স্বকণ্ঠরক্তেন সেচয়িষ্যামি তর্হি ইদং জলৈঃ পরিপূর্ণং ভবিষ্যতি। ॥ ৯ ॥

বঙ্গার্থ।—এইরূপ নিয়মে রাজা বিক্রমাদিত্য রাজ্য করিতেছেন, এমন সময় এক দিন চারগণ ভূমণ্ডল ভ্রমণ পূর্ব্বক নিকটে উপস্থিত হইলে রাজা জিজ্ঞাসা করিবার পর তাহারা বলিল, হে দেব! কাশ্মীরদেশে মহাধনাঢ্য কোন বণিক্ আছে। সেই বণিক্ পঞ্চ-ক্রোশ-বিস্তার-বিশিষ্ট এক তড়াগ খনন করিয়া তাহার মধ্যে জলশায়ী লক্ষ্মীনারায়ণের শয়নস্থান নির্ম্মাণ করাইয়াছে, কিন্তু সেই তড়াগে জল উঠে নাই। পুন-র্ব্বার সেই বণিক্ জলোত্থানের নিমিত্ত নারায়ণের উদ্দেশে ব্রাহ্মণ দ্বারা পূজা, হোম ও অভিষেকাদি করাইল, তাহাতেও জল উঠিল না। তখন অতিশয় দুঃখিত হইয়া সেই বণিক্ তড়াগের তটে বসিয়া প্রতি-দিন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিত, হায়! কোন উপায়েই জল উঠিল না? আমার সমস্ত পরিশ্রমই বৃথা হইল! ॥ ৬ ॥

এক দিন বণিক্ এইরূপে পাড়ের উপর বসিয়া আছে, এমন সময়ে আকাশবাণী হইল, হে বণিক্‌পুত্র! তুমি কি নিমিত্ত নিশ্বাস ফেলিতেছ? দ্বাত্রিংশৎ লক্ষণযুক্ত পুরুষের কণ্ঠশোণিত দ্বারা যখন এই তড়াগ অভিষিক্ত হইবে তখন ইহাতে জল উঠিবে, সন্দেহ নাই; তাহা না হইলে কিছুতেই জল উঠিবে না॥ ৭ ॥

তাহা শুনিয়া বণিক্ সেই তড়াগে এক মহৎ অন্নসত্র করিল। সেই অন্নসত্রে স্বদেশবাসী ব্যক্তিগণ সকলেই আগমন করিল। সেই অন্নসত্রের তত্রত্য অধি-কারী পুরুষগণ, সেই সমাগত ব্যক্তিসকলের সম্মুখে বলিল যে, যে কোন ব্যক্তি আপন কণ্ঠশোণিত দ্বারা এই তড়াগ অভিষিক্ত করিতে পারিবে, তাহাকে শতভার স্বর্ণ প্রদান করা হইবে। তাহাদের এই বাক্য সকলেই শ্রবণ করিল, কিন্তু কোন ব্যক্তিই সহসা সে কার্য্য স্বীকার করিল না। এই আমরা মহৎ বিচিত্র দেখিয়াছি। তাহাদের বাক্য শুনিয়া রাজা বিক্রমাদিত্য তথায় গমন করিলেন এবং জলাশয়স্থিত বিষ্ণুর অতি মনোহর প্রাসাদ ও বিশাল তড়াগ দেখিয়া বিস্মিত হইয়া মনে মনে বিচার করিলেন যে, যদি আমি এই তড়াগ নিজ কণ্ঠশোণিতে অভিষিক্ত করি, তাহা হইলে ইহা জলে পরিপূর্ণ হইবে॥ ৮-৯ ॥

তদা চ সকললোকস্যোপকারো ভবিষ্যতি। ইদং মম শরীরং সর্ব্বথা বর্ষশতং স্থিত্বাঽপি নাশমেব যাস্যতি। অতো মহতা পুরুষেণ শরীরে মমত্বং ন কার্য্যম্। পরোপকারার্থং শরীরমপি দাতব্যম্। ॥ ১০ ॥

উক্তঞ্চ—

শতমপি শরদাং বা জীবিতং ধারয়িত্বা
শয়নমপি শয়ানঃ সর্ব্বথা নাশমেতি।
সুলভবিপদি দেহে সর্ব্বলোকৈকনিন্দ্যং
ন বিদধতি মমত্বং যে হি লোকোত্তরাস্তে॥ ॥ ১১ ॥

সর্ব্বদৈব রুজাক্রান্তং সর্ব্বদৈব শুচো গৃহম্।
সর্ব্বদা পতনপ্রায়ং দেহিনাং দেহপিঞ্জরম্॥ ॥ ১২ ॥

তৈরেব ফলমেতস্য গৃহীতং পুণ্যকর্ম্মভিঃ।
বিরজ্য সর্ব্বথা স্বার্থে যৈঃ শরীরং কদর্থিতম্॥ ॥ ১৩ ॥

এবং বিচার্য্য পুর্বস্থিতপ্রাসাদগতজলশয়ানস্য বিষ্ণোঃ পূজাং বিধায় নমস্কৃত্য চ ভণতি, ভো জলদেবতে। ত্বং দ্বাত্রিংশল্লক্ষণযুক্তপুরুষস্য কণ্ঠরক্তং বাঞ্ছসি, তহি মমানেন কণ্ঠরক্তেন তৃপ্তা সতী ইদং তড়াগং জলৈঃ পরিপূর্ণং কুরু। ॥ ১৪ ॥

অন্বয় ঃ—শরদাং শতমপি (শতবর্ষাণ্যপি) জীবিতং ধারয়িত্বা বা শয়নং শয়ানোঽপি বা সর্ব্বথা নাশম্ এতি (মৃত্যুঃ বৈ প্রাণিনাং ধ্রুব ইতি ভাবঃ) অতঃ যে হি লোকোত্তরাঃ (অসামান্যাঃ পুরুষাঃ) তে সুলভবিপদি দেহে সর্ব্বলোকৈকনিন্দ্যং (অবিসংবাদিত-নিন্দাভাজনম্) মমত্বং ন বিদধতি (ন কুর্ব্বন্তি)॥ ১১ ॥

দেহিনাং দেহপিঞ্জরং সর্ব্বদা এব রুজা (রোগেণ) আক্রান্তম্, সর্ব্বদা এব শুচঃ (শোকস্য) গৃহম্ (আধারঃ), সর্ব্বদা পতনপ্রায়ম্ (ক্ষয়িষ্ণু) (ভবতি)॥ ১২॥

যৈঃ (মহাত্মভিঃ) স্বার্থে সর্ব্বদা বিরজ্য (বৈরাগ্যমবলম্ব্য) শরীরং কদর্থিতম্ (নিষ্পীড়িতম্) তৈঃ পুণ্যকর্ম্মভিঃ এব এতস্য (শরীরস্য) ফলং (সার্থক্যং) গৃহীতম্ (অর্জ্জিতম্॥ ১৩॥

বঙ্গার্থ।—ইহাতে সকল লোকের উপকার সাধিত হইবে। এই আমার শরীর না হয় এক শত বৎসর পর্য্যন্ত থাকিবে, পরে নিশ্চয় বিনাশ পাইবে; অতএব এই শরীরে মমতা করা মহাপুরুষগণের কর্ত্তব্য নহে। পরোপকারের নিমিত্ত শরীরও প্রদান করা কর্ত্তব্য। উক্ত আছে যে, একশত বৎসরই জীবন ধারণ করুক্ আর শয্যায় শয়ন করিয়াই থাকুক, শরীর নিশ্চয় বিনাশ পাইবে। শরীরে বিপদ্ সর্ব্বদাই সুলভ, অতএব যে মমতা সকল লোকের নিন্দনীয়, দেহের উপর এরূপ মমত্ব লোকাতীত পুরুষগণ পরিত্যাগ করেন। দেহিগণের দেহপিঞ্জর সর্ব্বদাই রোগে আক্রান্ত, শোকের গৃহ এবং সর্ব্বদাই পতনোন্মুখ। এই শরীরের সামর্থ্য সেই পুণ্যাত্মা ব্যক্তিগণই অর্জ্জন করিয়াছেন—যাঁহারা নিজস্বার্থে বিমুখ হইয়া পরের জন্য শরীরপাত করিয়াছেন॥ ১০-১৩॥

এইরূপ বিচার করিয়া সম্মুখস্থ প্রাসাদস্থিত জলশায়ী নারায়ণের পূজা ও নমস্কার করিয়া কহিলেন, হে জল-দেবতে! আপনি দ্বাত্রিংশৎ-লক্ষণযুক্ত পুরুষের কণ্ঠ-রুধির বাসনা করিয়াছেন, তবে আমার কণ্ঠরক্ত দ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া এই তড়াগ জলপূর্ণ করুন॥ ১৪॥

ইত্যুক্ত্বা যাবৎ কণ্ঠে খড়্গং করোতি তাবদ্দেবতয়া খড়্গং ধৃত্বা ভণিতম্ ভো বীর! তবাহং প্রসন্নাঽস্মি, বরং বৃণীষ্ব। রাজা অবদৎ, যদি মম প্রসন্না জাতাসি, তর্হি ইদং তড়াগং জলৈঃ পরিপূর্ণং কুরু। পুনর্দ্দেব্যা ভণিতম্, ভো রাজন্! ত্বং অস্মাৎ স্থানাৎ ত্বরিতং নির্গচ্ছ, যাবৎ পশ্যসি, তাবজ্জলৈঃ পরিপূর্ণং ভবিষ্যতি। তচ্ছ্রুত্বা রাজা সত্বরং তড়াগপালীঙ্গতঃ, তড়াগঞ্চ জলৈঃ পরিপূর্ণমভূৎ। রাজা বিক্রমোঽপি স্বনগরমগমৎ। ॥ ১৫ ॥

এবং কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা ভোজরাজমবাদীৎ, ভো রাজন্! ত্বয়ি এবমৌদার্য্যপরোপকারসত্ত্বসারাদিপ্রভৃতয়ো গুণা বিদ্যন্তে চেৎ তর্হ্যস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ। ॥ ১৬ ॥

ইতি অষ্টমোপাখ্যানম্।

অথ নবমোপাখ্যানম্

রাক্ষস-বধঃ।

পুনরন্যা পুত্তলিকাব্রবীৎ, বিক্রমে রাজ্যং কুর্ব্বতি ভট্টির্মন্ত্রী বভূব। উপমন্ত্রী গোবিন্দো বভূব। চন্দ্রশেখরঃ সেনাপতিঃ। ত্রিবিক্রমঃ পুরোহিতঃ। তস্য ত্রিবিক্রমস্য পুত্রঃ কমলাকরঃ। স পিতুঃ প্রসাদাৎ ঘৃতৌদনং ভুক্ত্বা বস্ত্রভূষণতাম্বূলাদিনা শরীরসম্পুষ্টো বিষয়সুখমনুভবন্ তিষ্ঠতি স্ম। একদা পিত্রোক্তম্, রে পুত্র! ব্রাহ্মণজন্ম প্রাপ্য ত্বয়া কথমেবং স্থীয়তে স্বেচ্ছাবৃত্ত্যা? ॥ ১ ॥

বঙ্গার্থ।—এই বলিয়া রাজা যেমন কণ্ঠে খড়্গাঘাত করিবেন, অমনি সেই দেবতা তাঁহার খড়্গ ধরিয়া বলিলেন, "হে বীর! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, বর গ্রহণ কর।" রাজা বলিলেন, "যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই তড়াগ জলে পরিপূর্ণ করুন্।" দেবী পুনর্ব্বার বলিলেন, "হে রাজন্! তুমি এই স্থান হইতে সত্বর নির্গত হইয়া যখন চাহিয়া দেখিবে, তখনই এই তড়াগ জলে পরিপূর্ণ দেখিতে পাইবে।" তাহা শুনিয়া রাজা সত্বর তড়াগের পাড়ে উঠিলেন, অমনি সেই তড়াগ জলে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। রাজা বিক্রমাদিত্যও নিজ নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ॥ ১৫ ॥

এইরূপ কথা কহিয়া পুত্তলিকা ভোজরাজকে বলিল, রাজন্! আপনাতে যদি এইরূপ ঔদার্য্য, পরোপকার এবং সত্ত্ব-সারাদি গুণ-সমূহ বিদ্যমান থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন্। (রাজা মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন) ॥ ১৬ ॥

অষ্টমোপাখ্যান সমাপ্ত।

পুনর্ব্বার অন্য পুত্তলিকা বলিল। বিক্রমাদিত্যের রাজ্যকালে ভট্টি মন্ত্রী, গোবিন্দ উপমন্ত্রী, চন্দ্রশেখর সেনাপতি ও ত্রিবিক্রম পুরোহিত ছিলেন। সেই ত্রিবিক্রমের পুত্র কমলাকর। তিনি পৈতৃক সম্পত্তি প্রচুর প্রাপ্ত হইয়া ঘৃতান্ন ভোজন এবং বস্ত্র, ভূষণ ও তাম্বূলাদি ভোগ দ্বারা হৃষ্ট-পুষ্ট হইয়া বিষয়সুখ অনুভব করিতে থাকেন। এক দিন পিতা বলিলেন, রে পুত্র! তুমি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া কেন এরূপ স্বেচ্ছাচারী হইয়া জীবন-যাপন করিতেছ? ॥ ১ ॥

অয়মাত্মা জন্মশতং নানাযোনিং প্রাপ্নোতি। ব্রাহ্মণকুলে জন্ম মহতা পুণ্যেন লভ্যতে, তল্লব্ধ্বাঽপি ত্বং দুষ্টাচারো জাতঃ। সর্ব্বদা বহিরেব বসসি, ভোজন-কালে গৃহমায়াসি, অনুচিতমেতৎ ত্বয়া ক্রিয়তে। তবায়ং বিদ্যাভ্যাসকালঃ। অস্মিন্ কালে বিদ্যাভ্যাসং ন করোষি চেৎ উত্তরত্র মহান্ সন্তাপো ভবিষ্যতি। ॥ ২ ॥

যে বালভাবে ন পঠন্তি বিদ্যাং কামাতুরা যৌবননষ্টচিত্তাঃ।
তে বৃদ্ধকালে পরিভূয়মানা যথৈব গাত্রে শিশিরেঽপবস্ত্রাঃ॥ ॥ ৩ ॥

যেষাং ন বিদ্যা ন তপো ন দানং ন চাপি শীলং ন গুণো ন ধর্ম্মঃ।
তে মর্ত্যলোকে ভুবি ভারভূতা মনুষ্যরূপেণ মৃগাশ্চরন্তি॥ ॥ ৪ ॥

অস্মিন্ সংসারে পুরুষস্য বিদ্যায়াঃ পরং ভূষণং নাস্তি। ॥ ৫ ॥

বিদ্যা নাম নরস্য রূপমধিকং প্রচ্ছন্নগুপ্তং ধনং
বিদ্যা ভোগকরী যশঃসুখকরী বিদ্যা গুরূণাং গুরুঃ।
বিদ্যা বন্ধুজনো বিদেশগমনে বিদ্যা পরং দৈবতং
বিদ্যা রাজসু পূজ্যতে ন হি ধনং বিদ্যাবিহীনঃ পশুঃ॥ ॥ ৬ ॥

কিং কুলেন বিশালেন বিদ্যাহীনস্য দেহিনঃ।
অকুলীনোঽপি যো বিদ্বান্ সর্ব্বৈরেব স পূজ্যতে॥ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—যে বালভাবে (শৈশবে) বিদ্যাং ন পঠন্তি, পরন্তু কামাতুরাঃ যৌবননষ্টচিত্তাঃ (তারুণ্যবিলাসেন হৃতমনস্কাঃ), তে বৃদ্ধকালে যথা এব শিশিরে (শীতকালে) গাত্রে অপবস্ত্রাঃ (অপগতবস্ত্রাঃ) ক্লিশ্যমানা ভবন্তি, তথা পরিভূয়মানাঃ ভবন্তি ॥ ৩ ॥

যেষাং বিদ্যা ন, তপঃ ন, দানং ন, শীলমপি চ ন, গুণঃ ন, ধর্ম্মঃ চ নাস্তি, তে মনুষ্যরূপেণ মৃগাঃ তথা মর্ত্যলোকে (ভুবি) ভারভূতাঃ (সন্তঃ) চরন্তি ॥ ৪ ॥

বিদ্যা নাম পরমং শ্রেষ্ঠম্ রূপম্ (সৌন্দর্য্যবিশেষঃ), প্রচ্ছন্নগুপ্তং (সর্ব্বলোকেঽপ্রকাশম্) ধনম্, বিদ্যা ভোগকরী, যশঃসুখকরী, বিদ্যা গুরূণাং গুরুঃ, বিদেশগমনে বিদ্যা বন্ধুজনঃ, বিদ্যা পরং দৈবতং, রাজসু বিদ্যা পূজ্যতে, ধনং ন তু পূজ্যতে, অতঃ বিদ্যাবিহীনঃ পশুঃ ভবতি ॥ ৬ ॥

বিদ্যাহীনস্য দেহিনঃ (মনুষ্যস্য) বিশালেন কুলেন কিম্? যঃ বিদ্বান্, সঃ অকুলীনঃ অপি সর্ব্বৈঃ হি পূজ্যতে এব ॥ ৭ ॥

বঙ্গার্থ।—এই আত্মা শত জন্ম ধরিয়া নানা যোনি প্রাপ্ত হয়, ব্রাহ্মণকুলে জন্মলাভ অনেক পুণ্যের ফলে ঘটিয়া থাকে। সেই ব্রাহ্মণ-কুলে জন্ম লাভ করিয়াও তুমি দুরাচার হইয়াছ, সর্ব্বদাই বাহিরে থাক, কেবল ভোজন-কালেই গৃহে আগমন কর, অতএব তুমি বড়ই অনুচিত কার্য্য করিতেছ। তুমি জান না যে, ইহা তোমার বিদ্যাভ্যাসের কাল। এখন বিদ্যাভ্যাস না করিলে উত্তরকালে বড়ই কষ্ট পাইবে॥ ২ ॥

যে ব্যক্তি বাল্যকালে বিদ্যাভ্যাস না করে এবং যৌবনকালে কামাতুর হইয়া নষ্টচরিত্র হয়, সে শিশিরকালে বস্ত্রহীনের ন্যায় বৃদ্ধকালে অত্যন্ত কষ্ট পায়॥ ৩॥

যাহাদের বিদ্যা নাই, তপস্যা নাই, দান নাই, সুশীলতা নাই, গুণ নাই ও ধর্ম্ম নাই, তাহারা পৃথিবীর ভারভূত, মনুষ্যরূপী পশু হইয়া বিচরণ করিয়া থাকে। এই সংসারে পুরুষগণের বিদ্যার তুল্য ভূষণ নাই। বিদ্যা, নরগণের সমুজ্জ্বল রূপ এবং গুপ্ত ধন, বিদ্যা যশস্করী ও সুখকরী, বিদ্যা গুরুগণের গুরু, বিদ্যা বিদেশের বন্ধু, বিদ্যা পরম দেবতা, বিদ্যা নৃপতিগণের পূজনীয়া, বিদ্যার তুল্য ধন নাই, বিদ্যাবিহীন ব্যক্তি পশুর সমান। যে বিদ্যাহীন, তাহার বিশাল কুলে জন্মলাভ করিয়া কি ফল? কিন্তু যে ব্যক্তি বিদ্বান্, তিনি অকুলীন হইলেও দেবতারা তাঁহার সম্মান করিয়া থাকেন॥ ৪-৭ ॥

রে পুত্র! যাবদহং জীবামি, তাবৎ ত্বয়া বিদ্যৈবাভ্যসনীয়া। অভ্যস্তা বিদ্যা তব সকলমপি বন্ধুকৃত্যং করিষ্যতি। ॥ ৮ ॥

উক্তঞ্চ —

মাতেব রক্ষতি পিতেব হিতে নিযুঙ্‌ক্তে
ভার্য্যেব চাভিরময়ত্যপনীয় খেদম্।
কীর্ত্তিঞ্চ দিক্ষু বিতনোতি করোতি বিত্তং
কিং কিং ন সাধয়তি কল্পলতেব বিদ্যা ॥ ॥ ৯ ॥

এবং তৎপিতৃবচনং শ্রুত্বা পশ্চাত্তাপযুক্তঃ কমলাকরো 'যদাঽহং সর্ব্বজ্ঞো ভবিষ্যামি, তদাস্য পিতুর্মুখং দ্রক্ষ্যামি' ইত্যুক্ত্বা কাশ্মীরদেশং জগাম। তত্র চন্দ্রমৌলিভট্টোপাধ্যায়-সমীপং গত্বা দণ্ডবৎ প্রণম্যোক্তবান্, ভোঃ স্বামিন্। অহং মূর্খঃ, ভবতাং নামধেয়ং শ্রুত্বা বিদ্যাভ্যাসার্থমাগতঃ। ময়ি কৃপাং বিধায় যথা বিদ্যা ভবতি তথা বিধেয়ং শ্রীমদ্ভিরিতি পুনর্দণ্ডবৎ প্রণামমকরোৎ। ততস্তৈরঙ্গীকৃতম্। অহর্নিশং চ তেষাং শুশ্রূষামকরোৎ। ॥ ১০ ॥

গুরুশুশ্রূষয়া বিদ্যা পুষ্কলেন ধনেন বা।
অথবা বিদ্যয়া বিদ্যা চতুর্থৈর্নোপপদ্যতে ॥ ॥ ১১ ॥

এবং শুশ্রূষাং কুর্ব্বতো মহান্ কালো গতঃ। ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—বিদ্যা মাতা ইব রক্ষতি, পিতা ইব হিতে নিযুঙ্‌ক্তে, ভার্য্যা ইব খেদম্ অপনীয় (দূরীকৃত্য) অভিরময়তি (সুখয়তি), দিক্ষু কীর্ত্তিং বিতনোতি (বিস্তারয়তি), বিত্তং করোতি (দদাতি), অতঃ বিদ্যা কল্পলতা (কল্পবৃক্ষ ইব) কিং কিং ন সাধয়তি (সর্ব্বং সম্পাদয়তীত্যর্থঃ)॥ ৯ ॥

গুরুশুশ্রূষয়া বিদ্যা (উৎপদ্যতে) পুষ্কলেন (প্রচুরেণ) ধনেন বা ভবতি, অথবা বিদ্যয়া (বিদ্যান্তর-বিনিময়েন) বিদ্যা লভ্যতে, এতদ্ব্যতিরিক্তৈঃ চতুর্থৈঃ উপায়ৈঃ ন উপপদ্যতে ॥ ১১ ।

বঙ্গার্থ।—অতএব রে পুত্র! আমি যত দিন বাঁচিয়া থাকিব, তাবৎ তোমাকে বিদ্যাভ্যাস করিতেই হইবে। বিদ্যা অভ্যাস করিলেই সেই বিদ্যা তোমার বন্ধুকার্য্য নির্ব্বাহ করিবে ॥ ৮ ॥

উক্ত আছে যে, বিদ্যা মাতার ন্যায় রক্ষা করে, পিতার ন্যায় হিতে নিযুক্ত করে, ভার্য্যার ন্যায় দুঃখ দূর করিয়া অনুরঞ্জন করে, দশদিকে কীর্ত্তি বিকিরণ করে, এবং ধনাগম করে; অতএব কল্পলতার ন্যায় বিদ্যা কোন্ কার্য্য সাধন না করিয়া থাকে? এইরূপ পিতার বাক্য শুনিয়া কমলাকর অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়া মনে করিলেন, যদি আমি সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারি, তাহা হইলেই এই পিতার মুখ সন্দর্শন করিব, নচেৎ নহে; এই বলিয়া কাশ্মীরদেশে গমন করিলেন। তথায় চন্দ্রমৌলিনামক ভট্টাচার্য্যের নিকট গমন পূর্ব্বক দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বলিলেন, হে স্বামিন্! আমি মূর্খ, আপনার নাম শুনিয়া বিদ্যাভ্যাসের নিমিত্ত আসিয়াছি। আমার প্রতি কৃপা করিয়া যাহাতে আমার এখানে বিদ্যালাভ হয়, আপনি সেইরূপ বিধান করুন্।" এই বলিয়া পুনর্ব্বার দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। তদনন্তর তিনি অঙ্গীকার করিলে দিবারাত্রি তাঁহার সেবা-শুশ্রূষায় যাহাতে বিদ্যালাভ হয়, তাহাই করিতে লাগিলেন ॥ ৯—১০ ॥

উক্ত আছে যে, গুরুর শুশ্রূষা দ্বারা অথবা প্রচুর ধন দ্বারা বিদ্যাশিক্ষা হইতে পারে, কিংবা বিদ্যা দ্বারাও বিদ্যা লাভ হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন চতুর্থ উপায় নাই। এইরূপে গুরুর শুশ্রূষা করিতে করিতে বহুকাল গত হইল ॥ ১১-১২ ॥

একদা উপাধ্যায়স্তস্যোপরি কৃপাং বিধায় সিদ্ধসারস্বতমন্ত্রোপদেশং কৃতবান্। তেনোপদেশেন সর্ব্বজ্ঞো ভূত্বা স কমলাকর উপাধ্যাযস্যানুজ্ঞাং গৃহীত্বা স্বনগরম-গমৎ। মার্গবশাৎ কাঞ্চীনগরমগচ্ছৎ। তত্র রাজা নরসেনঃ। তস্য নগর্য্যাং নর-মোহিনীনাম্নী কাচিৎ বনিতা অস্তি। সা রূপেণ অদ্বিতীয়া। তাং যঃ কোঽপি পশ্যতি স কামজ্বরপীড়িতঃ উন্মাদাবস্থাং প্রাপ্নোতি। যঃ পুনঃ সম্ভোগার্থং তয়া সহ নিদ্রাং করোতি, তস্য রক্তং বিন্ধ্যাচলবাসী কশ্চিদ্রাক্ষসঃ পিবতি, তদা স নির্জীবো ভবতি। কমলাকরোঽপ্যেতৎ কৌতুকং দৃষ্ট্বা নিজনগরমগমৎ। তমাগতং দৃষ্ট্বা মাতা-পিত্রাদীনাং মহান্ উৎসবো জাতঃ। দ্বিতীয়দিবসে স্বপিত্রা সহ রাজভবনং গত্বা রাজ্ঞে আশীর্ব্বাদমদাৎ। সভায়াং নিজবৈদগ্ধ্যঞ্চ অদর্শয়ৎ। ততো বিক্রমার্কেণ বস্ত্রাদিনা সম্ভাব্য পৃষ্টঃ, ভোঃ কমলাকর! ত্বং যত্র দেশে গতস্তত্র কিং চিত্রং দৃষ্টম্? তেনোক্তম্, ভো রাজন্! তত্র দেশে কিমপি ন দৃষ্টম্। পরমাগমনসময়ে কাঞ্চীনগরে অপূর্ব্বমেকং কৌতুকং দৃষ্টম্। রাজ্ঞোক্তম্, কিং দৃষ্টং, তৎ কথয়। কমলাকরেণোক্তম্, কাঞ্চীনগরে নরমোহিনীনাম্নী কাচিদ্বনিতা অস্তি। যস্তাং পশ্যতি, স উন্মাদং প্রাপ্নোতি। যস্তয়া সহ নিদ্রাং করোতি, তস্য রক্তং বিন্ধ্যাচলবাসী কশ্চিদ্রাক্ষসঃ সমাগত্য নরমোহিন্যা রূপং দৃষ্ট্বা বিস্ময়ং প্রাপ্তঃ পিবতি, ততঃ স নির্জীবো ভবতি। এতৎ কৌতুকং ময়া দৃষ্টম্। ততো রাজ্ঞা ভণিতম্, ত্বং তর্হি আগচ্ছ, তত্র গচ্ছাবঃ। ইতি তেন সহ রাজা কাঞ্চীনগরমাগত্য নরমোহিনীরূপং দৃষ্টা বিস্ময়ং প্রাপ্তস্তস্যা গৃহং গতঃ। ॥ ১৩ ॥

বঙ্গার্থ।—এক দিন উপাধ্যায় তাঁহার প্রতি কৃপা করিয়া সিদ্ধসারস্বত মন্ত্রের উপদেশ দিলেন, সেই উপদেশ দ্বারা কমলাকর সর্ব্বজ্ঞ হইয়া উপাধ্যায়ের অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক নিজনগরে গমন করিলেন। পথে গমন করিতে করিতে কাঞ্চীনগরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে নরেন্দ্রসেন নামে রাজা, তাঁহার নগরীতে নরমোহিনী নাম্নী কোন রমণী আছে, সে রূপে অদ্বিতীয়া। যে কেহ তাহাকে দর্শন করে, সে কামজ্বরে পীড়িত হয় এবং উন্মাদ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। যে কেহ সম্ভোগার্থ তাহার সহিত নিদ্রা যায়, বিন্ধ্যাচলবাসী কোন রাক্ষস তাহার রক্তপান করে, তাহাতে সে জীবনহীন হয়। কমলাকর এই কৌতুক দেখিয়া নিজ নগরে গমন করিলেন। তাঁহাকে প্রত্যাগত দেখিয়া পিতামাতার অতিশয় আনন্দ হইল। দ্বিতীয় দিবসে তিনি নিজ পিতার সহিত রাজভবনে গমন পূর্ব্বক রাজাকে আশী-র্ব্বাদ করিয়া সভায় নিজ বিদ্যানৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিলেন। তদনন্তর বিক্রমাদিত্য বস্ত্রাদি দ্বারা সম্মা-ননা করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ওহে কমলা-কর' তুমি যে দেশে গিয়াছিলে, তথায় কিছু আশ্চর্য্য দেখিয়াছ কি? কমলাকর বলিলেন, রাজন্! সে দেশে কিছুই দেখি নাই, কিন্তু আগমনসময়ে কাঞ্চী-দেশে এক অপূর্ব্ব কৌতুক দেখিয়াছি। রাজা বলি-লেন, তাহা কি, বল। কমলাকর বলিলেন, কাঞ্চী-নগরে নরমোহিনী নামে এক রমণী আছে, যে তাহাকে দেখে, নরমোহিনীরূপে মোহিত হইয়া সে উন্মাদ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, যে তাহার সহিত নিদ্রিত হয়, বিন্ধ্যাচল-বাসী কোন রাক্ষস আসিয়া তাহার রক্তপান করে, সে তাহাতে নির্জীব হয়। আমি এই কৌতুক দেখিয়াছি। তদনন্তর রাজা তাঁহাকে বলিলেন, তা হলে তুমি সঙ্গে এস, তথায় যাই। এই বলিয়া তাঁহার সহিত কাঞ্চীনগরে যাইয়া নরমোহিনীর রূপদর্শনে মোহিত হইয়া তাহারই গৃহে রহিলেন॥ ১৩॥

ত্বয়া পাদপ্রক্ষালনাভ্যঙ্গ-সুগন্ধপুষ্পাদিনা সম্ভাবিতঃ। উক্তঞ্চ, ভো রাজন্! অদ্যাহং ধন্যা জাতাস্মি। মম গৃহং শ্লাঘ্যমভূৎ ভবচ্চরণপ্রসাদেন। ॥ ১৪ ॥

অদ্য মে সুচিরাৎ কালাৎ শ্লাঘনীয়মভূদিদম্।
যুষ্মৎপাদাম্বুজস্পর্শসম্পন্নানুগ্রহং গৃহম্॥ ॥ ১৫ ॥

স্বামিন্! মম গৃহে ভোজনং কার্য্যম্। রাজ্ঞোক্তম্, ইদানীমেব ভোজনং কৃত্বা সমাগতোঽস্মি। ততস্তয়া বীটিকা দত্তা। এবং রাত্রৌ প্রহরো গতঃ। সা নরমোহিনী নিদ্রাঙ্গতা। দ্বিতীয়প্রহরে রাক্ষসঃ সমাগতঃ। রাজা রাক্ষসসঞ্চারং শ্রুত্বা স্বয়ং পশ্চাৎ স্থিতঃ। ॥ ১৬ ॥

ভূরি প্রজ্বলিতা দীপাস্তাবদ্রাক্ষস আগতঃ।
একৈব দৃষ্টা তেনৈব কেবলা নরমোহিনী ॥ ॥ ১৭ ॥

তত্র কিঞ্চিৎ ন দৃষ্ট্বা রাক্ষসো নির্গতিস্ততঃ নরমোহিন্যা মঞ্চং যাবৎ পশ্যতি তাবৎ সা একা সুপ্তা অস্তি। দ্বিতীয়ঃ কশ্চিন্ন অস্তি। নির্গমনসময়ে রাজ্ঞা ধৃতো মারিতশ্চ রাক্ষসঃ। তৎকোলাহলং শ্রুত্বা সা নরমোহিনী নিদ্রাং বিহায় হতং রাক্ষসং দৃষ্ট্বা রাজানং ভণতি ভো রাজন্! ত্বৎপ্রসাদাদহং নির্ভয়া জাতা, অদ্য প্রভৃতি রাক্ষসস্যোপদ্রবো গতঃ। ত্বংকৃতোপকারাৎ কথমহমুত্তীর্ণা ভবামি। তর্হি ত্বাম্ অনুসরামি। ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—সুচিরাৎ কালাৎ (পরম্) অদ্য মে ইদং গৃহং যুষ্মৎপাদাম্বুজস্পর্শসম্পন্নানুগ্রহং (যুষ্মাকং পাদপদ্মস্পর্শেন অনুগৃহীতং সৎ) শ্লাঘনীয়ং (ধন্যম্) অভূৎ ॥ ১৫ ॥

তাবৎ দীপাঃ ভূরিপ্রজ্বলিতাঃ (দীপশিখাঃ রাক্ষসসমাগমমাত্রং প্রাচুর্য্যেণ দীপ্তিমন্তঃ) রাক্ষসঃ আগতঃ। তেন কেবলা (অসহায়া) একা এব নরমোহিনী দৃষ্টা ॥ ১৭ ॥

বঙ্গার্থঃ—নরমোহিনী পাদপ্রক্ষালনার্থ জল, তৈল, সুগন্ধদ্রব্য ও পুষ্পাদি দ্বারা তাহার সম্মাননা করিয়া বলিল, হে রাজন্! আজ আমি ধন্যা হইয়াছি, আপনার চরণপ্রসাদে আমার গৃহ পবিত্র ও শ্লাঘনীয় হইয়াছে ॥ ১৪ ॥

বহুদিনের পর, আজ আমার এই স্থান শ্লাঘনীয় হইল, যে হেতু ভবদ্বিধ ব্যক্তিগণের চরণপদ্মের সংস্পর্শে আমার গৃহ অনুগৃহীত হইয়াছে। হে প্রভো! আপনি আমার গৃহে ভোজন করুন্। রাজা বলিলেন, আমি এখনি ভোজন করিয়া তোমার গৃহে আসিয়াছি। তৎপরে নরমোহিনী তাম্বুল প্রদান করিল। এইভাবে রাত্রি এক প্রহর কাটিলে নরমোহিনী নিদ্রিতা হইল। দুই প্রহর রাত্রির সময় রাক্ষস উপস্থিত হইল, রাজা রাক্ষসের পদশব্দ শুনিয়া স্বয়ং নরমোহিনীর পশ্চাতে রহিলেন। যখন রাক্ষস আসিল, তখন প্রদীপসকল অধিকতররূপে জ্বলিয়া উঠিল। রাক্ষস নরমোহিনীকে একাকিনী নিদ্রিতা দেখিল। সেখানে কিছুই দেখিতে না পাইয়া রাক্ষস বহির্গত হইল। তদনন্তর নরমোহিনীর মঞ্চ দেখিয়াও তাহাকে একাকিনী ভিন্ন অন্য কাহাকেও দেখিতে পাইল না। পরে যখন রাক্ষস ফিরিয়া যাইতেছিল, সেই সময়ে রাজা তাহাকে ধরিয়া বধ করিলেন। সেই কোলাহল শুনিয়া নরমোহিনী নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক উঠিয়া রাক্ষসকে নিহত দেখিয়া রাজাকে কহিল, রাজন্! আপনার প্রসাদে আমি নির্ভয় হইলাম, অদ্যাবধি রাক্ষসের উপদ্রব দূরীভূত হইল। আমি আপনার কৃত উপকার হইতে কিরূপে উত্তীর্ণ হইব? অতএব অনুমতি করুন, আপনার অনুসরণ করি ॥ ১৫—১৮ ॥

ত্বয়া যদুচ্যতে তদহং করিষ্যামি। রাজ্ঞোক্তম্, যদি মযোক্তং করিষ্যসি, তর্হি কমলাকরমমুং ভজস্ব। সা নরমোহিনী কমলাকরমভজত, বিক্রমোঽপ্যুজ্জয়িনীমাগতঃ। ॥ ১৯ ॥

ইমাং কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা ভোজরাজমবাদীৎ, ভো রাজন্! ত্বয়ি এবং ধৈর্য্যং বিদ্যতে চেৎ তর্হ্যস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ। ॥ ২০ ॥

ইতি নবমোপাখ্যানম্।

অথ দশমোপাখ্যানম্

যজ্ঞ-লব্ধ-ফল-দানম্

পুনরন্যা পুত্তলিকা কথয়তি, শ্রূয়তাম্ রাজন্! বিক্রমার্কে রাজ্যং কুর্ব্বতি কশ্চিদ্‌যোগী উজ্জয়িনীং প্রতি আগতঃ। স চ বেদশাস্ত্রবৈদ্যকজ্যোতিষগণিতভরতশাস্ত্রাদিসকলকলাবিচক্ষণঃ, কিং বহুনা তৎসদৃশোঽন্যো নাস্তি সাক্ষাৎ সর্ব্বজ্ঞ এব। একদা বিক্রমো রাজা তস্য প্রসিদ্ধিং শ্রুত্বা তমাহ্বাতুং পুরোহিতং প্রেষিতবান্। পুরোহিতোঽপি তদন্তিকং গত্বা নমস্কৃত্যাব্রবীৎ, ভোঃ স্বামিন্! রাজা ভবন্তমাহ্বয়তি তত্রাগন্তব্যম্। যোগিনোক্তম্, তর্হি গম্যতাম্। তত্র গত্বা রাজানং প্রতি ভণিতম্, ভো রাজন্! ত্বং চেৎ মন্ত্রসাধনং করিষ্যসি, তর্হি তেন জরামরণরহিতো ভবিষ্যসি। রাজ্ঞোক্তম্ ত্বং মন্ত্রং মমোপদিশ। অহং মন্ত্রং সাধয়িষ্যামি। ততো যোগী তস্মৈ মন্ত্রমুপদিশ্য ভণিতম্, ভো রাজন্! অমুং মন্ত্রং ব্রহ্মচর্য্যেণ বর্ষমেকং পঠিত্বা দূর্ব্বাঙ্কুরৈর্দশাংশহবনমগ্নৌ কৃত্বা ততঃ পূর্ণাহুতিসময়ে হোমকুণ্ডাৎ কশ্চিৎ পুরুষঃ ফলহস্তো নির্গত্য তৎফলং তব দাস্যতি। ॥ ১ ॥

বঙ্গার্থ।—আপনি যাহা বলিবেন, তাহাই করিব। রাজা বলিলেন, যদি আমার বাক্যপ্রতিপালনে স্বীকৃত হও, তবে এই কমলাকরকে ভজনা কর। নরমোহিনী তাহা শুনিয়া কমলাকরকে ভজনা করিল। বিক্রমাদিত্যও উজ্জয়িনীতে আগমন করিলেন। এই কথা বলিয়া পুত্তলিকা ভোজরাজকে বলিল, হে রাজন্! আপনাতে যদি এরূপ ধৈর্য্যাদি গুণ থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন। রাজা তূষ্ণীভাব অবলম্বন করিলেন ॥ ১৯—২০ ॥

নবমোপাখ্যান সমাপ্ত।

বঙ্গার্থ।—পুনর্ব্বার অন্য পুত্তলিকা বলিল, রাজন্! শ্রবণ করুন। বিক্রমাদিত্যের রাজ্যকালে কোন যোগী উজ্জয়িনী নগরে আগমন করেন। তিনি বেদ, আয়ুর্ব্বেদ, জ্যোতিষ, গণিত ও সঙ্গীতাদি শাস্ত্র ও কলাসমূহে বিচক্ষণ। অধিক কি, তাঁহার তুল্য শাস্ত্রজ্ঞ অন্য কেহই ছিল না, তিনি সাক্ষাৎ সর্ব্বজ্ঞকল্প। একদিন রাজা বিক্রমাদিত্য তাঁহার সুখ্যাতি শুনিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিবার নিমিত্ত পুরোহিতকে পাঠাইয়া দিলেন। পুরোহিত তাঁহার নিকট গমন করিয়া নমস্কার পূর্ব্বক বলিলেন, প্রভু! রাজা আপনাকে আহ্বান করিতেছেন, আপনি সেখানে গমন করুন্। যোগিবর বলিলেন, তবে চল, যাই। এই বলিয়া উভয়ে তথায় গমন করিলেন। যোগিবর রাজাকে বলিলেন, রাজন! আপনি যদি মন্ত্রসাধন করেন, তবে তাহার ফলে জরা-মরণ-বর্জ্জিত হইতে পারিবেন। রাজা কহিলেন, বেশ, আপনি সেই মন্ত্রের উপদেশ করুন, আমি সাধনা করিব। পরে যোগিবর রাজাকে মন্ত্র দিয়া বলিলেন, রাজন্! এই মন্ত্র ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক একবর্ষকাল জপ করিতে হয়, পরে দূর্ব্বাঙ্কুর দ্বারা অগ্নিতে জপসংখ্যার দশাংশ হোম করিতে হইবে, অতঃপর পূর্ণাহুতিপ্রদানকালে হোমকুণ্ড হইতে এক পুরুষ ফল হস্তে উত্থিত হইয়া আপনাকে সেই ফল প্রদান করিবেন ॥ ১ ॥

তৎফলভক্ষণেন ত্বং জরামরণরহিতো বজ্রকায়শ্চ ভবিষ্যসীতি রাজ্ঞে মন্ত্রমুপদিশ্য স যোগী নিজস্থানং গতঃ। রাজাপি গ্রামাদ্বহির্বর্ষমেকং ব্রহ্মচর্য্যেণ মন্ত্রং পঠিত্বা দূর্ব্বাদলৈর্দ্দশাংশহোমমগ্নৌ কৃত্বা যাবৎ পূর্ণাহুতিং করোতি তাবদ্ধোমকুণ্ডাৎ কশ্চিৎ পুরুষো বিনির্গত্য দিব্যমেকং ফলং রাজ্ঞে দদৌ। রাজাপি তৎফলং গৃহীত্বা পুরং প্রবিশ্য যদা রাজমার্গে সমায়াতি তদা কুষ্ঠব্যাধিনা বিশীর্ণাবয়বঃ কশ্চিদ্‌ব্রাহ্মণো রাজ্ঞে আশিষং প্রযুজ্যাবদৎ, ভো রাজন্! রাজা নাম লোকস্য মাতাপিত্রাদিস্থানে নিয়োজিতঃ। ॥ ২ ॥

উক্তঞ্চ— রাজা বন্ধুরবন্ধূনাং রাজা চক্ষুরচক্ষুষাম্।
রাজা মাতা পিতা চৈব সর্ব্বস্যার্ত্তিহরো গুরুঃ ॥ ॥ ৩ ॥

যতঃ ত্বং বিশ্বস্যার্ত্তিং পরিহরসি অতঃ মমাপি আর্ত্তিং নাশয়, অনেন ব্যাধিনা মম শরীরং বিনশ্যতি, শরীরনাশাদনুষ্ঠানমপি নষ্টং, যতঃ সর্ব্বস্যাপি ধর্ম্মকার্য্যস্য শরীরমেব সাধনম্। ॥ ৪ ॥

উক্তঞ্চ— 'শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্' ইতি।

তর্হি ময়ৈতচ্ছরীরং নিরাময়ম্ উপভোগ্যং চ যথা ভবতি তথা কর্ত্তব্যম্। তদ্‌ব্রাহ্মণবচনং শ্রুত্বা স রাজা তস্মৈ তৎ ফলং দদৌ। ততো ব্রাহ্মণঃ পরং সন্তোষং প্রাপ্য নিজস্থানং গতঃ। রাজাপি স্বভবনমগমৎ। ॥ ৫ ॥

ইতি কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা ভোজরাজমবাদীৎ, ভো রাজন্! এবমৌদার্য্যং ধৈর্য্যং চ বিদ্যতে চেৎ, তর্হ্যস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ। তচ্ছ্রুত্বা রাজা তূষ্ণীমাসীৎ। ॥ ৬ ॥

ইতি দশমোপাখ্যানম্।

অন্বয়ঃ—রাজা অবন্ধুনাং (আত্মীয়হীনানাং নিঃসহায়ানামিত্যর্থঃ) বন্ধুঃ (সহায়ঃ), রাজা অচক্ষুষাম্ (দৃষ্টিহীনানাং নীতিহীনানামিত্যর্থঃ) চক্ষুঃ (পরিদর্শক ইত্যর্থঃ), রাজা মাতা পিতা চ এব (রক্ষকঃ পোষকঃ চ) সর্ব্বস্য আর্ত্তিহরঃ (বিপন্নিবারকঃ) গুরুঃ (উপদেষ্টা চ) ॥ ৩ ॥

বঙ্গার্থ—ঐ ফলভক্ষণে আপনি জরা মরণবর্জ্জিত ও বজ্রতুল্য দৃঢ়কায় হইবেন। রাজাকে এইরূপ মন্ত্রের উপদেশ দিয়া যোগিবর নিজ স্থানে চলিয়া গেলেন। রাজাও গ্রামের বহির্ভাগে গিয়া এক বৎসর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক মন্ত্রজপ ও দূর্ব্বাঙ্কুর দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিয়া যখন পূর্ণাহুতি প্রদান করিবেন, অমনই হোমকুণ্ড হইতে কোন পুরুষ নির্গত হইয়া রাজার হস্তে একটি দিব্য ফল প্রদান করিলেন। রাজাও সেই ফল গ্রহণ পূর্ব্বক পুরী অভিমুখে যখন রাজমার্গে আসিতেছিলেন, সেই সময় কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত শীর্ণাবয়ব এক ব্রাহ্মণ রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, হে রাজন্! রাজা লোকের মাতা ও পিতার তুল্য। উক্ত আছে যে, রাজা বন্ধুহীনের বন্ধু, অচক্ষুর চক্ষু, রাজা মাতা ও পিতা এবং রাজা সকলের দুঃখনিবারণকারী ও গুরু ॥ ২-৩ ॥

যেহেতু, আপনি বিশ্বের দুঃখ দূর করিয়া থাকেন, অতএব আপনি আমারও কষ্ট নাশ করুন, এই ব্যাধি দ্বারা আমার দেহনাশ হইতেছে, শরীরনাশ বশতঃ আমার অনুষ্ঠান লোপ পাইয়াছে। যেহেতু, প্রথমে শরীররক্ষা করিয়া পশ্চাৎ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। অতএব আমার শরীর যাহাতে রোগশূন্য ও উপভোগযোগ্য হয়, আপনি তাহার উপায়বিধান করুন্। ব্রাহ্মণের এই বাক্য শুনিয়া রাজা তাঁহাকে সেই মন্ত্রসাধনায় প্রাপ্ত ফল প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণ পরম সন্তুষ্ট হইয়া নিজস্থানে প্রস্থান করিলেন। রাজাও স্বগৃহে উপস্থিত হইলেন ॥ ৪- ॥

পুত্তলিকা ভোজরাজকে বলিল, হে রাজন! যদি এইরূপ ঔদার্য্য ও ধৈর্য্য আপনাতে বিদ্যমান থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন্! তাহা শুনিয়া রাজা মৌনী হইয়া রহিলেন ॥ ৬ ॥

ইতি দশমোপাখ্যান।

একাদশোপাখ্যানম্

রক্ষোভীতিবারণম্

পুনরন্যা কথয়তি, ভো রাজন্! শ্রূয়তাম্। বিক্রমে রাজ্যং কুর্ব্বতি ভূমণ্ডলে পিশুনস্তস্করশ্চ পাপকর্ম্মনিরতো নাসীৎ। অন্যচ্চ। যস্য রাজ্ঞঃ সদা রাজ্যভারচিন্তা বলবদ্বৈরিবিজয়চিন্তা অস্তি, স দিবারাত্রিং নিদ্রাং নায়াতি। ॥ ১ ॥

উক্তঞ্চ—

অর্থাতুরাণাং ন পিতা ন বন্ধুঃ কামাতুরাণাং ন ভয়ং ন লজ্জা।
চিন্তাতুরাণাং ন সুখং ন নিদ্রা ক্ষুধাতুরাণাং ন বলং ন তেজঃ॥ ॥ ২ ॥

অয়ং বিক্রমাদিত্যো রাজা তথাবিধো ন ভবতি। সর্ব্বান্ প্রত্যর্থিভূভুজঃ স্বপাদপদ্মাশ্রিতান্ বিধায় আজ্ঞাপ্রদানেন রাজ্যং করোতি। ॥ ৩ ॥

উক্তঞ্চ—

আজ্ঞামাত্রফলং রাজ্যং ব্রহ্মচর্য্যফলং তপঃ।
জ্ঞানমাত্রফলা বিদ্যা দত্তভুক্তফলং ধনম্॥ ॥ ৪ ॥

একদা রাজ্যভারং মন্ত্রিষু নিধায় স্বয়ং যোগিবেশেন দেশান্তরং নির্গতঃ। যত্রাত্মনশ্চিত্তস্য সুখং ভবতি, তত্র কতিচিদ্দিনানি তিষ্ঠতি। যত্রাশ্চর্য্যং পশ্যতি, তত্রাপি কালং নয়তি। ॥ ৫ ॥

অর্থাতুরাণাং (ধনাভাবখিন্নানাম্) পিতা ন, বন্ধুঃ ন, কামাতুরাণাং (কামার্ত্তানাং) ভয়ং ন লজ্জা অপি ন, চিন্তাতুরাণাং (চিন্তান্বিতানাং) সুখং ন নিদ্রা ন, ক্ষুধাতুরাণাং (ক্ষুধয়া ক্লিষ্টানাং) বলং (শক্তিঃ) ন, তেজঃ (ওজস্বিতা) অপি ন॥ ২॥

রাজ্যম্ আজ্ঞামাত্রফলং (প্রভুত্বং তদেব, যৎ আজ্ঞাং প্রযোজয়তি) তপঃ ব্রহ্মচর্য্যফলম্ (তপসা ব্রহ্মচর্য্যং সাধয়তি), বিদ্যা (শাস্ত্রজ্ঞানম্) জ্ঞানমাত্রফলা (তত্ত্বজ্ঞানোৎপাদনেন তস্যাশ্চরিতার্থতা), ধনম্ দত্তভুক্তফলম্ (ধনস্য দানং ভোগশ্চ ফলম্)॥ ৪॥

বঙ্গার্থ।—পুনর্ব্বার অন্য পুত্তলিকা বলিল, রাজন্! শ্রবণ করুন্। বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে পৃথিবীতে খল, তস্কর ও পাপকর্ম্ম-নিরত ব্যক্তি ছিল না। যে রাজার সর্ব্বদাই রাজ্যভারের চিন্তা এবং বলবান্ বৈরি-বিজয়ের ভাবনা আছে, সে দিবারাত্রি নিদ্রা যাইতে পারে না। উক্ত আছে, যে ব্যক্তি অর্থের নিমিত্ত লালায়িত, তাহার পিতাও নাই, বন্ধুও নাই; কামাতুরের ভয় ও লজ্জা নাই, চিন্তাতুরের সুখ ও নিদ্রা নাই এবং ক্ষুধার্ত্তের বল ও তেজ কিছুই থাকে না। এই বিক্রমাদিত্য সেরূপ নহেন, ইনি সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বী রাজগণকে স্বীয় পাদপদ্মের আশ্রিত করিয়া তাহাদিগের উপর আজ্ঞা দান করত রাজ্য করিতেন। উক্ত আছে যে,রাজ্যের ফল আজ্ঞাপালন, ব্রহ্মচর্য্যের ফল তপস্যা, বিদ্যার ফল জ্ঞান এবং ধনের ফল দান ও ভোগ॥ ১-৪॥

রাজা বিক্রমাদিত্য কোন সময়ে মন্ত্রিগণের উপর রাজ্যভার বিন্যস্ত করিয়া স্বয়ং যোগিবেশে দেশান্তরে গমন করেন। তিনি বিদেশে যেখানে আপন চিত্তে সুখ হয়, সেইখানে কিছুদিন অবস্থিতি করেন, যে স্থানে আশ্চর্য্য দর্শন করেন, সেখানেও কালহরণ করিয়া থাকেন॥ ৫।

এবং পর্য্যটতস্তস্য একস্মিন্ দিবসে সূর্য্যোঽপ্যস্তঙ্গতঃ। মহারণ্যমধ্যে রাজা বৃক্ষমূলমাশ্রিত্য রাত্রৌ স্থিতঃ। তস্য পুত্রাঃ পৌত্রাশ্চ দেশান্তরং গত্বা স্বোদরপূরণং বিধায় সায়ংকালে প্রত্যেকমেকৈকং ফলমাদায় বৃদ্ধায় তস্মৈ চিরঞ্জীবিনে প্রতিদিনং প্রযচ্ছন্তি। ॥ ৬ ॥

বৃদ্ধৌ চ মাতাপিতরৌ সাধ্বী ভার্য্যা সুতঃ শিশুঃ।
অপ্যকার্য্যশতং কৃত্বা ভর্ত্তব্যা মনুরব্রবীৎ ॥ ॥ ৭ ॥

ততো রাত্রৌ চিরঞ্জীবী সুখেনোপবিষ্টস্তান্ পক্ষিণঃ অপৃচ্ছৎ। রাজাঽপি বৃক্ষমূলে স্থিতস্তদ্বচঃ শৃণোতি। ভোঃ পুত্রাঃ! ভবদ্ভির্নানাদেশান পর্য্যটদ্ভিঃ কিঞ্চিত্রং দৃষ্টম্? তত্রৈকেন পক্ষিণা ভণিতম্, ময়া কিমপ্যাশ্চর্য্যং ন দৃষ্টম্। পরম্ অদ্য মম চেতসি মহাদ্দুঃখং ভবতি। চিরঞ্জীবিনোক্তম, তৎ কথয় কিংনিমিত্তং দুঃখম্? তেনোক্তম, কেবলং কথনেন কিং ভবতি? বৃদ্ধেনোক্তম, ভোঃ পুত্র! যো দুঃখী, স সুহৃদি দুঃখং নিবেদ্য সুখী ভবতি। ॥ ৮ ॥

তস্য বাক্যং শ্রুত্বা দুঃখকারণং কথয়তি ভোঃ তাত! শ্রূয়তাম্। অস্তি উত্তরদেশে শৈবালঘোষো নাম পর্ব্বতঃ, তস্য সমীপে পলাশনগরমস্তি। তস্মিন্ পর্ব্বতে স্থিতঃ কশ্চিদ্রাক্ষসঃ প্রতিদিনং নগরমাগত্য সম্মুখাগতং কঞ্চন পুরুষং পর্ব্বতে নীত্বা ভক্ষয়তি। একদা স গ্রামবাসিভিঃ জনৈঃ উক্তঃ, ভো বকাসুর! ত্বং যথেচ্ছং সম্মুখপতিতং মা ভক্ষয়, বয়ং, তুভ্যং প্রতিদিনমাহারার্থং একং পুরুষং দাস্যামঃ। তদ্বচনমনেনাঙ্গীকৃতম্। তদনন্তরং তত্রত্যো জনঃ প্রতিদিনং গৃহক্রমেণৈকৈকং পুরুষং তস্মৈ প্রযচ্ছতি। এবং মহান্ কালো গতঃ। ॥ ৯ ॥

অন্বয় :—বৃদ্ধৌ (জরয়া উপার্জ্জনাক্ষমৌ) মাতাপিতরৌ, সাধ্বী ভার্য্যা, (শিশুঃ অপ্রাপ্তষোড় শব্দঃ) সুতঃ অকার্য্যশতম্ কৃত্বাঽপি ভর্ত্তব্যাঃ (পালনীয়াঃ) ইতি মনুঃ অব্রবীৎ ॥ ৭ ॥

বঙ্গার্থ :—তিনি এইরূপে পর্য্যটন করিতেছেন, এমন সময় এক দিন সূর্য্য অস্তগত হইল রাজা মহারণ্যমধ্যে এক বৃক্ষমূল আশ্রয় করিয়া রাত্রিযাপন করিতে লাগিলেন। সেই বৃক্ষের উপর চিরঞ্জীবী নামে এক বৃদ্ধ পক্ষিরাজ বাস করিত। তাহার পুত্র ও পৌত্রগণ প্রতিদিন দেশান্তরে যাইয়া নিজ নিজ উদরপূরণ করিয়া সায়ংকালে প্রত্যেকে এক একটি ফল আনয়ন পূর্ব্বক সেই বৃদ্ধ চিরঞ্জীবীকে প্রদান করিত। মনু বলিয়াছেন যে, বৃদ্ধ মাতা-পিতা, পতিব্রতা ভার্য্যা ও শিশুপুত্র এই সকলকে শত শত নিন্দিত কার্য্য করিয়াও প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। তদনন্তর রাত্রিকালে পক্ষিগণ সুখে উপবিষ্ট হইলে চিরঞ্জীবী জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, রাজাও বৃক্ষমূলে থাকিয়া তাহাদের বাক্য শ্রবণ করিতে লাগিলেন। চিরঞ্জীবী বলিল, হে বৎসগণ! তোমরা ত নানাদেশ পর্য্যটন করিয়া থাক, কোথাও কোন আশ্চর্য্য দেখিয়াছ কি? তাহাদের মধ্যে এক পক্ষী বলিল, আমি কিছুই আশ্চর্য্য দেখি নাই, কিন্তু আজ আমার মনে বড়ই দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে। চিরঞ্জীবী বলিল, তোমার দুঃখ কি নিমিত্ত? সে বলিল, দুঃখের কথা বলিয়া আর কি হইবে? বৃদ্ধ বলিল, বৎস! যে দুঃখী, সে যদি স্বীয় সুহৃদ্‌গণকে দুঃখ নিবেদন করে, তবে কষ্টের কথঞ্চিৎ লাঘব হয়। তাহার বাক্য শুনিয়া পক্ষী দুঃখকারণ কহিতে লাগিল। তাত! শ্রবণ করুন্। উত্তরদেশে শৈবালঘোষপর্ব্বতের নিকটে পলাশ নামে এক নগর বিদ্যমান আছে! সেই পর্ব্বতস্থিত কোন রাক্ষস প্রতিদিন ঐ নগরে আসিয়া সম্মুখস্থিত যে কোন মানুষকে পায়, পর্ব্বতে লইয়া গিয়া ভক্ষণ করে। এক দিন সেই নগরবাসিগণ বলিল, হে বকাসুর! তুমি যথেচ্ছাক্রমে সম্মুখ-পতিত কোন ব্যক্তিকে ভক্ষণ করিও না, আমরা তোমার ভক্ষণার্থ প্রতিদিন এক একটি মনুষ্য প্রদান করিব। সে তাহা স্বীকার করিল। তৎপরে তাহারা প্রতিদিন এক একটি মানুষ প্রদান করিতে লাগিল। এইরূপে বহুকাল গত হইল ॥ ১—৯ ॥

অদ্য পূর্ব্বজন্মনিমিত্তভূতস্য মম মিত্রস্য ব্রাহ্মণস্য পালী সমায়াতা। তস্যৈক এব পুত্রঃ। পুত্রং দদাতি চেৎ সন্ততিচ্ছেদো ভবিষ্যতি। আত্মানং প্রযচ্ছতি চেৎ ভার্য্যা বিধবা ভবিষ্যতি। বৈধব্যং পুনর্ম্মহাদুঃখম্ পত্নীং দাস্যতি চেৎ আশ্রমভ্রংশো ভবতি। ইতি তেষাং দুঃখেনাহং মহাদুঃখী ইতি মম মহদ্দুঃখকারণম্। ॥ ১০ ॥

তস্য বচনং শ্রুত্বা তত্রত্যৈঃ পক্ষিভির্ভণিতম্, অহো! অয়মেব সুহৃৎ যঃ সুহৃদো দুঃখেন স্বয়ং দুঃখী ভবতি। এতদেব মিত্রত্বম্। ॥ ১১ ॥

সুখিতে সুখী সুহৃজ্জনে দুঃখিনি দুঃখী স্বয়ং চ যো ভবতি।
উদিতে মুদিতঃ সিন্ধুঃ শশিন্যস্তময়তি ক্ষীণঃ ॥ ॥ ১২ ॥

কিঞ্চ ক্ষীরেণাত্মগতোদকায় হি গুণা দত্তাঃ পুরা তেঽখিলাঃ
পশ্চাদ্বহ্নিরবেক্ষ্যতে তু পয়সাদ্ধাত্মা কৃশানৌ হুতঃ।
গন্তুং পাবকমুন্মনস্তদভবৎ দৃষ্ট্বাপি মিত্রাপদং
যুক্তং তেন জলেন শাম্যতি সতাং মৈত্রী পুনস্তাদৃশী ॥ ॥ ১৩ ॥

ইতি পক্ষিণো বচঃ শ্রুত্বা রাজা তত্র নগরে গতঃ। ততো বধ্যশিলাং নিরীক্ষ্য ব্রাহ্মণায় অভয়ং দত্ত্বা তৎসমীপে সরোবরে স্নাত্বা বধ্যশিলায়ামুপবিষ্টঃ। তস্মিন্ সময়ে রাক্ষসঃ সমাগত্য প্রহসিতবদনং পুরুষং দৃষ্ট্বা বিস্মিতস্তং বদতি, ভো মহাসত্ত্ব! ত্বং সর্ব্বস্যার্ত্তিহরো গুরুঃ। ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ জনঃ সুহৃৎ (মিত্রপদবাচ্যঃ) যঃ সুখিতে জনে সুখী, দুঃখিনি পুনঃ স্বয়ং দুঃখী ভবতি। নি উদিতে সিন্ধুঃ (সাগরঃ) মুদিতঃ (হৃষ্টঃ উদ্বেল ইত্যর্থ) ম্ অয়তি (গচ্ছতি সতি) ক্ষীণঃ ভবতি ॥ ১২ ॥

ক্ষীরেণ (দুগ্ধেন কর্ত্রা) আত্মগতোদকায় (আত্মগতং স্বমিলিতং যৎ উদকং জলং তদর্থং) পুরা (প্রথমতঃ) অখিলাঃ তে (মাধুর্য্যাদি প্রসিদ্ধাঃ) গুণাঃ দত্তাঃ পশ্চাত্তু ক্ষীরেণ যদা বহ্নিঃ অবেক্ষ্যতে (অগ্নিনা প্রতাপ্যতে ইত্যর্থঃ) তদা পয়সা আত্মা কৃশানৌ (বহ্নৌ) হুতঃ অদ্ধা নিশ্চিতম্ (জলসম্পৃক্তদুগ্ধতাপনে আদাবেব জলস্য শোষাদিতি ভাবঃ) ততঃ তৎ দুগ্ধং যদা মিত্রাপদং (জলক্ষয়ং) দৃষ্ট্বা পাবকং গন্তুং উন্মনঃ (বহ্নিপতনোন্মুখং উদ্রিক্তমিতি ভাবঃ) অভবৎ তদা তেন জলেন (যজ্জলব্ধি পদং দৃষ্ট্বা বহ্নিপতনোন্মুখং জাতম্ তজ্জলেনৈব) শাম্যতি (শান্তং অনুদ্রিক্তং ভবতি ইতি যুক্তম্) সতাং মৈত্রী পুনঃ (হি) তাদৃশী (এবম্বিধা) ॥ ১৩ ॥

বঙ্গার্থ:—অদ্য আমার পূর্ব্বজন্মের মিত্র এক ব্রাহ্মণের পালা পড়িয়াছে, তাঁহার একটি মাত্র পুত্র। যদি তিনি পুত্রকে দেন, তবে সন্ততিবিচ্ছেদ ও বংশনাশ হয়, যদি আপনাকে দেন, তবে ভার্য্যা বিধবা হয়; বৈধব্যযন্ত্রণা অতি বিষম। যদি পত্নীকে প্রদান করেন, তবে গার্হস্থ্য আশ্রম ভাঙ্গিয়া যায়, এইরূপ তাহাদের দুঃখে আমি সাতিশয় দুঃখিত; এই আমার মহৎ দুঃখের কারণ তাহার সেই বাক্য শুনিয়া তত্রত্য পক্ষিগণ বলিল, অহো যে সুহৃদের দুঃখে স্বয়ং দুঃখিত হয়, সেই ব্যক্তিই যথার্থ সুহৃদ্; আর সেই মিত্রতাই মিত্রতা বলিয়া গণ্য। যে ব্যক্তি, সুহৃজ্জন সুখী হইলে সুখী এবং দুঃখী হইলে দুঃখিত হয়, সেই যথার্থ সুহৃৎ। দেখ, চন্দ্রের উদয় হইলে সমুদ্র আনন্দে স্ফীত হয় এবং চন্দ্র অস্তমিত হইলে ক্ষীণ হইয়া থাকে। দুগ্ধ সলিলসহ থাকিয়া নিজের সকল গুণ হারাইল, পরে যখন বহ্নির সহিত দেখা হইল, তখন দেখিল যে, জল বহ্নিতাপে বিনষ্ট হইয়াছে, তখন সে সুহৃদের নিমিত্ত উত্থিত হইয়া সেই অগ্নিতে স্বয়ং নিপতিত হইতে লাগিল। আবার যখন তাহাতে পুনর্ব্বার জল প্রদত্ত হইল, সুহৃদের পুনরাগমনে দুগ্ধ পুনর্ব্বার স্থির হইয়া রহিল; সুহৃদের ভাব এইরূপ জানিবে। পক্ষীদিগের পরস্পর এই বাক্য শুনিয়া রাজা বিক্রমাদিত্য সেই নগরে গমন করিলেন। তদনন্তর বধ্য-শিলা দর্শন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে অভয় দিয়া, নিকট-স্থিত সরোবরে স্নানানন্তর বধ্যশিলার উপর বসিয়া রহিলেন। সেই সময়ে রাক্ষস আসিয়া দেখিল যে, একটি পুরুষ হাস্যবদনে বধ্যশিলায় বসিয়া আছে। তদ্দর্শনে রাক্ষস বিস্মিত হইয়া তাহাকে বলিল, হে মহাসত্ত্ব পুরুষ! আপনি সকলেরই দুঃখনাশক গুরু ॥ ১০-১৪ ॥

যতঃ ত্বং বিশ্বস্যার্ত্তিং পরিহরসি অতঃ অনেন পাপ্মনঃ কার্য্যেণ মম শরীরং বিনশ্যতি, শরীরনাশাদনুষ্ঠানমপি নষ্টম্। যতঃ সর্ব্বস্যাঽপি ধর্ম্মকার্য্যস্য শরীরমেব সাধনম্। অত্র শিলায়াং প্রতিদিনং য উপবিশতি, স মদাগমনাৎ পূর্ব্বমেব ম্রিয়তে। ত্বং পুনঃ মহা-ধৈর্য্যসম্পন্নঃ প্রহসিতবদনো দৃশ্যসে। যস্য মরণকালঃ সমায়াতি, তস্যেন্দ্রিয়াণি গ্লানিং প্রাপ্নুবন্তি। ত্বং পুনরধিকাং কান্তিং প্রাপ্য হসসি। তর্হি কথয় কো ভবানিতি ॥ ১৫ ॥

রাজা ভণতি, কিমনেন বিচারেণ? ময়া পরার্থমেতচ্ছরীরং দীয়তে। ত্বমাত্মনঃ সমী-হিতং কুরু। ॥ ১৬ ॥

তদা রাক্ষসেন স্বমনসি বিচারিতম্, অহো! সাধুরয়ং য আত্মনঃ সুখভোগেচ্ছাং বিহায় পরদুঃখেন দুঃখী ভূত্বা অত্র এতি। ॥ ১৭ ॥

উক্তঞ্চ—

ত্যক্ত্বাত্মসুখদুঃখেচ্ছাং সর্ব্বসত্ত্বসুখৈষিণঃ।
ভবন্তি পরদুঃখেন সাধবোঽত্যন্তদুঃখিনঃ ॥ ॥ ১৮ ॥

স রাজানমব্রবীৎ, ভো মহাপুরুষ! পরার্থং শরীরং প্রযচ্ছতস্তবৈব এতচ্ছরীরং শ্লাঘ্যম্। ॥ ১৯ ॥

কুতঃ —

পশবোঽপি ন জীবন্তি কেবলং স্বোদরম্ভরাঃ?
তস্যৈব জীবিতং শ্লাঘ্যং যঃ পরার্থে হি জীবতি ॥ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—সাধবঃ আত্মসুখদুঃখেচ্ছাম্ ত্যক্ত্বা সর্ব্ব-সত্ত্বসুখৈষিণঃ (সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং সুখকামাঃ) তথা পরদুঃখেন অত্যন্তদুঃখিনঃ ভবন্তি ॥ ১৮ ॥

কেবলং স্বোদরম্ভরাঃ (স্বকীয়মুদরমেব বিভ্রতি) পশবঃ অপি ন জীবন্তি? জীবন্ত্যেব, কিন্তু যঃ পরার্থে জীবতি, তস্য এব জীবিতং শ্লাঘ্যম্ ॥ ২০ ॥

বঙ্গার্থ।—যেহেতু আপনি বিশ্বের দুঃখবিনাশ করিতেছেন, অতএব এই পাপের কার্য্যে আমার শরীর বিনষ্ট হইবে এবং শরীরনাশ হইলে অনুষ্ঠানও বিনষ্ট হইবে। যেহেতু শরীর সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্মের সাধন। এই শিলার উপর প্রতিদিন যে বসিয়া থাকে, সেই ব্যক্তি আমি আসিবার পূর্ব্বেই মরিয়া যায়; কিন্তু আপনাকে মহাধৈর্য্যসম্পন্ন ও সহাস্যবদন দেখিতেছি। যাহার মরণকাল উপস্থিত হয়, তাহার ইন্দ্রিয়সকল গ্লানিবিশিষ্ট হয়, আপনি কিন্তু অধিকতর কান্তিলাভ করিয়া হাস্য করিতেছেন। বলুন, আপনি কে? রাজা বলিলেন, এ বিচারে প্রয়োজন কি? আমি পরের নিমিত্ত এই শরীর দান করিতেছি, তুমি নিজের কার্য্য সম্পন্ন কর ॥ ১৫-১৬ ॥

তখন রাক্ষস মনে মনে বিচার করিল, এই ব্যক্তি সাধু, ইনি আপনার সুখভোগেচ্ছা পরিহার পূর্ব্বক পরদুঃখে দুঃখী হইয়া এখানে আসিয়াছেন। কথিত আছে যে, সাধুগণ আপনার সুখ-দুঃখের ইচ্ছা পরি-ত্যাগ পূর্ব্বক সমস্ত সাত্ত্বিক গুণের অভিলাষী হ'ন এবং পরদুঃখে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া থাকেন ॥ ১৭-১৮ ॥

তখন রাক্ষস রাজাকে বলিল, হে মহাপুরুষ! পরের নিমিত্ত আপনি এই শরীর প্রদান করিতেছেন, অত-এব আপনার এই শরীর শ্লাঘনীয়; দেখুন, পশুগণও কি নিজোদর পরিপূরণ করিয়া বাঁচিয়া থাকে না? কিন্তু যিনি পরের নিমিত্ত শরীরদান করেন, তাঁহার শরীরই শ্লাঘ্য ॥ ১৯-২০ ॥

ভবাদৃশাং পরোপকারিণামেতচ্চিত্রং ন ভবতি। ॥ ২১ ॥

কিমত্র চিত্রং যৎ সন্তঃ পরানুগ্রহতৎপরাঃ।
ন হি স্বদেহশৈত্যায় জায়ন্তে চন্দনদ্রুমাঃ॥ ॥ ২২ ॥

ভো মহাসত্ত্ব! অনেনৈব পরোপকারেণ ত্বং সর্ব্বাঃ সম্পদঃ প্রাপ্স্যসি। ॥ ২৩ ॥

পরোপকারব্যাপারো পুরুষো যঃ প্রজায়তে।
সম্পদং স সমাপ্নোতি পরত্রাপি পরম্পদম্॥ ॥ ২৪ ॥

পরোপকারব্যাপারা যে স্বার্থসুখনিস্পৃহাঃ।
জগদ্ধিতায় জনিতাঃ সাধবস্ত্বাদৃশা ভুবি॥ ॥ ২৫ ॥

এবং ভণিত্বা রাজানমব্রবীৎ, ভো মহাসত্ত্ব! তবাহন্তুষ্টোঽস্মি। বরং বৃণীষ। রাজ্ঞোক্তম্, ভো রাক্ষস! ত্বং যদি মম প্রসন্নোঽসি, তর্হ্যদ্যপ্রভৃতি মনুষ্যভক্ষণং পরিত্যজ। অন্যমপি ময়োচ্যমানমুপদেশং শৃণু— ॥ ২৬ ॥

তবাত্মনঃ প্রিয়াঃ প্রাণাঃ সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং তথা।
তস্মান্মৃত্যুভয়াৎ তেঽপি ত্রাতব্যাঃ প্রাণিনো বুধৈঃ॥ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—সন্তঃ পরানুগ্রহতৎপরাঃ ভবন্তি ইতি যৎ অত্র কিম্ চিত্রম্ (স্বাভাবিকোঽয়ং গুণঃ) তথাহি চন্দনদ্রুমাঃ স্বদেহশৈত্যায় ন জায়ন্তে (স্বদেহং শীতলয়িতুং নোৎপদ্যন্তে) কিন্তু পরার্থমেব॥ ২২ ॥

যঃ পুরুষঃ পরোপকারব্যাপারঃ (পরহিতমাত্রব্রতঃ সন্) প্রজায়তে, স (ইহ) সম্পদং সমাপ্নোতি, পরত্র (পরজন্মনি) অপি পরম্ পদম্ (পরমাং গতিং) সমাপ্নোতি (লভতে)॥ ২৪ ॥

যে স্বার্থসুখনিস্পৃহাঃ পরোপকারব্যাপারাশ্চ তাদৃশাঃ সাধবঃ ভুবি জগদ্ধিতায় জনিতাঃ (ঈশ্বরেণেতি শেষঃ॥ ২৫ ॥

তব আত্মনঃ (স্বস্য) প্রাণাঃ যথা প্রিয়াঃ সর্ব্বেষাং অন্যেষামপি) প্রাণিনাং তথা এব (ভবন্তি), তস্মাদ্ধেতোঃ বুধৈঃর মৃত্যুভয়াৎ তেঽপি (পরকীয়া অপি প্রাণাঃ) ত্রাতব্যাঃ (রক্ষিতব্যাঃ খলু)॥ ২৭ ॥

বঙ্গার্থ।—যাহা হউক, ভবৎ-সদৃশ পরোপকারী ব্যক্তিদিগের ইহা বিচিত্র নহে। সজ্জনগণ যে পরে প্রতি অনুগ্রহ বিতরণে তৎপর হইবেন, তাহা আর বিচিত্র কি? দেখুন, চন্দন-বৃক্ষ-সকল নিজ দেহের শীতলতার নিমিত্ত জন্ম-লাভ করে না। হে মহাসত্ত্ব পুরুষ! এই পরোপকার-ব্রতে আপনি সমস্ত সম্পদের অধিকারী হইয়াছেন॥২১-২৩॥

উক্ত আছে যে, যিনি পরোপকার করিবার জন্য জন্ম-গ্রহণ করেন, তিনি ইহলোকে সর্ব্বপ্রকার সম্পদ্ ও পরলোকে পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যাহারা স্বার্থ-সুখে নিস্পৃহ হইয়া পরোপকারে নিরত হন, ভবাদৃশ সেই সকল ব্যক্তি জগতের হিতের নিমিত্তই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন॥২৪-২৫

রাক্ষস এই কথা বলিয়া রাজাকে বলিল, হে মহাসত্ত্ব! আমি আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি, অভিমত বর গ্রহণ করুন। রাজা বলিলেন, হে রাক্ষস! যদি তুমি প্রসন্ন হইয়া থাক, তবে আজ হইতে মনুষ্যভোজন পরিত্যাগ কর। আর, আমি যে উপদেশ দিতেছি, তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। তোমার আপনার প্রাণ যেরূপ প্রিয়, সমস্ত প্রাণীদিগেরও প্রাণ সেইরূপ প্রিয় জানিবে, এই জন্য প্রাণীদিগকে মৃত্যুভয় হইতে পরিত্রাণ করা বুধগণের কর্ত্তব্য॥ ২৬-২৭॥

অন্যচ্চ—

জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্নিত্যং সংসারসাগরে।
ক্লিশ্যন্তি জন্তবো ঘোরে মর্ত্যাস্ত্রস্যন্তি মৃত্যুতঃ ॥ ২৮ ॥

মরিষ্যামীতি যদ্দুঃখং পুরুষস্যোপজায়তে।
শক্যতে নানুমানেন তদ্বক্তুং কেনচিৎ ক্বচিৎ ॥ ২৯ ॥

তথাচ-

যথা চ তজ্জীবিতমাত্মনঃ প্রিয়ং তথা পরেষামপি জীবিতং প্রিয়ম্।
নিরীক্ষ্যতে জীবিতমাত্মনো যথা তথা পরেষামপি রক্ষ জীবিতম্॥ ॥ ৩০ ॥

রাজ্ঞা ইতি নিরূপিতঃ রাক্ষসঃ তদাপ্রভৃতি জীবমারণং তত্যাজ। রাজা চ স্বনগরীং প্রত্যগাৎ। ॥ ৩১ ॥

ইমাং কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা ভোজরাজং প্রতি অব্রবীৎ, ত্বয়ি এবং পরোপকারদয়াগুণাদয়ো বিদ্যন্তে চেৎ তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ। রাজা তূষ্ণীমাসীৎ। ॥ ৩২ ॥

ইতি একাদশোপাখ্যানম্।

অন্বয় ঃ—জন্তবঃ (প্রাণিনঃ) ঘোরে (দুস্তরে অগাধে ?) সংসারসাগরে জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈঃ (জন্মমরণবার্দ্ধক্যরূপতরঙ্গাঘাতৈঃ) ক্লিশ্যন্তি, মর্ত্ত্যাঃ (মরণশীলাঃ প্রাণিনঃ) মৃত্যুতঃ ত্রস্যন্তি (ভীতা ভবন্তি) ॥ ২৮ ॥

পুরুষস্য (জীবস্য) মরিষ্যামি ইতি যৎ দুঃখং (মৃত্যুভয়ং) উপজায়তে তৎ কেনচিৎ (জনেন) ক্বচিৎ (কদাচিদপি) অনুমানেন বক্তুং (প্রত্যক্ষানুভবং বিনা কেবলমনুমানে নির্দ্দেষ্টুং) ন শক্যতে ॥ ২৯ ॥

যথা চ আত্মনঃ তৎ জীবিতং প্রিয়ম্, পরেষামপি জীবিতং তথা প্রিয়ম্। যথা আত্মনো জীবিতং নিরীক্ষ্যতে (পাল্যতে), তথা পরেষাম্ অপি জীবিতং রক্ষ ॥ ৩০ ॥

বঙ্গার্থ ঃ—আরও দেখ, এই ঘোরতর সংসার-সাগরে পড়িয়া জীবগণ নিরন্তর জন্ম মৃত্যু জরা ক্লেশে কত কষ্ট পায় এবং মর্ত্ত্যগণ মৃত্যুভয়ে ভীত হয়। 'আমি মরিব', এই ভাবনায় মনুষ্যের মনে যে দুঃখ উৎপন্ন হয়, কোন ব্যক্তি অনুমান দ্বারা তাহা বলিতে কখনই সমর্থ হয় না। আর, আপনার জীবন যেমন প্রিয়, পরের জীবনও সেইরূপ প্রিয়; অতএব আপনার প্রাণ যেরূপ দেখিবে, পরের প্রাণও সেইরূপ মনে করিয়া তাহা রক্ষা করিবে ॥ ২৮-৩০ ॥

রাজা এইরূপ উপদেশ দিলে রাক্ষস সেই দিন হইতে জীব-বিনাশ পরিত্যাগ করিল, রাজাও নিজ নগরে গমন করিলেন ॥ ৩১ ॥

এই কথা বলিয়া পুত্তলিকা ভোজরাজকে বলিল, আপনাতে যদি এইরূপ পরোপকার ও দয়াদি গুণরাজি বিদ্যমান থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন্। রাজা শুনিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন ॥ ৩২ ॥

একাদশোপাখ্যান সমাপ্ত।

অথ দ্বাদশোপাখ্যানম

ব্রাহ্মণীশাপ-বিমোচনম্।

পুনরন্যা পুত্তলিকাবদৎ, ভো রাজন্! শ্রূয়তাং, বিক্রমাদিত্যে রাজ্যং কুর্ব্বতি সতি তস্য নগরে ভদ্রসেনো নাম বণিগাসীৎ। তস্য ভদ্রসেনস্য সম্পদাং মর্য্যাদা নাসীৎ। পরং ব্যযশীলোঽপি নাসীৎ। ততঃ কালে গচ্ছতি ভদ্রসেনো মৃতঃ। তস্য পুত্রঃ পুরন্দরোঽপি পিতুঃ সর্ব্বস্বং প্রাপ্য তস্য ত্যাগং কর্ত্তুমুপক্রান্তবান্। ॥ ১ ॥

ততঃ একদা তস্য প্রিয়মিত্রেণ ধনদেন ভণিতম্, ভোঃ পুরন্দর! ত্বং বণিক্‌পুত্রো ভূত্বাঽপি মহাক্ষত্রিয়কুমার ইব ধনব্যয়ং করোষি। এতদ্বণিক্‌কুলসম্ভবস্য লক্ষণং ন ভবতি, বণিক্‌পুত্রেণ যেন কেনাঽপি উপায়েন ধনসংগ্রহঃ কর্ত্তব্যঃ। বরাটিকায়া অপি ব্যয়ো ন কর্ত্তব্যঃ। উপার্জ্জিতং দ্রব্যম্ একদা কস্যাঞ্চিদাপদি পুরুষস্যোপযোগং ব্রজতি। অতো বুদ্ধিমতা আপদর্থে ধনসংগ্রহঃ কর্ত্তব্যঃ। ॥ ২ ॥

উক্তঞ্চ -

আপদর্থে ধনং রক্ষেৎ দারান্ রক্ষেৎ ধনৈরপি।
আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি। ৩॥

এতদ্বচনং শ্রুত্বা পুরন্দরঃ প্রাহ ভো, ধনদ! উপার্জ্জিতং বিত্তম্ একদা কস্যাঞ্চিদাপদি উপযোগায় ভবতি ইতি যো বদতি স বিচারশূন্যঃ। যদা আপদঃ আযাস্যন্তি, তদা উপার্জ্জিতমপি ধনং নশ্যতি। ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—আপদর্থে (বিপদুদ্ধারায়) ধনং রক্ষেৎ (সঞ্চিনুয়াৎ), ধনৈঃ অপি দারান্ (পত্নীঃ) রক্ষেৎ, দারৈঃ অপি ধনৈঃ অপি আত্মানং সততং রক্ষেৎ ॥ ৩ ॥

বঙ্গার্থ।— পুনর্ব্বার অন্য পুত্তলিকা বলিল, রাজন্! শ্রবণ করুন্। বিক্রমাদিত্যের রাজ্যকালে তাঁহার নগরীতে ভদ্রসেন নামে এক বণিক্ ছিল। সেই ভদ্রসেনের ঐশ্বর্য্যের সীমা ছিল না, কিন্তু সে একেবারেই ব্যয়শীল নহে। কিছুকাল গত হইলে ভদ্রসেনের মৃত্যু হয়। তাহার পুত্র পুরন্দর পিতার সম্পত্তি পাইয়া সর্ব্বস্ব দান করিতে আরম্ভ করিল ॥ ১ ॥

তদনন্তর একদিন তাহার ধনদ নামক প্রিয়মিত্র বলিল, হে পুরন্দর! তুমি বণিক্‌পুত্র হইয়াও মহাক্ষত্রিয়কুমারের ন্যায় উদারভাবে ধনব্যয় করিতেছ, ইহা বণিক্‌কুলজাত ব্যক্তির লক্ষণ নহে। বণিকের যে কোন উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করা ও এক কপর্দ্দকও ব্যয় না করা উচিত। উপার্জ্জিত দ্রব্য এক দিন কোন না কোন বিপদে মানুষের বিশেষ কার্য্যে লাগিয়া থাকে; অতএব আপদর্থে ধন সংগ্রহ করা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। উক্ত আছে যে, আপদের নিমিত্ত ধন রক্ষা করিবে, ধনদ্বারা দারাগণকে রক্ষা করিবে এবং দারা ও ধন দ্বারা যে প্রকারেই হউক, আত্মাকে সততই রক্ষা করিবে। এই বাক্য শুনিয়া পুরন্দর বলিল, হে ধনদ! তুমি যে বলিতেছ—উপার্জ্জিত ধন এক দিন কোন বিপদে বিশেষ কার্য্যকারী হইবে, এই বাক্য বিচারশূন্য। কারণ, যখন আপদ্ উপস্থিত হয়, তখন উপার্জ্জিত ধনসমূহও বিনষ্ট হয় ॥ ২—৪ ॥

অতো বুদ্ধিমতা পুরুষেণ গতস্য শোকঃ আগামিনোঽর্থস্য চিন্তা চ ন কার্য্যা। পরং বর্ত্তমানমেব বিচারণীয়ম্। ॥ ৫ ॥

উক্তঞ্চ—

গতশোকো ন কর্ত্তব্যো ভাবিনং নৈব চিন্তয়েৎ।
বর্ত্তমানেষু কার্য্যেষু চিন্তয়ন্তি বিচক্ষণাঃ॥ ॥ ৬ ॥

যদ্ভবিতব্যং তদনায়াসেনাপি ভবিষ্যতি। যদ্গন্তব্যং তদ্গমিষ্যত্যেব। ॥ ৭ ॥

ভবিতব্যং ভবত্যেব নারিকেলফলাম্বুবৎ।
গন্তব্যং গতমিত্যাহুর্গজভুক্তকপিত্থবৎ॥ ॥ ৮ ॥

ন হি ভবতি যন্ন ভাব্যং ভবতি চ ভাব্যং বিনাপি যত্নেন।
করতলগতমপি নশ্যতি যস্য হি ভবিতব্যতা নাস্তি॥ ॥ ৯ ॥

এবং পুরন্দরবচনেন ধনদো নিরুত্তরোঽভূৎ। ততঃ পুরন্দরঃ পিতৃদ্রব্যস্য সর্ব্বং ব্যয়মকরোৎ। ততো নির্ধনিকং পুরন্দরং বন্ধুমিত্রাদয়ো ন মানয়ন্তি স্ম। তেন সহ গোষ্ঠীরপি ন কুর্ব্বন্তি। পুরন্দরেণ স্বমনসি চিন্তিতম্—মম হস্তে যাবৎ ধনমভূৎ তাবদেতে মিত্রাদয়ো মম সেবকা আসন্।

ইদানীং ময়া সহ বাক্যমপি ন কুর্ব্বন্তি। অথবা যস্যার্থোঽস্তি, তস্যৈব মিত্রাদয়ঃ সন্তি ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—গতশোকঃ (অতীতবিষয়কৃতে অনুশোচনা) ন কর্ত্তব্যঃ, ভাবিনং (ভবিষ্যদ্বিষয়ং) ন চিন্তয়েৎ এব। বিচক্ষণাঃ (মনীষিণঃ) বর্ত্তমানেষু কার্য্যেষু চিন্তয়ন্তি (উপস্থিতাপন্নিবারণায় যতন্তে)॥ ৬॥

ভবিতব্যং (অবশ্যভাব্যং বস্তু) নারিকেলফলাম্বুবৎ ভবতি (স্বয়মেব উৎপদ্যতে), গন্তব্যং (ক্ষয়োন্মুখং বস্তু) গজভুক্তকপিত্থবৎ (হস্তিনা ভুক্তং কপিত্থং যথা সর্ব্বথৈব তজ্জ্যেত) তথা, গতম্ (নষ্টমেব) ইতি আহুঃ (পণ্ডিতা এবং বদন্তি)॥ ৮

যৎ ভাব্যং ন, তৎ ন হি ভবতি যত্তু ভাব্যং তৎ যত্নেন বিনা অপি ভবতি। যস্য হি ভবিতব্যতা (অবশ্যভাবিত্বং) নাস্তি তৎ করতলগতমপি (হস্তস্থমপি) নশ্যতি॥ ৯॥

বঙ্গার্থ।—অতএব সংসারে গত বিষয়ের জন্য শোক এবং ভবিষ্যৎ অর্থের জন্য চিন্তা করা বুদ্ধিমান্ পুরুষের কর্ত্তব্য নহে। পরন্তু বর্ত্তমানের চিন্তা করাই কর্ত্তব্য॥ ৫॥

নীতিশাস্ত্রে কথিত আছে যে, গত বিষয়ের জন্য শোক করিবে না এবং ভবিষ্যতের ভাবনাও ভাবিবে না; বুধগণ কেবল উপস্থিত বিষয়েরই চিন্তা করিয়া থাকেন। কারণ, ভবিতব্য আয়াস ব্যতিরেকেই সংঘটিত হয়, যাহা যাইবার, তাহা যাইবেই যাইবে। উক্ত আছে যে, যাহা ভবিতব্য, তাহা নারিকেলফলমধ্যস্থ বারির ন্যায় স্বয়ং উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং যাহা যাইবার, তাহা গজভুক্তকপিত্থের ন্যায় গত হইবেই। যাহা ভবিতব্য নয়, তাহা কিছুতেই হয় না এবং যাহা ভবিতব্য, তাহা বিনা যত্নেই ঘটিয়া থাকে। তুমি জানিও যে, যাহা ভবিতব্য নয়, তাহা করতলগত হইলেও বিনষ্ট হয়॥ ৬-৯॥

পুরন্দরের এই বাক্যে ধনদ নিরুত্তর রহিল অতঃপর পুরন্দর সমস্ত পিতৃধনই ব্যয় করিয়া ফেলিল। ক্রমে পুরন্দর নির্ধন হইলে, তাহার বন্ধু ও মিত্রাদি সকলে তাহার প্রতি আর সম্মান প্রদর্শন করিল না, এমন কি, তাহার সহিত একত্রে উপবিষ্ট হইত না। তখন পুরন্দর মনে মনে চিন্তা করিল, আমার হস্তে যত দিন পর্য্যন্ত ধন ছিল, তত দিন এই মিত্রাদি সকলেই আমার অনুগত ছিল। এক্ষণে ইহারা আমার সহিত আর বাক্যালাপও করে না। অথবা এ কথা খুবই সত্য, যাহার অর্থ আছে, তাহারই সুহৃদ্ প্রভৃতি থাকে॥ ১০॥

উক্তঞ্চ—

যস্যার্থস্তস্য মিত্রাণি যস্যার্থস্তস্য বান্ধবাঃ।
যস্যার্থঃ স পুমান্ লোকে যস্যার্থঃ স চ পণ্ডিতঃ॥ ১১॥

পুংসি ক্ষীণধনে ন বান্ধবজনঃ পূর্ব্বং যথা বর্ত্ততে
স্থিত্যা কেবলয়াশ্রিতঃ পরিজনঃ স্বচ্ছন্দতাং মুঞ্চতি।
লোলত্বং সুহৃদঃ প্রয়ান্তি বহুশঃ কিং চাপরৈর্ভাষিতৈ-
র্ভার্য্যায়া হ্যপি নিশ্চিতং গতধনে বাদো মুহুঃ স্যাদ্ভৃশম্॥ ॥১২॥

যস্যাস্তি বিত্তং স নরঃ কুলীনঃ স পণ্ডিতঃ স শ্রুতবান্ গুণজ্ঞঃ
স এব বক্তা স চ দর্শনীয়ঃ সর্ব্বে গুণাঃ কাঞ্চনমাশ্রয়ন্তি॥ ॥১৩॥

বনানি দহতো বহ্নেঃ সখা ভবতি মারুতঃ।
স এব দীপনাশায় ক্ষীণে কস্যাস্তি সৌহৃদম্? ॥১৪॥

অতো দারিদ্র্যাৎ মরণমেব বরম্। ॥১৫॥

অন্বয়ঃ—যস্য অর্থঃ অস্তি, তস্য মিত্রাণি সন্তি, যস্য অর্থঃ অস্তি, তস্য বান্ধবাঃ (আত্মীয়াঃ তম্ অনুবর্ত্তন্তে ইত্যর্থঃ, যস্য অর্থঃ, স লোকে (জগতি) মহান্ ভবতি, যস্য অর্থঃ, স পণ্ডিতঃ চ॥ ১১॥

পুংসি (পুরুষে) ক্ষীণধনে (ধনহীনে সতি) বান্ধবজনঃ পূর্ব্বং যথা (প্রাগিব) ন বর্ত্ততে (ন তস্মিন্নাচরতি) কেবলয়া স্থিত্যা (মর্য্যাদয়া) আশ্রিতঃ পরিজনঃ (ভৃত্যাদিঃ) স্বচ্ছন্দতাং তদধীনতাং মুঞ্চতি (ত্যজতি)। সুহৃদঃ বহুশঃ (বহুধা) লোলত্বং (চাপল্যং) প্রয়ান্তি, অপরৈঃ (অধিকৈঃ) ভাষিতৈঃ (কথিতৈঃ) কিম্, গতধনে (নির্ধনে) জনে ভার্য্যায়া অপি মুহুঃ (বারং বারং) ভৃশং (অত্যধিকম্) নিশ্চিতং বাদঃ (কলহঃ) ভবতি হি॥ ১২॥

যস্য বিত্তম্ অস্তি স নরঃ কুলীনঃ, (অকুলীনোঽপি কুলীনায়তে) স পণ্ডিতঃ, স শ্রুতবান্ (বেদজ্ঞঃ), স গুণজ্ঞঃ, স এব বক্তা, স দর্শনীয়ঃ (সুরূপঃ) চ ভবতি, কিং বহুনা, সর্ব্বে গুণাঃ কাঞ্চনম্ (ধনম্) আশ্রয়ন্তি (আশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি)॥ ১৩॥

বনানি দহতঃ বহ্নেঃ মারুতঃ (বায়ুঃ) সখা ভবতি। স এব দীপনাশায় (প্রভবতি), তথাহি ক্ষীণে (নিস্তেজসি ক্ষীণধনে চ কস্য বা গৌরবম্ (আদরঃ) অস্তি (ন কস্যাপি)॥ ১৪॥

বঙ্গার্থ ঃ—কথিত আছে, যে ধনবান্, তাহারই মিত্র, বন্ধু বান্ধব, হওয়া সম্ভব। অর্থবান্ লোক এই সংসারে পুরুষপদবাচ্য, যাহার অর্থ, সেই পণ্ডিত। পুরুষ ধনহীন হইলে বান্ধবগণ আর পূর্ব্বের ন্যায় তাহার সহিত ব্যবহার করে না, মর্য্যাদামাত্রে পরিজন আশ্রিত থাকে বটে,— কিন্তু তাহারা তাহার অনুবর্ত্তন পরিত্যাগ করে, সুহৃদ্গণ স্থির সৌহার্দ্দ রাখে না, অধিক কি! নির্ধন পুরুষের ভার্য্যাসহ সতত অতিশয় কলহ হইয়া থাকে॥ ১১ ১২॥

যাহার ধন আছে, সেই কুলীন, সেই পণ্ডিত, সেই বেদজ্ঞ ও গুণজ্ঞ, সেই বক্তা, সেই সুন্দর পুরুষ। ফলতঃ দেখা যায় যে, সমস্ত গুণই কাঞ্চনকে আশ্রয় করিয়া থাকে। দেখ, যে পবন বনদহনকারী বহ্নির সখা হয়, সেই পবনই আবার প্রদীপ (ক্ষীণতেজের) নির্ব্বাণ করে; ক্ষীণ ব্যক্তিকে গৌরব করে কে? এই জন্য মনে হয়, দারিদ্র্য হইতে মরণ শ্রেয়স্কর॥ ১২-১৫॥

উক্তঞ্চ— উত্তিষ্ঠ ক্ষণমাত্রমুদ্বহ সখে দারিদ্র্যভারং মম
শ্রান্তস্তাবদহং চিরং মরণজং সেবে ত্বদীয়ং সুখম্।
ইত্যুক্তং ধনবর্জ্জিতস্য বচনং শ্রুত্বা শ্মশানে বসন্
দারিদ্র্যান্মরণং বরং পরমিতি জ্ঞাত্বৈব তূষ্ণীং স্থিতঃ॥ ॥ ১৬ ॥

দারিদ্র্যায নমস্তুভ্যং সিদ্ধোঽহং ত্বৎপ্রসাদতঃ।
বিশ্বস্থো হি জনঃ কশ্চিৎ ন মাং পশ্যতি সর্ব্বদা॥ ॥ ১৭ ॥

মৃতো দরিদ্রঃ পুরুষো মৃতং মৈথুনমপ্রজম্।
মৃতমশ্রোত্রিয়ং দানং মৃতো যাগস্ত্বদক্ষিণঃ॥ ॥ ১৮ ॥

ইত্যেবং বিচার্য্য দেশান্তরং গতঃ পরিভ্রমন্ হিমাচলসমীপস্থিতং নগরমেকমগমৎ। তস্য নগরস্য নাতিদূরে বেণূনাং বনমভূৎ। স্বয়ং গ্রামাভ্যন্তরং গত্বা রাত্রৌ কস্যচিদগৃহ-বেদিকায়াং সুষ্বাপ। অর্দ্ধরাত্রসময়ে বেণুবনমধ্যে রুদত্যাঃ কস্যাশ্চিৎ স্ত্রিয়া হাহাকারোঽভূৎ। ভো মহাজনাঃ! মাং পরিত্রায়ধ্বং পরিত্রায়ধ্বমিতি, কোঽপি রাক্ষসো মাং মারয়তি ইতি রোদনমশ্রৌষীৎ। ততঃ প্রভাতসময়ে গ্রামস্থান্ জনান্ অপৃচ্ছৎ, ভো মহাজনাঃ! কিমেতদত্র বেণুবনমধ্যে কাচিৎ স্ত্রী রাত্রৌ রোদিতি? তৈরুক্তম্, অত্র বেণুবনমধ্যে প্রতিদিন-মেবং রাত্রৌ রোদনধ্বনিঃ শ্রূয়তে। পরং ন কোঽপি ভয়াদ্গচ্ছতি ন বিচারয়তি চ। ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—সখে! (মিত্রমুমূর্ষো!), ত্বম্ উত্তিষ্ঠ, মম দারিদ্র্যভারম্ ক্ষণমাত্রম্ উদ্বহ (অবলম্বস্ব), কুতঃ? যতঃ অহং তাবৎ চিরং শ্রান্তঃ (দারিদ্র্যভারং গৃহীত্বা ইত্যর্থঃ) ত্বদীয়ং মরণজং সুখং সেবে (দারিদ্র্যদুঃখাৎ মরণদুঃখস্য লঘীয়স্ত্বাৎ সুখত্বম্ ইতি ভাবঃ) ধনবর্জ্জিতস্য (দরিদ্রস্য) ইতি উক্তম্ বচনং শ্রুত্বা শ্মশানে বসন্ (আসন্নমৃত্যুঃ জনঃ) মরণং দারিদ্র্যাৎ পরং (অত্যন্তং) বরম্ (শ্রেষ্ঠম্) ইতি জ্ঞাত্বা এব তূষ্ণীং স্থিতঃ (দারিদ্র্যগ্রহণং স্বীচকার॥১৬॥

দারিদ্র্যায় তুভ্যং নমঃ, যতঃ অহং ত্বৎপ্রসাদতঃ (ত্বদাশ্রয়ণাৎ সিদ্ধঃ (সিদ্ধপুরুষোজাতঃ। কিমিতি? হি (যতঃ) বিশ্বস্থঃ কশ্চিৎ জনঃ সর্ব্বদা ন পশ্যতি (জগদ্বাসিনাং জনানাম্ হেয়ত্বাৎ দরিদ্রদর্শনস্য ইতি ভাবঃ)॥ ১৭॥

দরিদ্রঃ পুরুষঃ মৃতঃ, (জীবন্মৃতঃ) অপ্রজম্ (সন্ততি হীনম্) মৈথুনম্ (স্ত্রীপুংসৌ) মৃতম্ (ব্যর্থজীবনম্), অশ্রোত্রিয়ং দানম্ (অবেদজ্ঞায়) প্রদত্তম্ মৃতম্ (নিষ্ফলম্), অদক্ষিণঃ (দক্ষিণা-রহিতঃ) যাগঃ মৃতঃ (কৃতোঽপি অকৃত এব)॥ ১৮॥

বঙ্গার্থঃ—কোন দরিদ্র শ্মশানস্থিত মুমূর্ষুকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে, "সখে! গাত্রোত্থান কর; আমার এই দারিদ্র্যভার ক্ষণমাত্র বহন কর, আমি ইহাকে চিরকাল বহন করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছি, এখন তোমার মরণের সুখ একবার আমাকে ভোগ করিতে দাও," ধনহীনের এই কথা শুনিয়া শ্মশানগত ব্যক্তি মনে করে যে, অহো! দারিদ্র্য অপেক্ষা মরণ অনেক ভাল, এই ভাবিয়া সে মৌনাবলম্বন করিয়া থাকে। কোন ব্যক্তি স্তুতিচ্ছলে নিন্দা করিয়া কহিয়াছেন যে, হে দারিদ্র্য! তোমাকে নমস্কার, আমি তোমার প্রসাদে সিদ্ধপুরুষ হইয়াছি, যেহেতু বিশ্বের কোন ব্যক্তিই আমাকে সর্ব্বদা দেখিতে পায় না। আরও উক্ত আছে, যে দরিদ্র পুরুষ, সে মৃত, যে স্ত্রী-পুরুষের সন্তান হয় নাই, তাহারা জীবন্মৃত, শাস্ত্রজ্ঞানহীন—অপাত্রে দান মৃত—নিষ্ফল, আর দক্ষিণাহীন যজ্ঞ, তাহাও নিরর্থক। এইরূপ বিচার করিয়া পুরন্দর দেশান্তরে গমন করিল। ভ্রমণ করিতে করিতে হিমাচলের সমীপস্থিত এক নগরে উপস্থিত হইল। সেই নগরের কিয়দ্দূরে এক বেণুবন ছিল। পুরন্দর গ্রামের মধ্যে স্বয়ং যাইয়া রাত্রিকালে কোন গৃহস্থের গৃহের পরিষ্কৃত স্থানে শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইল। অর্দ্ধরাত্রির সময় বেণুবনমধ্যে রোদনকারিণী কোন রমণীর হাহাকার-ধ্বনি পুরন্দরের কর্ণে প্রবেশ। করিল কে যেন বলিতেছে,হে মহাজন-সকল! আমাকে পরিত্রাণ করুন, পরিত্রাণ করুন, রাক্ষস আমাকে মারিতেছে। প্রাতঃকালে গ্রামস্থ ব্যক্তিদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয়গণ! এই স্থানে বেণুবনের মধ্যে কোন স্ত্রীলোকের ধ্বনি শুনিলাম, ইহা কি প্রকার? তাহারা বলিল, এই বেণুবনের মধ্যে প্রতিদিনই এইরূপ রোদনধ্বনি শুনা যায়; কিন্তু ভয়ে কেহই সেখানে যাইতে পারে না এবং এই বিষয়ে বিচারও করে না॥ ১৬—১৯॥

ততঃ পুরন্দরঃ স্বনগরমাগত্য রাজানমদ্রাক্ষীৎ। ততো রাজ্ঞা পৃষ্টঃ, ভোঃ পুরন্দর! দেশান্তরং গচ্ছতা ত্বয়া কিমপি অপূর্ব্বং দৃষ্টম্। ততঃ পুরন্দরো বেণুবনবৃত্তান্তং রাজ্ঞে সমকথয়ৎ। তৎ কৌতুকং শ্রুত্বা রাজা তেন সহ তং নগরং গত্বা রাত্রৌ বেণুবনমধ্যে স্ত্রিয়া রোদনশব্দং শ্রুত্বা যাবদ্বনমধ্যে প্রবিশতি, তাবদতিভয়ঙ্কররূপাং রুদতীম্ অনাথাং স্ত্রিয়ং মারয়ন্তং রাক্ষসমেকমপশ্যৎ অব্রবীচ্চ, রে পাপিষ্ঠ! স্ত্রিয়মনাথাং কিমর্থং মারয়সি? রাক্ষসেনোক্তম্, তব কিমনেন বিচারেণ? স্বমাত্মমার্গেণ গচ্ছ, অন্যথা বৃথৈব মম হস্তাৎ মরিষ্যসি। ॥ ২০ ॥

তত উভয়োর্যুদ্ধং জাতম্। রাজ্ঞা স রাক্ষসো মারিতঃ। তদা সা স্ত্রী সমাগত্য রাজ্ঞঃ পাদয়োঃ পতিত্বা ভণতিস্ম, ভোঃ স্বামিন্! তব প্রসাদান্মম শাপাবসানমভূৎ, মহতো দুঃখসাগরাৎ ত্বয়াহম্ উদ্ধৃতা। রাজ্ঞা ভণিতম্, কাসি ত্বম্? তযোক্তম্, অস্মিন্নেব নগরে মহাধনসম্পন্নঃ কশ্চিৎ ব্রাহ্মণোঽভূৎ। তস্য ভার্য্যাঽহং ব্যভিচারিণী ভূত্বা তস্যোপরি প্রীতা নাসম্। তস্য মমোপরি মহাননুরাগশ্চাসীৎ। রূপাদিগর্ব্বযুতাঽহং তেন সম্ভোগার্থমাহূতাপি নাগমম্। ততো যাবজ্জীবং কামসন্তপ্তঃ স মম পতির্দেহাবসান-সময়ে মামশপৎ, কিমিতি রে দুরাচারে। যথা যাবজ্জীবং ত্বযা মম সন্তাপ উৎ-পাদিতঃ, তথৈব বেণুবনবাসী কশ্চিদতি-ভয়ঙ্কররূপো রাক্ষসো রাত্রৌ ত্বামনিচ্ছন্তীং সুরতার্থং প্রতিদিনং মারয়তু। ॥ ২১ ।

বঙ্গার্থ।—তদনন্তর পুরন্দর নিজনগরে আসিয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পুরন্দর! তুমি দেশান্তরে যাইয়া কোন অপূর্ব্ব বিষয় দেখিয়াছ কি? তখন পুরন্দর বেণুবনের বৃত্তান্ত রাজার নিকট নিবেদন করিল। সেই কৌতুক-কথা শুনিয়া রাজা তাহার সহিত সেই নগরে যাইয়া বেণু-বনমধ্যে স্ত্রীলোকের রোদন-ধ্বনি শুনিয়া যখন বনমধ্যে প্রবেশ করিতেছেন, সেই সময় দেখিলেন যে, এক রাক্ষস একটি অনাথা রমণীকে প্রহার করিতেছে এবং সেই স্ত্রীলোক অতি করুণভাবে রোদন করিতেছে। তখন রাজা রাক্ষসকে বলিলেন, ওরে পাপিষ্ঠ! তুই অনাথা স্ত্রীলোককে কেন প্রহার করিতেছিস্? রাক্ষস বলিল, তোমার সে বিচারে প্রয়োজন কি? তুমি যে পথে যাইতেছ, চলিয়া যাও, কেন বৃথা আমার হস্তে বিনষ্ট হইবে? ॥ ২০ ॥

অতঃপর রাজা ও রাক্ষস উভয়ের যুদ্ধ আরম্ভ হইল রাজা, দুষ্ট রাক্ষসকে নিহত করিলেন। তখন সেই অবলা রাজার নিকট আসিয়া চরণযুগলে পতিত হইয়া বলিল, হে প্রভো! আপনার প্রসাদে আমার শাপাবসান হইল, আপনি আমাকে মহাদুঃখ-সাগর হইতে উদ্ধার করিলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? রমণী বলিল, এই নগরে মহাধনশালী কোন ব্রাহ্মণ ছিলেন, আমি তাঁহার ভার্য্যা, ব্যভিচারিণী হও-য়াতে তাঁহার উপর আমার প্রীতি ছিল না, কিন্তু আমার প্রতি তাঁহার অতিশয় অনুরাগ ছিল। আমি এমনই রূপাদি গর্ব্বে গর্ব্বিতা যে, তিনি সম্ভোগার্থ আহ্বান করিলেও আমি তাঁহার নিকটে যাইতাম না। ইহাতে আমার পতি যাবজ্জীবন কামানলে সন্তপ্ত হইয়া দেহ ত্যাগকালে আমাকে শাপ দিলেন "রে দুঃশীলে! যেমন তুই আমাকে যাবজ্জীবন সন্তাপ প্রদান করিয়াছিস্, সেইরূপ বেণুবনবাসী কোন ভয়ঙ্কর রাক্ষস তোর অনিচ্ছা সত্ত্বেও সুরতাভিলাষে রাত্রিকালে তোকে প্রতিদিন প্রহার করিবে।" ॥ ২১ ॥

ইতি তেন শপ্তা অহম্। পুনঃ শাপাবসানং ময়া যাচিতঃ, কিমিতি, ভো নাথ! শাপস্যাবসানং দেহি। তেনোক্তম্, যদা পরোপকারী মহাধৈর্য্যসম্পন্নঃ পুরুষঃ কশ্চিৎ সমায়াতি, স তং রাক্ষসং হনিষ্যতি, তদা তৎপাদৌ নত্বা ত্বং শাপমুক্তা ভবিষ্যসি! মদীয়মিদং ধনং তস্মৈ দেহীতি মামুক্ত্বা প্রাণানত্যজৎ। অতঃ পরমহং ত্বদধীনাস্মি। ইমং ধনঘটং চ গৃহাণেতি শ্রুত্বা রাজাঽপি তং ধনঘটং তাং চ পুরন্দরবণিজে দত্ত্বা তেন সহোজ্জয়িনীমগাৎ। ॥ ২২ ॥

পুত্তলিকা ইমাং কথাং কথয়িত্বা ভোজমব্রবীৎ, ভো রাজন্! ত্বয্যেবং ধৈর্য্যমৌদার্য্যং বিদ্যতে চেৎ, তর্হ্যস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ। রাজা তূষ্ণীম্বভূব। ॥ ২৩ ॥

ইতি দ্বাদশোপাখ্যানম্।

অথ ত্রয়োদশোপাখ্যানম্

ব্রহ্মরাক্ষসোদ্ধারণম্।

পুনরন্যা পুত্তলিকা বদতি, শৃণু রাজন্! একদা বিক্রমো রাজা রাজ্যভারং মন্ত্রিবর্গে নিধায় স্বয়ং যোগিবেশেন পৃথ্বীপর্য্যটনং কর্ত্তুমুদ্যতঃ। গ্রামে একরাত্রিং নয়তি, নগরে পঞ্চরাত্রীর্গময়তি। এবং পরিভ্রমন্নেকদা নগরমেকমগমৎ। তন্নগরসমীপস্থিতে নদীতটে দেবালয় এক আসীৎ তস্মিন্ দেবালয়ে সর্ব্বে মহাজনাঃ পৌরাণিকাৎ পুরাণং শৃণ্বন্তি। রাজাপি নদ্যাং স্নাত্বা দেবালয়ং গত্বা দেবং নমস্কৃত্য মহাজনসমীপে উপবিষ্টঃ। তস্মিন্ সময়ে পৌরাণিকাঃ পুরাণবাক্যানি পঠন্তি। ॥ ১ ॥

বঙ্গার্থ।—আমি তাঁহার নিকট যে শাপাবসান প্রার্থনা করিলাম, তাহা কি বলিতেছি, নাথ! আমার শাপাবসান করিয়া দিউন। তিনি বলিলেন, "যখন পরোপকারী মহাধৈর্য্যসম্পন্ন কোন মহাপুরুষ আসিয়া সেই রাক্ষস বিনাশ করিবেন, তখন তুই তাঁহার চরণে পতিত হইলে শাপমুক্তা হইবি, আমার এই ধন তাঁহাকে দিস্, এই বলিয়া তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। এক্ষণে আমি আপনার শরণাগতা অধীনা; এই ধনকুম্ভ গ্রহণ করুন্। ইহা শুনিয়া রাজা সেই ধনকুম্ভ ও সেই স্ত্রীকে পুরন্দর বণিকের হাতে সমর্পণ করিয়া তাহাদের সহিত উজ্জয়িনী গমন করিলেন ॥ ২২ ॥

পুত্তলিকা এই কথা বলিয়া ভোজরাজকে বলিল, রাজন্! আপনাতে যদি এইরূপ ধৈর্য্য ও ঔদার্য্যাদি গুণ থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।

রাজা মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন ॥ ২৩ ॥

বঙ্গার্থ।—পুনর্ব্বার অন্য পুত্তলিকা বলিল, রাজন্! শ্রবণ করুন্। এক দিন রাজা বিক্রমাদিত্য মন্ত্রিবর্গের উপর রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া স্বয়ং যোগিবেশে পৃথিবী-পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইলেন। গ্রামে এক রাত্রি এবং নগরে পাঁচ রাত্রি যাপন করিতে লাগিলেন। এইরূপে পরিভ্রমণ করিতে করিতে এক দিন কোন এক নগরে গমন করিলেন, সেই নগরের নিকটস্থিত নদীতটে একটি দেবালয় ছিল। সেই দেবালয়ে মহদ্-ব্যক্তিগণ পুরাণবক্তার নিকট হইতে নিত্য পুরাণ শ্রবণ করিতেন। রাজাও নদীতে স্নান করিয়া দেবালয়ে গমন পূর্ব্বক দেবতাকে নমস্কার করিয়া মহাজনের সন্নিধানে উপবেশন করিলেন। সেই সময়ে পৌরাণিকগণ পুরাণপাঠ আরম্ভ করিয়াছেন ॥ ১ ॥

ইতি দ্বাদশোপাখ্যান

অনিত্যানি শরীরাণি বিভবো নৈব শাশ্বতঃ। নিত্যং সন্নিহিতো মৃত্যুঃ কর্ত্তব্যো ধর্ম্মসংগ্রহঃ ॥ ২ ॥
শ্রূয়তাং ধর্ম্মসর্ব্বস্বং যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ। পরোপকারঃ পুণ্যায় পাপায় পরপীড়নম্ ॥ ৩ ॥
যো দুঃখিতানি ভূতানি দৃষ্ট্বা ভবতি দুঃখিতঃ। সুখিতানি সুখী বাঽপি স ধর্ম্মং বেদ নৈষ্ঠিকম্ ॥ ৪ ॥
জানে ভূয়াংস্ততো ধর্ম্মঃ কশ্চিন্নান্যোঽস্তি দেহিনঃ। প্রাণিনাং ভয়ভীতানামভয়ং যৎ প্রযচ্ছতি ॥ ৫ ॥
বরমেকস্য ত্রস্তস্য প্রদাতুর্জীবিতং ফলম্। ন চ বিপ্রসহস্রেভ্যো গোসহস্রং ফলং লভেৎ ॥ ৬ ॥
অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো যো দদাতি দয়াপরঃ। তস্য পুণ্যস্য কল্পান্তে ক্ষয় এব ন বিদ্যতে ॥ ৭ ॥
হেমধেনুধরাদীনাং দাতারঃ সুলভা ভুবি। দুর্ল্লভঃ পুরুষো লোকে সর্ব্বজীবে দয়াপরঃ ॥ ৮ ॥
মহতামপি যজ্ঞানাং কালেন ক্ষীয়তে ফলম্। অথাভয়প্রদানস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥ ৯ ॥

অন্বয় ঃ—শরীরাণি অনিত্যানি, বিভবঃ (ঐশ্বর্য্যম্) শাশ্বতঃ (চিরস্থায়ী) ন এব, মৃত্যুঃ (মরণম্) নিত্যং (সদা) সন্নিহিতঃ। অতঃ ধর্ম্মসংগ্রহঃ (ধর্ম্মোপার্জ্জনম্) কর্ত্তব্যঃ ॥ ২ ॥

গ্রন্থকোটিভিঃ যৎ উক্তং (উপদিষ্টম্) তৎ ধর্ম্মসর্ব্বস্বম্ (ধর্ম্মস্য সারভূতম্) শ্রূয়তাম্। পরোপকারঃ পুণ্যায়, পর-পীড়নম্ পাপায় (কল্পতে ইতি শেষঃ) ॥ ৩ ॥

যঃ দুঃখিতানি ভূতানি (প্রাণিনঃ) দৃষ্ট্বা দুঃখিতঃ ভবতি, বা সুখিতানি দৃষ্ট্বা সুখী অপি ভবতি, স এব নৈষ্ঠিকং (সনাতনম্) ধর্ম্মং বেদ (জানাতি) ॥ ৪ ॥

যঃ ভয়ভীতানাং প্রাণিনাম্ অভয়ং প্রযচ্ছতি, ততঃ অন্যঃ (অভয়দানাৎ) ভূয়ান্ (অধিকতরঃ) কশ্চিদ্ ধর্ম্মঃ ন অস্তি ইত্যহং জানে (মম মতমেতৎ) ॥ ৫ ॥

ত্রস্তস্য (ভীতস্য) একস্য (অপি) জীবিতং প্রদাতুঃ (জীবনরক্ষিণঃ জনস্য) ফলম্ (পারত্রিকং) বরং (শ্রেষ্ঠম্) পরন্তু বিপ্রসহস্রেভ্যঃ গোসহস্রং প্রদাতা তাদৃশং ফলং ন লভেৎ ॥ ৬ ॥

যঃ দয়াপরঃ সন্ সর্ব্বভূতেভ্যঃ অভয়ং দদাতি, তস্য পুণ্যস্য কল্পান্তে (যুগাবসানেঽপি) ক্ষয়ঃ (নাশঃ) এব ন বিদ্যতে ॥ ৭ ॥

হেমধেনুধরাদীনাং দাতারঃ (সুবর্ণদাতারঃ গোদান-কারিণঃ পৃথিবীপ্রদাশ্চ) ভুবি সুলভাঃ, কিন্তু সর্ব্বজীবে দয়াপরঃ পুরুষঃ লোকে (জগতি) দুর্ল্লভঃ ॥ ৮ ॥

মহতাম্ যজ্ঞানাম্ অপি ফলম্ কালেন ক্ষীয়তে অথ (কিন্তু) এতে যজ্ঞাঃ অভয়প্রদানস্য ষোড়শীং কলাম্ ন অর্হন্তি (ষোড়শভাগযোগ্যা অপি ন ভবন্তি) ॥ ৯ ॥

বঙ্গার্থ ঃ—তাঁহারা বলিতেছেন, শরীর অনিত্য, বিভব সমস্ত চিরস্থায়ী নয়, মৃত্যু নিত্যই সন্নিহিত রহিয়াছে, অতএব ধর্ম্ম-সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। কোটি কোটি গ্রন্থে যাহা উক্ত হইয়াছে, সেই ধর্ম্মের সার কথা শ্রবণ কর। পরোপকার পুণ্যের কারণ, এবং পরপীড়ন পাপের নিমিত্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি দুঃখিত জীব দেখিলে দুঃখী ও সুখী দেখিলে সুখী হন, সেই ব্যক্তি সনাতন ধর্ম্মের তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন। যে ব্যক্তি ভয়ভীত ব্যক্তিদিগকে অভয় প্রদান করে, আমি বিশেষ জানি যে, তাহার সেই ধর্ম্ম অপেক্ষা জীবের উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। একটি ভীত ব্যক্তিকে অভয় দিয়া জীবন-দান করিলে যে ফল, সহস্র বিপ্রকে গোদান করিলেও সেইরূপ ফললাভ হয় না। যে ব্যক্তি দয়াপরবশ হইয়া সমস্ত জীবকেই অভয় প্রদান করে, কল্পান্তকালেও তাহার পুণ্যের ক্ষয় হয় না। সুবর্ণ, ধেনু, ভূমি প্রভৃতির দাতা পৃথিবীতে সুলভ, কিন্তু সর্ব্বজীবের প্রতি দয়াবান্ পুরুষ সংসারে দুর্লভ জানিও। মহা-মহা-যজ্ঞ-সমূহের ফল কালবশে ক্ষয় পাইয়া থাকে, সুতরাং ঐ ফল অভয়-প্রদানজনিত ফলের ষোড়শাংশের একাংশও হইবে না ॥ ২—৯ ॥

চতুঃসাগরপর্য্যন্তাং যো দদ্যাদ্বসুধামিমাম্। যশ্চাভয়ং চ ভূতেভ্যস্তয়োরভয়দোঽধিকঃ ॥ ১০ ॥
অধ্রুবেণ শরীরেণ প্রতিক্ষণবিনাশিনা। ধ্রুবং যো নার্জ্জয়েৎ ধর্ম্মং স শোচ্যো মূঢ়চেতনঃ ॥ ১১ ॥
যদি প্রাণ্যুপকারায় দেহোঽয়ং নোপযুজ্যতে। ততঃ কিং জন্মনা ব্রূহি বৃথৈব ক্রিয়তে নৃভিঃ ॥ ১২ ॥
একতঃ ক্রতবঃ সর্ব্বে সমগ্রবরদক্ষিণাঃ। একতো ভয়ভীতস্য প্রাণিনঃ প্রাণরক্ষণম্ ॥ ১৩ ॥

এবং পুরাণকথনসময়ে কশ্চিদ্বৃদ্ধো ব্রাহ্মণঃ পত্ন্যা সহ নদীমুত্তরন্ মহাপূরেণ নীয়মানো হাহাকারং কুর্ব্বন্ নদীমধ্যে মহাজনান্ প্রতি বদতি—ভো ভো মহাজনাঃ! ধাবধ্বং ধাবধ্বম্, বৃদ্ধঃ সপত্নীকো ব্রাহ্মণোঽহং নদীপ্রবাহেণ বলাৎ নীয়মানঃ। কোঽপি সত্ত্বাধিকো ধার্ম্মিকঃ মম সপত্নীকস্য জীবনদানং দদাতু। জলেনোহ্যমানস্য দীনধ্বনিং শ্রুত্বা মহাজনাঃ সর্ব্বেঽপি সকৌতুকং পশ্যন্তি। পরং ন কোঽপি নদীমধ্যে প্রবিশ্য প্রবাহাদপনেতুং তস্যাভয়ং প্রযচ্ছতি ॥ ১৪ ॥

ততো বিক্রমো রাজা মা ভৈষীরিতি তস্যাভয়ং দত্ত্বা নদীমধ্যে প্রবিশ্য পত্ন্যা সহ তং ব্রাহ্মণং মহাপূরাদাকৃষ্য তটমানীতবান্। ব্রাহ্মণোঽপি স্বস্থঃ সন্ রাজানমবদৎ, ভো মহাসত্ত্ব! মমৈতচ্ছরীরং পূর্ব্বং মাতাপিতৃভ্যামুৎপাদিতম্ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ চতুঃসাগরপর্য্যন্তাম্ (চতুর্ভিঃ সাগরৈঃ বেষ্টিতাম্) ইমাম্ বসুধাং দদ্যাৎ, তথা যঃ চ ভূতেভ্যঃ অভয়ং দদ্যাৎ তয়োঃ (উভয়োর্ম্মধ্যে) অভয়দঃ (লোকাভয়দায়ী) অধিকঃ (প্রশস্যতরঃ) ॥ ১০ ॥

যঃ প্রতিক্ষণবিনাশিনা (প্রতিক্ষণমেব নশ্বরেণ) অতএব অধ্রুবেণ (অস্থায়িনা) শরীরেণ ধ্রুবং (শাশ্বতম্) ধর্ম্মং ন অর্জ্জয়েৎ, সঃ মূঢ়চেতনঃ (মূর্খঃ) শোচ্যঃ (করুণাপাত্রম্) ॥ ১১ ॥

যদি অয়ং দেহঃ (মাংসপিণ্ডঃ) প্রাণ্যুপকারায় (জনহিতার্থং) ন উপযুজ্যতে (ন যোগ্যঃ ভবতি) ততঃ (তর্হি) ব্রূহি ভোঃ! নৃভিঃ (মনুষ্যৈঃ) বৃথৈব (নিষ্ফলেন) জন্মনা কিং ক্রিয়তে (কিম্ অর্জ্জ্যতে? ন কিমপি ইত্যর্থঃ) ॥ ১২ ॥

সমগ্রবরদক্ষিণাঃ (যাবদ্-বিহিত-প্রধানদক্ষিণা-সমন্বিতাঃ) সর্ব্বে ক্রতবঃ (যজ্ঞাঃ) একতঃ। একতঃ (অন্যতঃ) ভয়ভীতস্য প্রাণিনঃ প্রাণরক্ষণম্। তাদৃশবরদক্ষিণান্বিত-সর্ব্ববিধৈঃ যজ্ঞৈঃ সমানম্ বিপন্নজীব রক্ষণম্ (তুল্যধ্বতম্ ইতি ভাবঃ) ॥ ১৩ ॥

বঙ্গার্থ।—"যে ব্যক্তি চতুঃ-সাগর-বেষ্টিত এই পৃথিবী দান করে, তাহা অপেক্ষা অভয়প্রদ ব্যক্তির ফল অধিকতর, যে মানব প্রতিক্ষণে বিনাশশীল এই অনিত্যশরীর দ্বারা শাশ্বত ধর্ম্ম উপার্জ্জন না করে, সেই মূঢ় ব্যক্তির জন্য সাধুগণ দুঃখ করিয়া থাকেন। যদি প্রাণিগণের নিমিত্ত এই দেহ নিয়োজিত করা না হয়, তবে বৃথা নরদেহ ধারণ করিয়া আর কি উপকার করিবে? যে যে যজ্ঞের দক্ষিণা অধিকতর, এক দিকে সেই সমস্ত যজ্ঞ এবং অপর দিকে ভয়ভীত প্রাণীর প্রাণরক্ষা, ইহাদের তুলনা করিলে উভয়ই সমান হইবে।" এইরূপ পুরাণকীর্ত্তন হইতেছে, এমন সময়ে কোন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পত্নীর সহিত নদীপার হইতে যাইয়া নৌকা জলমগ্ন হওয়ায় স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিলেন, তখন তিনি হাহাকার করিতে করিতে মহাজনদিগকে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন, 'হে মহাজনগণ! শীঘ্র আসুন্! শীঘ্র আসুন! আমি ব্রাহ্মণ, পত্নীর সহিত নদীর প্রবাহে ভাসিয়া যাইতেছি। কোন মহাবলবান্ ধার্ম্মিক পুরুষ পত্নীর সহিত আমার জীবনদান করুন।' জলস্রোতে নীয়মান সেই ব্রাহ্মণের আর্ত্তনাদ শুনিয়াও মহাজনগণ কৌতুকী হইয়া ঐ ব্যাপার দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই নদীমধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রবাহ হইতে উদ্ধারের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে অভয়দান করিলেন না ॥ ১০-১৪ ॥

তদনন্তর বিক্রমাদিত্য রাজা 'মা ভৈষীঃ' শব্দে তাঁহাকে অভয়প্রদান পূর্ব্বক সহসা নদীমধ্যে প্রবেশ করিয়া পত্নীর সহিত সেই ব্রাহ্মণকে মহাপ্রবাহ হইতে আকর্ষণ পূর্ব্বক তটে আনয়ন করিলেন। ব্রাহ্মণও সুস্থ হইয়া রাজাকে বলিলেন, হে সত্ত্ববান্ পুরুষ! আমার এই শরীর পূর্ব্বে পিতা-মাতা কর্ত্তৃক উৎপাদিত হইয়াছে ॥ ১৫ ॥

ইদানীং ত্বৎসকাশাৎ দ্বিতীয়ং জন্ম প্রাপ্তম্। অতঃ প্রাণদানান্মহোপকারিণস্তব কিমপি প্রত্যুপকারং ন করিষ্যামি চেত্তর্হি মম জীবিতং ব্যর্থং স্যাৎ। তস্মাৎ গোদাবর্য্যাদকমধ্যে দ্বাদশবর্ষপর্য্যন্তং মন্ত্রজপস্য পুণ্যং তুভ্যং দীয়তে। অন্যচ্চ।—যৎ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিনা কিমপি সুকৃতমুপার্জ্জিতমস্তি তৎ সর্ব্বং গৃহাণেত্যুক্ত্বা তৎ পুণ্যং রাজ্ঞে সমর্প্যাশিষং দত্ত্বা পত্ন্যা সহ নিজস্থানং গতঃ। ॥ ১৬ ॥

তস্মিন্ সময়ে অতিভয়ঙ্কররূপঃ কশ্চিৎ ব্রহ্মরাক্ষসো রাজসমীপমাগতঃ। রাজাপি তং দৃষ্ট্বা অবদৎ, ভো মহাসত্ত্ব! কোঽসি ত্বম্। তেনোক্তম্, অহমত্রৈব নগরে ব্রাহ্মণঃ কশ্চিৎ সর্ব্বদা দুষ্প্রতিগ্রহজীবী অযাজ্যযাজকশ্চ তথাবিধোঽপি গুরূন্ বৃদ্ধান্ সাধূন্ মহতশ্চ দূষয়ামি। তস্মাৎ পাতকবশাৎ অস্মিন্ অশ্বত্থপাদপে ব্রহ্মরাক্ষসো ভূত্বা অত্যন্ত দুঃখিতো দশবর্ষসহস্রং তিষ্ঠামি। অদ্য ভবতঃ প্রসাদাদুত্তীর্ণো ভবিষ্যামি। ॥ ১৭

ইতি তদ্বাক্যং শ্রুত্বা রাজ্ঞা তদৈব তৎপুণ্যং তস্মৈ দত্তম্ সোঽপি তেন পুণ্যেন তস্মাৎ কর্ম্মণো মুক্তো দিব্যরূপধরঃ সন্ রাজানং স্তুত্বা স্বর্গং জগাম। রাজাপি স্বনগরমগমৎ। ১৮ ॥

ইতি কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা ভোজমবদৎ যদ্যেবং পরোপকারো ধৈর্য্যমৌদার্য্যং চেৎ বিদ্যতে তর্হ্যস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ। রাজাপ্যধোমুখো বভূব।

ইতি ত্রয়োদশোপাখ্যানম্।

বঙ্গার্থ।—কিন্তু এক্ষণে আপনার নিকট হইতে দ্বিতীয়বার জন্ম প্রাপ্ত হইলাম ; অতএব আপনি প্রাণদানহেতু আমার মহোপকারী। আমি যদি এই মহোপকারের কিছুমাত্রও প্রত্যুপকার না করি, তবে আমার জীবনই ব্যর্থ। অতএব গোদাবরী নদীর বারিমধ্যে দ্বাদশ বৎসর মন্ত্র জপ করিয়া আমি যে পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছি, তাহা আপনাকে প্রদান করিলাম। আর, কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণব্রতাদি দ্বারাও যে কিছু পুণ্য উপার্জ্জন করিয়াছি, তৎসমুদায়ও গ্রহণ করুন্। এই বলিয়া সেই সমস্ত পুণ্য রাজাকে সমর্পণ পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ দিয়া পত্নীর সহিত নিজ স্থানে গমন করিলেন ॥ ১৬ ॥

ঠিক সেই সময়ে এক অতি ভয়ঙ্কর ব্রহ্মরাক্ষস রাজার নিকটে উপস্থিত হইল। রাজাও তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, হে মহাসত্ত্ব! তুমি কে? সে বলিল, আমি এই নগরে এক ব্রাহ্মণ ছিলাম, নিয়তই নিন্দনীয় দান গ্রহণ এবং অযাজ্যযাজন দ্বারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ হইত। এইরূপ অবস্থায়ও সর্ব্বদা গুরু, বৃদ্ধ, সাধু ও মহদ্ব্যক্তিগণের নিন্দা করাই আমার কার্য্য ছিল। সেই পাপবশে আমি এক অশ্বত্থবৃক্ষে ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া অত্যন্ত কষ্টে দশ সহস্র বৎসর অবস্থিতি করিতেছি। অদ্য আপনার প্রসাদে সেই পাপসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইব, তাহার এই বাক্য শুনিয়া রাজা তাহাকে ব্রাহ্মণপ্রদত্ত সেই সমস্ত পুণ্যই প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণ সেই পুণ্য দ্বারা স্বকৃত সকল পাপকর্ম্ম হইতে মুক্ত হইয়া দিব্যরূপ ধারণ পূর্ব্বক রাজাকে স্তুতি করিতে করিতে স্বর্গে গমন করিলেন। রাজাও নিজনগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ॥ ১৭-১৮ ॥

এই কথা বলিয়া পুত্তলিকা ভোজরাজকে বলিল, রাজন্! যদি আপনাতে এইরূপ পরোপকার, ধৈর্য্য ও ঔদার্য্যাদি গুণ বিদ্যমান থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন্। রাজা অধোমুখ হইয়া রহিলেন ॥ ১৯॥

ইতি ত্রয়োদশোপাখ্যান সমাপ্ত

চতুর্দ্দশোপাখ্যানম্

কাশ্মীর-লিঙ্গ-দানম্।

পুনরন্যা পুত্তলিকাব্রবীৎ। একদা বিক্রমাদিত্যো রাজা পৃথ্বীতলে কস্মিন্ স্থানে কিমাশ্চর্য্যং কে চ সন্তঃ কিং তীর্থং কা বা দেবতাস্তীতি বিলোকয়ন্ স্বয়ং যোগিবেশেন পরিভ্রমন্নগরমেকমগমৎ। তৎসমীপে তপোবনমেকম্ অস্তি। তস্মিংস্তপোবনে জগদম্বিকায়াঃ মহান্ প্রাসাদোঽভূৎ। তৎসমীপে নদী বহতি। রাজাপি নদ্যাং স্নাত্বা দেবতাং নমস্কৃত্য তত্র দেবালয়ে উপবিষ্টো, যাবৎ পশ্যতি, তাবৎ অবধূতসারো নাম কশ্চিদ্‌যোগী তত্র সমাগতঃ। সুখী চেত্যুক্তঃ তেন সহ তত্র দেবালয়ে উপবিষ্টঃ। যোগিনোক্তম্, কুতঃ সমাগতো ভবান্? রাজ্ঞোক্তম্, মার্গস্থোঽহং কোঽপি তীর্থযাত্রিকঃ। যোগিনোক্তম্, ত্বং বিক্রমাদিত্যো রাজা ননু, ময়া একদা উজ্জয়িন্যাং দৃষ্টোঽসি অতোঽহং জানামি। কিমর্থম্ আগতোঽসি? রাজাব্রবীৎ, ভো! যোগিরাজ! মম মনসি এবম্ ইচ্ছা বর্ত্ততে পৃথ্বীপর্য্যটনেন কিমপ্যাশ্চর্য্যং বিলোকনীযমিতি, তথা সতাং সন্দর্শনমপি ভবিষ্যতি। অবধূতসারোঽব্রবীৎ, ভো রাজন্! ত্বং ত্বাদৃশঃ বিচক্ষণোঽপি প্রমত্তঃ সন্ দেশান্তরে আগতোঽসি। রাজ্যমধ্যে বিপ্লবশ্চেদ্ভবিষ্যতি তদা কিং করিষ্যসি? ॥ ১ ॥

রাজ্ঞোক্তম্, অহং সর্ব্বমপি রাজ্যভারং মন্ত্রিহস্তে নিধায় সমাগতোঽস্মি। ॥ ২ ॥

যোগিনোক্তম্, রাজন্! তথাপি ত্বয়া নীতিশাস্ত্রবিরোধঃ কৃতঃ। ॥ ৩ ॥

বঙ্গার্থ।—পুনর্ব্বার অন্য পুত্তলিকা বলিল, এক দিন বিক্রমাদিত্য রাজা মনে করিলেন যে, পৃথিবীতলে কোন্ স্থানে কিরূপ আশ্চর্য্য বিষয় আছে এবং কিরূপ সাধুপুরুষ, তীর্থ ও দেবতা আছে, তাহা দর্শন করিব। এই ভাবিয়া তিনি যোগিবেশে পরিভ্রমণ করিতে করিতে এক নগরে উপস্থিত হইলেন। সেই নগরের নিকটে এক তপোবন আছে, তাহার মধ্যে জগদম্বিকার এক সুবৃহৎ প্রাসাদ বর্ত্তমান ও তাহার নিকট দিব্য একটি নদী বহিতেছিল। রাজা ঐ নদীতে স্নান ও দেবতাকে নমস্কার করিয়া সেই দেবালয়ে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় দেখেন যে, অবধূতসার নামক এক যোগী তথায় উপস্থিত হইলেন এবং রাজাকে কুশলপ্রশ্ন করিলে তিনি সুখী বলিয়া যোগীর সহিত দেবালয়ে উপবিষ্ট হইলেন। তখন যোগিবর বলিলেন, আপনি কোথা হইতে আসিয়াছেন? রাজা বলিলেন, আমি পথিক, তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইয়াছি। যোগী বলিলেন, আপনি বিক্রমাদিত্য রাজা, মনে হয়, এক দিন আমি আপনাকে উজ্জয়িনীতে দেখিয়াছি; এই হেতু আপনাকে চিনিতে পারিলাম। এক্ষণে এখানে কি জন্য আসিয়াছেন? রাজা বলিলেন, হে যোগিবর! আমার মনে এইরূপ বাসনা হইয়াছে যে, পৃথিবীপর্য্যটন দ্বারা কোন আশ্চর্য্য দর্শন করি, তাহাতে সজ্জনগণের দর্শনও হইবে। অবধূতসার বলিলেন, রাজন্! আপনি এরূপ বিচক্ষণ হইয়াও প্রমত্তভাবে বিদেশে আগমন করিয়াছেন, রাজ্যমধ্যে যদি বিদ্রোহ ঘটে, তবে আপনি কি করিবেন? রাজা বলিলেন, আমি সমস্ত রাজ্যভার মন্ত্রিহস্তে ন্যস্ত করিয়া আসিয়াছি। যোগী বলিলেন, রাজন্। তাহা হউক, আপনি নীতি-শাস্ত্রের বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছেন ॥ ১-৩ ॥

উক্তঞ্চ—

নিযোগিহস্তার্পিতরাজ্যভারাস্তিষ্ঠন্তি যে শৈলবিহারসারাঃ।
বিড়ালবৃন্দাহিতদুগ্ধকুম্ভাঃ স্বপন্তি তে মূঢধিয়ঃ ক্ষিতীন্দ্রাঃ॥ ॥ ৪ ॥

অন্যচ্চ—রাজ্যঞ্চ স্ববংশাগতমিতি নোপেক্ষণীয়ং পুনঃ সুদৃঢম্ কর্ত্তব্যম্। ॥ ৫ ॥

কৃষির্বিদ্যা বণিগ্‌ভার্য্যা স্বধনং রাজ্যসম্পদঃ। সুদৃঢং চৈব কর্ত্তব্যং কৃষ্ণসর্পমুখং যথা॥ ॥ ৬ ॥

তচ্ছ্রুত্বা রাজা ভণতি, যোগিন! সর্ব্বমেতদনর্থকম, অত্র দৈববলমেব বলবৎ। সুদৃঢীকৃতে সর্ব্বসামগ্রীসহিতেঽপি রাজ্যে পৌরুষযুক্তোঽপি পুরুষো দৈববৈমুখ্যাৎ পরাভবং প্রাপ্নোতি। ॥ ৭ ॥

তদুক্তম—

নেতা যস্য বৃহস্পতিঃ প্রহরণং বজ্রং সুরাঃ সৈনিকাঃ
স্বর্গো দুর্গমনুগ্রহঃ খলু হরেরৈরাবতো বাহনঃ।
ইত্যাশ্চর্য্যবলান্বিতোঽপি বলভিদ ভগ্নঃ পরৈঃ সঙ্গরে
তদব্যক্তং ননু দৈবমেব শরণং ধিগ্‌ধিগ্‌বৃথা পৌরুষম্॥ ॥ ৮ ॥

অন্বয় ঃ—যে ক্ষিতীন্দ্রাঃ নিয়োগিহস্তার্পিতরাজ্যভারাঃ (কর্ম্মণি নিযুক্তানামমাত্যাদীনাম্ হস্তে রাজ্যপালনভার মর্পিতবন্তঃ তাদৃশাঃ) সন্তঃ শৈলবিহারসারাঃ (কেবলং শৈলেষু বিহরন্তি ইত্যর্থঃ) তে মূঢধিয়ঃ (নির্ব্বিবেকাঃ) ক্ষিতীন্দ্রাঃ (রাজানঃ) বিড়ালবৃন্দাহিতদুগ্ধকুম্ভাঃ (বিড়ালেষু দুগ্ধকুম্ভং রক্ষণার্থং নিধায় ইত্যর্থঃ) স্বপন্তি (নিদ্রাং যান্তি) (বিড়ালহস্তে দুগ্ধকুম্ভরক্ষণভার সমর্প্য নিদ্রালাভবৎ রাজ্যলোলুপেষু অমাত্যাদিষু রাজ্যমারোপ্য নৃপতীনাং সুখেন কালযাপনম্ দুষ্পরিণামমিতি ভাবঃ)॥ ৪ ॥

কৃষিঃ, বিদ্যা, বণিক্, ভার্য্যা, স্বধনম্, রাজ্যসম্পদঃ এতৎ সর্ব্বং কৃষ্ণসর্পমুখং যথা সুদৃঢম্ এব (সংযতম্) কর্ত্তব্যম্, (অন্যথা হানিশঙ্কা স্যাৎ)॥ ৬ ॥

যস্য (মহেন্দ্রস্য) বৃহস্পতিঃ (সুরগুরুঃ) নেতা (সদসদুপদেষ্টা পরিচালকঃ) বজ্রম্ প্রহরণম্ (আয়ুধম্) সুরাঃ সৈনিকাঃ, স্বর্গঃ দুর্গম (শত্রুভির্দ্দুষ্পধর্ষমাত্মগোপনস্থানম্) হরেঃ (বিষ্ণোঃ) খলু অনুগ্রহঃ (প্রসাদঃ ইন্দ্রে ইতি শেষঃ), ঐরাবতঃ বাহনঃ, ইতি আশ্চর্য্য বলান্বিতঃ (এবং লোকোত্তরসাধনসমন্বিতঃ) অপি বলভিৎ (ইন্দ্রঃ) সঙ্গরে (যুদ্ধে) পরৈঃ (শত্রুভিঃ দৈত্যৈরিত্যর্থঃ) ভগ্নঃ (পরাজিতঃ), তৎ (তস্মাৎ) ননু (ভোঃ) ব্যক্তং (নূনং) দৈবমেব শরণম, পৌরুষম্ বৃথা, ধিক্ ধিক্ (পৌরুষম্ ইতি শেষঃ)॥ ৮ ॥

বঙ্গার্থ ঃ—উক্ত আছে যে, যাহারা কর্ম্মচারীর উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া শৈলবিহারে নিরত হন, সেই মূঢবুদ্ধি রাজগণ, বিড়ালসমূহের নিকট দুগ্ধকুম্ভ রাখিয়া নিদ্রিত হইয়া থাকেন। আর, রাজ্য নিজ বংশপরম্পরাগত হইলেও উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নয়, পুনর্ব্বার সুদৃঢ করা কর্ত্তব্য। যেহেতু কৃষিকার্য্য, বিদ্যা, বণিক্, ভার্য্যা, নিজধন ও রাজ্যসম্পদ্ কৃষ্ণসর্পের মুখের ন্যায় সুদৃঢভাবে রক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য॥ ৪-৬ ॥

তাহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, যাহা বলিতেছেন, এ সমস্তই নিরর্থক, দৈবই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়া থাকে। কেন না, রাজ্য রক্ষা করিতে যে সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী আবশ্যক, তাহা দ্বারা সুদৃঢভাবে রক্ষা করিলেও পৌরুষান্বিত পুরুষ প্রতিকূল দৈববশে পরাভব প্রাপ্ত হয়। উক্ত আছে যে, বৃহস্পতি যাঁহার নায়ক, বজ্র যাঁহার অস্ত্র, সুরগণ যাঁহার সৈনিক, স্বর্গভূমি যাঁহার দুর্গ, যাঁহার প্রতি হরির অনুগ্রহ, ঐরাবত যাঁহার বাহন, এইরূপ অসাধারণ বল-সমন্বিত হইয়াও দেবরাজ ইন্দ্র বলবান্ শত্রুগণের সমরে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করেন, অতএব স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, দৈবই জীবের আশ্রয়, পুরুষকারকে ধিক্, তাহা সর্ব্বথাই বৃথা হইয়া থাকে॥ ৭-৮ ॥

তথাচ—

নৈবাকৃতিঃ ফলতি নৈব কুলং ন শীলং বিদ্যাঽপি নৈব ন চ যত্নকৃতাঽপি সেবা।
ভাগ্যানি পূর্ব্বতপসা খলু সঞ্চিতানি কালে ফলন্তি পুরুষস্য যথৈব বৃক্ষাঃ॥ ॥ ৯ ॥

যেনাখণ্ডল-দন্তি-দন্তকুমুদান্যাকুঞ্চিতান্যাহবে
ধারা যত্র পিনাকপাণিপরশোরাকুঞ্চিতাস্ত্যাহতা।
তদ্বক্ষোঽথ নৃসিংহপাণিকরজৈর্দীর্ণং হি যৎ সাম্প্রতং
দৈবে দুর্ব্বলতাং গতে তৃণমপি প্রায়েণ বজ্রায়তে॥ ॥ ১০ ॥

বটবৃক্ষস্থিতা যক্ষা দদতীহ হরন্তি চ। অক্ষান্ পাতয় কল্যাণি। যদ্ভাব্যং তদ্ভবিষ্যতি॥ ॥ ১১ ॥

যোগিনোক্তম্, কথমেতৎ। রাজাঽব্রবীৎ, অস্তি উত্তরদেশে নদীপর্ব্বতবর্দ্ধনং নাম নগরম্। তত্র রাজশেখরো নাম রাজা রাজ্যভারং করোতি স্ম। স দেবদ্বিজপরায়ণোঽতীবধার্ম্মিকঃ। একদা তস্য দায়াদাঃ সর্ব্বে সমাগত্য তেন সহ বিগৃহ্য রাজ্যং গৃহীত্বা সপত্নীকং তং নগরাৎ নিরাসিষুঃ। ॥ ১২ ॥

অন্বয় ঃ—আকৃতিঃ (সুদর্শনতা) কুলং শীলম্ (সৎস্বভাবশ্চ) ন এব ফলতি, বিদ্যা অপি ন এব, যত্নকৃতা সেবা (আনুগত্যম্) অপি চ ন ফলতি (ন সমুন্নতেঃ কারণম্ ভবতি) কিন্তু পূর্ব্ব-তপসা সঞ্চিতানি ভাগ্যানি (প্রাক্তন-সৎকর্ম্মার্জ্জিত-পুণ্যানি এব) বৃক্ষাঃ যথা (ইব) কালে (যথাকালং) ফলন্তি॥ ৯ ॥

যেন (হিরণ্যকশিপুবক্ষসা) আহবে (যুদ্ধে) আখণ্ডল-দন্তিদন্ত-কুমুদানি (আখণ্ডলস্য ইন্দ্রস্য যো দন্তী ঐরাবতঃ তস্য দন্তাঃ কুমুদানীব) আকুঞ্চিতানি (কুমুদনালবৎ অনায়াসেন বক্রীকৃতানি) যত্র (বক্ষসি) পিনাকপাণিপরশোঃ (মহাদেবেন আহত্যর্থং ক্ষিপ্তস্য পরশোঃ) ধারা (অগ্রভাগঃ) আহতা সতী আকুঞ্চিতা অস্তি, তদ্বক্ষঃ নৃসিংহপাণিকরজৈঃ (নৃসিংহস্য তদ্রূপিণো বিষ্ণোঃ পাণ্যোঃ যে করজাঃ নখাঃ তৈঃ) দীর্ণম্, ইতি যৎ সাম্প্রতম্ তৎ (যুক্তিযুক্তম্)। তথাহি দৈবে (শুভাদৃষ্টে) দুর্ব্বলতাং গতে (ক্ষীণে) সতি তৃণমপি বজ্রায়তে (বজ্রমিব আচরতি)॥ ১০ ॥

ইহ (অস্মিন্ বিষয়ে) বটবৃক্ষস্থিতাঃ যক্ষাঃ (দেবযোনি-বিশেষাঃ) দদতি (ধনম্ ইতি শেষঃ) হরন্তি চ। অতঃ হে কল্যাণি! অক্ষান্ পাতয় (নিরুদ্বেগেন পাশকৈর্দীব্য) যদ্ভাব্যং (ভবিতব্যং), তৎ ভবিষ্যতি॥ ১১ ॥

বঙ্গার্থ।—আরও দেখুন, সুন্দর বা সুদৃঢ় আকৃতি এবং কুল বা শীল অথবা বিদ্যা এবং যত্নকৃত সেবা এই সকলের কিছুই সফল হয় না, কেবল পুরুষের পূর্ব্ব-কালের তপস্যা-সঞ্চিত ভাগ্য সমুদায়ই বৃক্ষের ন্যায় যথা-কালে ফলদায়ক হইয়া থাকে। দেখা যায়, যুদ্ধস্থলে যে হিরণ্যকশিপুর বক্ষেতে ইন্দ্রহস্তীর দন্তকুমুদ আকুঞ্চিত হইয়াছিল এবং যাহাতে পিনাকপাণির পরশুধারা প্রতি-হত হইয়া কুণ্ঠিত হইয়াছিল, সেই বক্ষঃস্থল নৃসিংহদেবের নখর দ্বারা বিদীর্ণ হইয়া গেল। অতএব দৈব দুর্ব্বল হইলে প্রায়ই তৃণও যে বজ্রতুল্য হইয়া থাকে, ইহা সত্য কথা। "বটবৃক্ষস্থিত যক্ষগণ যাহা দিয়াছেন, তাহাই হরণ করিতেছেন, অতএব হে কল্যাণি! তুমি পাশক্রীড়ার ঘুঁটি পাতিত কর; যাহা ভবিতব্য, তাহা অবশ্যই হইবে" ॥৯-১১॥

যোগী বলিলেন, ইহা কি প্রকার? রাজা বলিলেন, উত্তরদেশে নদীপর্ব্বতবর্দ্ধন নামে এক নগর আছে। সেখানে রাজশেখর নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। তিনি দেব-দ্বিজে ভক্তিমান্ ও অত্যন্ত ধার্ম্মিক ছিলেন। এক সময়ে তাঁহার জ্ঞাতিগণ সকলে একত্র হইয়া তাঁহার সহিত বিগ্রহ করিল এবং তাঁহার রাজ্য লইয়া তাঁহাকে পত্নীর সহিত নগর হইতে বাহির করিয়া দিল॥ ১২॥

ততঃ স রাজা পত্ন্যা পুত্রেণ চ সহ দেশান্তরং পর্য্যটন্ কস্যচিন্নগরস্যোপবনে গতঃ। তত্র সূর্য্যোঽপ্যস্তং গতঃ। স পত্ন্যা পুত্রেণ চ সমন্বিতো বটবৃক্ষমূলে গত্বোপবিষ্টঃ। তস্মিন্ বৃক্ষে পঞ্চ পক্ষিণঃ আসন্। তে পরস্পরং বদন্তি স্ম। তত্র একেনোক্তম্ অস্মিন্নগরে রাজা মৃতঃ। তস্য সন্ততির্নাস্তি। কো বা রাজা ভবিষ্যতি। দ্বিতীয়েনোক্তম্, অত্র বটবৃক্ষমূলে যো রাজা তিষ্ঠতি, তস্য রাজ্যং ভবিষ্যতি। অন্যৈরুক্তম, তথাস্তু। রাজাপি পক্ষিণাং তদ্বাক্যমশৃণোৎ। ॥ ১৩ ॥

ততঃ সূর্য্যোদয়ো জাতঃ। সর্ব্বোঽপি জনঃ স্বস্বকর্ম্মাণি কর্ত্তুং প্রবৃত্তঃ। রাজাপি সন্ধ্যাদিকং কর্ম্ম কৃত্বা সূর্য্যার্ঘং দত্ত্বা সূর্য্যং নমস্কৃত্য চ যাবদ্রাজমার্গাভিমুখং নির্গতঃ তাবদ্রাজোৎপত্তিনিমিত্তং মন্ত্রিভির্মুক্তা ধৃতমালা করিণী রাজানং বিলোক্য তস্য কণ্ঠে মালাং নিধায় পৃষ্ঠমারোপ্য রাজভবনং নিনায়। ততঃ সর্ব্বৈর্মন্ত্রিভির্মিলিত্বা অভিষেকং বিধায় রাজশেখরো রাজা রাজ্যে স্থাপিতঃ। ॥ ১৪ ॥

একদা সর্ব্বে প্রতিস্পর্দ্ধিনো নৃপাঃ সন্ধিবদ্ধাঃ রাজশেখরমুন্মূলয়িতুং নগরমাজগ্মুঃ। তদা রাজা স্বদেব্যা সহ পাশক্রীড়াং করোতি। অথ দেব্যা ভণিতম্, ভো নাথ। ভবতা কথং তূষ্ণীং স্থীয়তে? প্রত্যর্থিনৃপৈর্নগরী বেষ্টিতা। প্রভাতে নগরমস্মানপি তে গ্রহীষ্যন্তি। রাজ্ঞোক্তম্, ভো মুগ্ধে! কিং প্রযত্নেন, যদা দৈবমনুকূলং ভবতি, তদা সর্ব্বং কার্য্যং স্বয়মেব ভবেৎ। যদা প্রতিকূলং দৈবং, তদা সর্ব্বং স্বয়মেব নশ্যতি। ত্বয়া নানুভূতম্? অতো বৃদ্ধৌ ক্ষয়ে চ দৈবমেব পরং কারণম্। ॥ ১৫ ॥

বঙ্গার্থ।—তদনন্তর সেই রাজা পত্নী ও পুত্রের সহিত দেশদেশান্তর পরিভ্রমণ করিয়া কোন নগরের বহিস্থিত উদ্যানমধ্যে গমন করিলেন। সেই সময় সূর্য্যদেব অস্তগত হইলেন। তিনি পত্নী ও পুত্রের সহিত বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। সেই বৃক্ষের উপরিভাগে পাঁচটি পক্ষী বাস করিত। তাহারা পরস্পর আলাপ করিতেছিল। তন্মধ্যে একটি পক্ষী বলিল, এই নগরের রাজা মরিয়াছেন, উঁহার সন্তান নাই, কেই বা রাজা হইবে? দ্বিতীয় পক্ষী বলিল, এই বৃক্ষমূলে যে রাজা আছেন, তাঁহারই রাজ্য হইবে। অন্য আর একটি পক্ষী বলিল, তাহাই হউক্। পক্ষীদিগের এই সব কথা রাজা শুনিলেন। পরে প্রভাতকালে সূর্য্যোদয় হইলে, সকলেই নিজ নিজ কার্য্যে ব্যস্ত রহিল, রাজাও সন্ধ্যাদি নিত্য-কর্ম্ম সমাপন করিয়া সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক সূর্য্যদেবকে নমস্কার করিয়া যখন রাজমার্গে নির্গত হইলেন, সেই সময়ে ঐ রাজ্যের রাজা স্থির করিবার জন্য মন্ত্রিবর্গ কর্ত্তৃক প্রেরিত একটি মালাধারিণী করিণী সেই রাজাকে দেখিয়া তাঁহার কণ্ঠদেশে মালা অর্পণ করিল ও তাঁহাকে পৃষ্ঠে আরোহণ করা-ইয়া রাজভবনে লইয়া গেল। তদনন্তর সমস্ত মন্ত্রিগণ মিলিয়া অভিষেকান্তে রাজশেখরকেই রাজা করিলেন ॥ ১৩-১৪ ॥

অতঃপর এক সময়ে সমস্ত বিপক্ষ রাজগণ পরস্পর সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ লইয়া রাজশেখরকে উন্মূলিত করি-বার নিমিত্ত নগর আক্রমণ করিল। তখন রাজশেখর স্বীয় মহিষীর সহিত পাশক্রীড়ায় রত ছিলেন। দেবী কহিলেন, হে নাথ! আপনি কিরূপে নিশ্চিন্ত হইয়া রহিয়াছেন? বিপক্ষ নরপতিগণ নগরবেষ্টন করিয়াছে। তাহারা প্রভাতে নগর অধিকার করিবে এবং আমাদিগকেও ধরিবে। রাজা বলিলেন, অয়ি মুগ্ধে! যত্ন ও চেষ্টা করিয়া কি হইবে? যখন দৈব অনুকূল হয়, তখন সমস্ত কার্য্য আপনিই ঘটিয়া থাকে। আর যখন দৈব প্রতিকূল হয়, তখন সমস্তই বিনষ্ট হইয়া যায়। তাহা কি তুমি প্রত্যক্ষ কর নাই? দেখ, দৈবই উন্নতি ও অবনতির কারণ ॥ ১৫ ॥

বৃক্ষমূলে স্থিতস্য যেন মে রাজ্যং দত্তং তস্যৈব চিন্তা পতিতা। তেন চিন্তিতঞ্চ। অতোঽয়ং ময্যেব। ময়ি স এব চিন্তাং করোতু। অপি চ মমাপি চিন্তাং স এব করিষ্যতি। ইতি তস্য বাক্যং শ্রুত্বা যেনাস্য রাজ্যং দত্তং তস্য চিন্তা পতিতা। অহমস্য বিশ্বস্য রাজ্য-ভারং সমর্পিতবান্। যদি ইদানীং ময়াস্য প্রযত্নো ন ক্রিয়তে, তর্হি মহান্ প্রত্যবায়ো ভবিষ্যতীতি বিচার্য্য স দেবো ভয়ঙ্কররূপং ধৃত্বা সর্ব্বান্ শত্রূন্ অতর্জ্জয়ৎ। তে সর্ব্বে পরাজিতা বভূবুঃ। ততো রাজশেখরো রাজা নিষ্কণ্টকং রাজ্যমকরোৎ। ॥ ১৬ ॥

এষা কথা বিক্রমেণ কথিতা। ততো যোগীন্দ্র ইমাং কথাং শ্রুত্বা অতিসন্তুষ্টঃ সন্ রাজ্ঞে কাশ্মীরলিঙ্গমেকং দত্ত্বা অভণৎ, ভো রাজন্! এতৎ কাশ্মীরলিঙ্গং চিন্তামণিরিব চিন্তিতং বস্তু দদাতি। এনং সম্যক্ পূজয়। রাজাঽপি তথাস্তু ইত্যুক্ত্বা তস্মৈ প্রণম্য যাবন্নগরমার্গে আগচ্ছতি, তাবদ্‌ব্রাহ্মণঃ কশ্চিৎ সমাগত্য রাজানমাশীর্ব্বাদপূর্ব্বকমবদৎ, ভো রাজন্! মম শিবলিঙ্গপূজনে নিয়মঃ। মার্গে লিঙ্গং নষ্টম্। দিনত্রয়মুপোষণং জাতম্। তর্হি অদ্য মে এতচ্ছিবলিঙ্গং দাতব্যম্। রাজাঽপি অস্মৈ ব্রাহ্মণায় কাশ্মীরলিঙ্গং দত্ত্বা নিজনগরমগমদিতি কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা ভোজরাজমবদৎ, ত্বয়ি এবমৌদার্য্যাদয়ো গুণা বিদ্যন্তে চেৎ তর্হ্যত্র সিংহাসনে সমুপবিশ। ॥ ১৭ ॥

ইতি চতুর্দ্দশোপাখ্যানম্।

বঙ্গার্থ।—দেখ, আমি যখন বৃক্ষমূলে ছিলাম, তখন যিনি আমাকে রাজ্য দিয়াছেন, তাঁহারই চিন্তা পড়িয়াছিল, তিনিও চিন্তা করিয়াছিলেন। অতএব তিনি আমাতেই আছেন; তিনিই আমার বিষয় চিন্তা করুন, আমার ভাবনাও তিনি ভাবিবেন। তাঁহার এই বাক্য শুনিয়া যিনি তাঁহাকে রাজ্য দিয়াছিলেন, তাঁহারই চিন্তা পড়িল। "আমি ইহাকে বিশ্বের রাজ্যভার দিয়াছি, যদি এক্ষণে আমি উহাতে যত্ন না করি, তবে অতিশয় অন্যায় বিষয় হইবে" এইরূপ বিচার করিয়া, সেই দেবতা ভয়ঙ্কর-রূপ ধারণ করিয়া, শত্রুদিগকে তর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাহারা সকলেই পরাজিত হইল। তদনন্তর রাজশেখর নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥

বিক্রমাদিত্য এই কথা বলিলে পর সেই যোগি রাজ তাহা শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং রাজাকে একটি কাশ্মীরলিঙ্গ প্রদান করিয়া বলিলেন, রাজন্! এই কাশ্মীরলিঙ্গ চিন্তামণির ন্যায়, যাহা চিন্তা করিবেন, এই লিঙ্গ তাহাই প্রদান করিবে। ইহাকে উত্তমরূপে পূজা করিবেন। রাজাও "তথাস্তু" বলিয়া যোগিরাজকে প্রণাম পূর্ব্বক যখন রাজপথে আসিতেছিলেন, সেই সময়ে কোন ব্রাহ্মণ আসিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, হে রাজন্! আমি নিয়মিতভাবে প্রত্যহ শিবলিঙ্গ পূজা করিয়া থাকি, কিন্তু পথিমধ্যে সেই শিবলিঙ্গ হারাইয়াছি, এই জন্য আমি তিন দিন উপবাস করিয়া আছি। অতএব আপনি এই শিবলিঙ্গ আমাকে প্রদান করুন। রাজা সেই ব্রাহ্মণকে কাশ্মীরলিঙ্গ প্রদান পূর্ব্বক নিজ নগরে গমন করিলেন। এই কথা কহিয়া পুত্তলিকা ভোজরাজকে বলিল, রাজন্! যদি আপনাতে এইরূপ ঔদার্য্যাদিগুণ বিদ্যমান থাকে, তবে আপনি এই সিংহাসনে উপবেশন করুন ॥ ১৭ ॥

চতুর্দ্দশোপাখ্যান সমাপ্ত।

পঞ্চদশোপাখ্যানম্

কন্যাতুলিত-হেম-দানম্।

পুনরন্যা পুত্তলিকাব্রবীৎ, শৃণু রাজন্! বিক্রমার্কে রাজ্যং কুর্ব্বতি তস্য পুরোহিতো বসুমিত্রঃ অত্যন্তরূপবান্ সকলকলাভিজ্ঞঃ রাজ্ঞোঽত্যন্তপ্রিয়তমশ্চ পরমোপকারী সর্ব্বলোকস্য মহাধনসম্পন্নশ্চ আসীৎ। ততস্তেন একদা বিচারিতম্—নন্বু উপার্জ্জিতানাং পাপানাং গঙ্গাস্নানাদন্যৎ ক্ষয়করং নাস্তি। ॥ ১ ॥

উক্তঞ্চ—

ন হি তীর্থাভিষেকাদ্ বৈ বিদ্যতে পাবনং পরম্।
তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ যজ্ঞৈর্দানেন বা পুনঃ। গতিমপ্রাপ্য বৈ জন্তুর্গঙ্গাং সংসেব্য তাং ব্রজেৎ॥ ২ ॥
স্নাতানাং শুচিভিস্তোয়ৈর্গাঙ্গেয়ৈর্নিয়তাত্মনাম্। শুদ্ধির্ভবতি যা পুংসাং ন সা ক্রতুশতৈরপি॥ ৩ ॥
অপহৃত্য তমস্তীব্রং যথা যাত্যুদয়ং রবিঃ। তথাপহৃত্য পাপানি ভাতি গঙ্গাজলাপ্লুতঃ॥ ৪ ॥
অগ্নিং প্রাপ্য যথা সদ্যস্তূলরাশির্বিনশ্যতি। তথা গঙ্গাপ্রবাহেণ সর্ব্বং পাপং বিনশ্যতি॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—তীর্থাভিষেকাৎ (সতীর্থস্নানাৎ) পরম্ (অধিকম্) পাবনম্ (পবিত্রতাকারণম) ন হি বিদ্যতে। জন্তুঃ (জীবঃ) তপসা, ব্রহ্মচর্য্যেণ, যজ্ঞৈঃ পুনঃ দানেন বা গতিম্ (সদ্গতিম্) অপ্রাপ্য গঙ্গাং সংসেব্য (তত্র স্নাত্বা) তাং (গতিং) ব্রজেৎ (প্রাপ্নুয়াৎ)॥ ২ ॥

গাঙ্গেয়ৈঃ শুচিভিঃ তোয়ৈঃ স্নাতানাং নিয়তাত্মনাম্ (জিতেন্দ্রিয়াণাম্) পুংসাং (জীবানাম্) যা শুদ্ধিঃ ভবতি, সা ক্রতুশতৈঃ (শতযজ্ঞৈঃ) অপি ন সাধ্যতে॥ ৩ ॥

যথা রবিঃ তীব্রং (গাঢ়ং) তমঃ অপহৃত্য (দূরীকৃত্য) উদয়ং যাতি (উদেতি) তথা গঙ্গাজলাপ্লুতঃ (গঙ্গাজলক্ষালিতদেহঃ) পাপানি অপহৃত্য ভাতি (দীপ্যতে)॥ ৪ ॥

যথা তূলরাশিঃ অগ্নিং প্রাপ্য (অগ্নিসংযোগেন) সদ্যঃ (তৎক্ষণাৎ) বিনশ্যতি (ভস্মীভবতি), তথা গঙ্গাপ্রবাহেণ সর্ব্বং পাপং বিনশ্যতি॥ ৫ ॥

বঙ্গার্থ।—পুনর্ব্বার অন্য পুত্তলিকা বলিল, রাজন্! শ্রবণ করুন। বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে তাঁহার পুরোহিত বসুমিত্র অত্যন্ত রূপবান্, সমস্ত কলাবিদ্যায় পারদর্শী, রাজার অত্যন্ত প্রিয়, সমস্ত লোকের উপকারী ও মহাধনসম্পন্ন ছিলেন। তিনি এক দিন মনে মনে বিচার করিলেন যে, গঙ্গাস্নান ব্যতীত উপার্জ্জিত পাপসমূহের ক্ষয়ের অন্য কোন উপায় নাই। উক্ত আছে যে, তীর্থস্নান অপেক্ষা পবিত্রকর উৎকৃষ্ট উপায় আর কিছুই নাই। জীবগণ তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, যজ্ঞ অথবা দান দ্বারা যে সদ্গতি প্রাপ্ত না হয়, সেই গঙ্গায় স্নান করিয়া সদ্গতিলাভ করিতে পারে। জিতেন্দ্রিয় পুরুষ পরমপবিত্র গঙ্গাজলে স্নান করিয়া যেরূপ শুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, শত শত যজ্ঞ দ্বারাও সেরূপ শুদ্ধিলাভ করিতে পারে না। যেরূপ ঘোরতর অন্ধকার অপহরণ পূর্ব্বক দিবাকর উদিত হইয়া থাকেন, সেইরূপ গঙ্গাজলে অভিষিক্ত ব্যক্তি পাপসমুদায় বিনাশ পূর্ব্বক প্রকাশ পাইয়া থাকেন। যেমন তূলারাশি অগ্নিসংযোগে সদ্যঃ ভস্মীভূত হয়, গঙ্গার প্রবাহ দ্বারাও সেইরূপ সমস্ত পাপরাশি বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ১—৫ ॥

যস্তু সূর্য্যাংশুভিস্তপ্তং গাঙ্গেয়ং সলিলং পিবেৎ। স গব্যং বিধিযুক্তং হি পীত্বা পাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ॥ ৬ ॥
চান্দ্রায়ণসহস্রেণ যঃ কুর্য্যাৎ কাযশোধনম্। পিবেদ্‌যশ্চাপি গঙ্গাম্ভঃ সমৌ স্যাতামুভাবপি। ॥ ৭ ॥
ভূতানামপি সর্ব্বেষাং দুঃখাভিহতচেতসাম্। গতিমন্বেষমাণানাং নাস্তি গঙ্গাসমা গতিঃ ॥ ৮ ॥
মহদ্ভিঃ পাতকৈর্গ্রস্তান্ অনেকান্ হতমানসান্। পততো নরকে ঘোরে গঙ্গা তরতি সেবনাৎ ॥ ॥ ৯ ॥
সপ্তাবরান্ সপ্ত পরান্ পিতৃংশ্চাপি হি বৈ ধ্রুবম্। নরস্তারয়তে নিত্যং গঙ্গাতোয়াবগাহিতঃ ॥ ॥ ১০ ॥
দর্শনাৎ স্পর্শনাদ্ ধ্যানাৎ তথা গঙ্গেতি কীর্ত্তনাৎ। পুনাতি পুরুষং পুণ্যং শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ॥ ১১ ॥
জাত্যন্ধৈঃ খলু তুল্যাস্তে মৃগৈঃ পশুভিরেব চ। সমর্থা যে ন পশ্যন্তি গঙ্গাং পাপপ্রণাশিনীম্ ॥ ॥ ১২ ॥

ইত্যেবং বিচার্য্য বারাণসীং গতো বিশ্বেশ্বরং দৃষ্ট্বা প্রযাগে পুনর্মাঘস্নানং বিধায় স্বনগরাভিমুখমগচ্ছৎ। মার্গে নগরমেকমাসীৎ। ॥ ১৩ ॥

অন্বয় ঃ—যঃ তু (পুনঃ) সূর্য্যাংশুভিঃ (সৌর-কিরণৈঃ) তপ্তং (সংস্পৃষ্টং) গাঙ্গেয়ং জলং পিবেৎ, স বিধিযুক্তং (বিধিপূর্ব্বকং) গব্যং (পঞ্চগব্যং) পীত্বা পাপাৎ প্রমুচ্যতে (শাস্ত্রোক্তবিধিপূর্ব্বকং নিয়তপঞ্চগব্যপানেন যৎ পাপং নশ্যতি তৎ সূর্য্যকিরণসংপৃক্তগঙ্গাজল-পানেনৈব ক্ষীয়তে দ্বয়োস্তুল্য-তেতি ভাবঃ) ॥ ৬ ॥

যঃ চান্দ্রায়ণসহস্রেণ কায়শোধনং (পাপক্ষালনেন পবিত্র দেহতাং) কুর্য্যাৎ (করোতি), যঃ চ অপি গঙ্গাম্ভঃ পিবেৎ, এতৌ উভৌ অপি সমৌ (তুল্যফলভাজৌ) স্যাতাম্ (ভবতঃ) ॥ ৭

দুঃখাভিহতচেতসাম্ (দুঃখদগ্ধচিত্তানাম্) গতিম্ (দুঃখ-প্রতীকারং) অন্বেষমাণানাম্ সর্ব্বেষাম্ অপি ভূতানাম (জাত্য-বিচারেণ ইত্যর্থঃ) গঙ্গাসমা গতিঃ নাস্তি ॥ ৮ ॥

মহদ্ভিঃ পাতকৈঃ (সুরাপানাদিভিঃ মহাপাতকৈঃ) গ্রস্তান্ হতমানসান্ (উদ্ধারোপায়াভাবেন দীনচেতসঃ) অত-এব ঘোরে (অনন্তদুঃখদে ভীষণে) নরকে পততঃ অনেকান্ জন্তূন্ গঙ্গা সেবনাৎ (তদীয়জলসংস্পর্শেন) তরতি (উত্তা-রয়তি) ॥ ৯ ॥

তথাহি নিত্যং গঙ্গাতোয়াবগাহিতঃ (গঙ্গাজলে কৃতাব-গাহনঃ) নরঃ অবরান্ (অধস্তনান্) সপ্ত, পরান্ (পূর্ব্ব-বর্ত্তিনঃ) সপ্ত চ পিতৃন্ অপি ধ্রুবং তারয়তে, বৈ ইতি প্রসিদ্ধিঃ ॥ ১০ ॥

দর্শনাৎ স্পর্শনাৎ ধ্যানাৎ তথা গঙ্গা ইতি কীর্ত্তনাৎ (গঙ্গা গঙ্গেতি উচ্চারণাৎ হেতোঃ) পুণ্যং (সঞ্জাতমিতি শেষঃ) শতশঃ অথ (বা) সহস্রশঃ (সহস্রসংখ্যকম্) পুরুষং পুনাতি (উত্তারয়তি) ॥ ১১ ॥

সমর্থাঃ (গঙ্গাদর্শনক্ষমাঃ) সন্তঃ যে পাপপ্রণাশিনীং গঙ্গাং ন পশ্যন্তি তে জাত্যন্ধৈঃ (জন্মান্ধৈঃ) মৃগৈঃ (হরিণৈঃ) পশুভিঃ (অন্যৈঃ গোপ্রভৃতিভিঃ) তুল্যাঃ (তেষাং পশুবৎ মূঢ়ত্বাৎ ইতি ভাবঃ) ॥ ১২ ॥

বঙ্গার্থ ঃ—"যে ব্যক্তি সূর্য্যকিরণে সন্তপ্ত গঙ্গাজল পান করে, সে যথাবিধি গব্যপানের ফল পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে। যে ব্যক্তি সহস্র চান্দ্রায়ণ দ্বারা কায়শোধন করিয়াছে, আর যে কেবল গঙ্গাজল পান করিয়াছে, এই উভয় ব্যক্তিই সমান ফলভাগী। যাহারা দুঃখানলে দগ্ধচিত্ত হইয়া প্রতীকারের উপায় অন্বেষণ করিতে থাকে, তাহাদের গঙ্গাতুল্য গতি দেখি না। বহুতর মহাপাতকগ্রস্ত ব্যক্তিগণ নিরুপায় হইয়া দীনচিত্তে ঘোর নরকগামী হইতে থাকিলে গঙ্গাজল তাহাদিগকে উদ্ধার করে। যে ব্যক্তি গঙ্গাজলে অবগাহন করে, সে ঊর্দ্ধতন সপ্ত পুরুষ ও অধস্তন সপ্ত পুরুষ পর্য্যন্ত উদ্ধার করিতে পারে। গঙ্গার দর্শন, ধ্যান ও গঙ্গা-নাম কীর্ত্তন দ্বারা শত শত ও সহস্র সহস্র পুরুষ উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শক্ত থাকিতে যাহারা পাতকনাশিনী গঙ্গা দর্শন না করে, তাহারা জন্মান্ধ এবং মৃগ ও পশুর তুল্য" এইরূপ বিচার করিয়া বসুমিত্র বারাণসী গমন পূর্ব্বক বিশ্বেশ্বর দর্শন করিয়া পুনর্ব্বার প্রয়াগে মাঘস্নানানন্তর নিজ নগরাভিমুখে গমন করিলেন। পথিমধ্যে এক নগর তাঁহার দৃষ্টিপথে পড়িল ॥৬-১৩ ॥

তত্র নগরে শাপভ্রষ্টা সুরাঙ্গনা কাচিৎ রাজ্যং করোতি। তস্যা ভর্ত্তা নাস্তি। তত্র লক্ষ্মীনারায়ণস্য মহান্ প্রাসাদোঽস্তি। তত্র বিবাহমণ্ডপঃ কৃতোঽস্তি। তত্র দেবতা-প্রাসাদদ্বারে লৌহপাত্রে তৈলং তপ্যতে। তত্র নিযুক্তাঃ পুরুষাঃ দেশান্তরাদাগতানেবং বদন্তি—যদি কশ্চিৎ সত্ত্বাধিকোঽস্মিন্ সন্তপ্তৈলমধ্যে পতিষ্যতি, তস্যেয়ং মন্মথসঞ্জীবনীনাম্নী অপ্সরাঃ কণ্ঠে মালামর্পয়িষ্যতি। বসুমিত্রোঽপি সর্ব্বং পশ্যন্ স্বনগরং যযৌ, সর্ব্বৈর্বন্ধুভিঃ সহ সন্দর্শনং জাতম্। ক্ষেমেণ আগত ইতি সর্ব্বেষাং আনন্দোঽভূৎ। প্রভাতে রাজ-মন্দিরং গতঃ। রাজানং দৃষ্ট্বা রাজ্ঞে গঙ্গোদকং বিশ্বেশ্বরপ্রসাদঞ্চ দত্ত্বোপবিষ্টঃ। ততঃ রাজ্ঞা পৃষ্টঃ—ভো বসুমিত্র। ক্ষেমেণ তীর্থযাত্রা কৃতা? তেনোক্তম্, ভোঃ স্বামিন্! তব প্রসাদাত্তীর্থযাত্রাং বিধায় ক্ষেমেণ সমাগতোঽস্মি। রাজ্ঞোক্তম্, তত্র দেশান্তরে গতেন কিমপূর্ব্বং দৃষ্টম্? বসুমিত্রেণ সুরাঙ্গনাতপ্ততৈলবৃত্তান্তঃ কথিতঃ। ১৪

ততঃ রাজা তেন সহ তত্র স্থানে গতঃ। তত্র স্নানং বিধায় লক্ষ্মীনারায়ণং নত্বা চ তপ্ততৈলমধ্যে পপাত। তত্রত্যৈস্তৈর্জনৈর্হাহাকারঃ কৃতঃ। তদা রাজশরীরং মাংসপিণ্ডা-কারমভূৎ। তচ্ছ্রুত্বা মন্মথসঞ্জীবনী অমৃতমানীয় মাংসপিণ্ডস্যাভিষেকমকরোৎ। ॥ ১৫ ॥

ততঃ রাজা দিব্যরূপধরঃ পুরুষো জাতঃ। ততো মন্মথসঞ্জীবনী যাবদ্রাজকণ্ঠে মালামর্পযতি, তাবদ্রাজ্ঞা ভণিতা—ভো মন্মথসঞ্জীবনি! যদি ত্বং মদীয়া ভবসি, তর্হি মদ্বচঃ শৃণু। ॥ ১৬ ॥

বঙ্গার্থ।— তথায় একটি শাপভ্রষ্টা সুরবনিতা রাজত্ব করিতেছেন, তাঁহার স্বামী নাই। সেখানে লক্ষ্মী-নারায়ণের সুবৃহৎ প্রাসাদ এবং তাহার মধ্যে একটি বিবাহমণ্ডপ বিরচিত আছে। প্রাসাদের দ্বারদেশে বৃহৎ এক লৌহপাত্রে তৈল তপ্ত হইতেছে। সেখানে রক্ষক পুরুষগণ, দেশান্তর হইতে আগত ব্যক্তিগণকে বলি-তেছে, "যদি কোন সত্ত্বশালী ব্যক্তি এই তপ্ততৈলমধ্যে পতিত হইতে পারেন, তবে এই মন্মথ-সঞ্জীবনী নাম্নী অপ্সরা তাঁহার কণ্ঠে মালা সমর্পণ করিবেন।" বসু-মিত্রও সমস্ত সন্দর্শন করিয়া নিজনগরে গমন করিলেন। পরে বন্ধুগণের সহিত সাক্ষাৎ হইল, তাহারা তাঁহার নির্ব্বিঘ্ন আগমনে আনন্দ প্রকাশ করিল। প্রভাতে বসুমিত্র রাজগৃহে যাইয়া রাজাকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে গঙ্গাজল ও বিশ্বেশ্বরের প্রসাদ প্রদান পূর্ব্বক উপবিষ্ট হইলেন। তৎপরে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, বসুমিত্র! তুমি নিরাপদে তীর্থযাত্রা করিয়াছ ত? তিনি বলিলেন, প্রভো! আপনার প্রসাদে তীর্থযাত্রা করিয়া নির্ব্বিঘ্নে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। রাজা বলি-লেন, দেশান্তরে যাইয়া কি কি অপূর্ব্ব দেখিলে? বসুমিত্র সুরাঙ্গনা ও তপ্ততৈলের বিবরণ বর্ণন করিল ॥ ১৪ ॥

তদনন্তর রাজা তাঁহার সহিত সেই স্থানে যাইয়া স্নানানন্তর লক্ষ্মী-নারায়ণকে প্রণাম করিয়া তপ্ততৈলমধ্যে স্বয়ং নিপ-তিত হইলেন। ইহাতে তথাকার লোক সকল হাহাকার করিয়া উঠিল, তখন রাজার শরীর মাংসপিণ্ডের ন্যায় আকার ধারণ করিয়াছে। তাহা শুনিয়া মন্মথসঞ্জীবনী অমৃত আনিয়া ঐ মাংসপিণ্ড অভিষেক করিল। তাহার ফলে রাজা দিব্যরূপ-ধারী পুরুষ হইলেন। তদনন্তর মন্মথ-সঞ্জীবনী যখন রাজার কণ্ঠে মালা সমর্পণ করিতে উদ্যত হইল, তখন রাজা বলিলেন, অয়ি মন্মথ-সঞ্জীবনি! যদি তুমি আমার অধীনা হও, তবে আমার বাক্য শ্রবণ কর ॥ ১৫-১৬ ॥

তয়োক্তম্, ভোঃ স্বামিন্! নিরূপ্যতাম্। সর্ব্বথা ভবদ্বচনং করিষ্যাম্যেব। রাজ্ঞোক্তম্, যদি মদুক্তং করিষ্যসি তর্হি মৎপুরোহিতং বৃণীষ্ব। তয়াঽপি তথাস্ত্বিত্যুক্ত্বা পুরোহিতকণ্ঠে মালাং নিক্ষিপ্য বিবাহমকরোৎ। অথ রাজা স্বনগরং গতঃ। ॥ ১৭ ॥

ইমাং কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা ভোজমবদৎ, ত্বয্যেবং ধৈর্য্যং বিদ্যতে চেৎ তর্হ্যস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ। ॥ ১৮ ॥

ইতি পঞ্চদশোপাখ্যানম্।

ষোড়শোপাখ্যানম্

কন্যাতুলিত-হোম-দানম্।

পুনরন্যা পুত্তলিকাব্রবীৎ, শৃণু রাজন্! বিক্রমার্কো রাজা দিগ্বিজয়ার্থং নির্গত্য পূর্ব্বদক্ষিণ-পশ্চিমোত্তরদিশো বিদিশশ্চ পরিভ্রম্য তত্রত্যান্ নৃপতীন্ পাদতলাক্রান্তান্ বিধায় তৈঃ সমর্পিতমন্যৈরনাস্বাদিতবস্তুজাতং গৃহীত্বা পুনস্তান্ স্বপদে সংস্থাপ্য নিজনগরং প্রতি সমাগতঃ। অথ নগরপ্রবেশসময়ে দৈবজ্ঞেনোক্তম্, ভো দেব! দিনচতুষ্টয়ং নগরপ্রবেশে মুহূর্ত্তো নাস্তি। তস্য বচনং শ্রুত্বা রাজা গ্রামাদ্বহিরেব স্থিতঃ। উদ্যানবনে পটমণ্ডপান্ কারয়িত্বা তত্রৈব দিনচতুষ্টয়ং নেতুমুপক্রান্তবান্। তস্মিন্ সময়ে ঋতুরাজো বসন্তঃ সমাগতঃ। ॥ ১ ॥

বঙ্গার্থ।—সে বলিল, প্রভো! আপনি যাহা বলিবেন, আমি তাহাই করিব। রাজা বলিলেন, যদি আমার বাক্য প্রতিপালন করিবার অভিলাষ থাকে, তবে আমার পুরোহিত বসুমিত্রকে বরণ কর। সে তাহা স্বীকার করিয়া পুরোহিতের কণ্ঠে মালা সমর্পণ পূর্ব্বক তাঁহাকে বিবাহ করিল। অতঃপর রাজা নিজনগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ॥ ১৭ ॥

এই কথা বলিয়া পুত্তলিকা ভোজরাজকে বলিল, রাজন্! যদি আপনার এইরূপ ধৈর্য্য থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন ॥ ১৮ ॥

পঞ্চদশোপাখ্যান সমাপ্ত।

পুনর্ব্বার অন্য পুত্তলিকা বলিল, রাজন্! শ্রবণ করুন। রাজা বিক্রমাদিত্য দিগ্বিজয়ে নির্গত হইয়া পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর দিক্ ও বিদিক্সকল পরিভ্রমণ করিয়া তত্রত্য নরপতিদিগকে নিজপদতলাশ্রিত করিলেন। তাঁহাদের প্রদত্ত অন্যের অনুপভুক্ত বস্তু সমস্ত গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার নিজ নিজ পদে সংস্থাপিত করিয়া স্বীয় নগরে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। অনন্তর নগর-প্রবেশকালে দৈবজ্ঞ বলিলেন, মহারাজ! চারিদিন নগরে প্রবেশ করিবার শুভসময় নাই। তাঁহার বাক্য শুনিয়া রাজা গ্রামের বাহিরে উদ্যানের বনমধ্যে পটমণ্ডপ নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে চারিদিন অতিবাহিত করিবার উপক্রম করিতেছেন—এমন সময় ঋতুরাজ বসন্ত উপস্থিত হইল ॥ ১ ॥

অথ বসন্তবিলাসং দৃষ্ট্বা সুমন্ত্রিঃ মন্ত্রী রাজসমীপমাগত্যোক্তবান্, ভো রাজন্! ঋতুরাজো বসন্তঃ সমায়াতঃ, অদ্য বসন্তপূজা কর্ত্তব্যা। তস্মিন্ পূজিতে সর্ব্বেঽপি তব প্রসন্না ভবিষ্যন্তি। সর্ব্বোঽপি লোকঃ সুখী ভবিষ্যতি। সর্ব্বস্যাপ্যরিষ্টস্য শান্তির্ভবিষ্যতি। তস্য বচনং শ্রুত্বা রাজা তথাস্ত্বিত্যঙ্গীকৃত্য বসন্তপূজাসম্পাদনে তমেব সমাদিদেশ। তদনন্তরং স মন্ত্রী সুমনোহরং সভামণ্ডপং কারয়িত্বা বেদশাস্ত্রসম্পন্নান্ ব্রাহ্মণান্ গীতবাদ্যাভিজ্ঞান্ ভরতান্ ইতরকলাকুশলা নর্ত্তকীঃ সমাহ্বয়ৎ। তথা দীনান্ধবধিরপঙ্গুকুব্জাদয়শ্চ স্বয়মেবাগতাঃ। তত্র সভামণ্ডপে নবরত্নখচিতং সিংহাসনং স্থাপিতম্; তত্র লক্ষ্মীনারায়ণপ্রতিমাদ্বয়ং প্রতিষ্ঠিতম্। পূজার্থং কুঙ্কুমকর্পূরকস্তূরিকাচন্দনাগুরুপ্রভৃতীনি সুগন্ধদ্রব্যাণি, পুষ্পাণি জাতীযূথিকামল্লিকাকুন্দশতপত্রমদনচম্পককেতকীপ্রভৃতীনি সমানীতানি। এবংবিধানেন রাজা স্বয়ং নারায়ণস্য স্নপনাদি ষোড়শোপচারং কারয়িত্বা ব্রাহ্মণাদিকলাকুশলজনান্ বস্ত্রাদিনা সম্ভাবিতবান্। তদনন্তরং গায়কাঃ বসন্তরাগালাপং কৃত্বা বসন্তং জগুঃ। ততো রাজা তেষাং বীটিকাং দদৌ। ততঃ কশ্চিদ্‌ব্রাহ্মণঃ সমাগত্য—

কল্যাণদায়ি ভবতোঽস্তু পিনাকপাণেঃ পাণিগ্রহে ভুজগকঙ্কণভূষিতায়াঃ।
সম্ভ্রান্তদৃষ্টি সহসৈব নমঃ শিবায়েত্যর্দ্ধোক্তিলজ্জিতনতং মুখমম্বিকায়াঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—পিনাকপাণেঃ (মহাদেবস্য) পাণিগ্রহে (বিবাহকালে) ভুজগকঙ্কণভূষিতায়াঃ (ভুজগেন শিবস্য কঙ্কণেন চ স্বস্যাঃ অলঙ্কৃতায়াঃ) অম্বিকায়াঃ (পার্ব্বত্যাঃ) নমঃ শিবায় ইতি অর্দ্ধোক্তিলজ্জিতনতং (অভ্যাসবশাৎ অর্দ্ধোচ্চারণাৎ পরমেব স্মরণাৎ লজ্জিতং সৎ অতএব নতম্)। সহসা (সম্ভ্রান্তদৃষ্টি কোঽপি শ্রুতবান্ ন বা ইতিদর্শনার্থং চকিতনেত্রং) মুখম্ ভবতঃ কল্যাণদায়ি (শুভদম্) অস্তু ॥ ২ ॥

বঙ্গার্থ।—সেই বসন্তের শোভা সন্দর্শন করিয়া সুমন্ত্রিনামা মন্ত্রী রাজার নিকট আসিয়া নিবেদন করিলেন, রাজন্! ঋতুরাজ বসন্ত উপস্থিত হইয়াছেন, অতএব অদ্য বসন্তের পূজা করা কর্ত্তব্য। তাঁহার পূজা করিলে সকলেই আপনার উপর সন্তুষ্ট হইবেন, সমস্ত লোক সুখী হইবে এবং সমস্ত অমঙ্গল দূরীভূত হইবে। তাঁহার বাক্য শুনিয়া রাজা "তাহাই হউক্" এই বলিয়া অনুমোদন পূর্ব্বক বসন্তপূজা-সম্পাদনার্থ মন্ত্রীকে আদেশ করিলেন। তৎপরে সেই মন্ত্রী মনোহর সভামণ্ডপ প্রস্তুত করাইয়া তথায় বেদশাস্ত্রে বিচক্ষণ ব্রাহ্মণগণ, সঙ্গীত ও বাদ্যশাস্ত্রে অভিজ্ঞ গায়কসমূহ এবং অন্যান্য কলায় কুশল নর্ত্তকীদিগকে আহ্বান করিলেন। দীন, অন্ধ, বধির, পঙ্গু ও কুব্জ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ অনাহূতভাবে উপস্থিত হইল। সেই সভামণ্ডপে নবরত্নে খচিত সিংহাসন স্থাপিত হইল; তদুপরি লক্ষ্মী ও নারায়ণের প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হইল। পূজার নিমিত্ত কুঙ্কুম, কর্পূর, কস্তূরিকা চন্দন, অগুরু প্রভৃতি সুগন্ধ দ্রব্য সমূহ এবং জাতী, যূথী, মল্লিকা, কুন্দ, পঙ্কজ, মদন, চম্পক, কেতকী প্রভৃতি পুষ্পসকল আনীত হইয়াছিল। এইরূপ যথাবিধানে রাজা স্বয়ং লক্ষ্মী ও নারায়ণের স্নানীয়াদি ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া ব্রাহ্মণাদি কলাকুশল ব্যক্তিদিগকে বস্ত্রাদি প্রদান পূর্ব্বক সম্মানিত করিলেন। তৎপরে গায়কগণ বসন্তরাগ আলাপ করিয়া বসন্তের স্তুতিগান করিতে লাগিল। রাজা তাহাদিগকে বীটিকা (পানের বীড়া) প্রদান করিলেন। এমন সময়ে কোন ব্রাহ্মণ আসিয়া রাজাকে একটি প্রশস্তিবাক্য শুনাইল যে, মহাদেবের পাণিগ্রহণকালে ভুজঙ্গ-কঙ্কণ-ভূষিত অম্বিকার সহসা "নমঃ শিবায়" এইরূপ অর্দ্ধোক্তি-সমন্বিত লজ্জিত মুখমণ্ডল আপনার কল্যাণদায়ী হউক্ ॥ ২ ॥

ইত্যাশিষঃ প্রযুজ্য বদতি, ভো রাজন্! বিজ্ঞপ্তিরস্তি। রাজ্ঞোক্তম্, নিবেদয়। ব্রাহ্মণেনোক্তম্, অহং নন্দিবর্দ্ধননগরবাসী ব্রাহ্মণঃ। মমাষ্টৌ পুত্রা এব জাতাঃ, কন্যা নাস্তি। ততঃ সভার্য্যেণ ময়া জগদম্বিকায়াঃ পুরত এবং সঙ্কল্পঃ কৃতঃ, ভো অম্বিকে! মম কন্যা যদি ভবিষ্যতি, তদা তাং তব নাম ধারয়িষ্যামি। অন্যচ্চ, কন্যয়া তুলিতং সুবর্ণং দাস্যামি, কন্যাং চ কস্মৈচিদ্‌বৈদিকবরায় দাস্যামীতি। তর্হি তস্যা বিবাহকালো বর্ত্ততে, একাদশস্থানে গুরুর্ব্বর্ত্ততে, পুনরাগামিবৎসরে কর্ত্তুং নায়াতি। অতো ময়া প্রতিশ্রুতং কন্যয়া তুলিতং সুবর্ণং দাতুম্ ইচ্ছামি। অন্যঃ কশ্চিদ্ বিক্রমং বিনা রাজা ভূমণ্ডলে নাস্তি ইতি ত্বদন্তিকং সমাগতোঽস্মি। রাজ্ঞোক্তম্, ভো ব্রাহ্মণ! সাধু সমনুষ্ঠিতং ত্বয়া, তব যাবতা ধনেন কার্য্যং ভবতি তাবদ্ধনং গৃহাণেতি ভাণ্ডারিকমাহূয়োক্তবান, ভো ভাণ্ডারিক! অস্মৈ ব্রাহ্মণায় এতৎকন্যাতুলিতং সুবর্ণং দেহি, পুনরপ্যষ্টবর্গার্দ্ধমষ্টকোটি সুবর্ণং পৃথগদীয়তাম্। ততস্তেনাজ্ঞপ্তো ভাণ্ডারিকস্তস্মৈ ব্রাহ্মণায় তৎ সুবর্ণং দদৌ। ব্রাহ্মণোঽপ্যতিসন্তুষ্টঃ সন্ কন্যয়া সহ নিজস্থানমগাৎ। রাজাপি শুভে মুহূর্ত্তে পুরং প্রবিবেশ। ॥ ৩ ॥

অথ পুত্তলিকাব্রবীৎ, দেব! ত্বয়ি ঔদার্য্যম্ এবং বিদ্যতে চেৎ তর্হি অস্মিন সিংহাসনে সমুপবিশ। রাজা তূষ্ণীমাসীৎ। ৪ ॥

ইতি ষোড়শোপাখ্যানম্।

বঙ্গার্থ।—এই আশীর্ব্বাদ করিয়া তিনি কহিলেন, হে রাজন্! আমার কিছু বক্তব্য আছে। রাজা বলিলেন, তাহা বলুন। ব্রাহ্মণ বলিলেন, আমি নন্দিবর্দ্ধন-নগর-বাসী ব্রাহ্মণ, আমার আটটিই পুত্র হইয়াছে, কিন্তু কন্যা জন্মে নাই; সেই নিমিত্ত আমি ভার্য্যার সহিত জগদম্বিকার সম্মুখে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম যে, হে অম্বিকে! যদি আমার কন্যা হয়, তবে আপনার নামে তাহার নামকরণ করিব, আর কন্যার সহিত সুবর্ণ ওজন করিয়া তাহা প্রদান করিব এবং সেই কন্যাকে কোন বেদজ্ঞ পাত্রের হস্তে সম্প্রদান করিব। এক্ষণে সেই কন্যার বিবাহকাল উপস্থিত, আমার মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে, জন্মকুণ্ডলীর একাদশ স্থানে বৃহস্পতি আছেন, আগামী বৎসরে বিবাহ হইবে না। অতএব আমি কন্যার দেহ-পরিমিত সুবর্ণদান করিতে ইচ্ছা করি। এই ভূমণ্ডলে বিক্রমাদিত্য ব্যতিরেকে অন্য কোন তেমন রাজা নাই যে, এইরূপ দান করিতে পারেন; এই নিমিত্তই আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। রাজা বলিলেন, হে বিপ্রবর! আপনি উত্তম কার্য্য করিয়াছেন, আপনার যত পরিমাণ ধনের প্রয়োজন, সেই পরিমিত ধন গ্রহণ করুন! এই বলিয়া ভাণ্ডারীকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, হে ভাণ্ডারিক! এই ব্রাহ্মণকে ইহার কন্যার দেহভার-পরিমিত সুবর্ণ প্রদান করিও। এতদ্ভিন্ন স্বতন্ত্রভাবে অষ্টবর্গের অর্দ্ধ অষ্টকোটি সুবর্ণ দিবে। ভাণ্ডারী তদ্রূপ করিল। ব্রাহ্মণও অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া কন্যার সহিত নিজস্থানে গমন করিলেন। রাজাও শুভমুহূর্ত্ত দেখিয়া নিজপুরীতে প্রবেশ করিলেন॥ ৩॥

অনন্তর পুত্তলিকা বলিল, হে রাজন্! যদি আপনাতে এইরূপ ঔদার্য্য থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন্। রাজা তূষ্ণীম্ভূত হইয়া রহিলেন ॥ ৪॥

ষোড়শোপাখ্যান সমাপ্ত।

সপ্তদশোপাখ্যানম্

পরার্থে স্বদেহাহুতিঃ।

পুনরন্যা পুত্তলিকাবদৎ, শৃণু রাজন্! ঔদার্য্যে বিক্রমসদৃশো নাসীৎ। তেন ঔদার্য্যগুণেন ত্রিভুবনে তস্য কীর্ত্তিঃ বিস্তারং গতা। সর্ব্বোঽপ্যর্থিজনস্তমেব রাজানং স্তৌতি। সর্ব্বদা স্বস্তিবচনং দাতৃণামেব প্রীত্যৈ ভবতি, ন তু শূরাণাম্। ॥ ১ ॥

উক্তঞ্চ— দাতৃণামেব সংপ্রীত্যৈ স্বস্তিবাচো ধনার্থিনাম্।
শূরাণাং হি প্রহারায় রসিতং রণদুন্দুভেঃ॥ ॥ ২ ॥

বীর্য্যধৈর্য্যজ্ঞানানুষ্ঠানাদয়ো গুণাঃ সর্ব্বেষামেব ভবন্তি। ন তু ত্যাগগুণঃ। ॥ ৩ ॥

যুধ্যন্তি পশবঃ সর্ব্বে পঠন্তি চ শুকাদয়ঃ।
দদাতি কোঽপি দানং যঃ স শূরঃ স চ পণ্ডিতঃ॥ ॥ ৪ ॥

কেচিৎ স্বভাববীরা হি দয়াবীরাশ্চ কেচন।
তে সর্ব্বে দানবীরস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥ ॥ ৫ ॥

ত্যাগ একো গুণঃ শ্লাঘ্যঃ কিমন্যৈর্গুণরাশিভিঃ।
ত্যাগাদেব হি পূজ্যন্তে পশুপাষাণপাদপাঃ॥ ॥ ৬ ॥

ধনার্থিনাম্ (ধনপ্রার্থিনাং যাচকানাম্) স্বস্তিবাচঃ (প্রশস্তিবচনানি) দাতৃণাম্ এব সম্প্রীত্যৈ (আনন্দার্থম্) তথাহি রণদুন্দুভেঃ রসিতম্ (শব্দঃ) শূরাণাম্ (বীরাণাম্) প্রহারায় (যুদ্ধোদ্যমায়)॥ ২ ॥

সর্ব্বে পশবঃ যুধ্যন্তি শুকাদয়ঃ চ পঠন্তি। (পশূনাং যুদ্ধেন ন বীরত্বং শুকাদিপক্ষিণাং মানুষশব্দোচ্চারণেন চ ন পাণ্ডিত্যং সিধ্যতি), পরন্তু যঃ কোঽপি দানং (দাতব্যং ধনাদিকং) দদাতি সঃ শূরঃ স পণ্ডিতঃ চ॥ ৪ ॥

কেচিৎ স্বভাববীরাঃ, কেচন দয়াবীরাঃ চ, তে সর্ব্বে দানবীরস্য ষোড়শীং কলাং নার্হন্তি (দানবীরাৎ সর্ব্বে ন্যূনাঃ)॥ ৫ ॥

একঃ ত্যাগঃ (কেবলং দানম্) গুণঃ শ্লাঘ্যঃ (প্রশস্তঃ) অন্যৈঃ গুণরাশিভিঃ কিম্? পশু পাষাণ-পাদপাঃ ত্যাগাদেব (পশবঃ দেবতার্থং বলিরূপেণ শরীরত্যাগাৎ, পাষাণম্ মূর্ত্তিনির্ম্মাণার্থং দেহক্ষয়াৎ, বৃক্ষাঃ যজ্ঞকাষ্ঠার্থং শরীরার্পণাৎ) পূজ্যন্তে হি॥ ৬ ॥

বঙ্গার্থ ঃ—পুনর্ব্বার অন্য পুত্তলিকা বলিল, রাজন্! শ্রবণ করুন্। ঔদার্য্যগুণে রাজা বিক্রমাদিত্যের তুল্য কেহই ছিল না। ঔদার্য্যগুণ দ্বারা তাঁহার কীর্ত্তি ত্রিভুবনে বিস্তারিত হইয়াছিল। সকল যাচকগণ সর্ব্বদাই সেই রাজার স্তুতিপাঠ করিত। স্তুতিবাক্য একমাত্র দাতার প্রীত্যর্থেই যাচকগণ উচ্চারণ করিয়া থাকে, বীরের নামে 'স্বস্তি' কেহ বলে না॥ ১ ॥

উক্ত আছে যে, ধনার্থীদিগের স্বস্তিবচন দাতৃগণের প্রীতির নিমিত্তই হয়, আর শূরগণের প্রীতির নিমিত্ত রণদুন্দুভির শব্দই হইয়া থাকে॥ ২ ॥

বীর্য্য, ধৈর্য্য, জ্ঞানানুষ্ঠানাদি গুণসমূহ সকলেরই হইতে পারে, কিন্তু দানগুণ সকলের হয় না॥ ৩ ॥

পশুসকলও যুদ্ধ করে, শুকপক্ষিগণও দেবতার নাম পাঠ করে, কিন্তু দান করে কয় জন? যে দান করে, সেই শূর এবং সেই পণ্ডিত॥ ৪ ॥

কোন কোন ব্যক্তি স্বভাবতই বীর, কোন কোন ব্যক্তি দয়াবীর, তাঁহারা দানবীরের ষোড়শাংশের এক অংশেরও যোগ্য নহেন॥ ৫ ॥

অন্য গুণরাশি দ্বারা কি হয়? একমাত্র দানগুণই শ্লাঘ্য, এই দান-গুণে পশু, পাষাণ, বৃক্ষাদিগণও পূজিত হইয়া থাকে॥ ৬ ॥

ত্যাগো গুণো গুণশতাধিক ইত্যবৈমি
বিদ্যাপি ভূষয়তি তং যদি কিং ব্রবীমি।
শৌর্য্যঞ্চ নাম যদি তত্র নমোঽস্তু তস্মৈ
তচ্চ ত্রয়ং ন চ মদোঽপ্যতি বিক্রমে যৎ ॥ ॥ ৭ ॥

এতচ্চতুষ্টয়ং তস্মিন্ বিক্রমার্কে সদা আসীৎ। ॥ ৮ ॥

একদা পরমণ্ডলস্থস্য কস্যচিদ্রাজ্ঞঃ পুরতঃ কেনচিৎ স্তুতিপাঠকেন বিক্রমার্কস্য গুণাবলী পঠিতা। তেন রাজ্ঞা তাং শ্রুত্বা মনসি স্পর্দ্ধাং বিধায় স্তুতিপাঠকং প্রতি উক্তম্, ভো বন্দিন্! কিমর্থমেতে সর্ব্বে স্তুতি-পাঠকা বিক্রমমেব রাজানং স্তুবন্তি, কিমন্যো রাজা নাস্তি ?

বন্দিনোক্তম্, ভো রাজন্! ত্যাগে উপকারে সাহসে শৌর্য্যে ধৈর্য্যে তেন সদৃশো রাজা ত্রিভুবনেঽপি নাস্তি। পরোপকারকরণে স্বদেহেঽপি মমত্বং নাসীৎ। ॥ ১০ ॥

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা স রাজা অহমপি পরোপকারং করিষ্যামীতি মনসি বিচার্য্য কঞ্চন যোগিনমাহূয় অবাদীৎ, ভো যোগিন্! পরোপকারকরণার্থং প্রতিদিনং নবং নবং দ্রব্যং যথা ভবতি তথা কশ্চিদুপায়োঽস্তি ন বা ? যোগিনোক্তম্, ভো রাজন্! কিমপি নাস্তি। রাজ্ঞোক্তম্, অস্তি চেত্তমুপায়ং মমাগ্রে নিবেদয়, অহং তং সাধয়ামি। যোগিনোক্তম্, কৃষ্ণ-চতুর্দ্দশীদিবসে চতুঃষষ্টিযোগিনীচক্রং পূজনীয়ম্। তৎপুরতো মন্ত্রপুরশ্চরণং বিধায় দশাংশ-হোমঃ কর্ত্তব্যঃ। ॥ ১১

অন্বয়ঃ—ত্যাগঃ (দানম্) গুণঃ গুণশতাধিকঃ (অন্যেভ্যঃ দয়াদাক্ষিণ্যাদি-শতগুণেভ্যঃ বরঃ) ইতি অবৈমি (জানামি) তত্রাপি বিদ্যা যদি তং (দাতারং) ভূষয়তি তর্হি কিং ব্রবীমি (দাতা বিদ্বাংশ্চেৎ স শ্রেষ্ঠ ইতি কিং বক্তব্যম্) তত্র (তস্মিন্ দাতরি বিদুষি চ) যদি নাম শৌর্য্যং (বীরত্বং) বর্ত্ততে তর্হি তস্মৈ নমঃ অস্তু, স সর্ব্বেষাং পূজ্যঃ। তচ্চ ত্রয়ং (দানং বিদ্যা শৌর্য্যঞ্চ) ন চ মদঃ (অহঙ্কারত্যাগঃ) এতচ্চতুষ্টয়ম্ অতি (সর্ব্বাতিশায়ি), যৎ (এতচ্চতুষ্টয়ম্) বিক্রমে (বিক্রমাদিত্যে রাজনি) বর্ত্ততে ॥ ৭॥

বঙ্গার্থ ঃ— আমার বোধ হয়, দানগুণ শত শত গুণ হইতেও অধিক, তাহাতে যদি আবার দাতা বিদ্যা দ্বারা বিভূষিত হয়, তবে আর কি বক্তব্য আছে? আবার যদি তাহাতে শূরত্ব থাকে, তবে তাঁহাকে নমস্কার। এই তিনটি গুণ এবং মদহীনতা সকল গুণকে অতিক্রম করে। সমস্তই বিক্রমাদিত্যে বিদ্যমান ছিল ॥ ৭—৮ ॥

এক দিন অপররাজ্যের কোন রাজার সম্মুখে এক স্তুতিপাঠক বিক্রমাদিত্যের গুণাবলী পাঠ করিল, তাহা শুনিয়া সেই রাজা মনে মনে স্পর্দ্ধা করিয়া স্তুতি-পাঠককে বলিল, ওহে বন্দিন্! কি নিমিত্ত এই সকল স্তুতিপাঠক রাজা বিক্রমাদিত্যেরই গুণ-বর্ণনা করে, আর কি কোন রাজা নাই ? বন্দী বলিল, হে রাজন্! দান, উপকার, সাহস, শৌর্য্য ধৈর্য্যে তাঁহার তুল্য রাজা ত্রিভুবনে নাই। পরোপকারবিষয়ে তাঁহার নিজদেহেও তিনি মমতা করেন না। স্তুতি-পাঠকের কথা শুনিয়া সেই রাজা, "আমিও পরোপকার করিব", মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়া কোন যোগীকে আহ্বান পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে যোগিরাজ! পরোপকার করিবার নিমিত্ত প্রতিদিন যেরূপে নূতন নূতন দ্রব্যলাভ হয়, সেইরূপ কোন উপায় আছে কি না? যোগী বলিলেন, রাজন্! এরূপ উপায় কিছুই নাই। রাজা বলিলেন, যদি কিছু থাকে, তবে তাহা আমার নিকট বলুন, আমি তাহার সাধনা করিব। যোগী বলিলেন, কৃষ্ণ-চতুর্দ্দশী তিথিতে চতুঃষষ্টি যোগিনীচক্রের পূজা করিতে হইবে। তৎপরে পুরশ্চরণ করিয়া জপের দশাংশ হোম করিতে হয় ॥ ৯—১১ ॥

হোমাবসানে পূর্ণাহুতিনিমিত্তং স্বশরীরমেবাগ্নৌ হোতব্যম্, ততো রাজ্ঞাঽপি তথৈবানুষ্ঠিতম্। যোগিনীচক্রং প্রসন্নং ভূত্বা রাজ্ঞে নবং শরীরং দত্ত্বা ভণাত,ভো রাজন্! বরং বৃণীষ্ব। রাজ্ঞোক্তম্, ভো মাতরঃ! যদি প্রসন্না ভবন্তি, তর্হি মম গৃহে যে সপ্ত মহাঘটাঃ সন্তি তান্ প্রতিদিনং সুবর্ণপূর্ণান্ কুর্ব্বন্তু। তাভিরেবমুক্তং ত্বম্ এবং মাসত্রয়ং প্রতিদিনং স্বশরীরমগ্নৌ হোষ্যসি চেৎ তথা বয়ং করিষ্যামঃ। রাজাঽপি তথাস্ত্বিত্যুক্ত্বা প্রতিদিনং স্বশরীরমগ্নৌ জুহোতি। ॥ ১২ ॥

একদা বিক্রমার্কো রাজা ইমাং বার্ত্তাং শ্রুত্বা তৎ স্থানং সমাগত্য পূর্ণাহুতিসময়ে স্বয়মেবাগ্নৌ পপাত। ততো যোগিনীভিঃ পরস্পরং ভণিতম্, অদ্য তনুস্তরমাংসম্ অতীব স্বাদুতরং বিদ্যতে, অস্য হৃদয়ং মহাসারমস্তি। ইতি পুনস্তমুজ্জীব্য ভণিতম্, ভো মহাসত্ত্ব! কো ভবান্? তব শরীরত্যাগে কিং প্রয়োজনম্? তেনোক্তম্, ময়া পরোপকারার্থং শরীরমগ্নৌ হুতম্। যোগিনীভির্ভণিতম্, তর্হি বয়ং প্রসন্নাঃ স্মঃ, বরং বৃণীষ্ব। রাজ্ঞোক্তম্, যদি মম প্রসন্না ভবন্তি, তর্হি অয়ং রাজা মরণাৎ প্রতিদিনং মহৎ কষ্টং প্রাপ্নোতি তৎ নিবারণীয়ম্। অস্য সপ্ত মহাঘটাঃ নিত্যং সুবর্ণেন পূরণীযাঃ। যোগিনীভির্ভণিতম, তথা করিষ্যাম ইতি অঙ্গীকৃত্য রাজ্ঞঃ মরণং নিবারিতম্। ঘটাশ্চ সুবর্ণেন পূরিতাঃ। অথ রাজা নিজনগরং প্রত্যাগতঃ। ॥ ১৩ ॥

ইমাং কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা ভোজমবদৎ, ভো রাজন্! যদি এবং পরোপকারো ধৈর্য্যং দয়া চ বিদ্যতে চেৎ, তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ। ॥ ১৪ ॥

ইতি সপ্তদশোপাখ্যানম্।

বঙ্গার্থ।—হোমসমাপন হইলে পূর্ণাহুতি প্রদানকালে নিজ শরীর অগ্নিতে আহুতি দিতে হইবে। রাজা তাহাই করিলেন। ইহাতে যোগিনীচক্র প্রসন্ন হইয়া রাজাকে নূতন শরীর প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন, রাজন্! বর প্রার্থনা কর। রাজা বলিলেন, হে মাতৃগণ। যদি আপনারা প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমার গৃহে যে সাতটি বৃহৎ কলস আছে, তাহা প্রতিদিন সুবর্ণপূর্ণ করুন। যোগিনীগণ বলিলেন যে, তিন মাস যদি এইরূপে নিজশরীর অগ্নিতে হোম করিতে পার, তবে আমরা তাহা করিতে পারি। রাজাও "তাহাই হউক্" এই বলিয়া প্রতিদিন অগ্নিতে নিজ শরীর আহুতি দিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥

এক দিন রাজা বিক্রমাদিত্য এই সংবাদ পাইয়া সেই স্থানে আগমন পূর্ব্বক পূর্ণাহুতিপ্রদানকালে স্বয়ং অগ্নিতে পতিত হইলেন। তদনন্তর যোগিনীগণ পরস্পর বলিলেন, অদ্য দেহান্তরের মাংস বলিয়া বোধ হইতেছে, ইহা অত্যন্ত স্বাদুতর, ইহার হৃদয় মহাসারসম্পন্ন সন্দেহ নাই। এ কারণ তাঁহাকে পুনর্ব্বার জীবিত করিয়া বলিলেন, হে মহাসত্ত্ব! তুমি কে? তোমার শরীরত্যাগের উদ্দেশ্য কি? বিক্রমাদিত্য বলিলেন, আমি পরোপকারের নিমিত্ত নিজদেহ অনলে আহুতি দিয়াছি। যোগিনীগণ বলিলেন, আমরা প্রসন্ন হইলাম, বর প্রার্থনা কর। রাজা বিক্রমাদিত্য বলিলেন, যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই রাজা যে প্রতিদিন মরণ-হেতু মহৎ কষ্টভোগ করিতেছেন, তাহা নিবারণ করুন। ইঁহার সপ্ত মহাকলস সুবর্ণপরিপূর্ণ করুন। যোগিনীগণ "আমরা তাহাই করিব" এই বলিয়া অঙ্গীকার করিলে সেই রাজার মরণ নিবারিত হইল, ঘট সকলও সুবর্ণে পরিপূরিত হইল। অনন্তর রাজা বিক্রমাদিত্য নিজ নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। এই কথা বলিয়া পুত্তলিকা ভোজরাজকে বলিল, রাজন্! যদি আপনাতে এইরূপ পরোপকার, দয়া ও ধৈর্য্যাদি গুণ বিদ্যমান থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন্ ॥ ১৩—১৪ ॥

সপ্তদশোপাখ্যান সমাপ্ত।

অষ্টাদশোপাখ্যানম্

সূর্য্যালোকগমনম্ ।

পুনরপি রাজা যাবৎ সিংহাসনে সমুপবিশতি, তাবদন্যা পুত্তলিকা ভণতি, ভো রাজন্ ! বিক্রমস্যৌদার্য্যাদয়ো গুণা ভবন্তু চেৎ, তর্হি ইদং সিংহাসনম্ অধ্যাসিতব্যম্ । রাজ্ঞোক্তম, নীতিমার্গঃ কথং, কথ্যতাম্ । পুত্তলিকা আহ, ভো রাজন্ ! শ্রূয়তাম, মণিপুরে গোবিন্দশর্ম্মা ব্রাহ্মণঃ সকলনীতিশাস্ত্রজ্ঞঃ স্বপুত্রায় নীতিশাস্ত্রং কথয়তি, তদা ময়াঽপি নীতিশাস্ত্রং শ্রুতং, তৎ তুভ্যং নিবেদয়ামি রাজ্ঞোক্তম্, নিরূপয় । পুত্তলিকয়োক্তম্, শ্রূয়তাং রাজন্ ! বুদ্ধিমতা পুরুষেণ দুর্জ্জনৈঃ সহ সঙ্গো ন কর্ত্তব্যঃ । যতোঽনর্থপরম্পরায়া হেতুর্ভবতি । ॥ ১ ॥

উক্তঞ্চ—

দুষ্টৈঃ সমাগতিরনর্থপরম্পরায়া হেতুঃ সতামধিগতং বচনীয়মত্র ।
লঙ্কেশ্বরো হরতি দাশরথেঃ কলত্রং প্রাপ্নোতি বন্ধমথ দক্ষিণসিন্ধুরাজঃ । ২

অপিচ

অপনয়তি বিনয়মনয়ং জনয়তি ক্ষয়ং সততং যশসঃ ।
নিরয়ঞ্চযতি তরসা পুংসামসতঃ সমাগমো জগতি ॥ ॥ ৩ ॥

অন্বয় ঃ—দুর্জ্জনসঙ্গতিঃ (দুষ্টৈঃ সহ সম্পর্কঃ) অনর্থপরম্পরায়াঃ হেতুঃ, অত্র (অস্মিন্ বিষয়ে) সতাম্ (সদ্ভিঃ) বচনীয়ম্ (নিন্দা) অধিগতম্ । (প্রাপ্তম্) । তথাহি—লঙ্কেশ্বরঃ (রাবণঃ) দাশরথেঃ (রামস্য) কলত্রং (পত্নীং সীতাং) হরতি । অথ (কিন্তু) দক্ষিণসিন্ধুরাজঃ (দক্ষিণসমুদ্রঃ) বন্ধম্ (সেতুবন্ধনম্) প্রাপ্নোতি ॥ ২ ॥

অসতঃ সমাগমঃ (দুর্জ্জনসংসর্গঃ) জগতি পুংসাম্ বিনয়ম্ অপনয়তি (দূরীকরোতি), অনয়ং (দুর্নয়ং) সততং যশসঃ ক্ষয়ং (কীর্ত্তিহানিং) চ জনয়তি, তরসা (বলাৎ) নিরয়ং (নরকং) চয়তি (নরকদ্বারমুদ্ঘাটয়তি ইত্যর্থঃ) ॥ ৩ ॥

বঙ্গার্থ ।—পুনরায় ভোজরাজ যখন সিংহাসনে উপবেশন করিবেন, তখন অন্য পুত্তলিকা বলিল, রাজন্ ! যদি আপনার বিক্রমাদিত্যের ন্যায় ঔদার্য্যাদি গুণ থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন্ । রাজা বলিলেন, নীতিপথ কি প্রকার, তাহা তুমি বল । পুত্তলিকা বলিল, হে নরপতে ! শ্রবণ করুন্ । মণিপুরে গোবিন্দশর্ম্মা নামে সকলনীতিশাস্ত্রজ্ঞ এক ব্রাহ্মণ যখন নিজ পুত্রকে নীতিশাস্ত্র শিক্ষা দেন, তখন আমিও সেই নীতির উপদেশ শুনিয়াছিলাম, তাহা আপনার নিকট বলিতেছি । রাজা বলিলেন, বল । পুত্তলিকা বলিল, রাজন্ ! শ্রবণ করুন । দুর্জ্জনের সহিত সঙ্গ করা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের কর্ত্তব্য নহে । যেহেতু, উহা অনর্থ-সমূহের মূল । উক্ত আছে যে, দুর্জ্জনগণের সম্মিলন অনর্থ-পরম্পরার হেতু, তাহাতে সজ্জনের নিন্দা হইয়া থাকে । দেখ, লঙ্কেশ্বর, রামচন্দ্রের বনিতা হরণ করিল, কিন্তু দক্ষিণ সমুদ্ররাজ বন্ধন প্রাপ্ত হইলেন । বিশেষতঃ এই জগতে অসতের সহিত সঙ্গ, বিনয় সততই দূরীভূত করে, দুর্নয় ও অযশ ঘনীভূত করে এবং নিজপ্রভাবে নরকের পথ পরিষ্কার করিয়া থাকে ॥ ১—৩ ॥

সজ্জনানাং সঙ্গো বিধেয়ঃ। লোকে সৎসঙ্গাৎ পরো লাভো নাস্তি, যতো মহা-নন্দাদয়ো গুণা জায়ন্তে। ॥ ৪ ॥

উক্তঞ্চ—

কন্দলয়ত্যানন্দং নিন্দতি মন্দানিলেন্দুচন্দনম্।
দময়তি মন্দভাবং সন্ধত্তে সম্পদোঽপি সৎসঙ্গঃ॥ ॥ ৫ ॥

অন্যচ্চ।—কেনাঽপি বৈরং ন কর্ত্তব্যম্। পরেষাং সন্তাপো ন করণীয়ঃ। অনপরাধতো ভৃত্যা ন দণ্ডনীয়াঃ। মহাদোষং বিনা স্ত্রী ন ত্যাজ্যা, যতো নরকভাক্ ভবতি। ॥ ৬ ॥

উক্তঞ্চ—

আজ্ঞাসম্পাদিনীং দক্ষাং সুরূপাং শীলমণ্ডনাম্।
যোঽদৃষ্টদোষাং ত্যজতি সোঽক্ষয়ং নরকং ব্রজেৎ ॥ ৭ ॥
লক্ষ্মীঃ স্থিরেতি ন মন্তব্যা যতো বারীব চঞ্চলা। ॥ ৮ ॥

উক্তঞ্চ—

অনুভব দদাতু বিত্তং মান্যান্মানয় সজ্জনান্ ভজতু।
অতিপরুষপবনবিলুলিতদীপশিখেব চঞ্চলা লক্ষ্মীঃ॥ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—সৎসঙ্গঃ আনন্দং কন্দলয়তি (অধিগময়তি), মন্দানিলেন্দুচন্দনম্ নিন্দতি (ততোঽপ্যতিশীতল ইত্যর্থঃ), মন্দভাবং (আলস্যং মূঢ়তাঞ্চ) দময়তি, (নিবারয়তি), সম্পদঃ অপি সন্ধত্তে (উৎপাদয়তি)॥ ৫ ॥

যঃ আজ্ঞাসম্পাদিনীম্ (আদেশপ্রতিপালিনীম্ অনুগতাম্ ইত্যর্থঃ) দক্ষাম্ (গার্হস্থ্যকর্ম্মনিপুণাম্) সুরূপাম্ শীল-মণ্ডনাম্ (সচ্চারিত্র্যবতীম্) পত্নীম্ অদৃষ্টদোষাম্ (তস্যাঃ দোষদর্শনং বিনৈব) সতীং ত্যজতি, সঃ অক্ষয়ং নরকং ব্রজেৎ (গচ্ছেৎ)॥ ৭ ॥

অয়ি বিত্তসঞ্চয়শীল মূঢ়! যাবজ্জীবং সুখম্ অনুভব, বিত্তং দদাতু (পাত্রেভ্যঃ ইতি শেষঃ), মান্যান্ মানয়, সজ্জ-নান্ ভজতু (আশ্রয়তু)। যতো হি লক্ষ্মীঃ (সম্পৎ) অতি-পরুষ পবন-বিলুলিত-দীপশিখা ইব (অতিপরুষেণ প্রচণ্ডেন পবনেন বাত্যয়া ইত্যর্থঃ বিলুলিতা চালিতা যা দীপশিখা তৎসদৃশী) চঞ্চলা অস্থিরা॥ ৯ ॥

বঙ্গার্থ।—সজ্জনের সহবাস করা কর্ত্তব্য, সৎসঙ্গের তুল্য উৎকৃষ্ট লাভ ইহলোকে আর কিছুই নাই; যেহেতু, তাহাতে মহৎ আনন্দ-লাভাদি গুণসকল উদ্ভূত হইয়া থাকে

উক্ত আছে যে, সৎসঙ্গ আনন্দ উৎপাদন করে, মৃদু-মন্দ বায়ু ইন্দু ও চন্দন অপেক্ষা শীতল ও মনোহর ভাব আনয়ন করে, অসৎপ্রবৃত্তি মন্দীভূত করে এবং সম্পদের উৎপত্তি করিয়া থাকে। এইপ্রকার কাহারও সহিত বৈরিতা করা কর্ত্তব্য নহে। পরের মনে কষ্ট দিতে নাই। বিনা অপরাধে ভৃত্যগণের দণ্ড দান করা অনুচিত, নিতান্ত চরিত্রদোষ না দেখিলে স্ত্রীকে ত্যাগ করা অবিধেয়। যে হেতু ইহাতে নরকগামী হইতে হয়॥৪—৬॥

উক্ত আছে যে, যে ব্যক্তি আজ্ঞাপ্রতিপালিনী, সুরূপা, সুদক্ষা ও সুশীলা বনিতাকে দোষ না দেখিয়া পরিত্যাগ করে, সে অনন্তকাল নরকে বাস করে। লক্ষ্মী স্থির মনে করিও না, তিনি বারির ন্যায় চঞ্চলা। উক্ত আছে যে, যাবৎ বাঁচিবে, ভোগ করিয়া যাও, ধন দান কর, মান্যব্যক্তিদিগের সম্মান কর, সজ্জনগণের সহিত সহবাস কর; লক্ষ্মী চিরদিন থাকিবে না। অতিশয় বেগশীল পবন দ্বারা চালিত দীপশিখার ন্যায় লক্ষ্মী সর্ব্বদাই চঞ্চলা॥ ৭—৯ ॥

ন স্ত্রিয়ৈ গুহ্যং বচনং নিবেদনীয়ম্। ভবিষ্যচ্চিন্তা ন কার্য্যা। বৈরিণামপি হিতমেব কথনীয়ম্। নিত্যং দানাধ্যয়নাদি বিনা দিবসং ন যাপয়েৎ। পিত্রোঃ সেবা কর্ত্তব্যা। চৌরৈঃ সহ সম্ভাষণং ন কর্ত্তব্যম্। সর্ব্বদা নিষ্ঠুরমুত্তরং ন বাচ্যম্। অল্পনিমিত্তং ন বহু করণীয়ম্। ॥ ১০ ॥

উক্তঞ্চ—

ন স্বল্পস্য কৃতে ভূরি নাশয়েন্মতিমান্নরঃ।
এতদেব হি পাণ্ডিত্যং যৎ স্বল্পাদ্ভূরিরক্ষণম্ ॥ ॥ ১১ ॥

আর্ত্তায় দানং দাতব্যং, ধর্ম্মস্থানে মনসা কর্ম্মণা বাচা পরোপকারঃ কর্ত্তব্যঃ। এতৎ সামান্যং পুরুষাণাং নীতিশাস্ত্রমুপদিষ্টম্। স বিক্রমো রাজা স্বভাবত এব নীতিশাস্ত্রজ্ঞঃ। ॥ ১২ ॥

এবং কালে গচ্ছতি একদা কশ্চিৎ বৈদেশিকো রাজানং দৃষ্ট্বা উপবিষ্টঃ। ততো রাজ্ঞা ভণিতম্, ভো দেবদত্ত! তব নিবাসঃ কুত্র? তেনোক্তম্, ভো রাজন্! অহং বৈদেশিকঃ, মম কোঽপি নিবাসো নাস্তি, সর্ব্বদা পরিভ্রমণমেব করোমি। রাজ্ঞোক্তম্, পৃথিবীং ভ্রমতা ত্বয়া কিং কিম্ অপূর্ব্বং দৃষ্টম্? তেনোক্তম্, ভো রাজন্! মহদেকম্ আশ্চর্য্যং দৃষ্টম্। রাজ্ঞোক্তম্, কিং দৃষ্টম্? তেনোক্তম্, উদয়াচলপর্ব্বতে আদিত্যস্য মহান প্রাসাদোঽস্তি। তত্র গঙ্গা বহতি। গঙ্গাতটাকে পাপবিনাশনং নাম শিবালয়মস্তি। তত্র গঙ্গাপ্রবাহাৎ কশ্চিৎ সুবর্ণস্তম্ভো নির্গচ্ছতি। তস্য উপরি নবরত্নখচিতং সিংহাসনমস্তি। ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—মতিমান্ নরঃ স্বল্পস্য (তুচ্ছবস্তুনঃ) কৃতে (সম্পাদনায়) ভূরি (প্রচুরম্) ন নাশয়েৎ (ন ক্ষপয়েৎ), পরন্তু স্বল্পাৎ ভূরি রক্ষণম্ (অল্পয়া হান্যা প্রচুররক্ষণম্) যৎ, এতদ্ এব পাণ্ডিত্যম্ (নিপুণতা) ॥ ১১ ॥

বঙ্গার্থ।—স্ত্রীলোকের নিকট গুহ্য কথা কহিবে না, ভবিষ্যতের চিন্তা করিবে না, শত্রুদিগকেও হিতকথা কহিবে। দান ও অধ্যয়নাদি ব্যতিরেকে দিন অতিবাহিত করিবে না, পিতা-মাতার সেবা করা কর্ত্তব্য, চোরের সহিত আলাপ করিবে না, সব সময় কর্কশভাষায় উত্তরদান অনুচিত। অল্পের নিমিত্ত বহু ব্যাপার অকর্ত্তব্য ॥ ১০।

কথিত আছে যে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অল্পরক্ষার জন্য বহু ক্ষতি স্বীকার করেন না, বরং অল্প দ্বারা বহু রক্ষা যাহাতে হয়, সেইরূপ করাই পাণ্ডিত্যের পরিচয় ॥ ১১ ॥

দীন ব্যক্তিকে দান করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্মস্থানে বাক্য, মন ও কর্ম্ম দ্বারা পরোপকার করা কর্ত্তব্য। এই সকল সাধারণ নীতি পুরুষের পক্ষে উপদিষ্ট আছে। রাজা বিক্রমাদিত্য স্বভাবতই সেই নীতিশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন ॥ ১২ ॥

এইরূপে কিছুকাল যায়, এক দিন কোন বিদেশাগত ব্যক্তি রাজসভায় উপস্থিত হইল। রাজা বলিলেন, সৌম্য! তোমার নিবাস কোথায়? সে বলিল, রাজন্! আমি বৈদেশিক, আমার কোথাও বসতি স্থির নাই, সর্ব্বদাই পর্য্যটন করিয়া থাকি। রাজা বলিলেন, পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া তুমি কি কি অপূর্ব্ব দেখিয়াছ? সে বলিল, নরপতে! এক মহৎ আশ্চর্য্য দেখিয়াছি। রাজা বলিলেন, কি প্রকার? সে বলিল, উদয়াচল নামক পর্ব্বতে আদিত্যদেবের এক প্রকাণ্ড প্রাসাদ আছে, সেখানে গঙ্গা প্রবাহিত, গঙ্গাতটে পাপবিনাশন নামক শিবালয় বিদ্যমান। তথায় গঙ্গাপ্রবাহ হইতে প্রতিদিন একটি সুবর্ণস্তম্ভ নির্গত হয়, উহার উপর নবরত্ন-খচিত সিংহাসন আছে ॥ ১৩ ॥

স সুবর্ণস্তম্ভঃ সূর্য্যোদয়াদুপরি পূর্ণবৃদ্ধিং প্রাপ্নোতি, মধ্যাহ্নে সূর্য্যমণ্ডলং গচ্ছতি। ততঃ সূর্য্যো যাবদস্তং প্রাপ্নোতি তাবৎ স্বয়মেব উত্তীর্ণো গঙ্গাপ্রবাহে মজ্জতি। প্রতিদিনমেবং তত্র ভবতি। এতন্মহদাশ্চর্য্যং ময়া দৃষ্টম্। রাজা বিক্রমোঽপি তচ্ছ্রুত্বা তেন সহ তৎ স্থানং গতো রাত্রৌ নিদ্রাঙ্গতঃ। প্রভাতসময়ে যাবদুদয়ো ভবতি তাবৎ গঙ্গাপ্রবাহাৎ রত্ন-সিংহাসনযুক্তো হেমস্তম্ভো নির্গতঃ। তস্মিন্ সময়ে স্তম্ভে রাজা স্বয়মুপবিষ্টঃ। স্তম্ভোঽপি সূর্য্যমণ্ডলং প্রতি গন্তুং প্রবৃত্তঃ। যাবৎ সূর্য্যসমীপং গচ্ছতি তাবদগ্নিকণাসদৃশৈঃ সূর্য্যকিরণৈঃ রাজশরীরং মাংসপিণ্ডাকারমভূৎ। ততঃ পিণ্ডরূপেণ সূর্য্যমণ্ডলং প্রাপ্য— ॥ ১৪ ॥

নমঃ সবিত্রে জগদেকচক্ষুষে জগৎপ্রসূতি-স্থিতি-নাশহেতবে।
ত্রয়ীময়ায় ত্রিগুণাত্মধারিণে বিরিঞ্চি-নারায়ণ-শঙ্করাত্মনে ॥ ১৫ ॥

ইত্যেবং নমশ্চকার। সূর্য্যঃ স্তম্ভম্ অমৃতেনাভ্যসিঞ্চত। রাজা দিব্যশরীরো জাতঃ। সূর্য্যেণোক্তম, ভো রাজন্! ত্বং মহাসত্ত্বাধিকোঽসি, এতন্মণ্ডলং কস্যাঽপি ন গম্যম্! তত্র ত্বং প্রাপ্তোঽসি। তর্হ্যহং প্রসন্নোঽস্মি, বরং বৃণীষ্ব। রাজা বদতি, কিং মত্তোঽধিকঃ পরোঽস্তি? যন্মুনীনামপ্যগম্যং তব স্থানং, তদহং প্রাপ্তঃ। তব প্রসাদাৎ সর্ব্বমপ্যর্থজাতমস্তি। ১৬ ॥

তদ্বচনেনাপ্যতিসন্তুষ্টঃ সূর্য্যো নবরত্নখচিতে স্বকীয়কুণ্ডলে দত্ত্বা ভণতি, ভো রাজন্! এতৎ কুণ্ডলদ্বয়ং প্রতিদিনমেকং সুবর্ণভারং প্রযচ্ছতি। ১৭ ॥

অন্বয় ঃ—জগদেকচক্ষুষে (সকল-জগদেক-প্রকাশকায়) জগৎ-প্রসূতি-স্থিতি-নাশহেতবে (ভুবন-সৃষ্টি-স্থিতি-ক্ষয়-কারণায়) ত্রয়ীময়ায় (বেদপ্রতিপাদ্যতত্ত্বরূপায়) ত্রিগুণাত্মধারিণে (রজঃসত্ত্বতমোরূপিণে) অতএব বিরিঞ্চিনারায়ণ-শঙ্করাত্মনে (ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবস্বরূপায়) সবিত্রে (সূর্য্যায়) নমঃ ॥ ৭ ॥

বঙ্গার্থ ঃ—সেই সুবর্ণস্তম্ভ সূর্য্যোদয়ের পর হইতে পূর্ণরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, মধ্যাহ্নকালে সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করে, তৎপরে সূর্য্য যখন অস্তমিত হন, তখন স্বয়ংই সূর্য্যমণ্ডল হইতে নির্গত হইয়া গঙ্গাপ্রবাহে নিমগ্ন হইয়া থাকে। প্রতিদিনই এইরূপ হয়। আমি এই মহাশ্চর্য্য দেখিয়াছি। রাজা বিক্রমাদিত্য তাহা শুনিয়া তাহার সহিত সেই স্থানে গমন পূর্ব্বক রাত্রিকালে নিদ্রাগত হইলেন, প্রভাতকালে যখন সূর্য্যোদয় হইল, তখন পূর্ব্ববৎ গঙ্গাপ্রবাহ হইতে রত্নসিংহাসন-বিশিষ্ট হেমস্তম্ভ নির্গত হইল। সেই সময়ে রাজা স্তম্ভোপরি স্বয়ং বসিলেন ও সিংহাসন সূর্য্যমণ্ডলের অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। যখন ক্রমশঃ সিংহাসন সূর্য্য-সমীপে উপস্থিত হইল, তখন সূর্য্যের অগ্নিকণাতুল্য কিরণ-সমূহ দ্বারা রাজার দেহ মাংসপিণ্ডাকারে পরিণত হইল। তথাপি পিণ্ডাকারে পরিণত হইয়াও রাজা সূর্য্যমণ্ডলে উপস্থিত হইয়া, সূর্য্যের স্তব করিতে লাগিলেন। "জগতের প্রসবকর্ত্তা, জগতের একমাত্র চক্ষু, জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশের হেতু, তুমি দেব! ত্রয়ীময়, ত্রিগুণাত্মক, বিরিঞ্চি নারায়ণ ও শঙ্কররূপী তোমাকে নমস্কার" এই বলিয়া নমস্কার করিলেন। তখন সূর্য্যদেব অমৃত দ্বারা সেই স্তম্ভের অভিষেক করিলে, রাজা দিব্যদেহ ধারণ করিলেন। সূর্য্যদেব বলিলেন, হে ভূপাল! তুমি মহাসত্ত্ববান্ পুরুষ, আমার এই মণ্ডল সকলেরই অগম্য, তুমি এখানে যে আগমন করিয়াছ, এ জন্য আমি তোমার উপর প্রসন্ন হইয়াছি, বর প্রার্থনা কর। রাজা বলিলেন, আমা অপেক্ষা ভাগ্যবান্ আর কে আছে? যেহেতু, আমি মুনিগণেরও অগম্য আপনার এই স্থানে উপস্থিত হইতে পারিয়াছি। আপনার সম্পত্তি বিদ্যমান আছে। আরও সন্তুষ্ট হইয়া নবরত্ন-খচিত নিজ কুণ্ডলদ্বয় প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন, রাজন্! এই কুণ্ডল-যুগল প্রতিদিন একভার স্বর্ণ প্রদান করিয়া থাকে ॥ ১৪—১৭ ॥

ততো রাজা কুণ্ডলদ্বয়ং গৃহীত্বা পুনঃ সূর্য্যং নমস্কৃত্য তস্মাদুত্তীর্য্য যাবদুজ্জয়িনীং প্রতি আগচ্ছতি, তাবৎ কশ্চিদ্ ব্রাহ্মণো মার্গে সমাগত্য— ॥ ১৮ ॥

বেদান্তেষু যমাহুরেকপুরুষং ব্যাপ্য স্থিতং রোদসী
যস্মিন্নীশ্বর ইত্যনন্যবিষয়ঃ শব্দো যথার্থাক্ষরঃ।
অন্তর্যশ্চ মুমুক্ষুভির্নিয়মিতপ্রাণাদিভির্মৃগ্যতে
স স্থাণুঃ স্থিরভক্তিযোগসুলভো নিঃশ্রেয়সায়াস্তু বঃ ॥ ॥ ১৯ ॥

ইত্যাশীর্ব্বাদমুচ্চার্য্য ভণতি, ভো যজমান! অহং কুটুম্বী ব্রাহ্মণঃ পরং দরিদ্রঃ, সর্ব্বত্র ভিক্ষাটনং করোমি, তথাপি উদরং ন পূরয়ামি। তচ্ছ্রুত্বা রাজা কুণ্ডলদ্বয়ং তস্মৈ দত্ত্বা ভণতি, ভো ব্রাহ্মণ! এতৎ কুণ্ডলযুগং নিত্যং সুবর্ণভারমেকং তুভ্যং দাস্যতি। তৎ শ্রুত্বা ব্রাহ্মণোঽতিসন্তুষ্টো রাজানং স্তুত্বা নিজস্থানং জগাম। রাজাপ্যুজ্জয়িনীমগাৎ। ॥ ২০ ॥

ইতি কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা অব্রবীৎ, ভো রাজন্! ত্বয়ি এবম্ ঔদার্য্যং ধৈর্য্যং বিদ্যতে চেৎ, তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ। রাজা তূষ্ণীংবভূব। ॥ ২১ ॥

ইতি অষ্টাদশোপাখ্যানম্।

অন্বয়ঃ—বেদান্তেষু যং (শিবং) রোদসী (দ্যাবা-পৃথিব্যৌ ব্রহ্মাণ্ডমিতি যাবৎ) ব্যাপ্য (আক্রম্য সদ্রূপেণ অধিষ্ঠায়) স্থিতম্, এবম্ একপুরুষম্ (অদ্বিতীয়ম্ পরমাত্মানম্) আহুঃ (বদন্তি বেদান্তিনঃ) (যস্মিন্ স্থাণৌ) ঈশ্বর ইতি অনন্যবিষয়ঃ শব্দঃ (নান্যবোধিনী আখ্যা) যথার্থাক্ষরঃ (অন্বর্থকঃ), (নৈয়ায়িকাশ্চ যম্ ঈশ্বরত্বেন অভিদধতি ন তত্র অপ্রামাণ্যশঙ্কা তস্যৈব একস্য জগন্নিয়ন্তৃত্বাৎ), মুমুক্ষুভিঃ (মুক্তিকামৈঃ যোগিভিঃ) নিয়মিতপ্রাণাদিভিঃ (যম-নিয়মাসনপ্রাণায়ামাদিভিঃ সংযতেন্দ্রিয়ৈঃ সদ্ভিঃ) যঃ অন্তঃ (মনসি) মৃগ্যতে (ধ্যানধারণাদিভিরুপায়ৈঃ সাক্ষাৎ ক্রিয়তে) স্থিরভক্তিযোগসুলভঃ (দৃঢ়ভক্ত্যা যোগেন চ দৃঢ়ভক্তিযোগেন বা ভক্তৈঃ সাক্ষাৎ কর্ত্তুং শক্যঃ) স স্থাণুঃ (শিবঃ) বঃ (যুষ্মাকং) নিঃশ্রেয়সায় (মোক্ষায়) অস্তু, (জ্ঞানকর্ম্মভক্তিমার্গত্রয়ীশ্রিতানামেব অয়ং গম্যঃ ইতি ভাবঃ) ॥ ১৯ ॥

বঙ্গার্থ।—তদনন্তর রাজা সেই কুণ্ডলদ্বয় গ্রহণ পূর্ব্বক সূর্য্য-দেবকে পুনরায় প্রণাম করিয়া সেই স্থান হইতে অবতরণ করত যখন উজ্জয়িনীতে আসিতেছিলেন, তখন কোন ব্রাহ্মণ পথিমধ্যে তাঁহার নিকট আসিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন,—বেদান্তশাস্ত্রে যাঁহাকে অখিল ভুবনব্যাপী অদ্বিতীয় পুরুষ বলিয়া থাকে, যাঁহাতে "ঈশ্বর" এই শব্দ আর অন্যগামী না হইয়া যথার্থরূপে অন্বিত হয়, মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তিগণ প্রাণায়ামাদি দ্বারা প্রাণবায়ু রোধ করত যাঁহাকে হৃদয়াভ্যন্তরে ধ্যান করেন, সুদৃঢ় ও সুস্থির ভক্তি-যোগ দ্বারা সুলভ সেই মহাদেব আপনাদিগের পরম মঙ্গলবিধান করুন ॥ ১৮-১৯ ॥

এই আশীর্ব্বাদ উচ্চারণ পূর্ব্বক বলিলেন, "হে যজমান! একে আমার বহু পোষ্য, তাহাতে আমি অতি দরিদ্র, সর্ব্বত্রই ভিক্ষার নিমিত্ত ভ্রমণ করিয়া থাকি, কিন্তু তদ্দ্বারা সকলের উদরপূরণ হয় না।" এই কথা শুনিয়া রাজা সেই কুণ্ডলদ্বয় তাঁহাকে দিয়া বলিলেন, ব্রাহ্মণ! এই কুণ্ডলদ্বয় প্রতিদিন আপনাকে একভার করিয়া সুবর্ণ প্রদান করিবে। তাহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া রাজার স্তুতি করিতে করিতে নিজস্থানে গমন করিলেন, রাজাও উজ্জয়িনী গমন করিলেন ॥ ২০ ॥

এই কথা বলিয়া পুত্তলিকা ভোজরাজকে বলিল, রাজন্! আপনাতে যদি এইরূপ ঔদার্য্য ও ধৈর্য্য বিদ্যমান থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন্। রাজা মৌনী হইয়া রহিলেন ॥ ২১ ॥

অষ্টাদশোপাখ্যান সমাপ্ত।

ঊনবিংশোপাখ্যানম্

পাতালে বলি সন্দর্শনম্।

পুনরপি রাজা যাবৎ সিংহাসনে সমুপবিশতি, তাবদন্যা পুত্তলিকাবদৎ, ভো রাজন্। তব বিক্রমস্যৌদার্য্যাদিগুণা যদি ভবন্তি, তর্হি অস্মিন সিংহাসনে সমুপবিশ। ॥ ১ ।

রাজ্ঞোক্তম্, ভোঃ পুত্তলিকে। কথয় তস্য বিক্রমস্যৌদার্য্যাদিগুণবৃত্তান্তম। ॥ ২ ॥

সা কথয়তি, শ্রূয়তাং রাজন। বিক্রমে শাসতি সুমহতি ভূমণ্ডলে সর্ব্বোঽপি লোকঃ আনন্দপরিপূর্ণ আসীৎ। ব্রাহ্মণাঃ ষট্কর্ম্মনিরতাঃ, স্ত্রিয়ঃ পতিব্রতাঃ, শতায়ুষঃ পুরুষাঃ, সদাফলা বৃক্ষাঃ, কামবর্ষী পর্জ্জন্যঃ মহী সর্ব্বদা সম্পূর্ণশস্যবতী, লোকানাং পাপাৎ ভয়ম, অতিথীনাং পূজা, জীবেষু দয়া, গুরূণাং সেবা সর্ব্বদা দানম, এবং প্রজাসু বৃত্তিরাসীৎ। ॥ ৩ ।

অথ বিক্রম একদা সিংহাসনে উপবিষ্টোঽভূৎ, তত্র সভায়ামুপবিষ্টাঃ কীদৃগ বিধাঃ সামন্তরাজকুমারাঃ, কেচিৎ স্তুতিপাঠৈঃ স্ববংশাবলীঃ পাঠয়ন্তি, কেচনোদ্ধতাঃ স্বভুজবলং স্বয়মেব স্তুবন্তি, কেচন ষড়্‌বিংশদণ্ডায়ুধসাধনাভিজ্ঞাঃ শ্মশ্রুলা যুবানঃ অন্যোঽন্যং হসন্তি, কেচন শরণাগতপরিপালনপরাঃ, একে পরত্র বিষয়ে সংগৃহীতসাধনাঃ, কেচন ধর্ম্মসংগ্রহকারিণঃ, এবংবিধা রাজকুমারাঃ। তদা কশ্চিৎ পাপর্দ্ধিঃ সমাগত্য রাজানং প্রণম্যাবদৎ, ভো দেব। অরণ্যমধ্যে অঞ্জনপর্ব্বতাকারো বরাহঃ সমাগতোঽস্তি, তং দেব সমাগত্য পশ্যতু। তস্য বচনং শ্রুত্বা রাজা তৈরেব রাজকুমারৈঃ সহ বনং গত্বা নদীতটাকে স্থিতনিকুঞ্জান্তর্গতং বরাহমপশ্যৎ। । ৪ ॥

বঙ্গার্থ।—পুনর্ব্বার রাজা যখন সিংহাসনে উপবেশন করিবেন, তখন অন্য পুত্তলিকা বলিল, রাজন্। যদি আপনার বিক্রমাদিত্যের তুল্য ঔদার্য্যাদি গুণ বিদ্যমান থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন্ ॥ ১ ॥

রাজা বলিলেন, পুত্তলিকে। তুমি সেই বিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্যাদি গুণবৃত্তান্ত বর্ণন কর। পুত্তলিকা বলিল, রাজন। বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে এই সুবিস্তৃত ভূমণ্ডলে সমস্ত লোকই আনন্দে পরিপূর্ণ ছিল। ব্রাহ্মণগণ ষট্‌কর্ম্মনিরত, স্ত্রীসকল পতিব্রতা, মনুষ্য শতবর্ষজীবী, বৃক্ষসমূহ সর্ব্বদাই ফলে পূর্ণ, মেঘবৃন্দ প্রচুর পরিমাণে জলবর্ষী, পৃথিবী সর্ব্বদাই শস্যময়ী ছিল। লোকসকলের পাপ হইতে ভয়, অতিথিগণের পূজা, জীবগণে দয়া, গুরুজনের সেবা, সর্ব্বদাই দান, প্রজাদিগের মধ্যে এইরূপ সদ্বৃত্তি সমুদায় লক্ষিত হইত ॥ ২-৩ ॥

একদিন বিক্রমাদিত্য সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন। সেই সভায় বিবিধ প্রকার সামন্ত রাজকুমারগণও উপবিষ্ট আছেন, তন্মধ্যে কেহ বা স্তুতিপাঠক দ্বারা স্বীয় বংশাবলী পাঠ করাইতেছেন, কোন কোন উদ্ধতস্বভাব কুমারেরা আপন ভুজবল স্বমুখেই প্রশংসা করিতেছেন, ছাব্বিশ প্রকার দণ্ড ও অস্ত্র সাধনায় অভিজ্ঞ শ্মশ্রুধারী কোন কোন রাজকুমারগণ পরস্পর পরস্পরকে উপহাস করিতেছেন। আবার তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ শরণাগত পরিপালনে দৃঢ়চিত্ত, কেহ কেহ বা পারলৌকিক মঙ্গলসাধনে তৎপর, কেহ কেহ বা ধর্ম্মসংগ্রহকারী। এই প্রকার বিবিধ মতিসম্পন্ন রাজকুমারগণ উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে এক জন মৃগয়াজীবী আসিয়া প্রণিপাত পূর্ব্বক রাজাকে বলিল, দেব। অরণ্যমধ্যে অঞ্জনপর্ব্বততুল্য এক মহাবরাহ আসিয়াছে, আপনি আসিয়া তাহাকে দর্শন করুন্। তাহার বাক্য শুনিয়া রাজা সেই রাজকুমারগণের সহিত বনে গমন করিয়া নদীতটে কুঞ্জবনের মধ্যে সেই বরাহ দেখিতে পাইলেন ॥ ৪ ॥

ততঃ স বরাহো বীরাণাং কোলাহলং শ্রুত্বা তস্মান্নিকুঞ্জান্নির্গতঃ। তদনন্তরং সর্ব্বৈঃ রাজকুমারৈঃ সহ মহৎ স্বহস্তকৌশলং দর্শয়তঃ বিক্রমস্য ষড়্‌বিংশায়ুধানি তস্যোপরি নিপেতুঃ। বরাহস্তান্যায়ুধানি অগণয়ন্ পর্ব্বতান্তর্গতং কন্দরং বিবেশ। রাজাঽপি তস্য পৃষ্ঠতো লগ্নঃ পর্ব্বতমগমৎ। তত্র কিঞ্চন বিলদ্বারং দৃষ্ট্বা স্বয়মেব বিলদ্বারং প্রবিষ্টো মহত্যন্ধকারে কিয়ন্তং দূরঙ্গতঃ। উত্তরত্র মহান্ প্রকাশোঽভূৎ। ততঃ কিয়দ্দূরে সুবর্ণময়প্রাকারং শুভ্রাভ্রংলিহপ্রাসাদবিশিষ্টং দেবালয়োপবনাদিভিরলঙ্কৃতং সমস্তবস্তুপরিপূর্ণবিপণিভূষিতং ধনিকলোকসমাকীর্ণং নানাবিলাসিজনসেব্যমান-বিলাসিনীজনমতিমনোহরং নগরমেকমপশ্যৎ। তত্র প্রবিশ্য বিপণিমধ্যে যাবৎ প্রবিশতি, তাবদতীবমনোহরমণ্ডপযুতং রাজভবনমপশ্যৎ। তত্র বিরোচনসুতো বলিঃ রাজ্যং করোতি। রাজা রাজভবনে প্রবিষ্ট এব বলিনা ঝটিতি সমাগত্য আলিঙ্গিতঃ অতিরমণীয়ে সিংহাসনে চ সমুপবেশিতঃ পৃষ্টশ্চ, ভোঃ স্বামিন্! ভবতঃ কুতঃ সমাগতিঃ? বিক্রমেণোক্তম্, অহং ভবৎসন্দর্শনার্থং সমাগতোঽস্মি। বলিঃ রাজানং ভণতি, অদ্য মম সন্ততিঃ পবিত্রীভূতা সফলা চ জাতা, বহুনা পুণ্যোদয়েন ভবতোঽস্মাকং গৃহে আগতিঃ সংবৃত্তা। ॥ ৫ ॥

অদ্য মে বহুকালেন শ্লাঘনীয়মভূদিদম্।
যুষ্মৎপাদাম্বুজস্পর্শসম্পন্নানুগ্রহং গৃহম্॥ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—অদ্য মে বহু-কালাৎ পরম্ ইদং গৃহং যুষ্মৎ-পাদাম্বুজ-স্পর্শ সম্পন্নানুগ্রহং (যুষ্মাকং পাদাম্বুজয়োঃ স্পর্শেন অনুগৃহীতম্) সৎ শ্লাঘনীয়ং (ধন্যম্) অভূৎ (জাতম্)॥ ১॥

বঙ্গার্থ।—অতঃপর সেই বরাহ বীরগণের কোলাহল শুনিয়া নিকুঞ্জ হইতে নির্গত হইল। তৎপরে রাজা বিক্রমাদিত্য রাজকুমারগণের সহিত স্বীয় হস্তের ছাব্বিশ প্রকার আয়ুধপ্রয়োগের কৌশল দেখাইয়া ঐ ছাব্বিশ আয়ুধ বরাহের উপর নিপাতিত করিলেন। বরাহ সেই আয়ুধ-প্রহার গ্রাহ্য না করিয়া পর্ব্বত-গুহামধ্যে প্রবেশ করিল। রাজাও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন এবং তথায় কাঞ্চনময় বিলদ্বার দেখিয়া স্বয়ং তাহার মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক ঘোরতর অন্ধকারে কিয়দ্দূর গমন করিলেন। তৎপরে মহান্ আলোক প্রকাশ পাইল। তাহার কিয়দ্দূরে সুবর্ণময়-প্রাচীর-বেষ্টিত, শ্বেতবর্ণ, আকাশস্পর্শী প্রাসাদ-সমন্বিত একটি নগর দৃষ্টিগোচর হইল। সেই নগর দেবালয় ও উপবনাদি দ্বারা অলঙ্কৃত, সমস্ত বস্তু-পরিপূর্ণ বিপণি দ্বারা বিরাজিত ও ধনিগণে পরিব্যাপ্ত, তথায় বিলাসিগণ বিলাসিনীগণের উপভোগে মত্ত। অতি মনোহর সেই নগর। রাজা তথায় গমন পূর্ব্বক যেই বিপণিমধ্যে প্রবেশ করিবেন, অমনি অতি মনোহর মণ্ডপ-বিশিষ্ট এক রাজ-ভবন দেখিতে পাইলেন। তথায় বিরোচনপুত্র বলি রাজত্ব করিতেছেন। রাজা বিক্রমাদিত্য সেই রাজভবনে প্রবেশ করিবামাত্র বলিরাজ সত্বর আসিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং অতি রমণীয় সিংহাসনে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে প্রভো! আপনি কোথা হইতে আগমন করিয়াছেন? বিক্রমাদিত্য বলিলেন, আমি আপনাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আসিয়াছি। বলি বিক্রমাদিত্যকে বলিলেন, অদ্য আমার বংশ পবিত্র ও পূর্ণকাম হইল। বহুপুণ্যফলে আমার গৃহে আপনার আগমন হইয়াছে॥ ৫॥

অদ্য বহু কালের পর আপনার পাদাম্বুজস্পর্শানুগ্রহে আমার এই গৃহ ধন্য ও পবিত্র হইল। ৬॥

বিক্রমেণোক্তম্, ভো রাজন্! ত্বং পবিত্রীভূতান্তঃকরণঃ, তবৈব জন্ম শ্লাঘ্যং, যতঃ সাক্ষাদ্বৈকুণ্ঠাধিপো নারায়ণস্তব মন্দিরে সদা বিরাজতি। অথ বলিনোক্তং, স্বামিন্! কিমাগমনকারণম্? বিক্রমেণোক্তম্, ভো দানবেন্দ্র! অহং ভবদ্দর্শনার্থম্ এব সমাগতোঽস্মি, নান্যৎ কারণম্। অথ বলিনোক্তম্, যদি ময়ি মৈত্রীং বিধায় স্বামিনা সমাগতং, তর্হি ময়ি কৃপাংকৃত্বা কিমপি বস্তু ত্বয়া যাচনীয়ম্। ॥ ৭ ॥

বিক্রমেণোক্তম্, মম কিমপি ন্যূনং নাস্তি, অহমপি তব প্রসাদাৎ সর্ব্বত্র সম্পূর্ণোঽস্মি। ॥ ৮ ॥

বলিনোক্তম্, ভোঃ স্বামিন। ভবতো ন্যূনমিতি ন ময়োচ্যতে, কিন্তু মৈত্রীম্ উদ্দিশ্য দদামি, যতো বুধা এবং মিত্রলক্ষণং বদন্তি। ৯ ॥

উক্তঞ্চ—দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি। ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং প্রীতিলক্ষণম্ ১০ ॥

নোপকারং বিনা প্রীতিঃ কদাচিৎ কস্য জায়তে। উপযাচিতদানেন যথা দেবা হ্যভীষ্টদাঃ ॥ ১১ ॥

অন্যচ্চ— পুত্রাদপি প্রিয়তমং নিয়তে হি দানে, মেনে পশোরপি বিবেকবিবর্জ্জিতস্য
দত্তং খলেঽপি বিফলং খলু নৈব দুগ্ধং নিত্যং দদাতি মহিষী খলু চানপত্যা ॥ ১২ ॥

এবং ভণিত্বা তেন বিক্রমায় রাজ্ঞে রসায়নং রসশ্চ দত্তঃ। ততঃ রাজা তস্মাদনুজ্ঞাং প্রাপ্য বিলনির্গতোঽশ্বমারুহ্য যাবদ্রাজমার্গে সমায়াতি, তাবৎ মহাদৈন্যযুতো দরিদ্রঃ পীড়িতঃ সপুত্রঃ কশ্চিৎ বৃদ্ধব্রাহ্মণঃ সমাগত্য— ॥ ১৩ ॥

অন্বয় ঃ—সুহৃৎ দদাতি (সুহৃদে উপহারাদিকম্) প্রতিগৃহ্ণাতি (সুহৃদ্দত্তম্ উপহারমিতি শেষঃ), গুহ্যম্ আখ্যাতি, পৃচ্ছতি, ভুঙ্‌ক্তে (স্নেহোপহৃতং ভোজ্যমিতি শেষঃ) ভোজয়তে চ (সুহৃদম্) এব, এতৎ ষড়্‌বিধং প্রীতিলক্ষণম্ (প্রণয়চিহ্নম্)॥ ১০॥

উপকারং বিনা কস্য (অপি) প্রীতিঃ কদাচিৎ ন জায়তে, যথাহি দেবাঃ উপযাচিতদানেন অভীষ্টদাঃ ভবন্তি ॥ ১১ ॥ তথাহি নিয়তে দানে বিবেকবিবর্জ্জিতস্য পশোঃ অপি পুত্রাৎ অপি প্রিয়তমং ভবতি। ইত্যহং মেনে। খলে (কপটাচারিণি কৃতঘ্ন বা) অপি দত্তং (বস্তু) ন বিফলাম্ খলু ভবতি, নম্ন ভোঃ অনপত্যা মহিষী অপি নিত্যং দুগ্ধং দদাতি॥ ১২ ॥

বঙ্গার্থ ঃ—বিক্রমাদিত্য বলিলেন, রাজন্! আপনার অন্তঃকরণ পবিত্র। আপনারই জন্ম সার্থক। যেহেতু, বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণ আপনার মন্দিরে নিয়তই বিরাজ করিতেছেন। তদনন্তর বলি বলিলেন, প্রভো! আপনার আগমনের কারণ কি? বিক্রমাদিত্য বলিলেন, দানবেন্দ্র! আমি আপনার দর্শনার্থী হইয়াই এখানে আসিয়াছি, অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। বলি বলিলেন, যদি আমার প্রতি মৈত্রীভাব অবলম্বন করিয়া আপনি আসিয়া থাকেন, তবে কৃপা করিয়া কোন বস্তু প্রার্থনা করুন্। বিক্রমাদিত্য বলিলেন, আমার কোন বিষয়ে অভাব নাই, আমিও আপনার প্রসাদে সর্ব্ববিষয়েই পরিপূর্ণ ॥ ৭-৮ ॥

বলি বলিলেন, হে প্রভো! আমি আপনার অভাবের কথা বলিতেছি না, কিন্তু মিত্রভাব উদ্দেশে কিছু প্রদান করিতেছি। যেহেতু, বুধগণ মিত্রের এইরূপ লক্ষণ বলিয়াছেন—দান করে, প্রতিগ্রহ করে, গুহ্য কথা কহে ও গুহ্যকথা জিজ্ঞাসা করে, ভোজন করে এবং ভোজন করায়, এই ছয় প্রকারই প্রীতির লক্ষণ ॥ ৯-১০ ॥

উপকার ব্যতিরেকে কখন কাহারও প্রীতির সঞ্চার হয় না। দেবগণের নিকট উপযাচক হইলেই তাঁহারাও অভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকেন। নিয়ত দান করিলে বিবেকবর্জ্জিত পশুগণেরও পুত্র অপেক্ষাও অতিশয় প্রীতি হয়, খলে দান করিলেও তাহা বিফল হয় না; দেখ, সন্তানহীনা মহিষী নিত্যই দুগ্ধ দান করিয়া থাকে ॥ ১১-১২ ॥

এই বলিয়া বলিরাজ বিক্রমাদিত্যকে রসায়ন ও রস এই দুই বস্তু দান করিলেন। তদনন্তর রাজা তাঁহার নিকট হইতে অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া বিলমধ্য হইতে নির্গত হইলেন এবং অশ্বে আরোহণ করিয়া যখন রাজমার্গে আগমন করিতেছিলেন, তখন মহাদৈন্যদশাপন্ন, কোন দরিদ্র ও পীড়িত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, পুত্রের সহিত আসিয়া (আশীর্ব্বাদ করিলেন) ॥ ১৩ ॥

কঠিনতর-দামবেষ্টন রেখা-সন্দেহদায়িনো যস্য।
বিলসন্তি বলিবিভাগাঃ স পাতু দামোদরো ভবন্তম্ ॥ ॥ ১৪ ॥

ইত্যাশিষমুক্ত্বা ভণতি, ভো যজমান। অহম্ অত্যন্ত দরিদ্রঃ পীড়িতঃ বহুকুটুম্বী ব্রাহ্মণঃ। অদ্য সকুটুম্বস্য মম কিমপি ভোজনপর্য্যাপ্তং ধনং দেহি, মহত্যা ক্ষুধা পীড়িতা বয়ম্। রাজ্ঞা ভণিতং ভো ব্রাহ্মণ! ইদানীং মম হস্তে কিমপি ধনং নাস্তি, পরং রসশ্চ রসায়নঞ্চেতি বস্তুদ্বয়মস্তি, অনেন রসসম্পর্কেণ সপ্ত ধাতবঃ সুবর্ণাদয়ো ভবন্তি, ইদং রসায়নং যস্য সেবতে জরামরণরহিতো ভবিষ্যতি, উভয়োর্মধ্যে একং গৃহাণ। ॥ ১৫ ॥

তদা পিত্রা উক্তম্, যেন রসায়নসেবনেন জরামরণরহিতো ভবিষ্যামি তদ্দীয়তাম্। পুত্রেণোক্তম্, কিং ক্রিয়তে রসায়নেন? জরামরণরহিতেনাঽপি পুনর্দ্দারিদ্র্যমেব সুভবিতব্যম্। যেন রসেন সম্পর্কে সতি সুবর্ণো ভবতি, স গ্রাহ্যঃ। ইত্যুভয়োর্বিবাদো জাতঃ। রাজা উভয়োর্বিবাদং শ্রুত্বা রসং রসায়নঞ্চ তাভ্যাং দদৌ। ততো ব্রাহ্মণঃ রাজানং স্তুত্বা নিজনিলয়ঙ্গতঃ। রাজাঽপি নিজভবনমগমৎ। ॥ ১৬ ॥

ইমাং কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা অব্রবীৎ, ভো রাজন! ত্বয়ি এবং ধৈর্য্যম্ ঔদার্য্যং বিদ্যতে চেৎ, তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে উপবিশ। ॥ ১৭ ॥

ইতি ঊনবিংশোপাখ্যানম্।

অন্বয়ঃ—কঠিনতর দামবেষ্টন-রেখা-সন্দেহদায়িনঃ (অতিকর্কশং যৎ দাম রজ্জুঃ তস্য বেষ্টনেন যা রেখা জাতা তস্যাঃ সন্দেহজনকস্য, উদরে যে তিস্রঃ বলয়ো বর্ত্তন্তে তাঃ কিম্ যশোদয়া অতিকঠিনরজ্জ্বা বন্ধনেন তিস্রঃ রেখা জাতাঃ ইতি সন্দিহ্যতে তাদৃশস্য) যস্য (ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য) বলি বিভাগাঃ বিলসন্তি, স দামোদরঃ ভবন্তম্ পাতু ॥ ১৪ ॥

বঙ্গার্থ।—'যাহার উদরের ত্রিবলী যশোদা কর্ত্তৃক কঠিনতর রজ্জু দ্বারা বন্ধনের রেখার সন্দেহ জন্মাইয়া থাকে, সেই দামোদর আপনাকে রক্ষা করুন্' ॥ ১৪ ॥

এই আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, হে যজমান! আমি অত্যন্ত দরিদ্র, পীড়িত ও বহু পোষ্যসম্পন্ন ব্রাহ্মণ, অদ্য আমাদের সপরিবারে ভোজন যাহাতে সম্পাদন হয়, এইরূপ কিছু ধন দান করুন্, আমরা অতিশয় ক্ষুধায় পীড়িত হইয়াছি। রাজা বলিলেন, হে দ্বিজবর! এখন আমার হস্তে কিছুই ধন নাই, কিন্তু রস ও রসায়ন এই দুই বস্তু আছে, এই রস সংযোগে সমস্ত ধাতু সুবর্ণ হইয়া যায়, এবং যে ব্যক্তি এই রসায়ন সেবন করে, সে জরামরণ হইতে অব্যাহতি পায়। এই উভয়ের মধ্যে আপনি একটি গ্রহণ করুন ॥ ১৫ ॥

তখন পিতাপুত্রে মতভেদ হইল। পিতা বলিল, যে রসায়ন সেবন করিলে জরামরণের ভয় হইতে উদ্ধার পাইব, তাহাই দিন। পুত্র বলিল, রসায়ন লইয়া কি হইবে? তাহাতে জরামরণ-বর্জ্জিত হইয়া চিরদিন দরিদ্রতাই অনুভব করিতে হইবে। বরং যে রস-সম্পর্কে সকল ধাতু সুবর্ণ হয়, তাহাই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। এইরূপে উভয়ের বিবাদ উপস্থিত হইল দেখিয়া রাজা রস ও রসায়ন এই দুইটিই তাহাদিগকে দান করিলেন। তৎপরে ব্রাহ্মণ রাজার ভূয়সী প্রশংসা করিতে করিতে নিজ-গৃহে গমন করিলেন। রাজাও নিজভবনে আগমন করিলেন ॥ ১৬ ॥

এই কথা বলিয়া পুত্তলিকা ভোজরাজকে বলিল, রাজন্! আপনাতে যদি এইরূপ ধৈর্য্য ও ঔদার্য্যাদি গুণ বিদ্যমান থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন ॥ ১৭ ॥

ঊনবিংশোপাখ্যান সমাপ্ত

বিংশোপাখ্যানম্

পুনরপি রাজা সিংহাসনে যাবৎ সমুপবেষ্টুম্ উপক্রমতে, তাবদন্যা পুত্তলিকাব্রবীৎ, ভো রাজন্! যদি ত্বয়ি বিক্রমস্যৌদার্য্যগুণবৃত্তান্তাদয়ঃ সন্তি, তদা সিংহাসনে সমুপবিশ। ॥ ১ ॥

রাজা অবদৎ, ভোঃ পুত্তলিকে! কথয় তস্য বিক্রমস্যৌদার্য্যগুণবৃত্তান্তাদীন্। পুত্তলিকা বদতি, শ্রূয়তাং রাজন্! বিক্রমো রাজা ষণ্মাসং রাজ্যং করোতি, ষণ্মাসং দেশান্তরে গচ্ছতি। একদা দেশান্তরগতো নানাদেশান্ পরিভ্রম্য পদ্মালয়ং নাম নগরমগমৎ। তস্য নগরস্য বহিরুদ্যানে অতিবিমলোদকং সরোবরং দৃষ্ট্বা তদোদকপানং কৃত্বা উপবিষ্টঃ। ততোঽন্যতঃ অন্যেঽপি কেচন বৈদেশিকাঃ সমাগত্য জলপানং বিধায়োপবিষ্টাঃ পরস্পরং গোষ্ঠীং কুর্ব্বন্তি, অহো অস্মাভিরনেকে দেশা দৃষ্টাঃ, বহূনি তীর্থস্থানানি দৃষ্টানি, অতিদুর্গমাঃ কৈরপ্যনধিগম্যাঃ পর্ব্বতা আরূঢ়াঃ, পরমেকত্রাপি মহাপুরুষদর্শনং নাভূৎ। অন্যেন ভণিতম্, কথং মহাপুরুষদর্শনং ভবিষ্যতি? যত্র মহাসিদ্ধোঽস্তি, তত্র গন্তুম্ অশক্যম্। যতঃ মার্গোঽতিদুর্গমঃ, মধ্যে অনেকবিঘ্নাঃ সম্ভবন্তি, দেহস্য নাশো ভবতি। যেনোদ্যমেন প্রথমমাত্মৈব বিনাশনং প্রাপ্নোতি তস্য ফলং কো বা অনুভবিষ্যতি, অতঃ কারণাৎ বুদ্ধিমতা প্রথমমেব আত্মা রক্ষণীয়ঃ। ॥ ২ ॥

উক্তঞ্চ —

পুনর্দারাঃ পুনর্বিত্তং পুনঃ ক্ষেত্রং তথৈব চ। পুনঃ শুভাশুভং কর্ম্ম শরীরং ন পুনঃ পুনঃ॥ ॥ ৩ ॥

অন্বয় ঃ—পুনঃ দারাঃ (বিয়োগেঽপি পত্নী পুনরপি লভ্যতে ইতি শেষঃ) এবং পুনঃ বিত্তম্ (ধনম্), পুনঃ ক্ষেত্রম্ (শস্যভূমিঃ), পুনঃ শুভাশুভং (পাপপুণ্যজনকম্ কর্ম্ম) ভবতি, পরং শরীরং পুনঃ পুনঃ ন জায়তে ॥ ৩ ॥

বঙ্গার্থ।—পুনর্ব্বার রাজা যখন সিংহাসনে বসিবার উপক্রম করিতেছেন, তখন অন্য পুত্তলিকা বলিল, রাজন্! আপনাতে যদি বিক্রমাদিত্যের ন্যায় ঔদার্য্য গুণের কোন পরিচয় বিদ্যমান থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন ॥ ১ ॥

ভোজরাজ বলিলেন, পুত্তলিকে! তুমি বিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্যগুণের বৃত্তান্ত বর্ণন কর। পুত্তলিকা বলিল, মহারাজ! শ্রবণ করুন্। বিক্রমাদিত্য রাজা ছয় মাস রাজত্ব করিতেন, আর ছয় মাস দেশান্তরে গমন করিতেন। এক সময়ে দেশান্তরে যাইয়া নানাদেশ পরিভ্রমণ পূর্ব্বক পদ্মালয় নামক নগরে উপস্থিত হইলেন। সেই নগরের বহিঃস্থিত উদ্যানে অতিস্বচ্ছসলিলা পুষ্করিণী দেখিয়া তাহার জলপান পূর্ব্বক তথায় উপবেশন করিলেন। সেই স্থানে স্থানান্তর হইতে কতকগুলি বৈদেশিক আসিয়া জলপান পূর্ব্বক উপবেশন করিল। অতঃপর তাহাদের পরস্পর কথোপকথন চলিল—কেহ কেহ বলিল, অহো! আমরা অনেক দেশ দেখিলাম, অনেক তীর্থস্থানও ঘুরিলাম, অতিশয় দুর্গমস্থান এবং অন্যের অগম্য পর্ব্বতসকলেও আরোহণ করিলাম, কিন্তু এক স্থানেও একটি মহাপুরুষদর্শন ঘটিল না। অন্য ব্যক্তি বলিল, কিরূপে মহাপুরুষদর্শন ঘটিবে? যেখানে মহাপুরুষ আছেন, সেখানে গমন করা অসাধ্য। যেহেতু, পথ অতিশয় দুর্গম, মধ্যে মধ্যে অনেক বিঘ্ন বিপত্তির সম্ভাবনা, তাহাতে দেহনাশ হইতে পারে। যে উদ্যম দ্বারা প্রথমেই আত্মবিনাশ হয়, তাহার ফল কে ভোগ করিবে? অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণের প্রথমেই দেহরক্ষা করা কর্ত্তব্য ॥ ২ ॥

উক্ত আছে যে, পত্নী যাইলে পুনর্ব্বার হয়, ধন পুনর্ব্বার হয়, ক্ষেত্রও সেইরূপ, শুভ কর্ম্মও পুনর্ব্বার শুভ হইতে পারে; কিন্তু শরীর পুনঃ পুনঃ না হইয়া জন্মমধ্যে একবারই হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

তস্মাৎ বুদ্ধিমতা পুরুষেণ অকার্য্যাণি ন কর্ত্তব্যানি। ॥ ৪ ।

তথা চোক্তম্—

ব্যসনানি দুরন্তানি সম্যগ্ ব্যয়ফলানি চ। অশক্যানি চ কার্য্যাণি নারভেত বিচক্ষণঃ॥ ॥ ৫ ।

তথাচ—

পর্ব্বতং বিষমং ঘোরং বহুব্যালসমাকুলম্। নারোহেত নরঃ প্রাজ্ঞঃ সংশয়েঽপি কদাচন॥ ॥ ৬ ।

রাজাঽপি তস্য এবং বচনং শ্রুত্বা ভণতি, অহো বৈদেশিক! কিমেবমুচ্যতে যাবৎ পুরুষেণ পৌরুষং সাহসঞ্চ ক্রিয়তে, তাবদেব সকলং কার্য্যং দুর্ল্লভং ন ভবতি। ॥ ৭ ।

উক্তঞ্চ—

দুষ্প্রাপ্যাণি চ বস্তূনি লভ্যন্তে বাঞ্ছিতানি চ। পুরুষৈঃ সংশয়ারূঢৈরলসৈর্ন কদাচন॥ ॥ ৮ ।

তথাচ—

কদাচিদেতি নভসঃ খাতে জলন্তু পাতালাৎ। দৈবমচিন্ত্যবলবৎ ফলবানিহ সাহসী॥ ॥ ৯ ।

ক্লেশস্যাগমমদত্ত্বা ন লভ্যতে সুখস্থানম্॥ মধুভিন্মথনায়াসৈর্লব্ধা চিরেণ সা লক্ষ্মীঃ॥ ॥ ১০ ।

অন্বয়ঃ—বিচক্ষণঃ (পণ্ডিতঃ) সম্যগ্ ব্যয়ফলানি (অতিব্যয়-জনকানি) দুরন্তানি (অশুভোদর্কাণি) ব্যসনানি (মদ্যপানাদীন্ আসক্তিবিশেষান্) অশক্যানি কার্য্যাণি চ ন আরভেত॥ ৫॥

প্রাজ্ঞঃ (জ্ঞানী) নরঃ সংশয়েঽপি (প্রাণসংশয়ে উপস্থিতে অপি) বিষমং (উন্নতানতম্) ঘোরং (ভীতিপ্রদম্) বহুব্যালসমাকুলম্ (বহুভিঃ শ্বাপদৈঃ ব্যাপ্তম্) পর্ব্বতং কদাচন ন আরোহেত॥ ৬॥

সংশয়ারূঢৈঃ (কার্য্যসিদ্ধিং গমিষ্যামো ন বা ইতি সন্দেহাকুলৈঃ) পুরুষৈঃ দুষ্প্রাপ্যাণি (দুর্লভানি) বস্তূনি বাঞ্ছিতানি চ (অভীষ্টবস্তূনি চ) লভ্যন্তে, অলসৈঃ কদাচন ন লভ্যন্তে॥ ৮॥

জলন্তু কদাচিৎ নভসঃ খাতে (আকাশস্থগর্ত্তে) পাতালাৎ এতি (ঊর্দ্ধমপি জলং চলতি ইতি ভাবঃ) যতঃ দৈবম্ অচিন্ত্যবলবৎ, ইহ সাহসী ফলবান্॥ ৯॥

ক্লেশস্য আগমম্ (প্রসরং) অদত্ত্বা সুখস্থানং ন লভ্যতে, মধুভিন্মথনায়াসৈঃ (মধুভিদা নারায়ণেন মন্থনক্লেশৈঃ) চিরেণ লক্ষ্মীঃ লব্ধা॥ ১০॥

বঙ্গার্থঃ—অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণের অকার্য্য পরিহার করা কর্ত্তব্য। উক্ত আছে যে, যে সমুদয় ব্যসনে পরিণামফল মন্দ ও ব্যয়ও অধিক এবং যে সকল কার্য্য করা অসাধ্য, বিচক্ষণ ব্যক্তি কখনই তাহাতে প্রবৃত্ত হইবেন না॥ ৪-৫॥

আরও এক কথা, পর্ব্বত বিষম ও অতিভীষণ, তাহাতে বহুতর হিংস্র জীবগণ বাস করে, অতএব প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রাণসংশয়ের কারণ উপস্থিত হইলেও পর্ব্বতে কদাচ আরোহণ করিবেন না॥ ৬॥

রাজাও তাহার এইরূপ বাক্য শুনিয়া বলিলেন, এ কি? বৈদেশিক! এরূপ কেন বলিতেছ? পুরুষ যতক্ষণ পর্য্যন্ত সাহস ও পৌরুষ প্রকাশ করে, তাবৎ কোন কার্য্যই দুঃসাধ্য হয় না। উক্ত আছে যে, সংশয়ারূঢ়, সাহসী পুরুষই দুষ্প্রাপ্য অভিলষিত বস্তু লাভ করিতে পারে, অলস-ব্যক্তিগণ কদাচ তাহা প্রাপ্ত হয় না॥ ৭-৮॥

কথিত আছে যে, আকাশের খাতেও কদাচিৎ পাতাল হইতে জল উঠিতে পারে, কেন না, দৈব অচিন্ত্য ও সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী। এই জগতে সাহসী ব্যক্তিই কার্য্যসিদ্ধি লাভ করে; বিশেষতঃ কষ্ট না করিলে সুখের মুখ দেখা যায় না। দেখ, মধুসূদন মন্থনের পরিশ্রম স্বীকার করিয়াই লক্ষ্মীদেবীকে লাভ করিয়াছেন॥ ৯-১০॥

তস্য ন হি কিমপি স্যাৎ বিষ্ণোর্নৃসিংহাকারস্য।
নিদ্রাং যো ভজতে মাসাংশ্চতুর উদধৌ স্থিতঃ॥ ॥ ১১ ॥
দুরধিগমঃ পরভাগো যাবৎ পুরুষেণ পৌরুষং ন কৃতম্।
হরতি তুলামধিরূঢ়ো ভাস্বান্ স্বজলদপটলানি॥ ॥ ১২ ॥

এতদ্রাজবচনং শ্রুত্বা তেন উক্তম্, ভো মহাসত্ত্ব! কিং কার্য্যং কথয়? রাজ্ঞোক্তম, অস্মাৎ স্থানাৎ দ্বাদশযোজনপর্য্যন্তং যদি গম্যতে, তর্হি তত্র মহারণ্যমধ্যে বিষমঃ কশ্চিৎ পর্ব্বতোঽস্তি, তত্র ত্রিকালনাথো নাম যোগীশ্বরো বিদ্যতে চ। যদি তস্য দর্শনং ক্রিয়তে, তর্হি স সর্ব্বং বাঞ্ছিতমর্থং দাস্যতি, অহং তত্র গচ্ছামি। তৈরুক্তম্, বয়মপি গমিষ্যামঃ। রাজ্ঞোক্তম, সুখেন আগচ্ছন্তু, ততস্তে রাজ্ঞা সহ নির্গতা মহারণ্যে মার্গমতিবিষমং দৃষ্ট্বা রাজানং প্রোচুঃ, ভো মহাসত্ত্ব! কিয়দ্দূরে পর্ব্বতোঽস্ত? রাজ্ঞোক্তম্, ইতঃ অষ্টযোজনাৎ বিদ্যতে, "তর্হি বয়ং গমিষ্যামো যদ্যপি মহদ্দূরমস্তি, মার্গোঽপ্যতিবিষমঃ" ইতি ব্রুবন্তঃ ষড়্‌যোজনানি গত্বা পুরতো যাবৎ গচ্ছন্তি তাবন্মহাকালবদনঃ বিষাগ্নিমুদ্বমন্ অতিভয়ঙ্করঃ কশ্চিৎ সর্পো মার্গমাবৃত্য তিষ্ঠতি। তেঽপি তং সর্পং দৃষ্ট্বা সভয়াঃ পলায়াঞ্চক্রিরে। রাজা পুনরপি মার্গে গন্তুং প্রবৃত্তঃ। অথ সর্পঃ সমাগত্য রাজানং বেষ্টয়িত্বা সমদশৎ। ॥ ১৩ ॥

অন্বয় ঃ—তস্য নৃসিংহাকারস্য বিষ্ণোঃ কিমপি ন হি স্যাং (ন সিধ্যেৎ) কুতঃ? যঃ চতুরঃ মাসান্ (ব্যাপ্য) উদধৌ স্থিতঃ সন্ নিদ্রাং ভজতে॥ ১১॥

পুরুষেণ (প্রাণিনা) যাবৎ পৌরুষং (প্রযত্নঃ) ন কৃতম, তাবৎ পরভাগঃ (ফলম্) দুরধিগমঃ (দুর্ল্লভঃ)। তথাহি তুলামধিরূঢ়ঃ (পরীক্ষার্থং তুলামারূঢ়ঃ তুলারাশিগতঃ চ ভাস্বান্ (সূর্য্যঃ) স্বজলদপটলানি (মেঘসমূহান্ স্বাবরকদোষাংশ্চ) হরতি (অপনয়তি)॥ ১২॥

বঙ্গার্থ ।—নৃসিংহাকৃতি বিষ্ণু কোন্ কার্য্য না করিয়াছেন? কিন্তু তিনিই আবার যখন চারি মাস সমুদ্রে নিদ্রা যান, তখন কিছুই করেন না, অতএব আলস্য করা কর্ত্তব্য নয়। যাবৎ মনুষ্য পৌরুষ প্রকাশ না করে, তাবৎ তাহার সৌভাগ্যলাভ দুষ্কর। দেখ, সূর্য্যদেব তুলায় (তুলারাশিতে) আরোহণ করিয়া অগ্রে নিজ আবরক জলদজাল হরণ করিয়া থাকেন॥ ১১-১২॥

রাজার এই কথা শুনিয়া সেই বৈদেশিক বলিল, হে মহাসত্ত্ব। সে কার্য্য কি? তাহা বলুন। রাজা বলিলেন, এই স্থান হইতে যদি দ্বাদশ যোজন গমন করা যায়, তবে দেখিবে, মহারণ্যের মধ্যে বিষম একটি পর্ব্বত আছে, তাহাতে ত্রিকালনাথ নামে যোগীশ্বর বিরাজমান। যদি তাঁহার দর্শনলাভ করিতে পারা যায়, তবে তিনি সমস্ত বাঞ্ছিত বস্তু প্রদান করেন। আমি সেইখানে যাইতেছি। তাহারা বলিল, আমরাও যাইব। রাজা বলিলেন, স্বচ্ছন্দে আগমন কর। তদনন্তর তাহারা রাজার সহিত নির্গত হইল, কিন্তু মহারণ্যের পথ অতিশয় বিষম দেখিয়া রাজাকে বলিল, মহাসত্ত্ব! কত দূরে পর্ব্বত? রাজা বলিলেন, এখান হইতে আট যোজন দূরে। "যদিও পথ বিষম এবং অতিশয় দূর, তথাপি আমরা যাইব," এই বলিয়া তাহারা ছয় যোজন গিয়া যেই অগ্রসর হইবে, অমনি দেখিল যে, মহাকালের ন্যায় মুখবিশিষ্ট বিষাগ্নি উদ্বমনকারী অতি ভয়ঙ্কর কোন মহাসর্প পথরোধ করিয়া অবস্থিতি করিতেছে। তাহারা সকলেই সেই সর্প দেখিয়া পলায়ন করিল। রাজা পথ হাঁটিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর সর্প আসিয়া রাজাকে বেষ্টন পূর্ব্বক দংশন করিল॥ ১৩॥

ততঃ স বিষবৎ শরীরং বস্ত্রখণ্ডেন আবেষ্ট্য দুর্গমং পর্ব্বতমারুহ্য ত্রিকালনাথং যোগিনং দৃষ্ট্বা নমশ্চকার। যোগিসন্দর্শনমাত্রেণ সর্পস্তং ত্যক্ত্বা, গতঃ, রাজাঽপি নির্বিষো বভূব। ॥ ১৪ ॥

যোগিনোক্তম্, ভো মহাসত্ত্ব! মহাপ্রমাদভূয়িষ্ঠমেবমমানুষং স্থানম্ অতিকষ্টেন কিমর্থমাগতোঽসি? রাজ্ঞোক্তম্, ভোঃ স্বামিন্! অহং তব সন্দর্শনার্থম্ আগতোঽস্মি। যোগিনোক্তম্, মহৎ কষ্টমনুভূতং খলু ত্বয়া। রাজ্ঞোক্তম্, কিমপি নাস্তি, ভবৎসন্দর্শনমাত্রেণ সকলমপি পাতকং গতং, কষ্টং কৃত্বা অদ্যাহং ধন্যোঽস্মি, যতো মহতাং দর্শনমতীব দুর্ল্লভম্। ১৫ ॥

অন্যচ্চ—

যাবৎ শরীরং সুদৃঢং যাবৎ সন্তীন্দ্রিয়াণি চ।
তাবদেব চ কর্ত্তব্যং পুরুষৈর্হি হিতং সদা॥ ॥ ১৬ ॥

তথা চোক্তং—

যাবৎ স্বস্থমিদং শরীরমখিলং যাবজ্জরা দূরতো
যাবচ্চেন্দ্রিয়শক্তিরপ্রতিহতা যাবৎ ক্ষয়ো নায়ুষঃ।
আত্মশ্রেয়সি তাবদেব বিদুষা কার্য্যঃ প্রযত্নো মহান্
উদ্দীপ্তে ভবনে চ কূপখননে প্রত্যুদ্যমঃ কীদৃশঃ॥ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—শরীরং যাবৎ সুদৃঢং তিষ্ঠতি, ইন্দ্রিয়াণি চ যাবৎ সন্তি (কার্য্যক্ষমাণি ইতি শেষঃ), তাবৎপর্য্যন্তং পুরুষৈঃ সদা হিতং (আত্মোপকারঃ) কর্ত্তব্যম্ ॥ ১৬॥

যাবৎ অখিলং শরীরং স্বস্থম্ (সুষ্ঠু), যাবৎ জরা (বার্দ্ধক্যম্) দূরতঃ (নায়াতা ইত্যর্থঃ), যাবৎ চ ইন্দ্রিয়শক্তিঃ অপ্রতিহতা (অক্ষুণ্ণা), যাবৎ আয়ুষঃ ক্ষয়ঃ ন, তাবৎ এব বিদুষা আত্মশ্রেয়সি (স্বহিতে) মহান্ প্রযত্নঃ কার্য্যঃ, অন্যথা ভবনে উদ্দীপ্তে (বহ্নিনা প্রজ্বলিতে সতি) কূপখননে প্রত্যুদ্যমঃ কীদৃশঃ স্যাৎ? ॥ ১৭॥

বঙ্গার্থ।—কিন্তু তিনি সর্পবিষে জর্জ্জরিত দেহ বস্ত্রখণ্ড দ্বারা আবৃত করিয়া দুর্গম পর্ব্বত আরোহণ করিলেন এবং ত্রিকালনাথ যোগিবরকে দর্শন করিয়া প্রণাম করিলেন। যোগিদর্শন-মাত্রেই সর্প তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, রাজাও নির্ব্বিষ হইলেন ॥ ১৪॥

যোগী বলিলেন, হে মহাসত্ত্ব! এই স্থান মনুষ্যের অগম্য ও মহাবিপৎসমাকুল, তুমি এত কষ্ট করিয়া এখানে আসিয়াছ কেন? রাজা বলিলেন, হে প্রভো! আমি আপনাকে দর্শন করিবার নিমিত্তই এখানে আসিয়াছি। যোগী বলিলেন, আহা! তুমি বড়ই কষ্ট পাইয়াছ। রাজা বলিলেন, এখন আর কিছুই নাই, আপনার দর্শনমাত্রেই সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়াছে। কষ্ট করিয়া আমি আজ ধন্য হইলাম; যেহেতু, মহতের দর্শনলাভ অতিশয় দুর্লভ। তদ্ভিন্ন, যে পর্য্যন্ত শরীর সুদৃঢ় থাকে, এবং ইন্দ্রিয়সকল বিকল না হয়, তাবৎকাল মনুষ্যের সর্ব্বদাই আত্মহিতকর কার্য্যসাধন করা কর্ত্তব্য। উক্ত আছে যে, যাবৎপর্য্যন্ত এই দেহ সুস্থ থাকে এবং যাবৎ জরা দূরবর্ত্তিনী থাকে, যাবৎ ইন্দ্রিয়শক্তি অকুণ্ঠিত থাকে, যতক্ষণ আয়ুঃক্ষয় না হয়, তাবৎ আত্মমঙ্গলের নিমিত্ত যত্ন করা বিদ্বান্ ব্যক্তিগণের একান্ত কর্ত্তব্য। গৃহ জ্বলিয়া উঠিলে, কূপখননের উদ্যোগ করিলে আর কি হইবে ॥ ১৫-১৭ ॥

ততঃ প্রসন্নেন যোগিনা ঘুটিকা যোগদণ্ডঃ কন্থা চ দত্তা, উক্তঞ্চ, ভো রাজন্! অনয়া ঘুটিকয়া ভূমৌ যাবত্যঃ রেখা লিখ্যন্তে তাবন্তি যোজনানি একস্মিন্ দিনে গন্তুং শক্যতে; এবং যোগদণ্ডঃ দক্ষিণহস্তে ধৃত্বা স্পর্শ্যতে যদি তর্হি মৃতসৈন্যং সঞ্জীবিতং ভূত্বা উত্তিষ্ঠতি, বামহস্তে ধৃত্বা স্পর্শ্যতে যদি তদা সর্ব্বস্যাপি বিপক্ষস্য সৈন্যনাশো ভবতি; ইয়ং কন্থাঽপি ঈপ্সিতবস্তূনি প্রযচ্ছতি। রাজ্ঞাঽপি তৎ ত্রয়ং গৃহীত্বা যোগিনং নমস্কৃত্য অনুজ্ঞাং লব্ধ্বা যাবদ্গম্যতে তাবদ্রাজমার্গে কশ্চিদ্রাজকুমারঃ সম্মুখে অগ্নিং সংস্থাপ্য কাষ্ঠানি সঞ্চিনোতি। রাজা তমপৃচ্ছৎ, ভোঃ সৌম্য! কিমেবং ক্রিয়তে? তেনোক্তম্, অহং কশ্চিদ্রাজকুমারঃ, মম রাজ্যং দায়াদৈরপহৃতং, দরিদ্রোঽহং জীবনং ধারয়িতুমক্ষমঃ সন্ অগ্নৌ প্রবেশং কর্ত্তুং কাষ্ঠানি সঞ্চিনোমি। ততো রাজা তস্যাভয়ং দত্ত্বা ঘুটিকাং যোগদণ্ডং কন্থাঞ্চ দদৌ। তেষাং গুণানপি অকথয়ৎ। তদনন্তরম্ অতিসন্তুষ্টো রাজকুমারো রাজানং প্রণম্য স্বদেশমগমৎ। বিক্রমোঽপি উজ্জয়িনীমগাৎ। ॥ ১৮ ॥

ইমাং কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা ভোজরাজমবদৎ, ভো রাজন্! ত্বয়ি যদি এবং ঔদার্য্যং বিদ্যতে, তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ। রাজা তূষ্ণীং স্থিতঃ। ॥ ১৯ ॥

ইতি বিংশোপাখ্যানম্।

বঙ্গার্থ।—ইহাতে যোগিবর প্রসন্ন হইয়া রাজাকে একটি ঘুঁটি, একটি যোগদণ্ড ও একখানি কন্থা প্রদান করিয়া কহিলেন, রাজন্! এই ঘুঁটি দ্বারা ভূমিতে যতগুলি রেখা টানা যায়, এক দিনে তত যোজন পথ গমন করিতে সমর্থ হওয়া যায়। এই যোগদণ্ড দক্ষিণ হস্তে ধরিয়া স্পর্শ করাইলে মৃতসৈন্য জীবিত হইয়া উত্থিত হয়, আর বাম হস্তে ধরিয়া যদি স্পর্শ করান যায়, সমস্ত বিপক্ষ সৈন্যগণ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এই কন্থাও ইচ্ছানুরূপ বস্তু প্রদান করে। রাজা সেই তিনটি বস্তু গ্রহণ পূর্ব্বক যোগিবরকে প্রণাম করিয়া তাঁহার অনুমতি অনুসারে যখন রাজপথে গমন করিতেছেন, তখন দেখিলেন পথিমধ্যে কোন এক রাজকুমার সম্মুখে অগ্নিসংস্থাপন পূর্ব্বক কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতেছেন। রাজা তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সৌম্য! আপনি কেন এরূপ করিতেছেন? তিনি বলিলেন, আমি কোন রাজকুমার, জ্ঞাতিগণ আমার রাজ্য অপহরণ করিয়াছে, তাহাতে আমি দরিদ্র হইয়া জীবনধারণে অক্ষম হইয়াছি, সেই কষ্টে আমি অগ্নিতে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত কাষ্ঠ সঞ্চয় করিতেছি। তাহা শুনিয়া রাজা তাঁহাকে অভয় দিয়া সেই ঘুঁটি, যোগদণ্ড ও কন্থা প্রদান করত তাহাদের গুণকীর্ত্তন করিলেন। এই ব্যাপারে রাজকুমার অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে প্রণাম করিয়া নিজদেশে প্রস্থান করিলেন ॥ ১৮ ॥

এই কথা কহিয়া পুত্তলিকা ভোজরাজকে বলিল, রাজন্! যদি আপনাতে এইরূপ ঔদার্য্যগুণ বিদ্যমান থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন্। রাজা মৌনী হইয়া রহিলেন ॥ ১৯ ॥

বিংশোপাখ্যান সমাপ্ত।

একবিংশোপাখ্যানম্

অষ্ট-সিদ্ধি-লাভঃ।

পুনরপি রাজা যাবৎ সিংহাসনে সমুপবিশতি, তাবদন্যা পুত্তলিকা ভণতি, তেন সিংহাসনে উপবেষ্টব্যং যস্য বিক্রমস্যৌদার্য্যং ভবতি। রাজা অবদৎ, কথয় তস্য বিক্রমস্যৌদার্য্যবৃত্তান্তম্। সা অব্রবীৎ, শ্রূয়তাং, রাজন্! বিক্রমে রাজ্যং শাসতি বুদ্ধিসিন্ধুনামা মন্ত্রী সমভবৎ। তস্য পুত্রঃ অনর্গলো নাম, স ঘৃতৌদনং ভুক্ত্বা কুমারবৃত্ত্যা তিষ্ঠতি। কিমপি বিদ্যাভ্যসনং ন করোতি। একদা পিত্রা ভণিতং, হে অনর্গল! ত্বং মমোদরাজ্জাতোঽপি পরমতীব দুর্বিদগ্ধঃ, বিদ্যাভ্যসনং ন করোষি, হৃদয়শূন্যো মূর্খঃ সন্ তিষ্ঠসি। যস্য হৃদয়শূন্যঃ, স এব মূর্খঃ। ॥ ১ ॥ *

উক্তঞ্চ— অপুত্রস্য গৃহং শূন্যং শূন্যো দেশো হ্যবান্ধবঃ।
মূর্খস্য হৃদয়ং শূন্যং সর্ব্বশূন্যা দরিদ্রতা ॥ ॥ ২ ॥

মম তব সম্বন্ধে কোঽপ্যর্থো নাস্তি।

তথা হি — কোঽর্থঃ পুত্রেণ জাতেন যো ন বিদ্বান্ন ধার্ম্মিকঃ। ॥ ৩ ॥
তয়া গবা কিং ক্রিয়তে যা ন দোগ্ধ্রী ন গর্ভিণী ॥ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—অপুত্রস্য গৃহম্ শূন্যম্, অবান্ধবঃ (আত্মীয়রহিতঃ) দেশঃ শূন্যঃ, মূর্খস্য হৃদয়ং শূন্যং, দরিদ্রতা সর্ব্বশূন্যা (সর্ব্বহীনা) ॥ ২ ॥

যঃ (পুত্রঃ) বিদ্বান্ ন, ধার্ম্মিকঃ অপি ন, তেন পুত্রেণ কঃ অর্থঃ (কো লাভঃ স্যাৎ পিতুঃ), যা (ধেনুঃ) দোগ্ধ্রী (দোহনশীলা) ন, গর্ভিণী চ ন, তয়া গবা কিং ক্রিয়তে (কিং ফলং সাধ্যতাম্? ন কিমপি) ॥

বঙ্গার্থ।—পুনর্ব্বার রাজা যখন সিংহাসনে উপবেশন করিবেন, তখন অন্য পুত্তলিকা বলিল, যাহার বিক্রমাদিত্যের তুল্য ঔদার্য্যগুণ আছে, সেই ব্যক্তিই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত। রাজা বলিলেন, পুত্তলিকে! বিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্য-বৃত্তান্ত কীর্ত্তন কর। পুত্তলিকা বলিল, রাজন্! শ্রবণ করুন্। বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে বুদ্ধিসিন্ধুনামক তাঁহার এক মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার পুত্র অনর্গল, সে ঘৃতান্ন ভোজন করিত এবং বালকের মত ক্রীড়ারত থাকিত, কোন বিদ্যাভ্যাস করিত না। এক দিন তাহার পিতা বলিলেন, অনর্গল! তুমি আমার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া অতিশয় দুষ্টাচারী হইয়া কালযাপন করিতেছ। বিদ্যাভ্যাস কর না, তাহাতে হৃদয়হীন ও মূর্খই হইয়া আছ। যে হৃদয়হীন সেই মূর্খ। ॥ ১ ॥

শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, পুত্রহীন ব্যক্তির গৃহ শূন্য, বান্ধবহীন দেশ শূন্য, মূর্খের হৃদয় শূন্য এবং দরিদ্রতা সর্ব্বশূন্য। তোমা হইতে আমার কোন কার্য্যই সাধিত হইবে না; যেহেতু, যে পুত্র বিদ্বান্ ও ধার্ম্মিক না হয়, সেই পুত্রের জন্ম হইলে তাহার দ্বারা কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধ হয়? যে গাভী গর্ভিণী নহে এবং দুগ্ধও প্রদান করে না, সেই গাভী লইয়া কি করিবে? ॥ ২-৪ ॥

* অবিদ্যং জীবনং শূন্যং দিক্ শূন্যা চ হ্যবান্ধবা।
পুত্রহীনং গৃহং শূন্যং সর্ব্বশূন্যা দরিদ্রতা। ইতি পাঠো বা।

অন্যচ্চ—

অজাতমৃতমূর্খেভ্যো মৃতাজাতৌ বরৌ সুতৌ।
যতস্তৌ স্বল্পদুঃখায় যাবজ্জীবং জড়ো দহেৎ ॥ ॥ ৫ ॥

অন্যচ্চ—

কিং তেন জাতু জাতেন মাতুর্যৌবনহারিণা।
নারোহতি কুলং যস্য বংশস্যাগ্রে ধ্বজো যথা ॥ ॥ ৬ ॥

এতৎ পিতৃবচনং শ্রুত্বা পশ্চাত্তাপযুক্তোঽনর্গলো বৈরাগ্যং প্রাপ্য দেশান্তরং জগাম। তত্র দেশান্তরে একস্মিন্নগরে কস্যচিদুপাধ্যায়স্য সকাশাৎ সকলং নীতিশাস্ত্রং পঠিত্বা নিজনগরং প্রতি সমাগচ্ছৎ। মার্গে অরণ্যমধ্যে দেবালয়মপশ্যৎ। তদ্দেবালয়সমীপে পদ্মিনীষণ্ডমণ্ডিতং চক্রবাকযুগযুতম্ অতিবিমলোদকং সরঃ আসীৎ। তত্র সরোবরস্য একদেশে অতিসন্তপ্তমুদকম্ অস্তি। এতৎ সর্ব্বং দৃষ্ট্বা তত্রোপবিষ্টে সূর্য্যোঽস্তং গতঃ। তদনন্তরং রাত্রিসময়ে তস্মাৎ সন্তপ্তোদকমধ্যাৎ অষ্টৌ দিব্যাঃ স্ত্রিয়ঃ নির্গতা দেবালয়ং গত্বা চ দেবস্যাভিষেকাদি ষোড়শোপচারং কৃত্বা নৃত্যগীতাদিকলয়া দেবং তোষয়ামাসুঃ। ততো দেবঃ প্রসন্নো ভূত্বা তাভ্যঃ প্রসাদমদাৎ। ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—অজাতমৃতমূর্খেভ্যঃ (মধ্যে) মৃতাজাতৌ (মৃতশ্চ অপ্রসূতশ্চ তৌ) সুতৌ বরম্ (মনাক্ প্রিয়ৌ) যতঃ (কারণাৎ) তৌ (মৃতাজাতৌ স্বল্পদুঃখায় (অল্প-কালীন-দুঃখদৌ), জড়স্ত (মূর্খঃ) যাবজ্জীবং (যাবৎ তস্য জীবনং তাবৎকালম্) দহেৎ (পীড়য়তি পিতরম্) ॥ ৫ ॥

যস্য কুলং (বংশঃ) বংশস্য অগ্রে ধ্বজঃ (পতাকা-বস্ত্রম্) যথা জাতু (কদাচিৎ) ন আরোহতি (উন্নতং ন ভবতি) কেবলং মাতুঃ যৌবনহারিণা (স্ব-জন্মনা জনন্যাঃ যৌবনক্ষয়কারণেন) তেন জাতেন সতা কিম্? (ন কিমপি) ॥ ৬ ॥

বঙ্গার্থ।—আরও এক কথা, অজাত, মৃত ও মূর্খ এই তিনের মধ্যে মৃত অথবা অজাত এই দুইটিই পুত্র ভাল; যেহেতু, ঐ দুই জন অল্প দুঃখ দিয়াই ক্ষান্ত হয়, কিন্তু মূর্খ পুত্র যাবজ্জীবন দগ্ধ করিতে থাকে। আরও উক্ত আছে যে, যে পুত্র দ্বারা বংশদণ্ডের অগ্রভাগে ধ্বজের ন্যায় কুল উন্নত না হয়, মাতার যৌবন-বিনাশী সেই পুত্র দ্বারা কি ফললাভ হইবে? পিতার এই বাক্য শুনিয়া অনর্গল অত্যন্ত অনুতপ্ত হইল এবং বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক দেশান্তরে গমন করিল। তথায় এক নগরে কোন উপাধ্যায়ের নিকট সমস্ত নীতিশাস্ত্র পাঠ করিয়া নিজ নগরাভিমুখে আসিতে লাগিল। পথের মধ্যে এক অরণ্যে একটি দেবালয় দেখিতে পাইল। সেই দেবালয়ের নিকটস্থিত একটি বিমলসলিলবিশিষ্ট সরোবর, তাহাতে পদ্মসকল শোভা পাইতেছে এবং চক্রবাক-মিথুন জলক্রীড়ায় নিরত। সেই সরোবরের এক ভাগে অতিশয় উত্তপ্ত জল আছে। এই সকল দেখিয়া অনর্গল সেখানে উপবেশন করিল। ইতিমধ্যে সূর্য্য অস্তগত হইলেন। পরে রাত্রিকালে সেই সন্তপ্ত সলিলের মধ্য হইতে আটটি দিব্যাঙ্গনা নির্গত হইয়া দেবালয়ে গমন পূর্ব্বক দেবতার অভিষেকাদি ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া নৃত্যগীতাদি দ্বারা দেবতাকে সন্তোষিত করিল। তদনন্তর দেবতা প্রসন্ন হইয়া তাহাদিগকে প্রসাদ প্রদান করিলেন ॥ ৫-৭ ॥

অজাতমৃতমূর্খাণাং বরমাদ্যৌ ন চান্তিমঃ ইতি পাঠো বা।

এতৎ সর্ব্বমনর্গলোঽপি পশ্যতি। প্রভাতে নির্গমনসময়ে তাভিরনর্গলো দৃষ্টঃ। তাসাং মধ্যে একয়া দিব্যাঙ্গনয়া ভণিতম্, "ভোঃ সৌম্য। এহি অস্মাকং নগরং প্রতি" ইত্যুক্ত্বা সন্তপ্তোদকমধ্যে প্রবিষ্টা। সোঽপি তয়া সহ গন্তুমিয়েষ। পরং সন্তপ্তোদকমধ্যে তস্যাং প্রবিষ্টায়াম্ অনর্গলো ভয়ান্ন প্রবিষ্টঃ। ॥ ৮ ॥

অথ স্বনগরমাগত্য পিত্রাদি-সর্ব্ববন্ধুজনান্ অপশ্যৎ, তেষাং মহানুৎসাহো জাতঃ। দ্বিতীয়দিবসে রাজসন্দর্শনার্থং রাজসভাং গত্বা রাজানং প্রণম্য উপবিষ্টঃ। রাজ্ঞা কুশলং পৃষ্ট্বোক্তম্, ভো অনর্গল! এতাবন্তি দিনানি ব্যাপ্য কুত্র স্থিতোঽসি? তেনোক্তম্, বিদ্যাভ্যাসং কর্ত্তুং দেশান্তরং গতোঽস্মি। রাজ্ঞোক্তম্, তত্র দেশান্তরে কিং কিমপূর্ব্বং দৃষ্টম্? অনর্গলেন রাজ্ঞঃ সন্তপ্তোদকবৃত্তান্তং কথিতম্। তৎ শ্রুত্বা রাজা তেন সহ তৎ স্থানং গতঃ। সূর্য্যোঽপ্যস্তং গতঃ। মধ্যরাত্রসময়ে তা দিব্যস্ত্রিয়ঃ সমাগত্য দেবস্য ষোড়শোপচারান্ বিধায় নৃত্যাদিনা দেবমুপস্থায় প্রভাতে যদা অগচ্ছন্ তদা তাসাং মধ্যে কাচিদেকা রাজানং দৃষ্ট্বা সমবদৎ, "ভোঃ সৌম্য! এহি অস্মাকং নগরং প্রতি ইতি" তৎ শ্রুত্বা রাজাঽপি তয়া সহ নির্গতঃ। সর্ব্বাঃ স্ত্রিয়ঃ তপ্তোদকমধ্যে প্রবিষ্টাঃ সপ্তপাতালে নিজনগরে গতা, রাজাঽপি তপ্তোদকমধ্যে নিমগ্নস্তাভিঃ সহ গতঃ। ততঃ সর্ব্বাঃ স্ত্রিয়ঃ তস্য নীরাজনাদ্যুপচারং কৃত্বা প্রোচুঃ, ভো মহাসত্ত্ব! তব সদৃশঃ শৌর্য্যাদিগুণসম্পন্নঃ কশ্চিৎ নাস্তি, তদি অস্য রাজ্যস্যাধিপতির্ভব, বয়ং সর্ব্বাঃ স্ত্রিয়স্তব সেবাং করিষ্যামঃ। ॥ ৯ ॥

বঙ্গার্থ।—অনর্গল এই সমস্ত ব্যাপার দেখিতে লাগিল। প্রভাতকালে তাহারা প্রস্থান করিবার সময় অনর্গলকে দেখিতে পাইয়া তাহাদের মধ্যে একটি দিব্যাঙ্গনা তাহাকে বলিল, "ভদ্র! তুমি আমাদের নগরে চল" এই বলিয়া তাহারা সেই সন্তপ্ত সলিলমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। অনর্গল তাহাদের সহিত যাইতে ইচ্ছা করিল বটে, কিন্তু আদেশকারিণী সেই দিব্যাঙ্গনা সন্তপ্ত সলিলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যাইলে অনর্গল ভয়ে আর তাহার সহিত জলমধ্যে প্রবেশ করিল না। তৎপরে নিজ নগরে ফিরিয়া আসিয়া পিতা মাতা প্রভৃতি নিজ আত্মীয়বন্ধুবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিল। তদ্দর্শনে বন্ধু-বান্ধব সকলেই আনন্দিত হইলেন। দ্বিতীয় দিবসে অনর্গল রাজদর্শনের নিমিত্ত রাজসভায় গমন পূর্ব্বক রাজাকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিল। রাজা কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, অনর্গল! তুমি এত দিন কোথায় ছিলে? সে বলিল, মহারাজ! বিদ্যাভ্যাস করিবার নিমিত্ত দেশান্তরে গমন করিয়াছিলাম। রাজা বলিলেন, সেখানে কি কি অপূর্ব্ব দেখিলে বল? অনর্গল সন্তপ্ত-সলিলের বৃত্তান্ত সমস্তই রাজার নিকট বর্ণন করিল। রাজা তাহা শুনিয়া তাহার সহিত সেই স্থানে গমন করিলেন। সূর্য্য অস্তগত হইলে মধ্যরাত্রসময়ে পূর্ব্ববৎ সেই দিব্যাঙ্গনাগণ আসিয়া ষোড়শোপচারে দেবতার পূজা করিয়া নৃত্যাদি দ্বারা তাঁহার প্রীতিসাধন পূর্ব্বক প্রভাতকালে যখন গমন করিতেছিল, তখন তাহাদের মধ্যে একটি দিব্যাঙ্গনা রাজাকে দেখিয়া বলিল, হে সৌম্য! আমাদের নগরে আগমন কর। তাহা শুনিয়া রাজাও তাহাদের সহিত গমন করিলেন। সমস্ত স্ত্রীগণ সন্তপ্ত সলিলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সপ্তপাতালের তলে অবস্থিত নিজ নগরমধ্যে গমন করিল। রাজাও সন্তপ্ত সলিলমধ্যে নিমগ্ন হইয়া তাহাদের অনুগমন করিলেন। তখন সমস্ত স্ত্রীগণ মিলিত হইয়া তাঁহার আরতি প্রভৃতি সম্বর্দ্ধনা করিয়া বলিল, হে মহাসত্ত্ব! আপনার তুল্য শৌর্য্যাদিগুণসম্পন্ন ব্যক্তি আর নাই। এক্ষণে আপনি এই রাজ্যের অধীশ্বর হউন্। আমরা স্ত্রীলোক সকলেই আপনার সেবা করিব॥ ৮-৯ ॥

রাজ্ঞোক্তম্, মম অনেন রাজ্যেন প্রয়োজনং নাস্তি। অহমেতৎ কৌতূহলং দ্রষ্টুং সমাগতোঽস্মি। মমাপি রাজ্যমস্তি। তাভিরুক্তম্, ভো মহাপুরুষ! বয়ং প্রসন্নাঃ স্ম, বরং বৃণীষ্ব। ॥ ১০ ॥

রাজ্ঞোক্তম্, ভবত্যঃ কাঃ? তাভিরুক্তম্, বয়মষ্টৌ মহাসিদ্ধয়ঃ। রাজ্ঞোক্তম্, তর্হি মহ্যং অস্ট মহাসিদ্ধয়ো দাতব্যাঃ। ততো রাজ্ঞে তাঃ স্ত্রিয়ঃ অষ্টৌ রত্নানি দদুঃ। তান্যেব অণিমাদ্যষ্টগুণযুক্তানি। ততো রাজা তানি রত্নানি গৃহীত্বা যাবদাগচ্ছতি, তাবন্মার্গে কশ্চিৎ বৃদ্ধো ব্রাহ্মণঃ সমাগত্য — ॥ ১১ ॥

উষিতো নাভিকমলে হরের্যশ্চতুরাননঃ।
স পাতু সততং যুষ্মান্ বেদানামাদিপাঠকঃ॥ ॥ ১২ ॥

ইত্যাশিষং প্রযুক্তবান্। ॥ ১৩ ॥

ততো রাজ্ঞা পৃষ্টঃ ভো ব্রাহ্মণ! কুতঃ সমাগম্যতে? ॥ ১৪ ॥

তেন ব্রাহ্মণেনোক্তম্, অহং চম্পাপুরনিবাসী ব্রাহ্মণঃ বহুকুটুম্বী, পরম্ অত্যন্তদরিদ্রঃ ভার্যয়া নির্ভর্ৎসিতো দেশান্তর-সমাগতঃ, ভো রাজন্! লোকোক্তৌ নীতৌ চ প্রসিদ্ধিঃ, যৎ নির্দ্ধনং নরং ভার্য্যাদয়োঽপি পরিত্যজন্তি। ॥ ১৫ ॥

অন্বয় ঃ—যঃ হরেঃ নাভিকমলে (নাভিপ্ররূঢ়-পদ্মমধ্যে) উষিতঃ (স্থিতঃ) বেদানাম্ আদিপাঠকঃ (প্রথমোপদেষ্টা) সঃ চতুরাননঃ (ব্রহ্মা) যুষ্মান্ সততং পাতু (রক্ষতু) ॥ ১২ ॥

বঙ্গার্থ ঃ—রাজা বলিলেন, আমার রাজ্যে প্রয়োজন নাই, আমি কেবল এই কৌতূহল দর্শনার্থ আসিয়াছি, আমারও রাজ্য আছে। তাহারা বলিল, হে মহাপুরুষ! আমরা সন্তুষ্ট হইলাম, অভিমত বস্তু প্রার্থনা করুন্॥ ১০॥

রাজা বলিলেন, তোমরা কে? তাহারা বলিল, আমরা অষ্ট মহাসিদ্ধি। রাজা বলিলেন, তবে আমাকে অষ্ট মহাসিদ্ধি প্রদান কর। তৎপরে স্ত্রীগণ তাঁহাকে আটটি রত্ন প্রদান করিলেন। সেই রত্ন কয়েকটিই অণিমাদি অষ্ট-শক্তিসম্পন্ন। তৎপরে রাজা সেই রত্ন কয়েকটি লইয়া যখন আসিতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে কোন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আসিয়া বলিলেন, "যিনি হরির নাভি-কমলে নিয়তই অবস্থিতি করিয়া থাকেন, বেদের প্রথম বক্তা সেই চতুরানন ব্রহ্মা আপনাদিগকে সততই রক্ষা করুন্।" ॥ ১১ ১২ ॥

ব্রাহ্মণ এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিলে, রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দ্বিজবর! কোথা হইতে আপনার আগমন? ॥ ১৩ ॥

ব্রাহ্মণ বলিলেন, চম্পাপুরীতে আমার নিবাস, আমার পোষ্যবর্গ অনেক, তাহাতে আমি অত্যন্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আমার ভার্য্যা আমাকে অত্যন্ত ভর্ৎসনা করিয়াছে, সেই দুঃখে আমি দেশান্তরে নির্গত হইয়াছি। রাজন্! নীতিশাস্ত্রে ও লোকের উক্তিতে প্রসিদ্ধ আছে যে, নির্ধন পুরুষকে ভার্য্যা প্রভৃতিও পরিত্যাগ করে ॥ ১৫ ॥

উক্তঞ্চ — স্বামী বেশসুবেশিতোঽপি বহুশঃ প্রোক্তোঽপি সদ্‌বান্ধবৈ-
দ্যোতন্তং সগুণাস্ত্যজন্তি মনুজং স্ফারীভবন্ত্যাপদঃ।
ভার্য্যা সাধু সুবংশজা ন ভজতে নো যান্তি মিত্রাণি চ
ন্যায়ারোপিতবিক্রমানপি নরান্ যেষাং ন হি স্যাদ্ধনম্॥ ॥ ১৬ ॥

তথাচ— গুরুঃ সুরূপঃ সুভগশ্চ বাগ্মী শাস্ত্রাণি চাস্ত্রাণি বিদাঙ্ করোতু।
অর্থং বিনা নৈব কলাকলাপং প্রাপ্নোতি মর্ত্ত্যো হি মনুষ্যলোকে॥ ॥ ১৭ ॥

কিঞ্চ-- তানীন্দ্রিয়াণ্যবিকলানি তদেব নাম, সা বুদ্ধিরপ্রতিহতা বচনং তদেব।
অর্থোষ্মণা বিরহিতঃ পুরুষঃ স এব, অন্যঃক্ষণেন ভবতীতি কিমত্র চিত্রম্॥ ॥ ১৮ ॥

রাজা তস্য বচনং শ্রুত্বা অতিসন্তুষ্টঃ সন্ অষ্টৌ রত্নানি তস্মৈ দদৌ। স চ রাজানং স্তুত্বা নিজনগরং জগাম। রাজাপ্যুজ্জয়িনীং প্রতি সমাগতঃ।

ইমাং কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা রাজানমবদৎ ভো রাজন্! তদেদৃশং ধৈর্য্যং শৌর্য্যাদিকম্ অস্তি চেৎ, তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ। তৎ শ্রুত্বা রাজা তূষ্ণীং স্থিতঃ। ॥ ২০ ॥

ইতি একবিংশোপাখ্যানম্।

অন্বয় ৪—স্বামী (গৃহস্বামী) বেশসুবেশিতঃ (পরিচ্ছদশোভিতঃ) অপি, সদ্‌বান্ধবৈঃ (সাধুভিরাত্মীয়ৈঃ সুহৃদ্ভির্বা) প্রোক্তঃ (প্রশংসিতঃ) অপি (ভবতু, ইতিশেষঃ) সগুণাঃ (গুণবত্যঃ অপি প্রমদাঃ) দ্যোতন্তং (বংশোজ্জ্বলমপি তং মনুজম্) ত্যজন্তি, আপদঃ স্ফারীভবন্তি (বর্দ্ধন্তে)। সুবংশজা (সৎকুলোৎপন্না) ভার্য্যা তং সাধু ন ভজতে (কায়েন মনসা ন সেবন্তে), কিং বহুনা, যেষাং ধনং নাস্তি, ন্যায়ারোপিতবিক্রমানপি (ন্যায়বতোঽপি বিক্রমান্বিতানপি) তান্ নরান্ মিত্রাণি নো যান্তি (সুহৃদঃ ন সমুপতিষ্ঠন্তে)॥ ১৬॥

ইহ মনুষ্যলোকে মর্ত্যঃ গুরুঃ (গৌরবান্বিতঃ) সুরূপঃ সুভগঃ (যশস্বী) বাগ্মী (বক্তা) অপি জনঃ অস্ত্রাণি শাস্ত্রাণি চ বিদাংকরোতু (জানাতু নাম) অর্থং বিনা কলাকলাপং ন প্রাপ্নোতি॥ ১৭॥

(যেষামভাবে নরঃ অন্যাদৃশঃ প্রতীয়তে, তানি সর্ব্বাণ্যেব সন্তি তথাপি দরিদ্রঃ অন্যাদৃশ ইব প্রতীয়তে।) তথাহি তানি অবিকলানি (স্বস্ববৃত্তিক্ষমাণি) ইন্দ্রিয়াণি, তদেব নাম, সা অপ্রতিহতা (অকুণ্ঠিতা) বুদ্ধিঃ, তদেব বচনম্ অস্তি, পরম্ অর্থোষ্মণা (ধনরূপোত্তাপেন) রহিতঃ স এব পুরুষঃ ক্ষণেন অন্য এব ভবতি ইতি অত্র কিম্ চিত্রম্ (অহো! আশ্চর্য্যম্)॥ ১৮॥

বঙ্গার্থ।—কথিত আছে যে, যাহার ধন নাই, সেই গৃহস্বামী যদি বেশভূষায় সজ্জিতও থাকে, উত্তম বান্ধবগণ কর্তৃক বহু প্রশংসিতও হয় এবং সুরূপও হয়, তথাপি তাহাকে গুণবান্ স্ত্রীপুত্রাদি পরিত্যাগ করে। আপদ্ বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। ভার্য্যা, সদ্‌বংশজাত হইলেও সে পতিকে ভজনা করে না, মিত্রবর্গও ন্যায়তঃ বিক্রমসম্পন্ন ধনহীন ব্যক্তির নিকট গমন করে না। আর, গুরুই হউন, সুরূপই হউন, সুশীল হউন এবং অস্ত্রশস্ত্রজ্ঞানীই হউন, ধন না থাকিলে মনুষ্যগণ লোকমধ্যে আদর ও সম্মানাদি প্রাপ্ত হয় না। সেই অবিকল ইন্দ্রিয়সকল বিদ্যমান, নামও তাহাই, সেই অপ্রতিহত বুদ্ধি এবং বাক্যও সেইরূপ, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! অর্থরূপ-উষ্মা-বিরহিত ব্যক্তি যেন সেই নয়, লোকে এইরূপ বোধ করিয়া থাকে॥ ১৬ ১৮॥

রাজা তাঁহার বাক্য শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া তাঁহাকে সেই অষ্ট রত্ন প্রদান করিলেন। তিনি রাজার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া নিজ স্থানে গমন করিলেন, রাজাও উজ্জয়িনীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন॥ ১৯॥

এই কথা কহিয়া পুত্তলিকা ভোজরাজকে বলিল, রাজন্! যদি আপনার এইরূপ ধৈর্য্য ও শৌর্য্যাদি গুণ থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন্। রাজা শুনিয়া মৌনী হইয়া রহিলেন॥ ২০॥

একবিংশোপাখ্যান সমাপ্ত

দ্বাবিংশোপাখ্যানম্

কামাক্ষী-প্রসাদঃ।

পুনরপি রাজা সিংহাসনে যদা সমুপবিশতি, তাবদন্যয়া পুত্তলিকয়োক্তম্, ভো রাজন্! অস্মিন্ সিংহাসনে তেনোপবেষ্টব্যং, যস্য বিক্রমস্যৌদার্য্যাদয়ো গুণা ভবন্তি। ॥ ১ ॥

রাজ্ঞোক্তম্, ভোঃ পুত্তলিকে! কথয় তস্য বিক্রমস্যৌদার্য্যবৃত্তান্তম্। ॥ ২ ॥

সা অব্রবীৎ, ভো রাজন্! শৃণু, বিক্রমাদিত্যো রাজা রাজ্যং প্রতিপালযন্ একদা পৃথিবী-পর্য্যটনার্থং নির্গত্য নানাবিধাঃ তীর্থযাত্রা দেবালয়ং পুরপর্ব্বতাদিকং দৃষ্ট্বা কদাচিন্মহারত্ন-প্রাকারপরিবৃতমভ্রংলিহপ্রাসাদোপশোভিতমনেকশিবালয়হরিমন্দিরসহিতমেকং নগরমপশ্যৎ। তত্র নগরবাহ্যস্থিতং বিষ্ণুগৃহং গত্বা তত্র স্থিতে সরোবরে স্নাত্বা নমস্কৃত্য— ॥ ৩ ॥

ময়া কিং জ্ঞায়তে নাথ মাহাত্ম্যং পরমং তব?
ন জানাতি পরো ব্রহ্মা হরিং বাচামগোচরম্॥ ॥ ৪ ॥

নান্যং ভজামি ন বদামি ন চাশ্রয়ামি নান্যং শৃণোমি ন পঠামি ন চিন্তয়ামি।
ভক্ত্যা ত্বদীযচরণাম্বুজমাদরেণ শ্রীশ্রীনিবাস! পুরুষোত্তম! দেহি দাস্যম্॥ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—হে নাথ! ময়া তব পরং মাহাত্ম্যং (অপারঃ মহিমা) ন জ্ঞায়তে, (ময়া ন জ্ঞায়তে ইতি নাত্র চিত্রম্,) যতঃ পরঃ ব্রহ্মা অপি বাচাম্ অগোচরম্ (ভাষাতীতম্) ত্বাং ন জানাতি ॥ ৪ ॥

হে শ্রীশ্রীনিবাস! (শ্রীলক্ষ্মীপতে!) পুরুষোত্তম! (নারায়ণ!) (অহম্) অন্যং (ত্বদতিরিক্তম্) ন ভজামি, ন বদামি (ন স্তৌমি) ন চ আশ্রয়ামি (শরণং যামি) অন্যং ন শৃণোমি (অন্যদীয়ং গুণং ন অবধানেন শৃণোমি) ন পঠামি (অন্যদীয়চরিতম্ ইতি শেষঃ) ন চিন্তয়ামি (ন ধ্যায়ামি চ), কিন্তু ভক্ত্যা আদরেণ (যত্নপূর্ব্বকম্) ত্বদীয়চরণাম্বুজং (তব পাদপদ্মমেব চিন্তয়ামি আশ্রয়ামি ভজামি বদামি চ) দাস্যং মে দেহি ॥ ৫ ॥

বঙ্গার্থঃ—পুনর্ব্বার রাজা যখন সিংহাসনে উপবেশন করিতেছেন, তখন অন্য পুত্তলিকা বলিল, রাজন্! যাহার বিক্রমাদিত্যের তুল্য ঔদার্য্যাদি গুণ বিদ্যমান আছে, সেই ব্যক্তি এই সিংহাসনে বসিবার যোগ্য। রাজা বলিলেন, হে পুত্তলিকে! সেই বিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্য-বৃত্তান্ত বর্ণন কর। পুত্তলিকা বলিল, রাজন্! শ্রবণ করুন্। রাজা বিক্রমাদিত্য রাজ্যপালন করিতে করিতে এক সময়ে পৃথিবী-পর্য্যটনার্থ নির্গত হইয়া নানাবিধ তীর্থস্থান, দেবালয়, পুর ও পর্ব্বতাদি দর্শন করিবার পর কদাচিৎ এক মহা-রত্নময় প্রাচীরবেষ্টিত আকাশস্পর্শী প্রাসাদ-সুশোভিত, অনেক শিবালয় ও হরিমন্দিরাদি-সমন্বিত একটি নগর দর্শন করিলেন। সেই নগরের বহির্ভাগে একটি বিষ্ণুমন্দির আছে, তথায় যাইয়া তন্নিকটস্থ সরোবরে স্নানানন্তর দেবতাকে নমস্কার করিয়া বলিলেন, হে নাথ! আমি আপনার পরম মাহাত্ম্য জানি না, যেহেতু, আপনি বাক্যের অগোচর, আমি ত তুচ্ছ, আপনার মহিমা পরাৎপর ব্রহ্মাও বিদিত নহেন। হে নাথ! আমি অন্যকে ভজনা করি না, অন্যের নাম মুখে উচ্চারণ করি না, আর কাহাকেও আশ্রয় করি নাই, অন্যের নামও শুনি না, কাহারও স্তব করি না, কাহারও ধ্যান করি না। আমি ভক্তি ও আদর পূর্ব্বক আপনার শ্রীচরণারবিন্দেরই ভজনাদি করিয়া থাকি; অতএব হে শ্রীনিবাস! হে পুরুষোত্তম! আপনি আমাকে আপনার দাস্যে অধিকার দিন ॥ ১-৫ ॥

ইত্যাদিবাক্যৈঃ স্তুত্বা রঙ্গমণ্ডপে উপবিষ্টং ব্রাহ্মণং রাজা অবদৎ, ভো ব্রাহ্মণ! কুতঃ সমাগতোঽসি? ব্রাহ্মণোঽবদৎ, অহং কশ্চিৎ তীর্থযাত্রিকঃ পৃথ্বীবিপর্য্যটনঃ করোমি। ভবান্ কুতঃ সমাগতঃ? রাজ্ঞা ভণিতম্, অহং ভবাদৃশঃ কশ্চিৎ তীর্থযাত্রিকঃ। ব্রাহ্মণেন সম্যক্ বিলোক্য ভণিতম্, ভো মৈবম্, অতীবতেজস্বী দৃশ্যসে রাজলক্ষণানি সর্ব্বাণ্যপি ত্বয়ি দৃশ্যন্তে, ত্বং রাজরাজঃ সিংহাসনযোগ্যঃ পৃথিবীপর্য্যটনং কিমর্থং করোষি? অথবা শিরসি লিখিতং কো বা লঙ্ঘয়তি। ॥ ৬ ॥

তথাহি— হরিণাপি হরেণাপি ব্রহ্মণাপি সুরৈরপি।
ললাটে লিখিতা রেখা ন শক্যা পরিমার্জ্জিতুম্॥ ॥ ৭ ॥

তস্য বচনং রাজ্ঞাঙ্গীকৃতং, কুতঃ? যুক্তিবিশিষ্টং হি তৎ ॥ ৮ ॥

যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি।
বিভুনাপি সদা গ্রাহ্যং বৃদ্ধাদপি ন দুর্ব্বচঃ॥ ॥ ৯ ॥

ভো ব্রাহ্মণ! কিমর্থম্ অতিশ্রান্ত ইব দৃশ্যসে? তেনোক্তম্, শ্রমকারণং কিং কথয়ামি! রাজা অবদৎ, কথ্যতাং কষ্টস্য কারণম্। ব্রাহ্মণঃ কথয়তি, শ্রূয়তাং ভো রাজন্। অত্র সমীপে নীলো নাম পর্ব্বতোঽস্তি। তত্র কামাক্ষা নাম দেবতাঽস্তি। তত্র পাতালবিবরদ্বারং পিনদ্ধমস্তি। ॥ ১০ ॥

অন্বয় ঃ—ললাটে লিখিতা (বিধাত্রা ইতি শেষঃ) রেখা (যদ্বাক্যং প্রাক্তনফলম্ ইত্যর্থঃ) হরিণা অপি হরেণ অপি, ব্রহ্মণা অপি সুরাসুরৈঃ অপি, পরিমার্জ্জিতুং (শোধয়িতুং) ন শক্যাঃ॥ ৭ ॥

বালকাদ্ অপি যুক্তিযুক্তম্ বচনম্ সদা উপাদেয়ম্ (গ্রাহ্যম্), পরং বৃদ্ধাদপি দুর্ব্বচঃ (যুক্তিহীনং কুবাক্যং) বিভুনাপি সদা ন গ্রাহ্যম্ (কিং পুনরন্যৈঃ)॥ ৯ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা এইরূপ বাক্যে স্তুতি করিয়া রঙ্গমণ্ডপে উপবিষ্ট কোনও ব্রাহ্মণকে দেখিয়া বলিলেন, ব্রাহ্মণ! আপনি কোথা হইতে আসিয়াছেন? তিনি বলিলেন, আমি কোন তীর্থযাত্রিক, পৃথিবী পর্য্যটন করিতেছি; তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ? রাজা বলিলেন, আমিও আপনার ন্যায় এক জন তীর্থযাত্রিক। তখন ব্রাহ্মণ সম্যক্ নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, না, তাহা নহে। তোমাকে অতি তেজস্বীর ন্যায় দেখা যাইতেছে, তোমাতে সমস্ত রাজলক্ষণই বিদ্যমান, তুমি এক জন রাজরাজেশ্বর, সিংহাসনে উপবেশনের যোগ্য পুরুষ, কি নিমিত্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিতেছ? অথবা ইহা তোমার অদৃষ্ট; কারণ, ললাটে যাহা লিখিত আছে, তাহা কে লঙ্ঘন করিতে পারে? ॥ ৬ ॥

উক্ত আছে যে, হরই হউন, আর হরিই হউন, কিম্বা ব্রহ্মাই হউন অথবা দেবতাগণই হউন, ললাটে যাহা লিখিত আছে, তাহা কেহই মার্জ্জন করিতে পারেন না। ॥ ৭ ॥

রাজাও তাঁহার বাক্য স্বীকার করিলেন। কারণ কি? তাঁহার কথাগুলি যুক্তিসঙ্গত। উক্ত আছে যে, যুক্তিযুক্ত বাক্য, প্রভাবান্বিত ব্যক্তিও বালকের নিকট হইতে গ্রহণ করিবে, আর যুক্তিহীন কুবাক্য বৃদ্ধের নিকট হইতেও গ্রহণ করিবে না॥ ৮-৯ ॥

রাজা বলিলেন, হে দ্বিজবর! কি জন্য আপনাকে অতিশ্রান্তের ন্যায় দেখা যাইতেছে? ব্রাহ্মণ বলিলেন, শ্রমের কারণ আর কিই বা বলিব? রাজা বলিলেন, বলুন আপনার কষ্টের কারণ। ব্রাহ্মণ বলিলেন, তবে শ্রবণ করুন্। এই নিকটেই নীলনামে একটি পর্ব্বত আছে, তাহাতে কামাক্ষী দেবতা অধিষ্ঠিতা, ঐ স্থান হইতে পাতালে যাইবার একটি গর্ত্ত আছে, কিন্তু তাহা সর্ব্বদাই রুদ্ধ থাকে॥ ১০ ॥

তৎ কামাক্ষীমন্ত্রজপেন সমুদ্‌ঘাট্যতে। তন্মধ্যে রসস্য কুণ্ডমস্তি। তেন রসেন অষ্টৌ ধাতবঃ সুবর্ণাদয়ঃ ভবন্তি। ময়া দ্বাদশবর্ষপর্য্যন্তং কামাক্ষীমন্ত্রজপঃ কৃতঃ, পরং বিবরদ্বারং নোদ্‌ঘাট্যতে ইতি। তাবদেব তদ্বচনং শ্রুত্বা রাজা যাবৎ কণ্ঠে খড়্গং নিক্ষিপতি তাবদ্-দেবতয়োক্তম্, তবাহং প্রসন্নাস্মি, বরং বৃণীষ। ॥ ১১

রাজ্ঞোক্তম্, ভো দেবি! যদি প্রসন্নাঽসি, তর্হি অস্মৈ ব্রাহ্মণায় রসং প্রযচ্ছ। দেবতাঽপি তথাস্ত্বিত্যুক্ত্বা বিলদ্বারং সমুদ্‌ঘাট্য ব্রাহ্মণায় রসং দদৌ। সোঽপি ব্রাহ্মণো রাজানং স্তুত্বা নিজনগরং জগাম। রাজা চ নিজনগরীমগাৎ। ॥ ১২।

ইতি কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা ভোজরাজমবদৎ ভো রাজন্! ত্বয়ি এবং ধৈর্য্যম্ ঔদার্য্যং বিদ্যতে যদি, তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ। রাজা তূষ্ণীম্বভূব। ॥ ১৩।

ইতি দ্বাবিংশোপাখ্যানম্।

ত্রয়োবিংশোপাখ্যানম্।

দুঃস্বপ্ন-দর্শনম্।

পুনরপি রাজা সিংহাসনে যাবৎ উপবেষ্টুং প্রযততে, তাবৎ পুত্তলিকা ভণতি, ভো রাজন। সিংহাসনমধিবোঢ়ুং স এব যোগ্যো ভবতি যস্য বিক্রমবদৌদার্য্যম্ অস্তি।

রাজ্ঞোক্তম্, ভোঃ পুত্তলিকে! কথয় তস্য বিক্রমস্যৌদার্য্যবৃত্তান্তম্। পুত্তলিকা কথয়তি, শ্রূয়তাং রাজন্! একদা রাজা বিক্রমার্কো মহীং পরিভ্রম্য নিজনগরং সমাগতঃ।

বঙ্গার্থ।—কেবল কামাক্ষীমন্ত্র জপ করিলেই সেই দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়। তাহার মধ্যে রসের কুণ্ড আছে, সেই রসদ্বারা সুবর্ণাদি অষ্টধাতু নির্ম্মিত হয়। আমি ঐ দ্বার উদ্‌ঘাটনের জন্য দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত কামাক্ষী মন্ত্র জপ করিতেছি, কিন্তু বিলদ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল না। তাঁহার বাক্য এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই রাজা যখন স্বীয় কণ্ঠে খড়্গাঘাত করিতে উদ্যত হইলেন, অমনি দেবতা বলিলেন, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইলাম, বর প্রার্থনা কর॥ ১১॥

রাজা বলিলেন, দেবি! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে বিপ্রকে অভীপ্সিত রস প্রদান করুন,দেবতাও 'তথাস্তু' বলিয়া বিলদ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া ব্রাহ্মণকে রস প্রদান করিলেন। সেই ব্রাহ্মণ রাজার প্রশংসা করিয়া নিজ নগরে গমন করিলেন। রাজাও নিজ নগরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন॥ ১২॥

পুত্তলিকা বলিল, রাজন্। আপনাতে যদি এইরূপ ধৈর্য্য ও ঔদার্য্য থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন্। রাজা মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন॥ ১৩॥

দ্বাবিংশোপাখ্যান সমাপ্ত।

বঙ্গার্থ।—পুনর্ব্বার রাজা যেমন সিংহাসনে উপবেশনের উদ্যোগ করিলেন, অমনি পুত্তলিকা বলিল, রাজন্! যাহার বিক্রমাদিত্য রাজার তুল্য ঔদার্য্য আছে সেই ব্যক্তিই এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত॥ ১॥

রাজা বলিলেন, পুত্তলিকে! সেই বিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্য-বৃত্তান্ত কীর্ত্তন কর। পুত্তলিকা বলিল, রাজন্! শ্রবণ করুন্। এক সময়ে রাজা বিক্রমাদিত্য পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া নিজ নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন॥ ২॥

নগরবাসিনাং সর্বেষাং জনানাং মহানানন্দোঽভূৎ। রাজা স্বভবনং প্রবিশ্য মধ্যাহ্নসময়ে অভ্যঙ্গস্নানাদিকং কৃত্বা চন্দনবস্ত্রাদিভিরলঙ্কৃতঃ সন দেবভবনং প্রবিষ্ট। দেবস্য ষোড়শোপচারং বিধায় চ স্তুতিং করোতি। ॥ ৩॥

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব, ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব, ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেব। ॥ ৪

ইতি দেবং স্তুত্বা নমস্কৃত্য ব্রাহ্মণেভ্যঃ কপিলাভূতিলাদিদানানি দত্ত্বা তদনন্তরং দীনান্ধবধিরকুব্জপঙ্গ্বনাথাদিভ্যো ভূরি দানং দত্ত্বা ভোজনগৃহং প্রবিষ্টো বালসুবাসিনীবৃদ্ধাদীন সম্ভোজ্য স্বয়মপ্যৈর্বন্ধুভিঃ সহ ভুক্তবান। ॥ ৫॥

তথাচ উচ্যতে—

বালসুবাসিনীবৃদ্ধান গর্ভিণ্যাতুরকন্যকাঃ। সম্ভোজ্যাতিথিভৃত্যাংশ্চ দম্পত্যোঃ শেষভোজনম্॥ ॥ ৬॥
এক এব ন ভুঞ্জীত য ইচ্ছেৎ সিদ্ধিমাত্মনঃ। দ্বাত্রিভির্বহুভিঃ সার্দ্ধং ভোজনং কারয়েন্নরঃ॥ ॥ ৭॥
অভীষ্টফলসংসিদ্ধিস্তুষ্টিঃ কাম্যং সুসম্পদঃ। দ্বাত্রিভির্বহুভিঃ সার্দ্ধং ভোজনে প্রজায়তে॥ ॥ ৮॥
ততো ভোজনানন্তরং কিঞ্চিৎকালং বিশ্রম্য সমুপাবিষ্টঃ। ॥ ৯॥

অন্বয় ঃ—হে দেবদেব! ত্বমেব মাতা চ, ত্বমেব পিতা চ, ত্বমেব বন্ধুঃ (আত্মীয়ঃ) চ ত্বম্ সখা চ ত্বম্ এব বিদ্যা ত্বম্ এব দ্রবিণং (ধনম), কিং বহুনা, ত্বম্ সর্ব্বমেব ভবসি॥ ৪॥

বালসুবাসিনীবৃদ্ধান্ (বালকান্, পিতৃগৃহস্থস্ত্রিয়ঃ, বৃদ্ধান্ চ) গর্ভিণ্যাতুরকন্যকাঃ, অতিথিভৃত্যান্ চ সম্ভোজ্য (ভোজনেন সন্তর্প্য) দম্পত্যোঃ (গৃহস্বামিনোঃ) শেষভোজনম্ (অবশিষ্টান্নভক্ষণং) কর্ত্তব্যম্॥ ৬॥

যঃ আত্মনঃ সিদ্ধিম্ (তৃপ্তিম্) ইচ্ছেৎ, স এক এব (একাকী) ন ভুঞ্জীত, নরঃ দ্বাত্রিভিঃ বহুভিঃ বা সার্দ্ধং (সহ) ভোজনম্ কারয়েৎ (কুর্য্যাৎ॥ ৭॥

যতঃ দ্বাত্রিভিঃ বহুভিঃ বা সার্দ্ধং ভোজনে অভীষ্টফলসংসিদ্ধিঃ, তুষ্টিঃ (তৃপ্তিঃ,) কাম্যম্, সুসম্পদশ্চ এতৎসর্ব্বং প্রজায়তে (সিধ্যতি॥ ৮॥

বঙ্গার্থ ঃ—তখন নগরবাসী সমস্ত লোকেরই আনন্দের সীমা রহিল না। রাজা নিজ নগরে প্রবেশ করিয়া তৈলমর্দ্দন ও স্নানাদি করিয়া চন্দন ও বস্ত্রাদি দ্বারা অলংকৃত হইয়া দেবালয়ে প্রবেশ করিলেন, তথায় ষোড়শোপচারে দেবতার পূজা সমাধান পূর্ব্বক স্তুতি করিতে লাগিলেন॥৩॥

হে দেবদেব! তুমিই আমার মাতা, তুমিই আমার পিতা, তুমিই আমার সখা, তুমিই আমার বিদ্যা, তুমিই আমার ধন, অধিক কি, তুমিই আমার সর্ব্বস্ব॥ ৪॥

এই রূপে দেবতার স্তুতি ও নমস্কার করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে কপিলা গাভী, ভূমি ও তিল প্রভৃতি দান পূর্ব্বক দীন, অন্ধ, বধির, কুব্জ, পঙ্গু ও অনাথদিগকে প্রভূত দান করিয়া ভোজনগৃহে প্রবেশ করত প্রথমে বালক, বালিকা ও বৃদ্ধদিগকে ভোজন করাইলেন, পরে স্বয়ং অন্যান্য বান্ধবগণের সহিত ভোজন করিলেন॥ ৫॥

শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, বালক, সুবাসিনী অর্থাৎ দ্বিতীয় বয়ঃস্থিতা বালিকা, বৃদ্ধ, গর্ভবতী, আতুর, কন্যকা, অতিথি ও ভৃত্যদিগকে ভোজন করাইয়া তৎপরে গৃহস্বামী গৃহস্বামিনী উভয়ের ভোজন করা উচিত। যে আপনার সিদ্ধি কামনা করে, একাকী ভোজন করা তাহার কর্ত্তব্য নহে, অন্ততঃ দুই, তিন বা বহু জনের সহিত ভোজন করিতে হয়। যেহেতু দুইটি তিনটি বা ততোধিক লোকের সহিত বসিয়া ভোজন করিলে, মনোঽভীষ্টসিদ্ধি, সন্তোষ, সুসম্পত্তি ও কামনা সিদ্ধি হইয়া থাকে। রাজা ভোজনানন্তর কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া উপবিষ্ট হইলেন॥ ৬—৯॥

উক্তঞ্চ-

ভুক্ত্বোপবিশতো হ্যেবং ভুক্ত্বা সংবিশতঃ সুখম।
আয়ুষ্যং ক্রমমাণস্য মৃত্যুর্ধাবতি ধাবতঃ ॥ ১০

অন্যচ্চ—

অত্যম্বুপানাদ্বিষমাশনাচ্চ, দিবাশয়াজ্জাগরণাচ্চ রাত্রৌ।
সংরোধনান্মূত্রপুরীষয়োশ্চ, ষড়্‌বিপ্রকারেণ ভবন্তি রোগাঃ ॥ ॥ ১১ ॥

তদনন্তরং সন্ধ্যাকালে তাৎকালিকং কর্ম্ম বিধায় ভোজনং কৃত্বা শয়নস্থানমাগতঃ। তত্র শশিকরনিকর শুক্রপ্রভ প্রচ্ছদ-পরিস্তীর্ণে কুন্দ-মল্লিকা-শতপত্রাদি কুসুমবিকীর্ণে মঞ্চকে স্থিত্বা সুপ্তঃ। প্রভাতসময়ে স্বপ্নে রাজা স্বয়মাত্মানং মহিষারূঢ় দক্ষিণাং দিশং গচ্ছন্তং দৃষ্ট্বা সহসা 'বিষ্ণুং স্মরন সমুপবিষ্টঃ, প্রভাতসময়ে সন্ধ্যাকর্ম্ম সমনুষ্ঠায় সিংহাসনে সমুপবিষ্টো ব্রাহ্মণানাং পুরতঃ স্বপ্ন-বৃত্তান্তমকথয়ৎ তৎ শ্রুত্বা সর্ব্বজ্ঞেনোক্তম, ভো রাজন। স্বপ্নাস্তু দ্বিবিধাঃ সন্তি, কেচন শুভাশুভং ফলং প্রযচ্ছন্তি, কেচন অশুভাঃ অবিষ্টং প্রযচ্ছন্তি তত্র শুভাঃ স্বপ্না —গজারোহণং, প্রাসাদরোহণং, রোদনং, মরণম অগম্যাগমনং, ছত্রচামরসমুদ্রব্রাহ্মণ-গঙ্গাপতিব্রতাশঙ্খস্বর্ণসন্দর্শনাদয়শ্চ। ॥ ১২ ॥

অন্বয় ঃ-ভুক্ত্বা উপবিশতঃ (ভোজনানন্তরম্ বিশ্রামকারিণঃ) এবং (তথা) ভুক্ত্বা সুখং যথা স্যাৎ তথা সংবিশতঃ (নিদ্রাং গচ্ছতঃ) ভুক্ত্বা ক্রমমাণস্য (ইতস্ততঃ বিচরতঃ) জনস্য আয়ুষ্যম্ (আয়ুঃ) বর্দ্ধতে, ভুক্ত্বা ধাবতঃ মৃত্যুঃ ধাবতি (মরণম্ সমীপগতম্ ভবতি) ॥ ১০ ॥

অত্যম্বুপানাৎ, (অতিরেকেণ জলপানাৎ) বিষমাশনাৎ (অত্যধিকভোজনাৎ) দিবাশয়াৎ (দিবানিদ্রায়াঃ) রাত্রৌ জাগরণাৎ চ মূত্রপুরীষয়োঃ সংরোধনাৎ (বেগরোধাৎ) চ এতৎষড়্‌বিপ্রকারেণ (অন্যথাকারেণ) রোগাঃ ভবন্তি (উৎপদ্যন্তে) ॥ ১১

বঙ্গার্থ ঃ—শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, ভোজনান্তে উপবেশন এবং ভোজনান্তে নিশ্চিন্তমনে শয়ন করিলে আয়ুর্ব্বৃদ্ধি হয়। আর ভোজনান্তে ধাবিত হইলে মৃত্যুও তাহার নিকট ধাবমান অর্থাৎ নিকটবর্ত্তী হয়। আরও উক্ত আছে যে, অধিক পরিমাণে জলপান, অত্যধিক বা অত্যল্পভোজন, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, মূত্র ও পুরীষের বেগধারণ এই ছয় প্রকার অত্যাচার হইতে রোগ জন্মে ॥ ১০—১১॥

তদনন্তর সন্ধ্যাকালে তৎকাল কর্ত্তব্য সন্ধ্যা-বন্দনাদি ক্রিয়া সমাপন করিয়া ভোজনান্তে শয়ন স্থানে আগমন করিলেন; তথায় চন্দ্রকিরণপ্রভ-শুভ্র আস্তরণ বস্ত্রাচ্ছাদিত, কুন্দ মল্লিকা-পঙ্কজাদি-পুষ্প প্রকরাকীর্ণ খট্টায় শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইলেন। পশ্চাৎকালে রাজা স্বপ্ন দেখিলেন যে, তিনি স্বয়ং মহিষে আরোহণ করিয়া দক্ষিণদিকে গমন করিতেছেন, তাহা দেখিয়া তিনি বিষ্ণুস্মরণ পূর্ব্বক উপবিষ্ট হইলেন। প্রাভাতিক সন্ধ্যা-বন্দনান্তে সিংহাসনে উপবেশন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগের সমক্ষে স্বপ্নবৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তাহা শুনিয়া সর্ব্বজ্ঞ-ভট্ট বলিলেন, রাজন্! স্বপ্ন সকল দুই প্রকার,—কতকগুলি শুভ স্বপ্ন, তাহারা শুভফল প্রদান করে, আর কতকগুলি অশুভ স্বপ্ন, তাহারা অশুভফলদায়ক। স্বপ্নকালে হস্তীতে আরোহণ, প্রাসাদে আরোহণ, রোদন, মরণ, অগম্যাগমন, ছত্র, চামর, সমুদ্র, ব্রাহ্মণ, গঙ্গা, পতিব্রতা, শঙ্খ ও সুবর্ণ-প্রভৃতি দর্শন এ সকল শুভ-স্বপ্ন ॥ ১২

উক্তঞ্চ— আরোহণং গোবৃষকুঞ্জরাণাং প্রাসাদশৈলাগ্রবনস্পতীনাম্।
বিষ্ঠানুলেপো রুদিতং মৃতঞ্চ স্বপ্নে হ্যগম্যাগমনঞ্চ ধন্যম্। ॥ ১৩ ॥

অশুভং ফলঞ্চ,—মহিষারোহণং, খরারোহণং, কণ্টকবৃক্ষারোহণং, ভস্মকার্পাসবস্ত্রব্যাঘ্রসর্পবরাহ-বানরাদিসন্দর্শনঞ্চ। ॥ ১৪ ॥

উক্তঞ্চ

খরোষ্ট্রমহিষব্যাঘ্রান্ স্বপ্নে যস্ত্বধিরোহতি। ষণ্মাসাভ্যন্তরে তস্য মৃত্যুর্ভবতি নিশ্চিতম্॥ ॥ ১৫ ॥

অন্যচ্চ

স্বপ্নেষু প্রথমে যামে সংবৎসরবিপাকভাক্।
দ্বিতীয়ে চাষ্টভির্মাসৈস্ত্রিভির্মাসৈস্ত্রিমাসকৈঃ। গোবিসর্জনবেলায়াং সদ্যস্তু ফলমিষ্যতে॥ ॥ ১৬ ॥

কিং বহুনা, ভো রাজন্। অয়ং স্বপ্নস্তবানিষ্টকারী। রাজোক্তং, ভো ব্রাহ্মণ। অস্য দুঃস্বপ্নস্য চ শমনার্থং কিং করণীয়ম্? সর্ব্বজ্ঞভট্টেনোক্তং, ত্বং স্নানং বিধায় যজ্ঞাবেক্ষণং কৃত্বা সকল অলঙ্কারবস্ত্রাদিযুতং ব্রাহ্মণায় দেহি, পুনর্ব্বস্ত্রং পরিধায় দেবস্যাভিষেকং কারয়িত্বা নবরত্নৈঃ পূজাং বিধেহি ব্রাহ্মণেভ্যো গবাদিদশদানানি দেহি, অন্ধবধিরপঙ্গু-কুব্জানাথাদীন্ ভূরিদানেন সন্তোষয়। ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—স্বপ্নে (নিদ্রায়াং) গোবৃষকুঞ্জরাণাম্ আরোহণং, প্রাসাদশৈলাগ্রবনস্পতীনাম্ আরোহণং, বিষ্ঠানুলেপঃ (গাত্রে বিষ্ঠানুলেপানুভূতিঃ) রুদিতং (রোদনং) মৃতং (মৃত্যুসন্দর্শনং) অগম্যাগমনঞ্চ, ধন্যম্ (শুভফলদং প্রশস্তং ভবতি) ॥ ১৩ ॥

যঃ তু (যঃ) স্বপ্নে খরোষ্ট্রমহিষব্যাঘ্রান্ অধিরোহতি (আরোহতি) তস্য (স্বপ্নে স্বনঃ গর্দ্দভোষ্ট্রমহিষব্যাঘ্রারোহণদর্শিনঃ জনস্য) ষণ্মাসাভ্যন্তরে (দর্শনাৎ পরম্ ষণ্মাসমধ্যে) নিশ্চিতম্ মৃত্যুঃ ভবতি ॥ ১৫ ॥

প্রথমে যামে (রাত্রেঃ প্রথম প্রহরে) স্বপ্নেষু (দৃষ্টেষু স্বপ্নেষু সৎসু) সংবৎসরবিপাকভাক্ (স্বপ্নদর্শনকারী সম্বৎসরেণ ফলভাক্ ভবতি), দ্বিতীয়ে (যামে) অষ্টাভিঃ মাসৈঃ, ত্রিভিঃ যামে (তৃতীয়ে যামে তথৈব) ত্রিমাসকৈঃ, গোবিসর্জনবেলায়াং (গোমোচনকালে প্রত্যূষে) সদ্যঃ (তৎক্ষণাৎ) ফলম্ ইষ্যতে (বুধৈঃ ইতি শেষঃ) ॥ ১৬ ॥

বঙ্গানুবাদ।—উক্ত আছে যে, গো, বৃষ, পর্ব্বত ও বনস্পতির উপরে আরোহণ, অঙ্গে বিষ্ঠালেপন, রোদন, মরণ, অগম্যাগমন এই সকল স্বপ্ন শুভফলপ্রদ হয় ॥১৩॥

আর অশুভ ফলদায়ক স্বপ্ন—যেমন মহিষে আরোহণ, গর্দ্দভে আরোহণ, কণ্টকবৃক্ষে আরোহণ এবং ভস্ম, কার্পাস, বস্ত্র, ব্যাঘ্র, সর্প, বরাহ ও বানরাদি দর্শন ॥ ১৪ ॥

উক্ত আছে যে, যে ব্যক্তি স্বপ্নে গর্দ্দভ, উষ্ট্র, মহিষ ও ব্যাঘ্র দর্শন করে, ছয়মাসমধ্যে তাহার নিশ্চয়ই মৃত্যু হয়। স্বপ্নদর্শনের নির্দ্দিষ্ট কাল কথিত হইতেছে—যে, রাত্রির প্রথম প্রহরে স্বপ্ন দেখিলে সম্বৎসরমধ্যে, দ্বিতীয় প্রহরে আট মাসমধ্যে, তৃতীয় প্রহরে তিনমাসমধ্যে এবং প্রভাতকালে অর্থাৎ গোসমূহকে বিচরণার্থ ছাড়িয়া দিবার সময় স্বপ্ন দেখিলে সদ্যই ফল ফলিয়া থাকে। অধিক বলিবার প্রয়োজন কি, রাজন্! এই স্বপ্ন আপনার ভাবী অনিষ্টকারী বোধ হইতেছে। রাজা বলিলেন, হে সর্ব্বজ্ঞ! এই দুঃস্বপ্নের প্রতিবিধানার্থ কি করা কর্ত্তব্য? সর্ব্বজ্ঞভট্ট বলিলেন, আপনি স্নান করিয়া যজ্ঞ দর্শন পূর্ব্বক সমস্ত অলঙ্কার ও বস্ত্রাদি ব্রাহ্মণগণকে দান করুন, পুনর্ব্বার বস্ত্রপরিধান পূর্ব্বক দেবতার অভিষেক করাইয়া নবরত্ন দ্বারা দেবতার পূজা করুন, ব্রাহ্মণদিগকে গো ও ধান্য প্রভৃতি দশবিধ বস্তু দান করুন, অন্ধ, বধির, পঙ্গু, কুব্জ ও অনাথদিগকে অধিকতর দান করিয়া সন্তোষিত করুন ॥ ১৩—১৭ ॥

অনেনানুষ্ঠানেন ব্রাহ্মণাশীর্ব্বচনেন চ তব দুঃস্বপ্নজারিষ্টফলনাশায় স্বস্তি ভবিষ্যতি। রাজা এতৎ সর্ব্বং ভট্টবচনং শ্রুত্বা যথোক্তম্ অনুষ্ঠায় ভূরিদানার্থং দিনত্রয়ং ভাণ্ডারিকমুক্তবান্। ততো যস্য যাবতা ধনেন তৃপ্তির্ভবতি তেন তাবদ্ধনং নীতম্। ॥ ১৮ ॥

ইতি কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা রাজানমবদৎ, ভো রাজন্! ত্বয়ি এবমৌদার্য্যং ধৈর্য্যং বিদ্যতে চেত্তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ। রাজা তূষ্ণীমাসীৎ। ॥ ১৯ ॥

ইতি ত্রয়োবিংশোপাখ্যানম্।

চতুর্ব্বিংশোপাখ্যানম্

শালিবাহন-যুদ্ধম।

পুনরপি রাজা সিংহাসনে যাবৎ সমুপবিশতি, তাবদন্যা পুত্তলিকা সমবদৎ ভো রাজন্! যস্য বিক্রমস্যৌদার্য্যাদয়ো গুণা ভবন্তি, সোঽস্মিন্ সিংহাসনে উপবেষ্টুং ক্ষমঃ। ॥ ১ ॥

ভোজেনোক্তম্, পুত্তলিকে! কথয় তস্য বিক্রমস্যৌদার্য্যবৃত্তান্তম্। ॥ ২ ॥

সা অব্রবীৎ, শ্রূয়তাং রাজন্! বিক্রমাদিত্যস্য বিষয়ে পুরন্দরপুরী নাম নগরী বভূব। তত্র মহাধনিকঃ কশ্চিদ্বণিগাসীৎ। স চতুরঃ পুত্রান্ আহূয়াবাদীৎ, ভোঃ পুত্রাঃ! ময়ি মৃতে চতুর্ণামেকত্রাবস্থানং ভবতি বা ন বা পশ্চাদ্বিবাদো ভবিষ্যতি, তস্মি জীবন্নেব ভবতাং চতুর্ণাং জ্যেষ্ঠানুক্রমেণ ভাগং করোমি। ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ।—এই অনুষ্ঠান ও ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বচন দ্বারা আপনার অমঙ্গল বিনাশ পাইয়া মঙ্গল হইবে। রাজা সর্ব্বজ্ঞ ভট্টের এই সকল বাক্যানুযায়ী তৎসমুদায় অনুষ্ঠান করিয়া তিন দিন প্রভূত দান করিবার নিমিত্ত ভাণ্ডারিককে আদেশ করিলেন। তদনন্তর যাহার যত ধন লইলে হয়, সে সেই পরিমাণে ধন লইয়া গেল॥ ১. ॥

এই কথা বলিয়া পুত্তলিকা রাজাকে বলিল, রাজন্! আপনাতে যদি এইরূপ ধৈর্য্য ও ঔদার্য্য বিদ্যমান থাকে, তবে সিংহাসনে উপবেশন করুন। রাজা মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন॥ ১৯॥

ত্রয়োবিংশোপাখ্যান সমাপ্ত।

পুনর্ব্বার রাজা যখন সিংহাসনে বসিবেন, অমনি অন্য পুত্তলিকা বলিল, রাজন্! যাঁহার বিক্রমতুল্য ঔদার্য্যাদি গুণ আছে, তিনিই এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত। ভোজরাজ বলিলেন, পুত্তলিকে! তুমি বিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্যাদি গুণ বর্ণন কর॥ ১—২ ॥

পুত্তলিকা বলিল, রাজন্! শ্রবণ করুন্। বিক্রমাদিত্যের সাম্রাজ্যমধ্যে পুরন্দরপুরী নামে এক নগরী আছে, তথায় এক মহাধনবান্ বণিক্ বাস করিত। সে এক দিন চারি পুত্রকে ডাকিয়া বলিল, ওহে পুত্রগণ! আমার মৃত্যুর পর তোমাদের চারি জনের একত্র অবস্থিতি হইবে কি না সন্দেহ, পশ্চাৎ বিবাদ হইতে পারে, অতএব আমি জীবিত থাকিতে থাকিতেই আমার ধন জ্যেষ্ঠানুক্রমে চারি জনকেই বিভাগ করিয়া দিব॥ ৩॥

অথ চতুর্ণাং ভাগং কৃত্বা চ মঞ্চাধস্তাচ্চত্বারো ভাগাঃ ময়া নিক্ষিপ্তাঃ সন্তি জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠভাগক্রমেণ গৃহ্লীধ্বম্। তথা চ তৈরঙ্গীকৃতম্। ততস্তস্মিন্ পরলোকং গতে চত্বারো ভ্রাতরো মাসমেকত্র স্থিতাঃ। ততস্তেষাং স্ত্রীণাং পরস্পরং কলহো জাতঃ। তদনন্তরং তৈর্বিচারিতং, কিমর্থং কোলাহলঃ ক্রিয়তে? পিত্রা জীবতৈব পূর্বং চতুর্ণাং বিভাগঃ কৃতোঽস্তি। তন্মঞ্চাধঃস্থিতং বিভাগক্রমং গৃহীত্বা বিভক্তাঃ সন্তঃ সুখেন তিষ্ঠাম ইত্যুক্ত্বা যাবন্মঞ্চাধঃ খনন্তি, তাবচ্চতুর্ণাং পাত্রাণাং অবশ্চত্বারি সম্পুটানি দৃষ্টানি। তেষাং মধ্যে একত্র সম্পুটে মৃত্তিকাভৃং একত্র অঙ্গারা আসন্, অন্যস্মিন্ সম্পুটে অস্থীনি স্থিতানি, একত্র পলালপুঞ্জঃ স্থিতঃ। এতৎচতুষ্টয়ং দৃষ্ট্বা তে চত্বারঃ পরস্পরং বিস্ময়ং গতাঃ প্রোচুঃ "অহো! অস্মাৎ পিতৃকৃতসমাধিভাগক্রমাৎ অর্থবিভাগক্রমং কেন জ্ঞায়তে" ইত্যুক্ত্বা রাজসভামপশ্যন্। তস্যাঃ পুরতো নিবেদিতো বৃত্তান্তঃ সভ্যৈর্বিভাগক্রমে ন জ্ঞাতঃ। পুনশ্চত্বারঃ ভ্রাতরো যত্র যত্র জ্ঞাতারঃ সন্তি, তেষাং পুরতঃ অমুং বৃত্তান্তং নিবেদয়ন্তিস্ম। পরং কোঽপি নির্ণয়ং কর্তুং ন শশাক। ॥ ৪ ॥

তে একদা উজ্জয়িনীং সমাগতাঃ। রাজসভামাগত্য রাজ্ঞঃ সভ্যানাঞ্চ পুরতো বিভাগবৃত্তান্তমকথয়ন। ততো রাজ্ঞঃ সভ্যৈঃ বিভাগক্রমো ন জ্ঞাতঃ। তদনন্তরম্ একদা অন্যনগরমগমন্। তত্রত্যানাং মহাজনানাং পুরতো ভণিতুমারব্ধং তৈরপি নির্ণয়ো ন জ্ঞাতঃ। ॥ ৫ ॥

বঙ্গার্থ।—অতঃপর চারি জনের ধনবিভাগ করিয়া বলিলেন—আমি আমার খট্টার নিম্নভাগে, চারি অংশে বিভক্ত ধন রাখিয়া দিলাম, জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠাদিক্রমে গ্রহণ করিও। পুত্রগণ তাহা অঙ্গীকার করিল। তদনন্তর সেই বণিকের পরলোকপ্রাপ্তি হইলে চারি ভ্রাতা এক মাসমাত্র একত্র রহিল; তৎপরে তাহাদিগের স্ত্রীগণের মধ্যে পরস্পর কলহ হইতে আরম্ভ হইল তাহাতে পুত্রেরা মীমাংসার্থ বলিল যে, তোমরা কলহ-কোলাহল কেন করিতেছ? পিতা জীবদ্দশায় পূর্বেই আমাদের ধনবিভাগ করিয়া গিয়াছেন, সেই সব ধন বিভাগ-ক্রমে মঞ্চের নিম্নভাগে আছে, তাহা ক্রমানুসারে বিভাগ করিয়া লইয়া সুখে অবস্থিতি করিব। এই বলিয়া যখন মঞ্চের অধোভাগ খনন করিতে আরম্ভ করিল, তখন তাহারা চারিটি পাত্র প্রাপ্ত হইল। সেই চারিটির মধ্যে একটিতে মৃত্তিকা, আর একটিতে অঙ্গার, অন্যটিতে অস্থি আর একটিতে কতকগুলি পোয়াল খড় দেখিতে পাইল। এই চারিটি পাত্র দেখিয়া তাহারা বিস্মিত হইয়া পরস্পর বলিল, অহো! এই পিতৃকৃত বিভাগক্রমানুসারে অর্থবিভাগের ক্রম কে নিরূপণ করিবে? এই বলিয়া তাহারা রাজ-সভায় গমনপূর্বক এই বৃত্তান্ত নিবেদন করিল; কিন্তু সভ্যগণ কেহই বিভাগক্রম বুঝিতে পারিলেন না। পরে তাহারা চারি ভাই যেখানে যেখানে নির্ণয়ক্ষম ব্যক্তি আছেন, তাঁহাদের সকলের সমক্ষে ঐ বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়াছিল, কিন্তু কেহই মীমাংসা করিতে পারিলেন না ॥ ৪ ॥

অতঃপর তাহারা এক দিন উজ্জয়িনীতে আসিয়া রাজ-সভায় রাজা বিক্রমাদিত্য ও বিদ্বৎসভার সমক্ষে সেই বিভাগবৃত্তান্ত নিবেদন করিল, কিন্তু রাজ-সভায়ও সে বিভাগক্রম কেহ বুঝিতে পারিল না। অতঃপর তাহারা আর এক দিন অন্য নগরে যাইয়া তথাকার মহা পণ্ডিতগণের নিকট সেই পিতৃকৃত বিভাগক্রম উত্থাপন করিতে আরম্ভ করিল। তাঁহারাও তাহার মর্ম অবগত হইলেন না ॥ ৫ ॥

অস্মিন্ সময়ে কুম্ভকারগৃহে স্থিতঃ শালিবাহনঃ অমুং বৃত্তান্তমাকর্ণ্য তত্রগতান মহাজনান্ প্রতি ভণিতস্মৎ, ভোঃ সভ্যাঃ! কিমত্র দুর্ব্বোধমস্তি কিমাশ্চর্য্যং চ। কথয়। সোঽবদৎ, এতে চত্বারঃ একস্য ধনিকস্য পুত্রাঃ। জীবতা তেন পিত্রা জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠানুক্রমো বিভাগঃ কৃতঃ তদ্যথা—জ্যেষ্ঠস্য মৃত্তিকা দত্তা, তেন যা সমুপার্জ্জিতা ভূমিঃ সা সমগ্রা দত্তা। দ্বিতীয়স্য পলালপুঞ্জো দত্তঃ, তেন সর্ব্ববিধধান্যানি দত্তানি। তৃতীয়স্য অস্থীনি দত্তানি, তেন সর্ব্বেঽপি পশবো দত্তাঃ। চতুর্থস্যাঙ্গারো দত্তঃ তেন সকলমপি সুবর্ণং দত্তম্। এবং শালিবাহনেন তেষাং বিভাগঃ কৃতঃ। তেঽপি সুখিনো ভূত্বা স্বনগরং জগ্মুঃ। ॥ ৬ ॥

রাজা বিক্রমোঽপি ইমং বিভাগবৃত্তান্তমস্য নির্ণয়ং শ্রুত্বা বিস্মিতঃ সন্ প্রতিষ্ঠাননগরং প্রতি পত্রিকাং প্রেষয়ামাস স্বস্তি শ্রীযজনযাজনাধ্যয়নাধ্যাপনদানপ্রতিগ্রহষট্কর্ম্মনিষ্ঠান্ যমনিয়মাদিগুণনিষ্ঠান্ প্রতিষ্ঠাননগরবাসিনো মহাজনান্ কুশলপ্রশ্নপূর্ব্বকং রাজা বিক্রমঃ কথয়তি, ভবতাং গ্রামে এষাং চতুর্ণাং বিভাগনির্ণয়কারী মদন্তিকং প্রেষণীয়ঃ। মহাজনা অপি রাজ্ঞা প্রেষিতাং পত্রিকাং বাচয়িত্বা শালিবাহনমাহূয় কথয়ামাসুঃ ভোঃ শালিবাহন! শ্রীমান্ রাজাধিরাজঃ পরমেশ্বরঃ আসমুদ্রপৃথিবীপতিঃ বিক্রমো রাজা উজ্জয়িনীবাসী সকলকলার্থিলোককল্পদ্রুমঃ সমাহ্বয়তি। ত্বং তত্র গচ্ছ। ॥ ৭ ॥

তেনোক্তম্, বিক্রমো রাজা কোঽসৌ? তেনাহূতো ন গচ্ছামি, যদি তস্য প্রয়োজনমস্তি স্বয়মেবাগচ্ছতু মম সমীপে, তেন কিমপি প্রয়োজনং নাস্তি মম। ॥ ৮ ॥

বঙ্গার্থ।—সেই সময়ে কুম্ভকার-গৃহস্থিত শালিবাহন এই বৃত্তান্ত শুনিয়া সমাগত মনীষীদিগকে বলিলেন, হে সভ্যগণ। ইহাতে দুর্ব্বোধ্য বা আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? তাঁহারা বলিলেন, তুমি কি বল? শালিবাহন বলিল, ইহারা চারি জন এক বণিকের পুত্র। সেই ধনী জীবিতকালে জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠানুক্রমে এইরূপ বিভাগ করিয়া গিয়াছেন, যথা জ্যেষ্ঠকে মৃত্তিকা দিয়াছেন, ইহাতে সেই বণিক্ যে ভূমিসম্পত্তি উপার্জ্জন করিয়াছেন, তৎসমস্তই জ্যেষ্ঠকে দিয়াছেন। দ্বিতীয়কে পোয়ালরাশি দিয়াছেন, তাহাতে বুঝিতে হইবে যে, সমস্ত ধান্যই দ্বিতীয় পুত্রকে দেওয়া অভিপ্রেত। তৃতীয়কে অস্থি দিয়াছেন, তাহাতে সমস্ত পশুই তাহাকে প্রদত্ত হইল। চতুর্থকে অঙ্গার দিয়াছেন, তাহাতে বুঝিতে হইবে যে, সুবর্ণ প্রভৃতি ধাতুই কনিষ্ঠের অংশে আসিল। শালিবাহন তাহাদিগকে এইরূপ বিভাগ করিয়া দিলেন; তাহারাও সন্তুষ্ট হইয়া নিজ নগরে গমন করিল ॥৬॥

বিক্রমাদিত্যও এই বিভাগ-নির্ণয় শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ প্রতিষ্ঠানগরে একখানি পত্রিকা লিখিয়া পাঠাইলেন যে, "স্বস্তি,— শ্রীযজন-যাজনাধ্যয়ন-অধ্যাপন, দান প্রতিগ্রহ ষটকর্ম্মনিষ্ঠ প্রতিষ্ঠানগরবাসী মনীষীদিগকে কুশল-প্রশ্ন পূর্ব্বক রাজা বিক্রমাদিত্য আদেশ করিতেছেন যে, আপনাদিগের গ্রামে এই চারিটি ভ্রাতার বিভাগনির্ণয়কারক ব্যক্তিকে আমার নিকট পাঠাইবেন।" রাজার প্রেরিত পত্র মনীষিগণ পাঠ করিয়া শালিবাহনকে ডাকিয়া বলিলেন, ওহে শালিবাহন! রাজাধিরাজ পরমেশ্বর আসমুদ্রক্ষিতিপতি, সমস্ত কলাবিদ্যার কল্পবৃক্ষ, উজ্জয়িনীনিবাসী রাজা বিক্রমাদিত্য তোমাকে আহ্বান করিতেছেন, তুমি সেখানে গমন কর ॥ ৭ ॥

শালিবাহন বলিল, কে সে রাজা বিক্রমাদিত্য? আমি তাহার আহ্বানে যাইব না। যদি তাহার প্রয়োজন হয়, তবে সে স্বয়ং আমার নিকট আসুক, তাহার সহিত আমার কোন প্রয়োজন নাই যে, আমি যাইব ॥ ৮ ॥

তস্য বচনং শ্রুত্বা মহাজনৈঃ সহ স ন যাতীতি পুনঃ পত্রিকা রাজানং প্রতি প্রেষিতা। ততঃ রাজা পত্রিকালিখিতার্থং শ্রুত্বা ক্রোধাগ্নিনা দেদীপ্যমানবিগ্রহোঽষ্টাদশভিরক্ষৌহিণীবলৈঃ সহ নির্গত্য প্রতিষ্ঠাননগরীমাগত্য শালিবাহনং প্রতি দূতং প্রেষিতবান্। ততস্তেনাগত্য শালিবাহনো ভণিতঃ, ভোঃ শালিবাহন। রাজাধিরাজো বিক্রমো রাজা ত্বামাহ্বয়তি তস্মাৎ ত্বং তস্য দর্শনার্থমাগচ্ছ। শালিবাহনেনোক্তম্ ভো দূতাঃ। অহং একাকী সন্ রাজানং ন দ্রক্ষ্যামি ষড়ঙ্গবলোপেতঃ সমরাঙ্গনে বিক্রমস্য দর্শনং করিষ্যামি। রাজ্ঞে এবং নিবেদয়ন্তু ভবন্তঃ। তস্য বচনং শ্রুত্বা দূতা রাজ্ঞে তথৈবাচখ্যুঃ। তৎ শ্রুত্বা রাজা বিক্রমোঽপি সমরভূমিমাগতঃ। শালিবাহনোঽপি কুম্ভকারগৃহে মৃত্তিকয়া কৃতান্ হস্ত্যশ্বরথপদাতিবলান্ মন্ত্রেণ সমুজ্জীব্য তেন ষড়ঙ্গবলেন নগরাৎ নির্গত্য সমরাঙ্গনং প্রতি সমাগতঃ। তদা উভয়দলনির্গমসময়ে

দিক্‌চক্রং চলিতং তদা জলনিধির্জাতো ভৃশং ব্যাকুলঃ
পাতালে চকিতো ভুজঙ্গমপতিঃ পৃথ্বীধরঃ কম্পিতঃ।
সোৎকম্পা পৃথিবী মহাবিষধরঃ ক্রোড়ং নমত্যুৎকটং
বৃত্তং সম্ভ্রমনেকধা দলপতেরেবং চমূনির্গতৌ॥ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ।—তদা সেনানির্গমকালে দিক্‌চক্রং (দিঙ্মণ্ডলং) চলিতং, জলনিধিঃ ভৃশং (অত্যন্তম্) ব্যাকুলঃ (ক্ষুব্ধঃ) জাতঃ, পাতালে ভুজঙ্গমপতিঃ (বাসুকিঃ) চকিতঃ (কুতো ইদং ভাবঃ ইতি ভীতঃ), পৃথ্বীধরঃ কম্পিতঃ, পৃথিবী সোৎকম্পা (কম্পান্বিতা), মহাবিষধরঃ (অনন্তঃ) ক্রোড়ং (ক্রোড় এব) উৎকটং অত্যর্থং (নমতি নতঃ), ভবতি দলপতেঃ, চমূনির্গতৌ (উভয়সেনানির্গমনকালে) এবম্ সম্ভ্রম্ অনেকধা বৃত্তম্ (সঙ্ঘটিতম্)॥ ৯ ॥

বঙ্গার্থ।—তাহার বাক্য শুনিয়া মহাজনগণ "শালিবাহন যাইতেছে না" এই বলিয়া প্রত্যুত্তর রাজার নিকট প্রেরণ করিলেন তদনন্তর রাজা পত্রার্থ অবগত হইয়া ক্রোধানলে উদ্দীপ্তকলেবর হইলেন এবং অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনার সহিত যুদ্ধার্থ নির্গত হইয়া প্রতিষ্ঠাননগরে আগমন পূর্ব্বক শালিবাহনের নিকট দূত পাঠাইলেন। দূত গিয়া বলিল, ওহে শালিবাহন! রাজা বিক্রমাদিত্য তোমাকে আহ্বান করিতেছেন, অতএব তুমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত আগমন কর। শালিবাহন বলিলেন, রে দূত! আমি একাকী রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিব না। হস্তী, অশ্ব, রথ প্রভৃতি ষড়ঙ্গবল সমন্বিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে বিক্রমাদিত্যকে দর্শন দিব, তোমরা রাজাকে এই কথা নিবেদন কর। তাঁহার কথা শুনিয়া দূতগণ রাজাকে সেইরূপ নিবেদন করিল। তাহা শুনিয়া বিক্রমরাজও সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। শালিবাহনও কুম্ভকার গৃহে মৃত্তিকা দ্বারা প্রস্তুত হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি প্রভৃতি সৈন্য-সমূহ মন্ত্রবলে জীবিত করিয়া সেই ষড়ঙ্গবলের সহিত নগর হইতে নির্গত হইয়া সমরাঙ্গনে সমাগত হইলেন। তখন উভয় পক্ষের সৈন্যনির্গমের ভয়ে সমরকালে দিক্‌চক্র বিচলিত হইল, জলনিধি বিক্ষুব্ধ হইল, পাতালে বাসুকি চকিত হইলেন, পৃথিবীধারণকারী কূর্ম্ম কম্পিত হইতে লাগিলেন, ভূমিকম্প উপস্থিত হইল এবং মহাবিষধর অনন্তের ফণাক্রোড় উৎকটরূপে নত হইতে লাগিল। দলপতিদ্বয়ের সেনাসমূহের নির্গমকালে এই সমস্ত ভয়াবহ ব্যাপার সংঘটিত হইতে লাগিল॥ ৯ ॥

পবনগতিসমানৈরশ্বযূথৈরনন্তৈ-
র্মদধরগজযূথৈ রাজতে সৈন্যলক্ষ্মীঃ।
ধ্বজচমরবরাস্ত্রৈরাবৃতং খং সমস্তং
পটুপটহমৃদঙ্গৈর্ভেরিনাদৈস্ত্রিলোকম্ ॥ ॥ ১০ ॥

ততঃ উভয়দলং মিলিতম্, তস্মিন্ সময়ে --

অশ্বাদেঃ খুররেণুভির্বহুতরৈর্ব্যাপ্তং চ শেষং নভ-
শ্ছত্রৈরাবৃতমন্তরালমনিশং ব্যাপ্তং চ ভেরীরবৈঃ।
নির্ঘোষৈ রথজৈর্গজাশ্বনিনদৈস্তৎকিঙ্কিণীনাং রবৈ-
র্বীরাণাং নিনদৈঃ প্রভূতভয়দৈরন্যোন্যসেনা বভুঃ ॥ ১১

খট্বাঙ্গৈর্ভল্লশস্ত্রৈঃ খলখুরণগদামুদ্গরার্দ্ধেন্দুবাণৈ-
র্নারাচৈর্ভিন্দিপালৈর্হলবরমুষলৈঃ শক্তিকুন্তৈঃ কৃপাণৈঃ।
পট্টিশৈঃ শক্তিবজ্রপ্রভৃতিভিরপরৈর্দিব্যশস্ত্রৈঃ সুতীক্ষ্ণৈ-
রন্যোন্যং যুদ্ধমেবং মিলিতদলযুগে বর্ত্ততে সদ্ভটানাম্ ॥ ১২ ।

অন্বয়ঃ—সৈন্যলক্ষ্মীঃ পবনগতিসমানৈঃ (বায়ুতুল্যবেগৈঃ) অনন্তৈঃ (অসংখ্যৈঃ) অশ্বযূথৈঃ, মদধরগজযূথৈঃ (মদমত্তকরিগণৈঃ) রাজতে, সমস্তং খং ধ্বজচমরবরাস্ত্রৈঃ (ধ্বজচামরপ্রধানাস্ত্রৈঃ) ত্রিলোকং ত্রিভুবনম্ পটুপটহমৃদঙ্গৈঃ ভেরিনাদৈঃ চ আবৃতম্ (ব্যাপ্তম্) ॥ ১০ ॥

অশ্বাদেঃ বহুতরৈঃ (প্রচুরৈঃ) খুররেণুভিঃ শেষং নভঃ (ধূমাদিমার্গেতরচ্ছঃ আকাশাংশঃ) ব্যাপ্তম্। ছত্রৈঃ অন্তরালং (দ্যাবাপৃথিব্যোর্মধ্যাবকাশঃ) অনিশং (সর্ব্বদা) আবৃতম্ (আচ্ছন্নম্), ভেরীরবৈঃ ব্যাপ্তং চ, রথজৈঃ নির্ঘোষৈঃ গজাশ্বনিনদৈঃ তৎকিঙ্কিণীনাং (গজাশ্বগললগ্নক্ষুদ্রঘণ্টিকানাং) রবৈঃ বীরাণাং প্রভূতভয়দৈঃ (প্রচুরভয়োৎপাদকৈঃ) নিনদৈঃ (সিংহনাদৈঃ) চ অন্যোন্যসেনাঃ বভুঃ (শুশুভিরে) ॥ ১১ ॥

সদ্ভটানাং (যোদ্ধবরাণাম্) মিলিতদলযুগে (পরস্পরসম্মিলিতপক্ষদ্বয়ে) খট্বাঙ্গৈঃ ভল্লশস্ত্রৈঃ খলখুরণগদামুদ্গরার্দ্ধেন্দুবাণৈঃ, নারাচৈঃ, ভিন্দিপালৈঃ, হলবরমুষলৈঃ, শক্তিকুন্তৈঃ কৃপাণৈঃ, পট্টিশৈঃ শক্তিবজ্রপ্রভৃতিভিঃ অপরৈঃ সুতীক্ষ্ণৈঃ দিব্যশস্ত্রৈঃ অন্যোন্যং যুদ্ধম্ এবং বর্ত্ততে ॥ ১২ ॥

বঙ্গার্থ।—তখন পবনতুল্য বেগশালী অগণ্য অশ্বসমূহ ও মদমত্ত গজযূথ দ্বারা সৈন্যলক্ষ্মী বিরাজিত হইতে লাগিল। ধ্বজ, চামর ও উত্তম পতাকা-বস্ত্র দ্বারা অখিল আকাশমণ্ডল ব্যাপ্ত হইল এবং উচ্চতর পটহ ও মৃদঙ্গনাদে দিঙ্মণ্ডল ব্যাকুল হইয়া উঠিল ॥ ১০ ॥

তদনন্তর উভয়দল মিলিত হইলে পর অশ্বাদির খুরোত্থিত রেণুরাশি দ্বারা নভস্তল পরিব্যাপ্ত হইল, ছত্রসমূহ দ্বারা সমস্ত আকাশের অবশিষ্টাংশ আবৃত হইল; অন্তরাল ছত্রে ও ভেরীরবে ব্যাপ্ত হইল। ভেরারব, রথনির্ঘোষ, গজাশ্বাদির নিনাদ, কিঙ্কিণীধ্বনি ও বীরগণের ভয়ঙ্কর নিনাদে উভয়দলের সেনা শোভা পাইতে লাগিল ॥ ১১ ॥

তখন সমাগত উভয়দলের উত্তম যোদ্ধবর্গ খট্টাঙ্গ, ভল্লাস্ত্র, সুতীক্ষ্ণ খুরণ, গদা, মুদ্গর, অর্দ্ধচন্দ্র-বাণ, নারাচ, ভিন্দিপাল, হল, মুষল ও সুতীক্ষ্ণ শক্তি, কুন্ত প্রভৃতি অস্ত্র সকল লইয়া পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥

তত্র রণে -- একে বৈ হন্যমানা রণভুবি সুভটা জীবহীনাঃ পতন্তি,
একে মূর্চ্ছাং প্রপন্নঃ স্যুরপি নিজবলৈরুত্থিতাঃ সম্ভবন্তি।
মুঞ্চন্তে সাট্টহাসং হ্যরিনিকৃতিপরং মানমাদ্যং প্রসাদং
ভূত্বা ধাবন্তি চাগ্রে জিতমরণভয়াঃ প্রৌঢ়িমঙ্গে হি কৃত্বা॥ ১৩

একে বৈ শাত্রবাণাং সমরভয়বশাৎ ত্রাসমুৎপাদয়ন্তি
একে সম্পূর্ণঘাতৈরুপহতবপুষো নাকনারীপ্রিয়াঃ স্যুঃ।
একে বৈ বীরধুর্য্যা রিপুহৃতজঠরা ভিদ্যমানাশ্চ শস্ত্রৈ-
রস্ত্রৈঃ সম্ভিন্নদেহা অপি ভয়রহিতা বৈরিভির্যান্তি যুদ্ধম্॥ ১৪

তত্রারেশ্ছুরিকাদিশস্ত্রনিচয়া ভান্তীব মীনাদয়ঃ
কেশস্নায়ুশিরান্ত্রজালনিবহৈঃ শৈবালবদ্দৃশ্যতে।
যানীভেন্দ্রকলেবরাণি পতিতানীদৃঙ্ ন শম্ভোর্মৃধে
প্রেতানীব বিভান্তি তানি রুধিরে চাস্থীনি শঙ্খা ইব। ॥ ১৫ ॥

অন্বয় ঃ—একে [কেচিৎ] সুভটাঃ রণভুবি [যুদ্ধক্ষেত্রে] হন্যমানাঃ জীবহীনাঃ [মৃতাঃ] পতন্তি বৈ [প্রসিদ্ধৌ। একে মূর্চ্ছাং প্রপন্নাঃ [প্রাপ্তাঃ] স্যুঃ অপি [তথাপি] নিজবলৈঃ [নিজপক্ষীয়সৈন্যানাং চেষ্টয়া ইতি ভাবঃ।] উত্থিতাঃ [পুনর্যুদ্ধায় কৃতোদ্যোগাঃ সম্ভবন্তি। কেচিৎ হি অরিনিকৃতিপরম্ [শত্রুত্রাসনার্থং] অট্টহাসং মুঞ্চন্তিস্ম,কেচিৎ আদ্যং [শ্রেষ্ঠং] মানং [আদরম্] প্রসাদং চ ভূত্বা [প্রাপ্য] অঙ্গে প্রৌঢ়িং কৃত্বা [বদ্ধপরিকরা ইত্যর্থঃ] জিতমরণ-ভয়াঃ [মরণভয়হীনাঃ] সন্তঃ অগ্রে ধাবন্তি॥ ১৩॥

একে সমরভয়বশাৎ শাত্রবাণাং ত্রাসম্ [ভয়ম্] উৎপাদয়ন্তি [জনয়ন্তি] বৈ, একে সম্পূর্ণঘাতৈঃ [শত্রুকৃত-সম্পূর্ণপ্রহারৈঃ] উপহতবপুষঃ [ছিন্নদেহাঃ] নাকনারীপ্রিয়াঃ [স্বর্গবাসিনীনাং পতয়ঃ মৃতানাং স্বর্গে পতিত্বেন বরণাৎ ইতি ভাবঃ] স্যুঃ। একে বীরধুর্য্যাঃ [বীরবরাঃ] রিপুহৃতজঠরাঃ [শত্রুভির্বিদীর্ণোদরাঃ] শস্ত্রৈঃ ভিদ্যমানাঃ চ অস্ত্রৈঃ সম্ভিন্নদেহাঃ [বিদীর্ণশরীরাঃ] অপি ভয়রহিতাঃ সন্তঃ বৈরিভিঃ সহ যুদ্ধং যান্তি [যুধ্যন্তে] বৈ॥ ১৪॥

তত্র [যুদ্ধক্ষেত্রে] অরেঃ রুধিরে ছুরিকাদিশস্ত্রনিচয়াঃ মীনাদয় ইব ভান্তি [শোভন্তে] কেশস্নায়ুশিরান্ত্রজালনিবহৈঃ শৈবালবৎ [শৈবালযুক্তমিব রুধিরম্] দৃশ্যতে। যানি ইভেন্দ্র কলেবরাণি [হতাঃ গজেন্দ্রদেহাঃ] পতিতানি, ঈদৃক্ শম্ভোঃ মৃধে [যুদ্ধে] ন দৃষ্টানি, তানি প্রেতানি (প্রেতশরীরাণি) ইব বিভান্তি, অস্থীনি শঙ্খাঃ ইব ভান্তি॥ ১৫॥

বঙ্গার্থ।—সেই রণস্থলে কেহ শত্রু কর্ত্তৃক আহত ও জীবনহীন হইয়া পতিত হইতে লাগিল, কেহ কেহ বা মূর্চ্ছিত হইয়া নিজপক্ষীয় ব্যক্তির শুশ্রূষায় কিয়ৎক্ষণ পরেই উত্থিত হইতে লাগিল, কেহ বা শত্রুর বিভীষিকাদায়ক অট্টহাস্য করিল, মান ও প্রসন্নতা অবলম্বন পূর্ব্বক মরণভয় পরিত্যাগ করত বদ্ধপরিকর হইয়া কেহ অগ্রে ধাবমান হইল, কেহ কেহ বা শত্রুগণের সমরত্রাস উৎপাদন করিতে লাগিল, কেহ কেহ বা অতিশয় আঘাত দ্বারা ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়া স্বর্গরমণীগণের প্রিয়তম হইতে লাগিল এবং কোন কোন শ্রেষ্ঠ বীরগণ রিপু কর্ত্তৃক অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা জঠরে আহত ও ভিদ্যমানদেহ হইল, তথাপি ভয়পরিহার পুরঃসর মহা উৎসাহ সহকারে প্রতিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। অরাতিগণের রুধির-নদীতে ছুরিকাদি মীনসমূহের ন্যায় এবং কেশ, স্নায়ু, শিরা ও অন্ত্র-সমূহ শৈবালের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। যে সকল মৃত করীন্দ্রগণের কলেবর পতিত হইল, তাহা রুধির-নদীর মধ্যে প্রেতের ন্যায় ও অস্থিসকল শঙ্খের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। এই যুদ্ধ যেরূপ ভয়ঙ্কর হইল, শম্ভুর যুদ্ধও সেরূপ ঘটে নাই॥ ১২-১৫॥

ততো বিক্রমার্কেণ শালিবাহনস্য সৈন্যং সর্ব্বং পাতিতং, শালিবাহনোঽপি শেষনাগেন্দ্রং সস্মার। শেষেণ সর্পাঃ প্রেষিতাঃ। তৈঃ সর্পৈর্দ্দষ্টং বিক্রমাদিত্যসৈন্যং বিশেষেণ মূর্চ্ছিতং রণাঙ্গনে পপাত। তদনন্তরং বিক্রমার্কো রাজা একাকী নিজনগরং জগাম। স্বসৈন্য-সঞ্জীবনার্থম্ অর্দ্ধোদকে স্থিত্বা নববর্ষপর্য্যন্তং বাসুকিমন্ত্রমনুষ্ঠিতবান্। ততো বাসুকিঃ তস্মৈ প্রসন্নো ভূত্বা বভাণ ভো রাজন্! বরং বৃণীষ। বিক্রমেণ ভণিতম্, ভোঃ সর্পরাজ! যদি মম প্রসন্নোঽসি তর্হি সর্পবিষবেগেন মূর্চ্ছিতস্য মম সৈন্যস্য সঞ্জীবনার্থম্ অমৃতঘটং দেহি। অথ বাসুকিনা অমৃতঘটো দত্তঃ। তমমৃতঘটং গৃহীত্বা রাজা বিক্রমো যাবৎ মার্গে সমায়াতি, তাবদ্‌ব্রাহ্মণঃ কশ্চিদাগত্য— ১৬

হরেলীলাবরাহস্য দংষ্ট্রাদণ্ডঃ পনাতু বঃ।
হিমাদ্রিশিখরস্যেব ধাত্রী যস্য শ্রিয়ং দধৌ॥ ॥ ৮ ॥

ইত্যাশিষমুক্তবান্, ততো রাজ্ঞা ভণিতম্, ভো ব্রাহ্মণ! কুতঃ সমাগতোঽসি? ব্রাহ্মণে নোক্তম্, অহং প্রতিষ্ঠাননগরাদাগতঃ। রাজ্ঞোক্তম্ কিং বদসি? ব্রাহ্মণো বদতি, ভবান্ অর্থিজনচিন্তামণিঃ, যতশ্চিন্তিতং বস্তু দাতুং সমর্থঃ, অতো মমৈকস্মিন্ বস্তুনি প্রীতিরস্তি তদ্দীয়তে চেৎ, তর্হি বদামি। রাজ্ঞোক্তম, যৎ ত্বয়া যাচ্যতে, তৎ দাস্যামি। ব্রাহ্মণেনোক্তম্ মহ্যমমৃতঘটো দাতব্যঃ। ॥ ১৮

অন্বয় ঃ—লীলাবরাহস্য [লীলয়া বরাহরূপিণঃ] হরেঃ [বিষ্ণোঃ] দংষ্ট্রাদণ্ডঃ] [দংষ্ট্রা দণ্ড ইব] বঃ পাতু [রক্ষতু] হিমাদ্রি-শিখরস্য [হিমালয়শৃঙ্গস্য] ইব শুভ্রস্য যস্য [দংষ্ট্রাদণ্ডস্য] ধাত্রী [পৃথিবী ভগবা] শ্রিয়ং দধৌ [পুপোষ] ॥ ১৭ ॥

বঙ্গার্থ ঃ—অনন্তর বিক্রমাদিত্য, শালিবাহনের সমস্ত সৈন্য নিপাতিত করিলেন, তখন শালিবাহন পিতা শেষনাগকে স্মরণ করিলে, শেষনাগ পুত্রের হিতার্থ সর্পগণকে প্রেরণ করিলেন। সেই সর্পগণের দংশনে বিক্রমের সৈন্যসকল মূর্চ্ছিত হইয়া রণস্থলে নিপতিত হইতে লাগিল। তৎপরে রাজা বিক্রমাদিত্য একাকী নিজনগরে ফিরিয়া আসিলেন এবং স্বীয় সৈন্যগণকে বাঁচাইবার নিমিত্ত জলমধ্যে দেহের অর্দ্ধাংশ ডুবাইয়া নয় বৎসর বাসুকি-মন্ত্র জপ করিলেন। ইহাতে বাসুকি তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, রাজন্! বর প্রার্থনা কর। বিক্রম বলিলেন, "হে সর্পরাজ! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে সর্পগণের বিষবেগে মূর্চ্ছিত মদীয় সৈন্যগণকে বাঁচাইবার নিমিত্ত অমৃতঘট প্রদান করুন।" অনন্তর বাসুকি তাঁহাকে অমৃতঘট প্রদান করিলেন। সেই অমৃতঘট লইয়া রাজা বিক্রমাদিত্য যেমন পথিমধ্যে আসিতেছিলেন, অমনই কোন ব্রাহ্মণ আসিয়া বলিলেন, "হিমাচলের মত শুভ্র যে দংষ্ট্রাদণ্ডের উপর পৃথিবী অবস্থান করিয়া শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিল, হরির লীলাবতার বরাহমূর্ত্তির সেই দণ্ডাকৃতি দংষ্ট্রা আপনাকে পবিত্র করুন", এইরূপ আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিলেন। তৎপরে রাজা বলিলেন, ব্রাহ্মণ! আপনি কোথা হইতে আসিয়াছেন? ব্রাহ্মণ বলিলেন, আমি প্রতিষ্ঠানগর হইতে আসিয়াছি। রাজা বলিলেন, কি অভিপ্রায়? ব্রাহ্মণ বলিলেন, আপনি যাচকজনের চিন্তামণি, যেহেতু, আপনি যাচকের চিন্তিত বস্তু প্রদানে সমর্থ, অতএব আমার একটি বস্তুতে প্রীতি আছে, যদি আপনি তাহা দান করেন, তবে আমি বলি। রাজা বলিলেন, যাহা আপনি যাচ্ঞা করিবেন, তাহাই আমি প্রদান করিব। ব্রাহ্মণ বলিলেন, ঐ অমৃত-ঘটটি প্রদান করুন ॥ ১৬-১৮ ॥

রাজ্ঞোক্তম্, ত্বং কেন প্রেষিতোঽসি? ব্রাহ্মণেনোক্তম্, অহং শালিবাহনেন প্রেষিতঃ, তৎ শ্রুত্বা রাজ্ঞা বিচারিতম্। ময়া পূর্ব্বম্ অস্মৈ দাস্যামি ইতি ভণিতম্, ইদানীং ন দীয়তে চেৎ অপকীর্ত্তিরধর্ম্মোঽপি ভবিষ্যতি, অতঃ সর্ব্বথা দাতব্যমেব। ব্রাহ্মণেন ভণিতম্, ভো রাজন্! কিং বিচারয়তি, ভবান্ সজ্জনঃ। সজ্জনস্য ভাষণে পুনরন্যথা ন ভবতি। ॥ ১৯ ॥

তথা চোক্তম্ –

উদয়তি যদি ভানুঃ পশ্চিমে দিগ্বিভাগে
প্রচলতি যদি মেরুঃ শীততাং যাতি বহ্নিঃ।
বিকসতি যদি পদ্মং পর্ব্বতাগ্রে শিলায়াং
ন ভবতি পুনরন্যদ্ভাষণং সজ্জনানাম্॥ ॥ ২০ ॥

রাজ্ঞোক্তম, সত্যমুক্তং ভবতা। তথৈব ক্রিয়তে, গৃহ্যতাম্ অমৃতঘটঃ। অথ তস্মৈ ঘটং দদৌ। সোঽপি ব্রাহ্মণো রাজানং স্তুত্বা নিজস্থানং গতঃ। রাজাঽপি উজ্জয়িনীমগাৎ। ॥ ২১ ॥

ইমাং কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা ভোজরাজমবোচৎ ভো রাজন্। ত্বয়ি এবমৌদার্য্যং ধৈর্য্যং বিদ্যতে চেৎ তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ। ॥ ২২ ॥

ইতি চতুর্বিংশোপাখ্যানম্।

অন্বয়ঃ ৪—যদি ভানুঃ [সূর্য্যঃ] পশ্চিমে দিগ্‌বিভাগে উদয়তি [পশ্চিমায়াং দিশি অপি সূর্য্যঃ উদিয়াৎ ইতি ভাবঃ] এবং, যদি মেরুঃ প্রচলতি [স্পন্দতে], বহ্নিঃ শীততাং [শৈত্যং] যাতি, যদি পদ্মং পর্ব্বতাগ্রে [গিরিশিখরে] তত্রাপি শিলায়াং [প্রস্তরোপরি] বিকসতি [তদপি সম্ভবি ইতি ভাবঃ] তথাপি সজ্জনানাং ভাষণং [স্বীকারোক্তিঃ] পুনঃ [কিন্তু] অন্যৎ। [অন্যথা] ন ভবতি ॥ ৯॥

বঙ্গার্থ।—রাজা বলিলেন, আপনাকে কে পাঠাইয়া দিয়াছে? ব্রাহ্মণ বলিলেন, শালিবাহন আমাকে পাঠাইয়াছেন। তাহা শুনিয়া রাজা মনে বিচার করিতে লাগিলেন,—"আমি পূর্ব্বে ইহাকে দিব বলিয়াছি, এখন যদি না দিই, তবে অকীর্ত্তি ও অধর্ম্ম হইবে, অতএব ইহাকে অমৃতঘট প্রদান করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।" ব্রাহ্মণ বলিলেন, রাজন্! আপনি সজ্জন, কি বিচার করিতেছেন? সজ্জনদিগের বাক্য কখনই অন্যথা হয় না। উক্ত আছে যে, যদি সূর্য্যদেব পশ্চিমদিকে উদিত হন, যদি মেরুপর্ব্বতও বিচলিত হয়, যদি অগ্নিও শীতল হন, যদি পর্ব্বতাগ্রে শিলার উপর পদ্ম বিকসিত হয়, তথাপি সজ্জনদিগের বাক্য কখনই অন্যথা হয় না। রাজা বলিলেন, আপনি সত্যই বলিয়াছেন, আমি তাহাই করিতেছি। আপনি অমৃতঘট গ্রহণ করুন, এই বলিয়া সেই অমৃতঘট প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণ রাজার স্তুতিবাদ করিয়া নিজস্থানে গমন করিলেন, রাজাও উজ্জয়িনীতে আগমন করিলেন ॥ ১৯-২১ ॥

এই কথা কহিয়া পুত্তলিকা বলিল, হে রাজন্! যদি আপনাতে এরূপ ধৈর্য্য ও ঔদার্য্য থাকে, তবে আপনি এই সিংহাসনে উপবেশন করুন ॥ ২২ ॥

চতুর্ব্বিংশোপাখ্যান সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশোপাখ্যানম্

অনাবৃষ্টি নিবারণোপায়ঃ

পুনরপি রাজা সিংহাসনে যাবৎ সমুপবিশতি, তাবদন্যয়া পুত্তলিকয়োক্তম্, ভো রাজন্! যস্য বিক্রমস্যৌদার্য্যাদিগুণাঃ সন্তি তেনৈব সিংহাসনে উপবেষ্টব্যম্। রাজ্ঞোক্তম্, পুত্তলিকে! কথয় বিক্রমস্য ঔদার্য্য-বৃত্তান্তম্। সা অব্রবীৎ, শ্রূয়তাং রাজন্। বিক্রমাদিত্যে রাজ্যং শাসতি একদা কশ্চিৎ জ্যোতির্বিদঃ সমাগতঃ— ॥ ১ ॥

সূর্য্যঃ শৌর্য্যমথেন্দুরিন্দ্রপদবীং সন্মঙ্গলং মঙ্গলঃ
সদ্বুদ্ধিঞ্চ বুধো গুরুশ্চ গুরুতাং শুক্রঃ সুতং শং শনিঃ।
রাহুর্বাহুবলং করোতু নিয়তং কেতুঃ কুলস্যোন্নতিং
নিত্যং প্রীতিকরা ভবন্তু ভবতাং সর্ব্বেঽনুকূলা গ্রহাঃ॥ ॥ ২ ॥
ইত্যাশিষমুক্ত্বা পঞ্চাঙ্গানি কথয়ামাস। ॥ ৩ ॥

অথ ভূপতিনা পৃষ্টো জ্যোতির্বিদ উবাচ, অস্মিন্ সংবৎসরে রাজা রবিঃ, মন্ত্রী ভৌমঃ মেঘাধিপো ভৌমঃ শনৈশ্চরো রোহিণীশকটং ভিত্ত্বা যাস্যতি, তস্মাৎ সর্ব্বথা অনাবৃষ্টির্ভবিষ্যতি। ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—সূর্য্যঃ নিয়তং ভবতাং শৌর্য্যং [করোতু ইতি পরেণান্বয়ঃ] [এবং সর্ব্বত্র] অথ [তথা] ইন্দুঃ ইন্দ্রপদবীম্ [ইন্দ্রত্বম্], মঙ্গলঃ মঙ্গলম্ [হিতম্] বুধঃ সদ্বুদ্ধিং চ, গুরুঃ [বৃহস্পতিঃ] গুরুতাং [গৌরবম্] শুক্রঃ সুতম্, শনিঃ শম্ [সুখম্] রাহুঃ বাহুবলং কেতুঃ কুলস্য উন্নতিং নিয়তং করোতু, সর্ব্বে গ্রহাঃ ভবতাং অনুকূলাঃ সন্তঃ নিত্যং প্রীতিকরাঃ [সুখদায়কাঃ] ভবন্তু ॥ ২ ॥

বঙ্গার্থ।—পুনর্ব্বার রাজা সিংহাসনে যেমন বসিবেন, অমনি অন্য পুত্তলিকা বলিল, রাজন্! বিক্রমাদিত্যের তুল্য যাঁহার ঔদার্য্য-গুণ আছে, তিনিই এই সিংহাসনে বসিবার যোগ্য। রাজা বলিলেন, পুত্তলিকে! বিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্য-বৃত্তান্ত বর্ণন কর। পুত্তলিকা বলিল, রাজন্! শ্রবণ করুন। বিক্রমাদিত্য যখন রাজ্য-শাসন করেন, তখন কোন জ্যোতির্ব্বিদ আসিয়া বলিলেন, "সূর্য্যদেব আপনার শৌর্য্য, চন্দ্র ইন্দ্র-পদবী মঙ্গল, উত্তম মঙ্গল, বুধ সদ্বুদ্ধি, বৃহস্পতি গুরুত্ব, শুক্র পুত্র, শনি শুভ, রাহু বাহুবল এবং কেতু কুলের উন্নতি প্রদান করুন। সমস্ত গ্রহগণ অনুকূল হইয়া নিত্য আপনার প্রীতিপ্রদ হউন।" এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিয়া পঞ্চাঙ্গ বর্ণন করিলেন। অনন্তর নরপতি জ্যোতিষীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দৈবজ্ঞ! এই সম্বৎসরের রাজাদি কীর্ত্তন করুন। তিনি বলিলেন, রবি রাজা, মঙ্গল মন্ত্রী ও মেঘাধিপতি। আর শনৈশ্চর রোহিণী-শকট ভেদ করিয়া, গমন করিবেন, অতএব এ বৎসর সর্ব্বতোভাবেই অনাবৃষ্টি হইবে ॥ ১-৪ ॥

উক্তঞ্চ বরাহ-মিহিরসংহিতায়াম্

যদা হ্যর্কসুতো ভঙ্‌ক্তে রোহিণীশকটং খলু
ভিত্ত্বা ন বর্ষতি তদা মেঘো দ্বাদশবৎসরান্ ॥ ॥ ৫ ॥

তথাচ —

রোহিণীশকটমর্কনন্দনশ্চেদ্ভিনত্তি রুধিরৌঘভাঙ্ মহী।
কিং ব্রবীমি ন হি বারি সাগরে সর্ব্বলোক উপযাতি সংক্ষয়ম্ ॥ ॥ ৬ ॥

মতান্তরে চ—

যদা ভিনত্তি মন্দোঽয়ং রোহিণ্যাঃ শকটং তদা।
বর্ষাণি দ্বাদশানীহ বারিবাহো ন বর্ষতি ॥ ॥ ৭ ॥

এতদ্দৈবজ্ঞবচনং শ্রুত্বা রাজা অব্রবীৎ, তস্যাবর্ষণস্য কোঽপ্যুপায়োঽস্তি ? দৈবজ্ঞেনোক্তম্, কুতো নাস্তি ? কিমপি গ্রহহোমাদিকং ক্রিয়তে চেৎ বৃষ্টির্ভবিষ্যতি। ততো বিক্রমো রাজা শ্রোত্রিয়ান্ ব্রাহ্মণান্ আহূয় তেষাং পুরতঃ পূর্ব্ববৃত্তান্তমুক্ত্বা তৈর্হোমং কারয়িতুমারব্ধবান্। ততঃ সর্ব্বাঽপি হোমসামগ্রী সম্পাদিতা। রাজ্ঞা দ্রব্যান্নবস্ত্রাদিনা ব্রাহ্মণাঃ সন্তোষিতাঃ, দশ দানানি দত্তানি। তদনন্তরং ভূরিদানেন দীনান্ধবধিরপঙ্গ্বনাথাদয়ঃ সন্তোষিতাঃ। পরং বৃষ্টির্ন ভবতি, তদভাবেন সর্ব্বে লোকাঃ বুভুক্ষিতাঃ পরং ক্লেশমগমন্। ॥ ৮ ॥

অন্বয় ঃ—যদা হি অর্কসুতঃ [শনিঃ] রোহিণীশকটং [রোহিণী-যোগং] ভঙ্‌ক্তে [ত্যজতি] তদা মেঘঃ ভিত্ত্বা [তদ্‌ভঙ্গাৎ-পরম্] দ্বাদশবৎসরান্ ন বর্ষতি খলু [জলমিতি শেষঃ] ॥ ৫ ॥

অর্কনন্দনঃ [শনিঃ] রোহিণীশকটং ভিনত্তি চেৎ [যদি] তর্হি মহী [পৃথিবী] রুধিরৌঘভাক্ [রুধির-প্রবাহবাহিনী] ভবতি। কিম্ অধিকং ব্রবীমি ? সাগরেঽপি বারি ন, সর্ব্বলোকঃ [সমস্তভুবনম্] সংক্ষয়ম্ উপযাতি ॥ ৬ ॥

অয়ং মন্দঃ [শনিঃ] যদা রোহিণ্যাঃ শকটং ভিনত্তি, তদা বারিবাহঃ [মেঘঃ] দ্বাদশানি বর্ষাণি [ব্যাপ্য] ইহ [লোকে] ন বর্ষতি ॥ ৭ ॥

বঙ্গার্থ ঃ—বরাহমিহির-সংহিতায় উক্ত আছে যে, যখন সূর্য্যপুত্র রোহিণীশকট ভঙ্গ করেন, তখন মেঘ দ্বাদশ বৎসরকাল ব্যাপিয়া বর্ষণ করে না। আরও উক্ত আছে যে, যদি শনৈশ্চর রোহিণীশকট ভঙ্গ করেন, তবে পৃথিবীতে রক্তবৃষ্টি হয়, আর অধিক কি বলিব, সাগরেও জল থাকে না এবং তাহার ফলে সমস্ত লোক ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। মতান্তরে কথিত আছে, যখন শনি রোহিণীশকট ভগ্ন করেন, তখন দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত অনাবৃষ্টি হয়। দৈবজ্ঞের এই বাক্য শুনিয়া রাজা বলিলেন যে, অনাবৃষ্টির প্রতীকারের কোন উপায় আছে কি ? দৈবজ্ঞ বলিলেন, থাকিবে না কেন ? যদি কোন গ্রহহোম করেন, তবে বৃষ্টি হইবে। তদনন্তর বিক্রমাদিত্য দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের সমক্ষে উক্ত বৃত্তান্তসকল বর্ণন করিয়া তাঁহাদের দ্বারা গ্রহ-হোম আরম্ভ করিলেন। অনন্তর সমগ্র হোমসামগ্রী সমাহৃত হইল। রাজা বিবিধ দ্রব্য, অন্ন ও বস্ত্রাদি দ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে সন্তোষিত করিলেন এবং দশবিধ দ্রব্য দান করিলেন। তৎপরে বহুতর দান করিয়া দীন, অন্ধ, বধির, পঙ্গু ও অনাথ প্রভৃতিকে সন্তোষিত করিলেন। কিন্তু তথাপি বৃষ্টি হইল না। বৃষ্টির অভাবে খাদ্য না পাইয়া সমস্ত লোক ক্ষুধিত হইয়া অত্যন্ত ক্লেশ পাইতে লাগিল। ॥ ৫-৮ ॥

রাজাঽপি তেষাং দুঃখেন স্বয়ং দুঃখিতঃ সন একদা যজ্ঞশালায়াং সমুপবিষ্টো যাবচ্চিন্তয়তি, তাবদশরীরিণী বাগাসীৎ—ভো রাজন্। পুরস্থিতদেবালয়নিবাসিনী দেবী তে আশাং পূর যিষ্যতি। দেবতায়াঃ পুরতো দ্বাত্রিংশল্লক্ষণযুক্তস্য পুরুষস্য শিরঃ ছিত্ত্বা বলিঃ দীয়তে চেৎ বৃষ্টির্ভবিষ্যতি। তৎ শ্রুত্বা রাজা দেবালয়ং গত্বা দেবীং নত্বা যাবৎ খড়্গং শিরসি দধাতি, তাবদ্দেবতয়া ধৃতো ভণিতশ্চ, ভো রাজন্। তব ধৈর্য্যেণ প্রসন্নাঽস্মি বরং বৃণীষ্ব। রাজা বদতি, ভো দেবি। যদি মম প্রসন্নাঽসি, তর্হি অনাবৃষ্টিং নিবারয়। দেবতয়োক্তম্, তথা করিষ্যামি। ততো রাজা নিজসভামাগতঃ। ॥ ৯ ॥

ইমাং কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা ভণতি, ভো রাজন। যদি ত্বয়ি এবং ধৈর্য্যং পরো-পকারবাসনা চ বিদ্যতে, তর্হি অস্মিন সিংহাসনে সমুপবিশ। ॥ ১০ ॥

ইতি পঞ্চবিংশোপাখ্যানম।

ষড়্বিংশোপাখ্যানম্

কাম-ধেনু-বার্ত্তা।

পুনরপি রাজা সিংহাসনে যাবৎ সমুপবিশতি, তাবদন্যয়া পুত্তলিকয়োক্তম্, ভো রাজন। অস্মিন সিংহাসনে স এব উপবেষ্টুং যোগ্যঃ, যস্য বিক্রমস্যৌদার্য্যাদয়ো গুণা ভবন্তি। ॥ ১ ॥

ভোজেনোক্তম্, ভোঃ পুত্তলিকে। কথয় তস্য বিক্রমস্যৌদার্য্যবৃত্তান্তম্। সা অব্রবীৎ, ভো রাজন। শ্রূয়তাম্, ঔদার্য্যদয়াবিবেকধৈর্য্যাদিগুণৈঃ অন্যো বিক্রমসদৃশো রাজা নাস্তি ॥ ২ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজাও স্বয়ং তাহাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া এক দিন যজ্ঞশালায় উপবেশন পূর্ব্বক প্রতীকারের উপায় চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় আকাশবাণী হইল যে, যদি দ্বাত্রিংশৎ-লক্ষণযুক্ত কোন পুরুষের শিরশ্ছেদন পূর্ব্বক বলি প্রদান কর, তবে তোমার পুরস্থিত দেবালয়বাসিনী দেবী জল-বর্ষণ করিয়া তোমার আশাপূরণ করিবেন। তাহা শুনিয়া রাজা দেবালয়ে গমন পূর্ব্বক দেবীকে প্রণাম করিয়া যেমন মস্তকে খড়্গাঘাত করিবেন, অমনি দেবতা তাঁহার হস্ত ধরিয়া বলিলেন, রাজন্! তোমার ধৈর্য্যগুণ দেখিয়া আমি প্রসন্ন হইয়াছি, বর প্রার্থনা কর। রাজা বলিলেন, দেবি! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে অনাবৃষ্টি নিবারণ করুন। দেবতা বলিলেন, তাহাই হইবে। পরে রাজা আপনার সভায় আগমন করিলেন ॥ ৯ ॥

এই কথা কহিয়া পুত্তলিকা বলিল, হে রাজন্! যদি আপনাতে এইরূপ ধৈর্য্য ও পরোপকার-বাসনা বিদ্যমান থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন ॥ ১০ ॥

পঞ্চবিংশোপাখ্যান সমাপ্ত।

বঙ্গার্থ।—পুনর্ব্বার রাজা যেমন সেই সিংহাসনে উপবেশন করিবেন, অমনই অন্য এক পুত্তলিকা বলিল, রাজন্! যাঁহার বিক্রমাদিত্যের ন্যায় ঔদার্য্যাদিগুণ আছে, তিনিই এই সিংহাসনে বসিবার যথার্থ অধিকারী। ভোজরাজ বলিলেন, পুত্তলিকে! সেই বিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্য-বৃত্তান্ত বর্ণন কর। পুত্তলিকা বলিল, রাজন্! শ্রবণ করুন্। ঔদার্য্য, দয়া, বিবেক ও ধৈর্য্যাদিগুণে বিক্রমের তুল্য রাজা আর নাই ॥ ১-২ ॥

অন্যচ্চ, যদুক্তং তদন্যথা ন করোতি, যচ্চিত্তে স্থিতং তৎ তথৈব বদতি, যদ্বচনে স্থিতং তৎ তদেব করোতি, অতঃ সজ্জনোঽয়ম্। ॥ ৩ ॥

উক্তঞ্চ —

যথা চিত্তং তথা বাক্যং যথা বাক্যং তথা ক্রিয়া।
চিত্তে বাচি ক্রিয়ায়াঞ্চ সাধূনামেকরূপতা ॥ ॥ ৪ ॥

একদা সুরনগর্য্যাম্ ইন্দ্রঃ সিংহাসনে উপবিষ্টোঽভূৎ, তস্য সভায়ামষ্টাশীতিসহস্রাণি ঋষীণামাসন্। ত্রয়স্ত্রিংশৎকোট্যঃ দেবতা উপবিষ্টা আসন্। অষ্টৌ লোকপালাঃ একোনপঞ্চাশন্মরুদ্গণাঃ দ্বাদশাদিত্যাশ্চ নারদঃ তুম্বুরুশ্চ উর্ব্বশীমেনকারম্ভাতিলোত্তমামিশ্র-কেশীঘৃতাচীমঞ্জুঘোষাপ্রিয়দর্শনাপ্রভৃতিদিব্যস্ত্রিয় উপবিষ্টা বভূবুঃ। সর্ব্বোঽপি গন্ধর্ব্বাণাং গণঃ উপবিষ্টোঽভূৎ। তস্মিন্নবসরে নারদেন উক্তম্, ভূমণ্ডলে বিক্রমার্কসদৃশঃ কীর্ত্তিমান্ পরোপকারী মহাসত্ত্বসম্পন্নো রাজা নাস্তি। তদ্বচনমাকর্ণ্য সর্ব্বে দেবসভাস্থিতাঃ পরং বিস্ময়ং জগ্মুঃ। কামধেনুরপি ভণতি, কোঽত্র সন্দেহঃ বিস্ময়োঽপি ন কার্য্যঃ। ॥ ৫ ॥

উক্তঞ্চ —

দানে তপসি শৌর্য্যে চ বিজ্ঞানে বিনয়ে নয়ে।
বিস্ময়ো ন চ কর্ত্তব্যো বহুরত্না বসুন্ধরা ॥ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—যথা চিত্তং তথা বাক্যং [মনসি যদুদেতি বাচা তদেব প্রকাশয়তি ইতি ভাবঃ] এবং যথা বাক্যং তথা ক্রিয়া [কার্য্যম্] চিত্তে বাচি ক্রিয়ায়াং সাধূনাম্ একরূপতা [নান্যথাভাবঃ] ॥ ৪ ॥

দানে তপসি শৌর্য্যে বিজ্ঞানে বিনয়ে নয়ে চ বিস্ময়ঃ [কথম্ ঈদৃগ দানম্ ইত্যাদ্যতিশয়বুদ্ধ্যা আশঙ্কা ইতি ভাবঃ] ন চ কর্ত্তব্যঃ। যতঃ বসুন্ধরা বহুরত্না (বহুরত্নবতী) (সর্ব্বং তস্যাং সম্ভবি) ॥ ৬ ॥

বঙ্গার্থ ঃ— শুধু ইহাই নহে, তিনি যাহা বলিতেন, তাহার অন্যথা করিতেন না, যাহা তাঁহার মনে হইত, তাহাই তিনি বলিতেন এবং কথায় যাহা থাকিত, কাজেও তাহাই হইত ; অতএব তিনি সজ্জন। শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, মন যেরূপ, বাক্যও সেইরূপ এবং বাক্য যেরূপ, ক্রিয়াও সেইরূপ। সাধুদিগের চিত্ত, বাক্য ও ক্রিয়াতে একভাবই লক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলিতেছি— এক দিন স্বর্গধামে দেবরাজ সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার সভায় অষ্টাশী হাজার ঋষি, তেত্রিশ কোটি দেবতা, অষ্টলোকপাল, উনপঞ্চাশ মরুদ্গণ, দ্বাদশ আদিত্য এবং নারদ ও তুম্বুরু, উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, তিলোত্তমা, মিশ্রকেশী, ঘৃতাচী, মঞ্জুঘোষা, প্রিয়দর্শনা প্রভৃতি দিব্যাঙ্গনাগণ উপস্থিত ছিলেন, তথায় সমস্ত গন্ধর্ব্বগণও উপস্থিত আছেন। সেই সময় মহর্ষি নারদ বলিলেন, ভূমণ্ডলে বিক্রমাদিত্যের তুল্য কীর্ত্তিমান্, পরোপকারী এবং মহান্তঃকরণসম্পন্ন রাজা আর নাই। সেই কথা শুনিয়া সভাস্থিত সমস্ত দেবগণ অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। কামধেনুও বলিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই এবং ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। উক্ত আছে যে, দান, তপস্যা, শৌর্য্য, বিজ্ঞান, বিনয় ও নীতিবিষয়ে বিস্ময় করা কর্ত্তব্য নহে ; যেহেতু, এই বসুন্ধরায় বহুতর রত্ন বিরাজিত ॥ ৩-৬ ॥

তথাচ—

বাজিবারণ-লৌহানাং কাষ্ঠপাষাণবাসসাম্
নারীপুরুষতোয়ানাম্ অন্তরং মহদন্তরম্ ॥ ॥ ৭ ॥

তদনন্তরম্ ইন্দ্রেণ সুরভিঃ ভণিতা, ত্বং মর্ত্ত্যলোকং গত্বা বিক্রমস্য দয়াপরোপকারাদীন্ গুণান্নিশ্চিত্য মম নিবেদয় ইতি। ততঃ সুরভিরত্যন্তদুর্ব্বলং গোরূপং ধৃত্বা মর্ত্ত্যলোকং গতা। যাবৎ বিক্রমার্কো মার্গে সমায়াতি, তাবৎ স্বয়ম্ অত্যন্তদুস্তরে পঙ্কে নিমগ্না আসীৎ। রাজানং দৃষ্ট্বা চ কাতরং শব্দং চকার। রাজাঽপি তৎসমীপমাগত্য যদা পশ্যতি, তদা অতিসংকীর্ণে দুস্তরে পঙ্কে নিমগ্না আসীৎ, তৎসমীপে ব্যাঘ্রঃ কশ্চিৎ সমুপবিষ্টোঽস্তি। রাজনি তাং গাম্ উত্থাপয়িতুং প্রযত্নং ক্রিয়মাণে সূর্য্যোঽপ্যস্তং গতঃ। অথ রাত্রিরাগতা। সোঽপি অনাথাং তাং গাম রক্ষন তত্রৈব স্থিতঃ। ততঃ সূর্য্যোদয়ো জাতঃ। গৌরপি রাজ্ঞো দয়াধৈর্য্যাদিগুণান্নিরীক্ষ্য স্বয়মেবোত্থিতা রাজানমবদৎ, ভো রাজন্! অহং সুরভিধেনুঃ, তব দয়াদিগুণানবলোকয়িতুং স্বর্গাৎ সমাগতা, তত্র প্রত্যয়ো দৃষ্টঃ, ত্বৎসদৃশো রাজা দয়াপরো ভূতলে নাস্তি, অহং প্রসন্নাস্মি, বরং বৃণীষ। রাজ্ঞা ভণিতম, ত্বৎপ্রসাদাৎ ময়ি ন্যূনতা নাস্তি। কিং ময়া প্রার্থ্যতে? তয়োক্তম্, মম বাক্যং কথমপি নিষ্ফলং ন ভবতি, তর্হি অহং তব সমীপে এব তিষ্ঠামি ইতি রাজ্ঞা সহ নির্গতা। ততো রাজা যাবৎ তয়া সহ মার্গে গচ্ছতি, তাবৎ ব্রাহ্মণঃ কশ্চিদাগত্য— ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—বাজিবারণলৌহানাম্ কাষ্ঠপাষাণবাসসাম্ নারীপুরুষতোয়ানাম্ অন্তরম্ [ভেদঃ] মহদন্তরম্। [বহুবিধম্] ॥ ৭ ॥

বঙ্গার্থ।—আরও অশ্ব, হস্তী, লৌহ, কাষ্ঠ, পাষাণ ও বস্ত্রের এবং নারী, পুরুষ ও জলের প্রভেদ অনেক প্রকার। তদনন্তর সুররাজ সুরভিকে বলিলেন, তুমি মর্ত্ত্যলোকে যাইয়া বিক্রমের দয়া ও পরোপকারাদিগুণ পরীক্ষা করিয়া আমাকে জানাইবে। তখন সুরভি অত্যন্ত দুর্ব্বল গোরূপ ধারণ পূর্ব্বক মর্ত্ত্যলোকে গমন করিলেন। যখন বিক্রমাদিত্য পথিমধ্যে আসিতেছিলেন, তখন তাঁহার প্রত্যক্ষস্থানে সুরভি স্বয়ং অত্যন্ত দুস্তর পঙ্কমধ্যে নিমগ্ন হইয়া রহিলেন। রাজাকে দেখিয়া তিনি কাতর শব্দ করিতে লাগিলেন, রাজাও ধেনুর নিকট আসিয়া দেখিলেন যে, গাভীটি অত্যন্ত দুস্তর পঙ্কমধ্যে নিমগ্ন হইয়া আছে, তাহার সমীপে একটা ব্যাঘ্রও বসিয়া আছে। রাজা সেই গাভীটিকে উঠাইবার নিমিত্ত প্রযত্ন করিতে সূর্য্য অস্তমিত হইলেন, রাত্রি সমাগত। রাজাও সেই অনাথা গাভীটকে পাহারা দিয়া সেই স্থানেই বসিয়া রহিলেন। তৎপরে সূর্য্যোদয় হইলে, গাভীও রাজার দয়া ও ধৈর্য্যাদিগুণ দেখিয়া আপনিই পঙ্ক হইতে উঠিয়া রাজাকে বলিলেন, রাজন্! আমি স্বর্গধেনু সুরভি, তোমার দয়াদি গুণসমূহ পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত স্বর্গ হইতে আসিয়াছি। এক্ষণে আমার বিশ্বাস হইল যে, সত্যই তোমার তুল্য দয়াশীল রাজা পৃথিবীতে নাই। আমি প্রসন্ন হইয়াছি, বর প্রার্থনা কর। রাজা বলিলেন, আপনার প্রসাদে আমার কোন বিষয়ে অভাব নাই। আমি কি প্রার্থনা করিব? রাজার এই কথা শুনিয়া দেবধেনু সুরভি বলিলেন, আমার বাক্য কোনরূপে নিষ্ফল হয় না, অতএব আমি তোমার সহিতই থাকিব। এই বলিয়া রাজার সহিত গমন করিলেন। তৎপরে রাজা যখন তাঁহার সহিত পথে যাইতেছিলেন, সেই সময় কোন ব্রাহ্মণ আসিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন ॥ ৭৮ ॥

সানন্দং নন্দিহস্তাহত-মুরজ-রবাহূতকৌমারবর্হি-ত্রাসান্নাসাগ্ররন্ধ্রং বিশতি ফণিপতৌ ভোগসঙ্কোচভাজি।
গণ্ডোড্ডীনালিমালামুখরিত-ককুভস্তাণ্ডবে শূলপাণের্বৈনায়ক্যশ্চিরং বো বদনবিধুতয়ঃ পান্তু চীৎকারবত্যঃ ॥ ৯ ॥

ইত্যাশিষং প্রযুজ্যাব্রবীৎ, ভো রাজন্! অহং বিধাত্রা দরিদ্রঃ কৃতঃ, অতোঽহং সর্ব্বান্ জনান্ পশ্যামি, মাং কেচন ন পশ্যন্তি। ॥ ১০

দারিদ্র্যায় নমস্তুভ্যং সিদ্ধোঽহং ত্বৎপ্রসাদতঃ। জগৎ পশ্যামি যেনাঽহং ন মাং পশ্যন্তি কেচন ॥ ১১ ॥

যস্তু দারিদ্র্যমুদ্রিতস্তস্য গৃহে সর্ব্বদা সূতকমেব ভবতি। ॥ ১২ ॥

স্বগ্রাসং পথিকায় দেহি সুভগে! নো নো গিরো নিষ্ফলাঃ কস্মাদ্ ব্রূহি সখে! নু সূতকমিদং কালাবধির্নাস্তি কিম্।
যাবজ্জীবমিদং ন যাতি বিষমং পুত্রোদ্ভবং সূতকং কো জাতো ময়ি সর্ব্ববিত্তরহিতে দারিদ্র্যনামা সুতঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয় ঃ—শূলপাণেঃ [শিবস্য] তাণ্ডবে [প্রলয়নর্ত্তনে] উদ্ধতনৃত্যে] ফণিপতৌ [শিবাশ্রিতে সর্পে] সানন্দং নন্দিহস্তাহতমুরজরবাহূতকৌমারবর্হিত্রাসাৎ (আনন্দেন নন্দিনা হস্তাভ্যাং বাদিতস্য মুরজস্য রবেণ মেঘগর্জ্জনসদৃশেন আহূতঃ মেঘভ্রান্ত্যা উপস্থিতঃ যঃ কার্ত্তিকেয়বাহনভূতঃ ময়ূরঃ তস্মাৎ ধর্ষণভীত্যা) ভোগসঙ্কোচভাজি [স্বশরীরস্য সঙ্কোচং বিনা অন্যে শুণ্ডান্তঃপ্রবেশাসম্ভবাৎ ইতি ভাবঃ] সতি নাসাগ্ররন্ধ্রং (শুণ্ডাগ্রস্থিতবিবরং) বিশতি সতি, গণ্ডোড্ডীনালিমালা-মুখরিতককুভঃ [মদলোভেন গণপতেঃ মদস্রাবিণি করিবদনে লগ্নাঃ পুনঃ তেভ্যঃ চালনেন উড্ডীনাঃ ভ্রমরপঙ্‌ক্তয়ঃ তাভিঃ মুখরিতা দিঙ্মণ্ডলাঃ যাভিঃ বদন-বিধুতিভিঃ এবম্বিধাঃ, চীৎকারবত্যঃ [নাসামধ্যে সর্প-প্রবেশেন কষ্টানুভবাৎ কৃতচীৎকারসহকৃতাঃ] বৈনায়ক্যঃ (গণেশসম্বন্ধিন্যঃ) বদনবিধুতয়ঃ (সর্পাপসারণার্থং ভ্রমরদংশন-নিবারণার্থঞ্চ বদনকম্পনানি, বঃ (যুষ্মান্) পান্তু ॥ ৯ ॥

দারিদ্র্যায় তুভ্যং নমঃ—যতঃ হে দারিদ্র্য, ত্বৎপ্রসাদাৎ অহং সিদ্ধঃ জাতঃ। (সিদ্ধধর্ম্মং নির্দ্দিশতি)—যেন অহং জগৎ পশ্যামি, কেচন [কেঽপি] মাং ন পশ্যন্তি ॥ ১০ ॥

হে সুভগে! [সুন্দরি] স্বগ্রাসং [স্বখাদ্যং] পথিকায় দেহি, নো নো গিরঃ [নাস্তি নাস্তি শব্দাঃ] নিষ্ফলাঃ [বৃথা] সখে! কস্মাৎ খাদ্যং পথিকায় দেয়ম্? ব্রূহি তদুত্তরম্ নু ভোঃ! ইদং সূতকম্ [অশৌচম্] প্রশ্নঃ—কিম্ অস্য সূতকস্য কালাবধিঃ নির্দ্দিষ্টকালঃ নাস্তি? তদুত্তরম্। ইদং যাবজ্জীবং, ন যাতি, যতঃ বিষমং পুত্রোদ্ভবং সূতকম্, প্রশ্নঃ—ময়ি কঃ জাতঃ? তদুত্তরম্,সর্ব্ববিত্তরহিতে ময়ি দারিদ্র্য-নামা সুতঃ জাত (ইতি পত্ন্যৈ ভর্ত্রা উত্তরং দত্তম্) ॥ ৬ ॥

বঙ্গার্থ ঃ- মহাদেবের উদ্ধত নৃত্যকালে নন্দীর আনন্দে বাদিত মুরজের শব্দ শুনিয়া মেঘভ্রমে কার্ত্তিকের ময়ূর উপস্থিত হইলে পর তাহাকে দেখিয়া মহাদেবের কটিদেশবন্ধন সর্প ভয়ে গণেশের করিমুখের শুণ্ডের গর্ত্তে প্রবেশ করিবার সঙ্কুচিত করিয়া প্রবিষ্ট হইল এবং মদক্ষরণ-হেতু গণেশের হস্তিগণ্ডে ভ্রমরকুল উড্ডীন হইয়া গুঞ্জনরবে চতুর্দ্দিক্ মুখরিত করিতেছিল, এই অবস্থায় ভ্রমর-দংশনে ও নাসিকামধ্যে সর্পপ্রবেশের অস্বস্তিতে গণেশের চীৎকারসহকৃত বদনচালনা আপনাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ৯ ॥

অতঃপর বলিলেন, নরপতে! বিধাতা আমাকে দরিদ্র করিয়াছেন, এই জন্য আমি সকল ব্যক্তিকেই দেখিতে পাই; কিন্তু আমাকে কেহই দেখিতে পায় না। হে দারিদ্র্য! তোমাকে প্রণাম, আমি তোমার প্রসাদে সিদ্ধপুরুষ হইয়াছি; যেহেতু, আমি অখিল জগৎ দেখিতে পাই, আমাকে কেহই দেখিতে পায় না। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা দারিদ্র্য দ্বারা অপ্রকাশ, তাহার গৃহে সর্ব্বদাই জননাশৌচ বর্ত্তমান ॥ ১০-১২ ॥

কথিত আছে, কোন দরিদ্র নিজ স্ত্রীকে প্রকারান্তরে দারিদ্র্যকষ্ট বুঝাইতেছেন—দরিদ্র বলিল, সুন্দরি! তোমার নিজ অন্নগ্রাসটি পথিককে দাও, 'নাই' 'নাই' শব্দ বলা বৃথা, "কেন সখে! বল!" দরিদ্র বলিল, "জান না, আমার সূতকাশৌচ হইয়াছে,"—"কত দিন? ইহার কি সীমা নাই" "না! এ অশৌচ যাবজ্জীবন স্থায়ী, এ অতি বিষম পুত্রজন্মাশৌচ, কখনও ঘুচিবে না।" "সে কি? আমাতে কে জন্মগ্রহণ করিল" "জান না! এ দরিদ্রে আর কে জন্মগ্রহণ করিবে! দারিদ্র্য নামক পুত্রই জন্মগ্রহণ করিয়াছে" স্বামি-স্ত্রীর এই উক্তি প্রত্যুক্তি দ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে, দরিদ্রের সূতকাশৌচ চিরস্থায়ী ॥ ১৩ ॥

রাজ্ঞোক্তম্, ভো ব্রাহ্মণ। কিং যাচসে? ব্রাহ্মণেন ভণিতম, ভো রাজন। ভবান আশ্রিতকল্পবৃক্ষঃ যাবজ্জীবং মম দারিদ্র্যবিচ্ছিন্নিযথা ভবতি তথা বিধেয়ম। রাজ্ঞোক্তম্, তহি ইয়ং কামধেনুস্তবেপ্সিতং দাস্যতি, ইমাং গৃহাণ ইতি তস্মৈ কামধেনুং প্রাদাৎ। ব্রাহ্মণঃ স্বর্গপথং গত ইব কামধেনুং গৃহীত্বা নিজস্থানং জগাম। রাজাঽপি নিজ-নগরমগাৎ। ॥ ১৪ ॥

ইমাং কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা ভোজরাজং জগাদ ভো রাজন। যদি এবমৌদার্য্যং যদি বিদ্যতে তর্হি অস্মিন সিংহাসনে সমুপবিশ। রাজা তূষ্ণীম অভূৎ। ॥ ১৫ ॥

ইতি ষড্‌বিংশোপাখ্যানম।

বঙ্গানুবাদ।—রাজা বলিলেন, হে ব্রাহ্মণ! কি যাচ্ঞা করিতেছেন? ব্রাহ্মণ কহিলেন, রাজন্! আপনি আশ্রিত জনের কল্পবৃক্ষস্বরূপ, যাহাতে আমার যাবজ্জীবনের দরিদ্রতা বিনষ্ট হয়, আপনি সেইরূপ বিধান করুন্। রাজা বলিলেন, এই কামধেনু আপনার বাঞ্ছিত প্রদান করিবেন, আপনি ইহাকে গ্রহণ করুন। এই বলিয়া তাঁহাকে সেই কামধেনু প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণ, "স্বর্গসুখ পাইলাম", এই বলিয়া কামধেনু লইয়া নিজ-স্থানে গমন করিলেন। রাজাও নিজনগরীতে গমন করিলেন ॥ ১৪ ॥

এই কথা কহিয়া পুত্তলিকা ভোজরাজকে বলিল, "হে রাজন্! যদি আপনাতে এইরূপ ঔদার্য্য বিদ্যমান থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন্। রাজা মৌনা-বলম্বন করিয়া রহিলেন ॥ ১৫ ॥

ষড়্‌বিংশোপাখ্যান সমাপ্ত

সপ্তবিংশোপাখ্যানম্।

দ্যূত-কার বার্ত্তা।

পুনরপি রাজা সিংহাসনে উপবেষ্টুং যাবৎ [illegible], তাবদন্যা পুত্তলিকা ভণতি, ভো রাজন্! যস্য বিক্রমস্যেব ঔদার্য্যাদয়ো গুণা ভবন্তি, সোঽস্মিন্ সিংহাসনে উপবেষ্টুং ক্ষমঃ। ভোঃ পুত্তলিকে! কথয় তস্য বিক্রমস্যৌদার্য্যাদিগুণবৃত্তান্তম্। সা অব্রবীৎ, শ্রূয়তাং রাজন্! বিক্রমো রাজা পৃথিব্যাং পর্য্যটন্ নগরমেকমগাৎ। তত্রাস্তো রাজা অতীব ধার্ম্মিকঃ শ্রুতিস্মৃতিবিহিতানুষ্ঠানপরঃ তত্র স্থিতান্ ব্রাহ্মণাদিচতুর্বর্ণান্ সম্যক্ প্রতিপালয়তি স্ম। সর্ব্বো লোকঃ সদাচাররতঃ অতিথিপ্রিয়ো দয়াপরশ্চ। রাজা বিক্রমোঽপি দিনত্রয়ং দিনপঞ্চকং বা তত্র স্থাস্যামি ইতি কৃতনিশ্চয়ঃ কিঞ্চন অতিমনোহরং দেবালয়ং গত্বা দেবং নমস্কৃত্য রঙ্গমণ্ডপে উপবিষ্টঃ। অত্রান্তরে কশ্চিদ্রাজকুমার ইব অতিমনোহররূপো দুকূলবস্ত্রধারী নানাভরণালঙ্কৃতশরীরঃ কুঙ্কুমকর্পূরকস্তুরীমৃগমদাদিমিশ্রিতৈঃ চন্দনৈর্বিলিপ্ততনুঃ যৈঃ সহ তত্রাগতস্তৈঃ সহ নানাবিধকামকথাপ্রস্তাববিনোদাদিকং বিধায় পুনস্তৈঃ সহ নির্গতঃ। রাজাঽপি তং দৃষ্ট্বা কোঽয়মিতি বিভাবয়ন্ স্থিতঃ। ততো দ্বিতীয়দিনে স এব একাকী বস্ত্রাদিরহিতঃ কৌপীনমাত্রশেষঃ সন্ সমাগতঃ দেবালয়স্য রঙ্গমণ্ডপে পপাত। রাজা তং দৃষ্ট্বা ভণতি, ভো দেবদত্ত! পূর্ব্বেদ্যুঃ অলঙ্কৃতশরীরো রাজকুমার ইব বয়স্যৈঃ সংসেব্যমানোঽত্র সমাগতঃ, অদ্য কিমীদৃশীং কষ্টাং দশাং প্রাপ্তোঽসি? ॥ ১ ॥

বঙ্গার্থ।—পুনর্ব্বার রাজা যখন সিংহাসনে বসিতে যাইবেন, অমনি অন্য পুত্তলিকা বলিল, হে রাজন্! যাঁহার বিক্রমতুল্য ঔদার্য্যাদি গুণ আছে, তিনিই এই সিংহাসনে বসিবার যোগ্যপাত্র। ভোজরাজ বলিলেন, পুত্তলিকে! সেই বিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্য-বৃত্তান্ত বর্ণন কর। পুত্তলিকা বলিল, রাজন্! শ্রবণ করুন! রাজা বিক্রমাদিত্য পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে এক নগরীতে উপস্থিত হইলেন। সেখানে অতিশয় ধার্ম্মিক এক জন রাজা আছেন, তিনি বেদ ও স্মৃতিবিহিত অনুষ্ঠানপরায়ণ হইয়া তত্রত্য ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ সম্যক্ প্রতিপালন করিতেছিলেন। তথাকার সমস্ত লোক সদাচারে নিরত, অতিথিপ্রিয় ও দয়ালু। রাজা বিক্রমও সেখানে তিন দিন বা পাঁচ দিন থাকিবেন, এইরূপ স্থির করিয়া অতি মনোহর কোন দেবালয়ে গমন পূর্ব্বক দেবতাকে প্রণাম করিয়া রঙ্গমণ্ডপে উপবিষ্ট হইলেন। এই সময়ে রাজপুত্রের ন্যায় অতিশয় মনোহর-বেশসম্পন্ন, পট্টবস্ত্রপরিধায়ী, বিবিধ অলঙ্কারে বিভূষিত-দেহ, কুঙ্কুম, কর্পূর, কস্তুরী, মৃগমদাদিমিশ্রিত চন্দন দ্বারা পরিলিপ্ত-কলেবর কোন একটি পুরুষ, কতকগুলি লোকের সহিত বিবিধ আলাপ ও বিনোদ-কৌতুক করিয়া পুনর্ব্বার উঁহাদের সহিত চলিয়া গেল। রাজাও তাহাকে দেখিয়া, "এ কে?" মনে মনে এইরূপ বিচার করিতে লাগিলেন। তদনন্তর দ্বিতীয় দিনে সেই ব্যক্তি একাকী, বস্ত্রাদি ত্যাগ করিয়া কৌপীনমাত্র পরিধান পূর্ব্বক সেখানে আসিয়া দেবালয়ের রঙ্গমণ্ডপে বসিয়া পড়িল। তাহাকে দেখিয়া রাজা বলিলেন, হে সৌম্য! পূর্ব্বদিন তুমি রাজকুমারের ন্যায় অলঙ্কৃত-দেহ হইয়া বয়স্যগণের সহিত এখানে আসিয়াছিলে, আজ কেন এরূপ দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হইয়াছ? ॥ ১ ॥

তেনোক্তম্, স্বামিন্! কিমেবমুচ্যতে, অহং পূর্ব্বমিহ্যাস্তদা তথৈব স্থিতঃ, ইদানীং দৈবযোগাৎ এবং তিষ্ঠামি। ।২।

তথাহি—

যে বর্দ্ধিতাঃ করিকপোলমদেন ভৃঙ্গাঃ
প্রোৎফুল্লপঙ্কজরজঃসুরভীকৃতাঙ্গাঃ।
তে সাম্প্রতং বিধিবশাৎ ক্ষপয়ন্তি কালং
নিম্বেষু চার্ককুসুমেষু চ চত্বরেষু ॥ ॥৩॥

তথাচ

রসসহকারতাল পরিমলকেলিপরায়ণোঽয়ং মধুপঃ।
অধুনা হতবিধিবশাদর্কবনে শরভসঙ্কুলে ভ্রমতি ॥ ॥৪॥

তথাচ—

যে বর্দ্ধিতাঃ কনকপঙ্কজরেণুমধ্যে
মন্দাকিনীবিমলনীরজরঙ্গভঙ্গে।
তে সাম্প্রতং বিধিবশাৎ কলহংসপোতাঃ
শৈবালজালজটিলং জলমাবিশন্তি ॥ ॥৫॥

অন্বয় ঃ—যে ভৃঙ্গাঃ করিকপোলমদেন (হস্তিনো গণ্ডস্থলজাতমদজলেন) বর্দ্ধিতাঃ (পুষ্টিং প্রাপ্তাঃ) প্রোৎফুল্লপঙ্কজরজঃ সুরভী-কৃতাঙ্গাঃ (প্রস্ফুটিতানাং পদ্মানাং পরাগৈঃ সুরভিত-দেহাঃ) তে এব সাম্প্রতম্ (অধুনা) বিধিবশাৎ (দুরদৃষ্ট-বশাৎ) নিম্বেষু চ অর্ককুসুমেষু চত্বরেষু (অঙ্গনেষু) চ কালং ক্ষপয়ন্তি (যাপয়ন্তি) ॥ ৩ ॥

রসসহকারতালীপরিমলকেলিপরায়ণঃ (রসালানাং আম্র-বিশেষাণাং তালফলানাঞ্চ পরিমলেষু ক্রীড়ারতঃ) মধুপঃ (ভ্রমরঃ) অধুনা হতবিধিবশাৎ শরভসঙ্কুলে (মৃগবিশেষ-ব্যাপ্তে) অর্কবনে ভ্রমতি ॥ ৪ ॥

যে কলহংসপোতাঃ (রাজহংসশিশবঃ) মন্দাকিনী-বিমলনীরজরঙ্গভঙ্গে (মন্দাকিন্যাঃ নির্ম্মলপদ্মানাং রঙ্গভঙ্গী-সমন্বিতে) কনকপঙ্করেণুমধ্যে (সুবর্ণপদ্মবালিপরাগমধ্যে) বর্দ্ধিতাঃ, তে সাম্প্রতং বিধিবশাৎ শৈবালজালজটিলং (জল-তৃণবিশেষ পুঞ্জব্যাপ্তং) জলম্ আবিশন্তি (প্রবিশন্তি) ॥ ৫ ॥

বঙ্গার্থ ঃ—সে বলিল, প্রভো! কেন এমন হইয়াছে, বলিতেছি। আমি পূর্ব্বদিনে তখন সেইরূপেই ছিলাম, এখন দৈবযোগে এইরূপ হইয়াছি ॥ ২ ॥

উক্ত আছে যে, যে ভ্রমরগণ প্রফুল্ল পঙ্কজ পরাগে সুরভিত-দেহ হইয়া করিগণের কপোলজাত মদবারিপানে বর্দ্ধিত হইয়াছিল, তাহারা এক্ষণে দৈববশে চত্বরপ্রদেশে জাত নিম্ব ও আকন্দপুষ্পে বসিয়া কোনক্রমে কাল যাপন করিতেছে ॥ ৩ ॥

আর, যে মধুপ রসাল-সহকার ও তালপুষ্পের পরিমলে কেলিপরায়ণ ছিল, সে এক্ষণে দুরদৃষ্টবশে মৃগব্যাপ্ত আকন্দ বনে ভ্রমণ করিতেছে ॥ ৪ ॥

আর যে কলহংসগণ পূর্ব্বে মন্দাকিনীর বিমল-সলিলের আন্দোলনরঙ্গে সুবর্ণ-পদ্মের পিঙ্গলবর্ণ রেণুমধ্যে বর্দ্ধিত হইয়াছে, সে এক্ষণে দৈববশে শৈবালসমূহে জটিল জলমধ্যে প্রবেশ করিতেছে ॥ ৫ ॥

অপিচ—

বাতান্দোলিতপঙ্কজচ্যুতরজঃপীঠাঙ্গরাগোজ্জ্বলো
যঃ শ্রুত্বোৎকলকূজিতং মধুলিহাং সঞ্জাতহর্ষোৎসবঃ।
কান্তাচঞ্চু-পুটাঞ্চলস্থিত-বিস-গ্রাস-গ্রহেঽপ্যক্ষমঃ
সোঽয়ং সম্প্রতি হংসকো বিধিবশাৎ কাষ্ঠং তৃণং যাচতে ॥ ৬ ॥
অন্যচ্চ, কর্ম্মণা নিয়মিতো জনঃ কিং কষ্টং ন প্রাপ্নোতি। ॥ ৭ ॥

তথা চোক্তম্—

ব্রহ্মা যেন কুলালবন্নিয়মিতো ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরে
বিষ্ণুর্যেন দশাবতারগহনে ক্ষিপ্তো মহাসঙ্কটে।
রুদ্রো যেন কপালপাণিপুটকো ভিক্ষাটনং কারিতঃ
সূর্য্যো ভ্রাম্যতি নিত্যমেব গগনে তস্মৈ নমঃ কর্ম্মণে ॥ ॥ ৮ ॥

রাজ্ঞা ভণিতম্, কো ভবান্? তেনোক্তম্, অহং দ্যূতকারঃ। রাজ্ঞোক্তম্, দ্যূতক্রীড়াং জানাসি কিম্? তেনোক্তম্, দ্যূতবিদ্যাবিষয়ে অহং বিচক্ষণঃ। অন্যচ্চ, শারীক্রীড়াং জানামি, বুদ্ধিবলং জানামি, পরং সর্ব্বমেব তদনর্থকং, দৈবমেব বলবদিতি। ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ হংসকঃ (রাজহংসঃ) বাতান্দোলিত-পঙ্কজচ্যুত-রজঃ-পীঠাঙ্গ-রাগোজ্জ্বলঃ (বায়ুনা চালিতং যৎ পদ্মং তস্মাৎ চ্যুতৈঃ রজোভিঃ জাতঃ যঃ পীঠাঙ্গরাগঃ পৃষ্ঠদেশানু-লেপনম্ তেন উজ্জ্বলঃ) তথা মধুলিহাং (ভ্রমরাণাং) উৎকল-কূজিতং (উচ্চৈর্মধুরগুঞ্জনং) শ্রুত্বা সঞ্জাত-হর্ষোৎসবঃ (জাতানন্দাতিশয়ঃ) কিমধিকম্ কান্তাচঞ্চু পুটাঞ্চলস্থিত-বিসগ্রাস-গ্রহে অপি অক্ষমঃ (পত্ন্যাঃ হংস্যাঃ চঞ্চুপুটাগ্রে স্থিতং যৎ মৃণালং তস্য গ্রাসস্য গ্রহণেঽপি অপ্রাপ্তাবসরঃ মত্তত্বাৎ ইতি ভাবঃ)। সঃ অয়ং (হংসকঃ) সম্প্রতি বিধিবশাৎ কাষ্ঠং (নীরসং) তৃণং যাচতে (উদরপূরণায় ইতি শেষঃ) ॥ ৬ ॥

যেন (কর্ম্মণা) ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরে (ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে) কুলালবৎ (কুম্ভকার ইব) নিয়মিতঃ (বদ্ধঃ স্রষ্টুম্ ইতি শেষঃ) যেন বিষ্ণুঃ দশাবতারগহনে (দশভিঃ অবতারৈঃ ঘনীভূতে) মহাসঙ্কটে (মহাবিপদি) ক্ষিপ্তঃ (পাতিতঃ), যেন রুদ্রঃ কপালপাণিপুটকঃ (পাণিতলে নরশিরোঽস্থি ধৃত্বা) ভিক্ষাটনং (ভিক্ষার্থং ভ্রমণং) কারিতঃ (প্রাপিতঃ) তথা। সূর্য্যঃ যেন (যৎপ্রেরণয়া) গগনে (শূন্যপথে) নিত্যম্ (অবিরামম্) এব ভ্রাম্যতি, তস্মৈ কর্ম্মণে নমঃ (কর্ম্ম সর্ব্বাতিশায়ি ইতি ভাবঃ) ॥ ৮ ॥

বঙ্গার্থ।—আর দেখুন, যে কলহংস পূর্ব্বে বায়ু দ্বারা আন্দোলিত পঙ্কজকুলের স্খলিত পরাগ দ্বারা পৃষ্ঠদেশে অঙ্গরাগবিশিষ্ট হইয়াছিল, অলিবৃন্দের কলগুঞ্জন শ্রবণপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্ত হইয়াছিল, স্বীয় কান্তার চঞ্চুপুট-প্রান্তস্থিত মৃণালগ্রাস লইতেও অবসর পায় নাই, সে আজ বিধিবশে খাদ্যের জন্য কাষ্ঠের নিকটে তৃণ প্রার্থনা করিতেছে। আর কর্ম্মফলে বাধ্য জীবগণ কোন্ কষ্ট না পাইয়া থাকে? ॥ ৬ ৭ ॥

উক্ত আছে যে, যে কর্ম্মফলের বাধ্যতায় এই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে ব্রহ্মা কুম্ভকারের ন্যায় নিয়মিত হইয়া সৃষ্টি করিতেছেন, যাহা দ্বারা প্রেরিত হইয়া বিষ্ণু দশবিধ অবতাররূপ সঙ্কট-কার্য্যে পড়িয়া আছেন, রুদ্র যাহার বশে পাণিপুটে নরকপাল ধারণপূর্ব্বক ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছেন, আর যাহার চালনায় সূর্য্যদেব গগনপথে নিত্যই ভ্রমণ করিতেছেন, সেই কর্ম্মকে নমস্কার। ॥ ৮ ॥

রাজা বলিলেন, তুমি কে? সে বলিল, আমি এক জন দ্যূতকার। রাজা বলিলেন, দ্যূতক্রীড়া করিতে জান ত? সে বলিল, দ্যূতক্রীড়ায় আমি বিচক্ষণ ব্যক্তি। তদ্ভিন্ন আমি শারীক্রীড়া জানি এবং চাতুর্য্যও জানা আছে, কিন্তু তৎসমস্তই নিরর্থক, দৈবই বলবান্ জানিবেন ॥ ৯ ॥

উক্তঞ্চ-

গজভুজঙ্গবিহঙ্গমবন্ধনং শশিদিবাকরযোর্গ্রহপীড়নম।
মতিমতাঞ্চ নিবীক্ষ্য দরিদ্রতাং বিধিরহো বলবানিতি মে মতিঃ॥ ॥ ১০ ॥

তথাচ—

নৈবাকৃতিঃ ফলতি নৈব কুলং ন শীলং
বিদ্যাঽপি নৈব ন চ যত্নকৃতাঽপি সেবা।
ভাগ্যানি পূর্ব্বতপসা খলু সঞ্চিতানি
কালে ফলন্তি পুরুষস্য যথৈব বৃক্ষাঃ॥ ॥ ১১ ॥

রাজ্ঞোক্তম্, ভো দেবদত্ত। ত্বমেব মতিপ্রাজ্ঞোঽপি কথমেবম্ অতিপাপে দ্যূতকর্ম্মণি রতোঽসি? ॥ ১২ ॥

তেনোক্তম্, প্রাজ্ঞোঽপি পুরুষঃ কর্ম্মণা প্রেৰ্য্যমাণঃ কিং কিং ন করোতি? ॥ ১৩ ॥

উক্তঞ্চ—

কিং করোতি নরঃ প্রাজ্ঞঃ প্রেৰ্য্যমাণঃ স্বকর্ম্মভিঃ।
প্রায়েণ হি মনুষ্যাণাং বুদ্ধিঃ কর্ম্মানুসারিণী॥ ॥ ১৪ ॥

রাজ্ঞা ভণিতম্, ভো দেবদত্ত। দ্যূতং মহাপদ্মূলং সর্ব্বেষাং ব্যসনানামাশ্রয়ো দ্যূতমেব।

অন্বয়ঃ—গজভুজঙ্গবিহঙ্গমবন্ধনং শশিদিবাকরয়োঃ (সূর্য্যাচন্দ্রমসোঃ) গ্রহপীড়নং (রাহুণা গ্রাসঃ) মতিমতাং (মনীষিণাং) দরিদ্রতাং চ বিলোক্য অহো বিধিঃ (অদৃষ্টং প্রাক্তনং কর্ম্ম) বলবান্ (সর্ব্বেভ্যঃ প্রবলতমঃ) ইতি মে মতিঃ (সিদ্ধান্তঃ জাতঃ) ॥ ১০ ॥

আকৃতিঃ ন এব ফলতি, এবং কুলং ন এব, শীলং ন, বিদ্যা অপি ন, যত্নকৃতা সেবা অপি চ ন ফলতি, কিন্তু পূর্ব্বতপসা সঞ্চিতানি ভাগ্যানি খলু (নিশ্চিতম্) কালে (ফলপাকাবসরে) বৃক্ষাঃ যথা ফলন্তি॥ ১১ ॥

প্রাজ্ঞঃ নরঃ স্বকর্ম্মভিঃ প্রেৰ্য্যমাণঃ কিং করোতি, (শতম্ অকার্য্যাণি করোতি ইতি ভাবঃ)। তথাহি, মনুষ্যাণাং বুদ্ধিঃ প্রায়েণ কর্ম্মানুসারিণী ॥ ১৪ ॥

বঙ্গার্থ।—উক্ত আছে, হস্তী, ভুজঙ্গ ও বিহঙ্গমগণের বন্ধন, শশী ও দিবাকরের রাহুগ্রাস এবং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের দরিদ্রতা দর্শন করিয়া আমি স্থির বুঝিয়াছি যে, অদৃষ্টই প্রবল। আর, আকৃতি, কুল, শীল, বিদ্যা ও যত্নকৃত সেবা কিছুই সফল হয় না, কেবল পূর্ব্বসঞ্চিত তপস্যাই যথাকালে বৃক্ষের ন্যায় ফলবতী হইয়া থাকে। রাজা বলিলেন, ভদ্র! তুমি অতিশয় বিজ্ঞ পুরুষ, তবে এরূপ অতি পাপকর দ্যূতকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছ কেন? সে বলিল, প্রাজ্ঞ হইলেও জীব কর্ম্ম দ্বারা প্রেরিত হইয়া কোন্ কার্য্য না করিয়া থাকে? জানেন না। বিজ্ঞ মানবও স্বকৃত কর্ম্ম দ্বারা প্রেরিত হইয়া শত অকার্য্য করিয়া থাকে! মনুষ্যদিগের বুদ্ধি প্রায়ই কর্ম্মের অনুসরণ করিয়া থাকে॥ ১-১৪ ॥

রাজা কহিলেন, ভদ্র! দ্যূতক্রীড়া মহাবিপদের মূল এবং সমস্ত বিপত্তির আশ্রয়স্থল॥ ১৫ ॥

উক্তঞ্চ—

ভবনমিদমকীর্ত্তেশ্চৌরবেশ্যাঙ্গনানাং
প্রিয়মতিশয়মাহুঃ সন্নিধিং পাতকানাম্।
বিষমনরকমার্গং প্রজ্ঞয়া হ্যত্র কো হি
বিমলবিশদবুদ্ধির্দ্যূতমঙ্গীকরোতি ॥ ॥ ১৬ ॥

তথাচ—

ক্বাকীর্ত্তিঃ ক্ব দরিদ্রতা ক্ব বিপদঃ ক্ব ক্রোধলোভাদয়-
শ্চৌর্য্যাদি ব্যসনং ক্ব বা হি নরকে দুঃখং মৃতানাং নৃণাম্।
যদ্দ্যূতৈর্গুরুমোহতো হি মনুজো দুঃখেষু নিক্ষিপ্যতে
প্রাজ্ঞো বা ভুবি দুর্জ্জনেষু সকলৈর্নষ্টেষু চ স্মর্য্যতে ॥ ॥ ১৭ ॥

তস্মাৎ কারণাৎ মহাপাপানি সপ্ত ব্যসনানি ত্যাজ্যানি। ॥ ১৮ ॥

উক্তঞ্চ—

দ্যূতমাংসসুরাবেশ্যাখেটচৌর্য্যপরাঙ্গনাঃ।
মহাপাপানি সপ্তৈব ব্যসনানি ত্যজেদ্বুধঃ ॥ । ১৯ ॥

অন্বয় ঃ—ইদম্ (দ্যূতম্) চৌরবেশ্যাঙ্গনানাং অকীর্ত্তেঃ (চৌরাঃ বেশ্যাশ্চ যাং অকীর্ত্তিং অর্জ্জয়ন্তি তস্যাঃ) ভবনম্ (উৎপত্তিস্থানম্) ইদম্ ব্যসনম্ (আসক্তিবিশেষঃ) পাতকানাম্ (মহাপাপানাম্) অতিশয়ং প্রিয়ং সন্নিধিম্ আহুঃ প্রজ্ঞয়া (প্রজ্ঞাবান্) বিমলবিশদবুদ্ধিঃ (স্বচ্ছসরলস্বভাবসম্পন্নঃ) কো হি জনঃ অত্র (অস্মিন্ জগতি) বিষমনরকমার্গম্ (অতিঘোরনরকগমনপথম্) দ্যূতম্ (অক্ষক্রীড়াম্) অঙ্গীকরোতি ॥ ১৬ ॥

দ্যূতৈঃ (কর্ত্তৃভিঃ) গুরুমোহতঃ (মোহাতিরেকাৎ) মনুজঃ দুঃখেষু নিক্ষিপ্যতে ইতি যৎ তত্র অকীর্ত্তিঃ ক্ব, (অকীর্ত্তিঃ তানি দুঃখানি অনুভাবয়িতুং ন সমর্থা) এবং দরিদ্রতা ক্ব, বিপদঃ ক্ব, ক্রোধলোভাদয়ঃ ক্ব, চৌর্য্যাদি-ব্যসনং ক্ব, মৃতানাং নরকে বা দুঃখং ক্ব, ইহ ভুবি দুর্জ্জনেষু নষ্টেষু সকলৈঃ প্রাজ্ঞঃ স্মর্য্যতে (প্রাজ্ঞার্থমনুতপ্যতে সর্ব্বৈরিতি ভাবঃ) ॥ ১৭ ॥

বুধঃ (পণ্ডিতঃ) দ্যূত-মাংস-সুরা-বেশ্যা-খেট চৌর্য্য-পরাঙ্গনাঃ এতানি মহাপাপানি (মহাপাতকজনকানি) সপ্ত ব্যসনানি ত্যজেৎ ॥ ১৯ ॥

বঙ্গার্থ।—উক্ত আছে যে, এই দ্যূতক্রীড়া হইতে চৌর ও বেশ্যা নারীতে আসক্তি উৎপাদন করে, ইহার মত ব্যসন আর নাই। মহাপাতকের সঙ্গ ইহাতে যেমন হয়, অন্য কিছুতে তেমন নহে। কোন্ নির্ম্মল তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি জ্ঞানপূর্ব্বক এই বিষম নরকপথে যাইতে দ্যূতক্রীড়ার অনুমোদন করিবে? অকীর্ত্তিতে সে দুঃখ কোথায়, দরিদ্রতা আর দুঃখ কি? বিপদ ইহার কাছে আর কি? ক্রোধ লোভ প্রভৃতি রিপু ইহার কাছে তুচ্ছ। চৌর্য্য প্রভৃতি ব্যসনই বা কোথায়? মৃত ব্যক্তির নরকে দুঃখই বা কি বিষম? দ্যূতক্রীড়ার মোহে পড়িয়া মনুষ্য যে দুঃখে পড়ে, তাহার কাছে এ সব দুঃখ স্থানই পায় না, এই জন্যই সংসারে দুষ্ট নষ্ট-চরিত্রের সংসর্গে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি পড়িলে ভ্রান্তির জন্য শোচনা করে। সেই কারণে মহাপাপস্বরূপ সপ্ত ব্যসন পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য ॥ ১৬-১৮ ॥

উক্ত আছে যে, দ্যূত, মাংস, সুরা, বেশ্যা, মৃগয়া, চৌর্য্য ও পর-নারীসেবা এই সপ্তবিধ পাপ পরিত্যাগ বুধগণ একান্তই করিবেন ॥ ১৯ ॥

অন্যচ্চ—

যস্ত্বেকব্যসনাসক্তো নির্গমে চ ন পশ্যতি।
কিং পুনঃ সপ্তভির্যুক্তো ব্যসনৈঃ সঙ্কুলঃ পুমান্ ॥ ॥ ২০ ॥

তথাহি— দ্যূতাদ্ধর্ম্মসুতঃ পলাদিহ বকো মদ্যাদ্‌যদোর্নন্দনা-
শ্চোরঃ কামবশাৎ মৃগান্তকরণাৎ স ব্রহ্মদত্তো নৃপঃ।
চৌরত্বাচ্ছিবভূতিরন্যবনিতাসঙ্গাদ্দশাস্যো হঠা-
দেকৈকব্যসনাহতা ইতি নরাঃ সর্ব্বৈর্ন কো নশ্যতি ॥ ॥ ২১ ।

অতস্ত্বয়া এতানি পরিত্যাজ্যানি। দ্যূতকারেণোক্তম্, ভোঃ স্বামিন্! মম তদেব জীবনম্, কথং পরিত্যজ্যতে? যদি ত্বং মমোপরি কৃপাং বিধায কমপি ধনার্জ্জনোপাযং কথয়িষ্যসি তর্হি অহং দ্যূতং ত্যক্ষ্যামি। ॥ ২২ ॥

অস্মিন্নবসরে বিদেশবাসিনৌ দ্বৌ ব্রাহ্মণাবাগত্য দেবালয়স্য একদেশে সমুপবিষ্টৌ পরস্পরং মন্ত্রয়তঃ। তত্র একেনোক্তম্, ময়া চ সর্ব্বোঽপি পিশাচলিপিকল্পোঽবলোকিতঃ। তত্র এবং লিখিতমস্তি অস্য দেবালয়স্য ঈশানভাগে পঞ্চধনুঃপ্রমাণে দীনারপূরিতং ঘটত্রয়ং স্থাপিতমস্তি, তৎসমীপে ভৈরবস্য প্রতিমাঽস্তি ভৈরবং স্বরক্তেন সেচয়িত্বা গ্রাহ্যমিতি। ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ তু একব্যসনাসক্তঃ সন্ নির্গমে (অনিষ্টেঽপি) ন পশ্যতি ন বুধ্যতে, সপ্তভিঃ ব্যসনৈঃ যুক্তঃ অতএব সঙ্কুলঃ (সঙ্কটাপন্নঃ) পুমান্ ন পশ্যতি ইতি কিং পুনঃ বক্তব্যম্ ॥ ২০ ॥

ইহ ধর্ম্মসুতঃ (যুধিষ্ঠিরঃ) দ্যূতাৎ নষ্টঃ এবং বকঃ পলাৎ (মাংসভোজনাৎ নিন্দিতঃ) যদোঃ নন্দনাঃ (যাদবাঃ) মদ্যাৎ, চৌরঃ কামবশাৎ (বেশ্যাসংসর্গাৎ), সঃ ব্রহ্মদত্তঃ (পরীক্ষিন্নৃপতিঃ) মৃগান্তকরণাৎ (মৃগয়াবশাৎ) হতঃ। শিবভূতিঃ চৌর্য্যত্বাৎ, দশাস্যঃ (রাবণঃ) অন্যবনিতাসঙ্গাৎ (পরস্ত্রিয়াঃ সীতায়াঃ ধর্ষণাৎ) হঠাৎ (একপদে) হতঃ। ইতি (এবং) নরাঃ একৈকব্যসনাহতাঃ, কিন্তু সর্ব্বৈঃ (ব্যসনৈঃ) কঃ ন নশ্যতি ॥ ২১ ॥

বঙ্গার্থ।—আরও কথিত আছে যে, যে ব্যক্তি একটিমাত্র ব্যসনে আসক্ত, সেও মোহাচ্ছন্ন হইয়া কিছুই অনিষ্ট দেখিতে পায় না, তাহাতে যে আবার উক্ত সপ্ত প্রকার ব্যসনে আসক্ত হয়, তাহার বিষয়ে আর কি বক্তব্য আছে? কারণ, উক্ত সাত প্রকার ব্যসন হইতে এক একটি মহাপুরুষের কত অনিষ্ট হইয়াছে। দেখ, দ্যূত হইতে ধর্ম্মপুত্র, মাংস হইতে বক, মদ্য হইতে যাদবগণ, কামবশে চৌর, মৃগয়া হইতে নরপতি পরীক্ষিৎ, চৌর্য্য হেতু শিবভূতি এবং পরবনিতা-বর্ষণ হেতু লঙ্কাধিপতি দশানন বিনষ্ট হইয়াছে; অতএব যখন এক একটি ব্যসন দ্বারা নরগণ নিহত হইয়াছে, তখন সমস্ত ব্যসন দ্বারা কোন্ ব্যক্তি একেবারেই বিনষ্ট না হইবে? অতএব তুমি এই সকল ব্যসন পরিত্যাগ কর। দ্যূতকার বলিল, প্রভো! দ্যূতক্রীড়াই আমার জীবিকা, কিরূপে তাহা পরিত্যাগ করিব? যদি আপনি দয়া করিয়া আমাকে অন্য ধনোপার্জ্জনের পথ করিয়া দেন, তাহা হইলে আমি উহা ত্যাগ করিতে পারি। সেই সময়ে বিদেশবাসী দুইটি ব্রাহ্মণ আসিয়া দেবালয়ের একাংশে বসিয়া পরস্পর আলাপ করিতেছিল। এক জন বলিল, আমি সমস্ত পিশাচলিপিই অবলোকন করিয়াছি, তথায় এইরূপ লিখিত আছে, এই দেবালয়ের পঞ্চধনুঃপ্রমাণ দূরে ঈশান-কোণভাগে স্বর্ণমুদ্রা-পরিপূর্ণ তিনটি কলস স্থাপিত আছে, তাহার নিকট ভৈরবের প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপিত রহিয়াছে। যে ব্যক্তি স্বীয় কণ্ঠ-শোণিত দ্বারা ভৈরবকে পরিতৃপ্ত করিবে, সেই এই ধন গ্রহণ করিতে পারিবে ॥ ২০-২৩ ॥

রাজাঽপি তস্য বচনমাকর্ণ্য তত্র গত্বা স্বদেহরক্তেন ভৈরবং যাবৎ সিঞ্চতি, তাবৎ প্রসন্নেন ভৈরবেণ ভণিতম্, ভো রাজন্! বরং বৃণীষ। ॥ ২৪ ॥

রাজ্ঞোক্তম্, অস্মৈ দ্যূতকারায় দীনারপূরিতং ঘটত্রয়ং দেহি। ততো ভৈরবেণ তদ্ধনং দ্যূতকারায় দত্তম্। দ্যূতকারো রাজানং স্তুত্বা নিজনগরং গতঃ। রাজাঽপি নিজনগরমাগতঃ। ॥ ২৫ ॥

ইমাং কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা রাজানমভণৎ, ভো রাজন্! ত্বয়ি এবমৌদার্য্যং ধৈর্য্যং পরোপকারাদিগুণাঃ চেৎ বিদ্যন্তে, তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ। রাজা তূষ্ণীমাসীৎ। ॥ ২৬ ॥

ইতি সপ্তবিংশোপাখ্যানম্।

অষ্টাবিংশোপাখ্যানম্।

নরবলি-নিবারণম্।

পুনরপি রাজা যদা সিংহাসনে সমুপবিশতি, তাবদন্যা পুত্তলিকা বদতি, ভো রাজন্। অস্মিন্ সিংহাসনে ধৈর্য্যাদিগুণযুক্তো বিক্রম এব উপবেষ্টুং ক্ষমঃ নান্যঃ। ॥ ১ ॥

ভোজেনোক্তম্, ভোঃ পুত্তলিকে! কথয় তস্য বিক্রমস্যৌদার্য্যগুণবৃত্তান্তম্। সা কথয়তি, শ্রূয়তাং রাজন্! বিক্রমাদিত্যো রাজা পৃথিব্যাং পর্য্যটন্ নগরমেকমগমৎ। তন্নগরসমীপে বিমলোদকা নদী প্রবহতি। নদীতীরে নানাবিধতরুকুসুমফলোপশোভিতং বনমাসীৎ। তন্মধ্যে অতিমনোহরং দেবালয়মাসীৎ। রাজা তত্র নদীজলে স্নাত্বা দেবং নমস্কৃত্য দেবালয়ে উপবিষ্টঃ। ॥ ২ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজাও তাহাদের বাক্য শুনিয়া সেখানে গমন করিয়া নিজ শোণিত দ্বারা ভৈরবকে যেমন সেচন করিলেন, অমনি ভৈরব প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, রাজন্! বর প্রার্থনা কর॥ রাজা বলিলেন, দেব! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই দ্যূতকারকে সুবর্ণপূরিত তিনটি কলস প্রদান করুন। ভৈরব তাহা শুনিয়া দ্যূতকারকে সেই ধন প্রদান করিলে পর, সে রাজার প্রশংসা করিতে করিতে নিজ নগরে গমন করিল। রাজাও আপন নগরীতে প্রস্থান করিলেন॥ এই কথা কহিয়া পুত্তলিকা ভোজরাজকে বলিল, রাজন্! আপনাতে যদি এইরূপ ঔদার্য্য, ধৈর্য্য ও পরোপকারাদি গুণ-সমূহ বিদ্যমান থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন। রাজা মৌনী হইয়া রহিলেন॥ ২৪—২৬॥

সপ্তবিংশোপাখ্যান সমাপ্ত।

বঙ্গার্থ।—পুনর্ব্বার ভোজরাজ যখন সিংহাসনে বসিবেন, তখন অন্য পুত্তলিকা বলিল, রাজন্! ধৈর্য্যাদিগুণ-বিশিষ্ট রাজা বিক্রমই এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত, অন্য ব্যক্তি ইহাতে বসিবার যোগ্য নহেন॥ ১॥

ভোজরাজ বলিলেন, পুত্তলিকে! সেই বিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্যগুণবৃত্তান্ত বর্ণন কর। পুত্তলিকা বলিল, রাজন্! শ্রবণ করুন। বিক্রমাদিত্য রাজা পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে এক নগরে গমন করিলেন। তথায় নিকটে একটি স্বচ্ছ-সলিলা নদী প্রবাহিত আছে। ঐ নদীর তীরে নানাবিধ তরু, পুষ্প ও ফলে সুশোভিত একটি সুরম্য উপবন ও তাহার মধ্যে অতি মনোহর এক দেবালয় ছিল। রাজা সেই নদীর জলে স্নান ও দেবতাকে নমস্কার করিয়া দেবালয়ে উপবেশন করিলেন॥ ২॥

অত্রান্তরে চত্বারো বৈদেশিকাঃ সমাগত্য রাজ্ঞঃ সমীপে উপবিষ্টাঃ। ততো রাজা তান অপ্রাক্ষীৎ, ভোঃ, যূয়ং কুতঃ সমাগতাঃ? ॥ ৩ ॥

তত্রৈকেনোক্তম্, অযম্ অপূর্ব্বদেশাদাগতঃ। রাজ্ঞোক্তম্, তত্র দেশে কিং কিমপি অপূর্ব্বং দৃষ্টম্? তেনোক্তম্, তত্র দেশে বেতালপুরী নাম পুরী বর্ত্ততে। তত্র শোণিতপ্রিয়া দেবতাঽস্তি ততস্তো মহাজনো রাজা চ প্রতিবৎসরং স্বমনোরথপূরণার্থম্, অশুভনিবৃত্ত্যর্থং চ তস্যৈ দেবতায়ৈ পুরুষোপহারং প্রযচ্ছতি। তস্মিন্ দিনে যদি কোঽপি বৈদেশিকঃ সমাযাতি, তর্হি তমেব দেবতায়ৈ পশুবৎ সমর্পয়তি। বযমপি তস্মিন্নেব দিবসে মার্গবশাৎ তৎ নগরং গতাঃ। ততস্তত্রত্যা অস্মান সমুদ্ধর্ত্তুং সমাগতাঃ। তৎ শ্রুত্বা বয়ং প্রাণান্ গৃহীত্বা পলায্য সমাগতাঃ। এতন্মহদাশ্চর্য্যং অস্মাভির্দৃষ্টম। তং শ্রুত্বা রাজা বিক্রমস্তত্র গত্বা দেবতাং প্রণমতি, ভয়ঙ্করাঞ্চ বিলোক্য দেবতাং স্তৌতি— ॥ ৪ ॥

ব্রহ্মাণী কমলেন্দুসৌম্যবদনা মাহেশ্বরী লীলয়া
কৌমারী রিপুদর্পনাশনকরী চক্রায়ুধা বৈষ্ণবী।
বারাহী ঘনঘোরঘর্ঘরবরা ঐন্দ্রী চ বজ্রায়ুধা
চামুণ্ডা গণনাথরুদ্রসহিতা রক্ষন্তু মাং মাতরঃ ॥ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—ব্রহ্মাণী, কমলা, ইন্দুসৌম্যবদনা (চন্দ্রোলশেখরা) মাহেশ্বরী, লীলয়া (অনায়াসেন) রিপুদর্পনাশনকরী (শত্রুদর্পহন্ত্রী) কৌমারী চক্রায়ুধা (চক্রহস্তা) বৈষ্ণবী, ঘনঘোরঘর্ঘররবা (মেঘগর্জ্জনবৎপ্রচণ্ডস্বনা) বারাহী, বজ্রায়ুধা (বজ্রধারিণী) ঐন্দ্রী (ইন্দ্রপত্নী), গণনাথরুদ্রসহিতা (গণেশশিবান্বিতা) চামুণ্ডা এতাঃ মাতরঃ মাং রক্ষন্তু ॥ ৫ ॥

বঙ্গার্থ।—এই সময়ে চারি জন বৈদেশিক আসিয়া রাজার নিকট উপবেশন করিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কোথা হইতে আসিয়াছ? তাহাদের মধ্যে এক জন বলিল, আমরা এক অপূর্ব্ব দেশ হইতে আসিয়াছি। রাজা তাহাদের কথা শুনিয়া বলিলেন, সেই কি অপূর্ব্ব পদার্থ তথায় আছে? সে বলিল, সেখানে বেতালপুরী নামে একটি নগরী আছে, তথায় এক দেবতা আছেন, তিনি রুধির বড় ভালবাসেন। সেখানকার রাজা ও মনীষিবর্গ প্রতি বৎসর নিজ নিজ মনোরথ-পূরণের নিমিত্ত এবং ভাবী অমঙ্গল নিবারণার্থ সেই দেবতাকে এক একটি পুরুষ বলি প্রদান করেন। সেই বলির দিন যদি কোন বৈদেশিক সে স্থানে আগমন করে, তবে তাহাকেই পশুর ন্যায় দেবতার নামে বলি প্রদান করা হয়। দুরদৃষ্টক্রমে আমরাও সেই দিন পথে যাইতে সেই নগরে গিয়া পড়িলাম। তৎপরে তত্রত্য ব্যক্তিগণ আমাদিগকে ধরিবার নিমিত্ত আসিতেছিল, আমরা প্রাণ লইয়া পলাইয়া আসিয়াছি। আমরা এই মহৎ আশ্চর্য্য দেখিয়াছি। তাহা শুনিয়া রাজা বিক্রমাদিত্য সেই নগরীতে যাইয়া সেই ভয়ঙ্করী দেবতাকে প্রণাম করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন—"ব্রহ্মাণী, কমলা, চন্দ্রশেখরা মাহেশ্বরী, অবলীলাক্রমে রিপুসমূহের দর্পবিনাশিনী কৌমারী, চক্রধারিণী বৈষ্ণবী, মেঘতুল্য ভীষণ ঘর্ঘররবা বারাহী, বজ্রধারিণী ইন্দ্রাণী, গণপতি ও রুদ্রসহিতা চামুণ্ডা, এই সমস্ত মাতৃগণ আমাকে রক্ষা করুন ॥ ৩—৫ ॥

ইতি স্তুতিং বিধায় রঙ্গমণ্ডপে উপবিষ্টঃ। তস্মিন্নবসরে কশ্চিদ্দ নবদনো মহাজনৈঃ সহ বাদ্যং পুরস্কৃত্য সমায়াতঃ। রাজাঽপি তং দৃষ্ট্বা মনসি বিচারয়তি স্ম, অয়মেব দেবতাবলিনিমিত্তং মহাজনৈঃ সমানীতঃ। ততঃ অত্যন্তক্লান্তবদন ইব দৃশ্যতে। অস্মিন্নবসরে মম শরীরং দত্ত্বা এনং মোচয়িষ্যামি। ইদং শরীরং শতবর্ষাণি স্থিত্বা সর্বথা নাশমেব যাস্যতি। অতঃ শরীরিণাং স্বদেহব্যয়েনাঽপি ধর্ম্মঃ কীর্ত্তিশ্চোপার্জ্জনীয়া। ॥ ৬ ॥

উক্তঞ্চ—
চলা লক্ষ্মীশ্চলাঃ প্রাণাশ্চলো দেহোঽথ যৌবনম্।
চলাচলশ্চ সংসারঃ কীর্ত্তির্ধর্ম্মশ্চ নিশ্চলঃ ॥ ॥ ৭ ॥

অন্যচ্চ —
অনিত্যানি শরীরাণি বৈভবং নৈব শাশ্বতম্।
নিত্যং সন্নিহিতো মৃত্যুঃ কর্ত্তব্যো ধর্ম্মসংগ্রহঃ ॥ ॥ ৮ ॥

তথাচ—
অর্থাঃ পাদরজোপমা গিরিনদীবেগোপমং যৌবনং
মানুষ্যং জলবিন্দুচঞ্চলতরং ফেনোপমং জীবিতম্।
ধর্ম্মং যো ন করোতি নিশ্চলমতিঃ স্বর্গার্গলোদ্ঘাটনং
পশ্চাত্তাপহতো জরাপরিণতঃ শোকাগ্নিনা দহ্যতে ॥ ॥ ৯ ॥

অন্বয় ঃ—লক্ষ্মীঃ (সম্পৎ) চলা, প্রাণাঃ চলাঃ (অস্থিরাঃ) দেহঃ অথ যৌবনম্ (চলম্) সংসারঃ চলাচলঃ (অতীবচঞ্চলঃ), কেবলং কীর্ত্তিঃ ধর্ম্মশ্চ নিশ্চলঃ ॥ ৭ ॥

শরীরাণি অনিত্যানি, বৈভবং (সম্পৎ) শাশ্বতং (চিরস্থায়ি) ন, মৃত্যুঃ নিত্যং সন্নিহিতঃ (কেশেষু গৃহীত্বা স্থিতঃ), অতঃ ধর্ম্মসংগ্রহঃ (পুণ্যোপার্জ্জনং) কর্ত্তব্যঃ ॥ ৮ ॥

অর্থাঃ (ধনানি) পাদরজোপমাঃ (চরণধূলিবৎ নগন্তি যান্তি চ) যৌবনং গিরিনদীবেগোপমং (গিরিনদ্যাঃ বেগঃ যথা প্রবলঃ তথা যৌবনং প্রবলয়া গত্যা চলতি) মানুষ্যং (মনুষ্যত্বং) জলবিন্দুচঞ্চলতরম্ (বুদ্বুদবৎ ক্ষণাৎ বিলীয়তে) জীবিতম্ (জীবনম্) ফেনোপমম্ (ফেনসদৃশং নশ্বরম্) এবং বুদ্ধ্যা যঃ নরঃ নিশ্চলমতিঃ (স্থিরবুদ্ধিঃ) সন্ স্বর্গার্গলোদ্ঘাটনং (স্বর্গদ্বাররোধকং যদর্গলং তস্য উন্মোচকং) ধর্ম্মং ন করোতি, স জরাপরিণতঃ (জরাগতঃ) পশ্চাত্তাপহতঃ (অনুতাপদগ্ধঃ) সন্ শোকাগ্নিনা (শোকানলেন) দহ্যতে ॥ ৯ ॥

বঙ্গার্থ ঃ—এইরূপ স্তব করিয়া নাটমন্দিরে উপবিষ্ট রহিলেন। সেই সময় কোন বিষণ্ণবদন পুরুষ বাদ্যসহকারে কতকগুলি প্রধান পুরুষের সহিত তথায় আগমন করিল। রাজাও তাহাকে দেখিয়া মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন, বোধ হয়, দেবতার সম্মুখে বলি দিবার নিমিত্তই মহাজনেরা এই পুরুষকে আনয়ন করিতেছে; সেই নিমিত্তই এই ব্যক্তি অতিশয় ম্লানমুখ দৃষ্ট হইতেছে। আমি ভাবিলাম, এই অবকাশে আমি আমার শরীর দান করিয়া ইহাকে মোচন করিব। কারণ, এই শরীর শত বৎসরের পর নিশ্চয়ই বিনাশ পাইবে, অতএব নিজদেহ ত্যাগ করিয়াও ধর্ম্ম ও কীর্ত্তি উপার্জ্জন করা শরীরধারীদিগের একান্ত কর্ত্তব্য। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, লক্ষ্মী চঞ্চলা, প্রাণ, দেহ ও যৌবন ইহারাও অস্থির, এই সংসারও চলাচল; কেবল কীর্ত্তি ও ধর্ম্মই নিশ্চল হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন, সকল শরীরই অনিত্য, চিরস্থায়ী নহে। মৃত্যু নিয়তই সন্নিহিত রহিয়াছে, অতএব ধর্ম্মসংগ্রহ করাই মনুষ্যের একান্ত কর্ত্তব্য। অর্থসমূহ পদধূলির ন্যায় অকিঞ্চিৎকর, যৌবন গিরিনদীর প্রবাহের মত অত্যন্ত বেগশীল, মনুষ্যত্ব জলবিম্বের ন্যায় অতীব চঞ্চল, জীবন ফেনার মত উঠিয়া মিলিয়া যায়; অতএব যে ব্যক্তি স্থিরবুদ্ধিতে স্বর্গদ্বারের অর্গল উদ্ঘাটনকারক ধর্ম্ম উপার্জ্জন না করে, সে পরে জরাগ্রস্ত হইয়া অনুতাপানলে দগ্ধ হয় ॥ ৬-৯ ॥

এবং বিচার্য্য রাজা তান্মহাজনানুবাচ, ভো মহাজনাঃ! অয়ং দীনবদনঃ কুত্র নীযতে? তৈরুক্তম্, এনং দেবতায়ৈ বলিনিমিত্তং দাস্যামঃ। রাজ্ঞোক্তম্, কস্মাৎ কারণাৎ? তৈরুক্তম্, দেবতা অনেন পুরুষোপহারেণ তুষ্টা সতী অস্মাকং মনোরথং পূরয়িষ্যতি। রাজ্ঞোক্তম্, ভো মহাজনাঃ! অয়মত্যন্তাল্পতনুঃ পরং ভীতশ্চ, অস্য শরীরোপহারেণ দেবতায়াঃ কা তৃপ্তির্ভবিষ্যতি? তস্মাদয়ং মুঞ্চত। অহমেব তদর্থং মম শরীরং দাস্যামি। অহং পুষ্টাঙ্গোঽস্মি, মম মাংসোপহারেণ দেবতায়াঃ তৃপ্তির্ভবিষ্যতি। অতো মাং মারয়ত। ইতি ভণিত্বা তং মোচয়িত্বা রাজা স্বয়মেব দেবতায়াঃ পুরতো গত্বা খড়্গং যাবৎ কণ্ঠে পাতয়তি, তাবদ্দেবতয়া খড়্গং ধৃত্বা ভণিতঃ ভো মহাসত্ত্ব! তব ধৈর্য্যেণ পরোপকারকরণেন চ সন্তুষ্টাঽস্মি বরং বৃণীষ্ব। ॥ ১০ ॥

রাজ্ঞোক্তম্ ভো দেবি! যদি মম প্রসন্নাঽসি, তর্হি অদ্য প্রভৃতি পুরুষমাংসোপহারং পরিত্যজ। ॥ ১১ ॥

দেবতয়া তথাস্তু ইতি ভণিতম্। মহাজনা রাজানং বদন্তিস্ম, ভো রাজন্! ত্বং স্বার্থাভিলাষী সন্ দ্রুম ইব পরার্থমেব খেদং বহসি। ॥ ১২ ॥

তথাহি—অনুভবতি হি মূর্দ্ধা পাদপস্তীব্রমুষ্ণং শময়তি পরিতাপং ছায়যা সংশ্রিতানাম্।
স্বসুখবিনিহতাশঃ খিদ্যতে লোকহেতোঃ প্রতিদিনমথবা স্বদ্বৃত্তিরেবংবিধৈব ॥ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—পাদপঃ (বৃক্ষঃ) মূর্দ্ধা (অগ্রভাগেণ) তীব্রম্ উষ্ণম্ (সন্তাপম্) অনুভবতি (সহতে) পরং ছায়য়া (স্বদেহেন ইতি যাবৎ) সংশ্রিতানাম্ (আশ্রিতানাম্) পরিতাপং শময়তি (দূরীকরোতি) এবং লোকহেতোঃ (লোক কল্যাণং) স্বসুখ-বিনিহতাশঃ (নিজসুখভোগ-নিরপেক্ষঃ) সন্ খিদ্যতে, অথবা তে প্রতিদিনম্ এবম্বিধা (ঈদৃশী) এব স্বদ্বৃত্তিঃ (তব কার্য্যম্) ॥ ১৩ ॥

বঙ্গার্থ।—এইরূপ বিচার করিয়া রাজা সেই প্রধান পুরুষদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বলিলেন, হে মহাজনগণ! উহাকে কোথায় লইয়া যাইতেছ? দেখ, ইহার মুখ ম্লান হইয়া গিয়াছে। তাহারা বলিল, ইহাকে দেবতার নিকট বলি প্রদান করিব। রাজা বলিলেন, কেন? তাহারা বলিল, এই বলি পাইলে দেবী সন্তুষ্টা হইবেন এবং আমাদের মনোরথ পরিপূর্ণ করিবেন। রাজা বলিলেন, হে মহাজনবর্গ! ইহার শরীর অত্যন্ত ক্ষীণ এবং এ ব্যক্তি ভীত, সুতরাং ইহার দেহ বলিদান করিলে দেবতার কি তৃপ্তি হইবে? অতএব ইহাকে ছাড়িয়া দাও। ইহার বিনিময়ে আমিই বলির জন্য নিজদেহ প্রদান করিব। আর আমার দেহ বেশ হৃষ্টপুষ্ট, আমার মাংস দ্বারা দেবতার তৃপ্তি হইবে, অতএব আমাকে বিনাশ কর। এই বলিয়া বলির জন্য আনীত সেই ব্যক্তিকে মোচন করাইয়া রাজা স্বয়ং দেবতার সম্মুখে যাইয়া যেমন কণ্ঠদেশে খড়্গাঘাত করিবেন, অমনি দেবতা তাঁহাকে ধরিয়া বলিলেন, হে মহাপুরুষ! তোমার ধৈর্য্য ও পরোপকারব্যাপারে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, বর গ্রহণ কর। রাজা বলিলেন, দেবি! যদি আমার উপর প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আজ হইতে মনুষ্য-বলি-গ্রহণ পরিত্যাগ করুন। দেবী "তথাস্তু" বলিয়া স্বীকার করিলেন। তখন মহাজনগণ তাঁহাকে বলিল, রাজন্! আপনি নিজ সুখের আশা বিসর্জ্জন করিয়া পরের নিমিত্ত কষ্ট সহ্য করিতেছেন। অথবা, আপনার ইহা নিত্য সনাতন কর্ত্তব্য; দেখুন, তরুগণ মস্তকে সুতীক্ষ্ণ তাপ অনুভব করিয়াও ছায়া দ্বারা আশ্রিত ব্যক্তিগণের সন্তাপ প্রশমিত করিয়া থাকে। প্রতিদিন লোকের উপকারের নিমিত্ত যে কষ্ট স্বীকার করে, তাহাদের এইরূপই স্বভাব ॥ ১০—১৩ ॥

অথ রাজা তেষা মনুজ্ঞাং গৃহীত্বা নিজনগরমগমৎ। ॥ ১৪ ॥

ইতি কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা ভোজং অবদৎ, ভো রাজন্, ত্বয়ি এবং ধৈর্য্যং ঔদার্য্যং পরোপকারাদিগুণা বিদ্যন্তে চেৎ, তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ। ॥ ১৫ ॥

ইতি অষ্টাবিংশোপাখ্যানম্।

ঊনত্রিংশোপাখ্যানম্

দারিদ্র্য-বিমোচনম্।

পুনরপি রাজা যাবৎ সিংহাসনে সমুপবিশতি, তাবদন্যয়া পুত্তলিকয়োক্তম্, ভো রাজন্! যস্য বিক্রমস্যেব ঔদার্য্যাদয়ো গুণা বিদ্যন্তে, স এবাত্র সিংহাসনে উপবেষ্টুং ক্ষমঃ। ভোজেনোক্তম্, পুত্তলিকে! কথয় তস্য বিক্রমস্যৌদার্য্যগুণবৃত্তান্তম্। সা অবদৎ, শ্রূয়তাং রাজন্! একদা বিক্রমার্কো রাজকুমারৈরুপাস্যমানঃ সভায়াং উপবিষ্টোঽস্তি, তদা কশ্চিৎ স্তুতিপাঠকঃ সমাগত্য — ॥ ১ ॥

যাবদ্বীচিতরঙ্গান্ বহতি সুরনদী জাহ্নবী পুণ্যতোয়া
যাবচ্চাকাশমার্গে তপতি হি ভুবনং ভাস্করো লোকপালঃ।
যাবদ্বজ্রেন্দ্রনীলস্ফটিকমণিশিলা বিদ্যতে মেরুশৃঙ্গে
তাবৎ পুত্রৈশ্চ পৌত্রৈঃ স্বজনপরিবৃতো ভুঙ্‌ক্ষ্ব রাজ্যং নৃপাল! ॥ ২ ॥

বঙ্গার্থ।—তৎপরে রাজা বিক্রমাদিত্য তাঁহাদের অনুমতি লইয়া নিজনগরে প্রস্থান করিলেন ॥ ১৪ ॥

এই কথা কহিয়া পুত্তলিকা ভোজরাজকে কহিল, রাজন্! আপনাতে যদি এইরূপ ধৈর্য্য, ঔদার্য্য ও পরোপকারাদি গুণ থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন্ ॥ ১৫ ॥

অষ্টাবিংশোপাখ্যান সমাপ্ত।

অন্বয়ঃ—হে নৃপাল! (রাজন্!) পুণ্যতোয়া সুরনদী জাহ্নবী যাবৎ (যাবৎ-কালাবধি) বীচিতরঙ্গান্ (তরঙ্গভঙ্গান্) বহতি, লোকপালঃ ভাস্করঃ (সূর্য্যঃ) আকাশমার্গে স্থিতঃ ভুবনং যাবৎ তপতি (প্রকাশয়তি), যাবৎ মেরুশৃঙ্গে বজ্রেন্দ্রনীল-স্ফটিকমণিশিলা বিদ্যতে, তাবৎ ত্বং পুত্রৈঃ পৌত্রৈঃ চ সহ স্বজন-পরিবৃতঃ রাজ্যং ভুঙ্‌ক্ষ্ব ॥ ২ ॥

বঙ্গার্থ।—পুনর্ব্বার রাজা যেমন সিংহাসনে বসিবেন, অমনি অন্য পুত্তলিকা বলিল, রাজন! যাঁহার বিক্রমাদিত্যের ন্যায় ঔদার্য্যাদি গুণ বিদ্যমান আছে, তিনিই এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত। ভোজরাজ বলিলেন, পুত্তলিকে! সেই বিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্য-গুণবৃত্তান্ত বর্ণন কর। পুত্তলিকা বলিল, রাজন্! শ্রবণ করুন। এক দিন বিক্রমাদিত্য সভায় উপবিষ্ট আছেন, রাজকুমারগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া আছে, তখন কোন স্তুতিপাঠক আসিয়া কহিলেন, "হে নৃপবর! যে পর্য্যন্ত পবিত্র-সলিলা সুরনদী জাহ্নবী কল্লোল ও তরঙ্গ লইয়া প্রবাহিত হইবেন, যে পর্য্যন্ত আকাশপথে লোকপাল সূর্য্যদেব ভুবন-মধ্যে আলোক-বিতরণ করিবেন, যে পর্য্যন্ত মেরুর শৃঙ্গদেশে হীরক, ইন্দ্রনীলমণি ও স্ফটিক-শিলা-সকল বিদ্যমান থাকিবে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত আপনি পুত্র, পৌত্র ও স্বজন সমূহে পরিবৃত হইয়া রাজ্য উপভোগ করুন ॥ ১-২ ॥

ইত্যাশিষমুক্ত্বা রাজানং স্তৌতি, ভো রাজন্।
যথা সরতি জীমূতে ময়ূরো গ্রীষ্মপীড়িতঃ।
তৃষিতো যাচতে তোয়ং তথাহং তব দর্শনাৎ॥ ॥ ৩ ॥

অহং হি দূরদেশবাসী তব কীর্ত্তিং সমাকর্ণ্য দূরাদাগতোঽস্মি, তব কীর্ত্তিঃ সপ্তার্ণবমেদিনীমণ্ডিতা। ॥ ৪ ॥

কর্পূরাদপি কৈরবাদপি দলাৎ কুন্দাদপি স্বর্ণদী-
কল্লোলাদপি মৌক্তিকাদপি চলৎকান্তাদৃগন্তাদপি।
নিঃশেষঞ্চ তথা কলঙ্করহিতাৎ শীতাংশুখণ্ডাদপি
শ্বেতাভিস্তব কীর্ত্তিভির্ধবলিতা সপ্তার্ণবা মেদিনী॥ ॥ ৫ ॥

ভো রাজন্! ত্বাম্ অর্থিজনকল্পদ্রুমমাগত্য অদ্য দারিদ্রব্যাধি-মুক্তোঽস্মি। অন্যচ্চ, অস্মিন্ দেশে সকলার্থিকল্পদ্রুমং ভবন্তং বিলোক্য ধনেশ্বরনামা কশ্চিদ্রাজা অস্মাকং স্মৃতিপথে উদেতি। উত্তরস্যাং দিশি ঈশানভাগে জম্বীরনগরে ধনেশ্বরনামা কশ্চিদ্রাজা অর্থিনাং দারিদ্র্যদুঃখনিবারণার্থং যাচকেভ্যো ধনং বিতরিতবান্। একদা ধনেশ্বরেণ মাঘশুক্লসপ্তমীদিবসে বসন্তপূজায়াং কৃতায়াং সর্ব্বে বিদেশবাসিনঃ যাচকাঃ সমায়াতাঃ। ॥ ৬ ॥

অন্বয় ঃ—যথা জীমূতে (মেঘে) সরতি (চলতি সতি) গ্রীষ্ম-পীড়িতঃ (নিদাঘার্ত্তঃ) ময়ূরঃ তৃষিতঃ (পিপাসার্ত্তঃ) সন্ তোয়ং যাচতে (মেঘমিতি শেষঃ), তথা অহং তব দর্শনাৎ বা দারিদ্র্যপীড়িতঃ সন্ ত্বাং ধনং যাচে ॥ ৩ ॥

হে রাজন্! সপ্তার্ণবা (সপ্তসাগরপুটিতা) মেদিনী (পৃথিবী) কর্পূরাৎ অপি শ্বেতাভিঃ তব কীর্ত্তিভিঃ ধবলিতা (শুভ্রীকৃতা সপ্তার্ণবপুটিতমেদিন্যাং সর্ব্বত্র তব কীর্ত্তিঃ প্রসৃতা) ইতি ভাবঃ! পুনঃ কেভ্যঃ শ্বেতাভিঃ কীর্ত্তিভিঃ? কৈরবাৎ দলাৎ অপি, কুন্দাৎ অপি, স্বর্ণদীকল্লোলাৎ (মন্দাকিনীতরঙ্গাৎ) অপি, হংসকাৎ অপি, চলৎকান্তা-চলন্ত্যৌ চকিতে কান্তাদৃশৌ কান্তানয়নে তয়োঃ প্রান্তাৎ অপি), তথা নিঃশেষং (সম্পূর্ণং) কলঙ্করহিতাৎ শীতাংশুখণ্ডাৎ (চন্দ্রখণ্ডাৎ) অপি শ্বেতাভিঃ তব কীর্ত্তিভিঃ সপ্তার্ণবা মেদিনী ধবলিতা ॥ ৫ ॥

বঙ্গার্থ।—এইরূপ আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক রাজার স্তুতি করিতে লাগিলেন,—হে রাজন্! মেঘোদয় হইলে গ্রীষ্মার্ত্ত ময়ূরগণ তৃষিত হইয়া যেরূপ বারি প্রার্থনা করে, দারিদ্র্যপীড়িত আমিও আপনার দর্শন পাইয়া সেইরূপ যাচ্ঞা করিতেছি। আমি দূরদেশবাসী, আপনার কীর্ত্তিকলাপ শ্রবণ করিয়া বহু দূর হইতে আসিয়াছি। হে রাজন্! আপনার কীর্ত্তি সপ্তসমুদ্রপরিবেষ্টিত মেদিনী-মণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হইয়া শোভা পাইতেছে। আপনার কীর্ত্তি কর্পূর, কৈরবদল, কুন্দ, মন্দাকিনীর কল্লোল, রাজহংস, কান্তার সঞ্চালিত লোচন-প্রান্ত এবং সম্পূর্ণকলঙ্কবিরহিত চন্দ্রমণ্ডল হইতেও শুভ্রতম, তাহা দ্বারা সপ্তার্ণব-পরিবেষ্টিতা পৃথিবী ধবলিত হইয়াছে। রাজন্! আপনাকে যাচকগণের কল্পতরু জানিয়া আপনার নিকট আসিয়াছি, আজ আমি দারিদ্র্যব্যাধি হইতে মুক্ত হইব। আর এই দেশে সমস্ত যাচকজনের কল্পতরুতুল্য আপনাকে দর্শন করিয়া আজ আমার ধনেশ্বর নামক কোন রাজার কথা মনে পড়িল। উত্তরাঞ্চলে ঈশানকোণে জম্বীর-নামক নগরে ঐ ধনেশ্বর রাজা বাস করিতেন। তিনি প্রার্থীদিগের দারিদ্র্য-দুঃখ-নিবারণের নিমিত্ত প্রচুর ধন বিতরণ করিতেন। এক সময়ে মাঘমাসের শুক্লপক্ষীয়া সপ্তমী তিথিতে ধনেশ্বর বসন্তপূজা করিলে তাহাতে বহুতর বিদেশবাসী যাচকের সমাগম হইল ॥ ৩-৬ ॥

তস্মিন্ সময়ে রাজ্ঞা অষ্টাদশকোটি সুবর্ণং দত্তম্। এবমত্যন্তমৌদার্য্যবরিষ্ঠঃ স রাজা ইব অস্মিন্ দেশে ত্বমেব একো দৃষ্টোঽসি। তস্য বচনং শ্রুত্বা বিক্রমাদিত্যঃ ভাণ্ডারিকমাহূয় অভণৎ, ভো ভাণ্ডারিক! অমুং স্তুতিপাঠকং ভাণ্ডারগৃহে নীত্বা মহার্ঘাণি রত্নানি দর্শয়, ততোঽয়ং যাবন্তি রত্নানি অন্যান্যপি বস্তূনি গ্রহীষ্যন্তি তাবন্তি গৃহ্লাতু। তদনন্তরং ভাণ্ডারিকস্তং ভাণ্ডারে নীত্বা দিব্যানি অনেকানি বস্তূনি অদর্শয়ৎ। স্তুতিপাঠকোঽপি স্বেপ্সিতবস্তূনি রত্নানি চ গৃহীত্বা পরিপূর্ণমনোরথঃ রাজসমীপমাগত্য ভণতি, ভো রাজন্! মহেশ্বরস্য তব প্রসাদাদহং ধনপতির্জাতোঽস্মি, তব নিধয়ো মম হস্তং প্রাপ্তাঃ। ইদানীং তব চরিত্রং সাদৃশ্যমতিক্রান্তম্। তব সাদৃশ্যং হরিহরব্রহ্মাদয়োঽপি ন বিভ্রতি। ॥ ৭ ॥

তথাহি— বেধা বেদায়নাবিষ্টো গোবিন্দোঽপি গদাধরঃ।
শম্ভুঃ শূলী বিষাদী ত্বং দেবৈঃ কেনোপমীয়সে॥ ॥ ৮ ॥

এবং স্তুত্বা স্তুতিপাঠকঃ ব্রহ্মায়ুর্ভবেত্যাশিষমুক্ত্বা নিজস্থানং গতঃ। ॥ ৯ ॥

ইতি কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা ভোজমবদৎ, ভো রাজন্! ত্বয়ি এবমৌদার্য্যং বিদ্যতে চেৎ, তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ। রাজা তূষ্ণীমাসীৎ। ॥ ১০ ॥

ইতি উনত্রিংশোপাখ্যানম্।

অন্বয়ঃ—বেধাঃ (বিধাতা) বেদায়নাবিষ্টঃ (বেদাধ্যয়নমগ্নঃ) গোবিন্দঃ অপি গদাধরঃ (শত্রুদমননিরত ইতি ভাবঃ) শম্ভুঃ শূলী (শূলরোগী ত্রিশূলী চ) বিষাদী চ (বিষভক্ষী নীলকণ্ঠশ্চ) ত্বং দেবৈঃ (মহারাজঃ) কেন (দেবেন) উপমীয়সে (সদৃশীক্রিয়সে)॥ ৮॥

বঙ্গানুবাদ।—সেই সময়ে রাজা দানের নিমিত্ত অষ্টাদশ কোটি সুবর্ণ ব্যবস্থা করিলেন। এইরূপ অত্যন্ত উদারতার পরম আদর্শ সেই রাজার ন্যায় দাতা এই দেশে আপনাকেই একমাত্র দেখা যাইতেছে। তাহার বাক্য শুনিয়া বিক্রমাদিত্য ভাণ্ডারিককে আহ্বান করিয়া বলিলেন, ওহে ভাণ্ডারিক! এই স্তুতিপাঠককে ভাণ্ডার গৃহে লইয়া গিয়া যত মহামূল্য রত্ন আছে, দেখাইবে, তৎপরে ইনি যত রত্ন এবং অন্যান্য যত উত্তম উত্তম বস্তু লইবেন, তৎসমস্তই ইঁহাকে লইতে দিবে। ইহা শুনিয়া ভাণ্ডারিক তাঁহাকে ভাণ্ডারমধ্যে লইয়া গিয়া বহুতর দিব্য বস্তু দেখাইল। স্তুতিপাঠকও নিজ অভিলষিত অন্যান্য বস্তু ও রত্ন-সমুদায় গ্রহণ পূর্ব্বক পূর্ণমনোরথ হইয়া রাজার নিকট আসিয়া বলিলেন, রাজন্! আপনি ঈশ্বর, আপনার প্রসাদে আমি অদ্য ধনপতি হইলাম, আপনার নিধিসকল আমার হস্তগত হইয়াছে। এক্ষণে দেখিলাম যে, অখিল ভুবনমধ্যে আপনার চরিত্রের সাদৃশ্য—সকলকে অতিক্রম করিয়াছে। হরিহর-ব্রহ্মাদিও আপনার সাদৃশ্য পাইবার অনুপযুক্ত। কারণ, ব্রহ্মা বেদ-অধ্যয়নেই নিবিষ্টচিত্ত, গোবিন্দও গদা ধারণ করিয়া শত্রুসংহারেই ব্যাপৃত, শূলধারী শঙ্কর বিষভক্ষণ করিয়া কালযাপন করিতেছেন, তবে কোন্ দেবতা আপনার উপমাস্থল হইতে পারেন? এই বলিয়া স্তুতিপাঠক "ব্রহ্মার তুল্য আয়ুষ্মান্ হউন" এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিয়া নিজস্থানে গমন করিলেন॥ ৭-৯॥

এই কথা বলিয়া পুত্তলিকা ভোজরাজকে বলিল, রাজন্! যদি আপনাতে এইরূপ উদারতা বিদ্যমান থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন। রাজা মৌনী হইয়া রহিলেন॥ ১০॥

উনত্রিংশোপাখ্যান সমাপ্ত।

ত্রিংশোপাখ্যানম্

ইন্দ্রজাল-প্রদর্শনম্।

পুনরপি যাবৎ রাজা সিংহাসনে সমুপবিশতি, তাবদন্যা পুত্তলিকা ভণতি, ভো রাজন্! যস্তু বিক্রম ইব ঔদার্য্যাদিগুণযুক্তঃ সোঽস্মিন্ সিংহাসনে উপবেষ্টুং যোগ্যঃ, অন্যো ন। রাজাব্রবীৎ, ভোঃ পুত্তলিকে। কথয় তস্য বিক্রমস্যৌদার্য্যবৃত্তান্তম্। সাব্রবীৎ, শ্রূয়তাং রাজন্। একদা সকলসামন্তরাজকুমারাদিভিরুপাস্যমানো রাজা সিংহাসনে সমুপবিষ্টোঽভূৎ। তস্মিন্ সময়ে ঐন্দ্রজালিকঃ কশ্চিৎ সমাগত্য ব্রহ্মায়ুর্ভবেত্যাশিষমুক্ত্বা ভণতি, ভো দেব! ত্বং সকলকলাভিজ্ঞঃ, তব সমীপমাগত্য অনেকৈঃ মহৈন্দ্রজালিকৈর্লাঘবানি দর্শিতানি, তর্হি অদ্য মম একং লাঘবং সুপ্রসন্নেন নিরীক্ষণীয়ম্। ॥ ১ ॥

রাজ্ঞোক্তম্, নেদানীমবসরোঽস্মাকং, স্নানভোজনবেলা জাতা, প্রভাতে দ্রক্ষ্যামঃ। ততঃ প্রভাতে মহাকায়ো মহাশ্মশ্রুভির্দেদীপ্যমানবপুঃ বিপুলকন্ধরে দেদীপ্যমানং খড়্গং ধৃত্বা অতিমনোহরয়া স্ত্রিয়া কয়াচিদযুক্তো রাজসভায়াং সমুপবিষ্টে রাজ্ঞি নমশ্চকার। তদা তত্রত্যৈরধিকারিভিস্তৎ কার্য্যং দৃষ্ট্বা সবিস্ময়ৈর্ভণিতম্, ভো নায়ক। ভবান কুতঃ সমাগতঃ? তেনোক্তম্, অহং মহেন্দ্রস্য সেবকঃ কদাচিৎ স্বামিনা শপ্তঃ, অধুনা ভূমণ্ডলে তিষ্ঠামি। ইয়ং মম ভার্য্যা। অদ্য বৈ দেবদৈত্যয়োর্মহদ্দ্বন্দ্বং প্রারব্ধং, তর্হি অহং তত্র গচ্ছামি। ॥ ২ ॥

বঙ্গার্থ।—পুনরায় রাজা যেমন সিংহাসনে বসিতে যাইবেন, অমনি অন্য পুত্তলিকা বলিল, রাজন্! যে ব্যক্তি বিক্রমাদিত্যের ন্যায় ঔদার্য্যাদি-গুণবিশিষ্ট, তিনিই এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত, অন্যে নহে। রাজা বলিলেন, পুত্তলিকে। সেই বিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্য বৃত্তান্ত কীর্ত্তন কর। পুত্তলিকা বলিল, রাজন্! শ্রবণ করুন এক দিন বিক্রমাদিত্য সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন, চতুর্দ্দিকে সমস্ত সামন্ত-রাজকুমারগণ তাঁহার গুণপ্রশংসায় নিযুক্ত সেই সময়ে কোন এক ঐন্দ্রজালিক আসিয়া "ব্রহ্মার আয়ুঃ লাভ করুন" এই আশীর্ব্বাদপ্রয়োগ পূর্ব্বক বলিল, দেব! আপনি সমস্ত কলাবিদ্যায় পারদর্শী, অনেক ঐন্দ্রজালিক আপনার নিকট আসিয়া বুদ্ধির কৌশল দেখাইয়া থাকেন, অতএব আজ আমারও একটি বুদ্ধিকৌশল প্রসন্নচিত্তে অবলোকন করুন্ ॥ ১ ॥

রাজা বলিলেন, এখন ত অবসর নাই, আমাদের স্নান-ভোজনের সময় হইয়াছে, কল্য প্রভাতে উহা দেখিব। তদনন্তর পরদিন প্রভাতে রাজা যখন সভামণ্ডপে উপবেশন করিয়া আছেন, ইত্যবসরে এক মহাশ্মশ্রুসম্পন্ন, মহাকায় একটি উজ্জ্বল পুরুষ নিজ বিপুলস্কন্ধদেশে দেদীপ্যমান খড়্গ স্থাপন পূর্ব্বক এক অতি মনোহারিণী রমণীর সহিত আসিয়া রাজাকে প্রণাম করিল। তখন তত্রস্থিত রাজপুরুষ-গণ সেই ব্যাপার অবলোকন করিয়া সবিস্ময়ে বলিল, হে নায়ক! তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ? সে বলিল, আমি দেবরাজ ইন্দ্রের সেবক ছিলাম, এক সময়ে প্রভু আমাকে শাপ দিয়াছিলেন বলিয়া আমি এখন ভূমণ্ডলে বাস করিতেছি। ইনি আমার ভার্য্যা, আজই দেব ও দৈত্যগণের পরস্পর মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে, সেই হেতু আমাকে সেখানে যাইতে হইবে ॥ ২ ॥

অযং বিক্রমাদিত্যঃ পবনাব সহোদরঃ ইতি বিচার্য্য অস্য সমীপে ভার্য্যাং নিক্ষিপ্য যুদ্ধার্থং গমিষ্যামি। ॥ ৩ ॥

তৎ শ্রুত্বা রাজাঽপি পরং বিস্ময়ং গতঃ। সোঽপি রাজ্ঞঃ সমীপে ভার্য্যাং নিক্ষিপ্য রাজানং নিবেদ্য খড়্গেন যাবৎ গগনে উৎপততি, তাবদাকাশে মহান্ ভৈরবরবো জাতঃ—রে রে। মারয় মারয় ঘাতয়, ইতি সভায়াং উপবিষ্টাঃ সর্বেঽপি লোকাঃ ঊর্দ্ধমুখাঃ সকৌতুকং পশ্যন্তি স্ম। তদনন্তরং মুহূর্ত্তে গতে রাজসভামধ্যে গগনাৎ খড়্গো রক্তলিপ্তঃ তথৈকো বাহুঃ পতিতঃ এবং সর্বৈর্বিবরলোকা ভণিতম্, অহো। এতস্যাঃ স্ত্রিয়া নাথঃ পতিঃ সংগ্রামে প্রতিভটৈর্হতঃ, তস্যৈকো বাহুঃ খড়্গশ্চ পতিতঃ। এবং বদতি সভাজনে পুনঃ শিরশ্চ পতিতম্, তথা কবন্ধঃ পতিতঃ। এতৎ সর্বং দৃষ্ট্বা নারস্ত্রিয়া ভণিতম্, ভো দেব। মম ভর্ত্তা রণাঙ্গনে যুদ্ধং বিধায় শত্রুভির্নিহতঃ, তস্যেদং শিরঃ, সখড়্গো বাহুঃ কবন্ধোঽপি পতিতঃ। তস্মি স মে প্রিয়ো ভর্ত্তা দিব্যাঙ্গনাভিঃ হ্রিয়তে তন্নিমিত্তমেতৎ শরীরম্ স্থিতম্। স মম স্বামী রণাঙ্গনে প্রতিভটৈর্হতঃ, ইদানীং এতচ্ছরীরং কস্য কৃতে রক্ষামি, প্রমদাঃ পতিমার্গগা ইতি বিচেতনৈরপি জ্ঞাতম্। ॥ ৪ ॥

তথাহি— শশিনা সহ যাতি কৌমুদী সহ মেঘেন তড়িৎ প্রলীয়তে।
প্রমদাঃ পতিমার্গগা ইতি প্রতিপন্নং হি বিচেতনৈরপি ॥ ॥ ৫ ॥

অন্বয় ঃ—কৌমুদী (জ্যোৎস্না) শশিনা সহ যাতি (অস্তমেতি), তড়িৎ (বিদ্যুৎ) মেঘেন (সহ) প্রলীয়তে (বিলীনা ভবতি), অতঃ প্রমদাঃ পতিমার্গগাঃ (পত্যুরনুগমনকারিণ্যঃ) ইতি বিচেতনৈঃ (জড়ৈঃ) অপি প্রতিপন্নম্ (স্বীকৃতম্) ॥ ৫ ॥

বঙ্গার্থ ঃ—এই বিক্রমাদিত্য রাজা পবনারী-সহোদরের মত এইরূপ বিবেচনা করিয়া ইহার নিকটে নিজ ভার্য্যা গচ্ছিত রাখিয়া যুদ্ধের নিমিত্ত স্বর্গে গমন করিব মনস্থ করিয়াছি। ৩ ॥

তাহা শুনিয়া রাজাও অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। সেই ব্যক্তিও রাজার নিকট নিজ ভার্য্যাকে রাখিয়া রাজাকে জানাইয়া খড়্গের উপর ভর দিয়া যেই গগনে উত্থিত হইল, অমনি আকাশে 'মার মার! ধর ধর!' এইরূপ বিকট যুদ্ধের শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল। তখন সভাস্থিত সকলেই ঊর্দ্ধমুখ হইয়া কৌতূহলসহকারে তাহা দর্শন করিতে লাগিলেন। তৎপরে মুহূর্ত্তমাত্র অতীত হইলেই আকাশ হইতে রাজসভামধ্যে একখানি রক্তলিপ্ত খড়্গ ও একখানি হস্ত পড়িল। এইরূপ দেখিয়া সকলেই বলিল, আহা! এই স্ত্রীলোকটির বীরপতিকে প্রতিপক্ষ হত্যা করিয়াছে; তাহার একটি বাহু ও খড়্গ পতিত হইয়াছে। সভাস্থ ব্যক্তিগণ এইরূপ বলিতেছেন, তৎক্ষণাৎ আবার তাহারই ছিন্নমস্তক ও ক্ষণকাল পরেই কবন্ধ পতিত হইল। এই সকল দেখিয়া সেই বীরের পত্নী বলিল, দেব! নিশ্চিত আমার স্বামী রণস্থলে যুদ্ধ করিয়া শত্রুদ্বারা নিহত হইয়াছেন, এই তাঁহার মস্তক, বাহু, কবন্ধ ও খড়্গ পতিত হইয়াছে; যুদ্ধে মৃত্যু হেতু দিব্যাঙ্গনাগণ আমার সেই প্রিয় ভর্ত্তাকে বরণ করিবার জন্য হরণ করিতেছেন। আমার এই শরীর তাঁহার নিমিত্তই রাখিয়াছিলাম, কিন্তু আমার স্বামী যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন, এক্ষণে আর এ শরীর কাহার জন্য রাখিব? পতি যে পথে যান, পতিব্রতা রমণীগণও সেই পথে গিয়া থাকেন, ইহা অতি মূর্খেরও জ্ঞান আছে। দেখুন, শশী অস্ত যাইলে জ্যোৎস্নাও অস্ত যায়। তড়িৎ মেঘের সহিত বিলীন হয়, অতএব "প্রমদা পতির অনুগামিনী হইবে," অচেতন জীবও এই পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া থাকে ॥ ৪ ৫ ॥

তথা চ স্মৃতিঃ--

মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী সমারোহেদ্ধুতাশনম্। সাঽরুন্ধতীব পূজ্যা স্যাৎ স্বর্গলোকে নিরন্তরম্॥ ॥ ৬ ॥
যাবচ্চাগ্নৌ মৃতে পত্যৌ স্ত্রী নাত্মানং প্রদাহয়েৎ। তাবন্ন মুচ্যতে সা হি নরকাৎ কথঞ্চন॥ ॥ ৭ ॥
মাতৃকং পৈতৃকং চাপি শ্বশুরস্য কুলং তথা। কুলত্রয়ং তারয়েত্তু ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি॥ ॥ ৮ ॥

তথাচ—

তিস্রঃ কোট্যর্দ্ধকোটী চ যানি রোমাণি মানবে। তাবৎকালং বসেৎ স্বর্গে ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি॥ ॥ ৯ ॥
ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বলাদুদ্ধরতে বিলাৎ। তথা স্ত্রী পতিমুদ্ধৃত্য সহ তেনৈব মোদতে॥ ॥ ১০ ॥
দুর্ব্বৃত্তং বা সুবৃত্তং বা সর্ব্বপাপরতং তথা। ভর্ত্তারং তারয়ত্যেষা ভার্য্যা ধর্ম্মেষু নিষ্ঠিতা॥ ॥ ১১ ॥

অন্যচ্চ –

জীবিতং পতিহীনায়া নিষ্ফলঞ্চ ভবেদ্ ধ্রুবম্। দীনায়াঃ পতিহীনায়াঃ কিং নার্য্যা জীবিতে ফলম্॥ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—যা নারী ভর্ত্তরি মৃতে সতি হুতাশনং সমারোহেৎ (অগ্নিং প্রবিশেৎ), সা স্বর্গলোকে অরুন্ধতী (বশিষ্ঠপত্নী) ইব নিরন্তরং পূজ্যা স্যাৎ (ভবতি)॥ ৬ ॥

পত্যৌ মৃতে সতি স্ত্রী যাবৎকালপর্য্যন্তম্ অগ্নৌ আত্মানং (স্বশরীরং) ন প্রদাহয়েৎ, তাবৎ সা হি নরকাৎ কথঞ্চন (কেনাপি উপায়েন) ন মুচ্যতে (ন পরিত্রাণং লভতে)॥ ৭ ॥

যা স্ত্রী ভর্ত্তারম্ (মৃতমিতি শেষঃ) অনুগচ্ছতি (অনুম্রিয়তে ইত্যর্থঃ) সা মাতৃকং (মাতামহকুলং) পৈতৃকং (পিতৃকুলং) তথা শ্বশুরস্য কুলং এতৎ কুলত্রয়ং তারয়েৎ (উদ্ধারয়তি)॥ ৮ ॥

যা ভর্ত্তারম্ অনুগচ্ছতি, সা, মানবে (মনুষ্যদেহে) যানি তিস্রঃ-কোটী অর্দ্ধকোটী চ রোমাণি বিদ্যন্তে, তাবৎকালং স্বর্গে বসেৎ॥ ৯ ॥

যথা ব্যালগ্রাহী (আহিতুণ্ডিকঃ) বলাৎ (স্বশক্ত্যা) ব্যালং (সর্পং) বিলাৎ (গর্ত্তাৎ) উদ্ধরতি (আকর্ষতি), তথা স্ত্রী (অনুমৃতা) পতিম্ উদ্ধৃত্য (নরকাৎ ইতি শেষঃ) তেন সহ এব মোদতে (আনন্দমনুভবতি)॥ ১০ ॥

এষা ধর্ম্মেষু নিষ্ঠিতা (ধার্ম্মিকা পতিব্রতা) ভার্য্যা দুর্ব্বৃত্তম্ (দুষ্কর্ম্মরতং) বা সুবৃত্তং তথা সর্ব্বপাপরতং (সর্ব্ববিধপাতকপরায়ণম্) ভর্ত্তারং (স্বামিনং) তারয়তি (স্বপুণ্যেন তম্ পাপাৎ মোচয়তি)॥ ১১ ॥

পতিহীনায়াঃ জীবিতং (জীবনং) ধ্রুবং (নিশ্চিতং) নিষ্ফলং (বৃথা) ভবেৎ, দীনায়াঃ (দুর্গতায়াঃ) পতিহীনায়াঃ নার্য্যাঃ জীবিতে কিং ফলং (প্রয়োজনং সিধ্যেৎ ন কিমপি)॥ ১২ ॥

বঙ্গার্থ।—আর স্মৃতিশাস্ত্রে কথিত আছে যে, মৃতে স্বামী মরিলে যে নারী হুতাশনে আরোহণ করে, সে স্বর্গলোকে চিরদিন অরুন্ধতীর ন্যায় পূজিত হয়। পতি মরিলে, নারী যে পর্য্যন্ত নিজদেহ অগ্নিতে দগ্ধ না করে, তাবৎ সে নরক হইতে কোনরূপেই মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় না। যে নারী মৃত স্বামীর অনুগমন করে, সে মাতৃকুল, পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল এই ত্রিকুল উদ্ধার করিয়া থাকে। মানবদিগের প্রত্যেকের গাত্রে সাড়ে তিন কোটি রোম আছে, যে স্ত্রী মৃত স্বামীর অনুগমন করে, সে তাবৎসংখ্যক বর্ষ স্বর্গলোকে বাস করিয়া থাকে। যেমন সাপুড়েরা বলপূর্ব্বক গর্ত্ত হইতে সর্প বাহির করে, অনুমৃতা সাধ্বী স্ত্রীও সেইরূপ পতিকে নরক হইতে উদ্ধার করিয়া তাহার সহিত স্বর্গে আনন্দে বিহার করে। ধর্ম্মপরায়ণা ভার্য্যা, পতি দুর্ব্বৃত্তই হউক্ বা সচ্চরিত্রই হউক, কিংবা সমস্ত পাপকার্য্যেই নিরত থাকুক্, সে আপন পতিকে উদ্ধার করিয়া লয়। তদ্ভিন্ন, পতিহীনা নারীর জীবন নিশ্চয়ই নিষ্ফল, যে রমণী পতিহীনা, সেই দীনা নারীর জীবন রাখিয়া ফল কি ?॥ ৬-১২ ॥

মিতং দদাতি হি পিতা মিতং ভ্রাতা মিতং সুতঃ। অমিতস্য চ দাতারং ভর্তারং কা ন পূজয়েৎ ? ॥ ১৩ ॥

কিঞ্চ—অপি বন্ধুশতা নারী বহুপুত্রৈশ্চ সংযুতা। শোচ্যা ভবতি সা নারী পতিহীনা তপস্বিনী ॥ ॥ ১৪ ॥

তথাচ—গন্ধৈর্মাল্যৈস্তথা ধূপৈর্বিবিধৈর্ভূষণৈরপি। বাসোভিঃ শয়নৈশ্চৈব বিধবা কিং করিষ্যতি ? ॥ ১৫ ॥

তথাচ—নাতন্ত্রী বিদ্যতে বীণা নাচক্রো বর্ততে রথঃ। নাপতিঃ সুখমাপ্নোতি নারী বন্ধুশতৈরপি ॥ ॥ ১৬ ॥

দরিদ্রো ব্যসনী বৃদ্ধো ব্যাধিতো বিকলস্তথা। পতিতঃ কৃপণো বাঽপি স্ত্রীণাং ভর্তা পরা গতিঃ ॥

নাস্তি ভর্তৃসমো বন্ধুর্নাস্তি ভর্তৃসমা গতিঃ ॥ ॥ ১৭ ॥

কিঞ্চ—

বৈধব্যসদৃশং দুঃখং স্ত্রীণামন্যন্ন বিদ্যতে। ধন্যা সা যোষিতাং মধ্যে ভর্তুরগ্রে ম্রিয়তে হি যা ॥ ॥ ১৮ ॥

ইত্যুক্ত্বা অগ্নিপ্রবেশার্থং রাজ্ঞঃ পাদয়োঃ পপাত। রাজা তস্যা বচনং শ্রুত্বা করুণার্দ্র-রসসিক্তকর্ণঃ সন্ শ্রীখণ্ডাদিভিশ্চিতাং বিরচয্য তস্যৈ অনুজ্ঞাং দদৌ। সাঽপি রাজ্ঞঃ সকাশাৎ অনুজ্ঞাং লব্ধ্বা ভর্তুঃ শরীরেণ সমম্ অগ্নিং বিবেশ। ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—পিতা (কন্যায়ৈ) মিতং (পরিমিতং বস্ত্রাদিকং) দদাতি (স্নেহেন, ন তু নিয়মেন) এবং ভ্রাতা মিতং, সুতং অপি মিতং দদাতি, পরন্তু অপরিমিতস্য ধনস্য দাতারং ভর্তারং কা ন পূজয়েৎ (মৃতম্ তম ন অনুগচ্ছেৎ ইতি ভাবঃ) ॥ ১৩ ॥

বন্ধুশতা (আত্মীয়শতবেষ্টিতা) বহুপুত্রৈঃ চ সংযুতা (বহুপুত্রা অপি) নারী শোচ্যা ভবতি, যতঃ সা পতিহীনা অতএব তপস্বিনী (দীনা) ॥ ১৪ ॥

বিধবা নারী গন্ধৈঃ মাল্যৈঃ ধূপৈঃ বিবিধৈঃ ভূষণৈঃ বাসোভিঃ (বস্ত্রৈঃ) শয়নৈঃ (শয়নোপকরণৈঃ খট্বাদিভিঃ) চ কিং করিষ্যতি ? বিধবানাং বিষয়ভোগ নিষেধাৎ) ॥ ১৫ ॥

অতন্ত্রী (তন্ত্রীরহিতা) বীণা ন বাদ্যতে (তন্ত্রীং বিনা বীণাবাদ্যাভাবাৎ) অচক্রী (চক্রহীন) রথঃ ন বর্ততে (গতিহীনত্বাৎ) অপতিঃ (বিধবা) নারী বন্ধুশতৈঃ ব্যাপ্তা অপি সুখম্ ন আপ্নোতি (ভোগনিষেধাৎ) ॥ ১৬ ॥

স্ত্রীণাং দরিদ্র (ধনহীনঃ) ব্যসনী (কামজাদিব্যসনাসক্তঃ) বৃদ্ধঃ ব্যাধিতঃ (রোগী) তথা বিকলঃ (উপার্জ্জনাক্ষমঃ) পতিতঃ (পাপী) অথবা কৃপণঃ (দীনঃ) অপি ভর্তা পরা গতিঃ (একমেব শরণম্) ॥ ১৭ ॥

স্ত্রীণাং বৈধব্যসদৃশম্ অন্যৎ (অপরম্) দুঃখং ন বিদ্যতে, যোষিতাং মধ্যে সা (স্ত্রী) ধন্যা (প্রশস্যা) যা হি ভর্তুঃ অগ্রে (মৃতস্য ভর্তুঃ পুরঃ) ম্রিয়তে ॥ ১৮ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—পিতা, ভ্রাতা ও পুত্র ইঁহারা সকলেই পরিমিত দান করেন, কিন্তু অপরিমিত দান করিতে একমাত্র পতিই, তবে কেন স্ত্রী স্বীয় পতির পূজা না করিবে ? আর, নারী বহুতর পুত্র, শত শত বন্ধুগণ পরিবৃতা হইয়াও পতিহীনা হইলে শোচনীয়া দশা প্রাপ্ত হয়। বিধবা নারী গন্ধদ্রব্য, মাল্য, ধূপ, বিবিধ ভূষণ, শয্যা ও বসনসমূহ লইয়া কি করিবে ? যেমন তন্ত্রী বিনা বীণা বাজে না, চক্রের অভাবে রথের অবস্থান হয় না, সেইরূপ নারী পতিহীনা হইলে শত শত বন্ধুজনে পরিবৃতা হইলেও তাহার স্বস্তি নাই। স্বামী দরিদ্রই হউক, ব্যসনাসক্তই হউক, বৃদ্ধই হউক, ব্যাধিগ্রস্তই হউক, বিকলাঙ্গই হউক, পতিতই হউক, অথবা কৃপণই হউক, স্বামীই স্ত্রীলোকের পরমগতি নারীগণের পতির সমান বন্ধু নাই, পতির সমান গতি নাই। বৈধব্যের তুল্য দুঃখকর আর কিছুই নাই। যে নারী স্বামীর সম্মুখে মরিতে পারে, তাহার তুল্য ধন্যা পুণ্যশীলা আর কে আছে ? ॥ ১৩-১৮ ॥

এই বলিয়া সেই নারী অগ্নিপ্রবেশের নিমিত্ত রাজার চরণদ্বয়ে নিপতিত হইল। সেই স্ত্রীলোকের কথা শুনিয়া রাজার কর্ণদ্বয় করুণরসে পরিষিক্ত হইল। তখন তিনি চন্দন কাষ্ঠাদি দ্বারা চিতা নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাকে সেই চিতায় আরোহণের নিমিত্ত অনুমতি প্রদান করিলেন। অতঃপর সেই সাধ্বী রমণীও রাজার নিকট অনুমতি পাইয়া স্বামীর দেহের সহিত অনলে প্রবেশ করিল ॥ ১৯ ॥

ততঃ সূর্য্যোঽস্তমগাৎ। প্রভাতে রাজা সন্ধ্যাদিকং কর্ম্ম সমনুষ্ঠায় সিংহাসনে সমুপবিষ্টো যাবৎ সকলসামন্তরাজকুমারাদিভিরুপাস্যতে, তাবৎ স এব নায়কঃ পূর্ব্ববৎ খড়্গহস্তঃ অতিদীর্ঘাকারো দেদীপ্যমানবপুঃ সমাগত্য রাজ্ঞঃ কণ্ঠে কল্পতরুকুসুমগ্রথিতাং মালাং পরিমললুব্ধমুগ্ধমধুকরনিকুরম্বনিরন্তরাং নিধায় ততস্তস্মৈ নানাবিধযুদ্ধগোষ্ঠীং বক্তুং প্রবৃত্তঃ। ততঃ তং সমাগতং দৃষ্ট্বা সর্ব্বাপি সভা বিস্ময়ঙ্গতা। পুনস্তেন ভণিতম্, ভো রাজন্। ময়ি অস্মাৎ স্থানাৎ স্বর্গং গতে তত্র মহেন্দ্রস্য দৈত্যানাং চ মহান্ সংগ্রামোঽভূৎ। তস্মিন্ সময়ে বহবো রাক্ষসা নিপাতিতাঃ, কেচন পলায্য গতাঃ। যুদ্ধাবসানে দেবেন্দ্রো সপ্রসাদমহং ভণিতঃ ভো নায়ক। ত্বয়া অদ্য প্রভৃতি ভূলোকং প্রতি ন গন্তব্যম্ তব শাপস্যাবসানং জাতম্। তবাহং প্রসন্নোঽস্মি। গৃহাণেদং কুবলয়মিতি রত্নখচিতং স্বকরাৎ মুক্তাবলয়ং মম হস্তে অদাৎ। পুনর্ম্ময়া ভণিতম্ ভোঃ স্বামিন্! অত্রাগমনসময়ে ময়া ভার্য্যা বিক্রমার্কসমীপে নিক্ষিপ্তা। তাং গৃহীত্বা ঝটিতি পুনরাগমিষ্যামি। ইতি পুরন্দরম্ উক্ত্বা সমাগতোঽস্মি। ত্বং পরনারীসহোদরঃ, সা মম ভার্য্যা দাতব্যা। তয়া সহ পুনঃ স্বর্লোকং গমিষ্যামি। তদ্বচনং শ্রুত্বা রাজা সর্ব্বৈঃ সহ সভায়াং তটস্থো জাতঃ। পরং বিস্ময়ং গত্বা তূষ্ণীংস্থিতঃ। পুনস্তেন গদিতম্, ভো রাজন্! কিমিতি জোষমাস্যতে? রাজ্ঞঃ সমীপস্থৈর্ভণিতম্, তব ভার্য্যা অগ্নিং প্রবিষ্টা। তেনোক্তম্, কিমর্থম্? ততস্তে নিরুত্তরীভূতা আসন্। তদা তেন ভণিতম্, রাজশিরোমণে! পরনারীসহোদর! লোককল্পদ্রুম! বিক্রমভূমিপাল! ব্রহ্মায়ুর্ভব, অহং মহেন্দ্রজালিকঃ তব পুরতঃ ইন্দ্রজালবিদ্যালাঘবং দর্শিতম্। ॥ ২০ ॥

বঙ্গানুবাদ।—তদনন্তর সূর্য্যদেব অস্তমিত হইলেন। পরদিন প্রভাতকালে রাজা সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন পূর্ব্বক সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া যখন সকল সামন্তবর্গে পরিবৃত হইয়া আছেন, তখন সেই দীর্ঘাকার নায়ক পূর্ব্বের মত হস্তে খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক উজ্জ্বলদেহে আসিয়া রাজার কণ্ঠদেশে মধুগন্ধলুব্ধ মুগ্ধ-মধুকর-সমূহ দ্বারা পরিব্যাপ্ত কল্পতরুর কুসুমমালা অর্পণ করিয়া তাঁহার নিকট নানাপ্রকার যুদ্ধবৃত্তান্ত বর্ণন করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু তাহাকে পূর্ব্বদেহে উপস্থিত দেখিয়া সমস্ত সভা বিস্মিত হইল। সেই নায়ক পুনর্ব্বার বলিল, রাজন্! আমি এই স্থান হইতে স্বর্গগমন করিলে পর তথায় দৈত্যগণের সহিত দেবরাজের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হয়। তাহাতে অনেক রাক্ষস ধ্বংস হইল এবং কতকগুলি পলাইয়া গেল। যুদ্ধের অবসানে সুররাজ প্রসন্ন হইয়া আমাকে বলিলেন, হে নায়ক! আজ হইতে তোমাকে আর ভূলোকে যাইতে হইবে না, তোমার শাপের অবসান হইয়াছে, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইলাম। এই বলিয়া রত্নখচিত মুক্তাবলয় নিজ কর হইতে খুলিয়া 'এই পুরস্কার লও' বলিয়া আমাকে দিলেন। আমি পুনরায় বলিলাম, প্রভো! এখানে আসিবার সময় আমার ভার্য্যাকে রাজা বিক্রমাদিত্যের নিকট রাখিয়া আসিয়াছি, আমি তাহাকে লইয়া শীঘ্র আসিতেছি; ইন্দ্রের নিকট এইরূপ প্রতিশ্রুতি করিয়া আসিয়াছি। আপনি পরনারীগণের সহোদর তুল্য, এখন আমার সেই ভার্য্যাকে ফিরাইয়া দিন, আমি তাহাকে লইয়া পুনর্ব্বার স্বর্গলোকে গমন করি। সেই কথা শুনিয়া রাজা সভাস্থলে সকলের সহিত অবাক্ হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে মৌনী হইয়া রহিলেন। পুনর্ব্বার নায়ক বলিল, এ কি মহারাজ! চুপ করিয়া রহিলেন যে? রাজার পারিষদগণ বলিল, তোমার ভার্য্যা অনলে প্রবেশ করিয়াছে। সে বলিল, কি নিমিত্ত? তৎপরে সভাস্থিত সকলেই নিরুত্তর হইয়া রহিল। তখন সে বলিল, হে রাজশিরোমণে! হে পরনারীসহোদর! হে লোককল্পদ্রুম! মহারাজ বিক্রমাদিত্য! আপনি ব্রহ্মায়ু লাভ করুন, আমি এক জন মহান্ ঐন্দ্রজালিক, ইহা আপনার সম্মুখে ইন্দ্রজালবিদ্যার নৈপুণ্য দেখাইলাম ॥ ২০ ॥

রাজাঽপি বিস্ময়ং গতঃ প্রসন্নোঽভূৎ। তস্মিন্নবসরে ভাণ্ডাবিকেণাগত্য উক্তম্, মহারাজ! পাণ্ড্যরাজেন স্বামিনে করঃ প্রেষিতঃ। রাজ্ঞোক্তম্, কিং কিং প্রেষিতম্? তেনোক্তম্, স্বামিন্! অবহিতঃ শৃণু। ॥ ২১ ॥

অষ্টৌ হাটককোটয়স্ত্রিনবতির্মুক্তাফলানাং তুলাঃ
পঞ্চাশন্মধুগন্ধলুব্ধমধুপৈঃ সংশোভিতাঃ সিন্ধুবাঃ।
অশ্বানাং ত্রিশতং তথা ত্রিচতুরং পণ্যাঙ্গনানাং শতং
শ্রীমন্‌বিক্রমভূমিপাল ভবতঃ শ্রীপাণ্ড্যরাট্‌প্রেষিতম্॥ ॥ ২২ ॥

ততো রাজ্ঞা ভণিতম্, এতৎ সর্ব্বং ঐন্দ্রজালিকায় দেহীতি। তদা তৎ সর্ব্বং তেন দত্তম্ ॥ ২৩ ॥

ইমাং কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা ভোজরাজমবদৎ, ভো রাজন্! ত্বয়ি এবম্ ঔদার্য্যং বিদ্যতে চেৎ, তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ। রাজা অধোমুখো বভূব। ॥ ২৪ ॥

ইতি ত্রিংশোপাখ্যানম

অথ একত্রিংশোপাখ্যানম্

বেতাল-সিদ্ধিঃ।

পুনরপি রাজা সিংহাসনে যাবৎ সমুপবিশতি, তাবদন্যা পুত্তলিকা বদতি স্ম ভো রাজন্! অস্মিন্ সিংহাসনে স এবোপবেষ্টুং ক্ষমঃ, যস্য বিক্রমস্যেব ঔদার্য্যাদয়ো গুণা ভবন্তি। রাজ্ঞোক্তম্, ভোঃ পুত্তলিকে! কথয় তস্য বিক্রমস্যৌদার্য্যবৃত্তান্তম। ॥ ১ ॥

অন্বয় ঃ—হে শ্রীমন্! বিক্রমভূমিপাল! ভবতঃ (ভবতে) অষ্টৌ হাটককোটয়ঃ (সুবর্ণকোট্যঃ) মুক্তাফলানাং ত্রিনবতিঃ তুলাঃ (ভারাঃ) মধুগন্ধলুব্ধমধুপৈঃ (মদপরিমলাকৃষ্ট-ভ্রমরৈঃ) সংশোভিতাঃ পঞ্চাশৎ সিন্ধুরাঃ (হস্তিনঃ) অশ্বানাং ত্রিশতং, তথা এব পণ্যাঙ্গনানাং (বেশ্যানাং) ত্রিচতুরং শতং শ্রীপাণ্ড্যরাট্‌প্রেষিতম্ (শ্রীমতা পাণ্ড্যেশ্বরেণ উপঢৌকনার্থং প্রেরিতম্) ॥ ২২ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা তাহা শুনিয়া বিস্মিত ও তাহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। সেই সময়ে কোষাধ্যক্ষ আসিয়া নিবেদন করিল, মহারাজ! পাণ্ড্যদেশের রাজা প্রভুর নিকট কর প্রেরণ করিয়াছেন। রাজা বলিলেন, কি কি পাঠাইয়াছে? সে বলিল, প্রভো! অবধান পূর্ব্বক শ্রবণ করুন্। আট কোটি সুবর্ণ, তিরানব্বই কোটি মুক্তার ভার এবং মদগন্ধলুব্ধ-মধুকর-ব্যাপ্ত পঞ্চাশৎ হস্তী, তিন শত অশ্ব ও তিন চারি শত বারাঙ্গনা প্রেরণ করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, সেই সমস্ত দ্রব্যই এই ঐন্দ্রজালিককে প্রদান কর। তখন সে তৎসমস্তই তাহাকে প্রদান করিল ॥ ২১-২৩ ॥

এই কথা বলিয়া পুত্তলিকা ভোজ-রাজাকে বলিল, রাজন্! যদি আপনার এইরূপ ঔদার্য্যাদি গুণ থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন। রাজা অধোবদন হইলেন ॥ ২৪ ॥

ত্রিংশোপাখ্যান সমাপ্ত

পুনর্ব্বার রাজা যেমন সিংহাসনে আরোহণ করিবেন, অমনি অন্য পুত্তলিকা বলিল, রাজন্! যাহার বিক্রম-তুল্য ঔদার্য্যাদি গুণ আছে, সেই ব্যক্তিই এই সিংহাসনে বসিবার যোগ্য। রাজা বলিলেন, পুত্তলিকে! রাজা বিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্য গুণ-বর্ণনা কর ॥ ১ ॥

সা কথয়তি, ভো রাজন্! শ্রূয়তাম্। বিক্রমার্কে রাজ্যং কুর্বতি একদা কশ্চিদ্দিগম্বরঃ সমাগত্য রাজ্ঞো হস্তে ফলং দত্ত্বা আশিষং প্রযুজ্য ভণতি, ভো রাজন্! অহং মার্গশীর্ষকৃষ্ণচতুর্দ্দশীদিবসে শ্মশানে হবনং করিষ্যামি। তত্র ভবান্ পরোপকারী সত্ত্বাধিকঃ তত্র মমোত্তরসাধকেন ভবিতব্যম্। তস্য শ্মশানস্য নাতিদূরে শমীপাদপঃ অস্তি। তত্র কশ্চিদ্বেতালঃ লগ্নস্তিষ্ঠতি। স ত্বয়া মৌনেন নেতব্যঃ। রাজ্ঞা তথা করিষ্যামি ইতি প্রতিজ্ঞাতম্। ॥ ২ ॥

অথ ক্ষপণকঃ কৃষ্ণচতুর্দ্দশীদিবসে শ্মশানে হোমসাধনদ্রব্যাণি গৃহীত্বা স্থিতঃ। অথ তেন দর্শিতং শমীপাদপস্থিতং বেতালং দৃষ্ট্বা স্কন্ধে গৃহীত্বা রাজা যাবৎ মার্গে আগচ্ছতি, তাবৎ বেতালেনোক্তম্, ভো রাজন্! মার্গশ্রমাপনোদনায় কামপি কথাং কথয়। রাজা মৌনভঙ্গভয়াৎ তূষ্ণীং স্থিতঃ। পুনর্বেতালেনোক্তম্, ত্বং মৌনভঙ্গভয়াৎ কথাং ন কথয়সি, অহং তাবৎ কথয়িষ্যামি। কথাবসানে মৌনভঙ্গভয়াৎ কথয়িষ্যসি চেৎ, তব শিরঃ সহস্রধা ভবিষ্যতি। ইতি ভণিত্বা কথাং কথয়তি। ॥ ৩ ॥

রাজন্! শ্রূয়তাম্, হিমবতো দক্ষিণপার্শ্বে বিন্ধ্যবতীনাম্নী নগরী আসীৎ। তত্র সুবিচারকো নাম রাজা প্রতিবসতি স্ম। তস্য পুত্রো মদনসেনঃ। স একদা আখেটনার্থং বনং গতঃ। বনে হরিণমেকং দৃষ্ট্বা তদনুগতো মহারণ্যং প্রবিষ্টঃ। তদা কিঞ্চিন্নগরমার্গমাসাদ্য একাকী যাবদাগচ্ছতি, তাবন্মধ্যে একা নদী দৃষ্টা। তত্র নদীতটাকে কশ্চিদ্ব্রাহ্মণঃ অনুষ্ঠানং করোতি। ॥ ৪ ॥

বঙ্গার্থ।—পুত্তলিকা বলিল, রাজন্! শ্রবণ করুন। বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে এক দিন এক জন বৌদ্ধসন্ন্যাসী আসিয়া রাজার হস্তে একটি ফল দিয়া আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক বলিলেন, রাজন! আমি অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর দিন শ্মশানে হোম করিব। আপনি পরোপকারী ও মহাবলবান্ পুরুষ, সেখানে আপনি আমার সাহায্য করিবেন, সেই শ্মশানের কিয়দ্দূরে এক শমীবৃক্ষ আছে, এক বেতাল সেই বৃক্ষে সর্ব্বদাই লাগিয়া থাকে, আপনি মৌনী হইয়া তাহাকে আনয়ন করিবেন। রাজা "তাহাই করিব" বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন ॥ ২ ॥

তৎপরে ক্ষপণক কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর দিন হোমের ঘৃতাদি সংগ্রহ করিয়া শ্মশানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এ দিকে রাজা শমীবৃক্ষস্থিত সেই বেতালকে স্কন্ধে বহন করিয়া পথে যখন আসিতেছিলেন, তখন বেতাল বলিল, রাজন্! পথিশ্রম অপনয়নের নিমিত্ত কোন গল্প বলুন। রাজা মৌনভঙ্গভয়ে চুপ করিয়া রহিলেন। তখন বেতাল বলিল, আপনি অঙ্গীকৃত মৌনভঙ্গ-ভয়ে চুপ করিয়া রহিলেন, কথা কহিলেন না, তবে প্রথমে আমিই কথা কহি। আমার কথা শেষ হইলে যদি মৌনভঙ্গভয়ে কথা না কহেন, তবে আপনার মস্তক শত প্রকারে বিদীর্ণ হইবে, এই বলিয়া বেতাল গল্প বলিতে আরম্ভ করিল। বলিল, রাজন্! শ্রবণ করুন। হিমাচলের দক্ষিণপার্শ্বে বিন্ধ্যবতী নামে এক নগরী আছে, তথায় সুবিচারক নামে এক রাজা বাস করেন। তাঁহার পুত্র মদনসেন এক দিন মৃগয়ার্থ বনে যায়, তথায় এক হরিণকে দেখিয়া তাহাকে বিদ্ধ করিবার জন্য তাহার অনুসরণ করে, ক্রমে মহারণ্যে উপস্থিত হয়। নগরের পথ ধরিয়া একাকী আসিতে আসিতে পথিমধ্যে এক নদী দৃষ্টিপথে পড়িল। সেই নদীতটে কোন ব্রাহ্মণ তপস্যার অনুষ্ঠান করিতেছিলেন ॥ ৩-৪ ॥

রাজপুত্রঃ তস্য সমীপং গত্বা তমবদৎ ভো ব্রাহ্মণ! যাবৎ জলং পাস্যামি তাবৎ মম অশ্বং গৃহাণ। ব্রাহ্মণেনোক্তম্, অহং কিং তব প্রেষ্যঃ যদশ্বং ধারয়িষ্যামি? ততস্তেন কশয়া তাড়িতঃ ব্রাহ্মণঃ রুদন্ রাজসমীপমাগত্য নিবেদয়ামাস। রাজাঽপি ক্রোধদারুণ লোচনঃ সন্ পুত্রং স্বদেশাৎ নির্ব্বাসয়িতুমাদিদেশ। তস্মিন্নবসরে মন্ত্রিণা ভণিতম্ অয়ং রাজ্যভোগে ন যোগ্যঃ কুমারো ন তু স্বদেশাৎ নির্ব্বাসনীয়ঃ। এতদুচিতং ন ভবতি। রাজ্ঞোক্তম্, ভো মন্ত্রিন্! তদুচিতম্ এব যতঃ ব্রাহ্মণশরীরং কশয়া তাড়িতং, তস্মাদয়ং সমীচীনদণ্ডো ভবতি। বুদ্ধিমতা ব্রহ্মদ্বেষো ন কর্ত্তব্যঃ। ॥ ৫ ॥

উক্তঞ্চ--

ন বিষং ভক্ষয়েৎ প্রাজ্ঞো ন ক্রীড়েৎ পন্নগৈঃ সহ।
ন নিন্দেদ্‌যোগিবৃন্দানি ব্রহ্মদ্বেষং ন কারয়েৎ ॥ ॥ ৬ ॥

ভো মন্ত্রিন্! কিং ত্বয়া পুরাণানি ন শ্রুতানি? পুরা ব্রাহ্মণস্য শাপাৎ ঈশ্বরস্য লিঙ্গপাতো জাতঃ, নৃগস্য কৃকলাসত্বম্, ইন্দ্রস্য দারিদ্র্যযোগঃ, নহুষস্য মহোরগত্বম্। স্বয়ং সম্পন্নোঽপি পূজ্যান্ ন তিরস্কুর্য্যাৎ। ॥ ৭ ॥

অত্যুন্নতপদং প্রাপ্তঃ পূজ্যান্ নৈবাবমানয়েৎ।
নহুষং সর্পতাং প্রাপ্তশ্চ্যুতোঽগস্ত্যাবমাননাৎ।
অতস্তে ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে পূজনীয়াশ্চ সর্ব্বদা। ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ ঃ—প্রাজ্ঞঃ (বুদ্ধিমান্) বিষং ন ভক্ষয়েৎ, পন্নগৈঃ (সর্পৈঃ) সহ ন ক্রীড়েৎ, যোগিবৃন্দানি ন নিন্দেৎ, ব্রহ্মদ্বেষং (ব্রাহ্মণং প্রতি কোপং) ন কারয়েৎ (ন কুর্য্যাৎ) ॥ ৬ ॥

অত্যুন্নতপদং (উন্নতেঃ পরাং কাষ্ঠাং) প্রাপ্তঃ সন্ পূজ্যান্ (ব্রাহ্মণাদীন্) ন অপমানয়েৎ এব, তথা হি নহুষঃ অগস্ত্যাবমাননাৎ (অগস্ত্যঋষেঃ পাদপ্রহারাৎ) চ্যুতঃ (ঐন্দ্রপদাৎ ভ্রংশিতঃ) সর্পতাং প্রাপ্তঃ, অতঃ তে সর্ব্বে ব্রাহ্মণাঃ চ সর্ব্বদা পূজনীয়াঃ ॥ ৮ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজপুত্র তাঁহার নিকট গিয়া বলিল, হে বিপ্রবর! আমি যাবৎকাল জলপান করিব, তভক্ষণ আপনি একবার এই অশ্বকে ধারণ করুন। ব্রাহ্মণ বলিলেন, আমি কি তোমার ভৃত্য যে, অশ্ব ধারণ করিব? ইহাতে রাজপুত্র ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে অশ্বরজ্জু দ্বারা আঘাত করিল, ব্রাহ্মণ কাঁদিতে কাঁদিতে রাজার নিকট গিয়া অভিযোগ করিলেন। রাজাও ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া পুত্রকে নিজ দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিবার আজ্ঞা দিলেন। সেই সময়ে মন্ত্রী রাজাকে বলিলেন, কুমারকে রাজ্যভোগে অযোগ্য করুন, কিন্তু ইহাকে স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত করা উচিত নহে। রাজা বলিলেন, মন্ত্রিন্! তাহাই উচিত, যেহেতু, এ ব্রাহ্মণ শরীরে কশাঘাত করিয়াছে, অতএব ইহাই উপযুক্ত দণ্ড হইয়াছে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কদাচ ব্রাহ্মণের প্রতি দ্বেষ করিবে না। কথিত আছে, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বিষভক্ষণ, সর্পের সহিত ক্রীড়া, যোগিবৃন্দের নিন্দা ও ব্রাহ্মণের প্রতি দ্বেষ ত্যাগ করিবেন। মন্ত্রিন্! তুমি কি পুরাণ ইতিহাস শ্রবণ কর নাই? পূর্ব্বে ব্রাহ্মণের শাপে ঈশ্বরের লিঙ্গপাত, নৃগরাজের কৃকলাসশরীর, ইন্দ্রের দারিদ্র্য, নহুষের অজগর-সর্পযোনি-প্রাপ্তি হইয়াছিল, সম্পদলাভ করিয়াও, মাননীয়গণের অবমাননা করা কর্ত্তব্য নয়। কোন ব্যক্তি অতিশয় উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়াও পূজ্যজনের অবমাননা করিবেন না। দেখ, নহুষ ইন্দ্রত্ব পাইয়া অগস্ত্যের অবমাননা করিয়াছিলেন, এ জন্য স্বর্গরাজ্য হইতে চ্যুত হন। অতএব ব্রাহ্মণ জাতি সকল সময়েই সম্মাননীয় ॥ ৫-৮ ॥

তথাচ— যৈঃ কৃতঃ সর্ব্বভক্ষ্যোঽগ্নিরপেয়শ্চ মহোদধিঃ।
ক্ষয়ৈশ্চাধ্যাসিতশ্চন্দ্রঃ কো ন নশ্যেৎ প্রকোপ্য তান্ ॥ ॥ ৯ ॥

কিঞ্চ—
যদ্ধস্তেন সদাশ্নন্তি হব্যানি ত্রিদিবৌকসঃ।
কব্যানি চৈব পিতরঃ কো ভবেদধিকস্ততঃ? ॥ ১০ ॥

তথাচ— যে পূজিতাঃ সুরৈঃ সর্ব্বৈর্মনুষ্যৈশ্চৈব ভারত।
তপোব্রতধরা যে চ তাংস্তান্ বিপ্রান্ সমর্চ্চয়েৎ ॥ ॥ ১১ ॥

তথাচ
দ্বারাবত্যাং স্বয়ং কৃষ্ণেনাপ্যুক্তম্ —
শতং শপন্তং পরুষং বদন্তং স পাপকৃৎ ব্রহ্মদবাগ্নিমধ্যে।
যো ব্রাহ্মণং নার্চ্চয়তে যথাহং বধ্যশ্চ দণ্ড্যশ্চ সদাস্মদীয়ৈঃ ॥ ॥ ১২ ॥

কিঞ্চ— যশ্চ মাং পরয়া ভক্ত্যা আবাধয়িতুমিচ্ছতি।
তেন বিপ্রাঃ সদা পূজ্যা এবং তুষ্টো ভবাম্যহম্ ॥ ॥ ১৩ ॥

অন্বয় ঃ—যৈঃ (ব্রাহ্মণৈঃ) অগ্নিঃ সর্ব্বভক্ষ্যঃ (সর্ব্বভক্ষকঃ) কৃতঃ (অভিশাপেন ইতি যাবৎ) মহোদধিঃ (লবণসমুদ্রঃ) অপেয়ঃ চ, চন্দ্রঃ ক্ষয়ৈঃ (ক্ষয়রোগৈঃ) অধ্যাসিতঃ (আক্রমিতঃ) কৃতঃ, তান্ প্রকোপ্য (বিদ্বিষ্য) কঃ ন নশ্যেৎ ॥ ৯ ॥

ত্রিদিবৌকসঃ (দেবাঃ) যদ্ধস্তেন (ব্রাহ্মণহস্তেন) হব্যানি (দৈবান্নানি) সদা অশ্নন্তি (ভুঞ্জতে) তথা পিতরঃ (পিতৃপুরুষাঃ) কব্যানি (পৈত্রান্নানি চ অশ্নন্তি), ততঃ (তেভ্যঃ ব্রাহ্মণেভ্যঃ) কঃ অধিকঃ (শ্রেয়ান্) ভবেৎ ॥ ১০ ॥

হে ভারত! (যুধিষ্ঠির) সুরৈঃ সর্ব্বৈঃ মনুষ্যৈঃ চ এব যে (ব্রাহ্মণাঃ) পূজিতাঃ (সম্মানিতাঃ) যে তপোব্রতধরাঃ (তপস্যানিয়মাবলম্বিনঃ) তান্ তান্ (পূর্ব্বোক্তগুণসম্পন্নান্ সর্ব্বান্ ব্রাহ্মণান্) সমর্চ্চয়েৎ (পূজয়েৎ) ॥ ১১ ॥

যঃ শতং শপন্তং (অভিশপন্তম্) পরুষং (ককশং) বদন্তং (আক্রোশন্তম্) অপি, ব্রাহ্মণং অহং যথা (অহং যথা তান্ সম্মানয়ামি তথা) ন অর্চ্চয়েৎ (ন সম্মানয়েৎ পরং বিদ্বিষ্যাৎ) স পাপকৃৎ ব্রহ্মদবাগ্নিমধ্যে (ব্রাহ্মণরূপদাবানলরাশৌ) (পততি ইতি শেষঃ), অস্মদীয়ৈঃ (রাজপুরুষৈঃ) স সদা বধ্যশ্চ (বধার্হঃ) দণ্ড্যশ্চ (দণ্ডনীয়ঃ) চ ॥ ১২ ॥

যঃ পরয়া ভক্ত্যা মাং আবাধয়িতুম (উপাসিতুম্) ইচ্ছতি, তেন বিপ্রাঃ সদা পূজ্যাঃ, এবং (বিপ্রসম্মাননে সতি) অহং তুষ্টঃ ভবামি (মম ব্রাহ্মণপ্রিয়ত্বাৎ ইতি ভাবঃ) ॥ ১৩ ॥

বঙ্গার্থ ।—আর, যাহারা অগ্নিকে সর্ব্বভক্ষ্য ও মহাসমুদ্রকে অপেয় এবং চন্দ্রকে ক্ষয় রোগাক্রান্ত করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে প্রকুপিত করিলে কোন্ ব্যক্তির সর্ব্বনাশ না হয়? আরও দেখ, দেবতাগণ যাঁহাদের হস্তে হব্য এবং পিতৃগণ কব্য ভোজন করেন, তাঁহাদের অপেক্ষা উত্তম কে হইতে পারে? আর সমস্ত সুরগণ ও মনুষ্যগণ যাঁহাদের পূজা করেন, যাঁহারা ঘোর তপস্যা-নিয়মে পীড়িত, সেই সকল বিপ্রকে সর্ব্বথা সম্মান করা উচিত। আর, দ্বারাবতীতে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছেন, ব্রাহ্মণ শত শত গালি দিলেও এবং শত শত কটুবাক্য প্রয়োগ করিলেও যে ব্যক্তি আমার ন্যায় ব্রাহ্মণের অর্চ্চনা করে না, সেই পাপিষ্ঠ ব্রহ্মদাবাগ্নিমধ্যে পুড়িয়া মরে। আমাদের রক্ষাধিকৃত পুরুষগণ কর্ত্তৃক সে দণ্ডনীয় ও বধ্য। যে ব্যক্তি পরমা ভক্তি দ্বারা আমার আরাধনা করিতে ইচ্ছা করে, সে ব্যক্তি সর্ব্বদা ব্রাহ্মণের সম্মান করিবে এবং তাহাতেই আমি সন্তুষ্ট হইব ॥ ৯-১৫ ॥

ভো মন্ত্রিন্! যেন হস্তেন তাড়িতো ব্রাহ্মণঃ তস্য হস্তস্য ছেদঃ কার্য্য, ইতি যাবৎ তস্য হস্তং ছেদয়তি, তাবৎ স ব্রাহ্মণঃ সমাগত্য ভণতি, ভো রাজন্! তদা অজ্ঞানবশাৎ তথা কৃতম্, অদ্যপ্রভৃতি এবমনুচিতং ন করিষ্যতি. মম কারণাৎ রাজপুত্রো রক্ষণীয়ঃ, অহং প্রসন্নো জাতোঽস্মি। তস্য বচনং শ্রুত্বা স্বপুত্রং বিসসর্জ। ব্রাহ্মণোঽপি নিজনিলয়ম্ অগাৎ। ॥ ১৬ ॥

ইমাং কথাং কথয়িত্বা বেতালো বদতি, ভো রাজন্! এতয়োর্মধ্যে গুণাধিকঃ কঃ? রাজ্ঞা বিক্রমেণ ভণিতম্, রাজা এব গুণাধিকঃ। তৎ শ্রুত্বা মৌনভঙ্গাৎ বেতালঃ শমীপাদপং জগাম। রাজাঽপি পুনস্তত্র গত্বা তং স্কন্ধে সমারোপ্য যাবদাগচ্ছতি, তাবৎ পুনরপি কথাং কথয়তি। এবং কথানাং পঞ্চবিংশতিঃ কথিতা বেতালেন। তস্য সূক্ষ্মবুদ্ধিবৈদগ্ধ্যেন বেতালঃ প্রসন্নো জাতো বিক্রমং জগাদ, ভো রাজন্, অয়ং দিগম্বরঃ ত্বাং নিহন্তুং প্রযত্নং করোতি। রাজ্ঞোক্তম্, তৎ কথম্? বেতালেনোক্তম্, যদা ত্বং মাং তত্র নেষ্যসি, তদা তব পরাভবো ভবিষ্যতি। ত্বং শ্রান্তোঽসি, ইদানীমগ্নিকুণ্ডং প্রদক্ষিণীকৃত্য দণ্ডবৎ প্রণম্য নিজস্থানং গচ্ছ, ইতি দিগম্বরেণ কথিতে যদা ত্বং দণ্ডবৎ প্রণামং কর্ত্তুং নম্রো ভবিষ্যসি, তদা দিগম্বরঃ খড়্গেন ত্বাং নিহনিষ্যতি ত্বদ্ মাংসেন হোমং করিষ্যতি। এবং ক্রিয়মাণে তস্য অণিমাদ্যষ্টৌ সিদ্ধয়ো ভবিষ্যন্তি। বিক্রমেণোক্তম্, অধুনা কিং ক্রিয়তে? বেতালেনোক্তম্, ত্বমেবং কুরু, যদা দিগম্বরঃ ত্বাং নমস্কৃত্য গচ্ছ ইতি বদিষ্যতি, ত্বয়া এবং তং প্রতি বক্তব্যম্, অহং সার্ব্বভৌমঃ, সর্ব্বে রাজানঃ মাং প্রণামং কুর্ব্বন্তি, ময়া কদাঽপি কস্যাঽপি প্রণামো ন কৃতঃ ॥ ১৭ ॥

বঙ্গার্থ।—হে মন্ত্রিন্! আমার পুত্র যে হস্ত দ্বারা ব্রাহ্মণের তাড়না করিয়াছে, তাহার সেই হস্ত ছেদন করা কর্ত্তব্য। এই বলিয়া যখন রাজা পুত্রের হস্তচ্ছেদনে প্রবৃত্ত হইলেন, অমনি সেই ব্রাহ্মণ তথায় আসিয়া বলিলেন, হে রাজন্! রাজপুত্র তৎকালে অজ্ঞানবশে ঐ কার্য্য করিয়াছেন, আজ হইতে আর কখনও এরূপ অনুচিত কার্য্য করিবেন না। অতএব আমার অনুরোধ, আপনি রাজপুত্রকে রক্ষা করুন, আমি প্রসন্ন হইয়াছি। সেই ব্রাহ্মণের বাক্য শুনিয়া রাজা নিজপুত্রকে বিদায় দিলেন, ব্রাহ্মণও নিজালয়ে গমন করিলেন ॥ ১৬ ॥

এই কথা কহিয়া বেতাল বলিল, রাজন্! বলুন দেখি, এই উভয়ের মধ্যে অধিক গুণবান্ কে? রাজা বিক্রমাদিত্য বলিলেন, রাজাই গুণাধিক। তাহা শুনিয়া রাজার মৌনভঙ্গ হেতু বেতাল শমীবৃক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিল, রাজাও পুনর্ব্বার সেখানে গিয়া বেতালকে স্কন্ধে আরোপণ পূর্ব্বক যখন আসিতেছিলেন, তখন বেতাল পুনর্ব্বার গল্প আরম্ভ করিল। এইরূপে বেতাল পঞ্চবিংশতিটি গল্প কহিয়াছিল। রাজার সূক্ষ্মবুদ্ধির প্রভাবে বেতাল প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বলিল, রাজন্! এই ক্ষপণক আপনাকে নিহত করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছে। রাজা কহিলেন, কি প্রকার? বেতাল বলিল, যখন আপনি আমাকে সেখানে লইয়া যাইবেন, তখনই আপনার মৃত্যু হইবে। অতএব এক উপায় করুন, ক্ষপণক যখন বলিবে, "তুমি শ্রান্ত হইয়াছ, এক্ষণে অগ্নিকুণ্ড প্রদক্ষিণ ও দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া নিজ স্থানে গমন কর।" ক্ষপণকের এই কথায় আপনি দণ্ডবৎ প্রণাম করিবার নিমিত্ত নম্র হইলেই খড়্গ দ্বারা আপনাকে নিহত করিবে; তৎপরে আপনার মাংস দ্বারা হোম করিবে। এইরূপ করিলে পর তাহার অণিমাদি অষ্টবিধ সিদ্ধিলাভ হইবে। রাজা বলিলেন, এক্ষণে উপায় কি? বেতাল বলিল, আপনি এক উপায় করুন, যখন দিগম্বর আপনাকে বলিবে যে, "নমস্কার করিয়া যাও", তখন আপনি বলিবেন যে, আমি সার্ব্বভৌম রাজা, সকলেই আমাকে প্রণাম করিয়া থাকে, আমি কখনও কাহাকেও এইরূপ প্রণাম করি নাই ॥ ১৭ ॥

অতোঽহং প্রণামং কর্ত্তুং ন জানামি, ত্বং প্রথমং প্রণামং কৃত্বা দর্শয়। তদ্দৃষ্ট্বা পশ্চাদহং প্রণামং করিষ্যামি। ততঃ স যদা প্রণামং কর্ত্তুং নম্রো ভবিষ্যতি, তদা ত্বং তস্য শিরঃ ছিন্ধি, অহং তব বাধাং ন করিষ্যামি, তবাষ্টৌ সিদ্ধয়ো ভবিষ্যন্তি। এবং বেতালেন নিবেদিতে রাজা বিক্রমস্তথৈব অকরোৎ। রাজ্ঞোঽষ্টৌ মহাসিদ্ধয়ঃ জাতাঃ। অথ বেতালেনোক্তম্, ভো রাজন্, তবাহং প্রসন্নোঽস্মি, বরং বৃণীষ্ব। রাজ্ঞোক্তম্, যদি মম প্রসন্নোঽসি, তর্হি যদাহং স্মরিষ্যামি, তদা ত্বয়া মৎসমীপে আগন্তব্যম্। স তথেতি প্রতিজ্ঞায় নিজস্থানং গতঃ। রাজাঽপি নিজনগরীং বিবেশ। ॥ ১৮ ॥

ইমাং কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা অবদৎ, ভো রাজন। ত্বয়ি এবমৌদার্য্যাদয়ো গুণা বিদ্যন্তে চেৎ, তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ। রাজা তূষ্ণীমাসীৎ। ॥ ১৯ ॥

ইতি একত্রিংশোপাখ্যানম্।

দ্বাত্রিংশোপাখ্যানম্

পুত্তলিকা-শাপ-বিমোচনম্।

পুনরপি রাজা সিংহাসনে যাবদুপবিশতি, তাবদন্যা পুত্তলিকা ভণতি, ভো রাজন। সিংহাসনে স বিক্রমার্ক এব উপবেষ্টুং ক্ষমঃ, নান্যঃ। তস্য বিক্রমস্য সদৃশো রাজা ভূমণ্ডলে নাস্তি—যঃ কাষ্ঠময়েন খড়্গেন পৃথিবীমধ্যে ভ্রমন্ সর্ব্বান্ পৃথ্বীধরান বিজিত্য একচ্ছত্রেণ রাজ্যমকরোৎ। ॥ ১ ॥

বঙ্গার্থ।—অতএব আমি প্রণাম করিতে জানি না, আপনি অগ্রে প্রণাম করিয়া দেখাইয়া দিউন্; তাহা দেখিয়া পরে আমি প্রণাম করিতেছি। ইহাতে সে যখন প্রণাম করিবার নিমিত্ত নম্র হইবে, তখন আপনি তাহার শিরশ্ছেদন করিবেন। আমি তাহাতে কোন বাধা দিব না। প্রত্যুত আপনারই অষ্টসিদ্ধিলাভ হইবে। বেতাল এইরূপ নিবেদন করিলে রাজা বিক্রমাদিত্য সেইরূপই করিলেন। তখন রাজার অষ্টসিদ্ধিলাভ হইল। অনন্তর বেতাল বলিল, রাজন্! আমি আপনার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, বর প্রার্থনা করুন্। রাজা বলিলেন, যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে যখন আমি স্মরণ করিব, তখন আমার নিকট আসিবেন। বেতাল "তাহাই হইবে" এই প্রতিজ্ঞা করিয়া নিজস্থানে গমন করিল। রাজাও নিজ নগরে গমন করিলেন ॥ ১৮ ॥

এই কথা কহিয়া পুত্তলিকা বলিল, রাজন্! যদি আপনার এবম্বিধ ঔদার্য্যাদি গুণ থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন। রাজা মৌনী হইয়া রহিলেন ॥ ১৯ ॥

একত্রিংশোপাখ্যান সমাপ্ত।

বঙ্গার্থ।—পুনর্ব্বার রাজা যেমন সিংহাসনে বসিবেন, অমনি অন্য পুত্তলিকা বলিল, রাজন্! সেই বিক্রমাদিত্যই এই সিংহাসনে বসিবার যোগ্য, অন্য কেহই নহেন। বিক্রমের তুল্য রাজা আর ভূমণ্ডলে কেহ নাই। তিনি কাষ্ঠনির্ম্মিত খড়্গ লইয়া সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ পূর্ব্বক সমস্ত পৃথিবীপতিদিগকে পরাজয় করিয়া একচ্ছত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

যোঽপি অন্যেষাং শঙ্কাং নিরাকৃত্য আত্মনঃ শঙ্কাং প্রাবর্ত্তয়ৎ। ভূমণ্ডলে যাবন্তো রাজানঃ সন্তি তেষাং সর্ব্বেষাং বশীকরণমন্ত্রং প্রযুজ্য সমস্তান্ দুর্জ্জনান্ নিষ্কাশ্য যাচকানাং দারিদ্র্যং মোচয়িত্বা দুর্ভিক্ষদুঃখাদীন্ নিবার্য্য চ বিক্রমেণ পৃথিবী পালিতা। অতো বিক্রমসদৃশো রাজা নাস্তি। এবং ঔদার্য্যাদয়ো গুণাস্ত্বয়ি বিদ্যন্তে যদি, তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ। তৎ শ্রুত্বা রাজা ভোজস্তূষ্ণীমাসীৎ। ॥ ২ ॥

পুনরপি দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা ভোজরাজমব্রুবন্, ভো ভোজরাজ, বিক্রমাদিত্যো রাজা তথাবিধঃ, ত্বমপি সামান্যো ন ভবসি, যুবাং দ্বৌ নরনারায়ণাবতাবধারিণৌ, তস্মাৎ ত্বত্তঃ পরমপবিত্রচরিতঃ সকলকলাপ্রবীণঃ ঔদার্য্যগুণবিশিষ্টো রাজা বর্ত্তমানসময়ে নাস্তি, তব প্রসাদাদস্মাকং দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকানাং পাপক্ষয়ো জাতঃ। শাপাদ্বিমুক্তিরপি জাতা। ভোজেনোক্তম্, তৎ কথম ? শাপস্য বৃত্তান্তং কথয়ত। পুত্তলিকা অবদন্, শ্রূয়তাং রাজন্। দ্বাত্রিংশৎ সুরাঙ্গনাঃ পার্ব্বত্যাঃ সখ্যঃ তস্যাঃ পরমপ্রেমাস্পদীভূতাশ্চ। প্রত্যেকং নাম ধেয়ানি শ্রূয়ন্তাম্—মিশ্রকেশী ১ প্রভাবতী ২ সুপ্রভা ৩ ইন্দ্রসেনা ৪ সুদতা ৫ অনঙ্গনয়না ৬ কুরঙ্গনয়না ৭ লাবণ্যবতী ৮ কামকলিকা ৯ চণ্ডিকা ১০ বিদ্যাধরী ১১ প্রজ্ঞাবতী ১২ জনমোহিনী ১৩ বিদ্যাবতী ১৪ নিরুপমা ১৫ হরিমধ্যা ১৬ মদনসুন্দরী ১৭ বিলাসরসিকা ১৮ শৃঙ্গারকলিকা ১৯ মন্মথসঞ্জীবনী ২০ রতিলীলা ২১ মদনবতী ২২ চিত্ররেখা ২৩ সুরতগহ্বরা ২৪ প্রিয়দর্শনা ২৫ কামোন্মাদিনী ২৬ সুখসাগরা ২৭ শশিকলা ২৮ চন্দ্ররেখা ২৯ হংসগামিনী ৩০ কামরসিকা ৩১ উন্মাদিনী ৩২। ॥ ৩ ॥

বঙ্গার্থ।—তিনি অন্যের বিপদ দূর করিয়া নিজের মাথায় সমস্ত বিপদ্ লইয়াছিলেন। ভূমণ্ডলে যত রাজা ছিলেন, তিনি সেই সকলের বশীকরণমন্ত্র প্রয়োগ করিয়া রাজ্যস্থিত সমস্ত দুর্জ্জনদিগকে নির্ব্বাসিত করিয়া যাচকদিগের দারিদ্র্যমোচন ও দুর্ভিক্ষ-দুঃখ দূরীকরণ পূর্ব্বক পৃথিবীপালন করিয়াছিলেন। অতএব বিক্রমের তুল্য রাজা আর নাই, যদি আপনার এবম্বিধ ঔদার্য্যাদি গুণ থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন্। তাহা শুনিয়া রাজা মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন ॥ ২ ॥

পুনর্ব্বার দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা সমস্বরে ভোজরাজকে বলিল, রাজন্! বিক্রমাদিত্য সেইরূপ ছিলেন, তাই বলিয়া আপনিও সামান্য নহেন, আপনারা দুই জন নরনারায়ণের অবতার। আপনার তুল্য পরম পবিত্রচরিত্র, সকল কলাবিদ্যায় নিপুণ ও ঔদার্য্যাদিগুণবিশিষ্ট রাজা এক্ষণে ভূমণ্ডলে আর নাই। আপনার প্রসাদে আমাদের বত্রিশ পুত্তলিকার পাপক্ষয় হইল ও শাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিলাম। ভোজরাজ বলিলেন, শাপ কি প্রকার? এই বৃত্তান্ত বর্ণন কর। পুত্তলিকাগণ বলিল, রাজন্! শ্রবণ করুন্। আমরা বত্রিশটি সুরাঙ্গনা পার্ব্বতীর সখী ছিলাম, তিনি আমাদিগকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। আমাদের প্রত্যেকের নাম শুনুন—মিশ্রকেশী ১, প্রভাবতী ২, সুপ্রভা ৩, ইন্দ্রসেনা ৪, সুদতী ৫, অনঙ্গনয়না ৬, কুরঙ্গনয়না ৭, লাবণ্যবতী ৮, কামকলিকা ৯, চণ্ডিকা ১০, বিদ্যাধরী ১১, প্রজ্ঞাবতী ১২, জনমোহিনী ১৩, বিদ্যাবতী ১৪, নিরুপমা ১৫, হরিমধ্যা ১৬, মদনসুন্দরী ১৭, বিলাসরসিকা ১৮, শৃঙ্গারকলিকা ১৯, মন্মথসঞ্জীবনী ২০, রতিলীলা ২১, মদনবতী ২২, চিত্ররেখা ২৩, সুরতগহ্বরা ২৪, প্রিয়দর্শনা ২৫, কামোন্মাদিনী ২৬, সুখসাগরা ২৭, শশিকলা ২৮, চন্দ্ররেখা ২৯, হংসগামিনী ৩০, কামরসিকা ৩১, উন্মাদিনী ৩২। ॥ ৩ ॥

একদা সিংহাসনে সমুপবিষ্টঃ পরমেশ্বরঃ প্রেম্ণা বিলাসেন অস্মাসু দৃষ্টিং নিদধৌ। তৎ দৃষ্ট্বা দেবী পার্ব্বতী সকোপমস্মান অশপৎ—ভবত্যো নির্জীবাঃ পুত্তলিকা ভূত্বা ইন্দ্রস্য সিংহাসনে লগন্তু। ততোঽস্মাভিশ্চ সপ্রণিপাতং শাপাবসানং যাচিতম্। অথ সা দেবী সমবদৎ, যদা তৎ সিংহাসনং বিক্রমেণ অধিষ্ঠিতং ভূত্বা পুনঃ ভোজস্য হস্তগতং ভবিষ্যতি, তদা সুরেশ্বরাপ্সর আদীনাং ভোজরাজসংবাদো ভবিষ্যতি। যদা চ বিক্রমচরিতং ভোজরাজো যুষ্মৎ শ্রোষ্যতি, তদৈব শাপাবসানো ভবিষ্যতি। অথ রাজ্ঞঃ সকাশাদনুজ্ঞাং গৃহীত্বা পুত্তলিকাঃ স্বস্থানং জগ্মুঃ। ততো ভোজরাজস্তস্য সিংহাসনস্যোপরি দেবালয়ং কারয়িত্বা তত্র বেশ্যাম্ অষ্টদলে উমামহেশ্বরমূর্ত্তিং প্রতিষ্ঠাপ্য প্রতিদিনং ষোড়শোপচারৈঃ পূজাং কারয়তি স্ম বর্ণাশ্রমধর্ম্মনিরতান্ লোকান পরিপালয়ন্ উর্ব্বীং শশাস। ততো দেবতাপূজনেন স্তুত্যা চ গৌরী পরমসন্তোষমগমৎ। ॥ ৪ ॥

ইতি দ্বাত্রিংশোপাখ্যানম্।

সমাপ্তেয়ং কথা।

বঙ্গার্থ।—শাপের বৃত্তান্ত এই—এক সময়ে পরমেশ্বর শঙ্কর সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া প্রেম ও বিলাস সহকারে আমাদের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন, তাহা দেখিয়া দেবী পার্ব্বতী কুপিতা হইয়া আমাদিগকে শাপ দিলেন যে, তোমরা নির্জীব পুত্তলিকা হইয়া ইন্দ্রের সিংহাসনে সংলগ্ন থাকিবে। তৎপরে আমরা প্রণিপাত সহকারে শাপের অবসান প্রার্থনা করিলাম। তখন দেবী বলিলেন, সেই সিংহাসনে রাজা বিক্রমাদিত্য অধিষ্ঠান করিবার পরে যখন তাহা ভোজরাজের হস্তগত হইবে, তখন ইন্দ্রের অপ্সরা তোমাদের সহিত ভোজরাজের কথোপকথন হইবে। আর যখন ভোজরাজ তোমাদের নিকট বিক্রমাদিত্যের চরিত্র শ্রবণ করিবেন, তখনই শাপাবসান হইবে। এই বলিয়া সেই সিংহাসন-সংলগ্ন বত্রিশ পুত্তলিকা ভোজরাজের নিকট হইতে অনুমতি লইয়া দিব্যদেহ ধারণ পূর্ব্বক স্বস্থানে গমন করিল। তদনন্তর ভোজরাজ সেই সিংহাসনের উপর দেবালয় নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় নিম্নস্থ পদ্মের অষ্টদলে উমামহেশ্বরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রতিদিন ষোড়শোপচারে পূজা করাইতে লাগিলেন এবং ধর্ম্মনিরত লোকদিগের প্রতিপালন পূর্ব্বক পৃথিবী শাসন করিতে লাগিলেন। দেবতাপূজন ও স্তবাদি দ্বারা গৌরী দেবী তাঁহার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্টা হইয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা সমাপ্ত

শ্রুতবোধঃ

ছন্দসাং লক্ষণং যেন শ্রুতমাত্রেণ বুধ্যতে। তমহং সম্প্রবক্ষ্যামি শ্রুতবোধমবিস্তরম্॥ ॥ ১ ॥

সংযুক্তাদ্যং দীর্ঘং সানুস্বারং বিসর্গসম্মিশ্রম্। বিজ্ঞেয়মক্ষরং গুরু পাদান্তস্থং বিকল্পেন॥ ॥ ২ ॥

একমাত্রো ভবেদ্ হ্রস্বো দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে। ত্রিমাত্রস্তু প্লুতো জ্ঞেয়ো ব্যঞ্জনং চার্দ্ধমাত্রকম্॥ ॥ ৩ ॥

রসজ্ঞাবিরতিস্থানং কবিভির্যতিরুচ্যতে। সা বিচ্ছেদবিরামাদিসংজ্ঞাভিরুপদিশ্যতে॥ ॥ ৪ ॥

যস্যাঃ পাদে প্রথমে দ্বাদশমাত্রাস্তথা তৃতীয়েঽপি। অষ্টাদশ দ্বিতীয়ে চতুর্থকে পঞ্চদশ সার্য্যা॥ ॥ ৫ ॥

আর্য্যাপূর্ব্বার্দ্ধসমং দ্বিতীয়মপি ভবতি যত্র হংসগতে!
ছন্দোবিদস্তদানীং গীতিং তামমৃতবাণি! ভাষন্তে॥ ॥ ৬ ॥

আর্য্যোত্তরার্দ্ধতুল্যং প্রথমার্দ্ধমপি প্রযুক্তং চেৎ।
কামিনি! তামুপগীতিং প্রতিভাষন্তে মহাকবয়ঃ॥ ॥ ৭ ॥

আদ্যচতুর্থং পঞ্চমকং চেৎ যত্র গুরু স্যাৎ সাক্ষরপঙ্‌ক্তিঃ॥ ॥ ৮ ॥

অগুরু চতুষ্কং ভবতি গুরূ দ্বৌ। ঘনকুচযুগ্মে! শশিবদনাসৌ॥ ॥ ৯ ॥

তুর্য্যং পঞ্চমকং চেদ্‌যত্র স্যাল্লঘু বালে!। বিদ্বদ্ভির্মৃগনেত্রে! প্রোক্তা সা মদলেখা॥ ॥ ১০ ॥

কোন্ শ্লোক কোন্ ছন্দে নিবদ্ধ, তাহার লক্ষণ শ্রবণমাত্রে যাহার সাহায্যে বুঝা যায়, সেই ‘শ্রুতবোধ’ নামক সংক্ষিপ্ত ছন্দোগ্রন্থ এইবার বলিব, শ্রবণ কর॥ ১॥

অনুস্বার ও বিসর্গসংযুক্ত স্বরবর্ণ, সংযোগের পূর্ব্ববর্ত্তী হ্রস্বস্বর ও দীর্ঘস্বর—আ ঈ ঊ ঋ ৠ এ ও ঐ ঔ ইহাদিগকে গুরুবর্ণ বলে। শ্লোকপাদের অন্তস্থিত হ্রস্বস্বর কখনও কখনও দীর্ঘ হয়, কদাচ হয় না॥ ২॥

যাহা এক প্রযত্নে বা এক মাত্রায় উচ্চারিত হয়, তাহা হ্রস্ববর্ণ, দীর্ঘস্বর দুই মাত্রায় উচ্চারিত হইয়া থাকে. প্লুতস্বরের তিন মাত্রা এবং ব্যঞ্জনবর্ণের অর্দ্ধমাত্রা॥ ৩॥

শ্লোক পড়িতে যে স্থানে জিহ্বা বিশ্রাম চায়, কবিগণ তাহাকে যতি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাহাকে বিচ্ছেদ, বিরাম প্রভৃতি আখ্যা দ্বারাও অভিহিত করা হয়॥ ৪॥

যে শ্লোকের প্রথম পাদে ও তৃতীয় পাদে মাত্রা দ্বাদশসংখ্যক, দ্বিতীয়ে অষ্টাদশ ও চতুর্থে পঞ্চদশ, তাহা আর্য্যাবৃত্তে গ্রথিত॥ ৫॥

হে হংসগামিনি! অমৃতভাষিণি! যে শ্লোকের উত্তরার্দ্ধ আর্য্যাবৃত্তের পূর্ব্বার্দ্ধের মত লক্ষিত হয়, ছন্দোবিদ্‌গণ তাহাকে আর্য্যাগীতি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন॥ ৬॥

যে ছন্দে প্রথমার্দ্ধ আর্য্যার উত্তরার্দ্ধের মত প্রযুক্ত হয়, সুন্দরি! মহাকবিগণ সে বৃত্তকে উপগীতি বলিয়া থাকেন॥৭॥

কোনও ছন্দে যদি প্রথম, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ গুরু থাকে, তবে তাহা অক্ষরপঙ্‌ক্তি নামক বৃত্তের পরিচয়॥ ৮॥

প্রথম চারিটি বর্ণ লঘু, অবশিষ্ট বর্ণদ্বয় গুরু। হে পীনপয়োধরে! তাহা ষড়ক্ষর-শশিবদনা নামক বৃত্তের লক্ষণ॥ ৯॥

শ্লোকে পাদের চতুর্থ পঞ্চম বর্ণ যদি লঘু দৃষ্ট হয়, মৃগনয়নে! বিদ্বান্‌গণ তাহাকে মদলেখা বলেন॥ ১০॥

শ্লোকে ষষ্ঠং গুরু জ্ঞেয়ং সর্ব্বত্র লঘু পঞ্চমম্। দ্বিচতুঃপাদয়োর্হ্রস্বং সপ্তমং দীর্ঘমন্যয়োঃ ॥ ॥ ১১ ॥

আদিগতং তুর্য্যগতং পঞ্চমকং চান্তগতম্। স্যাদ্‌গুরু চেৎ সঙ্কথিতং মাণবকাক্রীড়মিদম্ ॥ ॥ ১২ ॥

দ্বিতুর্য্যষষ্ঠমষ্টমং গুরুপ্রযোজিতং যদা। তদা নিবেদয়ন্তি তাং বুধা নগস্বরূপিণীম্ ॥ ॥ ১৩ ॥

সর্ব্বে বর্ণা দীর্ঘা যস্যাং বিশ্রামঃ স্যাদ্বেদৈর্ব্বেদৈঃ। বিদ্বদ্‌বৃন্দৈর্বীণাবাণি! ব্যাখ্যাতা সা বিদ্যুন্মালা ॥ ১৪ ॥

তন্বি! গুরু স্যাদাদ্যচতুর্থং পঞ্চমষষ্ঠং চান্ত্যমুপান্ত্যম্।
ইন্দ্রিযবাণৈর্যত্র বিরামঃ সা কথনীয়া চম্পকমালা ॥ ॥ ১৫ ॥

চম্পকমালা যত্র ভবেদন্ত্যবিহীনা প্রেমনিধে! ছন্দসি দক্ষা বে কবয়স্তন্মণিমধ্যং তে ব্রুবতে ॥ ॥ ১৬ ॥

মন্দাক্রান্তান্ত্যযতিবর্জিতা সালঙ্কারে! যদি ভবতি সা। তদ্ বিদ্বদ্ভির্ব্বমভিহিতা জ্ঞেয়া হংসী কমলবদনে! ॥ ১৭ ॥

হ্রস্বো বর্ণো জায়তে যত্র ষষ্ঠঃ কম্বুগ্রীবে! তদ্বদেবাষ্টমান্ত্যঃ।
বিশ্রামঃ স্যাত্তন্বি! বেদৈঃস্বরৈশ্চ তাং ভাষন্তে শালিনীং ছন্দসীয়াঃ ॥ ॥ ১৮ ॥

আদ্যচতুর্থমহীননিতম্বে! সপ্তমকং দশমঞ্চ তথান্ত্যম্।
যত্র গুরু প্রকটস্মরসারে! তৎ কথিতং ননু দোধকবৃত্তম্ ॥ ॥ ১৯ ॥

যস্যাস্ত্রিষট্‌সপ্তমমক্ষরং স্যাদ্ হ্রস্বং সুজঙ্ঘে! নবমঞ্চ তদ্বৎ।
গত্যা বিলজ্জীকৃতহংসকান্তে! তামিন্দ্রবজ্রাং ব্রুবতে কবীন্দ্রাঃ ॥ ॥ ২০ ॥

সকল অষ্টাক্ষর অনুষ্টুপবৃত্তে গ্রথিত শ্লোকে সকল পাদেই ষষ্ঠ গুরু ও পঞ্চম লঘু হইবে। ঐ প্রকার দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদের সপ্তম বর্ণ লঘু প্রথম ও তৃতীয় পাদের সপ্তম বর্ণ দীর্ঘ হওয়া আবশ্যক ॥ ১১ ॥

মতান্তরে সাধারণ অষ্টাক্ষর অনুষ্টুপ্‌বৃত্তের লক্ষণ এই—দ্বিচতুর্থ পাদের পঞ্চম ও সপ্তমবর্ণ লঘু হইবেই এবং ষষ্ঠবর্ণ গুরু হওয়া আবশ্যক, তদ্‌ভিন্ন প্রথম তৃতীয় পাদের পঞ্চম, সপ্তম ও ষষ্ঠ বর্ণ সম্বন্ধে ব্যতিক্রম পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

আদ্য, চতুর্থ, পঞ্চম ও অন্ত্যবর্ণ গুরু হইলে তাহাকে মাণবকাক্রীড়-বৃত্ত বলে ॥ ১২ ॥

যখন শ্লোকের দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম বর্ণ গুরুরূপে প্রযুক্ত হয়, তখন বুধগণ তাহাকে নগনামক ছন্দ বলেন ॥১৩॥

যে ছন্দে চারি চারি অক্ষরের পর যতি বা বিশ্রাম নির্দ্দিষ্ট, শ্লোকের সকল বর্ণই গুরু, হে বীণাধারিণি! পণ্ডিতগণের মতে ইহা বিদ্যুন্মালা ছন্দ ॥ ১৪ ॥

অয়ি কৃশাঙ্গি! প্রথম, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, নবম ও অন্ত্য (দশম) বর্ণ গুরু হইলে এবং পাঁচ পাঁচ বর্ণের পর যতি থাকিলে তাহাকে চম্পক-মালা বলা যাইবে ॥ ১৫ ॥

প্রেমময়ি! যে শ্লোকে উক্ত চম্পকমালা ছন্দ কেবল অন্ত্যবর্ণহীন হইবে, তদ্‌ভিন্ন আর সকল অবিকলভাবে বিরাজমান, ছন্দঃশাস্ত্রনিপুণ কবিগণ তাহাকে মণিমধ্য আখ্যা দিয়া থাকেন ॥ ১৬ ॥

মন্দাক্রান্তাছন্দের শেষ সাতটি অক্ষর ত্যাগ করিয়া পাঠ করিলে যেরূপ অক্ষরবিন্যাস লব্ধ হয়, কমলমুখি! হংসীছন্দের প্রকৃতি তাহাই ॥ ১৭ ॥

যে ছন্দে ষষ্ঠ, অষ্টম, অন্ত্য (একাদশ) বর্ণ মাত্র লঘু, চারি বর্ণের পর সপ্তম বর্ণে যাহাতে যতি আছে, সুন্দরি! ছন্দোজ্ঞ পণ্ডিতগণ তাহাকে 'শালিনী' নামে অভিহিত করেন ॥ ১৮ ॥

অয়ি পৃথুজঘনে! মদনোদ্দীপিনি! যে ছন্দের, আদ্য, চতুর্থ, সপ্তম, দশম ও একাদশ বর্ণ গুরু এবং অবশিষ্ট লঘু হইবে, তাহাকে দোধক বলা হয় ॥ ১৯ ॥

জঙ্ঘাসুবৃত্তাশালিনি মরালগমনে প্রিয়ে! প্রতি পদক্ষেপে তুমি হংসকান্তি মলিন করিয়াছ, তোমাকে ইন্দ্রবজ্রাবৃত্তের পরিচয় দিতেছি! হংসগতির মত যাহার তৃতীয়, ষষ্ঠ, সপ্তম ও নবম বর্ণ লঘু উচ্চারিত হয়, তাহাই মহাকবিগণের প্রিয় ইন্দ্রবজ্রাবৃত্ত ॥ ২০ ॥

যদীন্দ্রবজ্রাচরণেষু পূর্ব্বে ভবন্তি বর্ণা লঘবঃ সুবর্ণে।
অমন্দমাদ্যন্মদনে। তদানীমুপেন্দ্রবজ্রা কথিতা কবীন্দ্রৈঃ ॥ ॥ ২১ ॥
যত্র দ্বয়োরপ্যনয়োস্তু পাদা ভবন্তি সীমন্তিনি। চন্দ্রকান্তে।
বিদ্বদ্ভিবাদ্যৈঃ পরিকীর্ত্তিতা সা প্রযুজ্যতামিত্যুপজাতিরেষা ॥ ॥ ২২ ॥
আখ্যানকী সা প্রকটীকৃতার্থে। যদীন্দ্রবজ্রাচরণঃ পুরস্তাৎ।
উপেন্দ্রবজ্রাচরণাস্ত্রয়োঽন্যে মনীষিণোক্তা বিপরীতপূর্ব্বা ॥ ॥ ২৩ ॥
আদ্যমক্ষরমতস্তৃতীয়কং সপ্তমঞ্চ নবমং তথান্তিমম।
দীর্ঘমিন্দুমুখি। যত্র জায়তে তাং বদন্তি কবয়ো রথোদ্ধতাম ॥ ॥ ২৪ ॥
অক্ষবঞ্চ নবমং দশমঞ্চ ব্যত্যয়াদ্‌ভবতি যত্র বিনীতে।
প্রাক্তনৈঃ সুনয়নে। যদি সৈব স্বাগতেতি কবিভিঃ কথিতাসৌ ॥ ॥ ২৫ ॥
সতৃতীয়কষষ্ঠমনঙ্গরতে। নবমং বিরতিপ্রভবং গুরু চেৎ।
ঘনপীনপয়োধরভারনতে। ননু তোটকবৃত্তমিদং কথিতম্ ॥ ॥ ২৬ ॥
যদি তোটকস্য গুরু পঞ্চমকং বিহিতং বিলাসিনি। তদক্ষরকম।
বসসংখ্যকং গুরু ন চেদবলে। প্রমিতাক্ষরেতি কবিভিঃ কথিতা ॥ ॥ ২৭ ॥
যদাদ্যং চতুর্থং তথা সপ্তমং স্যাত্তথৈবাক্ষরং হ্রস্বমেকাদশাদ্যম্।
শরচ্চন্দ্রবিদ্বেষিবক্ত্রারবিন্দে। তদুক্তং কবীন্দ্রৈর্ভুজঙ্গপ্রয়াতম্ ॥ ॥ ২৮ ॥
অয়ি কৃশোদরি। যত্র চতুর্থকং গুরু চ সপ্তমকং দশমং তথা।
বিরতিগঞ্চ তথৈব সুমধ্যমে। দ্রুতবিলম্বিতমিত্যুপদিশ্যতে ॥ ॥ ২৯ ॥

যদি পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্রবজ্রাবৃত্তের প্রতিপাদের প্রথম বর্ণ লঘু হয়, তবে উহাকে উপেন্দ্রবজ্রা ছন্দ বলে ॥ ২১ ॥

শ্লোকের চারি পাদে যথেচ্ছভাবে ইন্দ্রবজ্রা ও উপেন্দ্রবজ্রার অক্ষরমালা বিন্যস্ত হইলে, চন্দ্রমুখি! বিদ্বৎসম্মত উপজাতি বৃত্ত বলিয়া উহাকে জানিও ॥ ২২ ॥

কিন্তু মনীষিণি! শ্লোকের প্রথম পাদে ইন্দ্রবজ্রা ও অবশিষ্ট তিন পাদে উপেন্দ্রবজ্রা গ্রথিত হইলে মনীষিকথিত আখ্যানকীবৃত্ত তথায় ধর্ত্তব্য ॥ ২৩ ॥

চন্দ্রমুখি! রথের উদ্ধত গতির মত যে ছন্দে প্রথম, তৃতীয়, সপ্তম, নবম, একাদশ বর্ণ দীর্ঘ শ্রুত হয়, তাহাকে কবিগণ রথোদ্ধতা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন ॥ ২৪ ॥

রথোদ্ধতাবৃত্তের যেরূপ নবমবর্ণ গুরু, দশমবর্ণ লঘু তাহার বিপরীতভাবে যদি বর্ণবিন্যাস হয় অর্থাৎ অন্যান্য বর্ণ রথোদ্ধতার মত বিন্যস্ত হইয়া কেবল নবম বর্ণ লঘু ও দশম বর্ণ গুরুরূপে প্রযুক্ত হয়, তবে হে মৃগনয়নে! বিনতস্বভাবে! প্রাচীন কবিগণ তাহার স্বাগতা নামোল্লেখ করেন ॥ ২৫ ॥

অয়ি নিবিড়কুচভারনতাঙ্গি! অমন্দরতিরসিকে! তৃতীয়, ষষ্ঠ, নবম ও অন্ত্যবর্ণ গুরু হইলে তোটকবৃত্ত নামে কথিত হইবে ॥ ২৬ ॥

বিলাসিনি! তোটকবৃত্তের পঞ্চম অক্ষর যদি গুরু হইত, আর ষষ্ঠ অক্ষর গুরু না হইয়া লঘু হইত, তবে উহা প্রমিতাক্ষরা নামে আখ্যাত হয় ॥ ২৭ ॥

হে শরদিন্দুনিন্দিমুখকমলে! কবীন্দ্রগণ ভুজঙ্গপ্রয়াতের লক্ষণ সম্বন্ধে বলেন যে, উহাতে আদ্য, চতুর্থ, সপ্তম, দশম বর্ণ হ্রস্ব হইবে, অবশিষ্ট গুরু হইবে, সর্পের গতির মত মধ্যে মধ্যে হ্রস্ব বর্ণোচ্চারণে দ্রুতগতি লক্ষিত হয় বলিয়া উহা ভুজঙ্গপ্রয়াত নামে খ্যাত ॥ ২৮ ॥

সুন্দরি! দ্রুতবিলম্বিতবৃত্ত বিষয়ে পণ্ডিতগণের মত এই—শ্লোকের চতুর্থ, সপ্তম, দশম ও দ্বাদশ গুরু, অবশিষ্ট লঘু। প্রথমে লঘু বর্ণের দ্রুত উচ্চারণ ও মধ্যে মধ্যে গুরুবর্ণের বিন্যাস হেতু উচ্চারণে বিলম্ব, এজন্য ইহার নাম দ্রুতবিলম্বিত ॥ ২৯ ॥

প্রথমাক্ষরমাদ্যতৃতীয়যোর্দ্রুতবিলম্বিতকস্য হি পাদযোঃ।
যদি নাস্তি তদা কমলেক্ষণে! ভবতি সুন্দরি! সা হরিণীপ্লুতা ॥ ॥ ৩০ ॥
উপেন্দ্রবজ্রাচরণেষু সন্তি চেদুপান্ত্যবর্ণা লঘবঃ পরে কৃতাঃ।
মদোল্লসদ্ভ্রূজিতকামকার্ম্মুকে! বদন্তি বংশস্থবিলং বুধাস্তদা। ॥ ৩১ ॥
যস্যামশোকাঙ্কুরপাণিপল্লবে। বংশস্থপাদা গুরুপূর্ব্ববর্ণকাঃ।
তারুণ্যহেলারতিরঙ্গলালসে! তামিন্দ্রবংশাং কবয়ঃ প্রচক্ষতে ॥ ॥ ৩২ ॥
যস্যাং প্রিয়ে! প্রথমকমক্ষরদ্বয়ং, তুর্য্যং তথা গুরু নবমং দশান্তিমম্।
সান্তং ভবেদ্যতিরপি চেদ্যুগগ্রহৈঃ,সালক্ষ্যতামমৃতরুতে! প্রভাবতী ॥ ॥ ৩৩ ॥
আদ্যং চেৎ দ্বিতয়মথাষ্টমং নবান্ত্যং, দ্বাবন্ত্যৌ গুরুবিরতৌ সুভাষিতে! স্যাৎ।
বিশ্রামো ভবতি মহেশনেত্রদিগ্ভির্বিজ্ঞেয়া ননু সুদতি! প্রহর্ষিণী সা ॥ ॥ ৩৪ ॥
আদ্যং দ্বিতীয়মপি চেদ গুরু তচ্চতুর্থং, যত্রাষ্টমঞ্চ দশমান্ত্যমুপান্ত্যমন্ত্যম্।
অষ্টাভিরিন্দুবদনে! বিরতিশ্চ ষড্‌ভিঃ, কান্তে! বসন্ততিলকং কিল তং বদন্তি ॥ ৩৫ ॥
প্রথমমগুরু ষট্কং বিদ্যতে যত্র কান্তে! তদনু চ দশমং চেদক্ষরং দ্বাদশান্ত্যম্।
গিরিভিরথ তুরঙ্গৈর্যত্র কান্তে! বিরামঃ, সুকবিজনমনোজ্ঞা মালিনী সা প্রসিদ্ধা ॥ ৩৬ ॥
সুমুখি! লঘবঃ পঞ্চ প্রথমাস্ততো দশমাস্তিমঃ তদনু ললিতালাপে! বর্ণৌ তৃতীয়চতুর্থকৌ।
প্রভবতি পুনর্যত্রোপান্ত্যঃ স্ফুট কনকপ্রভে! যতিরপি রসৈর্বেদৈরশ্বৈঃ স্মৃতা হরিণীতি সা ॥ ॥ ৩৭ ॥

হে কমলনয়নে! উক্ত দ্রুতবিলম্বিত ছন্দের প্রথম ও তৃতীয় পাদের প্রথমে যে তিনটি লঘু বর্ণ বিন্যাসের নিয়ম আছে, তাহা না হইয়া যদি দুইটি লঘু বর্ণ বিন্যাস হয় অর্থাৎ যদি দ্বাদশাক্ষর ছন্দ একাদশ অক্ষরে সম্পন্ন হয় এবং দ্বিতীয়, চতুর্থ পাদ অবিকল দ্রুতবিলম্বিতবৎ থাকে, তবে তাহাকে হরিণীপ্লুতা বলা হইবে ॥ ৩০ ॥

অয়ি মত্তভ্রূ-শালিনি! উপেন্দ্রবজ্রাবৃত্তের মত সকল চরণ হইয়া যদি শেষ বর্ণের পূর্ব্বে একটি অধিক লঘুবর্ণ বিন্যস্ত হয়, তবে বংশস্থ-বিলবৃত্তরূপে পরিণত হয় ॥ ৩১ ॥

কিন্তু হে অশোকরক্তকরতলে! যৌবনোদ্দামবিলাসিনি! প্রিয়ে! উক্ত বংশস্থবিল বৃত্তের প্রথম বর্ণ গুরু হইলে কবিদের মতে তাহার সংজ্ঞা অন্যরূপ—ইন্দ্রবংশা হইবে ॥ ৩২ ॥

অমৃতভাষিণি! প্রভাবতী বৃত্তের নিয়ম এই যে, এই বৃত্তে ত্রয়োদশটি অক্ষর থাকিবে, তন্মধ্যে প্রথম দুইটি বর্ণ, চতুর্থ, নবম, একাদশ ও অন্ত্যবর্ণ (ত্রয়োদশ) গুরু হইবে, এবং অন্যান্য লঘু হইয়া চতুর্থ বর্ণে ও ত্রয়োদশে যতি হইবে ॥ ৩৩ ॥

হে কুন্দদতি! মধুরভাষিণি! ত্রয়োদশ বর্ণাত্মক ছন্দের প্রথম, তৃতীয়, অষ্টম, দশম ও শেষ দুই বর্ণ (দ্বাদশ ত্রয়োদশ) গুরু হইলে তাহার নাম প্রহর্ষিণী। ইহাতে তৃতীয় বর্ণে যতি, অন্ত্যেও যতি আবশ্যক ॥ ৩৪ ॥

অয়ি প্রিয়ে! যদি চতুর্দশাক্ষর ছন্দের প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ, অষ্টম, একাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ বর্ণ গুরু হয় এবং অষ্টমে এবং অন্তে যতি রক্ষিত হয়, তবে তাহাকে বসন্ততিলক বলা যায় ॥ ৩৫ ॥

প্রিয়তমে! যে পঞ্চদশাক্ষর ছন্দে প্রথমেই ছয়টি লঘুবর্ণ বসিয়া পরে দশম ও ত্রয়োদশ বর্ণ লঘু বসে, এবং অষ্টমে ও তাহার পর সপ্তমে অর্থাৎ অন্তে যতি রক্ষিত হইয়া থাকে, তাহা কবিজনপ্রিয় মালিনীবৃত্ত নামে প্রসিদ্ধ ॥ ৩৬ ॥

সুমুখি! সপ্তদশাক্ষর ছন্দের মধ্যে যাহার প্রথম পাঁচটি লঘু বর্ণ, পরে একাদশ ত্রয়োদশ চতুর্দ্দশ বর্ণ লঘু হয় এবং উপান্ত্যবর্ণও (শেষ বর্ণের পূর্ব্বলঘু বর্ণ ষোড়শবর্ণ) থাকে, হে কনকোজ্জ্বলাঙ্গি! তাহাকে হরিণী সংজ্ঞায় অভিহিত করা হয়। উহার যতি ষষ্ঠে, দশমে ও সপ্তদশে ॥ ৩৭ ॥

যদি প্রাচ্যো হ্রস্বঃ কলিতকমলে ! পঞ্চ গুরবঃ, ততো বর্ণাঃ পঞ্চ প্রকৃতিসুকুমারাঙ্গি ! লঘবঃ।
ত্রয়োঽন্যে চোপান্ত্যাঃ সুতনুজঘনে। ভোগসুভগে ! রসৈরুদ্রৈর্যস্যাং ভবতি বিরতিঃ সা শিখরিণী ॥ ৩৮ ॥
দ্বিতীয়মলিকুন্তলে ! গুরু ষড়ষ্টমদ্বাদশং, চতুর্দ্দশমথ প্রিয়ে ! গুরু গভীরনাভিহ্রদে !
সপঞ্চদশমান্তিমং তদনু যত্র কান্তে। যতিঃ, গিরীন্দ্রফণভৃৎকুলৈর্ভবতি সুভ্রু ! পৃথ্বী তু সা ॥ ॥ ৩৯ ॥
চত্বারঃ প্রাক্ সুতনু ! গুরবো দ্বৌ দশৈকাদশৌ চেৎ, মুগ্ধে ! বর্ণৌ তদনু কুমুদামোদিনি ! দ্বাদশান্ত্যৌ।
তদ্বচ্চান্ত্যৌ যুগরসহয়ৈর্যত্র কান্তে ! বিরামো, মন্দাক্রান্তাং প্রবরকবয়স্তন্বি ! তাং সঙ্গিরন্তে ॥ ॥ ৪০ ॥
আদ্যাশ্চেদ্গুরবস্ত্রয়ঃ প্রিয়তমে ! ষষ্ঠস্তথা চাষ্টমঃ, সন্ত্যোকাদশতস্ত্রয়স্তদনু চেদষ্টাদশাদ্যৌ পরম্।
মার্ত্তণ্ডৈর্মুনিভিশ্চ যত্র বিরতিঃ পূর্ণেন্দুবিম্বাননে। তদ্বৃত্তং প্রবদন্তি কাব্যরসিকাঃ শার্দ্দূলবিক্রীড়িতম ॥ ॥৪১॥

চত্বারো যত্র বর্ণাঃ প্রথমমলঘবঃ ষষ্ঠকঃ সপ্তমোঽপি,
দ্বৌ তদ্বৎ ষোড়শাদ্যৌ মৃগমদতিলকে। ষোড়শান্ত্যৌ তথান্ত্যৌ।
রম্ভাস্তম্ভোরুকান্তে ! মুনিমুনিমুনিভির্দৃশ্যতে চেদ্বিরামো,
বালে ! বন্দ্যৈঃ কবীন্দ্রৈঃ সুতনু ! নিগদিতা স্রগ্ধরা সা প্রসিদ্ধা ॥ ॥ ৪২ ॥

ইতি মহাকবি কালিদাস-বিরচিতঃ শ্রুতবোধঃ সম্পূর্ণঃ

সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ।

বিম্ব হে কমলসদৃশস্তনাবকোমলাঙ্গি ! উক্ত সপ্তদশাক্ষর ছন্দের প্রথম বর্ণ লঘু হইয়া পর পর পাঁচটি গুরু বসিলে, এবং পুনশ্চ পাঁচটি লঘু বসিয়া দুইটি গুরু বসিলে অবশেষে শেষের (সপ্তদশের) পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণ তিনটি লঘু হইয়া অন্তে গুরুবর্ণ বিন্যাস হইলে তাহাকে শিখরিণী বলা হয়, ইহার ষষ্ঠে ও অন্তে যতি আবশ্যক ॥ ৩৮ ॥

অয়ি প্রিয়ে ভ্রমরকৃষ্ণকুন্তলে ! গভীরনাভিহ্রদাবর্ত্তে ! যে সপ্তদশ অক্ষরের ছন্দের দ্বিতীয়, ষষ্ঠ, অষ্টম, দ্বাদশ, চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ ও অন্তিম (সপ্তদশ) বর্ণ গুরু, অবশিষ্ট লঘু, যাহার অষ্টমে যতি থাকিয়া পাদান্তে যতি রক্ষিত হয়, তাহাকেই পৃথ্বীবৃত্ত বলা হয় ॥ ৩৯ ॥

কুমুদপরিমলবাহিনি অয়ি মুগ্ধে ! মন্দাক্রান্তাছন্দের প্রথমে চারিটি বর্ণ গুরু বসিয়া পাঁচটি লঘু বসে, পরে দশম ও একাদশ গুরু হইয়া দ্বাদশ বর্ণ লঘুভাবে বিন্যস্ত হয় এবং ত্রয়োদশ চতুর্দ্দশ বর্ণ গুরু হইয়া একটি লঘুবর্ণ বিন্যাসান্তে, অন্তিম—ষোড়শ ও সপ্তদশ দুই বর্ণ গুরু হয়। যতি সম্বন্ধে বিশেষ এই যে, চতুর্থ বর্ণে যতি থাকিয়া তাহার ষষ্ঠে অর্থাৎ দশমে এবং তাহা হইতে ৭মে অর্থাৎ পাদান্তে যতি বসে ॥ ৪০ ॥

প্রিয়তমে ! যদি প্রথম তিনটি বর্ণ এবং ষষ্ঠ, অষ্টম গুরু হয়, পরে একাদশ হইতে তিনটি—একাদশ দ্বাদশ ত্রয়োদশ বর্ণ এবং সপ্তদশ ও অন্তিম—উনবিংশ বর্ণ গুরু হয়, অবশিষ্ট লঘু বর্ণে সজ্জিত থাকে, আর দ্বাদশে ও অন্তিমে যতি রক্ষিত হয়, তাদৃশ উনবিংশাক্ষর বৃত্তকে কাব্যরসবিদ্গণ শার্দ্দূলবিক্রীড়িত নামে অভিহিত করেন ॥ ৪১ ॥

অয়ি মৃগমদতিলকবিলাসিনি ! রম্ভোরু ! যে বৃত্তে প্রথম চারিটি বর্ণ গুরু, পরে ষষ্ঠ ও সপ্তম গুরু হইয়া চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ বর্ণ গুরু, পুনশ্চ সপ্তদশ অষ্টাদশ এবং অন্তিম দুই বর্ণ অর্থাৎ বিংশ ও একবিংশ বর্ণ গুরু, অন্যান্য লঘু, যাহার প্রথম হইতে প্রত্যেক সপ্তম বর্ণান্তে তিনবার যতি থাকে, মাননীয় সুকবিগণ তাহার স্রগ্ধরা সংজ্ঞা প্রদান করেন ॥ ৪২ ॥

কালিদাসের গ্রন্থাবলী সমাপ্ত।

উপসংহার

এত দিনে "কালিদাস-গ্রন্থাবলী"র তৃতীয় খণ্ড শেষ হইল এবং গ্রন্থাবলীও পরিসমাপ্ত হইল। 'বসুমতী'র স্বত্বাধিকারী, বঙ্গসাহিত্যের পরম-সুহৃদ্, শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাবাজী, অতি সত্বর গ্রন্থাবলী সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে বড়ই ব্যগ্র ছিলেন, কিন্তু আমার দোষে তাহা ঘটে নাই। অনেক পাঠক-পাঠিকা কৃপাপূর্ব্বক, আমাকেও, সত্বর সমাপ্তির নিমিত্ত পত্র দ্বারা অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন। তাঁহাদের উৎসাহ আমার ন্যায় দীর্ঘ-সূত্রীকেও কর্ম্মঠ করিয়া তুলিয়াছে, এজন্য তাঁহাদিগকে শত শত ধন্যবাদ। এই বয়সে, এত বড় একটা কাজ সুসম্পূর্ণ করিতে পারিব কি না, এ বিষয়ে আমারও বিশেষ সংশয় ছিল। শ্রীশ্রী৺বিশ্বনাথের দয়ায়, ভাল হউক—মন্দ হউক, কাযটা যে শেষ করিতে পারিলাম এজন্য নিজকে কৃতার্থ মনে করিতেছি।

তাড়াতাড়ি গ্রন্থাবলী শেষ করিতে হইবে —এই দিকেই বিশেষ লক্ষ্য থাকায়, যেমন ভাবে—তৃতীয় খণ্ড সম্পাদন করিব—বাসনা ছিল তাহা পারি নাই। এজন্য সর্ব্বাগ্রে আত্মক্রটি নিবেদন করিতেছি।

তৃতীয় খণ্ডে চারিখানি গ্রন্থ আছে। ১—শকুন্তলা —বিক্রমোর্ব্বশী ৩—দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা, ৪—শ্রুতবোধ। ইহাদের মধ্যে প্রথম দুইখানি শকুন্তলা ও বিক্রমোর্ব্বশী কালিদাসের প্রণীত, বাকি দুইখানি - তাঁহার রচিত কি না, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। তবে অনেকের মতে, শ্রুতবোধ কালিদাস-রচিত বলিয়াই প্রচলিত। কিন্তু কেবল কতিপয় মনোহর বিশেষণ দেখিয়াই, কালিদাসকে টানিয়া আনিতে আমি সাহস করি না। বত্রিশ সিংহাসন গ্রন্থ কোন মৌলিক পুস্তক নহে। নানা স্থান হইতে সঙ্কলিত শ্লোকমালায় ইহার অঙ্গ পরিপুষ্ট। এমন কি, খৃঃ দশম একাদশ শতকের কবিদিগের গ্রন্থ হইতেও ইহাতে কবিতা সংগৃহীত হইয়াছে। বোধ হয়, আরও পরের কবির শ্লোকও খুঁজিলে ইহাতে পাওয়া যায়। কালিদাসকে এই গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া ধারণা করিবার মত সাহস বা প্রবৃত্তি—কোনটাই আমার নাই।

"অভিজ্ঞান শকুন্তল।"—শকুন্তলা সম্বন্ধে বেশী কিছু বলিতে যাওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা। কেন না, এমন শিক্ষিত লোক ভারতে বোধ হয়, অতি অল্পই আছেন, যিনি অভিজ্ঞান শকুন্তল-নাটকের সহিত কোন-না-কোন রূপে পরিচিত নহেন। অভিজ্ঞান শকুন্তল— সংস্কৃত সাহিত্যের কৌস্তুভমণি বাগ্দেবতার কমনীয় কণ্ঠহারে জ্যোতির্ময় মধ্যমণি স্বরূপ। ইহার সৌন্দর্য্য, ইহার মাধুর্য্য— ভাষায় প্রকাশযোগ্য নহে তাহা কেবল সহৃদয়গণের অনুভববেদ্য। আচার্য্য দণ্ডী বলিয়াছেন— ইক্ষু ক্ষীর গুড় প্রভৃতি পদার্থের মাধুর্য্যে অনেক প্রভেদ, অনেক তারতম্য, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও, স্বয়ং বাগ্দেবতাও সেই প্রভেদ, সেই তারতম্য অপরকে বুঝাইতে সমর্থ নন্। চিনি খাইতে কেমন, তাহা ভাষায় বুঝানো যায় না, যে খায়, সে বুঝিতে পারে। শকুন্তলা সম্বন্ধেও ঠিক ঐ কথা প্রযোজ্য। অভিজ্ঞান শকুন্তল যে কি বস্তু, কেমন অপূর্ব্ব মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ-তাহা যিনি রসিক তিনি স্বয়ং পাঠ করিলে বুঝিতে পারেন, নতুবা কোন ব্যাখ্যাতার এমন সাধ্য নাই যে, বুঝাইতে সমর্থ হন। এই উপাদেয় নাটক সম্বন্ধে মনীষি শ্রেষ্ঠ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উক্তি এই স্থলে উপহাররূপে উদ্ধৃত হইল—

"অভিজ্ঞান শকুন্তলা কালিদাসের সর্ব্বপ্রধান দৃশ্যকাব্য। সংস্কৃতভাষায় যত নাটক আছে, শকুন্তলা সে সকল অপেক্ষা সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট। এই অপূর্ব্ব নাটকের আদি অবধি অন্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বাংশেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। যদি শতবার পাঠ কর, শতবারই অপূর্ব্ব বোধ হইবে। মহাভারতের আদিপর্ব্বে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার যে উপাখ্যান আছে, তাহা অবলম্বন করিয়া, কালিদাস অভিজ্ঞান শকুন্তলের রচনা করিয়াছেন। উভয়বিধ উপাখ্যান দৃষ্টিগোচর করিলে, বুঝিতে পারা যায়, কালিদাস মহাভারতীয় উপাখ্যানে কি অদ্ভুত কৌশল ও অলৌকিক চমৎকারিত্ব সমাবেশিত করিয়াছেন। ফলতঃ অভিজ্ঞান-শকুন্তলে কালিদাসের চমৎকারিণী কল্পনা-শক্তি ও চিত্ত-হারিণী রচনা শক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। এই নাটক পাঠ করিলে সংস্কৃতজ্ঞ সহৃদয় ব্যক্তির অন্তঃকরণে

নিঃসংশয়ে এই প্রতীতি জন্মে, মানুষের ক্ষমতায় ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রচনা সম্ভবিতে পারে না। বস্তুতঃ কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তল অলৌকিক পদার্থ। ধন্য কালিদাস! ধন্য অভিজ্ঞান শকুন্তল! প্রলয়ের পূর্ব্বে তোমাদের বিলয়ের আশঙ্কা নাই। ধন্য বিক্রমাদিত্য! এই কালিদাস তোমার রাজ্য ও সভাসদ ছিলেন; এই অভিজ্ঞান-শকুন্তল তোমার পরিতোষার্থে সর্ব্বপ্রথম উজ্জয়িনীর রঙ্গভূমিতে অভিনীত হইয়াছিল।"

ভারতবর্ষীয়েরাই যে স্বদেশী কাব্য বলিয়া শকুন্তলার এত প্রশংসা করেন, এমন নহে, দেশান্তরীয় পণ্ডিতেরাও শকুন্তলার এইরূপ অথবা ইহা অপেক্ষা অধিক প্রশংসা করিয়াছেন। নানাবিদ্যাবিশারদ, অশেষ দেশ ভাষাজ্ঞ, সুবিখ্যাত সার উইলিয়ম জোন্স, শকুন্তলা পাঠ করিয়া এমন প্রীত হইয়াছিলেন যে, কালিদাসকে স্বদেশীয় অদ্বিতীয় কবি সেক্সপিয়ারের তুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং জর্ম্মাণদেশীয় অতি প্রধান পণ্ডিত ও প্রধান কবি গেটি শকুন্তলার সার উইলিয়ম্ জোন্সকৃত ইংরাজি অনুবাদের সঙ্কলিত জর্ম্মাণ অনুবাদ পাঠ করিয়া লিখিয়াছেন :—

'যদি কেহ বসন্তের পুষ্প ও শরতের ফলভোগের অভিলাষ করে, যদি কেহ প্রীতিজনক ও পরিতৃপ্তিকর বস্তুর অভিলাষ করে, যদি কেহ স্বর্গ ও পৃথিবী এই দুই এক নামে সন্নিবেশিত করিবার অভিলাষ করে, তাহা হইলে, হে অভিজ্ঞান-শকুন্তল! আমি তোমার নাম নির্দ্দেশ করি, এবং তাহা হইলেই সকল বলা হইল।'—যদি বিদেশীয় লোক, অনুবাদের অনুবাদ পাঠ করিয়া এত প্রীত ও এত চমৎকৃত হইতে পারেন, তবে স্বদেশীয়েরা যে সেই বিষয় মূল পুস্তকে পাঠ করিয়া কত প্রীত ও কত চমৎকৃত হইবেন, তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারেন।

তুলনায় সমালোচনা

শকুন্তলা প্রণয়নের পূর্ব্বে, কালিদাস বিক্রমোর্ব্বশী ও মালবিকাগ্নিমিত্র বিরচিত করিয়াছেন। প্রথমখানি স্বর্গ এবং মর্ত্ত্যের ঘটনায় পরিপূর্ণ, দ্বিতীয়খানির ঘটনাস্থল কেবল মর্ত্ত্য। বিক্রমোর্ব্বশীর নায়ক মর্ত্ত্যের অধিবাসী হইলেও স্বর্গের দেবতাদের সমকক্ষ, দেবপ্রভাবসম্পন্ন; নায়িকাও স্বর্গ-বাসিনী, অপ্সরাদিগের সর্ব্বোত্তমা। আর মালবিকাগ্নিমিত্রের নায়ক মর্ত্ত্যের—ভারতের সম্রাট, নায়িকা মালবিকাও মর্ত্ত্যের সমৃদ্ধিশালী বিদর্ভরাজের রাজকন্যা। প্রথমখানিতে অমানুষ এবং অতিমানুষ বৃত্তান্তই অধিক, দেখিতে দেখিতে একটি রমণী মেঘের আকার ধারণ করিতেছে। লতায় পরিণত হইতেছে। আর নায়কও কখনো করিরূপে, কখনো হংসাকারে, কখনো বা মৃগরূপে আত্মপরিচয় প্রদান করিতেছেন, বিরহকালে জগতের জীবৎপদার্থের সহিত আত্মসত্তা মিশ্রিত করিয়া, কোনপ্রকারে তাপিত বক্ষ শীতল করিতে চাহিতেছেন। পক্ষান্তরে, মালবিকাগ্নিমিত্রের নায়ক নিরবচ্ছিন্ন স্বাভাবিক ঘটনা, স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপে সামাজিকদিগকে বিমোহিত করিয়া তুলিতেছেন। তাঁহার চরিত্রের কোথাও কোনরূপ অমানুষ বা অতিমানুষ দৈবশক্তির প্রভাব নাই। দৈবের সাহায্যে তাঁহাকে কোন কার্য্যের সমাধান করিতে হয় নাই। ফলতঃ বিক্রমোর্ব্বশী এবং মালবিকাগ্নিমিত্র—দুইখানিই উৎকৃষ্ট দৃশ্যকাব্য, সহৃদয়হৃদয়গ্রাহী। কিন্তু উহার কোনখানিতেই আদর্শ পুরুষের সৃষ্টি নাই।

বিক্রমোর্ব্বশীর প্রধান পুরুষ রাজা পুরূরবা অপ্সরার—স্বর্গীয় বারবনিতার সৌন্দর্য্যমুগ্ধ নায়ক। সৌন্দর্য্য ব্যতীত রূপে তিনি আর কিছুই দেখিতে পান না, বা দেখিতে চান না। গুণের গণনায় তিনি পরাঙ্মুখ। বাহ্য-সৌন্দর্য্যের চরণে তিনি অন্তঃসৌন্দর্য্যের বলিদান করিতে কুণ্ঠিত নহেন। বহির্জ্জগৎই তাঁহার প্রধান বিনোদবস্তু, অন্তর্জ্জগতের শান্তোজ্জ্বল মূর্ত্তির কমনীয় ছায়া তদীয় হৃদয়দর্পণে মূর্চ্ছিত হয় না। তাই তিনি সাধ্বী, গুণবতী, রূপবতী, পতিদেবতা ঔশীনরীকে উপেক্ষা করিয়া, লালসাময়ী অপ্সরা উর্ব্বশীকে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। বাসনার আপাতরমণীয় বংশীরবে আত্মবিস্মৃত হইয়া, মন্মথমুগ্ধের ন্যায় তাহার অনুবর্ত্তন করিয়াছিলেন; আত্মসত্তা একেবারে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। পুরূরবা ভারত-সম্রাট্ হইয়াও, আর্য্য-নরপতি হইয়াও, রাজার অবশ্য-পালনীয় কর্ত্তব্যে রাজধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন, সাম্রাজ্য-পালন বিস্মৃত হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাকে কদাচ আদর্শ পুরুষ বলিতে পারা যায় না। আর এক জন,—মালবিকাগ্নিমিত্রের যিনি নায়ক, সেই অগ্নিমিত্রও ভারতের অদ্বিতীয় সম্রাট, পরম পরাক্রমশালী অথচ ক্ষমাময়,—আত্মমর্য্যাদার

তথা ভারত-সাম্রাজ্যের মহনীয় সিংহাসনের অলঙ্ঘ্য মর্য্যাদার রক্ষণে সতত তৎপর। তাঁহার অনেক গুণ, অনেক সৎপ্রবৃত্তি। কিন্তু তিনিও প্রণয়মগ্ন হৃদয়। প্রেমময় হৃদয় তাঁহাকে বলিতে পারি না, বলিতে ইচ্ছা করে না। অমর-প্রার্থিত প্রেমরত্নের ঐ প্রকার নির্দ্দেশে অবমাননা না হউক, সম্মান করা হয় না। পুরূরবার ন্যায় তাঁহারও প্রণয়োন্মাদ অত্যধিক। কিন্তু পুরূরবার ন্যায় তিনি, প্রণয়ের চরণে আত্মকর্ত্তব্য, রাজার কর্ত্তব্য—বলি দিতেন না। তবে বহিঃসৌন্দর্য্যের অতিপ্রভাবে, তিনিও বিমূঢ় ছিলেন। বহিঃসৌন্দর্য্য তাঁহার এতই লোভনীয় ছিল যে, তিনি, নৃত্যাদি নিপুণা রূপসী ইরাবতীকে, পাটরাণী ধারিণীর যে পরিচারিকা ছিল, রাজপরিণয়োচিত-বংশোদ্ভবা না হইলেও, সেই ইরাবতীকে মহিষীপদে উন্নীত করিয়াছিলেন। অগ্নিমিত্র জগতের নিয়ন্তা হইয়াও, পবিত্র দাম্পত্য বন্ধনটিকে, কেবল আত্মসুখের ও আত্মতৃপ্তির প্রধান উপকরণ মনে করিয়াছিলেন। নরনারীর পরিণয়, শুধু সেই পরিণীত দম্পতির নহে, সমাজেরও যে অশেষ কল্যাণ করে, এ কথা অগ্নিমিত্র ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাকে আদর্শ পুরুষ বলিতে পারি না। যাহার চরিত্র দর্পণে আত্মদেহের প্রতিবিম্বন করিয়া সমাজ আপনার দোষগুণের ক্ষতিবৃদ্ধির এবং ত্রুটি-পরিপূর্ত্তির সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারে, তাদৃশ আদর্শ চরিত্র অগ্নিমিত্রে নাই। যে উদার এবং মহনীয় চরিত্রের প্রভাবে, তাহার পারিপার্শ্বিক সমাজ আপনিই মহনীয় হইয়া উঠে, যাদৃশ চরিত্রের গুণবত্তা দর্শনে, সমাজে স্বতঃপ্রবৃত্ত অনুচিকীর্ষার উদয় হয়, এবং যাহার প্রভাবে ঐ সমাজও ক্রমে আদর্শ সমাজে পরিণত হয়, তাদৃশ আদর্শ-চরিত্র পুরূরবা বা অগ্নিমিত্র—কাহাতেও নাই। যে দেশের, যে সমাজের আদর্শ পুরুষ রাম, যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম, কর্ণ, দিলীপ, দুষ্মন্ত, পুরূরবা বা অগ্নিমিত্র সেই দেশের, সেই সমাজের আদর্শ পুরুষ হইবার যোগ্য নহেন। আবার যে দেশ, পার্ব্বতী, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, শৈব্যা, লোপামুদ্রা, চিন্তা, শকুন্তলা প্রভৃতি আদর্শ রমণীগণের মহনীয় চরিতালোকে সমুদ্ভাসিত, সেই দেশে পুরূরবার উর্ব্বশী বা অগ্নিমিত্রের ধারিণী ইরাবতী এবং মালবিকার স্থান অনেক নিম্নে। তবে পুরূরবার প্রধান মহিষী দেবী ঔশীনরী আদর্শ রমণী-কুলের শিরোমণিসদৃশী হইলেও তিনি কিন্তু কাব্যের তথা কাব্যোল্লিখিত প্রধান পুরুষের 'উপেক্ষিতা' প্রতিনায়িকামাত্র। তাঁহার চরিত্র কাব্যের উপজীব্য নহে। কেবল প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য।

সুতরাং বুঝিতে পারিলাম যে, বিক্রমোর্ব্বশী বা মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে সমাজের হিতকর আদর্শ চরিত্র নাই। মহাকবি তাদৃশ চরিত্র-চিত্রণে প্রয়াসও করেন নাই। ঐ ঐ কাব্যে, কবির প্রতিপাদ্য ছিল, প্রণয়ের এবং প্রণয়োন্মাদের বর্ণনা। মানবহৃদয়ে প্রণয়ের উন্মাদ যে কত দূর চরমসীমায় উপনীত হইতে পারে, প্রণয়ীর নয়নে প্রণয়াস্পদ পদার্থ ব্যতিরেকে অন্য কিছুই যে প্রতিবিম্বিত হয় না, হইতে পারে না, প্রণয়ের স্বরূপ, তুমি আমি যত বড় কল্পনা করি বা করি, প্রণয় যে তদপেক্ষাও অনেক বৃহত্তর, অনেক উচ্চ, কল্পনার দ্বারা অপরিমেয়,—ইহাই কবি ঐ দুই কাব্যে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। প্রণয়ধারা আবার যে ভাবে প্রবাহিত হইলে, শুধু প্রণয়ীর নহে, সমাজেরও অশেষ মঙ্গল হয়, প্রণয় যে কেবল প্রণয়ীর নহে, সুবিশুদ্ধ প্রণয় জগতেরও যে অশেষ তৃপ্তি এবং কল্যাণের সাধন,—ধর্ম্মভাবশূন্য প্রণয়ে অথবা প্রণয়-চ্ছদ্ম পাশবক্ষনে প্রণয়ীর তথা সমাজের এবং জগতের যে পরিমাণে অমঙ্গল,—ধর্ম্মভাবময় প্রণয়ে,—প্রণয়ীর তথা সমাজ ও জগতের আবার যে তত, অথবা ততোধিক মঙ্গল, এ তত্ত্ব কবি ঐ দুই কাব্যে উদ্ঘাটন করেন নাই। তাই বিক্রমোর্ব্বশী মালবিকাগ্নিমিত্র বিরচনের পর, মহাকবি তাঁহার সকল সামর্থ্য ব্যয় করিয়া, অভিজ্ঞান-শকুন্তল প্রণয়ন করিয়াছেন। অভিজ্ঞান শকুন্তল তাঁহার বিশ্বতোমুখী প্রতিভার—ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী কল্পনার ও সর্ব্বাতিশায়িনী রচনার চরম নিকষোপল। স্বরচিত বিক্রমোর্ব্বশী ও মালবিকাগ্নিমিত্রে, কবি যে সমুদয় দিব্যদৃশ্যের, দিব্য-মূর্ত্তির অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা ত শকুন্তলায় আছেই, পরন্তু, শকুন্তলায় আরও এমন অনেক মূর্ত্তি, অনেক বস্তু আছে, যাহা নিজে নিজেই কেবল অনুভব করা যায়, অপরকে অনুভূত করানো যায় না। ভাষার সাহায্যে অভিজ্ঞান-শকুন্তলের সৌন্দর্য্য-বিশ্লেষণ হয় না, তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করা যায় না। অভিজ্ঞান-শকুন্তল কবিসৃষ্টির চরম উৎকর্ষ। রসিক সামাজিক যথার্থই বলেন—

"কালিদাসস্য সর্ব্বস্বম্ অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্।" অভিজ্ঞান শকুন্তল কালিদাসের সর্ব্বস্ব, তাঁহার অপার্থিবকল্পনা রূপিণী উদ্যান-বাটিকার অমৃতময়ী কল্পলতিকা। প্রেম এবং ধর্ম্ম উভয়ের সম্মিলনে জগতে যে কি মধুর, কি আনন্দের উৎস উত্থিত হয়, অভিজ্ঞান-শকুন্তলরূপী স্বচ্ছ-দর্পণে তাহাই প্রতিবিম্বিত। শকুন্তলা মহাকবির চরম সৃষ্টি, বাণীর বরপুত্রের অক্ষয় আলেখ্য, সংস্কৃত সাহিত্যাকাশের সনাতনী শারদকৌমুদী।

বিক্রমোর্ব্বশী ও মালবিকাগ্নিমিত্রের সহিত অভিজ্ঞান শকুন্তলের আর একটি বিষয়ে বিশেষ পার্থক্য আছে এবং সেই পার্থক্য বা বৈশিষ্ট্যের প্রভাবেই শকুন্তলা সকলকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। বিষয়টি এই:—

মালবিকাগ্নিমিত্রের নায়ক অগ্নিমিত্রের তিনটি মহিষী —ধারিণী, ইরাবতী ও মালবিকা। ধারিণীই প্রথম এবং প্রধান, পরে ইরাবতী, তার পর মালবিকা। কবি রঙ্গমঞ্চে তিনটি মহিষীকেই আনিয়াছেন। এক জন পুরুষ, আর তাঁহার তিন তিনটি স্ত্রী। যেন বঙ্গের কৌলীন্য! বিক্রমোর্ব্বশীতেও পুরুষ এক জন—রাজা পুরূরবা, আর তাঁহার হৃদয়ের উভয়াধিকারিণী দুইটি— ঔশীনরী ও উর্ব্বশী। প্রধান ঔশীনরী অপ্রধান উর্ব্বশী। জগদ্বিধানবৎ প্রণয়-জগতের বিধানেও হ্রাসবৃদ্ধি, উন্নতি অবনতি আছে; তাই আজ যিনি প্রধান, কাল তিনি অপ্রধান। তাই প্রধান মহিষী ধারিণী ও ঔশীনরীর প্রাধান্য লুপ্ত হইল, আর অপ্রধান ইরাবতী ও উর্ব্বশীর প্রাধান্য ঘটিল। কবিকে একটি বা দুইটি প্রতিনায়িকার চরিত্ররূপ প্রদীপের সাহায্যে, ঐ দুই নাটকের প্রধান নায়িকার চরিত্র ফুটাইতে হইয়াছে। কিন্তু এই প্রণালী তত মনোরম নহে। রত্নের সৌন্দর্য্য যদি দীপের সাহায্যে দেখিতে হয়, তবে তাহাকে 'সর্ব্বোত্তম রত্ন"— এ আখ্যা দেওয়া চলে না। বিক্রমোর্ব্বশী ও মালবিকাগ্নিমিত্র বিরচনের পর, কালিদাস তাই, শকুন্তলা-প্রণয়নকালে এক নূতন পথে যাত্রা করিয়াছেন। শকুন্তলা নাটকের নায়ক এক জন, নায়িকাও একাকিনী। প্রতিনায়ক বা প্রতিনায়িকার সাহায্যে দুষ্মন্ত-শকুন্তলার চরিত্র-সৌন্দর্য্য বিকাশ করিতে হয় নাই। সুরভি কুসুম যেমন আপন সৌরভে সমগ্র বনস্থলীকে সুরভিত করিয়া তোলে, তদ্রূপ, দুষ্মন্ত শকুন্তলাও আপন চরিত্র-সৌন্দর্য্যে সামাজিকদিগকে বিমোহিত ও আত্মবিস্মৃত করিয়া তুলিয়াছেন। এই নিমিত্তই অভিজ্ঞান-শকুন্তল কবি-সৃষ্টির চরম উৎকর্ষ।

তবে এই চরম উৎকর্ষ প্রতিপন্ন করিতে যাইয়া, কবিকে, দুর্ব্বাসার শাপ, দৈববাণী প্রভৃতি কতিপয় অনৈসর্গিক উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছে। সেই সেই উপায় নাটকীয় বস্তুর, অর্থাৎ অভিনয়পদার্থের একান্ত অনুকূল হইয়াছে সত্য, অভিনয়-প্রয়োগে আতিশয় সুসংলগ্ন হইয়াছে সত্য, কিন্তু তজ্জন্য কবিকে স্বর্গ-মর্ত্ত-রসাতল পর্য্যটন করিতে হইয়াছে।

কালিদাস স্বর্গ-মর্ত্ত-রসাতলব্যাপী কল্পনা-রাজ্যের অপ্রতিরথ সম্রাট ছিলেন। তাই অপর-চরিত্রনিরপেক্ষ হইয়াও, কেবল শকুন্তলার দ্বারা শকুন্তলার এবং কেবল দুষ্মন্তের দ্বারা দুষ্মন্তের চরিত্র ফুটাইতে পারিয়াছেন। অন্যের পক্ষে যাহা অসম্ভব। দুষ্মন্ত নিজের অপরাজেয় ও অনুপম চরিত্রের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান, আর শকুন্তলাও আত্মচরিত্রপ্রভাবে অনন্তপ্রভাবসম্পন্না। ইঁহাদের কেহই কখনো, সুখে, দুঃখে, যাহাতে আত্মচরিতের প্রভাব বিচ্যুত হন নাই। মহাভারতের দুষ্মন্তশকুন্তলার চরিত্র এমন প্রভাবপূর্ণ বা সুদৃঢ় নহে।

মহাভারতে দুষ্মন্ত-চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষিত হয় নাই। দুষ্মন্ত যে এক জন ঘোর প্রবঞ্চকও সাজিতে পারেন, তাহাতে তাহাই ব্যক্ত এবং প্রতিপন্ন হইয়াছে। এই মহাভারতীয় দুষ্মন্ত চরিত্রের অনেকে আবার অনেক প্রকার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া, তাঁহার নিষ্কলঙ্কত্ব প্রতিপাদনে যত্ন করিয়া থাকেন, আমার তাহা অনালোচ্য। সৌন্দর্য্যের কবি কালিদাস দেখিলেন মহাভারতীয় দুষ্মন্তচরিত্রে ইন্দ্রিয়েরই প্রবল প্রতাপ, মনের প্রতাপ তাহাতে একেবারেই নাই। প্রবল ইন্দ্রিয়শক্তির নিকট দুষ্মন্তের মানসিক—শক্তির বিকাশই হইতে পারে নাই। তাই কবি, দুর্ব্বাসার শাপের সৃষ্টি করিয়া, দুষ্মন্ত-চরিত্রকে দোষমুক্ত করিয়া লইলেন। অনসূয়া, প্রিয়ংবদা, শার্ঙ্গরব, শারদ্বত ও গৌতমী প্রভৃতির সৃষ্টি করিয়া, কালিদাস মহাভারতের প্রগল্‌ভা, কটুভাষিণী, অপত্রপা, ক্রোধান্ধা, বহুজল্পিনী ও কলহপরা শকুন্তলাকে মুগ্ধ-হৃদয়া, মঞ্জুভাষিণী, সরলতাময়ী ও লজ্জানম্র-মুখী করিয়া তুলিয়াছেন। যত কিছু কঠোর, কর্কশ,

নিষ্করণ উক্তি—বা ব্যবহার, তাহা অনসূয়াদি পঞ্চ পাত্রের মুখ হইতে ও কার্য্য হইতে প্রকাশ পাইয়াছে, আর যাহা কেবল কোমল, কেবল মধুর, তাহা শকুন্তলা ব্যক্ত করিয়াছেন। মহাভারতে দুষ্মন্ত-শকুন্তলার যেমন কলহ অমনিই প্রণয় যেমন প্রত্যাখ্যান, অমনিই আবার গ্রহণ। আর কালিদাসের শকুন্তলায় কলহের পর প্রণয়ে, এবং প্রত্যাখ্যানের পর স্বীকারে—ব্যাপার অনেক, বৈচিত্র্য অনেক। মহাভারতে চমৎকারিতার যে অংশে ন্যূনতা, কালিদাসের চমৎকারিতা তথায় অসীম। মহাভারতে যে বিষয়ের ভূয়োবর্ণন, কালিদাসের তাহা এক কথায় সম্পূর্ণ। আবার মহাভারতে যে অংশ বর্ণনীয় সত্ত্বেও উপেক্ষিত —কালিদাসের বর্ণনা তথায় গৌরিকলিঃশাব সদৃশ। এই কারণেই বলিতে ইচ্ছা হয়, কালিদাসের শকুন্তলা সৃষ্টি ব্রহ্মসৃষ্টিকেও ছাড়াইয়া উঠিয়াছে।

কালিদাস তাঁহার চিরপ্রতিজ্ঞাত, দেবদ্বিজে ভক্তি, কর্ত্তব্যের পালন, মানীর সম্মান রক্ষা ক্ষমা তিতিক্ষা, আত্মত্যাগ, পরার্থপ্রীতি, সংযম, ইন্দ্রিয়বিজয় অতিথি পূজা প্রভৃতি গৃহীর নিত্য কর্ত্তব্য ও সমাজের হিতকর বাহুবিধ বিষয়ের উপদেশে শকুন্তলা কাব্য বিমণ্ডিত করিয়াছেন। মধুর মধ্যে নিমগ্ন করিয়া বা শর্করার আবেষ্টনে আবৃত করিয়া, অতি তিক্ত ঔষধও যেমন রোগীকে খাওয়াইয়া রোগমুক্ত করা যায় অথচ ঔষধের তিক্তত্ব আদৌ অনুভূত হয় না, তদ্রূপ, কালিদাস তদীয় মাধুরীময়ী কল্পনার আবরণে আবৃত করিয়া, সমাজের হিতকর উপদেশগুলি সামাজিকের হৃদয়ে দৃঢ় সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। সামাজিকগণ যখন কবির তরঙ্গময়ী কল্পনার চমৎকারিতাময় লীলাতরঙ্গ দেখিতে দেখিতে একেবারে তন্ময় হইয়া পড়েন, তাঁহাদের হৃদয় হইতে জটিল সংসারের অন্য সমস্ত বিষয়, সমস্ত সংস্কার কিয়ৎকালের জন্য অন্তর্হিত হয়, তখন—সেই বিষয়ান্তরাস্পৃষ্ট নির্ম্মল হৃদয়ে, কবির উপদেশের ছাপ চিরস্থায়ীভাবে পড়ে। নির্ম্মল পট ব্যতিরেকে যেমন আলেখ্য চিত্রিত হইতে পারে না, তদ্রূপ নির্ম্মল হৃদয় ব্যতিরেকেও সদুপদেশ স্থায়ী হয় না। তাই কবি, প্রথমে সৌন্দর্য্যের সুশীতল অমৃতধারায় সামাজিকদিগের অন্তঃকরণ প্রক্ষালিত করিয়া, পরে সেই নির্ম্মলক্ষেত্রে উপদেশের বীজ—শিক্ষার বীজ বপন করেন। মালবিকাগ্নিমিত্র বা বিক্রমোর্ব্বশীতে কবির ঐ উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হয় নাই। শকুন্তলায় কবির ঐ মহৎ উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সাধিত হইয়াছে।

উপন্যাসের উপজীব্য।

পূর্ব্বে, প্রসঙ্গতঃ—উক্ত হইয়াছে যে, কালিদাস রামায়ণ, মহাভারত ছাড়া অন্য কোন পুরাণাদি হইতে তাঁহার নাটকীয় বস্তু আহরণ করেন নাই। শকুন্তলার উপখ্যানভাগও তিনি মহাভারতের দুষ্মন্তশকুন্তলোপাখ্যান হইতে লইয়াছেন। কেন যে তিনি অন্য কোন গ্রন্থবর্ণিত বিষয় স্পর্শ করেন নাই তাহা ইতোধিকবার উক্ত হইয়াছে। সুতরাং পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবে কয়েক জন সমালোচক বলেন,—কালিদাস পদ্মপুরাণ হইতে শকুন্তলা বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন। একটু নিবিষ্টচিত্তে দেখিলেই এই উক্তির ব্যর্থতা প্রতিপন্ন হয়।

পদ্মপুরাণ বৈষ্ণব শিক্ষা দীক্ষার আকর গ্রন্থ। রাধার মাহাত্ম্য, রাধার ঐশী শক্তি, প্রকৃতিরূপিণী রাধার সম্বন্ধে যত কিছু উক্তি, তাহার আদি গ্রন্থই হইল পদ্মপুরাণ। এক কথায় পদ্মপুরাণ এক অতি মহান বৈষ্ণবগ্রন্থ। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে পদ্মপুরাণোক্ত রাধাশব্দ হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ এবং ভাগবত প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রন্থে আদৌ নাই। সুতরাং পদ্মপুরাণকে নিশ্চয়ই আমরা, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ এবং ভাগবতের পরবর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য। ভাগবতের আবির্ভাবকাল যে খৃঃ ত্রয়োদশ শতকের পূর্ব্বে নহে, ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে। যদি পদ্মপুরাণকে ভাগবতেরও পরবর্ত্তী বলিয়া ধরা যায়, তবে সেই পদ্মপুরাণীয় ঘটনাবলম্বনে অভিজ্ঞানশকুন্তল রচয়িতা কালিদাসকে আরও পরের লোক বলিয়া না ধরিলে উপায় নাই। অর্থাৎ অন্ততঃ, জোর, চতুর্দ্দশ খৃষ্টাব্দে কালিদাসকে অধঃপাতিত করিতে হয়। এরূপ আজগুবি মত কোন ঐতিহাসিকই স্বীকার করিতে রাজি নন। কালিদাসের শকুন্তলা-সৃষ্টির পর পদ্মপুরাণে ঐ বৃত্তান্ত গৃহীত হইয়া থাকিবে। এরূপ শত শত দৃষ্টান্ত পুরাণাদিতে পাওয়া যায় কুমারসম্ভবের শ্লোক হু-বহু কোনো কোনো পুরাণের অঙ্গীভূত হইয়াছে। প্রাচীন দেড় শত, দুই শত বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা ত আছেই, এমন কি, ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনাও

ক্রমে পুরাণাদিতে ঢুকিতেছে। সুতরাং ও সম্বন্ধে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

বিক্রমোর্ব্বশীয়

বিক্রমোর্ব্বশী সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার নাই। কালিদাসের তিনখানি নাটকের মধ্যে এইখানিই যে সর্ব্বপ্রথম রচিত, ইহা গ্রন্থাবলীর স্থলান্তরে উক্ত হইয়াছে। বিক্রমোর্ব্বশী, মালবিকাগ্নিমিত্র এবং অভিজ্ঞানশকুন্তল এই তিনখানি নাটক ছাড়া কালিদাস-রচিত বলিয়া অন্য কোন নাটক এখন পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

দ্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিকা

“বত্রিশ সিংহাসন” নামক গল্পপুস্তক।—ইহা শৃঙ্গার তিলক, শৃঙ্গার রসাষ্টক প্রভৃতির ন্যায় কালিদাসের নামে চলিয়া আসিতেছে। ইহা কালিদাসের রচিত কি না, সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এই গল্পপুস্তকে নানা কবির শ্লোক উদ্ধৃত, এবং নানা উদ্ভট-কবিতা সঙ্কলিত। কেন যে ইহা কালিদাসের স্কন্ধে চাপিল, তাহা বুঝা দায়। এ যেন—

“কত্তেন কবি কালিদাস পথে যেতে যেতে” জাতীয় কালিদাসের উক্তি।

শ্রুতবোধ

এখানি “ছন্দোমঞ্জরী” জাতীয় ছন্দোগ্রন্থ। খুব রসাল—কতকগুলি বিশেষণ ইহাতে আছে। এক কথায়—নবীন প্রেমিক তাঁহার নবোঢ়া প্রিয়তমাকে যত রকমে সম্বোধন করিতে চান, তাহার একটা তালিকা ইহাতে পাইতে পারেন। তাহা ছাড়া আর কিছুই ইহাতে নাই। তবে কবি কালিদাসের অন্ত ছিল না, এই যা একটা কথা। গ্রন্থ পরিসমাপ্তির সহিত কাব্যরসরসিক সংসাহিত্যামোদী পণ্ডিতগণকে সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।